সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার

১২

ভাস ঃ কালিদাস ঃ

REFERENCE

প্রধান উপদেষ্টা
ডঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী

সম্পাদকমণ্ডলী :
জ্যোতিভূষণ চাকী / তারাপদ ভট্টাচার্য
ডঃ রবিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় / শ্রীমতী গৌরী ধর্মপাল

সংস্কৃত সাহিত্য

নির্বাহী সম্পাদক / প্রসূন বসু
সহযোগী / রত্না বসু

BIRCHANDRA STATE CENTRAL LIBRARY
AGARTALA, TRIPURA
77891
20/5/83

নবপত্র প্রকাশন
৮ পটুয়াটোলা লেন / কলিকাতা-৭০০০০৯

Reference
491.208
S-193

প্রথম প্রকাশ ২৫ ফেব্রুয়ারি / ১৯৬০

প্রকাশক প্রসূন বসু
নবপত্র প্রকাশন
৮ পটুয়াটোলা লেন / কলিকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রক নিউ এজ প্রিণ্টার্স
৫৯ পটুয়াটোলা লেন / কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ : সুবোধ দাশগুপ্ত

বিক্রয় মূল্য : পঞ্চাশ টাকা

SANSKRITA SAHITYASAMBHAR
VOL. XII

প্রধান উপদেষ্টার কথা

আমাদের পরিকল্পিত প্রথম পর্যায়ের শেষ—এবার দ্বিতীয় পর্যায়ের পালা—নবম থেকে অষ্টাদশ খণ্ড।

এখন আর অজ্ঞাতকুলশীল নই, প্রথম পরিচয়ের সসঙ্কোচ মনোভাবও কেটে গেছে; আপনাদের প্রসাদপুষ্ট শিশু আজ যৌবনশ্রীর অধিকারী। আজ তার বলবার দিন এসেছে—'গুণা গুণজ্ঞেষু গুণা ভবন্তি'। নবপত্রের নিষ্ঠা, শক্তি ও আন্তরিকতার পরিচয় যাঁরা ইতিমধ্যেই পেয়েছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই তার এই নূতন যাত্রাকে অভিনন্দিত করবেন।

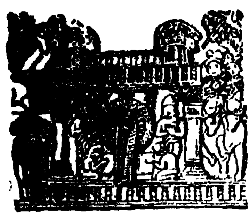
এ যুগে সংস্কৃতের উপযোগিতা নিয়ে আমরা কোনো প্রবন্ধ রচনা করতে চাই না—সে-কাজের জন্যে বহু বিদগ্ধ পণ্ডিত রয়েছেন। সংস্কৃতের পঠন-পাঠন জাতির পক্ষে অপরিহার্য কিনা, সে প্রসঙ্গও তুলতে চাই না—সে-কাজ অসংখ্য শিক্ষাব্রতীরা করবেন। আমাদের লক্ষ্য, সংস্কৃতের জন্যে বিশেষ রুচি সৃষ্টি এবং তারই মাধ্যমে আমাদের বিলুপ্ত সম্পদ সম্পর্কে জাতিকে সচেতন করে তোলা।

এই রুচি ও চেতনা নিয়ে সকলেই অকুণ্ঠ আগ্রহে তাদের জাতীয় সাহিত্য অনুশীলনে এগিয়ে আসবেন, এ আমাদের শুধু বিশ্বাস নয়—সুদৃঢ় প্রত্যয়। তাই সাহিত্যসম্ভারের সামনে সংস্কৃত অবশ্যপাঠ্য বা ঐচ্ছিক—এ সমস্যা নেই। দৃঢ়তার সঙ্গেই আমরা ঘোষণা করতে চাই—শুধু বাংলার নয়, সমগ্র ভারতের পক্ষেই সংস্কৃতপাঠ 'অপরিহার্য'। আমরা বিশ্বাস করি, সংস্কৃতকে দূরে রেখে সংস্কৃতিকে বাঁচানো যাবে না, সংস্কৃত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েই জাতির মানসিকতা আজ বিপর্যস্ত। 'মহতী বিনষ্টি'র সম্মুখীন এই রুগ্ন জাতির পক্ষে প্রথম এবং একমাত্র ব্যবস্থা—সংস্কৃতের ব্যাপক অনুশীলন, 'নান্যঃ পন্থাঃ'।

আপনারা সংস্কৃতকে স্বাগত জানিয়েছেন, আপনাদের কাছে এই অবসরে জনান্তিকে এই কথাও জানিয়ে রাখি—সংস্কৃত চিরঞ্জীব, এর মৃত্যু নেই। আমি মনে করি, সংস্কৃতকে নিয়ে অহেতুক ভাবনার কোনো প্রয়োজন নেই, ভাবনা তাদের নিয়েই যারা এই সম্পর্কে আজও বিরুদ্ধ ভাবনায় মত্ত।

নবপর্যায়ের আরও দশটি খণ্ডের পরিকল্পনা নিয়ে আমরা যাত্রা করলাম। সংস্কৃত-সাহিত্যসম্ভার আপনাদেরই; আপনারা গুণগ্রাহী সজ্জন, সুতরাং 'সিদ্ধিঃ সাধ্যে সতামস্তু'।

শ্রীগৌরীনাথশাস্ত্রী



সূচীপত্র

প্রকাশকের নিবেদন

আশ্চর্য! নিজেদের না জানিয়ে, না বুঝিয়ে কত সহজে তিন-তিনটে বছর কেটে গেল। প্রথম প্রতিশ্রুতির সেই আটটি খণ্ডের শেষ হয়েছে। আজ যেখানে দাঁড়িয়ে নিজেদের ধন্য মনে করে তৃপ্তিবোধ করছি, কোনোদিন ভাবতেই পারিনি নিঃশব্দে এই গন্তব্যস্থলে পেঁছিতে পারব। গভীর আদর্শ বুকে বেঁধে যে-পথ দিয়ে হেঁটে এলাম, সে-পথ ছিল কণ্টকাকীর্ণ, পদে-পদে পিছুটানের বাধা। শতসহস্র পাঠকের আশীর্বাদে কোথায় উড়ে গেল সেই বাধা।

নবম খণ্ড প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দ্বিতীয় পর্যায়ের যাত্রার শুরু। আজ দ্বাদশ খণ্ড প্রকাশিত হল। 'সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার' এখন আর খণ্ডিত নয়; পরিপূর্ণ রূপে রূপায়িত হতে চলেছে। সকলের আশীর্বাদে সার্থক হোক নতুন যাত্রা—প্রথম সূর্যের আলোকে আলোকিত হোক কর্মজীবন।

তিন বছরের এই যাত্রাপথে আমরা অনেক নতুন মুখের সন্ধান পেয়েছি, আবার হারিয়েছিও কাউকে-কাউকে। যাঁদের হারিয়েছি তাঁদের প্রতিও সঞ্চিত আছে আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতাবোধ। সকলের সাহায্যই আমাদের যাত্রাপথের পাথেয়। যে-নদীর সন্ধান আমরা পেয়েছি; সে-নদী সমুদ্রে পেঁছিবে, এ আমাদের দৃঢ় প্রত্যয়।

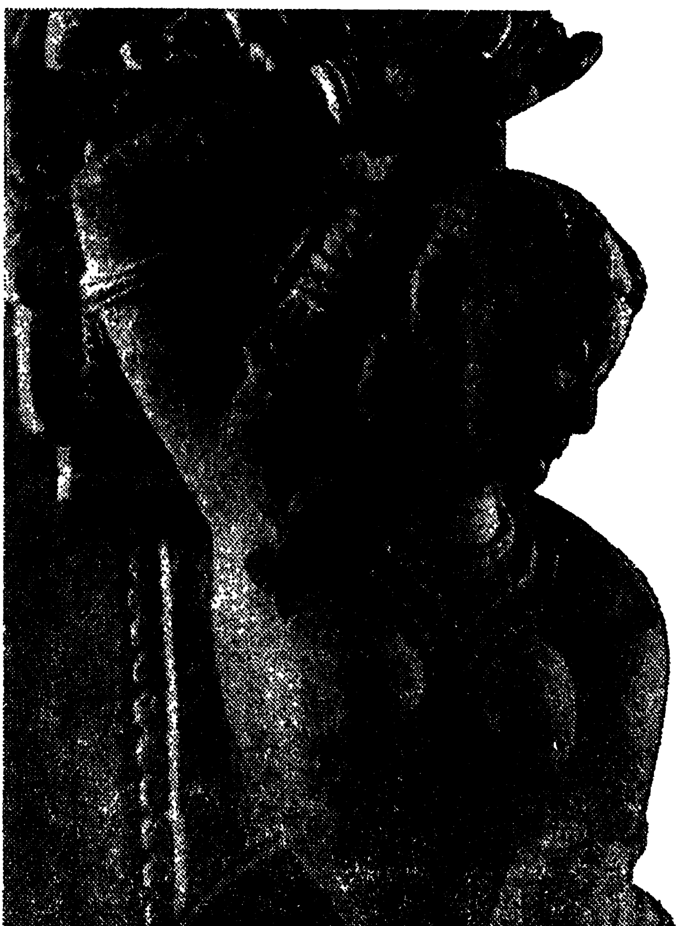
উপদেশে, আশীর্বাদে, অনুবাদকর্মে সম্পাদনায়, রূপপরিকল্পনায় অসংখ্য বিদগ্ধজনের সাহায্য আমরা পেয়েছি বা পাচ্ছি। নিয়মমাফিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে কাউকে আর খাটো করতে চাই না। শুধু বলতে চাই—আমরা সকলে-মিলে ছিলাম, সকলে-মিলে আছি, সকলে-মিলে থাকব।

অনুবাদক

ভাস	কর্ণভার	জ্যোতিভূষণ চাকী
ভাস	অবিমারক	বেচারাম ঘোষ
কালিদাস	বিক্রমোর্বশীয়	জ্যোতিভূষণ চাকী
কালিদাস	নলোদয়	বেচারাম ঘোষ
কালিদাস	শ্রুতবোধ	ডঃ শ্যামাপদ ভট্টাচার্য
শ্রীহর্ষ	প্রিয়দর্শিকা	ডঃ শ্যামাপদ ভট্টাচার্য

ভাস

কর্ণভার



ভূমিকা

ছোট্ট একটি একাঙ্ক হলেও 'কর্ণভারম্' নাট্যচিন্তার দিক দিয়ে বড়ো—ভাসের master-stroke বলা যেতে পারে। এত অল্প পরিসরে করুণরসের এমন প্রস্রবণ অন্যত্র অলভ্য। কাহিনী পুরাতন, পরিচিত, বহু-উচ্চারিত, কিন্তু গ্রন্থনা অনন্য। মহাভারতের পূর্বাপর ঘটনাকোরকগুলোকে সমসূত্রে গেঁথে তিনি যে রচনামাল্যটি উপহার দিয়েছেন তা কাব্যলক্ষ্মীর কণ্ঠে অক্ষয় হয়ে থাকবে।

কথাসার

কৌরবপক্ষে যুদ্ধের নায়ক হয়েছেন কর্ণ। রথ প্রস্তুত। কর্ণ সারথি শল্যরাজকে যেখানে অর্জুন সেখানে রথ নিয়ে যেতে আদেশ দিলেন। এমন সময় নেপথ্য থেকে 'মহা ভিক্ষা চাই'—এই ধ্বনি ভেসে এল। প্রার্থী ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্র। কিন্তু তাঁর প্রার্থিত সেই মহাভিক্ষাটি কী? সহস্র গোধন, অশ্ব, গজ, স্বর্ণ?—না। কিছুই ব্রাহ্মণের অভিপ্রেত নয়। অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল দান করতে চাইলেন কর্ণ, কিন্তু তাতেও ব্রাহ্মণ নিস্পৃহ। কর্ণ এবারে তাঁর আত্মরক্ষার উপকরণ দেহজাত কবচকুণ্ডল দান করতে চাইলেন। ব্রাহ্মণ সানন্দে সম্মত হলেন। কর্ণ সন্দিগ্ধ হলেন—তবে কি কৃষ্ণের এই চক্রান্ত? তা হোক্, প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবেন তিনি। কবচকুণ্ডল নিয়ে প্রস্থান করলেন ব্রাহ্মণ। শল্যরাজ বললেন, 'বঞ্চিত হলেন আপনি।' কর্ণ বললেন, 'না, ইন্দ্রকেই বরং বঞ্চিত করলাম আমি।' পরে এক দেবদূত এসে জানালেন ইন্দ্র অনুতপ্ত। প্রতিদানে 'বিমলা' নামে একটি অস্ত্র পাঠিয়েছেন কর্ণকে; এই অস্ত্রপ্রয়োগে পাণ্ডবদের একজনকে বধ করতে পারবেন তিনি। প্রথমে প্রতিদান গ্রহণে অসম্মতি জানালেও শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্মণের অনুরোধ এড়াতে পারলেন না তিনি। স্মরণ-করা-মাত্র এ অস্ত্র কর্ণের হস্তগত হবে এ কথা জানিয়ে দেবদূত প্রস্থান করলেন। কর্ণ এবারে শল্যরাজকে যুদ্ধক্ষেত্রে রথচালনার আদেশ দিলেন। প্রলয়কালীন সাগর-গর্জনের মতো শঙ্খধ্বনি কানে এল তাঁর। বুঝলেন সর্বশক্তি দিয়ে অর্জুন আজ যুদ্ধ করবেন।

নামকরণ

'কর্ণভার' নামটা অনেক সমালোচকের কাছেই ভার মনে হয়েছে। ডঃ জি. কে ভট্ট অনুবাদ করেছেন 'Karna's burden'। তিনি বলতে চেয়েছেন কর্ণের মানসিক চিন্তাই ভার হয়ে তাঁকে কষ্ট দিয়েছে। ডঃ ভিন্টারনিৎস্ অনুবাদ করেছেন 'the difficult task of Karna'। তাঁর মতে ব্রাহ্মণকে তাঁর অভীপ্সিত যে-কোনো বস্তু দান করাটাই তাঁর পক্ষে কঠিন কাজ হয়েছিল। ডঃ পুসলকর বলেন, যেই কর্ণকুণ্ডল দানের অঙ্গীকার করলেন, দানের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত ঐ কুণ্ডল তাঁর কাছে ভার বৈ তো নয়। এই অবস্থাটিকে কেন্দ্রবিন্দু করে নাটকটির নামকরণ করা হয়েছে—During the intervals of times that elapsed between the verbal gift of Kundalas and their actual delivery, those Kundalas were felt as if a burden (bear) to the ears (Karna) by Karna [Bhasa : A Study Page 188]। অনেকে বলেন মহাভারতের উদ্যোগপর্বে 'সমুদ্যতোঽয়ং ভারো মে

সুমহান্ সাগরোপমঃ' এই পঙ্‌ক্তির 'ভার' কথাটিই কবিকে 'কর্ণভার' নামের প্রেরণা দিয়ে থাকবে।

আমাদের মনে হয়, যুদ্ধযাত্রার মুখে কর্ণের দুশ্চিন্তার (শল্যরাজের ভাষায়, 'অভূতপূর্বো হৃদয়পরিতাপঃ') ভারই কবির বিবক্ষিত। অবশ্য কর্ণ কথাটিতে একটু প্রচ্ছন্ন শ্লেষও কবির অভিপ্রেত হতে পারে। সেক্ষেত্রে কর্ণের দুশ্চিন্তার ভার এবং কর্ণকুণ্ডলদান একটি অদৃশ্যসূত্রে গ্রথিত।

শ্রেণী

ভাসের কোনো নাট্যরচনাকেই অলঙ্কারশাস্ত্রোক্ত বিশেষ শ্রেণীর সঙ্গে হুবহু মেলানো যায় না। 'কর্ণভার' একাঙ্ককে যদি কোনো শ্রেণীতে চিহ্নিত করতে হয় তবে বলতে হয় এটি 'উৎসৃষ্টিকাঙ্ক'।

দশরূপকে উৎসৃষ্টিকাঙ্কের লক্ষণ—উৎসৃষ্টিকাঙ্কে প্রখ্যাতং বৃত্তং বুদ্ধ্যা প্রপঞ্চয়েৎ। রসস্তু করুণঃ স্থায়ী নেতারঃ প্রাকৃতা নরাঃ ॥ ভাণবৎসন্ধিবৃত্ত্যঙ্গৈর্যুক্তঃ স্ত্রীপরিদেবিতৈঃ। বাচা যুদ্ধং বিধাতব্যং তথা জয়পরাজয়ৌ ॥ (দশরূপক ৩.৭০-৭২)

এর বৃত্তান্ত মহাভারত থেকে নেওয়া, রস করুণ, প্রধান পাত্রেরাও প্রাকৃত জন, দেবতা নন (ইন্দ্র দেবতা হলেও এখানে ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণ)। 'সন্ধি'-বিচারে এর মধ্যে 'মুখসন্ধি' ও 'নির্বহণ' সন্ধি লক্ষ্য করা চলে, আসল যুদ্ধও এখানে নেই, ভাবী যুদ্ধের উল্লেখমাত্র আছে, স্ত্রীচরিত্র নেই, তাই পরিবেদনার প্রশ্নও নেই। সবটুকু না মিললেও যতটুকু মিল তাতে একে 'উৎসৃষ্টিকাঙ্ক বললে বোধহয় অন্যায় হবে না। স্টেন-কোনো একে ব্যায়োগ বলতে গিয়ে 'perhaps' কথাটি ব্যবহার করেছেন।

উৎস এবং উৎস থেকে পার্থক্য

'কর্ণভারে'র উৎস মহাভারত। শান্তিপর্ব, বনপর্ব ও কর্ণপর্বে কর্ণবৃত্তান্ত আছে। কিন্তু এই একাঙ্কে মহাভারতের কাহিনী থেকে অনেক বিষয়েই পার্থক্য দেখা যায়। মহাভারতে ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্রের কবচকুণ্ডল-প্রার্থনার উল্লেখ আছে পাণ্ডবদের বনবাসের সময়ে, কিন্তু কবি ঐ ঘটনা এনেছেন কর্ণের যুদ্ধযাত্রার প্রাক্‌কালে। এতে নাট্য-প্রয়োজন সিদ্ধ হয়েছে দুটি ঘটনাকে একসূত্রে গেঁথে।

মহাভারতে কর্ণ নিজেই 'শক্তি'-অস্ত্র প্রার্থনা করেছেন, কিন্তু ইচ্ছে করেই ভাস তা অনুসরণ করেন নি, করলে কর্ণচরিত্রের একটি বড়ো দিক উপেক্ষিত হত।

মহাভারতের শল্য ক্রূর, নির্দয় ও কটুভাষী কিন্তু ভাস শল্যকে সহৃদয় ও কর্ণের শুভানুধ্যায়ী হিসেবে চিত্রিত করেছেন। তা না হলে কর্ণ তাঁর বিগত দিনের বৃত্তান্ত ঐভাবে শোনাতে পারতেন না। ভাসের 'ফ্ল্যাশ-ব্যাক' কৌশলটিও অমন সার্থক হত না।

মহাভারতে পরশুরামের অভিশাপ ছাড়াও আর-একটি অভিশাপের কথা আছে। সেটি ব্রাহ্মণের অভিশাপ। অজান্তে এক ব্রাহ্মণের গোবৎস বধ করায় তিনি অভিশাপ দিয়েছিলেন—'যুদ্ধের সময় তোমার রথের চাকা ধরণী গ্রাস করলে ঐ অসহায় অবস্থায় শত্রুর হাতে তোমার মৃত্যু হবে।'

ভাস ব্রাহ্মণের অভিশাপের কথাটি উল্লেখ করেন নি। নাট্যবস্তুর বিন্যাস তিনি যে-ভাবে করেছেন তাতে তার প্রয়োজনও ছিল না।

নাটককে রসোত্তীর্ণ করতে যতটুকু প্রয়োজন পুরাবৃত্ত থেকে ভাস ততটুকুই

নিয়েছেন, ঘটনার কালানুক্রমিকতার ক্ষেত্রেও বৈপরীত্য ঘটিয়েছেন। চরিত্রচিত্রণেও তিনি অনেক ক্ষেত্রে স্বাধীনতা নিয়েছেন। কবি-ভাবনার রূপায়ণে এ ধরণের পরিবর্তন কিছুটা হতেই পারে।

চরিত্র

কর্ণ—স্বভাবদীপ্তিতে ভাস্বর কর্ণ। মহাবীর তিনি। শৌর্যে তিনি অগ্রগণ্য, সমরেও তাই অজেয়। আদর্শ রাজা কর্ণ। 'প্রজাপালনমাত্রবুদ্ধ্যা' এই বাক্যাংশটিতে তাঁর রাজাদর্শ উদ্ভাসিত। ব্রাহ্মণের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা কর্ণের। তাই প্রতিদানগ্রহণ তাঁর নীতিবিরুদ্ধ হলেও ব্রাহ্মণবেশধারী দেবদূতের প্রস্তাবে সম্মত হয়েছিলেন তিনি।

কর্ণঃ—ধিগ্‌, দত্তস্য ন প্রতিগৃহ্নামি।
দেবদূতঃ—ননু ব্রাহ্মণবচনাদ্‌ গৃহ্যতাম্‌।
কর্ণঃ—ব্রাহ্মণবচনমিতি। ন ময়াতিক্রান্তপূর্বম্‌।

এই সংলাপটুকুতে কর্ণের ঔদার্য, সৌজন্য ও শ্রদ্ধা মূর্ত হয়ে উঠেছে।

আদর্শ দানবীর তিনি। প্রার্থীর প্রার্থনাপূরণে আত্মত্যাগে প্রস্তুত তিনি। যুদ্ধযাত্রার মুখে যা তার পক্ষে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় সেই কবচকুণ্ডল তিনি অম্লানবদনে তুলে দিলেন প্রার্থীর হাতে।

কী অসীম আগ্রহ তাঁর বিদ্যা-অর্জনে! এজন্যে পরশুরামের কাছে নিজেকে ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দিতেও কুণ্ঠিত হন নি তিনি। একদিকে বিদ্যা আর-একদিকে সত্য? বিদ্যা কি সত্য নয়? মিথ্যাভাষণের জন্যে গুরুর কাছ থেকে অভিশাপ অবশ্য তাকে পেতে হয়েছিল। কিন্তু বিদ্যার্থী এই গুরুকে কী আপন করেই না নিয়েছিলেন! ক্লান্ত গুরু শিষ্যের কোলে শুয়ে আছেন। কী পবিত্র, কী দুর্লভ দৃশ্য! গুরুর নিদ্রাভঙ্গ হবে বলে বজ্রকীটের দংশনের তীব্র জ্বালা সহ্য করেও তিনি নিথর হয়ে রইলেন। ভক্তিই দিয়েছে তাঁকে এই দুর্লভ সহন-শক্তি।

'হতেষু দেহেষু গুণা ধরন্তে' একথা কর্ণ জানেন। দেহনাশে ক্ষতি নেই, গুণার্জিত যশই বড়ো এ প্রত্যয় তাঁর থাকলেও যুদ্ধযাত্রার প্রাক্‌কালে তিনি 'সশোক', তিনি 'হৃদয় পরিতাপে' পীড়িত। এ কি দুর্বলতা, না দৈব? হায়! দৈব এমন বীরকেও আত্মসাৎ করে!

ভক্তিতেও কিছু হল না, বীরত্বেও কিছু হল না, ঔদার্যেও কিছু হল না, এক অমোঘ নিয়তির দিকে তিনি দ্রুত-তাড়িত হলেন।

শল্য—না। এ শল্য সে শল্য নন। মহাভারতের শল্য নির্দয়, কর্ণভারের শল্য হৃদয়বান, মহাভারতের শল্য বিশ্বাসঘাতক, কর্ণভারের শল্য বিশ্বস্ত। বিশ্বস্ত শল্যকে তাই কর্ণ তাঁর জীবনের পুরাবৃত্ত বলে হাল্কা হতে চান। শল্য দুঃখে তাঁকে সান্ত্বনা দেন, বিষাদে তাঁকে প্রেরণা দেন, ভ্রান্তিতে তাঁকে সতর্ক করতে চান।

'ন দাতব্যং ন দাতব্যং বল্লে শল্য বাধা দেন কর্ণকে, কিন্তু কবচকুণ্ডলদানে কর্ণ কৃতসংকল্প। কালিদাসের ভাষায়—'ক ঈপ্সিতার্থস্থিরনিশ্চয়ং মনঃ পয়শ্চ নিম্নাভিমুখি প্রতীপয়েৎ?' শল্য ঠিকই বুঝেছিলেন কর্ণকে প্রতারিত করে গেলেন ইন্দ্র। কিন্তু বিজয়ীর কণ্ঠে কর্ণ বললেন, 'শক্রঃ খলু ময়া বঞ্চিতঃ'।

ভাসের শল্য যেন কর্ণ-চরিত্রকে পরিস্ফুট করার জন্যেই সৃষ্ট !

ইন্দ্র—কৃষ্ণপক্ষকেই জয়ী করতে চান ইন্দ্র, সেজন্যে ছলনার আশ্রয় নিতেও তিনি কুণ্ঠিত নন। অবশ্য ধর্মবীরদের দুর্বল করে দেবার জন্যে ইন্দ্র ছলনার আশ্রয় অনেক নিয়েছেন, এখানে রণবীরকে দুর্বল করার জন্যে তার শক্তি হরণ করতে তিনি নিজেই মঞ্চে এসেছেন 'বটু' বেশে। তাঁর এই প্রাকৃত কর্মের জন্যে প্রাকৃত ভাষাটিও তাঁর মুখে মানিয়েছে ভালো। শক্তিহরণ করে আবার 'শক্তি'-দান ! এ যেন 'most unkindest cut'।

মর্যাদা তিনি তো খোয়ালেনই, কিন্তু নিজের মর্যাদা রক্ষার জন্যে তিনি কতই না সচেষ্ট ! 'দীর্ঘায়ু হও' না বললে তাঁকে যদি নির্বোধ মনে করেন কর্ণ (যদি ন বক্ষ্যো মূঢ় ইতি মাং পরিভবতি) তাই ছলনার আশ্রয় নিয়ে বললেন, 'সূর্যের মতো, চন্দ্রের মতো, হিমালয়ের মতো, সাগরের মতো যশস্বী হও'॥

হিমালয় আর সাগরেও কিন্তু ইন্দ্রের ছলনার কলঙ্কটি চাপা পড়ল না।

অন্যতর ট্র্যাজিডি

সংস্কৃতে ট্র্যাজিডি ?

শান্তং পাপম্ অব্রহ্মণ্যম্ অব্রহ্মণ্যম্।

কিন্তু ভাস তাকে সম্ভব করে তুললেন হাতেকলমে। উরুভঙ্গম্ যে সার্থক ট্র্যাজিডি তা আমরা ঐ নাটকের প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি। কর্ণভারম্‌কে বলছি আর-একটি ট্র্যাজিডি। পুরুচ্ছায়া প্রসর্পতি। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটি করুণ রসাত্মক অনিবার্য নিয়তির দিকে ছুটে চলেছে কর্ণভারম্।

শুরুতেই একটি বিষাদের ছায়া। যুদ্ধের আহ্বানবাণী জানাতে গিয়ে যোদ্ধদূত কর্ণকে দেখছে দুঃখভারগ্রস্ত—'ভোঃ কিং নু খলু যুদ্ধোৎসবপ্রমুখস্য দৃষ্টপরাক্রমস্যাভূতপূর্বো হৃদয়পরিতাপঃ'। কর্ণকে তার মনে হল ঘনরাশিরুদ্ধ মেঘের মতো। এই মেঘের উপমাটিও তাৎপর্যপূর্ণ, কর্ণের জীবন-আকাশটিকে যা ধীরে ধীরে ছেয়ে ফেলছে। যুদ্ধাঙ্গনে যিনি যমরাজের মতো ভয়ঙ্কর তাঁর মনেও দেখা দিয়েছে গভীর হতাশা। তিনি নিজেও তাঁর মনের এই অবস্থা দেখে বিস্মিত—'মমাপি বৈধুর্যমাপততি চেতসি যুদ্ধকালে !'

বলবীর্য প্রদর্শনের শুভলগ্নটি যখন এল তখনই অস্ত্রশক্তি হল লুপ্ত, কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রচালনা করতেও নিষেধ করলেন মা—'নিরর্থমস্ত্রং চ ময়া হি শিক্ষিতং পুনশ্চ মাতুর্বচনেন বারিতঃ'। বাধার পর বাধা।

শল্যের কাছে অস্ত্রবিদ্যা আহরণের যে-বর্ণনা কর্ণ যে-ভাবে দিলেন তাতে বীরত্ব নিষ্ঠা ও ভক্তিতে তিনি আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করলেন। কিন্তু মিথ্যাভাষণের অপরাধে (অর্থাৎ পরশুরামের কাছে নিজেকে ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দেবার জন্যে তাঁকে অভিশপ্ত হতে হল—'কালবিফলান্যস্ত্রাণি তে সন্তুবিতি'। পরীক্ষা করে দেখলেন ঠিক তাই—এতান্যস্ত্রাণি নির্বীর্যাণি লক্ষ্যন্তে।

আরো-সব দুর্লক্ষণ দেখলেন যা তাঁকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নিবৃত্ত করতে চাইছে যেন—নিবেদয়ন্তীব রণে নিবর্তনম্। নিজের জন্যে প্রার্থনা করেন কর্ণ—অক্ষয়োঽস্তু মম প্রাপ্তকালস্য'। 'প্রাপ্তকালস্য' কথাটির দ্ব্যর্থকতা কী নিষ্ঠুর ! Dramatic irony

আর কাকে বলে ? অনেক কষ্টে মনের প্রসন্নতা ফিরিয়ে আনেন কর্ণ। কিন্তু আবার বাধা। 'ভোঃ কর্ণ ! মহত্তরাং ভিক্ষাং যাচে'। এ যেন নিয়তিরই কণ্ঠ। কর্ণের প্রাণই তার মহত্তরা ভিক্ষা।

সর্বস্ব দিতে চান ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্রকে। নিজের মাথাটি পর্যন্ত ! আবার নিয়তির হাসি। ঐ মাথাটিই তো দেবাদিদেবের আসল কাম্য। না ! তাতেও হবে না। রণক্ষেত্রের নাটকটা তাতে জমবে না যে। চাই কর্ণের কবচকুণ্ডল—যাতে আছে কর্ণের প্রাণরহস্য। 'গৃহ্যতাম্' বলে কর্ণ যেন নিঃশেষে প্রাণটি দান করলেন।

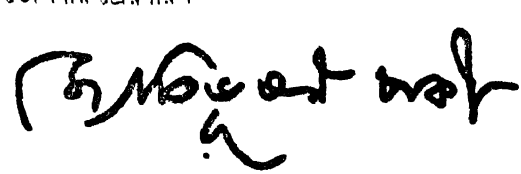
আত্মসান্ত্বনায় যখন কর্ণ বলেন 'হুতং চ দত্তং চ তথৈব তিষ্ঠতি' তখন এক ধর্মবীর এবং দানবীরকে আমরা দেখতে পাই। কিন্তু এই বীর যে হরিণের মতো ভাগ্যব্যাধের শিকার !

এল ইন্দ্রের প্রতিদান—নাম 'বিমলা'। কর্ণের কণ্ঠে ধ্বনিত হল ধিক্কার—ধিগ্ দত্তস্য ন প্রতিগৃহ্ণামি। কিন্তু আবার পরাজয়। ভক্তির কাছে নীতির পরাজয়। ব্রাহ্মণের অনুরোধ, তাই 'বিমলাকে বরণ করলেন তিনি, স্মরণ করলে সেই প্রহরণ আসবে। স্মরণে ? না মরণে ?

কর্ণের শেষ আদেশ শল্যকে—'শল্যরাজ ! যত্রাসাবর্জুনস্তত্রৈব চোদ্যতাং মম রথঃ'। ক'বার ? তিনবার যে একই কথা ! অর্জুন যেন মৃত্যুরই প্রতীক, সেই অনিবার্যতার দিকেই তিনি ছুটে চলেছেন। কবি কৌশলে তাঁরই কণ্ঠে বার বার ধ্বনিত করলেন তাঁর মৃত্যুপথযাত্রা। কর্ণভার তাই ট্র্যাজিডি। সেক্ষেত্রে এরিস্টটলের মতে hamartia বলে চিহ্নিত করতে হয় প্রথমতঃ তাঁর মিথ্যা ভাষণকে, দ্বিতীয়তঃ তাঁর দানবীরত্বের অহমিকাকে (সর্বমত্যন্তগর্হিতম্)। মিথ্যাভাষণে তাঁর জীবনপথের প্রতিবন্ধকতা করেছিল গুরুর অভিশাপ, দানের অহমিকাও তাঁর কাছে হয়েছিল প্রবলতর অভিশাপ, যা তাঁর মৃত্যু বয়ে এনেছিল।

'ট্র্যাজিডি' পরিভাষাটিকে বিভিন্ন দিক দিয়ে বিচার করা চলতে পারে ; সেইসব মতের ছকে মিলিয়ে এ নাটককে দেখে লাভ নেই। এ নাটকের পরিণতি যে দুঃখান্তক এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই পরিণতিকে শিল্পসম্মত করে তুলতে সমর্থ হয়েছেন ভাস।

ভাস ভাঙতে যেমন পারেন গড়তেও পারেন তেমনি। উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে যে-তথ্য তিনি আহরণ করেন তাকে শিল্পের প্রয়োজনে রূপান্তরিত করেও নেন। আলংকারিক-দের বিচারে কাব্যলোক থেকে যদি তাঁর নির্বাসন হয়, পাঠকেরাও সেই নির্বাসিতের সঙ্গী হতে চাইবেন নতুন রসলোক গড়ে তোলবার প্রেরণায়।



সূক্তিরত্নাবলী

১. নাস্তি নিষ্ফলতা রণে—যুদ্ধে নিষ্ফলতা নেই।

২. হতেষু দেহেষু গুণা ধরন্তে—দেহের বিনাশ হলেও গুণ বিনষ্ট হয় না।

৩. হুতং চ দত্তং চ তথৈব তিষ্ঠতি—হোম ও দান যেমন তেমনই থাকে।

কর্ণভার

(নান্দীপাঠের পর সূত্রধারের প্রবেশ)

সূত্রধার—যাঁর নৃসিংহবিগ্রহ দেখে নর, নারী, দানব, দেবতা ও পাতাললোক বিভ্রান্ত এবং যিনি নিজের বজ্রকঠিন নখাগ্রে দৈত্যরাজের হৃদয় বিদীর্ণ করেছিলেন সেই দানবসেনাঘাতী বিষ্ণু তোমাদের কল্যাণ করুন ॥ ১ ॥

এইভাবে ভদ্রমহোদয়দের অনুরোধ করছি। (পরিক্রমা করে, কান পেতে শুনে) এ কী! আমি অনুরোধ জানাতে ব্যস্ত, কিন্তু ওদিকে কিসের শব্দ শুনছি যেন? আচ্ছা, দেখছি।

(নেপথ্যে)

শুনুন শুনুন, মহারাজ অঙ্গাধিপতিকে নিবেদন করুন।

সূত্রধার—ও, বুঝেছি।

যুদ্ধ খুব ঘোরালো হয়ে ওঠায় কৃতাঞ্জলি হয়ে ভৃত্য দুর্যোধনের আদেশ জানাচ্ছে কর্ণকে ॥ ২ ॥

(প্রস্থান)

॥ প্রস্তাবনা ॥

(সৈনিকের প্রবেশ)

ভট—কে আছ? মহারাজ অঙ্গাধিপতিকে নিবেদন করো যুদ্ধকাল সমাগত।

গজ অশ্ব ও রথে আরূঢ় সিংহবিক্রম রাজারা অর্জুনের পতাকার সম্মুখে সিংহনাদ করছে। রিপুকোলাহলে যাঁর তেজ দুঃসহ সেই বীর যুদ্ধের গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করে নাগধ্বজ দুর্যোধন অবিলম্বে যুদ্ধযাত্রা করলেন ॥ ৩ ॥

(পরিক্রমা করে দেখে)

এই যে অঙ্গরাজ রণসাজে সজ্জিত হয়ে নিজের গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে শল্যরাজের সঙ্গে এখানেই আছেন। কিন্তু এ কী! যুদ্ধোৎসবের যিনি নায়ক, যাঁর পরাক্রম পরীক্ষিত, তাঁর এই অভূতপূর্ব হৃদয়পরিতাপ কেন?

অত্যুজ্জ্বল দীপ্তিতে ভাস্বর, সংগ্রামে ও শৌর্যে যিনি অগ্রগণ্য, সেই ধীমানই যে দেখি এখন বিষাদমগ্ন হয়ে এদিকে আসছেন। গ্রীষ্মকাল এলে স্বভাবদীপ্ত হয়েও মেঘমালায় রুদ্ধ হলে সূর্যকে যেমন দেখায় কর্ণকে তেমনি দেখাচ্ছে ॥ ৪ ॥

(প্রস্থান)

(যথাবর্ণিত কর্ণ ও শল্যের প্রবেশ)

কর্ণ—আমার শরসন্ধানের লক্ষ্য হয়ে রাজারা জীবিত অবস্থায় ফিরেছে এমন তো কখনও হয় নি। যদি রণক্ষেত্রে একবার অর্জুনের দেখা পাই তাহলে কৌরবদের অভিলাষ পূরণ করব ॥ ৫ ॥

শল্যরাজ! যেখানে সেই অর্জুন, সেইখানেই আমার রথ চালনা করো।

শল্য—তাই করছি। (রথচালনা)

কর্ণ—হায় এ কী হল!

পরস্পর অস্ত্রপ্রহারে আহতদেহ যোদ্ধা, অশ্ব, গজ ও রথসম্মিশ্রিত মহাযুদ্ধে যার

অতুল শক্তির তুলনা ক্রুদ্ধ যমরাজের সঙ্গেই হওয়া সম্ভব সেই আমার মনেও যুদ্ধের সময়ে অবসন্নতা ভর করছে[১] ॥ ৬ ॥

হায় ! কী দুঃখের কথা !

প্রথমে কুন্তীর গর্ভে জন্ম নিয়েও সংসারে রাধার পুত্র বলে প্রসিদ্ধি লাভ করলাম[২]। সেই সূত্রে যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডব আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা[৩] ॥ ৭ ॥

কালক্রমে বহু প্রতীক্ষিত এই সুন্দর সময়টি এসেছে। কিন্তু আমার অস্ত্রশিক্ষা এ সময়ে ব্যর্থ হল। তা ছাড়া মা আমাকে (ভাইদের বিরুদ্ধে অস্ত্রচালনা করতে) নিষেধ করছেন ॥ ৮ ॥

হে শল্যরাজ, আমার অস্ত্রশিক্ষার ঘটনা শোনো।

শল্য—সে-কাহিনী শোনবার জন্যে আমিও কুতূহলী।

কর্ণ—প্রথমে আমি পরশুরামের কাছে গিয়েছিলাম।

শল্য—তারপর, তারপর ?

কর্ণ—বিদ্যুৎ-লতার মতো পিঙ্গলবর্ণের জটাজালে শোভিত, সমুজ্জ্বল প্রভাবলয়ে মণ্ডিত পরশুবাহী, ক্ষত্রিয়নিধনকারী, ভৃগুবংশকেতু মুনিবর পরশুরামের কাছে গিয়ে প্রণাম করে একপাশে নিঃশব্দে সরে দাঁড়ালাম ॥ ৯ ॥

শল্য—তারপর ?

কর্ণ—তারপর পরশুরাম আমাকে আশীর্বাদ দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কে ? এখানে এসেছ কেন ?

শল্য—তারপর, তারপর ?

কর্ণ—তারপর, 'ভগবন্, আমি সমস্ত অস্ত্র শিক্ষা করতে চাই' একথা আমি বললাম।

শল্য—তারপর ?

কর্ণ—তারপর তিনি আমাকে বললেন—শুধু ব্রাহ্মণদেরই অস্ত্রোপদেশ দিই, ক্ষত্রিয়দের নয়।

শল্য—হ্যাঁ, ক্ষত্রিয়বংশজাতদের সঙ্গে তাঁর পূর্বশত্রুতা আছে বটে। তারপর ?

কর্ণ—'আমি ক্ষত্রিয় নই' একথা বলে আমি অস্ত্রোপদেশ গ্রহণ করতে লাগলাম।

শল্য—তারপর ? তারপর ?

কর্ণ—তারপর কিছুদিন কাটলে একদিন ফুল, মূল ও সমিৎকুশ আহরণের জন্যে গুরুর সঙ্গে গেলাম।

শল্য—তারপর ?

কর্ণ—গুরু বনভ্রমণের পরিশ্রমে আমার কোলে নিদ্রিত হলেন[৪]।

শল্য—তারপর ?

কর্ণ—দৈবাৎ বজ্রমুখ নামে একটি কীট আমার উরুদুটিতে দংশন করলে নিদ্রাভঙ্গ হবার ভয়ে ধৈর্য ধরে আমি সে বেদনা সহ্য করলাম। রক্তাপ্লুত হয়ে হঠাৎ উঠে ক্রোধানলে উদ্দীপিত হয়ে, আমাকে ক্ষত্রিয় বলে বুঝতে পেরে অভিশাপ দিলেন[৫]—যুদ্ধের সময়ে তোমার অস্ত্র বিফল হবে ॥ ১০ ॥

শল্য—বড়ো কঠিন কথা বলেছেন তিনি[৬]।

কর্ণ—এই অস্ত্রবৃত্তান্ত আমি পরীক্ষা করে দেখছি। (পরীক্ষা করে) এসব অস্ত্র নিষ্ক্রিয় দেখা যাচ্ছে।

তা ছাড়া—

এই ঘোড়াগুলো কাতরভাবে চোখ বন্ধ করে বারবার হোঁচট খাচ্ছে। আর ছাতিমগাছের গন্ধের মতো মদবারিবর্ষী হাতিগুলো দেখেও মনে হচ্ছে তারা রণে ভঙ্গ দিয়েছে ॥ ১১ ॥

শঙ্খ ও দুন্দুভিও বাজছে না !

শল্য—হায় ! কী যে হল !

কর্ণ—শল্যরাজ ! না না, দুঃখ কোরো না। যোদ্ধা নিহত হলে স্বর্গলাভ করে। (স্বর্গলাভ ও যশোলাভ) দুইই সংসারে অভিনন্দিত ; সত্যি, যুদ্ধে নিষ্ফলতা নেই[৭] ॥ ১২ ॥

তাছাড়া—

যুদ্ধে যারা নিরাপদ দিকটায় পিঠ ফেরায় নি, যারা গরুড়ের মতো বেগবান, যাদের জন্ম শ্রীমণ্ডিত, কম্বোজকুলের সেই অশ্বেরা আমাকে রক্ষা করুক, অবশ্য যদি আমি রক্ষণীয় অবস্থায় পড়ি তবেই[৮] ॥ ১৩ ॥

গোব্রাহ্মণদের কল্যাণ হোক। পতিব্রতাদের কল্যাণ হোক। যুদ্ধে যাঁরা পরাঙ্মুখ নয়, তাদের কল্যাণ হোক। বিক্রমপ্রকাশের সমুচিতসময়ে উপস্থিত আমারও কল্যাণ হোক। ওহে, এই আমি এখন প্রসন্ন।

পাণ্ডবদের দুর্ধর্ষ রণশীর্ষে প্রবেশ করে, প্রখ্যাত গুণরাশিসমৃদ্ধ যুধিষ্ঠিরকে বেঁধে, আমার রণবেগে অর্জুনের পতন ঘটিয়ে (পাণ্ডবদের এই রণশীর্ষকে) সিংহহীন বনের মতো সুগম করে তুলব[৯] ॥ ১৪ ॥

শল্যরাজ ! এখন তবে রথে উঠি চলো।

(উভয়ের রথারোহণের অভিনয়)

কর্ণ—শল্যরাজ ! যেখানে সেই অর্জুন সেখানেই আমার রথ নিয়ে যাও[১০]।

(নেপথ্যে)

হে কর্ণ ; মহা ভিক্ষা চাই।

কর্ণ – (শুনে) তেজোময় একটি ধ্বনি !

ইনি[১১] কেবল দ্বিজশ্রেষ্ঠই নন, এঁর প্রভাবও বিপুল, কারণ এঁর ধীরগম্ভীর স্বর শুনে আমার ঘোড়াগুলো চলতে চলতে কান খাড়া করছে, তাদের চঞ্চল দৃষ্টি নিশ্চল হয়েছে এবং মুখ ঘাড়ে এসে ঠেকেছে। হঠাৎ তারা এমনভাবে দাঁড়িয়ে পড়েছে যে তাদের দেখে মনে হচ্ছে ছবিতে-আঁকা, তাদের শরীর যেন অবশ হয়ে গিয়েছে ॥ ১৫ ॥

সেই ব্রাহ্মণকে ডেকে আনো। না না, আমিই ডাকছি। ভগবন্, এই দিকে আসুন।

(ব্রাহ্মণবেশে ইন্দ্রের প্রবেশ)

মেঘের দল ! সূর্যের সঙ্গেই তোমরা ফিরে যাও। হে কর্ণ ! মহা ভিক্ষা চাই।

কর্ণ—ভগবন্, আমি অত্যন্ত প্রীত হয়েছি।

প্রতাপবান রাজাদের মুকুটমণিতে যাঁর পাদপদ্ম রঞ্জিত, শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের[১২] চরণধূলিতে তার শিরোদেশ পবিত্র হওয়াতে যে কৃতার্থদের মধ্যে পরিগণিত হল

সেই আমি কর্ণ—আপনাকে নমস্কার করছি ॥ ১৬ ॥

ইন্দ্র—(স্বগত) কী বলব আমি ? যদি বলি দীর্ঘায়ু হও তাহলে তো দীর্ঘায়ুই হবে। যদি তা না বলি তাহলে আমাকে মূর্খ বলে অবজ্ঞা করবে। তাই এই দুটোকেই বাদ দিয়ে কী বলব ? হ্যাঁ, পেয়েছি। হে কর্ণ ! সূর্যের মতো, চন্দ্রের মতো, হিমালয়ের মতো, সাগরের মতো তোমার খ্যাতি অক্ষয় হোক।

কর্ণ—ভগবন্ ! 'দীর্ঘায়ু হও' একথা তো বললেন না ? না থাক, এই ভালো। কারণ—

মানুষের উচিত সযত্নে ধর্ম সাধনা করা। রাজার ধন তো সাপের জিভের মতো চঞ্চল। তাই প্রজাপালনকেই স্থির লক্ষ্য করে চললে যে গুণরাশি অর্জিত হয়, দেহ বিনষ্ট হলেও সেই গুণরাশিই অক্ষয় হয়ে থাকে[৩] ॥ ১৭ ॥

ভগবন্ ! কী চান আপনি ? কী দেব ?

ইন্দ্র—মহা ভিক্ষা চাই।

কর্ণ—মহা ভিক্ষাই দেব। আমার সম্পদের কথা শুনুন—

হে দ্বিজবর ! আমি আপনাকে গুণান্বিত, তরুণ ও মনোজ্ঞ এমন সহস্র গাভী দান করব যারা অমৃতের মতো দুধের ধারা বর্ষণ করে, (দুগ্ধপানের পর) পরিতৃপ্ত বৎসেরা যাদের অনুগমন করে, যাদের শিংগুলো সোনা-দিয়ে-বাঁধানো, —এমন গাভীই তো প্রার্থীদের বহুবাঞ্ছিত ধন ॥ ১৮ ॥

ইন্দ্র—সহস্র গাভী ! দুধ তো খুব অল্প সময়ের জন্যেই পান করব। না কর্ণ, ও আমি চাই না। ও আমি চাই না।

কর্ণ—চান না ? আচ্ছা এবারে শুনুন—

যারা সূর্যাশ্বের সমতুল্য, রাজসম্পদ লাভের উপায়স্বরূপ, সমস্ত রাজারা যাদের সমাদর করেন, প্রসিদ্ধ কম্বোজকুলে যাদের জন্ম, বায়ুর মতো যারা বেগবান্, যুদ্ধে যাদের বিক্রম পরীক্ষিত এমন গুণবান সহস্র অশ্ব আপনাকে দান করব ॥ ১৯ ॥

ইন্দ্র—অশ্ব ? ও তো কিছুক্ষণের আরোহণের জন্যে। না কর্ণ, ও আমি চাই না, ও আমি চাই না।

কর্ণ—চান না ? তা হলে শুনুন,

যাদের কপোল বেয়ে মদধারা ঝরে এবং ভ্রমরেরা যাদের সেবা করে, বিশাল পর্বতের মতো যাদের কান্তি, মেঘের মতো গম্ভীর যাদের রব, যাদের নখদন্ত শুভ্রবর্ণ, শত্রুসমরে যারা বিধ্বংসী এমন বহু গজযূথ দান করব ॥ ২০ ॥

ইন্দ্র—গজ ? মুহূর্তমাত্র আরোহণ করব। না কর্ণ, ও আমি চাই না।

কর্ণ—চান না ? তা হলে অন্যকিছুর কথা শুনুন। অপর্যাপ্ত স্বর্ণ দেব।

ইন্দ্র—নিয়ে চলে যাব। (কিছুদূর গিয়ে) না কর্ণ, চাই না, চাই না।

কর্ণ—তাহলে পৃথিবী জয় করে দান করব।

ইন্দ্র—পৃথিবী দিয়ে কী করব ?

কর্ণ—তাহলে অগ্নিষ্টোমযজ্ঞের ফল দান করব ?

ইন্দ্র—অগ্নিষ্টোমের ফল দিয়ে কী করব ?

কর্ণ—তাহলে আমার মস্তক দান করব।

ইন্দ্র—কী সর্বনাশ ! কী সর্বনাশ !

কর্ণ—ভয় পাবেন না, ভয় পাবেন না। প্রসন্ন হোন। আর একটা জিনিসের কথা শুনুন।

আমার দেহের সঙ্গেই যা জন্মলাভ[১৪] করেছে, আমার দেহরক্ষার যা উপকরণ, দেবতা ও অসুরদের যা দুর্ভেদ্য, যদি চান, আমার কুণ্ডলসহ সেই কবচও, সানন্দে আপনাকে দান করব ॥ ২১ ॥

ইন্দ্র—(সহর্ষে) তাই দিন, তাই দিন।

কর্ণ—(স্বগত) তাহলে এটাই এঁর ঈপ্সিত। এ কি বহুকূটবুদ্ধিবিশারদ কৃষ্ণের চক্রান্ত ! তাই হোক না ! অন্যায় অনুশোচনাকে ধিক্। আর কোনো সংশয় নয়। (প্রকাশ্যে) গ্রহণ করুন।

শল্য—অঙ্গরাজ ! দেবেন না, দেবেন না।

কর্ণ—শল্যরাজ ! বারণ কোরো না, বারণ কোরো না। দেখো—

কালের গতিতে শিক্ষাও নষ্ট হয়ে যায়, দৃঢ়মূল তরুও উৎপাটিত হয়। জলাশয়ের জলও শুকিয়ে যায়। কিন্তু যা আহুতি দেওয়া হয় এবং যা দান করা হয় তা যেমন তেমনি থাকে ॥ ২২ ॥

তাই, গ্রহণ করুন। (উন্মোচন করে দিলেন)

ইন্দ্র—(গ্রহণ করে স্বগত) অর্জুনের জন্যে সমস্ত দেবতারা যা সমর্থন করেছেন, তা আমি এখন সম্পন্ন করলাম। তাহলে আমিও ঐরাবতে আরোহণ করে অর্জুন আর কর্ণের দ্বন্দ্বযুদ্ধ দেখি। (প্রস্থান)

শল্য—হে অঙ্গরাজ ! আপনি বঞ্চিত হলেন।

কর্ণ—কে আমাকে বঞ্চিত করল ?

শল্য—ইন্দ্র।

কর্ণ—না। ইন্দ্রকেই আমি বঞ্চিত করলাম। কারণ,

ব্রাহ্মণেরা বহু যজ্ঞের আহুতিতে যাঁকে পরিতৃপ্ত করেছেন, যিনি দৈত্যদলের বিনাশক, সুরগজ ঐরাবতকে বারবার আঘাত করায় যার আঙুল কর্কশ হয়ে উঠেছে, সেই ইন্দ্রকে কৃতার্থ করলাম আমি[১৫] ॥ ২৩ ॥

(ব্রাহ্মণবেশে প্রবেশ করে)

দেবদূত—হে কর্ণ ! কবচকুণ্ডল গ্রহণ করে ইন্দ্র অনুতপ্ত হয়ে তোমাকে অনুগ্রহ করেছেন। পাণ্ডবদের একজনকে বধ করবার জন্যে 'বিমলা'-নামে এই শক্তি-প্রহরণ প্রতিদান রূপে গ্রহণ করুন।

কর্ণ—ধিক্। দান করে প্রতিদান রূপে গ্রহণ করি না।

দেবদূত—তবে ব্রাহ্মণের কথায় গ্রহণ করুন।

কর্ণ—ব্রাহ্মণবচন ?* আমি এর আগে কখনও তা লঙ্ঘন করি নি। কখন পাব ?

দেবদূত—যখন স্মরণ করবেন, তখনই পাবেন।

কর্ণ—বেশ। অনুগৃহীত হলাম। আপনি তবে আসুন।

দেবদূত—আচ্ছা। (প্রস্থান)

কর্ণ—শল্যরাজ ! এখন তবে রথে আরোহণ করি।

শল্য—তাই করুন। (রথারোহণের অভিনয়)

কর্ণ—শব্দ শোনা যাচ্ছে যেন? কিসের শব্দ?

প্রলয়কালীন সাগর গর্জনের মতো এই শঙ্খধ্বনি কি কৃষ্ণের? না, নিশ্চয় অর্জুনের। যুধিষ্ঠিরের পরাজয়ে কুপিত-হৃদয় অর্জুন আজ সর্বশক্তি নিয়ে যুদ্ধ করবে ॥ ২৪ ॥

শল্যরাজ! যেখানে অর্জুন সেখানেই রথ নিয়ে চলো।

শল্য—তাই যাচ্ছি।

(ভরতবাক্য)

সর্বত্র সম্পদ বিরাজ করুক, সমস্ত বিপদ দূর হোক্। সার্বভৌম রাজা রাজ-গুণে যুক্ত হয়ে আমাদের পৃথিবীকে শাসন করুন ॥ ২৫ ॥

॥ কর্ণভার সমাপ্ত ॥

প্রসঙ্গকথা

১. ভাবী অমঙ্গলের ছায়া ঃ
'আপতন্ত্যা হি বিপদঃ পুরশ্ছায়া প্রসর্পতি'।

২. মহর্ষি দুর্বাসা কুন্তীর আতিথ্যে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে একটি মন্ত্রদান করেন। এই মন্ত্রের প্রভাবে কুন্তী যে-দেবতাকে স্মরণ করবেন, সেই দেবতাই তাঁর কাছে আসবেন এবং তাঁর প্রসাদে কুন্তী পুত্রলাভ করবেন। কৌতুহলবশে কুন্তী সূর্যকে আহ্বান করেন এবং তাঁর সঙ্গে মিলনের ফলে এক পুত্র লাভ করেন। ইনিই কর্ণ। কলঙ্কের ভয়ে কুন্তী তাঁর পুত্রটিকে একটি পাত্রে রেখে ভাসিয়ে দেন। সূতবংশীয় অধিরথের পত্নী রাধা 'বসুষেণ' নাম দিয়ে একে পালন করে। তাই তার নাম হয় রাধেয় অর্থাৎ রাধার পুত্র।

৩. পিতেব পালয়েৎ পুত্রান্ জ্যেষ্ঠো ভ্রাতৄন্ যবীয়সঃ।
পুত্রবচ্চাপি বর্তেরন্ জ্যেষ্ঠে ভ্রাতরি ধর্মতঃ॥ মনু। ৯ ১০৮

৪. গুরুর সঙ্গে তাঁর কী নিবিড় সম্পর্ক ছিল এর থেকে বোঝা যায়। ভক্তি ও শিক্ষায়-আগ্রহে তিনি গুরুর একান্ত-সান্নিধ্যে এসেছিলেন।

৫. কর্ণ দুর্লভ ভক্তি ও ধৈর্যের পরিচয় দিলেন বটে, কিন্তু ভাগ্য প্রতিকূল তাঁর, রক্ত তাঁর আসল পরিচয় বলে দিল। পরশুরাম রক্তস্পর্শেই বুঝতে পারলেন এ ক্ষত্রিয়।

৬. শল্যের সহৃদয়তা ও সহানুভূতি লক্ষণীয়। মহাভারতের শল্য নির্দয়।

৭. আদর্শ ক্ষত্রিয়বীরের কথা।

৮. Dramatic irony

৯. কর্ণ যখন অবসাদ থেকে নিজেকে মুক্ত করেছে ঠিক তখনই বাধা।

১০. মৃত্যুপথযাত্রার সংকেত।
একই কথা তিনবার বলা হয়েছে।

১১. 'শ্রীমান্' কথাটি এখানে উদ্দেশ্যপদ মনে হয়। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে বোঝাতে 'শ্রীমান্' পদ ব্যবহৃত হয়।

১২. মূলে আছে 'বিপ্রেন্দ্র'। 'বিপ্রেন্দ্র' কথাটির অর্থ বিপ্রশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। কিন্তু ব্যঞ্জনায় তা বিপ্ররূপে ইন্দ্র অর্থাৎ 'বিপ্রবেশধারী ইন্দ্র' বোঝাচ্ছে।

১৩. তুলনীয় ঃ শরীরং ক্ষণবিধ্বংসি কল্পান্তস্থায়িনো গুণাঃ

১৪. কবচকুণ্ডল—সূর্যের ঔরসে কুন্তী যে পুত্রলাভ করেন (২নং টীকা দ্রষ্টব্য) কবচ ও কুণ্ডল ছিল তাঁর সহজাত।

১৫. মানবের কাছে দেবতার পরাজয় হল।

কর্ণভারম্

(নান্দ্যন্তে ততঃ প্রবিশতি সূত্রধারঃ)

সূত্রধারঃ—

নরমৃগপতিবর্ষ্মালোকেন ভ্রান্তনারী-
নরদনুজসুপর্বব্রাতপাতাললোকঃ ।
করজকুলিশপালীভিন্নদৈত্যেন্দ্রবক্ষাঃ
সুররিপুবলহন্তা শ্রীধরোঽস্তু শ্রিয়ে বঃ ॥ ১ ॥

এবমার্যমিশ্রান্বিজ্ঞাপয়ামি । (পরিক্রম্য, কর্ণং দত্ত্বা) অয়ে কিং নু খলু ময়ি বিজ্ঞাপনব্যগ্রে শব্দ ইব শ্রূয়তে । অঙ্গ ! পশ্যামি ।

(নেপথ্যে)

ভোঃ ভোঃ ! নিবেদ্যতাং নিবেদ্যতাং মহারাজায়াঙ্গেশ্বরায় ।

সূত্রধারঃ—ভবতু বিজ্ঞাতম্ ।

সংগ্রামে তুমুলে জাতে কর্ণায় কলিতাঞ্জলিঃ ।
নিবেদয়তি সংভ্রান্তো ভৃত্যো দুর্যোধনাজ্ঞয়া ॥ ২ ॥ (নিষ্ক্রান্তঃ)

প্রস্তাবনা

(ততঃ প্রবিশতি ভটঃ)

ভটঃ—ভো ভোঃ ! নিবেদ্যতাং মহারাজায়াঙ্গেশ্বরায় যুদ্ধকাল উপস্থিত ইতি ।

করিতুরগরথস্থৈঃ পার্থকেতোঃ পুরস্তাৎ
মুদিতনৃপতিসিংহৈঃ সিংহনাদঃ কৃতোদ্য ।
ত্বরিততূর্যনিনাদৈর্দুস্সহালোকবীরঃ
সমরমধিগতার্থঃ প্রস্থিতো নাগকেতুঃ ॥ ৩ ॥

(পরিক্রম্য বিলোক্য) অয়ে অয়মঙ্গরাজঃ সমরপরিচ্ছদপরিবৃতঃ শল্যরাজেন সহ স্বভবনান্নিষ্ক্রম্যেত এবাভিবর্ততে, ভোঃ ! কিং নু খলু যুদ্ধোৎসবপ্রমুখস্য দৃষ্টপরাক্রমস্যাভূতপূর্বো হৃদয়পরিতাপঃ ।

এষ হি

অত্যুগ্রদীপ্তিবিশদঃ সমরেঽগ্রগণ্যঃ
শৌর্যে চ সম্প্রতি সশোকমুপৈতি ধীমান্ ।
প্রাপ্তে নিদাঘসময়ে ঘনরাশিরুদ্ধঃ
সূর্যঃ স্বভাবরুচিমানিব ভাতি কর্ণঃ ॥ ৪ ॥

যাবদুপসর্পামি । (নিষ্ক্রান্তঃ)

(ততঃ প্রবিশতি যথানির্দিষ্টঃ কর্ণঃ শল্যশ্চ)

কর্ণঃ—

মা তাবন্মম শরমার্গলক্ষ্যভূতাঃ
সংপ্রাপ্তাঃ ক্ষিতিপতয়ঃ সজীবশেষাঃ ।
কর্তব্যং রণশিরসি প্রিয়ং কুরূণাং
দ্রষ্টব্যো যদি স ভবেদ্ধনঞ্জয়ো মে ॥ ৫ ॥

শল্যরাজ ! যত্রাসাবর্জুনস্তত্রৈব চোদ্যতাং মম রথঃ ।

শল্যঃ—বাঢ়ম্। (চোদয়তি)

কর্ণঃ—অহো নু খলু

অন্যোন্যশস্ত্রবিনিপাতনিকৃত্তগাত্র-
যোধাশ্ববারণরথেষু মহাহবেষু।
ক্রুদ্ধান্তকপ্রতিমবিক্রমিণো মমাপি
বৈধুর্যমাপততি চেতসি যুদ্ধকালে ॥ ৬ ॥

ভোঃ কষ্টম্।

পূর্বং কুন্ত্যাং সমুৎপন্নো রাধেয় ইতি বিশ্রুতঃ।
যুধিষ্ঠিরাদয়স্তে মে যবীয়াংসস্তু পাণ্ডবাঃ ॥ ৭ ॥
অয়ং স কালঃ ক্রমলব্ধশোভনো
গুণপ্রকর্ষো দিবসোঽয়মাগতঃ।
নিরর্থমস্ত্রং চ ময়া হি শিক্ষিতং
পুনশ্চ মাতুর্বচনেন বারিতঃ ॥ ৮ ॥

ভোঃ শল্যরাজ শ্রূয়তাং মমাস্ত্রস্য বৃত্তান্তঃ।

শল্যঃ—মমাপ্যস্তি কৌতূহলমেনং বৃত্তান্তং শ্রোতুম্।

কর্ণঃ—পূর্বমেবাহং জামদগ্ন্যস্য সকাশং গতবানস্মি।

শল্যঃ—ততস্ততঃ।

কর্ণঃ—ততঃ,

বিদ্যুল্লতাকপিলতুঙ্গজটাকলাপ-
মুদ্যৎপ্রভাবলয়িনং পরশুং দধানম্।
ক্ষত্রান্তকং মুনিবরং ভৃগুবংশকেতুং
গত্বা প্রণম্য নিকটে নিভৃতঃ স্থিতোঽস্মি ॥ ৯ ॥

শল্যঃ—ততস্ততঃ।

কর্ণঃ—ততো জামদগ্নিনা মমাশীর্বচনং দত্ত্বা পৃষ্টোঽস্মি। কো ভবান্ কিমর্থমিহাগত ইতি।

শল্যঃ—ততস্ততঃ।

কর্ণঃ—ততঃ ভগবন্ অখিলান্যস্ত্রাণ্যুপশিক্ষিতুমিচ্ছামীত্যুক্তবানস্মি।

শল্যঃ—ততস্ততঃ।

কর্ণঃ—ততঃ উক্তোঽহং ভগবতা ব্রাহ্মণেষূপদেশং করিষ্যামি ন ক্ষত্রিয়াণামিতি।

শল্যঃ—অস্তি খলু ভগবতঃ ক্ষত্রিয়বংশৈঃ পূর্ববৈরম্। ততস্ততঃ।

কর্ণঃ—ততো নাহং ক্ষত্রিয় ইত্যস্ত্রোপদেশং গ্রহীতুমারব্ধং ময়া,

শল্যঃ—ততস্ততঃ।

কর্ণঃ - ততঃ কতিপয়কালাতিক্রমে কদাচিৎফলমূলসমিৎকুশকুসুমাহরণায় গতবতা গুরুণা সহানুগতোঽস্মি।

শল্যঃ—ততস্ততঃ।

কর্ণঃ—ততঃ

কৃত্তে বজ্রমুখেন নাম কৃমিণা দৈবান্মমোরুদ্বয়ে
নিদ্রাচ্ছেদভয়াদসহ্যত গুরোর্ধৈর্যাত্তদা বেদনা।

উত্থায় ক্ষতজাপ্লুতঃ স সহসা রোষানলোদ্দীপিতো
বদ্ধ্বা মাং চ শশাপ কালবিফলান্যস্ত্রাণি তে সন্ত্বিতি ॥ ১০ ॥

শল্যঃ—অহো কষ্টমভিহিতং তত্রভবতা।

কর্ণঃ—পরীক্ষামহে তাবদস্ত্রস্য বৃত্তান্তম্। (তথা কৃত্বা) এতান্যস্ত্রাণি নির্বীর্যাণীব লক্ষ্যন্তে। অপি চ।

ইমে হি দৈন্যেন নিমীলিতেক্ষণা
মুহুঃ স্খলন্তো বিবশাস্তুরঙ্গমাঃ।
গজাশ্চ সপ্তচ্ছদদানগন্ধিনো
নিবেদয়ন্তীব রণে নিবর্তনম্ ॥ ১১ ॥

শঙ্খদুন্দুভয়শ্চ নিঃশব্দাঃ!

শল্যঃ—ভোঃ কষ্টং কিং নু খল্বিদম্!

কর্ণঃ—শল্যরাজ! অলমলং বিষাদেন।

হতোঽপি লভতে স্বর্গং জিত্বা তু লভতে যশঃ।
উভে বহুমতে লোকে নাস্তি নিষ্ফলতা রণে ॥ ১২ ॥

অপি চ—

ইমে হি যুদ্ধেষ্বনিবর্তিতাশা
হয়াঃ সুপর্ণেন সমানবেগাঃ।
শ্রীমৎসু কাম্বোজকুলেষু জাতাঃ
রক্ষন্তু মাং যদ্যপি রক্ষিতব্যম্ ॥ ১৩ ॥

অক্ষয়োঽস্তু গোব্রাহ্মণানাম্। অক্ষয়োঽস্তু পতিব্রতানাম্। অক্ষয়োঽস্তু রণেষ্ব-পরাঙ্মুখানাং যোধপুরুষাণাম্। অক্ষয়োঽস্তু মম প্রাপ্তকালস্য। এষ ভোঃ প্রসন্নোঽস্মি।

সমরমুখমসহ্যং পাণ্ডবানাং প্রবিশ্য
প্রথিতগুণগণাঢ্যং ধর্মরাজং চ বদ্ধ্বা।
মম শরবরবেগৈরর্জুনং পাতয়িত্বা
বনমিব হতসিংহং সুপ্রবেশং করোমি ॥ ১৪ ॥

শল্যরাজ! যাবদ্রথমারোহাবঃ।

শল্যঃ—বাঢ়ম্।

(উভৌ রথারোহণং নাটয়তঃ।)

কর্ণঃ—শল্যরাজ! যত্রাসাবর্জুনস্তত্রৈব চোদ্যতাং মম রথঃ।

(নেপথ্যে)

ভো কণ্ণ! মহত্তরং ভিক্ষং যাচেমি। [ভোঃ কর্ণ! মহত্তরাং ভিক্ষাং যাচে।]

কর্ণঃ—(আকর্ণ্য) অয়ে বীর্যবান্ শব্দঃ।

শ্রীমানেষ ন কেবলং দ্বিজবরো যস্মাৎপ্রভাবো মহা-
নাকর্ণ্য স্বরমস্য ধীরনিনদং চিত্রার্পিতাঙ্গা ইব।
উৎকর্ণস্তিমিতাঞ্চিতাক্ষবলিতগ্রীবার্পিতাগ্রাননা—
স্তিষ্ঠন্ত্যশ্ববশাঙ্গযষ্টি সহসা যান্তো মমৈতে হয়াঃ ॥ ১৫ ॥

আহূয়তাং স বিপ্রঃ ; ন ন। অহমেবাহ্বয়ামি ভগবন্নিত ইতঃ।

(ততঃ প্রবিশতি ব্রাহ্মণরূপেণ শক্রঃ।)

শক্রঃ—ভো মেঘ্যাঃ! সূর্যৈণেব নিবর্ত্য গচ্ছন্তু ভবন্তঃ। (কর্ণমুপগম্য)। ভোঃ কণ্ণ! মহত্তরং ভিক্খং যাচেমি। [ভোঃ কর্ণঃ। মহত্তরাং ভিক্ষাং যাচে।]

কর্ণঃ—দৃঢ়ং প্রীতোঽস্মি ভগবন্!

যাতঃ কৃতার্থগণনামহমদ্য লোকে

রাজেন্দ্রমৌলিমণিরঞ্জিতপাদপদ্মঃ।

বিপ্রেন্দ্রপাদরজসা তু পবিত্রমৌলিঃ

কর্ণো ভবন্তমহমেষ নমস্করোমি॥ ১৬॥

শক্রঃ—(আত্মগতম্) কিং নু খু ময়া বক্তব্যং, যদি দীর্ঘায়ুর্ভবেতি বক্ষ্যে দীর্ঘায়ুর্ভবিষ্যতি। যদি ন বক্ষ্যে মূঢ় ইতি মাং পরিভবতি। তস্মাদুভয়ং পরিহৃতা কিং নু খলু বক্ষ্যামি। ভবতু দৃষ্টম্। (প্রকাশম্) ভো কণ্ণ! সুয্যো বিঅ, চন্দে বিঅ, হিমবন্তে বিঅ, সাগলে বিঅ, চিট্‌ঠদু দে জসো। [ভোঃ কর্ণ! সূর্য ইব, চন্দ্র ইব, হিমবান্ ইব, সাগর ইব তিষ্ঠতু তে যশঃ।]

কর্ণঃ—ভগবন্! কিং ন বক্তব্যং দীর্ঘায়ুর্ভবেতি। অথবা এতদেব শোভনম্। কুতঃ—

ধর্মো হি যত্নৈঃ পুরুষেণ সাধ্যো

ভুজঙ্গজিহ্বাচপলা নৃপশ্রিয়ঃ।

তস্মাৎ প্রজাপালনমাত্রবুদ্ধ্যা

হতেষু দেহেষু গুণা ধরন্তে॥ ১৭॥

ভগবন্ কিমিচ্ছসি। কিমহং দদামি।

শক্রঃ—মহত্তরং ভিক্খং যাচেমি। [মহত্তরাং ভিক্ষাং যাচে।]

কর্ণঃ—মহত্তরাং ভিক্ষাং ভবতে প্রদাস্যে। শ্রূয়ন্তাং মদ্বিভবাঃ।

গুণবদমৃতকল্পক্ষীরধারাভিবর্ষি

দ্বিজবর! রুচিতং তে তৃপ্তবৎসানুযাত্রম্।

তরুণমধিকমর্থপ্রার্থনীয়ং পবিত্রং

বিহিতকনকশৃঙ্গং গোসহস্রং দদামি॥ ১৮॥

শক্রঃ—গোসহস্সং ত্তি। মুহুত্তঅং খিরং পিবামি। ণেচ্ছামি কণ্ণ! ণেচ্ছামি। [গোসহস্রমিতি। মুহূর্তকং ক্ষীরং পিবামি। নেচ্ছামি কর্ণ! নেচ্ছামি।]

কর্ণঃ—কিং নেচ্ছতি ভবান্। ইদমপি শ্রূয়তাম্।

রবিতুরগসমানং সাধনং রাজলক্ষ্ম্যাঃ

সকলনৃপতিমান্যং মান্যকাম্বোজজাতম্।

সুগুণমনিলবেগং যুদ্ধদৃষ্টাপদানং

সপদি বহুসহস্রং বাজিনাং তে দদামি॥ ১৯॥

শক্রঃ—অস্স ত্তি। মুহুত্তঅং আলুহামি। ণেচ্ছামি কণ্ণ! ণেচ্ছামি। [অশ্ব ইতি। মুহূর্তকমারোহামি। নেচ্ছামি কর্ণ! নেচ্ছামি।]

কর্ণঃ—কিং নেচ্ছতি ভগবান্। অন্যদপি শ্রূয়তাম্।

মদসরিতকপোলং ষট্‌পদৈঃ সেব্যমানং

গিরিবরনিচয়াভং মেঘগম্ভীরঘোষম্।

সিতনখদশনানাং বারণানামনেকং
রিপুসমরবিমর্দং বৃন্দমেতন্দদামি ॥ ২০ ॥

শক্রঃ—গঅ ত্তি ! মুহুত্তঅং আলুহামি । ণেচ্ছামি কণ্ণ ! ণেচ্ছামি । [গজ ইতি । মুহূর্তকমারোহামি । নেচ্ছামি কর্ণ ! নেচ্ছামি ।]

কর্ণঃ—কিং নেচ্ছতি ভবান্ । অন্যদপি শ্রূয়তাম্ । অপর্যাপ্তং কনকং দদামি ।

শক্রঃ—গহিণঅ গচ্ছামি । (কিঞ্চিদ্ গত্বা) ণেচ্ছামি কণ্ণ ! ণেচ্ছামি । [গৃহীত্বা গচ্ছামি । নেচ্ছামি কর্ণ ! নেচ্ছামি ।]

কর্ণঃ—তেন হি জিত্বা পৃথিবীং দদামি ।

শক্রঃ—পুহুবীএ কিং করিস্সম্ । [পৃথিব্যা কিং করিষ্যামি ।]

কর্ণঃ—তেন হ্যগ্নিষ্টোমফলং দদামি ।

শক্রঃ—অগ্গিট্টোমফলেণ কিং কয্যং । [অগ্নিষ্টোমফলেন কিং কার্যম্ ।]

কর্ণঃ—তেন হি মচ্ছিরো দদামি ।

শক্রঃ—অবিহা অবিহা । [অবিহা অবিহা]

কর্ণঃ—ন ভেতব্যং ন ভেতব্যং । প্রসীদতু ভবান্ । অন্যদপি—শ্রূয়তাম্ ।

অঙ্গৈঃ সহেব জনিতং মম দেহরক্ষা
দেবাসুরৈরপি ন ভেদ্যমিদং সহাস্ত্রৈঃ ।
দেয়ং তথাপি কবচং সহ কুণ্ডলাভ্যাং
প্রীত্যা ময়া ভগবতে রুচিতং যদি স্যাত্ ॥ ২১ ॥

শক্রঃ—(সহর্ষম্ ।) দেদু দেদু । [দদাতু দদাতু ।]

কর্ণঃ—(আত্মগতম্) এষ এবাস্য কামঃ । কিং নু খল্বনেককপটবুদ্ধেঃ কৃষ্ণস্যোপায়ঃ । সোঽপি ভবতু । ধিগযুক্তমনুশোচিতুম্ । নাস্তি সংশয়ঃ । (প্রকাশম্) গৃহ্যতাম্ ।

শল্যঃ—অঙ্গরাজ ! ন দাতব্যং ন দাতব্যম্ ।

কর্ণঃ—শল্যরাজ ! অলমলং বারয়িতুম্ । পশ্য

শিক্ষা ক্ষয়ং গচ্ছতি কালপর্যয়াৎ
সুবদ্ধমূলা নিপতন্তি পাদপাঃ ।
জলং জলস্থানগতং চ শুষ্যতি
হুতং চ দত্তং চ তথৈব তিষ্ঠতি ॥ ২২ ॥
তস্মাৎ গৃহ্যতাম্ । (নিকৃত্য দদাতি ।)

শক্রঃ—(গৃহীত্বা আত্মগতম্ ।) হন্ত গৃহীতে এতে পূর্বমেবা (হম্ ?) অর্জুনবিজয়ার্থং সর্বদেবৈর্যৎ সমর্থিতং তদিদানীং ময়ানুষ্ঠিতম্ । তস্মাদহমপ্যৈরাবতমারুহ্যা-র্জুনকর্ণয়োর্দ্বন্দ্বযুদ্ধং পশ্যামি । (নিষ্ক্রান্তঃ ।)

শল্যঃ—ভো অঙ্গরাজ ! বঞ্চিতঃ খলু ভবান্ ।

কর্ণঃ—কেন ।

শল্যঃ—শক্রেণ ।

কর্ণঃ—ন খলু । শক্রঃ খলু ময়া বঞ্চিতঃ । কুতঃ,

অনেকযজ্ঞাহুতিতর্পিতো দ্বিজৈঃ
কিরীটিমান্ দানবসংঘমর্দনঃ ।

সুরদ্বিপাস্ফালনকর্কশাঙ্গুলি
মর্ষা কৃতার্থঃ খলু পাকশাসনঃ ॥ ২৩ ॥
(প্রবিশ্য ব্রাহ্মণরূপেণ)

দেবদূতঃ—ভোঃ কর্ণ ! কবচকুণ্ডলগ্রহণাজ্জনিতপশ্চাত্তাপেন পুরন্দরেণানুগৃহীতোঽসি। পাণ্ডবেষ্বেকপুরুষবধার্থমমোঘমস্ত্রং বিমলা নাম শক্তিরিয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ ।

কর্ণঃ - ধিগ্, দত্তস্য ন প্রতিগৃহ্নামি ।

দেবদূতঃ ননু ব্রাহ্মণবচনাদ্ গৃহ্যতাম্ ।

কর্ণঃ—ব্রাহ্মণবচনমিতি । ন ময়াতিক্রান্তপূর্বম্ । কদা লভেয় ।

দেবদূতঃ—যদা স্মরিস্যসি তদা লভস্ব ।

কর্ণঃ—বাঢ়ম্ । অনুগৃহীতোঽস্মি । প্রতিনিবর্ততাং ভবান্ ।

দেবদূতঃ—বাঢ়ম্ । (নিষ্ক্রান্তঃ ।)

কর্ণঃ—শল্যরাজ ! যাবদ্রথমারোহাবঃ

শল্যঃ—বাঢ়ম্ । (রথারোহণং নাটয়তঃ ।)

কর্ণঃ—অয়ে শব্দ ইব শ্রূয়তে । কিং নু খল্বিদম্

শঙ্খধ্বনিঃ প্রলয়সাগরঘোষতুল্যঃ
কৃষ্ণস্য বা ন তু ভবেৎ স তু ফাল্গুনস্য ।
নূনং যুধিষ্ঠিরপরাজয়কোপিতাত্মা
পার্থঃ করিষ্যতি যথাবলমদ্য যুদ্ধম্ ॥ ২৪ ॥

শল্যরাজ ! যত্রাসাবর্জুনস্তত্রৈব চোদ্যতাং মম রথঃ ।

শল্যঃ—বাঢ়ম্ ।

(ভরতবাক্যম্ ।)

সর্বত্র সম্পদঃ সন্তু নশ্যন্তু বিপদঃ সদা ।
রাজা রাজগুণোপেতো ভূমিমেকঃ প্রশাস্তু নঃ ॥ ২৫ ॥

(নিষ্ক্রান্তৌ ।)

কর্ণভারমবসিতম্ ।

অবিমারক

BIR CHANDRA STATE CENTRAL LIBRARY
AGARTALA, TRIPURA
77891
20/5/83

ভূমিকা

তারুণ্যের উচ্ছলতায়, যৌবনের উন্মাদনায়, আর দুঃসাহসিকতার উৎকণ্ঠায় ভরা ভাসের অবিমারক নাটক। বিশুদ্ধ শৃঙ্গাররসের অকপট প্রেমের নাটক। এর নায়ক, কামার্ত তরুণ আর নবোদ্‌গতযৌবনা এক তরুণী এর নায়িকা। এ নাটকের কাহিনীতে আছে রোমাঞ্চ, ভয়, বিস্ময়, আর অনাবিল হাসি। নর ও নারীর পারস্পরিক অভীপ্সার চিরায়ত রূপায়ণ অবিমারক।

কাহিনী

রাজার নাম কুন্তিভোজ। বৈরন্ত্য তাঁর রাজধানী। রাজপ্রাসাদের দর্শকগৃহে রাজা রানীর সঙ্গে কন্যার বিবাহবিষয়ে আলোচনায় রত। সহসা কোলাহল শোনা গেল। রাজা উৎকণ্ঠিত, রানী শঙ্কিত। মন্ত্রী কৌঞ্জায়নের কাছ থেকে কোলাহলের কারণ জানা গেল। রাজকুমারী কুরঙ্গী গিয়েছিলেন বাগানে। সেখানে খেলা সেরে রাজপ্রাসাদে ফেরার জন্যে গাড়িতে উঠেছেন, গাড়ির সামনে মদমত্ত গজরাজ অঞ্জনগিরি এসে পড়ায় হৈচৈ শুরু হয়েছে।

রাজকুমারী অবশ্য নির্বিঘ্নেই রাজপ্রাসাদে ফিরেছেন। এক অজ্ঞাতপরিচয় যুবক গাড়ির কাছ থেকে গজরাজকে সরিয়ে দিয়েছে অপূর্ব কৌশলে। অমাত্য ভূতিক যুবকটির পরিচয় অনুসন্ধান করতে গিয়েছেন। যুবকটি নিজেকে অন্ত্যজ বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন। ভূতিক এলেন। যুবকটির পরিচয় সম্বন্ধে তিনি সন্দিহান। তিনি তাঁর সংশয়ের কথা রাজাকে জানালেন।

এ ব্যাপারে আরও অনুসন্ধানের আদেশ দিয়ে কুন্তিভোজ কন্যার বিবাহের প্রসঙ্গ তুললেন। কাশিরাজের কাছ থেকে দূত এসেছে কুরঙ্গীর বিবাহের সম্বন্ধ নিয়ে। এ বিষয়ে মন্ত্রীদের পরামর্শ প্রয়োজন।

দুই মন্ত্রীই জানালেন—পূর্বে সৌবীররাজের কাছ থেকেও দূত এসেছিল। আর কাশিরাজ ও সৌবীররাজ উভয়েই মহারাজের ভগিনীপতি। তবে সৌবীররাজ রাজমহিষীর ভাই। তাই তাঁর সঙ্গে মহারাজের সম্বন্ধ নিকটতর।

সৌবীররাজ আবার দূত পাঠালেন না কেন? রাজার এ প্রশ্নে ভূতিক জানালেন—সৌবীররাজ ও তাঁর পুত্রকে অনেকদিন দেখা যাচ্ছে না। রাজকার্য চালাচ্ছেন মন্ত্রীরা। চরের মাধ্যমে এ সংবাদ পাওয়া গিয়েছে।

এর কারণ অনুসন্ধান করতে রাজা আদেশ দিলেন ভূতিককে। কাশিরাজের দূতকে আপাততঃ বিদায় দেওয়ার সিদ্ধান্ত হল। দিনের প্রথম প্রহর অতিক্রান্ত। রাজা তাই স্নানাহারের জন্যে ভিতরে চলে গেলেন। (প্রথম অঙ্ক)

বিরহকাতর অবিমারক একান্তে প্রেমাস্পদের চিন্তা করে চলেছেন। রাজকুমারীর স্মৃতি তাঁর মনকে অধিকার করে আছে। ওদিকে রাজকুমারীও বিরহবিধুরা। তাঁর দশা দেখে ধাত্রী ও পরিচারিকা নলিনিকা অবিমারকের কাছে উপস্থিত। পথে দৈববাণী শুনে তারা অবিমারকের আভিজাত্য সম্বন্ধে নিঃসংশয়। অবিমারকের কাছে তারা রাজকুমারীর করুণ দশার কথা জানিয়ে সেদিন রাতেই ছদ্মবেশে কন্যাপুরে প্রবেশ করতে আমন্ত্রণ করল অবিমারককে। এতে যেন নতুন জীবন

ফিরে পেলেন অবিমারক। কন্যাপুরের সব কিছু সংবাদ সংগ্রহ করে নিলেন তিনি তাদের কাছ থেকে। মধ্যরাতের জন্যে রাজপ্রাসাদে অপেক্ষা করতে বলে তিনি তাদের বিদায় জানালেন।

সন্ধ্যাবেলায় বিদূষক এলেন। অবিমারক সাগ্রহে ও মহানন্দে বিদূষককে সব কথা জানালেন। অনুমতি চাইলেন তাঁর কাছ থেকে। এ এক দুঃসাহসিক অভিযান। তাই বিদূষক অবিমারককে একা যেতে দিতে নারাজ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে মত দিতেই হল।

সিদ্ধান্ত হল—রাতে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্ব পর্যন্ত দুজনে নগরের এক বন্ধুর বাড়িতে থাকবেন। রাতের আহার সেরে শোবার ঘর থেকে গোপনে চলে যাবেন তাঁরা বন্ধুর বাড়িতে। সন্ধ্যার অন্ধকার ঢেকে দিয়েছে পৃথিবীকে। তাই সন্ধ্যাকালীন স্নান ও আহারের জন্যে অবিমারক অভ্যন্তরে চলে গেলেন। (দ্বিতীয় অঙ্ক)

ঐদিন সন্ধ্যায় রাজপ্রাসাদের ছাদে কুরঙ্গী বসে আছেন শিলাতলে দুই পরিচারিকাকে নিয়ে। পরিচারিকা দুজনের নাম মাগধিকা ও বিলাসিনী। কুরঙ্গী ঘুমের ভান করে শুয়ে রইলেন। পরিচারিকাদের কথোপকথনে জানা গেল—কাশিরাজের পুত্র জয়বর্মার সঙ্গে রাজকুমারীর বিবাহ স্থির হয়ে গিয়েছে। কাশিরাজের দূতকে সসম্মানে বিদায় দেওয়া হয়েছে। কন্যাপুরের রক্ষক অমাত্য ভূতিকও তাঁর সঙ্গে গিয়েছেন। কন্যাপুর তাই আজ অরক্ষিত।

নলিনিকা এসে রাজকুমারীর কানে কানে জানালো সফল দৌত্যের কথা। নলিনিকা রাজকুমারীর সেবায় নিযুক্ত রইল। অপর দুজন পরিচারিকা চলে গেল।

মধ্যরাত্রি। হাতে খড়্গ আর রজ্জু নিয়ে চোরের বেশে চলেছেন অবিমারক রাজপ্রাসাদের উদ্দেশ্যে। রাতে নগরের অন্য রূপ। তাই নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করলেন তিনি। কোথাও শুনলেন বীণার সুরে নারীকণ্ঠের গান, কোথাও দেখলেন রুষ্টা প্রেমিকার মানভঞ্জন, কোথাও কানে এল পেঁচার বিকট চীৎকার, কোথাও বা দেখলেন কামার্তের সশব্দ অভিসার, কোথাও সন্তর্পণে চলেছে তস্কর, কোথাও বা প্রহরী পাহারা দিচ্ছে নিবিষ্ট মনে।

অবশেষে তিনি রাজপ্রাসাদের সামনে পেঁছিলেন। রজ্জুর সাহায্যে প্রাসাদের প্রাচীর পার হলেন। তারপর নানা স্থান ঘুরে কন্যাপুরে এলেন। দরজা খুলে ঢুকে পড়লেন ঘরে। আকাঙ্ক্ষিতকে দেখতে পেলেন। পরিশ্রম সফল হল তাঁর। নলিনিকা স্বাগত জানালো। সে রাজকুমারীকে জাগাতে চাইল। তিনি বাধা দিলেন।

ঘুমের ঘোরে রাজকুমারী আলিঙ্গন করতে বললেন নলিনিকাকে। নলিনিকার কথায় অবিমারক নিজেই আলিঙ্গন করলেন রাজকুমারীকে। জানতে পেরে ভীত ও লজ্জিত হলেন রাজকুমারী। ভয় ভাঙালেন অবিমারক।

ধাত্রী এসে দুজনকে নিয়ে অন্দরমহলে যেতে আদেশ দিল। নলিনিকা তাই করল। আনন্দে অবিমারক গেয়ে উঠলেন—'যদি এই রাত শতযুগ ধরে থাকে, আমার চেয়ে পৃথিবীতে কে বেশি ধন্য ?' (তৃতীয় অঙ্ক)

পরম সুখে কন্যাপুরে একটা বছর কাটিয়ে দিলেন অবিমারক। কিন্তু 'অবাধে না বহে চির-অপকট প্রেম।' তাই রাজার কানে গেল এ কথা। সুরুদ্ধ করলেন তিনি কন্যাপুরকে। তবে ইতিমধ্যে নির্বিঘ্নে অবিমারক কন্যাপুর থেকে চলে গেছেন।

কন্যাপুর থেকে বেরিয়ে এসে অবিমারক ইতস্ততঃ ঘুরছেন বিষণ্ণ মনে। বেশি কষ্ট পাচ্ছেন তিনি কুরঙ্গীর কথা ভেবে। কুরঙ্গীবিহীন জীবনে বেঁচে থেকে কী লাভ! এর থেকে প্রাণবিসর্জন দেওয়া শ্রেয়ঃ।

প্রথমে বনের দীঘিতে ডুবে প্রাণবিসর্জন দিতে মনস্থ করলেন। কিন্তু তাতে অধর্ম হবে। তাই সে পথ ছাড়লেন। কাছেই দেখা গেল দাবানল। প্রাণত্যাগ করার জন্যে তিনি আগুনে ঝাঁপ দিলেন।

কিন্তু এ কী? অগ্নি তো দগ্ধ করছে না। বরং শীতল স্পর্শে আলিঙ্গন করছে! বিস্মিত হলেন তিনি। অবশেষে সামনের পর্বতের চূড়া থেকে লাফ দিয়ে প্রাণপরিহারের সঙ্কল্প করলেন। উঠলেন পর্বতচূড়ায়। মৃত্যুর পূর্বে একটু জপ করতে বসলেন। তারপর লাফ দেবার জন্যে প্রস্তুত হলেন।

এই সময়ে পাশে দেখতে পেলেন এক বিদ্যাধর-দম্পতীকে। বিদ্যাধরের নাম মেঘনাদ, তাঁর স্ত্রীর নাম সৌদামিনী। তাঁরা মলয়পর্বতে চলেছেন। এখানে বিশ্রামের জন্যে এসেছেন। অবিমারকের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন মেঘনাদ। কিন্তু তাঁর উত্তরে সন্তুষ্ট হতে না পেরে নিজেই সব কিছু জেনে নিলেন অলৌকিক বিদ্যার প্রভাবে।

অবিমারক অস্বীকার করলেন না। বিদ্যাধর সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন। এক অলৌকিক আংটি দিলেন অবিমারককে। এ আংটি ডানহাতে পরলে অদৃশ্য হওয়া যায়। এমনকি যে ঐ ব্যক্তিকে ছুঁয়ে থাকবে, সেও অদৃশ্য হবে। আবার বাঁ-হাতে পরলে দৃশ্য হবে। প্রয়োজনে পাশে এসে দাঁড়াবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদ্যাধর স্ত্রীকে নিয়ে চলে গেলেন।

অবিমারক এবার বৈরন্ত্যের দিকে পা বাড়ালেন। পরিশ্রান্ত হয়ে এক শিলাতলে বসে বিশ্রাম করলেন। সেখানেই দৈবযোগে বয়স্য সন্তুষ্টের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটল। তিনিও বেরিয়েছেন অবিমারকের খোঁজে। অবিমারক বয়স্যকে জানালেন তাঁর অর্জিত নতুন বস্তুর কথা। দুজনে চললেন কন্যাপুরের দিকে। (চতুর্থ অঙ্ক)

কামসন্তপ্তা কুরঙ্গী। তাঁর সন্তাপ দূর করার জন্যে রাজপ্রাসাদে কোনো ত্রুটি নেই। চিত্তবিনোদনের জন্যে তিনি নলিনিকাকে সঙ্গে নিয়ে রাজপ্রাসাদের ছাদে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন কালো মেঘে ঢাকা আকাশের দিকে।

বিদূষককে নিয়ে অবিমারক অদৃশ্য হয়ে প্রবেশ করলেন। কামার্তা কৃশাঙ্গী কুরঙ্গীকে দেখলেন।

স্নানের সামগ্রী নিয়ে মাগধিকাকে আসার জন্যে কুরঙ্গী নলিনিকাকে আদেশ করলেন। রাজকুমারীকে একাকিনী রেখে যেতে চায় না নলিনিকা।

হরিণিকা এসে গেল। রানী পাঠিয়েছেন তাকে কন্যার শরীরের অবস্থা জানতে। এবার নলিনিকা যেতে পারে। কিন্তু কুরঙ্গী ডাকলেন তাকে। আলিঙ্গন করে জীবনের শেষ প্রীতিবিনিময় করলেন। নলিনিকা চলে গেল।

হরিণিকাকেও পাঠিয়ে দিলেন নিজের কুশলসংবাদ দিয়ে। এখন তিনি একা। অপূর্ব সুযোগ ঘটেছে এখন উদ্বন্ধনে প্রাণবিসর্জন দেবার। উত্তরীয় দিয়ে তাই করতে চাইলেন। কিন্তু হঠাৎ মেঘের গর্জন শুনে সন্ত্রস্ত হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন।

বাঁ-হাতে আংটি পরে দেখা দিলেন অবিমারক। আলিঙ্গন করলেন প্রিয়তমাকে। রাজকুমারীর চোখে আনন্দাশ্রু ঝরল।

নলিনিকা ফিরে এল। কিন্তু দরজা যে ভিতর থেকে বন্ধ! সে ভয় পেল। অবিমারকের আদেশে সন্তুষ্ট দরজা খুলে দিল। নলিনিকা প্রবেশ করে অবিমারককে দেখে খুশি হল। অবিমারক পরিচয় করিয়ে দিলেন সন্তুষ্টের সঙ্গে। নলিনিকার সঙ্গে সন্তুষ্টের হাস্যকৌতুক জমে উঠল। কৌশলে অবিমারক সেখান থেকে তাদের সরিয়ে দিলেন।

বর্ষণ শুরু হল। অবিমারক প্রিয়তমাকে নিয়ে অন্দরে প্রবেশ করলেন। আবার তাঁরা প্রেমসম্ভোগে মেতে উঠলেন। (পঞ্চম অঙ্ক)

অমাত্য ভূতিক কাশিরাজের রাজধানী থেকে ফিরেছেন। কাশিরাজের মহিষী সুদর্শনা ও পুত্র জয়বর্মা এসেছেন তাঁর সঙ্গে। আজই শুভ নক্ষত্রের যোগ আছে। অতএব আজই বিবাহ হবে।

এদিকে সৌবীররাজের মন্ত্রীরা দূত পাঠিয়েছেন। আর জানিয়েছেন—সৌবীররাজ বৈরন্ত্যনগরেই স্ত্রী-পুত্র-পরিবার নিয়ে বাস করছেন সঙ্গোপনে। তা শুনে মহারাজ কুন্তিভোজ ভূতিককে নিয়ে বেরিয়েছেন তাঁর অন্বেষণে।

সৌবীররাজের সন্ধান পাওয়া গেল। তিনি রাজপ্রাসাদে এসেছেন।

কুন্তিভোজ ও সৌবীররাজ। উভয়েই উভয়ের শ্যালক, আবার ভগিনীপতিও। আলিঙ্গন করে উভয়ের মধ্যে প্রীতিবিনিময় হল।

কিন্তু এই আনন্দের দিনে সৌবীররাজ বিষণ্ণ কেন? জানা গেল, এর কারণ পুত্রশোক। গত এক বছর ধরে কুমারকে পাওয়া যাচ্ছে না।

শোকাচ্ছন্ন এই অবস্থা কাটাবার জন্যে ভূতিক আনলেন অন্য প্রসঙ্গ, সৌবীররাজকে জিজ্ঞাসা করলেন—গোপনে চণ্ডালের জীবনযাপনের কারণ কী? সৌবীররাজ জানালেন—অতিক্রোধী ব্রহ্মর্ষি চণ্ডভার্গবের অভিশাপই এর কারণ। গত এক বছর তিনি চণ্ডালের জীবনযাপন করেছেন। আজ তিনি শাপমুক্ত।

সৌবীররাজের পুত্রের নাম বিষ্ণুসেন। সে অবিমারক নাম পেল কেমন করে? প্রশ্ন করলেন কুন্তিভোজ। উত্তর দিলেন অমাত্য ভূতিক। ধূমকেতু নামে অসুরকে বধ করে বিষ্ণুসেন হয়েছে অবিমারক।

সৌবীররাজ বললেন—মহারাজ কুন্তিভোজের সুদক্ষ চর আছে। তাদের পক্ষে কুমারকে খুঁজে বের করা অসম্ভব নয়। উত্তরে ভূতিক জানালেন সমস্ত সুগম স্থান চরেরা অন্বেষণ করেছে, তবুও কুমারের দর্শন মেলেনি। হয়তো মায়ার আশ্রয়ে কুমার নিজেকে গোপন করেছে।

এমন সময়ে রাজপ্রাসাদে অবতীর্ণ হলেন দেবর্ষি নারদ। তিনি সর্বজ্ঞ। তাই এ সঙ্কট থেকে তিনি সকলকে মুক্ত করতে চান।

কুন্তিভোজ ও সৌবীররাজ অভিবাদন জানালেন দেবর্ষিকে। দেবর্ষি ভূতিককে আদেশ দিলেন সুদর্শনাকে আনতে। সুদর্শনা এলেন। তখন সকলের কাছে দেবর্ষি প্রকাশ করলেন অবিমারক ও কুরঙ্গীর প্রেম ও পরিণয়ের কথা। কুন্তিভোজ চাইলেন অগ্নি সাক্ষী করে বিয়ে দিতে। দেবর্ষি অনুমতি দিলেন। ভূতিক বর ও বধূকে আনতে গেলেন।

দেবর্ষি একান্তে সুদর্শনাকে অবিমারকের জন্ম থেকে কন্যাপুরে অবস্থান পর্যন্ত সমস্ত কথা শোনালেন। জানা গেল—অবিমারক সুদর্শনার গর্ভজাত অগ্নির সন্তান।

দেবর্ষির আদেশে কুরঙ্গীর কনিষ্ঠা ভগিনী সুমিত্রার সঙ্গে জয়বর্মার বিবাহ স্থির হল।

বরবেশে অবিমারক প্রবেশ করলেন। সঙ্গে এলেন কুরঙ্গী ও অমাত্য ভূতিক। গুরুজনদের একে একে অভিবাদন করলেন কুমার। প্রাণভরা আশীর্বাদ করলেন সকলে। সকলের প্রিয় ও ঈপ্সিত কাজ সুসম্পন্ন হল।

—ঃ০ঃ—

উৎস

এই কাহিনীর উৎস সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে মতানৈক্য আছে। অবিমারক একটি নাটক। আর 'নাটকং খ্যাতবৃত্তং স্যাৎ'। এই হল আলংকারিকদের অভিমত।

Dr. Keith এবং Dr. Winternitz বৃহৎকথাকে অবিমারকের উৎস বলে মনে করেন। গুণাঢ্যের বৃহৎকথা আজ লুপ্ত। তবে বৃহৎকথার অনুসরণে ক্ষেমেন্দ্রের বৃহৎকথামঞ্জরী ও সোমদেবের কথাসরিৎসাগর নামে দুখানি গ্রন্থ প্রচলিত আছে। কথাসরিৎসাগরের ষোড়শ লম্বকে রাজকন্যা কুরঙ্গী ও এক চণ্ডালকুমারের বিবাহোপাখ্যান আছে। উপাখ্যানটি সংক্ষেপে এইরকম—

সুপ্রতিষ্ঠিত নামে নগরে প্রসেনজিৎ নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর কন্যা কুরঙ্গী। অতিরূপবতী তিনি। একবার তিনি উদ্যানে গেলে সেখানে বন্ধনভ্রষ্ট এক হাতি ছুটে এসে দাঁত দিয়ে রাজকুমারীসমেত যানটিকে উর্ধ্বে নিক্ষেপ করল। পরিজনেরা হাহাকার করতে করতে চারদিকে ছুটতে লাগল। হঠাৎ এক চণ্ডালকুমার হাতে খড়্গ নিয়ে ছুটে এলেন। খড়্গ দিয়ে হাতিকে মেরে তিনি রাজকন্যাকে বিপদ থেকে রক্ষা করলেন। এর পর যে যার গৃহে ফিরে গেলেন। কিন্তু উভয়েই কামানলে দগ্ধ হতে থাকলেন।

'আমার জন্ম চণ্ডালকুলে, আর সে রাজকন্যা। তাই আমাদের মিলন অসম্ভব।' এই ভেবে চণ্ডালকুমার রাতে চিতার আগুনে প্রাণ আহুতি দিতে উদ্যত হলেন। সেই সময়ে অগ্নিদেব প্রত্যক্ষ হয়ে বললেন—"হঠকারিতা কোরো না। তুমি চণ্ডাল নও। শোনো—এই নগরে কপিলশর্মা নামে এক ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ আছেন। আমি তাঁর অগ্নিগৃহে সাকার হয়ে বাস করি। একদিন তাঁর কন্যা আমার কাছে এলে আমি রূপের মোহে সেই কন্যাকে ভার্যার মর্যাদা দিই। সেই সময় তুমি তাঁর গর্ভে জন্ম নিলে। লজ্জায় সে তোমাকে তৎক্ষণাৎ পথে নিক্ষেপ করে। চণ্ডালেরা তোমাকে পায়, ছাগদুগ্ধ দিয়ে তোমাকে পালন করে। তাই তুমি ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত আমার পুত্র। অগ্নির তেজ থেকে জন্মেছ তুমি। তাই তুমি অপবিত্র নও। রাজকন্যা কুরঙ্গীকে তুমি ভার্যারূপে পাবে।" এই বলে অগ্নিদেব অন্তর্হিত হলেন। চণ্ডালকুমারও স্বগৃহে ফিরে এল।

অগ্নি প্রসেনজিৎকে স্বপ্নে সব কথা বললেন। প্রসেনজিৎ তখন নিজ কন্যাকে চণ্ডালকুমারের হাতে সম্প্রদান করলেন।

কথাসরিৎসাগরের এই উপাখ্যানের সঙ্গে ভাসের অবিমারকের বেশ মিল খুঁজে পাওয়া যায়। জাতকের মধ্যেও 'এড়ক-মারক' নামে একটি উপাখ্যান আছে। ভাসের সময়ে এই-সব উপাখ্যান লোকমুখে প্রচারিত ও প্রচলিত ছিল। তাই অনুমান করা যেতে পারে—ভাস ঐসব উপাখ্যানকেই অবিমারকে নাট্যরূপ দিয়েছেন।

তবে ঐ সব উপাখ্যানকে ভাস হুবহু গ্রহণ করেন নি। নাটকে বেশ কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেছেন। দেবর্ষি নারদের উপস্থাপনা, অবিমারকের দুঃসাসিক

যাত্রা, রাত্রিকালীন নগরের বর্ণনা, চোরের বেশে অবিমারকের কন্যাপুরে প্রবেশ প্রভৃতি ঘটনা ও বর্ণনা ভাসের নিজস্ব উদ্ভাবন। বিদ্যাধর ও অলৌকিক আংটির অবতারণাও ভাসের নিজস্ব। বিদূষক-চরিত্র ভাসের কল্পিত। বিদূষক-চরিত্র ভাসের এক অপূর্ব সৃষ্টি।

রূপগত শ্রেণী

অবিমারক একটি পূর্ণাঙ্গ মিলনান্তক নাটক। অবিমারক ও কুরঙ্গীর প্রেমকাহিনী এই নাটকের প্রধান বিষয়। অঙ্গুরীয়ক-কথা এর প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত বা পতাকা, শৃঙ্গাররস এ নাটকের প্রধান ধারা, হাস্যরস সে ধারার আবর্ত ; আর করুণ, অদ্ভুত ও ভয়ানক রস তার বুদ্বুদ।

Dr Winternitz অবিমারককে প্রকরণ-শ্রেণীর রূপক বলেছেন। কিন্তু নাটকটিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়—প্রকরণের বৈশিষ্ট্যের চেয়ে নাটকগত বৈশিষ্ট্যই এখানে অধিকতর প্রকট। এ কারণে অধিকাংশ সমালোচক অবিমারককে নাটকের শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

নামকরণ

সাধারণতঃ নায়ক, নায়িকা, কিংবা কোনও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে আশ্রয় করে নাটকের নামকরণ হয়ে থাকে। বর্তমান নাটকের নামকরণ হয়েছে নায়কের নামানুসারে। নায়কের প্রকৃত নাম বিষ্ণু সেন। কিন্তু কিশোর বয়সেই অবিরূপধারী ধূম্রকেতু-নামে এক অসুর বধ করে তিনি অবিমারক নামে প্রসিদ্ধ হন।

চরিত্র-চিত্রণ

অবিমারক

অবিমারক নাটকের নায়ক অবিমারক। তাঁর নামেই নাটকের নামকরণ। তরুণ যুবক অবিমারক সৌবীররাজের পুত্র, কুন্তিভোজের ভাগিনেয়। তরুণোচিত গুণাবলীর প্রায় সবগুলিই তাঁর আছে। মন্ত্রী কৌঞ্জায়ন সুন্দর কথায় সেগুলি ব্যক্ত করেছেন—'দর্শনীয়োঽপ্যবিস্মিতস্তরুণোঽপ্যনহঙ্কারঃ শূরোঽপি দাক্ষিণ্যবান্ সুকুমারোঽপি বলবান্।' যে গুণগুলি মানুষকে মহত্ত্বের মর্যাদা দেয়, অবিমারকের চরিত্রে সেগুলি থাকায় তিনি অবশ্যই মহৎ।

অবিমারক ক্ষত্রিয়কুলে জাত। কিন্তু ঋষিশাপে পরিবারের অন্যান্য সকলের সঙ্গে তাঁকেও চণ্ডালব্রত গ্রহণ করতে হয়েছে এবং গোপনে বৈরন্ত্যনগরে বাস করতে হয়েছে। এতে কিন্তু ক্ষত্রিয়োচিত গুণ তাঁর লোপ পায় নি। রঘুবংশে কালিদাস বলেছেন—'ক্ষতাৎ কিল ত্রায়ত ইত্যুদগ্রঃ ক্ষত্রস্য শব্দো ভুবনেষু রূঢ়ঃ।' বিপন্নকে রক্ষা করার জন্যেই ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি। অবিমারক এই ক্ষাত্রধর্মে দীক্ষিত হয়েই রাজকন্যাকে মত্ত হাতির আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে অগ্রসর হয়েছেন। নিজের জীবন তুচ্ছ করেও তিনি বিপন্নের আর্তি দূর করতে কৃতসঙ্কল্প। তিনি সত্যই 'পরব্যসনসহায়ঃ।'

তিনি আত্মপ্রশংসা শুনতে পরাঙ্মুখ। অবিমারক মত্তগজের আক্রমণ থেকে

রাজকুমারীকে রক্ষা করলেন। তখন সকলেই তাঁর কর্মের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল। এতে লজ্জিত হয়ে তিনি অবনত মস্তকে সে স্থান ত্যাগ করলেন।

অবিমারক পিতার সৎপুত্র। পুত্রের জন্যে পিতা কৃতার্থ ও গর্বিত। কুন্তিভোজকে সৌবীররাজ তাই বলেছেন—

'অনুপমবলবীর্যরূপবন্তং সুতমবিমারকমদ্য চিন্তয়ামি।
তব চরণরজোঽঞ্চিতাগ্রকেশো যদি স ভবেদিহ কো নু মদ্বিশিষ্টঃ।'

পিতার ভাগ্যবিপর্যয়কে মেনে নিয়ে অবিমারক নিজেকে অন্ত্যজ বলেই পরিচয় দেন। এ পরিচয়দানে তাঁর কুণ্ঠা বা সঙ্কোচ নেই, বরং সত্যের প্রকাশ আছে।

দুর্জয় সাহস আর অপরিমিত বলকে আশ্রয় করে অবিমারক যে কোনো দুষ্কর কাজ করতে তৎপর। এই সাহস ও শক্তি তিনি লাভ করেছেন বাল্যকালেই। কিশোর বয়সেই তিনি ধূমকেতু নামে অবিরূপধারী অসুরকে ধরাশায়ী করে তার পঞ্চত্ব ঘটিয়েছেন। আর ঐ অসুরকে বধ করে তিনি অবিমারক আখ্যা লাভ করেছেন। আসলে তাঁর নাম ছিল বিষ্ণুসেন। বালক বয়সেই তিনি শত্রুদের হীনবীর্য করেছেন। তাই কন্যাপুরে প্রবেশের কথা শুনে বিদূষক যখন শঙ্কিত হয়ে উঠলেন, তখন তিনি তাঁর বাল্যকালের কৃতি তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলেন—

'ভগ্না ময়ৈকেন পরাঃ সসৈন্যা অদ্যাপি গন্ধেন ন সংশ্রয়ন্তে।
কিং মানুষৈঃ সোঽপ্যসুরেশ্বরো মে হতো ভুজাভ্যামবিরূপধারী॥'

অবিমারক-চরিত্রের বড়ো বৈশিষ্ট্য হল তাঁর প্রেমের প্রতি নিষ্ঠা। প্রেমাস্পদের সঙ্গে মিলিত হবার উগ্র কামনায় তিনি চরম বিপদের ঝুঁকি নিতেও পশ্চাৎপদ হন নি। সেক্ষেত্রে অভিন্ন-হৃদয় বয়স্য সন্তুষ্টের নিষেধকেও গ্রাহ্য করেন নি। একান্ত আপন প্রিয়জনের সঙ্গে মিলিত হলেই তো 'প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি' মেলে। তখনই তো সব পরিশ্রমকে সার্থক মনে হয়। অবিমারকও তাই কন্যাপুরে প্রবেশ করে সুপ্তা প্রিয়তমাকে দেখে বলেছেন—'অদ্য সফলো মে পরিশ্রমঃ।' মিলনে অথবা বিরহে তিনি প্রিয়তমার ধ্যান করেছেন। প্রিয়তমাকে বার বার দেখতে ইচ্ছে করে। তাই কন্যাপুরে নিদ্রিতা কুরঙ্গীর দেহবল্লরীর সৌন্দর্য-সন্দর্শনে নিজের আঁক্ষিযুগলকে অবাধ স্বাধীনতা দিয়ে বলেছেন—'কামার্ণবস্যাদ্য তু দৃষ্টিপারং চেক্রিড্যতাং মে সুখমক্ষিযুগ্মং।' বিরহে তাঁর কাছে জগৎ কুরঙ্গীময়। কন্যাপুর থেকে নির্বিঘ্নে বের হয়ে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করতে করতে তাঁর শুধু কুরঙ্গীর দুরবস্থার কথাই মনে পড়েছে। কত কথাই তিনি ভাবছেন—

'হ্রীতা ভবেৎ প্রেষ্যজনপ্রবাদৈর্ভীতা চ রাজা দৃঢ়সন্নিরুদ্ধা।
বাষ্পাবিলা মামনবেক্ষমাণা মোহং ব্রজেদ্ রাত্রিষু কিং করিষ্যে॥'

করার কিছুই নেই। আছে শুধু চরম পন্থা—মরণ, প্রিয়তমার জন্যে আত্মবিসর্জন। কিন্তু সেখানে বাধা দিলেন বিদ্যাধর। ধরা পড়ে গেলেন বিদ্যাধরের কাছে। লজ্জায় মুখ নীচু করে রইলেন। অবশেষে কন্যাপুরে প্রবেশের চাবিকাঠি পেলেন বিদ্যাধরের কাছ থেকে—যাদু-আংটি। বিদ্যাধর চলে গেলে আবার ছুটলেন কন্যাপুরের দিকে—প্রিয়তমার আবাসে। পথে সাক্ষাৎ মিলল বয়স্যের। তাঁকে নিয়ে এতটুকু বিলম্ব

সহ্য না করে চলে এলেন কন্যাপুরে। কেননা, 'Love reckons hours for months and days for years ; and every little absence is an age.' বস্তুত প্রেমনিষ্ঠাই অবিমারক-চরিত্রকে মহান্ করে তুলেছে।

কুরঙ্গী

নাটকের নায়িকা কুরংগী। কুন্তিভোজের কন্যা, সৌবীররাজের ভাগিনেয়ী। বয়সে বালিকা, উদ্ভিন্নরূপযৌবনা ; তাই যুবকদের কাছে হৃদয়-লোভন কুসুম। রূপে ও লাবণ্যে অবশ্যই অতুলনীয়া। কারণ, কামদেবকেও তিনি আকর্ষণ করতে পারেন। রূপ ও সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা তিনি লাভ করেছেন। অবিমারকের চিন্তায় সেইরকম প্রতিফলনই ঘটেছে, যখন তিনি বলছেন—

'প্রতিচ্ছন্দং ধাত্রা যুবতিবপুষাং কিন্নু রচিতং
গতা বা স্ত্রীরূপং কথমপি চ তারাধিপরুচিঃ।
বিহায় শ্রীঃ কৃষ্ণং জলশয়নসুপ্তং কৃতভয়া
ধৃতান্যস্ত্রীরূপং ক্ষিতিপতিগৃহে বা নিবসতি॥'

অবিমারককে প্রথম দর্শনেই তিনি ভালোবেসে ফেলেছেন। অবিমারক গুণবান্, বলশালী। মত্তহস্তীকেও তিনি কৌশলে অভিভূত করেছেন এবং রাজকুমারীকে বাঁচিয়েছেন। এ হেন যুবকের প্রতি অনুরক্তা হয়ে কুরঙ্গী ভুল করেননি। বরং অভিজ্ঞানশকুন্তলের প্রিয়ংবদার মতো কুরঙ্গীকে বলতে ইচ্ছা হয়—'সখি! দিষ্ট্যা অভিনিবেশঃ। সাগরমুজ্ঝিত্বা কুত্র বা মহানদী অবতরতি? ক ইদানীং সহকার-মন্তরেণ অতিমুক্তলতাং পল্লবিতাং সহতে?'

'Love is strongest in pursuit'—বলেছেন Emerson. নিজের অভিলাষিত ব্যক্তির অনুসন্ধানে প্রেম হল বলবত্তম। সে মানুষকে উন্মাদ করে তোলে। প্রেমাস্পদকে কাছে পাবার আশায় নিজেকে ভুলে যায়। কুরঙ্গীর ক্ষেত্রেও ঘটেছে তাই। অজ্ঞাতকুলশীল এক সুদর্শন যুবকের গুণপনায় মুগ্ধ হয়ে তিনি নিজেকে ভুলে বসে আছেন। নিজের প্রতি লক্ষ্য দিচ্ছেন না। এক অদ্ভুত রোগে ভুগছেন। তিনি নিজেই বলছেন—'কো নু খলু অভূতপূর্বো রোগশ্চিন্ত্যমানো মামুন্মাদয়তি। সুমনাবর্ণকং নেচ্ছতি। ন তুষ্যতি গোষ্ঠ্যা। ইদমত্র দারুণং মনোহরং চ।' মনের মানুষের বিরহে তিনি হয়ে পড়েছেন লাবণ্যময়ী ছায়া। ভুলে গিয়েছেন জীবনের হাসি-কলতান। বিদ্যাধরের আংটির প্রভাবে অদৃশ্য থেকে অবিমারক কন্যাপুরে কুরঙ্গীকে দেখে বিদূষকের কাছে ঠিকই বলেছেন—

'রোগাদকালাগুরুচন্দনাদ্রা বিমুক্তভূষা গতহাবভাবা।
বিভাতি নির্ব্যাজমনোহরাঙ্গী বেদশ্রুতিহের্তুবিবর্জিতেব॥'

নারীচরিত্রের স্বাভাবিক লজ্জা ও ভয় কুরঙ্গীর চরিত্রকে ভূষিত করেছে। কন্যাপুরে প্রবেশ করে অবিমারক যখন তন্দ্রালসা কুরঙ্গীকে আলিঙ্গন করলেন, তখন তা জানতে পেরে তিনি লজ্জায় ও ভয়ে বলে ফেললেন—'হা হীনং চারিত্রম্। ভীতাস্মি।' আবার অবিমারক যখন 'ভদ্রে! ভয়ং ত্যজ কুরুষ্ব ময়ি প্রসাদং, কিংবা প্রলপ্য বহুধা শরণাগতোহস্মি' বলে তাঁর পায়ে পড়লেন, তখন নলিনিকাকে দিয়ে প্রণয়ীকে উঠতে বলে নিজের কুলীনতা ও স্বাভাবিক জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন।

উদ্বন্ধনে জীবন-বিসর্জন দেবার সঙ্কল্প করে প্রিয়সখী নলিনিকার সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়েছেন। এতে তাঁর গভীর সখীপ্রীতি প্রকাশ পেয়েছে।

রূপ ও সৌন্দর্য, লজ্জা ও ভয়, প্রেমানুভূতি ও সখীপ্রীতি কুরঙ্গীচরিত্রকে ভাস্বর করেছে।

বিদূষক

অবিমারক নাটকে বিদূষকের চরিত্র মহাকবি ভাসের এক অনবদ্য সৃষ্টি। প্রধানতঃ এই চরিত্রটি ভাসকে খ্যাতির উচ্চ শীর্ষে বসিয়েছে। কবি জয়দেব তাঁর প্রসন্নরাঘবে ভাসকে কবিতাকামিনীর হাসির সঙ্গে তুলনা করেছেন—'ভাসো হাসঃ।' অবিমারকে বিদূষক-চরিত্রের মধ্য দিয়ে ভাস অনাবিল ও শুদ্ধ হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন।

অবিমারক নাটকে বিদষকের নাম সন্তুষ্ট। নামে সন্তুষ্ট হলে কী হবে, ভোজন-ব্যাপারে তিনি মোটেই সন্তুষ্ট নন। তাই সব সময়েই তিনি বুভুক্ষিত। ভোজন-রসিক স্বভাবের জন্যে তিনি মাঝে মধ্যে প্রতারিত হন। দ্বিতীয় অঙ্কে চেটীর কাছে তিনি নিজের আংটিটি খুইয়েছেন এই ভোজনপ্রিয়তার জন্যে।

তিনি নায়ক অবিমারকের বয়স্য। উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব প্রগাঢ়। একজন অপরের জন্যে ব্যাকুল। একে অপরকে ছেড়ে থাকতে পারেন না। ভাগ্যবিড়ম্বিত রাজকুমারকে তাই সন্তুষ্ট ছাড়েন নি। বরং হাস্য-পরিহাসে বন্ধুর মন থেকে দুঃখের ভার কমাবার চেষ্টা করে চলেছেন। বস্তুতঃ সন্তুষ্ট অবিমারকের একমাত্র সহায়। তা স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করেছেন—

'গোষ্ঠীষু হাস্যঃ সমরেষু যোধঃ শোকে গুরুঃ সাহসিকঃ পরেষু।
মহোৎসবো মে হৃদি কিং প্রলাপৈর্দ্বিধা বিভক্তং খলু মে শরীরম্‌॥'

রাজকুমারকে একা কোথাও ছাড়তে চান না তিনি। গভীর রাতে কন্যাপুরে একা যাবেন অবিমারক, একথা শুনে সন্তুষ্ট তাঁর সঙ্গে নিজেও যেতে চাইলেন। কেননা, 'অমাত্যা নাম বিষমশীলাঃ কুন্তিভোজস্য।' তাই যদি কুমারের বিপদ ঘটে, তবে তাঁকে রক্ষ করবে কে? তাছাড়া 'আক্রোশনপ্যেক এষ্টব্যঃ।' কুমার জিদ্‌ ধরায় সন্তুষ্টকে একা যাবার অনুমতি দিতে হল তবুও পরামর্শ দিলেন কেমন করে যেতে হবে সেখানে। রাতে তাই দুজনে চললেন নগরে এক বন্ধুর বাড়ি। সেখান থেকেই অবিমারক কন্যাপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন। সেটাই নিরাপদ।

আবার কন্যাপুরে বন্ধু কেমন আছে, তার অনুসন্ধানেও তিনি তৎপর। যখন জানলেন—নির্বিঘ্নে রাজকুমার কন্যাপুর থেকে বেরিয়ে গেছেন, তখনই আবার বন্ধুর খোঁজে বেরিয়ে পড়েছেন। কুমার সম্বন্ধে অত্যন্ত চিন্তান্বিত তিনি। ভাবছেন—যদি এ জন্মে সাক্ষাৎ না হয়, তবে পরজন্মে যেন কুমারের বন্ধু হয়েই জন্মান—অহমপি কুমারং বা কুমারস্য শরীরং বা প্রেক্ষিষ্যে তাবৎ সর্বলোকং পরিভ্রম্য। যদি ন প্রেক্ষে, তত্রভবতঃ পরত্র সহায়ো ভবামি।' কী অকৃত্রিম বন্ধুপ্রীতি! এরকম বন্ধু বলেই অবিমারককে বলতে হয়েছে—'কিং মম সর্বারিষ্টেস্তেন বিনা।'

হাস্যরস পরিবেশনে সন্তুষ্ট এক অফুরন্ত ভাণ্ডার। অশিক্ষিত ব্রাহ্মণ তিনি। তবুও শিক্ষিতের ভান ছাড়েন নি। তাঁর জ্ঞানের পরিচয় নিজেই দিয়েছেন—'অস্তি রামায়ণং নাম নাট্যশাস্ত্রম্‌। তস্মিন্‌ পঞ্চ শ্লোকা অসম্পূর্ণে সংবৎসরে ময়া পঠিতাঃ।' এ হেন

লোক অবৈদিক কেন হবেন! এমন কথাই বলেছেন চেটীকে। তাঁর এই জ্ঞানের বহর দেখে কে না হাসবে? আবার কন্যাপুরে বন্ধুর সঙ্গে প্রবেশ করে নলিনিকার সঙ্গে তাঁর যে সংলাপ, তাতে কোনো দর্শক বা পাঠক না হেসে থাকতে পারেন না। সুন্দর তাঁর কথা -

'আম ভবতি'! যজ্ঞোপবীতেন ব্রাহ্মণঃ, চীবরেণ রক্তপটঃ।
যদি বস্ত্রমপনয়ামি শ্রমণকো ভবামি।'

আলোচনা

এক তরুণ ও এক তরুণীর দুর্দান্ত অথচ অকপট প্রেমের মিলনাত্মক পরিণতি দেখানো হয়েছে অবিমারক নাটকে। শৃঙ্গাররসাশ্রয়ী এই নাটকে অশ্লীলতা পরিহার করে অতি কৌশলে মহাকবি ভাস সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভের নানা দিক ফুটিয়ে তুলেছেন। এই নাটক পাঠ করে মনে হবে—আমরা বুঝি সংস্কৃত ভাষায় 'Romeo and Juliet' নাটকের রসাস্বাদন করছি। বস্তুতঃ সেক্সপীয়রের 'Romeo and Juliet' ও ভাসের 'অবিমারকে'র মধ্যে সুন্দর মিল খুঁজে পাওয়া যায়। তবে সেক্সপীয়রের নাটকের সমুন্নত ভাব অবিরামকে নেই বললেই চলে। এ বিষয়ে H. W. Wells—এর অভিমত উল্লেখযোগ্য "Although the Avimaraka has a plot quite similar to that of 'Romeo and Juliet', it never remotely approaches the grandeur of Shakespeare's work."

মর্তের মানব-মানবীর প্রেম ও ভালোবাসার সুখকর পরিণতি ঘটাতে গিয়ে ভাস অলৌকিক ও অনৈসর্গিক ঘটনার অবতারণা করেছেন। ফলে বিদ্যাধর ও তাঁর অদ্ভুত আংটির ঘটনা আনতে হয়েছে, আবার দেবর্ষি নারদকে মর্তে নামাতে হয়েছে। হয়তো ভাসের সময়ে অলৌকিক শক্তির প্রতি মানুষের প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। আর সেই বিশ্বাসের প্রতি মর্যাদা দেবার জন্যে ভাসকে তাঁর নাটকে অলৌকিকতার অবতারণা করতে হয়েছে।

সংস্কৃত সাহিত্যে প্রকৃতি বিশেষ স্থান অধিকার করে থাকে। ভাসনাটকচক্রের তেরখানি নাটকের মধ্যে অবিমারকেই সম্ভবতঃ প্রকৃতিবিষয়ক শ্লোক বেশি দেখা যায়। অবিমারকের দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অঙ্কে যেখানেই সুযোগ পেয়েছেন, সেখানেই ভাস নিসর্গবর্ণনায় মনোনিবেশ করেছেন। দ্বিতীয় অঙ্কের শেষে সন্ধ্যার বর্ণনাটি সুন্দর—

'পূর্বা তু কাষ্ঠা তিমিরানুলিপ্তা সন্ধ্যারুণা ভাতি চ পশ্চিমাশা।
দ্বিধা বিভক্তান্তরমন্তরিক্ষং যাত্যর্ধনারীশ্বররূপশোভাম্॥'

তৃতীয় অঙ্কে সূচীভেদ্য অন্ধকারের বর্ণনাও বাস্তব ও মনোজ্ঞ—

'তিমিরমিব বহন্তি মার্গনদ্যঃ পুলিননিভাঃ প্রতিভান্তি হর্ম্যমালাঃ।
তমসি দশ-দিশো নিমগ্নরূপাঃ প্লবতরণীয়া ইবায়মন্ধকারঃ॥'

তৃতীয় অঙ্কে অবিমারকের মুখ দিয়ে নগরের রাত্রিকালীন বর্ণনা যেমন বাস্তব, তেমনি চিত্তাকর্ষক। কন্যাপুরের বর্ণনাও অতীব সুন্দর। দ্বিতীয় অঙ্কে বিদূষকের মুখে

ভাস তৎকালীন নাগরিক জীবনের সুন্দর ছবি তুলে ধরেছেন। অবিমারকপাঠে তৎকালীন সমাজ-জীবনের, বিশেষতঃ নগর-জীবনের মোটামুটি একটা ধারণা জম্মায় পাঠক ও দর্শকের মনে।

মানুষের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলোকেও ভাস সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রথম অঙ্কে মন্ত্রীর ও রাজার কর্তব্যজনিত ক্লেশকে অপূর্ব কথায় প্রকাশ করেছেন ভাস। দ্বিতীয় অঙ্কে ধাত্রী ও নলিনিকার আসার পূর্বে কামাতুর অবিমারকের মনের অবস্থা এবং তৃতীয় ও পঞ্চম অঙ্কে কামার্তা কুরঙ্গীর চিত্তবিকৃতি কাব্যিক ভাষায় অভিব্যক্তি লাভ করেছে। ষষ্ঠ অঙ্কে সৌবীররাজের পুত্রের আদর্শজনিত শোককে অনবদ্য-ভাষায় রূপ দিয়েছেন ভাস—

'যে মে পুত্রগতঃ শোকো হৃদয়স্থো বিজৃম্ভতে।
সোহদ্য লব্ধ্বা সহায়ং ত্বাং বাষ্পরূপেণ নির্গতঃ॥'

চরিত্র-চিত্রণে ভাসের অপূর্ব দক্ষতা লক্ষ্য করা যায়। প্রধানচরিত্রের তো কথাই নেই, অপ্রধান চরিত্রগুলোকেও তিনি পূর্ণতা দেবার চেষ্টা করেছেন। ফলে, ধাত্রী, নলিনিকা, বিলাসিনীর মতো পরিচারিকার চরিত্রও জীবন্ত হয়ে উঠেছে। অবিমারকে বিদূষক অন্যতম প্রধান চরিত্র। এই বিদূষক-চরিত্র ভাসের নিজস্ব সৃষ্টি।

অবিমারকের ভাষা সহজ ও সাবলীল। তবে মাঝে মাঝে ওজোগুণবহুল অলংকারের প্রাবল্যে কিছুটা কৃত্রিমতাদোষ এসেছে। ফলে নাটকীয় গতিকে ব্যাহত করে গীতিধর্ম প্রকট হয়ে পড়েছে। তাই অবিমারককে নাটক না বলে কাব্যকৃতি বলাই ভালো। এ বিষয়ে Bak Kunbae-এর অভিমতটি প্রণিধানযোগ্য—'This is a poetic composition rather than a dramatic piece, strung together with luxuriant clusters of fine lyrical expressions possessed of some beauty and worth of their own" এ কথায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'রাজা ও রানী' নাটকের ভূমিকায় যা বলেছেন, তারই প্রতিধ্বনি করে বলতে হয়—'এর নাট্যভূমিতে রয়েছে লিরিকের প্লাবন, তাতে নাটককে করেছে দুর্বল। এ হয়েছে কাব্যের জলাজমি।'

Prof. Devdhar অবিমারক নাটক সম্বন্ধে বিরূপ সমালোচনা করেছেন। তাঁর ভাষাতেই তাঁর কথা বলা যাক—'The poet has stooped to write of the importunate longings of the flesh that drive young people to illicit ways.' এ বিষয়ে মনে রাখতে হবে যে, অবিমারক ও কুরঙ্গীর প্রেম অকপট, তার মধ্যে চপলতা বা চাতুরী নেই। উভয়ে উভয়কে একান্তভাবে ভালোবাসেন। অভিজ্ঞান-শকুন্তলের নায়ক রাজা দুষ্যন্তের মতো অবিমারক ভ্রমরবৃত্তি গ্রহণ করেননি। তৎকালীন সমাজে গান্ধর্ব-বিবাহ প্রচলিত ছিল। সেই বিধিমতেই অবিমারকে নায়ক-নায়িকার পরিণয় ঘটেছে। তবে ষষ্ঠ অঙ্কে কুন্তিভোজের অভিপ্রায়ে ও দেবর্ষি নারদের অনুমতিতে অগ্নি-সাক্ষী করে উভয়ের বিবাহ-বন্ধনের লোকসম্মত সংস্কার দেখানো হয়েছে। কাজেই নায়ক-নায়িকার প্রণয়ের পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রয়েছে। গান্ধর্ব-বিবাহে কিছুটা লুকোচুরি বা গোপনীয়তা থাকে। সেই গোপনীয়তা রক্ষার জন্যেই নির্জন রাতে নানা বিপদের মধ্যে দিয়ে নায়ককে কন্যাপুরে প্রবেশ করতে হয়েছে। এ ঘটনা এই শিক্ষাই দেয় যে, উন্নত চরিত্রের মানুষও কখনও কখনও কামনার প্রলোভনে

বিপদে পড়েন, সেই কারণে সকলের ঐ প্রলোভন সম্বন্ধে সতর্ক থাকা উচিত। অতএব বলতে হয়—অবিমারকে প্রণয়ের চাপল্য নেই, আছে প্রেমের নিবিড় বন্ধন; বিপথগামী করার উপদেশ নেই, আছে বিপথগামী হওয়ার বিপদ সম্বন্ধে সতর্কবাণী; অনিত্য শরীরের প্রতি অনুরক্তি নেই, আছে শাশ্বত প্রেমের অনুসন্ধান॥ সুতরাং Prof. Devdhar-এর অভিমত ঠিক নয়, কারণ তা যুক্তিহীন। Dr. Pusalker তাই বলেছেন—"So we have no hesitation in overruling the objections of Prof. Devdhar and we declare the 'Avi' as a drama of pure love,"

বেচারাম ঘোষ-

সুভাষিতাবলী

১. অচ্ছলং মিত্রত্বং নাম। (চতুর্থ অঙ্ক)
বন্ধুত্বের মধ্যে ছলনা নেই।

২. অযুক্তমধৃতিত্বং পুরুষাণাম্। (দ্বিতীয় অঙ্ক)
পুরুষের অধীর হওয়া উচিত নয়।

৩. অবশ্যং ভবিতব্যেঽর্থে কঃ প্রহর্ষঃ।
যা অবশ্যই ঘটবে, তাতে আর আনন্দ কোথায়?

৪. অহো অল্পমূলত্বং মহতাং চানর্থস্য। (ষষ্ঠ অঙ্ক)
তুচ্ছ ব্যাপার থেকে মহাপুরুষদের বিপদ আসে।

৬. অহো মহদ্ভারো রাজ্যং নাম। (প্রথম অঙ্ক)
রাজ্য হল বিরাট ভার-স্বরূপ।

৬ একঃ পরগৃহং গচ্ছেদ্ দ্বিতীয়েন তু মন্ত্রয়েৎ।
বহুভিঃ সমরং কুর্যাদিত্যয়ং শাস্ত্রনির্ণয়ঃ॥ (দ্বিতীয় অঙ্ক)
পরগৃহে একাকী যাওয়া উচিত, দ্বিতীয় ব্যক্তির সঙ্গে মন্ত্রণা করা উচিত, অনেককে নিয়ে যুদ্ধ করতে হয়—এইরকমই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত।

৭. কন্যাপিতুর্হি সততং বহু চিন্তনীয়ম্। (প্রথম অঙ্ক)
কন্যার পিতাকে সর্বদা নানা চিন্তা করতে হয়।

৮. কন্যাপিতৃত্বং বহুবন্দনীয়ম্। (প্রথম অঙ্ক)
কন্যার পিতা ভূয়সী শ্রদ্ধা লাভ করেন।

৯. কষ্টমমাত্যত্বং নাম। (প্রথম অঙ্ক)
মন্ত্রী হওয়া বড়ো কষ্টের।

১০. কষ্টাবদোষধমুপলভ্য মন্দীভবত্যাতুরঃ। (দ্বিতীয় অঙ্ক)
ওষুধ পেলে কোন্ রোগীর আর তেজ কমে?

১১. কে রক্ষন্তি রক্ষিতাত্মানম্। (তৃতীয় অঙ্ক)
যে নিজেকে রক্ষা করে, তাকে আবার রক্ষা করবে কে?

১২. কঃ শক্তঃ সূর্যং হস্তেনাচ্ছাদয়িতুম্। (প্রথম অঙ্ক)
হাত দিয়ে সূর্যকে ঢাকতে পারে কে ?

১৩. 'ন তথা রত্নমাসাদ্য সুজনঃ পরিতুষ্যতি।
যথা চ তদ্গতাকাঙ্ক্ষে পাত্রে দত্বা প্রহৃষ্যতি ॥' (চতুর্থ অঙ্ক)
সজ্জন ব্যক্তি রত্নাভিলাষী মানুষকে রত্ন দান করে যে আনন্দ লাভ করেন, নিজে রত্ন লাভ করে সে-আনন্দ পান না।

১৪. 'যদি চ বিভবরূপজ্ঞানসত্ত্বাদয়ঃ স্যু—
র্ন তু কুলবিকলানাং বর্ততে বৃত্তশুদ্ধিঃ।' (দ্বিতীয় অঙ্ক)
যদি ঐশ্বর্য, রূপ, জ্ঞান, শৌর্য প্রভৃতি থাকে, তা হলে কুলভ্রষ্ট ব্যক্তির চরিত্র-শুদ্ধির অন্যথা হয় না।

১৫ ন শক্যং মনো জেতুম্। (দ্বিতীয় অঙ্ক)
মনকে জয় করা যায় না।

১৬ নিষ্পরিহারা ব্যাপদঃ। (প্রথম অঙ্ক)
বিপদ পরিহার করা যায় না।

১৭. পিঅণিবেদিঅমাণাণি পিআণি পিঅদরাণি হোন্তি। (তৃতীয় অঙ্ক।)
প্রিয়জন যদি প্রিয়সংবাদ জানায় তবে তা প্রিয়তর হয়ে থাকে।

১৮ 'প্রাজ্ঞস্য মূর্খস্য চ কার্যযোগে সমত্বমভ্যেতি তনুর্ন বুদ্ধিঃ।' (পঞ্চম অঙ্ক)
কার্যসম্পাদনে প্রাজ্ঞ ও মূর্খ উভয়ের শরীর একইভাবে প্রযুক্ত হলেও, বুদ্ধি কিন্তু একভাবে প্রযুক্ত হয় না।

১৯. বহুমুখা বিবাহা যথেষ্টং সাধ্যন্তে। (প্রথম অঙ্ক)
অভিলষিত সময়ে ও স্থানে বিবাহ হতে পারে, কেননা বিবাহের উৎস অনেক।

২০ সঙ্কল্প্যমানো হি বিজৃম্ভতে মদনঃ। (দ্বিতীয় অঙ্ক)
মদনদেবের কথা চিন্তা করলে সে পেয়ে বসে।

২১. সংঘআরিণো অণত্থ। (দ্বিতীয় অঙ্ক)
(সংঘচারিণোঽনর্থাঃ)
দুর্ভাগ্য দল বেঁধে চলে।

২২. সভাবরমণীআণি মণ্ডিদাণি অদিরমণীআণি হোন্তি। (চতুর্থ অঙ্ক)
(স্বভাবরমণীয়ানি মণ্ডিতান্যতিরমণীয়ানি ভবন্তি)
স্বভাবতঃই যারা সুন্দর, তারা সাজলে আরও সুন্দর হয়ে ওঠে।

২৩. হত্থিহত্থচঞ্চলাণি পুরুসভগ্‌গাণি হোন্তি। (দ্বিতীয় অঙ্ক)
(হস্তিহস্তচঞ্চলানি পুরুষভাগ্যানি ভবন্তি)
পুরুষের ভাগ্য হাতির শুঁড়ের মতোই চঞ্চল।

—:০:—

কুশীলব

পুরুষচরিত্র

অবিমারক	=	সৌবীররাজের পুত্র, নাম বিষ্ণুসেন।
	=	কুরঙ্গীর পিতা, রাজা।
কৌঞ্জায়ন ভূতিক	=	কুন্তিভোজের দুই মন্ত্রী।
সৌবীররাজ	=	অবিমারকের পিতা।
নারদ	=	দেবর্ষি।
বিদ্যাধর	=	অবিমারকের অঙ্গুরীয়কপ্রদাতা, নাম মেঘনাদ।
বিদূষক	=	অবিমারকের বয়স্য, নাম সন্তুষ্ট।
ভট	=	কুন্তিভোজের প্রতিহার, নাম জয়সেন।

স্ত্রী-চরিত্র

কুরঙ্গী	=	কুন্তিভোজের কন্যা।
দেবী	=	কুন্তিভোজের মহিষী।
সুদর্শনা	=	কাশিরাজের মহিষী।
ধাত্রী	=	কুরঙ্গীর উপমাতা, নাম জয়দা।
নলিনিকা মাগধিকা বিলাসিনী	=	কুরঙ্গীর পরিচারিকা।
বসুমিত্রা হরিণিকা	=	দেবীর দুজন চেটী।
সৌদামিনী	=	বিদ্যাধরের প্রিয়তমা।
প্রতিহারী	=	কুন্তিভোজের পরিচারিকা।
চেটী	=	কুরঙ্গীর কিঙ্করী, নাম চন্দ্রিকা।

—ঃ০ঃ—

অবিমারক

(নান্দীশেষে সূত্রধারের প্রবেশ)

সূত্রধার—ঐশ্বর্যশালী নারায়ণ সমুন্নত একচ্ছত্র পৃথিবী তোমাকে প্রদান করুন। ইনি সদয় হয়ে একটিমাত্র দাঁতের অগ্রভাগে ধরে পৃথিবীকে সাগরজল থেকে তুলেছিলেন। যুদ্ধের মধ্যে আক্রান্ত পৃথিবীকে একপায়ের আঘাতে কম্পিত করে তার উপরে দৈত্য নিধন করেছিলেন। নিজবাহুর বশে এনে একচক্র দিয়ে রক্ষা করে এই পৃথিবীকে ইনি প্রীতিভরে ভোগ করেছিলেন[১] ॥ ১ ॥

(নেপথ্যের দিকে তাকিয়ে) আর্যে, এদিকে এসো।

(প্রবেশ করে)

নটী—আর্য, এই যে আমি।

সূত্রধার—আর্যে, তোমার মুখে কৌতূহলের হাস থেকেই তোমার মনের কথা যেন জানা গিয়েছে। আচ্ছা, কিছু বলতে চাও যেন?

নটী - আর্য যে অপরের মনের কথা বুঝতে পারেন, তাতে আর আশ্চর্যের কী আছে?

সূত্রধার—তাহলে খোলাখুলি বলে ফেলো।

নটী—আর্যের সঙ্গে উদ্যানে যেতে চাই। সেখানে আমার কিছু স্ত্রী-আচার করার আছে।

(নেপথ্যে)

ভূতিক, কুরঙ্গীকে রক্ষার জন্যে তুমিও উদ্যানে যাও। অঞ্জনগিরি মদমত্ত হয়ে আছে।

সূত্রধার - আর্যে, শুনলে তো রাজকুমারী উদ্যানে গিয়েছে। তাই এখন উদ্যানের চারদিক ভালভাবে রক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে। রাজকুমারী ফিরে এলে খুশিমতো আমরা যাব।

নটী—আর্য যা বলেন।

(দুজনে নিষ্ক্রান্ত)

স্থাপনা

× × × × × × × × × × × × প্রথম অংক × × × × × × × × × × × ×

(সপরিবারে রাজার প্রবেশ)

রাজা—অনেক যজ্ঞ সম্পন্ন করেছি এবং শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা আমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছেন। মদমত্ত রাজাদের ভয় দেখিয়েছি। তবুও কিন্তু আমার মনে আনন্দ নেই। কেননা, কন্যার পিতাকে সবসময়ে নানা কথা চিন্তা করতে হয় ॥ ২ ॥

কেতুমতী, যাও দেবীকে নিয়ে এসো।

প্রতিহারী—প্রভুর যা আদেশ। (নিষ্ক্রান্ত)

(সপরিবারে দেবীর প্রবেশ)

দেবী—মহারাজের জয় হোক।

রাজা—দেবী, তোমার মুখ সবসময় প্রসন্ন থাকলেও আজ যেন অধিক প্রসন্ন। এ আনন্দের কারণ কী ?

দেবী–মহারাজই তো বললেন কুরঙ্গীর দূত এসেছে। তাই শীঘ্রই জামাতাকে দেখব।

রাজা—তা বটে। তবে কোনো সিদ্ধান্ত করা হয় নি। এসো, বসো।

দেবী—মহারাজ যা আদেশ করেন। (বসলেন)

রাজা—দেবী, নানা দিক বিচার করে বিবাহ স্থির করা উচিত। কেননা,

জামাতার গুণাবলী চিন্তা না করে পিতা যদি নিজের ইচ্ছে মতো কন্যাকে সম্প্রদান করে, তাহলে নদী যেমন ক্ষুব্ধ জল নিয়ে দুই তীরকে ধ্বংস করে তেমনি ঐ নারীও মদমত্তা হয়ে দুই কূলকে বিনষ্ট করে ॥ ৩ ॥

আচ্ছা, শব্দ শোনা যাচ্ছে যেন ! বহু কারণ থাকতে পারে। তাই শব্দ দূরে হলেও অনেক হওয়ায় কাছে বলে মনে হচ্ছে। হাজার কারণ থাকলেও কুরঙ্গীর জন্যে আমার মনে ভয় হচ্ছে ॥ ৪ ॥

দেবী—হুঁ, আমার মেয়ে উদ্যানে গিয়েছে।

রাজা—কে আছ এখানে ?

(প্রবেশ করে)

ভট—মহারাজের জয় হোক। আর্য কৌঞ্জায়ন কিছু জানাতে এসেছেন।

রাজা—শীঘ্র প্রবেশ করাও।

ভট—মহারাজের যা আদেশ। (নিষ্ক্রান্ত)

(কৌঞ্জায়নের প্রবেশ)

কৌঞ্জায়ন—(সখেদে) হায়, মন্ত্রী হওয়া বড়োই কষ্টের। কারণ,

কার্যসিদ্ধি হলে লোকে রাজার শক্তির কথা বলে। কার্যের বিপত্তিতে স্পষ্টই তারা মন্ত্রীর বুদ্ধির দোষ প্রচার করে। বুদ্ধিবলে পণ্ডিত কাপুরুষ এই সব মন্ত্রী কার্যের বিপর্যয়ে সুনিপুণভাবে দণ্ড পাবার জন্যেই রাজার কাছ থেকে শ্রুতিসুখকর ও মহান্ অমাত্য আখ্যা পেয়ে থাকে ॥ ৫ ॥

জয়সেন, প্রভু কোথায় আছেন ? কী বললে ? সভাগৃহে[২] ? তাহলে এ স্থানে শঙ্কার কিছু নেই। (চারদিক ঘুরে, ব্যস্ত হয়ে) প্রভু প্রসন্ন হোন।

রাজা—ব্যস্ত হবার দরকার নেই। ভালোভাবে বসে সংবাদ বলো।

কৌঞ্জায়ন—শুনুন প্রভু। প্রভু আমাকে রাজকুমারীর সঙ্গে উদ্যানে যেতে বলেছিলেন।

রাজা হ্যাঁ, বলেছিলাম। তারপর কী ঘটল ?

কৌঞ্জায়ন—তারপর উদ্যানে গিয়ে খুশিমতো খেলা করে রাজকুমারী যখন ফিরছিল, তখন মদান্ধ এক হাতি সেখানে উপস্থিত হল। দাসদাসীদের হাসি ও কথা শুনে তার গলদেশ থেকে ভীষণ মদবারি ঝরছিল। জলে-ভেজা বর্ষার দিনের মতো তার মুখ। মাহুত পড়ে গেলে সে তাকে মেরে ফেলল। পৃথিবীর ধুলোয় তার দেহ ধূসরিত। ফলে তার ভয়ঙ্কর মূর্তি ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। মনে হচ্ছিল যেন অদৃশ্য দ্রুতগতি বায়ু মূর্তি গ্রহণ করে উপস্থিত হয়েছে। প্রভুর অমাত্যদের নিন্দা[৩] প্রচার করার জন্যেই যেন তার আবির্ভাব[৪]।

রাজা—বিস্তৃত বলার প্রয়োজন নেই। কুরঙ্গী ভালো আছে তো ?

কৌঞ্জায়ন—প্রভুর সৌভাগ্য থাকায় তার অমঙ্গল হবে কী করে ?

রাজা—বাঁচা গেল। এখন স্বচ্ছন্দে বলতে পার।

কৌঞ্জায়ন—তারপর সাধারণ মানুষ ছুটে চলে গেলে স্ত্রীলোকেরা প্রতিকারের জন্যে হাহাকার করতে লাগল। যে-সব সমর্থ পুরুষ সেই হাতিকে আটকাতে গেল, তারাও নিহত হল। উদ্যানে যে-সব উপকরণ আনা হয়েছিল, সেগুলো ঠিক ঠিক এসেছিল কিনা পরীক্ষা করার জন্যে আমি ও নীতিগুপ্ত মুহূর্তের জন্যে ব্যস্ত হয়েছিলুম। আর ঠিক সে সময়ে সেই হাতি হঠাৎ রাজকন্যার গাড়ির কাছে এসে পেঁছিল।

দেবী—হুঁ, এর পর আর কী হতে পারে !

রাজা—তখন কে কুরঙ্গীকে রক্ষা করল ?

কৌঞ্জায়ন—তারপর একজন সুদর্শন—(অর্ধেক বলে থেমে গেল)

রাজা—এখন স্বচ্ছন্দে বলে যাও। বিপদের কথা বাদ দিতে নেই।

কৌঞ্জায়ন—তারপর রাজকুমারীকে হাতি অভিভূত করে তুললে, সেই সময়ে এক তরুণ দুর্লভ অভয় দান করে নিঃশঙ্ক হয়ে সেই-গজরাজের কাছে উপস্থিত হল। সেই ব্যক্তি সুদর্শন হলেও বিস্মিত হয় নি, তরুণ হলেও অহঙ্কার তার ছিল না। সে বীর, কিন্তু দয়ালু। সে দেখতে সুকুমার, কিন্তু বলবান্।

রাজা—তার করুণার ঋণ শোধ করা যায় না। তারপর ?

কৌঞ্জায়ন—তারপর সেই ব্যক্তি খেলাচ্ছলে প্রচণ্ডভাবে হাতের তালু দিয়ে হাতিকে মারতে লাগল। তাতে রুষ্ট হয়ে সেই হিংস্র প্রাণীটি হঠাৎ রাজকুমারীকে ছেড়ে সেই ব্যক্তিকে মারার জন্যে ফিরে দাঁড়াল।

দেবী—তার মঙ্গল হোক।

রাজা—তারপর ?

কৌঞ্জায়ন—তারপর ভূতিক এল। তখন সে ও আমি রাজকুমারীকে তাড়াতাড়ি গাড়িতে তুলে কক্ষান্তঃপুরে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছি।

রাজা—ওঃ, কী ভীষণ বিপদ ঘটেছিল। আচ্ছা, ভূতিক কেন এল না ?

কৌঞ্জায়ন—ভূতিক আমাকে বলল—'তুমি গিয়ে প্রভুকে এই ঘটনা জানাও ; আমি সেই ব্যক্তির ইতিবৃত্ত ও বংশপরিচয় জেনে একটু পরে আসছি।

রাজা—তাহলে সব কিছু জেনে ভূতিক আসবে। আচ্ছা কৌঞ্জায়ন, অপরের বিপদে সাহায্যকারী সেই ব্যক্তি কোন্ কুলে জন্মেছে ?

কৌঞ্জায়ন—দেখুন প্রভু, এখানে সে নিজেকে অন্ত্যজ বলে মিথ্যা-প্রচার করেছে।

দেবী—মহারাজ, কুলীন না হলে সে এমন সদয় হবে কী করে ?

রাজা—তাই তো। তা হয় কী করে ?

(ভূতিকের প্রবেশ)

ভূতিক—(বিস্মিত হয়ে) আহা, কী চমৎকার পৃথিবীর এই প্রচ্ছন্ন রত্নটি ! এই পুরুষের অকৃত্রিম বিক্রমে মনস্বীদের বিক্রমবুদ্ধি যেন ম্লান হয়ে গিয়েছে। আমার কিন্তু একটা সন্দেহ জাগছে—কী কারণে সে নিজের ও বংশের পরিচয় গোপন রাখছে ? অথবা, হাত দিয়ে কে সূর্যকে ঢাকতে পারে ?

এই পৃথিবীতে অনেক সাধুপুরুষ নিজের কারণে এবং গুরুজনদের নিয়ন্ত্রণে

থেকে কখনও কখনও প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকেন। কিন্তু অপরকে বিপন্ন দেখে তাকে বিপদ থেকে মুক্ত করার কামনায় তাঁরা পূর্বনিয়ন্ত্রণ ভুলে নিজেদের পরিচয় প্রকাশ করে থাকেন ॥ ৬ ॥

জয়সেন, প্রভু কোথায় আছেন? কী বললে—সভাগৃহে? তাহলে এখানে ভয়ের কিছু নেই। যাই প্রবেশ করি। (প্রবেশ করে) বাঃ, মহারাজ দেবীর সঙ্গে বসে আছেন। (অগ্রসর হয়ে) মহারাজের জয় হোক।

রাজা—দেবী, তুমি ভিতরে গিয়ে কুরঙ্গীকে আশ্বস্ত করো। আমিও একটু পরেই যাচ্ছি।

দেবী—মহারাজ যা আদেশ করেন। (নিষ্ক্রান্ত)

রাজা—সেই ব্যক্তির সংবাদ কী, যে পরের জন্যে নিজের শরীরের দিকেও লক্ষ্য করে নি?

ভূতিক—শুনুন প্রভু! সে এক-মুহূর্ত কোনোদিকে লক্ষ্য না দিয়ে তাড়াহুড়ো না করে লীলাভরে প্রিয়বন্ধুর মতো সেই হাতির সঙ্গে খেলা করল। কখনও পিছন ফিরে, কখনও পিছনে গিয়ে হাতিকে বিমোহিত করে তুলল। মহাপুরুষদের প্রশংসা সহ্য করতে না পেরে সেই কাজে লজ্জিত হয়েই যেন মাথা নীচু করে সে ধীরে ধীরে নিজের বাড়িতে চলে গেল।

রাজা—বাঃ, আনন্দিত হলাম। এটা আমার দ্বিতীয় লাভ।

ভূতিক—তারপর হস্তিনী দিয়ে সেই গজরাজকে ধরে গজশালায় প্রবেশ করিয়ে আমি সেই পুরুষের সংবাদ ও বংশপরিচয় জানার জন্যে অন্যস্থলে গিয়েছিলাম।

রাজা—কিছু কী জানা গিয়েছে? সে অন্ত্যজ বলে শুনেছি।

ভূতিক—ও পাপের কথা বলবেন না। সে তা নয়। কোনো কারণে নিজের ও বংশের পরিচয় গোপন করেছে।

রাজা—তুমি কি খোঁজখবর নিয়েছ?

ভূতিক—এ ব্যাপারে খোঁজখবরের কী আছে?

তার স্বর্গীয় রূপ, মিষ্টি কথা, ক্ষাত্র তেজ, সৌকুমার্য ও বলবত্তা—এগুলো যদি তার অন্ত্যজত্বের পরিচয় হয়, তাহলে শাস্ত্রবিচারে আমাদের পরিশ্রমই বৃথা ॥ ৭ ॥

রাজা—তার কি স্ত্রী আছে?

ভূতিক—সব আছে। স্ত্রীর প্রতি সে অনুরক্ত।

রাজা—যদিও স্ত্রীদর্শন পরিহার করেছে। তবু তার পিতার খোঁজ নিলে না কেন?

ভূতিক—সৎপুত্রসম্পন্ন তাঁকে দেখেছি।

ব্যায়াম করার ফলে তাঁর স্কন্ধদেশ স্থির, বিপুল, সমুন্নত ও দীর্ঘ। জ্যার আঘাতে তাঁর মণিবন্ধে তীব্র ক্ষতচিহ্ন প্রকট। মেঘে ঢাকা সূর্যের প্রভা অনুমান করা যায়, তেমনি গোপন করলেও তাঁর আকারেই রাজকীয় তেজ বোঝা যায় ॥ ৮ ॥

রাজা—থাক্, এ প্রসঙ্গের প্রয়োজন নাই। তবুও এ ব্যাপারে খোঁজ করিয়ো।

ভূতিক—প্রভুর যা আদেশ।

রাজা—এখন কাশিরাজের দূতের সম্বন্ধে কী করা যায়?

ভূতিক—প্রভু, শত শত দূত এসেছে আর আসবেও।

সে বিষয়ে করার কিছু নেই। এই পৃথিবীতে কন্যার পিতাকে অনেকেই বন্দনা করে থাকে। যেহেতু সব রাজাই রাজকন্যাকে মল্লদের পতাকার মতো মনে করে ॥ ৯ ॥

রাজা—কী বলতে চাও ?

ভূতিক—সব ক্ষেত্রে উদার হওয়া ঠিক নয়। গুণগৌরব, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিবেচনা করে এবং তাড়াতাড়ি ও দীর্ঘসূত্রতা পরিহার করে স্থানকালের অবিরোধী কাজ করা উচিত। এটাই আমার মত।

রাজা—ভূতিক ঠিকই বলেছে। কৌঞ্জায়ন, তুমি চুপ করে আছ কেন ?

কৌঞ্জায়ন—প্রভু, অনেক ক্ষত্রিয় থাকলেও সৌবীররাজ ও কাশিরাজের সঙ্গে আপনার বিশেষ পূর্বসম্বন্ধ আছে। আপনার ভগিনীপতি হিসেবে আপনার সঙ্গে সম্বন্ধস্থাপনের যোগ্যতায় এঁরা দুজনেই সমান বলে আপনি ভেবে রেখেছেন। সেখানেও আবার সৌবীররাজ তাঁর পুত্রের জন্যে পূর্বেই দূত পাঠিয়েছিলেন। আমাদের কন্যা একেবারে বালিকা এই অজুহাত দেখিয়ে আমরা সেই দূতকে ভালোভাবে অভ্যর্থনা করে বিদায় দিয়েছিলাম। এখন আবার কাশিরাজ তাঁর পুত্রের জন্যে দূত পাঠিয়েছেন। এখন সামর্থ্য-অসামর্থ্যের বিচারে আপনি ভেবে দেখুন।

রাজা—কৌঞ্জায়ন ঠিক বলেছে। আচ্ছা ভূতিক, সব রাজাকে বাদ দিয়ে এই দুজনের মধ্যে কাকে বেছে নেওয়া যায় ?

ভূতিক—ভৃত্যের দোষে রাজাদের দোষ হওয়া ঠিক নয়। মন্ত্রীদের উপর রাজাদের প্রভুত্ব থাকে।

রাজা—বিনয়ের দরকার নেই। বলো—কী ঠিক করা যায়।

ভূতিক—এখন কাউকেই প্রত্যাখ্যান করা উচিত নয়। প্রভু, আপনার ভগিনীপতি হিসেবে সৌবীররাজ ও কাশিরাজ দুজনেই সমান। সৌবীররাজ আবার দেবীর ভাই বলে অধিক গুণশালী।

রাজা—তোমার মত আমার সিদ্ধান্তের প্রতিকূল নয়।

ভূতিক—উভয়পক্ষেই অনুগৃহীত হলাম।

রাজা—আচ্ছা, সৌবীররাজ আর দূত পাঠালো না কেন ?

ভূতিক—সে বিষয়ে আমার কিছু সংশয় আছে। ভালোভাবে পরীক্ষা করে বলব বলে আমি এ সম্বন্ধে কিছু বলিনি।

রাজা—আচ্ছা সে ভালো আছে ত ?

ভূতিক—চরেরা বলেছে—

সপুত্রক তাঁকে দেখা যাচ্ছে না। মন্ত্রীরাই সব কাজ করছেন। এ ব্যাপারে কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। রাজকুলে প্রবেশ করাও যাচ্ছে না ॥ ১০ ॥

রাজা—এ কী করে হতে পারে ?

সে কি কামাতুর ? তাই দুর্বুদ্ধি মন্ত্রীরা তাকে পরাভূত করেছে ? অথবা রোগগ্রস্ত হয়ে আত্মীয়দের অনুরাগ পরীক্ষা করছে ? কিংবা কোনো ব্রাহ্মণ শাপ দেওয়ায় ব্রতধারণ করে সে শাপের শাস্তি বিধান করছে ? রাজার

গৃহরোধের কীই বা কারণ থাকতে পারে ! ॥ ১১ ॥

তাড়াতাড়ি এ ব্যাপারে খোঁজ করো।

ভূতিক—প্রভুর যা আদেশ।

রাজা—কৌঞ্জায়ন, কাশিরাজের দূতে সম্বন্ধে এখন কী করা যায় ?

কৌঞ্জায়ন—এ ক্ষেত্রে কাশিরাজের দূতকে সম্বর্ধনা করা হোক। নানা কথা হওয়ার পরেই যথাভিলষিত বিবাহ হয়ে থাকে।

রাজা—আহা, মন্ত্রীদের বুদ্ধি কাজই বিচার করে থাকে, স্নেহ বিচার করে না।

(নেপথ্যে)

প্রভুর জয় হোক, মহারাজের জয় হোক। দশ নালিকা পূর্ণ হয়েছে।

ভূতিক—প্রভু, অবশিষ্ট কাজ ভিতরে গিয়ে চিন্তা করা যাবে। স্নানের সময় বয়ে যায়। রাজকুমারীকে আশ্বস্ত করতে হবে। মহারানীও অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছেন। অনেকে আবার এই বিপদে প্রভুকে দেখতে চায়।

রাজা—আহা, রাজ্য হল খুব বড়ো একটা বোঝা। কারণ—

প্রথমেই ধর্মের বিধি চিন্তা করতে হয়। নিজের বুদ্ধি দিয়ে মন্ত্রীদের মতিগতি বুঝতে হয়। অনুরক্তি ও ক্রোধ ঢেকে রাখতে হয়। যথাকালে কোমলতা ও কঠোরতা দেখাতে হয়। চর দিয়ে প্রজাদের ও প্রতিবেশী রাজাদের কার্যাবলী জানতে হয়। যত্নসহকারে নিজের জীবন রক্ষা করতে হয়। যুদ্ধের মুখে আবার সেই জীবনের দিকেও লক্ষ্য রাখতে নেই[৬] ॥ ১২ ॥

(সকলে নিষ্ক্রান্ত)

॥ প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × দ্বিতীয় অংক × × × × × × × × × × × × ×

(বিদূষকের[১] প্রবেশ)

বিদূষক—হায়, রাজপুত্রেরা বিশেষ অবস্থা বোঝে না। তাই সেই অবিমারক ঋষির শাপে কুলভ্রংশ, অন্ত্যজকুলে বাস, নিজের জ্ঞান ও গুরুজনদের কথা চিন্তা না করে যেদিন হাতির আক্রমণে ব্যাকুল কুন্তিরাজের কন্যা কুরঙ্গীকে দেখলেন, সেদিন থেকেই অন্যরকম হয়ে গিয়েছেন। আর কী বলব, আমার সঙ্গেও আড্ডা দিতে চান না, সবসময় চিন্তা করেই আনন্দ পাচ্ছেন। 'বিপদ দল বেঁধে আসে'[২] এই লোকপ্রবাদ সত্যি। এখানে সম্বন্ধটাই বা কী ! একজন রাজকন্যা আরও একজন অন্ত্যজ। আমিও ব্রাহ্মণনিন্দা পরিহার করে ছদ্মবেশে ব্রাহ্মণকুলে ঘুরে ঘুরে তাঁর বাসার দিকেই যাচ্ছি।

(চেটীর প্রবেশ)

চেটী—রাজকুল এই অবস্থায় পড়েছে। তাই কাজ বেশি নেই। তাই শহরটা দেখতে বেরিয়েছি। (চারদিক ঘুরে ও তাকিয়ে) আরে এই তো আর্য সন্তুষ্ট চলেছে। ঠিক আছে, এর সঙ্গে একটু পরিহাস করে মুহূর্তের জন্যে অবসাদ দূর করি। (কাছে এসে ও উপর দিকে তাকিয়ে) আচ্ছা কৌমুদিকা, ব্রাহ্মণ পেয়েছিস্ কি ? কী বললি—পাইনি ?

বিদূষক—চন্দ্রিকা, এসব কী বলছ ?
চেটী—আর্য, একজন ব্রাহ্মণ খুঁজছি।
বিদূষক—ব্রাহ্মণ দিয়ে কী হবে ?
চেটী—কী আর হবে ? খাবার জন্যে নেমন্তন্ন করতাম।
বিদূষক—তা আমি কে ? আমি বৌদ্ধ ভিক্ষু নাকি ?
চেটী—তুমি তো অবৈদিক।
বিদূষক—আমি অবৈদিক হলাম কী করে ? তা হলে শোনো—রামায়ণ নামে একটা নাট্যশাস্ত্র আছে। এক বছর যেতে না যেতেই আমি তার পাঁচটা শ্লোক পড়ে ফেলেছি[৩]।
চেটী—জানি জানি। তোমার বংশের উপযুক্ত এরকমই বিদ্যেবুদ্ধি !
বিদূষক—শুধু শ্লোকই পড়িনি, তার অর্থও জেনেছি। তাছাড়া আরো একটা বিশেষ কথা আছে—অক্ষর-জানা ও অর্থ-জানা আমার মতো ব্রাহ্মণ দুর্লভ।
চেটী—তাহলে বলো দেখি—এই অক্ষরটা কী ? (একটা শীলমোহর দেখালো)।
বিদূষক—(স্বগত) না বুঝে কীই বা বলি ? (চিন্তা করে) হ্যাঁ, পেয়েছি। এরকম বলি। (প্রকাশ্যে) দেখো, এ অক্ষরটা আমার বইতে নেই।
চেটী—যদি না জান, তা হলে অর্দাক্ষণ[৪] খাও।
বিদূষক—তাই হবে, তাই হবে।
চেটী—তোমার আংটিটা দেখি।
বিদূষক—দেখো, দেখো আমার সুন্দর আংটি।
চেটী (আংটি নিয়ে) এই তো রাজপুত্র এদিকেই আসছেন।
বিদূষক—(মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে) কই, কোথায় তিনি।
চেটী মূর্খ ব্রাহ্মণকে লোভ দেখিয়েছি। চারদিকে রাস্তা দিয়ে এত সব লোক যাচ্ছে। এদের মধ্যে ঢুকে পড়ে ব্রাহ্মণকে ঠকিয়ে সরে পড়ি। (নিষ্ক্রান্ত)
বিদূষক—(চারদিক তাকিয়ে) চন্দ্রিকা, চন্দ্রিকা ! কোথায় কোথায় গেল চন্দ্রিকা ! হায়, আমাকে ঠকিয়েছে। ছিনালীর স্বভাব জেনেও নিজের খাওয়ার লোভে ঠকে গিয়েছি। (চারদিক ঘুরে) খাওয়াটাও দেখছি ফক্কা। (সামনের দিকে তাকিয়ে) ঐতো, ঐতো সে ছুটছেই। দাঁড়া, দাঁড়া অধর্মিষ্ঠদাসী[৫], দাঁড়া। আরে ছুটছে তো ছুটছেই। ঠিক আছে, আমিও ছুটি। (ছুটতে লাগল) স্বপ্নে হাতির তাড়া-খাওয়া মানুষের মতো আমার পাদুটো যেখানে-সেখানে পড়ছে। ঠিক আছে, কুম্ভদাসীর[৫] কথা বন্ধুকে জানাব। (নিষ্ক্রান্ত)

প্রবেশক

(উপবিষ্ট অবস্থায় অবিমারক)

অবিমারক—হাতির শুঁড় থেকে নিক্ষিপ্ত জলকণায় সেই বালিকার সারা অঙ্গ শীতল হয়ে পড়েছিল। ভয়ে তার চোখদুটো আকুল চঞ্চল ও বিষাদগ্রস্ত দেখাচ্ছিল। স্বপ্নে তাকে সর্বদাই কাছে পাই। কিন্তু জেগে উঠে জাতিস্মর যেমন পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করে তেমনি আমি আজও তাকে স্মরণ করি ॥ ১ ॥
ওঃ, অনঙ্গদেবের[৬] কী শক্তি ! কারণ—
সেদিন থেকে আমার চোখ অন্য-কোনো রূপ দেখতে চায় না। তাকে স্মরণ

করে মনে আনন্দ হয়, আবার দুঃখও জাগে। আমার মুখ পাণ্ডুর হয়েছে, শরীর ক্ষীণ হয়ে পড়েছে। দিনে শোক পাই, রাতে মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ি ॥ ২ ॥

অথবা, পুরুষের অধীর হয়ে পড়া ঠিক নয়। চিন্তা করলে মদনদেবই পেয়ে বসে। তাই আমি এখন চিন্তা করব না। (স্মরণ করে) আহা তার রূপগৌরব, রূপের অনুরূপ যৌবন, যৌবনের অনুরূপ সুকুমারতা। এ বিষয়ে বিধাতা কি যুবতিশরীরের প্রতিমা সৃষ্টি করেছেন! কিংবা চাঁদের সৌন্দর্য নারীর রূপ লাভ করেছে! অথবা, ভয় পেয়ে লক্ষ্মী সলিলশয্যায় সুপ্ত কৃষ্ণকে পরিত্যাগ করে অন্য নারীর রূপ ধরে রাজার ঘরে বাস করে! ॥ ৩ ॥

আরে আমি আবার চিন্তা করতে আরম্ভ করেছি? কী করি এখন। মন তো আমার ইচ্ছায় চলছে না। দুরভ্যস্ত শাস্ত্র যেমন চিরাভ্যস্ত পথ ধরে চলে, তেমনি চেষ্টা করে নিষেধ করলেও এই মন ক্ষণমাত্র চিন্তা ছাড়ে না ॥ ৪ ॥

অথবা মনকে জয় করতে পারা যায় না। এর কথাই তবে চিন্তা করি। আহা, স্ত্রীলোকের সব গুণগুলো এক জায়গায় মিলেছে। (চিন্তাভিভূত হয়ে বসলেন)

(ধাত্রী ও নলিনিকার প্রবেশ)

ধাত্রী—(চিন্তা করতে করতে) উঃ, এ কাজে কী বিপদ! যদি এরকম করা হয়, তাহলে রাজকুল দূষিত হবে। যদি না করা হয়, তা হলে সে বিপন্ন হবে। আমি নানা দিক ভেবে দেখেছি। আমার কাছে সে আজও গোপন করছে। অথবা, কীই বা সে গোপন রেখেছে? সেদিন থেকে সে প্রসাধন চাইছে না, আহারে তার রুচি নেই, আত্মীয়পরিজনদের সঙ্গে আলাপে তার আনন্দ নেই। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলছে, এলোমেলো কথা বলছে, যা বলছে তা আর মনে করতে পারছে না। গোপনে হাসে, একান্তে কাঁদে, অসুখের ছল করে। রোগা হয়ে যাচ্ছে, ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে। একটা বিষয় কিন্তু আশ্চর্যের নিজের এরকম অবস্থা দেখেও লজ্জায়, ভয়ে, কুলমর্যাদা ও নিজের কুমারী অবস্থার কথা চিন্তা করে কাউকে কিছু বলছে না।

নলিনিকা—বলছে না কী রকম? আমার কাছে সব বলেছে।

ধাত্রী—সখী, আমি তোর অভিপ্রায় বুঝেছি। অবস্থার কথা জেনে এর সঙ্গে তার মিলন ঘটিয়ে দাও তাই তো?

নলিনিকা—আচ্ছা, সেই সব বিশেষগুণ থাকায় এ কি কুলীন না হয়ে থাকতে পারে?

ধাত্রী—সেখানেই তো সন্দেহ। রানীমার কাছে মন্ত্রীদের কথা আমি শুনেছি—সেরকম কোনো নীচকুলে সে জন্মায় নি। কোনো কারণে নিজেকে গোপন করছে।

নলিনিকা—সে কে হতে পারে?

ধাত্রী—যদি সে-সন্দেহ না থাকে, তাহলে তার থেকে বেশি-গুণের জামাই আর কে হবে?

(নেপথ্যে)

যদি ঐশ্বর্য রূপ জ্ঞান পরাক্রম প্রভৃতি থাকে, তা হলে কুলহীনদের আর চরিত্রশুদ্ধির খোঁজ নেবার প্রয়োজন হয় না। এ বিষয়ে যথাকালে এর কুলের পরিচয় অবশ্যই শুনবে। কুল সম্বন্ধে সন্দেহ ছাড়ো। এ ব্যাপারে শুভ পরিণতি লাভের চেষ্টা করো ॥ ৫ ॥

ধাত্রী—সখী, কে এ কথা বলল ?

নলিনিকা—এখানে তো কাউকেই দেখছি না।

ধাত্রী—আমার শরীরে লোমকূপগুলো খাড়া হয়ে উঠেছে। নিশ্চয়ই দেবতা একথা বলেছে। আমি কিন্তু জানি—ইনি শুধু মানুষ নন।

নলিনিকা—থাক্, তাঁর কুল সম্বন্ধে সন্দেহ ঘুচল। আমি ভাবছি—তিনি আমাদের কথা অনুসারে কাজ করবেন, কি করবেন না। (চিন্তা করে) ধন্য তিনি, যিনি এঁকেও (রাজকুমারীকে) এভাবে উন্মাদ করে তুলেছেন। সত্যি বলতে কি, স্বয়ং কামদেবও রাজকুমারীর রূপ দেখে কষ্ট পাবেন। তাই আমার মনে হয়—তিনিও কষ্ট পাচ্ছেন।

ধাত্রী—সখী, এই তাঁর বাড়ি। যেদিন হাতিটা সবাইকে ভয় দেখালো, সেদিন আমরা দুজনে কৌতূহলবশে এখানে এসেছিলাম।

নলিনিকা—সখী, আহা! কী সুন্দর করে দরজার সামনেটা ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছে। সখী, আয় দুজনে প্রবেশ করি।

ধাত্রী—সখী, রাজকুমার কোথায় ? কী বললি ? চতুঃশালায় আছেন ? (চারদিক ঘুরে ও তাকিয়ে) আরে এই তো আমাদের রাজকুমার একা বসে কী যেন ভাবছেন।

নলিনিকা—সখী, আমরা কি প্রবেশ করব ?

ধাত্রী—তাই করি। (প্রবেশ করে) আর্যের কুশল তো ?

অবিমারক—ওহো তার রূপবৈভব!

ধাত্রী—(ব্যাকুল হয়ে) এ আবার কী ? আর্য ভালো আছেন তো ?

অবিমারক—স্তনতটালস তার বক্ষোদেশ। জঘনভারে খিন্ন তার দেহ।

ধাত্রী—ও মা, প্রলাপ বকছেন।

অবিমারক—নয়নবল্লভ তার মুখ, তাম্রবর্ণ বিম্বফলের মতো স্বাভাবিক তার অধর।

ধাত্রী—সে সত্যি ধন্য, যে এঁকেও এভাবে উন্মাদ করে তুলেছে।

অবিমারক—ভয়েই যদি তার দেহ ওরকম নয়নলোভন হয়ে থাকে—

ধাত্রী—কাজটা ভালোই হয়েছে।

অবিমারক—তা হলে সম্ভোগকালে কামপূর্ণ ব্যবহারে তা কেমন হবে ? ॥ ৬ ॥

ধাত্রী—সেই (রাজকুমারীই) একে উন্মাদ করে তুলেছে।

নলিনিকা—ঠিক বলেছ ইনিও কষ্ট পাচ্ছেন।

ধাত্রী—তুমি ঠিকই বুঝেছ। আর্য কুশলে আছেন তো ?

অবিমারক (তাকিয়ে, লজ্জিত হয়ে) আপনাদের দুজনকে স্বাগত।

উভয়ে—আপনার কুশল তো ?

অবিমারক—আপনাদের দুজনের দর্শনে তা (কুশল) হবে।

ধাত্রী—আর্য কী চিন্তা করছেন ?

অবিমারক—দেবী, শাস্ত্রচিন্তা করছি।

ধাত্রী—সেই সুন্দর শাস্ত্র, যা নির্জনে চিন্তা করতে হয় ?

অবিমারক—দেখুন, যোগশাস্ত্র চিন্তা করছি।

ধাত্রী—(হেসে) আপনার মঙ্গলবচন গ্রহণ করলুম। যোগশাস্ত্রই হোক।

অবিমারক—(স্বগত) এ কথার অর্থ কী! কামনাবশে আমি এক কথাকে অন্যভাবে

ধরছি। (প্রকাশ্যে) আপনার অভিপ্রায়টা কী ?

ধাত্রী—যোগী, ইচ্ছা করেই আমরা এসেছি। আপনি যেটাকে যোগ বলে ধরেছেন সেটা আমাদের রাজকুলে নির্জন স্থানে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। সেখানেও আর একজন অধিকতর যোগের চিন্তা করছে। সেখানেই তার সঙ্গে যথাযথভাবে যোগবিধানের চিন্তা করুন।

অবিমারব—কী ? আজও আমার সৌভাগ্য অবশিষ্ট আছে ? (আসন থেকে উঠে) দেখুন, আপনি আমাকে যেন আবার প্রাণদান করলেন। কেননা,

তার সেই ভয়াকুলিত দৃষ্টিবিষযুক্ত মনোজ্ঞ সৌম্য ও অতিতীক্ষ্ণ মুখ দেখে আমি দীর্ঘদিন উন্মত্ত হয়েছিলাম। আজ আবার আপনাদের দুজনের বাক্যামৃত লাভ করে চেতনা ফিরে পেলাম ॥ ৭ ॥

ধাত্রী—সৌভাগ্যক্রমে আপনি সেই ব্যক্তিকে পালন করে চলেছেন। বেশি আলোচনার দরকার নেই। আজই কন্যাপুরে প্রবেশ করতে হবে। আমাদের মহারাজ কাশিরাজের দূতের সঙ্গে কন্যাপুরের রক্ষক অমাত্য আর্যভূতিককে সম্মানিত করেছেন, আর তিনি চলে গিয়েছেন।

অবিমারক—বেশ, উত্তম প্রস্তাব। দেখুন ওষুধ পেলে রোগী কি আর পিছিয়ে থাকে ?

ধাত্রী—প্রবেশ করাই কষ্ট। ভিতরে গিয়ে বহুদিন বাস করা যেতে পারে।

অবিমারক—আমার প্রবেশ করাটাই চিন্তা করতে হবে। প্রাসাদের অর্গল খুলে রাখতে হবে।

ধাত্রী—তাই করব। ভিতরের সব কিছু করণীয় করে রাখব। সতর্ক হয়ে আপনি প্রবেশ করবেন।

অবিমারক—আচ্ছা, রাজকুলের রক্ষাব্যবস্থার কথাটা একবার বলুন তো ?

ধাত্রী - এই রকম।

অবিমারক—বাঃ !

রাজার গৃহরক্ষার ব্যবস্থা শুনে আমার মন তো আমি প্রবেশ করে গেছি বলে ধরে নিয়েছে। দৈব যদি প্রতিকূলে না যায়, আমার পৌরুষকে কেউ দোষ দিতে পারবে না ॥ ৮ ॥

(চিন্তা করে) আচ্ছা এই কাজে বিশ্বাসের নিদর্শন কী ?

উভয়ে এই তো নিদর্শন। রাজকুমারের জয় হোক।

অবিমারক—ঠিক আছে, আপনারা এখন যান। মধ্যরাতের জন্যে অপেক্ষা করুন।

উভয়ে—রাজকুমারের যা আদেশ। (নিষ্ক্রান্ত)

(বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূষক—বাঃ, কী সুন্দর দেখাচ্ছে এখন নগরটাকে ! সূর্যদেব অস্তাচলে গিয়েছেন। দধিপিণ্ডের মতো পাণ্ডুরবর্ণ প্রাসাদের সামনের দোকানের বারান্দায় প্রসারিত গুড় ও মধুর মিশ্রণের মতো দেখাচ্ছে সেই সূর্যকে। বিশেষ পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়ে গণিকা ও নাগরিকেরা নিজেদের (সৌন্দর্য) দেখাবার ইচ্ছেয় সেইসব প্রাসাদে বিলাসভরে ঘুরে বেড়াচ্ছে[৮]। আমি সেইসব দেখে উন্মত্ত সখার রাত্রি-সহচর হবার জন্যে নগর থেকে বেরিয়ে এসেছি। আমার ভাগ্য মন্দ, তাই তিনিও কোনো এক অনর্থচিন্তায় অন্যরকম হয়ে গিয়েছেন। এই তাঁর বাসগৃহ।

আজ নগরের দোকানের বারান্দায় শুনলাম, তাঁর ঘর থেকে রাজকন্যার ধাত্রী ও সখী বের হয়ে গিয়েছে। এখানে কী কাজ থাকতে পারে? অথবা, পুরুষের ভাগ্য হাতির শুঁড়ের মতোই চঞ্চল। অথবা, অনর্থ আমাদের চলে যাক। অবস্থার বিপাকে রাজকুলের কী অবস্থা হয়েছে! যাই সেখানে প্রবেশ করি। (প্রবেশ করে) হাঁ হাঁ, এই তো উনি কামুকব্যক্তির পান্ডুরবর্ণে অনুলিপ্ত হয়েই যেন এদিকে আসছেন। অথবা সুন্দর ব্যক্তিদের সবকিছুই অলংকার হয়ে থাকে। (অগ্রসর হয়ে) জয় হোক আপনার।

অবিমারক—বন্ধু, তুমি অনেকক্ষণ নগরে কাটিয়ে এলে যে!

বিদূষক—তুমি যেমন আমন্ত্রণবঞ্চিত ব্রাহ্মণের মতো দিনরাত চিন্তা কর আমিও তেমনি দিনের বেলায় নগরে ঘুরে বেড়িয়ে ভোগবঞ্চিতা সাধারণ গণিকার মতো রাতে তোমার পাশে শোবার জন্যে আসি।

অবিমারক—বন্ধু, তোমাকে একটা আনন্দের কথা বলব।

বিদূষক—কী? আমাদের ঋষিশাপ শেষ হয়েছে?

অবিমারক—দূর মূর্খ, যা অবশ্যই ঘটবে তাতে আর আনন্দ কোথায়?

বিদূষক—তাহলে আর কী হতে পারে?

অবিমারক—কুরঙ্গীর ধাত্রী আর নলিনিকাকে কি দেখনি?

বিদূষক—ও হ্যাঁ, সে দুজনকে দেখেছি। কী এনেছে?

অবিমারক—আমার শোকের ওষুধ এনেছে।

বিদূষক—কই দেখি।

অবিমারক—যথাসময়ে দেখতে পাবে। এখন শোনো।

বিদূষক—বলো বলো।

অবিমারক—কী আর বলব। সে বলেছে—আজই কন্যাপুরে প্রবেশ করতে হবে।

বিদূষক—(হেসে) কী উপায়ে ভিতরে প্রবেশ করে প্রাণে বাঁচতে চান? কুন্তিভোজের মন্ত্রীদের স্বভাব বড়োই উগ্র।

অবিমারক—তুমিও ভয় পাচ্ছ কেন? দেখো—

আমি একাই শত্রুদের সসৈন্যে তাড়িয়ে দিয়েছি। আজও তারা তাদের হৃত-গৌরব উদ্ধার করতে পারে নি। মানুষের তো কথাই নেই, মেষরূপধারী সেই অসুররাজকে আমি আমার এই হাত দুটো দিয়েই হত্যা করেছিলাম ॥ ৯ ॥

বিদূষক—জানি, তোমার অভিমানুষোচিত কাজের কথা সবই জানি। কিন্তু রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে পরের ঘরে প্রবেশ করতে সব সময়ই ভয় হয়।

অবিমারক - মোটের উপর কথা হল—যে-কোনো উপায়েই হোক, কুন্তিভোজের কন্যা-পুরে প্রবেশ করতে হবে। অতএব মহাব্রাহ্মণ[৯] তাতে অনুমতি দিতে পারে।

বিদূষক—কী আমাকে বাদ দিয়ে যাবে? আমি কখনই তোমাকে ছাড়ব না। চীৎকার করার জন্যেও একজনকে দরকার।

অবিমারক—তুমি শাস্ত্রের কথা জান না।

শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত হল—একাকী পরগৃহে যাবে, দ্বিতীয় ব্যক্তির সঙ্গে পরামর্শ করবে, অনেককে সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধ করবে ॥ ১০ ॥

সুতরাং আমি একাই কুন্তিভোজের কন্যাপুরে প্রবেশ করব। আমার জন্যে

তোমার শঙ্কা নেই। দেখো—

এ বিষয়ে কুন্তিভোজের সৈন্যদের গুণ পরিমিত। ধনৈশ্বর্যসমৃদ্ধ রাজভবনে সুখে প্রবেশ করা যায়। আমারও প্রধান অস্ত্র বাহুদুটি। অতএব সখা, এ বিষয়ে তোমার শঙ্কার কী আছে ? ॥ ১১ ॥

বিদূষক—যদি এ রকম স্থির করে থাক, তাহলে আমবা দুজনে এখন নগরে প্রবেশ করি। সেখানে আমার এক বন্ধু থাকে। তার বাড়িতে সময়ে অপেক্ষা করব।

অবিমারক—ঠিক বলেছ। এখন ভেতরে প্রবেশ করে দৈনন্দিন কাজ সেরে ফেলি। তারপর মহারাজের আদেশ নিয়ে শোবার ব্যবস্থার জন্যে বাসগৃহে প্রবেশ করি। তারপর সকলের অজ্ঞাতে নগরে প্রবেশ করে তোমার বন্ধুর ঘরে সময়ের অপেক্ষা করব।

চেটী—(প্রবেশ করে) রাজকুমারের জয় হোক। স্নানের জলের ব্যবস্থা হয়েছে।

অবিমারক - এই যে যাচ্ছি। তুমি আগে যাও।

চেটী—রাজকুমারের যা আদেশ। (নিষ্ক্রান্ত)

অবিমারক—বন্ধু, সূর্যদেব অস্ত গিয়েছেন। এখন

পূর্বদিক[10] অন্ধকারে ঢেকে গিয়েছে। পশ্চিমদিক সন্ধ্যাকালীন সূর্যের রশ্মিতে অরুণবর্ণ ধারণ করেছে। অন্তরিক্ষ এভাবে দুভাগে বিভক্ত হয়ে অর্ধনারীশ্বর মূর্তির শোভা লাভ করেছে ॥ ১২ ॥

বিদূষক—ঠিকই বলেছেন। দিন অতিক্রান্ত। সন্ধ্যা সমাগত।

অবিমারক—অহো জগতের কী বিচিত্র প্রকৃতি। কারণ—

পৃথিবী যেন অন্য বেশ রচনা করেছে। তার অলংকারস্বরূপ সূর্য মুছে গিয়েছে। আকাশের চারদিকে নক্ষত্রমালা ছড়িয়ে আছে[11]। পৃথিবীর উত্তাপ কমে গিয়েছে। মৃদু ও মনোহর শীতল বাতাস বইছে। কামুক ব্যক্তি ঘরের ভিতরে প্রবেশ করেছে। সৈন্যেরা ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াচ্ছে ॥ ১৩ ॥

(উভয়ে নিষ্ক্রান্ত)

॥ দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × × × তৃতীয় অংক × × × × × × × × × × × × × ×

(কুরঙ্গী ও দুজন চেটীর প্রবেশ)

কুরঙ্গী—সখী, সে কী বলল ?

চেটী—কে, রাজকন্যা ?

কুরঙ্গী—(স্বগত) হায় হতভাগিনী আমি নিশ্চয় ভেঙে পড়ব। (প্রকাশ্যে) কন্যাপুরের ভৃত্য।

মাগধিকা—কন্যাপুরের ভৃত্যকে আমি দেখেছি, কথাও বলেছি। সে কিন্তু কিছুই বলেনি।

কুরঙ্গী—আচ্ছা, আমি মাকে জানাব যে কন্যাপুরের ভৃত্য আমার শুকপাখির খাঁচা তৈরি করেনি।

মাগধিকা—রাজকন্যার শুকপাখির খাঁচা নিশ্চয়ই তৈরি হয়ে গিয়েছে।
কুরঙ্গী—আরে বাচাল বালিকা, আরও কিছু তো থাকতে পারে ?
মাগধিকা—হতে পারে।
কুরঙ্গী—আচ্ছা সখী, এখন বেলা কত ?
মাগধিকা—সন্ধ্যা হয়েছে।
কুরঙ্গী—তাহলে চলো, প্রাসাদের উপরে উঠি।
মাগধিকা—বিলাসিনী, তুই আগে গিয়ে বিছানা ও আসন পেতে দে।
বিলাসিনী—তুই কি ঘুমোচ্ছিস্ ? কোন্ কালে বিছানা ও আসন পাতা হয়ে গিয়েছে।
মাগধিকা—দেখ্ সখী, তোর আলস্যের কথা আমি জানি। দিনের বেলায় যেগুলো পেতেছিলি, সেগুলোকেই এখন পেতেছি বলছিস্।
বিলাসিনী—দেখ্ সখী, এমন বলবি না। রাজকন্যার জন্যে সেগুলোকে অন্যভাবে সাজাতে হয়েছে।
মাগধিকা—ঠিক আছে সখী, গিয়ে জানতে পারব।

(সকলে ঘুরতে লাগল)

মাগধিকা—এই হল প্রাসাদ।
কুরঙ্গী—আগে চলো।

(আরোহণ করার অভিনয় করতে লাগল)

মাগধিকা—চমৎকার, বিলাসিনী, চমৎকার। তোর নামের অনুরূপ কাজ করেছিস্। এই শিলাতলে বিছানা পেতে রেখেছিস্।
বিলাসিনী—ভিতরের কুঞ্জবনেও বিছানা করে রেখেছি। মাগধিকা, দেখ্, আমার আলস্যে দেখ্।
মাগধিকা—সত্যি তুই দারুণ পণ্ডিত হয়েছিস্। এমনই একজন পণ্ডিত চেটককে[১] স্বামীরূপে লাভ কর।
কুরঙ্গী—সখী আয়, এই শিলাতলে একটু বসা যাক।
মাগধিকা—রাজকুমারীর যা অভিরুচি। তাই হোক।

(সকলে উপবেশন করল)

মাগধিকা—রাজকুমারী, একটা গল্প করি।
কুরঙ্গী—বুঝেছি, সখী, এবার তুই অসম্বন্ধ প্রলাপ বকবি।
মাগধিকা—না রাজকুমারী, এটা সত্যিই একটা নতুন গল্প।
কুরঙ্গী—দোহাই তোকে, জেদ করিস্ না। আমি একটু শুই।
বিলাসিনী—রাজকুমারী যথাসুখে শুয়ে পড়ুন। তুই আমায় বল।
কুরঙ্গী—(স্বগত) কিসের গল্প হতে পারে !
মাগধিকা—সখী, রাজকুমারীর ব্যাপারেই আমার কথা শোন্।
কুরঙ্গী—হুঁ, রহস্যটা বুঝতে পেরেছি। আমার পতন ঘটেছে।
বিলাসিনী—সখী, তুই একথা শুনলি কোথায় ?
মাগধিকা—রানীমার পরিচারিকা বসুমিত্রা বলেছে।
বিলাসিনী—রানীমা নিজেই তাকে (বসুমিত্রাকে) হয়তো বলেছেন।

মাগধিকা—জয়বর্মা নামে কাশিরাজের এক পুত্র আছেন। তাঁর সঙ্গে রাজকুমারীর বিয়ের সম্বন্ধ স্থির হয়ে গিয়েছে। সেই রাজার কাছ থেকে দূত এসেছিলেন। আমাদের মহারাজ সেই দূতকে সম্মান দেখিয়েছেন। তিনি বর্ণিকার[২] গ্রহণ করেছেন।

কুরঙ্গী—(স্বগত) এ সব অলীক। আমি নিজের প্রভাব দেখাব।

মাগধিকা—শোনা গিয়েছে রানীমা বলেছেন—'আমার মেয়ে নিতান্তই বালিকা। তাকে না দেখে আমি একদিনও বাঁচব না। যদি মহারাজ আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে থাকেন, তাহলে সে জামাতাকে এখানেই নিয়ে আসুন।'

বিলাসিনী—তারপর ?

মাগধিকা—তারপর মহারাজও তাতে সম্মত হয়েছেন। আজ শুভ নক্ষত্রের যোগ আছে। তাই সেই দূতের সঙ্গে মন্ত্রী ভূতিকও গিয়েছেন।

কুরঙ্গী—(স্বগত) হায়, ভাগ্য আমার প্রতি বিরূপ।

বিলাসিনী—ভালোই হয়েছে। রাজকুমারীর রূপ ও যৌবন সার্থক হল।

(নলিনিকার প্রবেশ)

নলিনিকা—আমার মা রাজকুমারীর কাছে গিয়ে এ সংবাদটা জানাতে বলেছেন। প্রিয়ব্যক্তি যদি প্রিয় সংবাদ দেয়, তাহলে সে সংবাদ প্রিয়তর হয়ে ওঠে। অথচ সে (রাজকন্যাও) আমাকে দেখেও সব কথা বিশ্বাস করে বলে না। যাই, রাজকুমারীকে প্রিয় খবরটা জানাই, তাহলে যথাকালে তার পাশে থাকতে পারব। (ঘুরতে লাগল)

কুরঙ্গী—কী এই রোগ ? এ তো আগে কখনও ছিল না ! এ সম্বন্ধে যতই চিন্তা করি, ততই এ আমাকে উন্মাদ করে তোলে। এ রোগে ফুল ভালো লাগে না। বিলাসদ্রব্যেও রুচি থাকে না। বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করতেও ইচ্ছে হয় না, এ এক ভীষণ অথচ মনোহর জিনিস।

(নিঃশ্বাস ছেড়ে) আরে নলিনিকা, এটা কী ?

মাগধিকা—রাজকুমারী, আমি মাগধিকা।

বিলাসিনী—আর, রাজকুমারী, আমি বিলাসিনী।

নলিনিকা—(অগ্রসর হয়ে) রাজকুমারী, আমার নাম নলিনিকা। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার শব্দ শুনে রাজকুমারী নিশ্চয় আমাকে চিনতে পেরেছেন।

রাজকুমারী, মা বলেছেন—

কুরঙ্গী—কী ?

নলিনিকা—(কানে কানে) এইরকম।

কুরঙ্গী—হুঁ, এটা হবে একটা নীচ ব্যবহার।

নলিনিকা—আরে, তিনি সম্মানের যোগ্য। সত্যি, উনিই হলেন তিনি।

কুরঙ্গী—নলিনিকা, আমার গা-টা টিপে দে।

নলিনিকা—রাজকুমারীর যা আদেশ।

বিলাসিনী—হ্যাঁরে নলিনিকা, বিয়েটা কবে হবে ?

(নেপথ্যে) আজ।

নলিনিকা—বাঃ, বেঁচে থাক চিরকাল।

(নেপথ্যে) ওহে রাজপুরুষগণ! মন্ত্রী চলে গিয়েছেন। তাঁর নিযুক্ত কোনো ভৃত্য কন্যাপুর রক্ষার জন্যে আসেন নি। তাই যা ইচ্ছে, তাই হোক। আগামীকাল আমি রাজার কাছে এ সংবাদ জানাব।

বিলাসিনী—সখী নলিনিকা, কী যেন বলল?

নলিনিকা—যখন সেই রাজপুত্র প্রবেশ করবেন, তখনই বিয়ে হবে।

বিলাসিনী—অবাধে তিনি প্রবেশ করুন।

নলিনিকা—নিশ্চয়ই। তাই হোক।

মাগধিকা—সখী, আয় চতুঃশালায় গিয়ে বসি।

বিলাসিনী—হ্যাঁ, চল্। সন্ধ্যা শেষ হয়েছে। জোছনা দেখা দিয়েছে।

নলিনিকা—সখী, আমার বিছানাটাও পেতে রাখিস্।

মাগধিকা—তোর ঘুমোবার জায়গা আছে। যতক্ষণ না রাজকুমারীর ঘুম আসে, ততক্ষণ তাঁর সেবা কর।

নলিনিকা—তাই করি। (উভয়ে নিষ্ক্রান্ত।)

(হাতে খড়্গ ও রজ্জু নিয়ে চোরের বেশে অবিমারকের প্রবেশ)

অবিমারক—(চিন্তিত হয়ে) হায়, তারুণ্য কী কষ্টের! কারণ,

তারুণ্য কামের বৃদ্ধি ঘটায়, প্রমাদকে আশ্রয় করে, দোষ চিন্তা করে না, হঠকারিতার দিকে এগিয়ে যায়। ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়ায়, নীতিমার্গ অনুসরণ করতে চায় না এবং সুপণ্ডিতদের শুভবুদ্ধিকেও শিথিল করে দেয়॥ ১॥

আচ্ছা, যে-সব বস্তু আমার নিজেরই অধীন, সে-সব বিষয়ে আমি যত্নের শৈথিল্য দেখাচ্ছি কেন? এখানে

নগরের সঙ্গে আমি পরিচিত, আর এখানকার রক্ষিপুরুষদের শক্তি আমার জানা আছে। অভেদ্য অন্ধকারের ফলে মধ্যরাত্রিকে বীভৎস দেখাচ্ছে। এই অসি আমার পরম সহায়, মনও দৃঢ়। বেশি চিন্তার দরকার কী? কোন্ বস্তু আমার কাছে দুষ্কর?॥ ২॥

ওঃ, কী ভীষণ মধ্যরাত্রি!

এখন সমস্ত জীব গর্ভস্থ ভ্রূণের মতো ঘুমে অচেতন। এই সব প্রাসাদে মানুষ সুখে ঘুমোচ্ছে। তাই তারা নীরব। দেখে মনে হচ্ছে প্রাসাদগুলো যেন ধ্যানমগ্ন। গহন অন্ধকারে গাছগুলো এমনই ঢেকে গিয়েছে যে শুধু স্পর্শ দিয়ে তাদের অস্তিত্ব বোঝা যায়। অন্ধকারে পৃথিবীর রূপ ঢাকা পড়ে গিয়েছে। তাই পৃথিবীকে অদৃশ্য বলে মনে হচ্ছে॥ ৩॥

আজই যেন প্রলয়রাত্রি এসে উপস্থিত।

রাস্তাগুলো নদীর রূপ ধরে যেন অন্ধকার বয়ে নিয়ে চলেছে। দুপাশের প্রাসাদশ্রেণীকে সৈকতভূমি বলে মনে হচ্ছে। দশদিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন। ভেলা দিয়ে যেন এই অন্ধকার পার হতে হবে[৩]॥ ৪॥

(পরিক্রমা করে কান পেতে শুনে) বাঃ গানের সুর শোনা যাচ্ছে যেন। কোনো পুরুষ তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে গান উপভোগ করছেন। সদাসুখী এই পুরুষ? কে ইনি? বোঝা যাচ্ছে তিনি নিজেই বীণা বাজাচ্ছেন। কারণ—

এই প্রসাদ উঁচু। সমস্ত জানালা বন্ধ। বীণার স্বরের প্রতিধ্বনি শোনা

যাচ্ছে। স্ত্রীলোকের আঙুলের কি এত জোর আছে যে এমন স্পষ্ট করে (বীণার স্বরকে) ঘরের বাইরেও ভাসিয়ে আনতে পারে? ॥ ৫ ॥

গান গাইছে কিন্তু স্ত্রীলোকটি। কারণ এখানে

স্পষ্ট করে যে তান আরম্ভ করা হয়েছে, তা নিচু হয়ে পড়েছে। মুখ আর নাক দিয়ে স্বর বের হচ্ছে। বলয়ের সুন্দর শব্দের সঙ্গে করতালির শব্দও উঠছে। এ বিষয়ে (স্ত্রীলোক গান গাইছে) এটা একটা স্থূল কারণ হতে পারে ॥ ৬ ॥

(চারদিক ঘুরে, তাকিয়ে) আরে, এখানে আবার কে তাঁর প্রিয়াকে প্রসন্ন করছেন? নিশ্চয়ই ইনি মহা অপরাধ করেছেন, যেহেতু এ সময়েও তাঁর এই প্রিয়া প্রসন্ন হচ্ছেন না। অথবা, ইনি (প্রিয়া) প্রসন্ন হলেও অন্য ছল খুঁজছেন। কারণ,

ইনি প্রেমবশে অস্পষ্ট করে বলছেন—'আমি তোমার কে?' এ কথা বলার সময় বাষ্পবোধের ফলে তাঁর কণ্ঠস্বর আড়ষ্ট হয়ে পড়েছে, স্কন্ধ অবনত হয়েছে। সৎ স্বভাবের জন্যে ইনি প্রিয়তমের বশীভূত হলেও স্ত্রীস্বভাবহেতু প্রতিকূল কথা বলছেন ॥ ৭ ॥

বিকটস্বরে ডাকছে একটা পাখি। কী পাখি ওটা? ওহো, ওটা একটা পেঁচা।

আচ্ছা, ও হাসে কেন? বুঝেছি, পেঁচার স্বর শুনে প্রিয়তমা ভয় পেয়ে বেচারীকে জড়িয়ে ধরেছে। এটা ওদের বয়সের অনুরূপই বটে।

পরের ব্যাপারে নাক গলানোর দরকার কী? আমি এখন চলি।

(ঘুরে) এ আবার কে? শহরের দোকানের বারান্দায় শুয়ে শুয়ে অথচ স্নেহ ভরে কথা বলছে। নিশ্চয়ই আমারই পথের পথিক।

সহগামীরা একে বলছে—'আস্তে বলো।' গয়নার শব্দে এ হয়ে পড়ছে উদ্বিগ্ন। সম্ভোগকে বলছে অসুখকর। অথচ কামাভিভূত হয়ে মিলনস্থলের ইচ্ছে করে, কিন্তু এগিয়ে যেতে চায় না ॥ ৮ ॥

(ঘুরে) বাঃ, জ্যোৎস্না দেখা দিয়েছে। না না, এ জ্যোৎস্না নয়। রাস্তার দুধারের প্রাসাদের জানালার ফাঁক দিয়ে প্রদীপের আলো এসে পড়েছে। এখানে ভালো করে নিজেকে রক্ষা করতে হবে।

আরে, এ যে একটা চোর। এ—

কোমরে শক্ত করে দড়ি বেঁধে হৃষ্টমনে চলেছে। অপরের গৃহের কথার উপরে এর দৃষ্টি ও গতি নিবদ্ধ। দ্রুত চললেও প্রদীপের আলোর উপরে নজর রেখেছে। অপরের পায়ের শব্দ শুনে ভীত হয়ে পড়ছে ॥ ৯ ॥

হ্যাঁ, একে এড়িয়ে যেতে হবে। (একপাশে দাঁড়িয়ে রইল) যাক্, বেটা চলে গিয়েছে। আমিও চলি।

(ঘুরে) যাঃ, এখানে আবার প্রহরীরা রয়েছে। এখন করি কী? হ্যাঁ, হয়েছে। চৌরাস্তার উপরে একটা বিটসভা[৪] আছে। ওখানে ঢুকে পড়ি। (রাস্তা পার হয়ে দাঁড়িয়ে রল)।

এ সব প্রহরীদের শক্তি ক্ষীণ। এদের দেখে আমি ফিরে দাঁড়ালাম। তা দেখে আমার এই খড়্গ যেন আমাকে উপহাস করছে। এই প্রহরীরা আমার কাছে

কোনো বোঝাই নয়। কারণ, নিজের কাজ হাসিল করার জন্যে আমি এখানে ঢুকে পড়েছি ॥ ১০ ॥

প্রহরীরা চলে গিয়েছে। আমি নিজেকে রক্ষা করেছি। সেই-আমাকে আবার রক্ষা করবে কে ?

অল্প কয়েকজন লোকের বলকে আশ্রয় করে কামুক, লোভী ও মূঢ় ব্যক্তিরা রাতে ঘুরে বেড়ায়। আমিও রাতে ঘুরছি। এতে যেমন বহু বিঘ্ন আছে, তেমনি সুখও আছে। তবে পুরুষকারকেই একমাত্র অবলম্বন করে আমি ঘুরে থাকি ॥ ১১ ॥

এই তো রাজপ্রাসাদ। ওঃ, কী মজবুত আর কত উঁচু এর প্রাচীর! এখানে কোমরের বাঁধনটা ভালো করে বাঁধতে হবে। অথবা, যদি পাথরের তৈরি বানরের মাথাগুলো মজবুত থাকে, তাহলে আমি অবশ্যই প্রবেশ করতে পারব। এখান থেকে দড়িটা ছুঁড়ে দিই।

প্রজাপতিকে নমস্কার, সকল সিদ্ধকে নমস্কার। বলি, শম্বর ও মহাকাল আমার প্রতি প্রসন্ন হোন। রাত্রি গভীর হোক। মানুষের ঘুম গভীর হোক। লক্ষ্মীদেবী আমাকে সৌভাগ্য দান করুন। সকল বিঘ্নের নাশ ঘটুক। শত্রুদের বিনাশ ঘটুক। ভগবতী কাত্যায়নীর জয় হোক।

(দড়ি ছুঁড়ে) বাঃ, ফাঁস-লাগানো দড়িটা বানরের মাথায় আটকে গিয়েছে। কী শক্তিশালী ভবিতব্য! একবার ছুঁড়তেই দড়িটা ভালো করে আটকে গেল। এতেই দেখছি আমার কার্যসিদ্ধি হয়ে গেল। ভগবান্ প্রজাপতির কী শক্তি! কারণ—

চেষ্টা করেও যদি কার্যসিদ্ধি না হয়, তাহলে দোষ কোথায়? 'আমার কার্যসিদ্ধি হবে না'—এই ভেবে কে কাজ না করে? সৎ চেষ্টা থাকলেই পৃথিবীতে মানুষ পুরুষকার লাভ করে। কার্যসিদ্ধি দৈববিধানকে অনুসরণ করে।

যাক্, দড়ি ধরে উপরে উঠি। (উঠে ও তাকিয়ে) আহা, কী চমৎকার রাজপ্রাসাদের শোভা!

এই রাজপ্রাসাদ বিশাল। তবুও নানাভাগে বিভক্ত থাকার ফলে এর পরিমাপ করা যায়। ক্রমশঃ উচ্চতার ফলে এ যেন নিবিড় হয়ে উপর দিকে উঠে গিয়েছে। তা দেখে মনে হয়, এই রাজভবন হর্ম্যমালা নিয়ে যেন পৃথিবী থেকে আকাশে উঠে যেতে চায় ॥ ১৩ ॥

এখানে কিন্তু থাকা ঠিক নয়। বাড়ির ছাদ, বড়ো রাস্তা, আর রাজপথ[৫] থেকেই সবরকম বিপদ আসে। ঠিক আছে, এই দড়ি ধরেই নিচে নামব।

(নেমে) এখন দড়িটা লুকোনো যায় কোথায়?

(চিন্তা করে) হ্যাঁ বুঝেছি। ফাঁস কেটে হাতিশালায় ছুঁড়ে দিই। (ছুঁড়ে দিল। ঘুরে) আরে এখানে বীণার শব্দ শোনা যাচ্ছে। তার সঙ্গে যুবতিকণ্ঠের মধুর গীতধ্বনি।

অন্যদিকে যাই।

এখানে আবার গজরাজের মদবারি থেকে আসছে উৎকট গন্ধ। তাতে চারদিক আমোদে ম' ম' করছে। এক মুহূর্ত এখানে থেকে চলে যাব।

এখানে দেখা যাচ্ছে প্রদীপের প্রভা। প্রহরীরাও চারদিকে ছড়িয়ে আছে।
কী করি!
রাত্রি হয়েছে অনেকক্ষণ। তাই পদ্মফুলের সঙ্গে রাজভবনও যেন শান্ত হয়ে পড়েছে ॥ ১৪ ॥
চলা যাক্। এই তো সেই পথ, যার কথা সে বলেছিল। এই হল মন্দাকিনী। ঐটা দারুপর্বত। এটা দর্শকগৃহ। আর এই হচ্ছে কন্যাপুর প্রাসাদ। এখানে অনেক কাঠের-কাজ-করা জিনিস আছে। জানালাগুলোও সব কাছা-কাছি। কাজেই অনায়াসে ওঠা যাবে। আর যদি ওঠা দুষ্কর হয়, তাহলেও—
প্রাসাদে উঠতে আমার ভয় কিসের? কারণ, আমার মনের ইচ্ছেই হল প্রিয়ার কাছে যাওয়া। এই পৃথিবীতে কি কোনো তৃষ্ণাকাতর মানুষ পদ্মডাঁটার কাঁটার ভয়ে পদ্মপুকুরকে ছেড়ে চলে যায়? ॥ ১৫ ॥
ঠিক আছে, উপরে উঠি। (উঠে) এই জালযন্ত্রের কথাই তো সে বলেছিল। (জানালা খুলে, ভিতরে প্রবেশ করে ও তাকিয়ে) চমৎকার, কুন্তিভোজ, চমৎকার! এই প্রাসাদ যেন স্বর্গকে উপহাস করছে। কারণ—
ঘরের মেঝেগুলো মূল্যবান্ মণিরত্ন দিয়ে তৈরি, সেখানে (রত্ন দিয়ে তৈরি) রাজহাঁস ঘুমোচ্ছে। বৈদূর্যমণি আর মুক্তো দিয়ে বিস্তৃত সৈকতভূমি তৈরি করা হয়েছে। স্তম্ভগুলো তৈরি হয়েছে প্রবাল দিয়ে। বেশি বলার দরকার কী? মণি দিয়ে তৈরি প্রদীপগুলোর কাছে অন্য প্রদীপ ম্লান হয়ে গিয়েছে ॥ ১৬ ॥
এই ভয়ঙ্কর পোশাকের দরকার নেই। (চোরের বেশ ছেড়ে কোমরের বাঁধন আলগা করে দিল)।

নলিনিকা—আচ্ছা, রাজকুমারের খবর কী? রাজকুমারীর এই অবস্থা। এই অবস্থায় ঘুম আসে না। কিন্তু 'আজ আমার প্রিয় আসবে'—এ সংবাদ শুনেই সে ঘুমোচ্ছে।

অবিমারক—(শুনে হঠাৎ অগ্রসর হয়ে) দেবী, এই হল আমার খবর।

নলিনিকা—(তাকিয়ে, আনন্দের সঙ্গে) স্বাগত, প্রভু।

অবিমারক—(দেখে, আনন্দে) এই সে!
যাকে দেখে আমার চোখের তৃপ্তি নেই, সে তার অঙ্গকে যেন আলিঙ্গন করছে। মন হয়ে পড়েছে চঞ্চল, আর ঘুমন্ত তাকে যেন জাগিয়ে তুলছে। অনুরাগ আমাকে অস্থির করে তুলেছে, শরীরকে করেছে অবশ। আমার অন্তরাত্মা আনন্দে উদ্বেল আবার মোহাচ্ছন্নও বটে ॥ ১৭ ॥

নলিনিকা—(আত্মগত) বন্যা যেমন নদীর দুই তীরকে বিদীর্ণ করে, তেমনি ভগবান্ কামদেবও এদের দুজনকে পীড়া দিচ্ছেন। প্রভু, শয়নতলকে অলংকৃত করুন।

অবিমারক—বেশ। (বসল)

নলিনিকা—প্রভু, রাজকুমারীকে জাগিয়ে দেব কি?

অবিমারক—আরে না না, ছেলেমানুষি করে কাজ নেই। দেখো—
আমার দুটি মাত্র চোখ আছে, হাজার চোখ তো নেই। দীর্ঘকাল ধরে অভিলাষ পোষণ করার ফলে আমার মন হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে। আমার এই চোখ-দুটো

কামসমুদ্রের পরপার দেখতে পেয়েছে। তাই আজ তারা সুখে খেলা করুক ॥ ১৮ ॥

নলিনিকা—রাজকুমারীর জন্যে আপনার যে কষ্ট—তা আমি জানি।

অবিমারক—আজ আমার শ্রম সফল।

কুরঙ্গী—(জেগে উঠে) সখী, সেই নির্দয় কী বলেছে ?

নলিনিকা—রাজকুমারী, আমি তো আগেই বলেছি।

অবিমারক—এ এরকম ভ্রান্তিতে ভুগছে। এতেই আমার জীবনের ফললাভ হয়েছে।

কুরঙ্গী—(আত্মগত) হুঁ, আমার পতন ঘটেছে। (প্রকাশ্যে) সখী, আমি কী বললাম ?

নলিনিকা—রাজকুমারী, কিছুই বলেননি তো।

অবিমারক—এর মোহবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমারও দ্বিতীয় মোহ ঘটছে।

কুরঙ্গী—নলিনিকা, অনেকক্ষণ বসে আছি। কত বেলা হল ?

নলিনিকা—অর্ধেক রাত হয়ে গিয়েছে।

কুরঙ্গী—তাহলে খুবই পরিশ্রম হয়েছে তোর। আয়, আমাকে আলিঙ্গন কর্।

নলিনিকা—(আড়ালে) আমি এঁর গা টিপে দিচ্ছি। আপনি এঁকে আলিঙ্গন করুন।

অবিমারক—(আনন্দে) হ্যাঁ, তাই করছি। তুমিও এরকম শত শত প্রিয় কথা শোনো।

কুরঙ্গী—আদিখ্যেতা থাক। কাছে আয় দেখি।

নলিনিকা—রাজকুমারী, এই যে এসেছি।

কুরঙ্গী—(জোর করে কাছে টেনে অবিমারককে আলিঙ্গন করল) আরে, কে তাহলে আমার গা টিপে দিচ্ছে।

নলিনিকা—(কানে কানে) এইরকম—

কুরঙ্গী—(হতবুদ্ধি হয়ে) ছি, কী করলাম ! আমার ভয় করছে।

অবিমারক—প্রিয়ে, মনের যোগ থাকার ফলে তুমি আমার কাছে আগন্তুক নও ! বায়ুবেগে আহত লতার মতো কাঁপছ কেন ? ভদ্রে, ভয় ত্যাগ করো। আমার প্রতি প্রসন্ন হও। বেশি বলার দরকার কী ! আমি তোমার শরণাগত ॥ ১৯ ॥

(কুরঙ্গী লজ্জিত হয়ে নলিনিকার দিকে তাকাল)

নলিনিকা—প্রভু, আপনি উঠুন। রাজকুমারী আপনাকে উঠতে বলছেন।

অবিমারক—বেশ। (উঠলেন)

ধাত্রী—(প্রবেশ করে) প্রভুর জয় হোক।

অবিমারক—আপনি কেমন করে—

ধাত্রী—নলিনিকা, ভিতরের মণ্ডপে বিছানা করা হয়েছে। রাজকুমারী ও প্রভুকে সেখানেই নিয়ে যা।

নলিনিকা—আচ্ছা। (ধাত্রী চলে গেল)

নলিনিকা—প্রভু, ভিতরের মণ্ডপে বিছানা করা হয়েছে! সেখানেই রাজকুমারীর সঙ্গে চলুন।

অবিমারক—তুমিও এরকম শত শত প্রিয়কথা শোনো। (হাত দিয়ে তার হাত ধরে উঠলেন)।

নলিনিকা—আসুন, প্রভু, আসুন।

অবিমারক—হ্যাঁ, চলো, আসছি। (উভয়ে ঘুরতে লাগলেন)

অবিমারক—(আনন্দে) যৌবনের ঋণ শোধ করেছি। কারণ—

অশ্রুভেজা তার দুটি চোখ। হাতে ধরে আছে তার দুটি স্তন, সে দুটি কাঁপছে। অতিভার তার নিতম্ব। লজ্জায় পাদুটি তার ঘামছে, আর সেদুটো স্পষ্ট দেখাও যাচ্ছে না। আর হ্যাঁ, সাত পা মেপে চলার পর আমাদের যে মিলন, তা অচ্ছেদ্য। যদি এই সুখের রাত্রি শতযুগ ধরে চলে, তাহলে আমার চেয়ে বেশি ধন্য কেউ? ॥ ২০ ॥ (সকলে নিষ্ক্রান্ত)

॥ তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × চতুর্থ অংক × × × × × × × × × × × ×

(ঝুড়ি হাতে নিয়ে মাগধিকার প্রবেশ)

মাগধিকা—ওঃ, চাকরদের ভুল দেখেছ। সূর্য উঠে গেছে, অথচ এখনও রাজপ্রাসাদ পরিষ্কার করে নি। তাদের চেঁচামেচিও শোনা যাচ্ছে না। কী ঘটতে পারে? হয়তো, সারা রাত জেগে সকালে ঘুমিয়ে পড়েছে। যাই, রাজকুমারীকে ঘুম থেকে তুলি।

(হাতে পাখা নিয়ে বিলাসিনীর প্রবেশ)

বিলাসিনী—আরে মাগধিকা যে! দাঁড়া দাঁড়া।

মাগধিকা—সখী, আমাকে দাঁড়াতে বলিস্ না। রাজকুমারীর জন্যে ফুল আর চন্দন নিয়ে যাচ্ছি।

বিলাসিনী—রাজকুমারীর ফুল, চন্দন বা অন্য সাজের দরকার কী?

মাগধিকা—দুর্বিনীতে, এমন অলক্ষুণে কথা বলিস্ না। রাজকুমারী সবসময় সজ্জিত হয়ে থাকুক।

বিলাসিনী—আরে, আমি তা বলি নি। আমি বলছি—রাজকুমারীর আকৃতিই তার অলংকার।

মাগধিকা—আরে বোকা, ফুলেরও তো গন্ধ আছে।

বিলাসিনী—তা ঠিক। যারা সত্যিই সুন্দর, তার সাজলে আরও সুন্দর দেখায়।

মাগধিকা—দেখ্ সখী, রাজকুমারীর যেমন রূপ তার স্বামীর রূপও তেমনি। দুজনে মানিয়েছে ভালো।

বিলাসিনী—পক্ষপাত করিস্ না। রাজকুমারের কাছে রাজকুমারীকে ঠিক পদ্মফুলের মতো দেখায়।

মাগধিকা—ঠিক বলেছিস্। আমারও মনে হয়—কামদেব শরীর ধারণ করলে এরকম হত।

বিলাসিনী—সেই কারণেই রাজকুমারী রাজকুমারকে ছেড়ে এক মুহূর্তের জন্যেও আনন্দ পায় না।

(চোখে জল নিয়ে নলিনিকার প্রবেশ)

নলিনিকা—(শোকের সঙ্গে) 'সুখে বিঘ্ন অনেক'—এ প্রবাদ সত্যি। রাজকুমারী কাম-

ক্রীড়ায় অবিরাম সুখভোগের মধ্যে দিয়ে একটা বছর কাটিয়ে দিল। আর আমরা, তার সঙ্গিনীরা, আবার তার কাছে থেকে বিচ্ছিন্ন[২] হয়ে গেলাম। আজ মহারাজের কানে এ সংবাদ গিয়েছে শুনে আমার শরীর যেন কাঁপছে। রাজকুমারীও লজ্জায়, ভয়ে, কামনার তাড়নায়, আর সন্তাপে আত্মহারা হয়ে যেন জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছে। প্রদীপের সব আলো নিভে গিয়েছে বলে মনে হচ্ছে। রাজকুমার না থাকায় আমার মনে আনন্দও নেই। রাজকুমার নির্বিবাদে চলে গিয়েছে শুনে আজ আমার মনে যেন আনন্দ হচ্ছে। কন্যাপুরকে এখন রুদ্ধ করে রাখা হয়েছে।

(ঘুরে) আরে দুই সখীকে ওখানে দেখছি। সখী মাগধিকা, এটা কী ?

মাগধিকা—সখী, কী বলছিস্ ? এখন রাজকুমারীকে সাজাবার সময় তো !

নলিনিকা—উৎসব শেষ হয়ে গিয়েছে। (কাঁদতে লাগল)

উভয়ে—এ কি স্বপ্ন ? ঘটনাটা বল্, তা হলে আমরা সমানভাবে দুঃখের ভাগ নিতে পারি[৩]।

নলিনিকা—রাজকুমার চলে গিয়েছেন।

উভয়ে—অ্যাঁ !

নলিনিকা—আমিও রাজকুমারীর দুঃখ দেখতে না পেয়ে এখানে চলে এসেছি।

মাগধিকা—রাজকুমারীর দুরবস্থা দেখা যায় না। তবুও রাজকুমারীকে আমরা আশ্বস্ত করব।

উভয়ে—হ্যাঁ চল্, তাই করি। (সকলে নিষ্ক্রান্ত)

॥ প্রবেশক সমাপ্ত ॥

(অবিমারকের প্রবেশ)

অবিমারক—(দুঃখের সঙ্গে) ভাগ্যের যেটুকু অবশিষ্ট আছে, সেটুকুকে অবলম্বন করে আমার এই দেহটা কন্যাপুর থেকে কোনোক্রমে এখানে বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু আমার মন তো এখনও আমার কাছে ফিরে আসে নি। প্রিয়া আমার মনকে ধরে রেখেছে। তাই সে আর আমার দিকে নজর দিচ্ছে না ॥ ১ ॥

কী জানি, কুরঙ্গীর কী দশা ঘটবে।

হয়তো সে পরিজনদের নানা কথা শুনে লজ্জা পাবে। রাজা তাকে কড়া পাহারায় রাখবেন। তাতে সে ভীত হয়ে পড়বে। আমাকে দেখতে না পেয়ে বাষ্পাকুল চোখে রাত্রিতে মূর্ছা যাবে। আমি কী করি ! ॥ ২ ॥

হ্যাঁ, উপায় খুঁজে পেয়েছি। আমার জন্যেই সে নিজের প্রতি নজর দেয় নি। তাই আমিও তার জন্যে প্রাণত্যাগ করব। (ঘুরে) কয়েকদিন হয়ে গেল, আমি চলে এসেছি। আজ যেন শারীরিক ও মানসিক দুঃখ অসহ্য বলে মনে হচ্ছে।

অকপটে পরিচয়ের মধ্যে দিয়ে আমার প্রতি তার অনুরাগ বেড়েছে। রূপবতী, উদ্ভিন্নযৌবনা আর মনোহারিণী তাকে ছেড়ে ক্ষণমাত্র জীবিত থেকেও আমি প্রাণ থেকে বঞ্চিত। পৃথিবীতে এর চেয়ে কষ্টকর অকৃতজ্ঞতা আর কী হতে পারে ? ॥ ৩ ॥

কামতাপে আমার অন্তর জ্বলছে। এখন আবার ভগবান সহস্ররশ্মি সেই জ্বালায়

নুনেব ছিটে দিতে আরম্ভ করেছে। (চারদিক তাকিয়ে) ওঃ, কী ভয়ঙ্কর এই গ্রীষ্মকাল!

সূর্যের তেজ পৃথিবীর জলকে শুষে নিয়েছে। পৃথিবী হয়েছে ভীষণ উত্তপ্ত। মনে হচ্ছে সে যেন জ্বরে আক্রান্ত। দাবানলের আগুনে গাছের ছায়া চলে গিয়েছে। তার ফলে গাছগুলোকে যক্ষ্মাগ্রস্ত রোগীর মতো দেখাচ্ছে। উপর দিকের গুহার মুখ হাঁ করে পর্বতগুলো যেন অসহায়ভাবে চীৎকার করছে। সূর্যের তাপে হৃদয় সন্তপ্ত হওয়ায় এই পৃথিবী যেন মূর্ছা যাচ্ছে ॥ ৪ ॥

এখন কী করি? আমি তো আর চলতে পারছি না। কারণ--

ঘূর্ণি বাতাস গুঁড়ো বালি দিয়ে সবকিছু ঢেকে দিচ্ছে। আর বালির গুঁড়োগুলো যেন আগুনের ফুলকি। রুক্ষ পাতা দিয়ে গাছগুলো ঘাম ঝরাচ্ছে। দাবানলের আগুনে সূর্যের শরীর তরল হয়ে গিয়েছে তাই সূর্য যেন গলে গলে পড়ছে। সূর্যের তেজে পৃথিবী যেন ফলের মতো পেকে উঠছে ॥ ৫ ॥

হায় প্রিয়ে! হায় সুন্দরী! আমার কথার উত্তর দাও। (মূর্ছার অভিনয় করলেন। আবার নিঃশ্বাস ফেলে ও উপরদিকে তাকিয়ে) সহস্ররশ্মি ভগবান্ সূর্য নিশ্চয়ই নিরুদ্ধ হয়ে পড়েছেন। অথবা,

বাতাসে তাড়িত হয়ে চারদিকে পরিব্যাপ্ত মেঘগুলা সূর্যকে ঢেকে দিতে পারে। এতে আর আশ্চর্য কী? তারা যদি আমার অন্তরস্থিত কামকে ঢেকে দিতে পারত, তাহলেই সেটা আশ্চর্যের হত ॥ ৬ ॥

আমি বেঁচে থেকেও মরে আছি। তা এ মরণের প্রয়োজন কী? আমি বরং আত্মবিসর্জন দেব। (উঠে ঘুরতে লাগল) কী যে করব! হ্যাঁ, বুঝেছি। বনের মধ্যেকার এই দীঘিতে আত্মবিসর্জন দেব। আরে ছি, ওভাবে মরলে যে অধর্ম হবে! অভিমানের মোহে মহাপথ ভুলে গিয়েছি। অন্যভাবে চেষ্টা করব।

(তাকিয়ে) হ্যাঁ, হয়েছে ঐ তো অদূরে দাবানল দেখা যাচ্ছে। তাতেই প্রাণ আহুতি দেব। (অগ্রসর হয়ে ও প্রণাম করে) হে ভগবান্ অগ্নি!

বিপন্ন মানুষের ইষ্ট সাধন যদি অগ্নি করে থাকেন, তবে পরজন্মেও আমার প্রিয়া যেন আমারই অনুবর্তিনী হয় ॥ ৭ ॥

(আগুনে প্রবেশ করে, বিস্ময়ের সঙ্গে) এ কী!

অগ্নির স্ফুলিঙ্গে দগ্ধ হয়ে গাছগুলো পড়ে যাচ্ছে। অগ্নির শিখাগুলো আমার কাছে মলয়চন্দনের মতো শীতল লাগছে। আমি কামাতুর হলেও অগ্নিদেব আমার প্রতি সদয় হয়ে পড়েছেন। তাই পিতা যেমন পুত্রকে আলিঙ্গন করে, তেমনি ইনিও আনন্দে আমাকে আলিঙ্গন করছেন ॥ ৮ ॥

বাঃ, এর থেকে আশ্চর্যের আর কী থাকতে পারে। অগ্নি আমাকে দগ্ধ করলেন না। অথবা, এরও কিছু কারণ থাকতে পারে। অন্য চেষ্টা করতে হবে।

(ঘুরে) এই একটা বিরাট পর্বত দেখা যাচ্ছে।

এর শৃঙ্গগুলো কালো মেঘে ঢাকা পড়ে যাওয়ায় সব একাকার হয়ে আছে। খেচর প্রাণীর বিশ্রামস্থল এই পর্বত সুকবির কল্পনার মতো বিচিত্র, আর

সূর্যের সঙ্গে সংযোগের ফলে মনোহর। নীচমনা নৃপতির ধনসম্পদ অপরের কোনো কাজে আসে না। তাই তাকে যেমন দেখায়, এই পর্বতকেও তেমনি দেখাচ্ছে ॥ ৯ ॥

যাক্, এই পর্বতে প্রাণত্যাগ করব। পর্বতের শৃঙ্গ থেকে পতন হলেই আমার সব উদ্দেশ্য সাধিত হবে। যাই উঠি। (পর্বতে উঠে, তাকিয়ে) পর্বতে জল আছে। স্নান করে, মুখ ধুয়ে মন্ত্র জপ করি। (তাই করে মন্ত্র জপ করতে লাগল)

(প্রিয়তমার সঙ্গে বিদ্যাধরের[৪] প্রবেশ)

বিদ্যাধর—উত্তরকুরুতে সকাল কেটেছে আর মানসসরোবরে স্নান সেরেছি। মন্দর-পর্বতের উপত্যকার গুহাতে যৌবনসুখ উপভোগ করেছি। ক্রীড়াকৌতুকের জন্যে হিমালয়ের গুহার দিকে দৃষ্টি দিয়েছি আর গুহাগুলো আমাদের প্রলুব্ধও করেছে। এখন মলয়পর্বতের চন্দনবনে যাব, কারণ সেখানেই মধ্যাহ্নের নিদ্রা সুখকর হবে ॥ ১০ ॥

(আকাশে ওড়ার অভিনয় করে) সৌদামনী, দেখো দেখো ভগবতী বসুন্ধরার ঐ দূরের কী অপূর্ব শোভা।

বিশাল পর্বতগুলোকে হস্তিশাবকের মতো দেখাচ্ছে। সমুদ্রগুলোকে দেখতে লাগছে ক্রীড়াসরোবরের মতো। গাছগুলোকে মনে হচ্ছে শৈবালের মতো। প্রচ্ছন্ন আর অবনত হয়েছে ক্ষিতিতল। নদীগুলোকে মনে হচ্ছে সীমান্তরেখা, আর বিশাল সৌধগুলো যেন জলের বিন্দু। সমস্ত পৃথিবীকে একটা ছোট্ট গোলাকার বস্তুর মতো দেখাচ্ছে ॥ ১১ ॥

প্রিয়ে, ঠিক হয়ে নাও। শীতল চন্দনের ভূমি মলয়পর্বতে যাব।

সৌদামনী—আর্য, তাই চলো। (উভয়ে শূন্যযানে যাবার অভিনয় করল)

সৌদামনী—স্বামী, বিশ্রাম না করে যেতে পারছি না।

বিদ্যাধর—তাহলে কোনো একটা পর্বতে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে যাব।

সৌদামনী—স্বামী, প্রিয় কথাই বলেছ। (উভয়ে অবতরণ করল)

বিদ্যাধর—সৌদামনী, দেখো দেখো—

সমুদ্রমেখলা পৃথিবী ঘন মেঘজালকে পিছনে ফেলে বেগে সামনের দিগে যেন এগিয়ে আসছে। আর ঐ গাছগুলো ক্রমশঃ বড়ো হয়ে দেখা দিচ্ছে ॥ ১২ ॥

প্রিয়ে, এই পর্বত আমাদের কিছুক্ষণ আতিথ্য করতে সমর্থ বলে বোধ হচ্ছে। তাই এখানেই বিশ্রাম করে চলে যাব।

সৌদামনী—আর্য, তাই করব।

বিদ্যাধর—সৌদামনী, এই গাছগুলোতে ফুল ধরেছে। সেই ফুলের ষষ্ঠভাগ গ্রহণ করা আমাদের ধর্ম। তাই চলো, গাছগুলোকে ঋণমুক্ত করি।

সৌদামনী—আর্য, তাই করি। (ফুল তোলার অভিনয় করতে লাগল)

বিদ্যাধর—(অবিমারককে দেখে) আরে, এ আবার কে? ও, বুঝেছি। কোনো মন্ত্রভ্রষ্ট বিদ্যাধর হবে। কারণ, অন্য-কারও এমন রূপ হতে পারে না। সৌভাগ্যক্রমে এর দেখা পাওয়া গেল। ঠিক আছে, একে এর বিস্মৃত অতীতের কথা জিজ্ঞাসা করি।

অবিমারক—যাক, দেবকার্য শেষ হল। লাফিয়ে পড়ি। (পাশে তাকিয়ে, বিদ্যাধরকে দেখে) এ আবার কে? অথবা এটা একটা স্বপ্ন। কিন্তু আমি তো সুপ্ত নই। ওঃ, মরণকালে মানুষ এরকম কিছু দেখে থাকে। এটাও সেরকমই কিছু হবে। কিন্তু যাদের বুদ্ধিনাশ হয়েছে, তারাই তো ওসব দেখে। আমি তো সবকিছু বুঝতে পারছি।[৬] ঠিক আছে, একে জিজ্ঞাসা করি। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা মহাশয়, আপনি কোন্ বংশকে অলংকৃত করেছেন?

বিদ্যাধর—শুনুন—আমি একজন বিদ্যাধর। আমার নাম মেঘনাদ। আর ইনি হলেন আমার স্ত্রী। নাম সৌদামনী। ভগবান্ অগস্ত্যকে আরাধনা করার জন্যে সব বিদ্যাধর আজ মলয়পর্বতে উৎসব আরম্ভ করেছেন। আমরাও সেখানে নিমন্ত্রিত। এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে আমরা দুজনে চলে যাব। তাই আমরা এখানে নেমেছি। এই আমাদের বৃত্তান্ত। তা আপনি কী কারণে পৃথিবীকে দেবলোক করে তুলেছেন?

অবিমারক—(আত্মগত) এখন কী বলি? এই মৃত্যুকালে মিথ্যে বলা উচিত নয়। (প্রকাশ্যে) শুনুন—আমার নাম অবিমারক। আমি সৌবীররাজের পুত্র।

বিদ্যাধর—(আত্মগত) এটা মিথ্যেকথা। এমন আকৃতি মানুষের হতে পারে না। (প্রকাশ্যে) তা কী কারণে এখানে একা একা এসেছেন?

অবিমারক—(আত্মগত) কী বলি? (মুখ নিচু করে রইল)।

বিদ্যাধর—(আত্মগত) ঠিক আছে, আমিই জেনে নিচ্ছি।

(আলৌকিক বিদ্যার আশ্রয় নিল)

ওঃ কী কষ্ট! এ ভগবান্ অগ্নির পুত্র। কিন্তু এ নিজের স্বরূপ জানে না। কুন্তিভোজের কন্যা কুরঙ্গীর প্রতি আসক্ত হয়ে এ তার সঙ্গে কামক্রীড়া করে। কিন্তু সব কিছু জানাজানি হয়ে যায়। তখন এ সেখান থেকে চলে আসে। সেখানে আবার প্রবেশ করার উপায় খুঁজে না পেয়ে প্রাণত্যাগ করতে চায়। পাহাড়ের মাথা থেকে পড়ার জন্যে এখানে উঠেছে। আর সেও (কুরঙ্গী) সেখানে বেঁচেও মরে আছে। এ কাজে আমি একে সাহায্য করতে পারব। (প্রকাশ্যে) ওহে অবিমারক, বন্ধুত্বের মধ্যে ছলনার স্থান নেই। আমি যা জেনেছি, তা আপনি লুকোতে পারেন না।

অবিমারক—বলুন।

বিদ্যাধর—আজ থেকে আমরা বন্ধু হলাম। তোমার সমস্ত অবস্থা আমার জানা হয়ে গিয়েছে। তুমি প্রাণত্যাগের জন্যে এখানে উঠেছ, তাই না?

অবিমারক—হ্যাঁ বন্ধু, তাই।

বিদ্যাধর—তোমার এই স্বীকারোক্তিতে আমি প্রীত হলাম। যদি সেখানে সকলের অগোচরে প্রবেশ করার উপায় থাবে, তাহলে তুমি কী করবে?

অবিমারক—(আনন্দের সঙ্গে) তাহলে আর কী! প্রবেশ করব। তার (কুরঙ্গীর) জন্যেই তো আমার এই মনোবিকার।

বিদ্যাধর—তাহলে, বন্ধু, এই আংটিটা দেখো। (আংটি দেখালো)

অবিমারক—বন্ধু, এ আংটিতে কী হবে?

বিদ্যাধর—এ আংটিটা ডানহাতের আঙুলে পরলে অদৃশ্য হওয়া যায়, আর বাঁ হাতের

আঙুলে পরলে স্বাভাবিক অবস্থা হয়ে যায়।

অবিমারক—তাই নাকি, বন্ধু ?

বিদ্যাধর – আচ্ছা, আমি তোমার বিশ্বাস ঘটাচ্ছি। বন্ধু, আমায় দেখতে পাচ্ছ কি ?

অবিমারক—হ্যাঁ।

বিদ্যাধর—ভালো করে দেখো।

অবিমারক—দেখছি।

বিদ্যাধর—(ডানহাতের আঙুলে আংটি পরিয়ে) বন্ধু, আমাকে দেখতে পাচ্ছ কি ?

অবিমারক—বন্ধু তোমার ছায়াও দেখা যাচ্ছে না, শরীরের তো কথাই নেই।

এই পৃথিবীতে তারা কত সুখী! যারা স্ত্রীর সঙ্গে আকাশে ঘুরে বেড়ায়, উপদেশ দিয়ে পর্বতের উপত্যকায় খেলা করে, মন্ত্রের প্রভাবে সব কিছু জানতে পারে, আর দৃশ্য বা অদৃশ্য হয়ে সুখে বিহার করে ॥ ১৩ ॥

যাক, এর প্রভাবে আমি যেন (কন্যাপুরে) প্রবেশই করেছি।

বিদ্যাধর—(বাঁ হাতের আঙুলে পরিয়ে) তাহলে আংটিটা নাও।

অবিমারক—(গ্রহণ করে) অনুগৃহীত হলাম।

বিদ্যাধর—না না, আমিই আমিই বরং অনুগৃহীত হলাম। কেননা—সজ্জন ব্যক্তি রত্নলাভে অভিলাষী মানুষকে রত্নদান করে যে-আনন্দ পায়, নিজে রত্নলাভ করে সে-আনন্দ পায় না ॥ ১৪ ॥

অবিমারক—আমার কিন্তু একটা সংশয় থাকছে। আমার শরীরে এটা পরীক্ষা করতে চাই—এ কথা বলতে আমার কেমন লাগছে।

বিদ্যাধর—তাহলে ডানহাতের আঙুলে এটা পরে নাও।

অবিমারক—বেশ। (তাই করল)

বিদ্যাধর—বন্ধু, এই খড়্গটা ধরো।

অবিমারক—বেশ। (খড়্গ ধরে, বিস্মিত হয়ে) ওঃ, এই খড়্গের কী দীপ্তি !

ইন্দ্রের বজ্র কি প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে ? অথবা, তড়িৎশিখা দিয়ে এই খড়্গ করা হয়েছে ? সূর্যের প্রভাকে লজ্জা দিয়ে দাবানলের মতো এই খড়্গ যেন সহসা বনে উপস্থিত হয়েছে ॥ ১৫ ॥

বিদ্যাধর—বাঃ, অগ্নিপুত্রের কী শক্তি ! বিদ্যাধরদের মধ্যেও কয়েকজন মাত্র এই খড়্গের প্রভাব সহ্য করতে পারে। নিশ্চয়ই ভগবান্ অগ্নি একে রক্ষা করছেন।

অবিমারক—(খড়্গ দেখে) ওঃ, স্বর্গীয় বিদ্যার কী প্রভাব !

আমি দিব্য স্বভাব লাভ করেছি এবং বিশিষ্টগুণেরও অধিকারী হয়েছি। এসব গুণ না থাকায় সাধারণ মানুষ শরীর থাকলেও তা জানতে পারে না ॥ ১৬ ॥

বন্ধু, আমার কাজ শেষ হয়েছে। খড়্গ নাও।

বিদ্যাধর—তোমার যা ইচ্ছে ! বন্ধু জেনে রাখো—এই আংটির প্রভাবে যে অদৃশ্য হবে, তাকে যে ছুঁয়ে থাকবে সেও অদৃশ্য হবে। আবার তাকেও যে ছুঁয়ে থাকবে, সেও অদৃশ্য হবে।

অবিমারক—আনন্দিত হলাম, বন্ধু। এটা এক সৌভাগ্যের পর আর-এক সৌভাগ্য। বন্ধু আমার জন্যে বোধহয় তোমার দেরি হয়ে গেল। এখন আর দেরি করে কাজ নেই।

বিদ্যাধর—যদি বিদায় দাও, যেতে পারি।

অবিমারক—বেশি কথায় কাজ কী?

তোমাদের মতো অলৌকিক বিদ্যার অধিকারী মানুষদের সঙ্গে কি আমাদের মতো মানুষ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ইচ্ছে পোষণ করতে পারে? জীবনদান করে তুমি তো আমাকে কিনে নিয়েছ। আমি তোমার ভৃত্য। কী করতে হবে বলো ॥ ১৭ ॥

বিদ্যাধর—তোমার মনে কোনো ছল নেই—তা আমি জানি। যদি তুমি আমার কথা অনুসারে চল, তাহলে—

আমার ও আমার স্ত্রীর কথা রাজকুমারীকে জানাবে। বন্ধু, দুঃখের সঙ্গে আমাকে স্মরণ কোরো, আমার গতির দিকে লক্ষ্য দাও। সোহাগভরে রাজকন্যার চিত্তবিনোদন কোরো। যখনই কোনো কাজে দরকার পড়বে, আমি তোমার পাশে থাকব ॥ ১৮ ॥

তুমি একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ, তাই তোমাকে আমার মন ছাড়তে চায় না। আচ্ছা বন্ধু, এখন চলি।

অবিমারক—যাও, আবার যেন দেখা হয়।

বিদ্যাধর—নিশ্চয়। (প্রিয়ার সঙ্গে বিদ্যাধর উপরে চলে গেল)

অবিমারক—(উপরে তাকিয়ে) মেঘনাদ গগনসমুদ্রে ডুবে গিয়েছে।

ঐ রূপবান্ বিদ্যাধর উপরদিকে চলার গতিতে ক্রমশঃ ক্ষীণ হতে হতে চলেছে। তার মুকুটের মণিগুলো নক্ষত্রসমূহকে ঘর্ষণ করছে। বাতাসে তার সামনের চুলগুলো উড়ছে। গুহাসদৃশ মেঘ তার গায়ের রংকে স্পর্শ করে ঢেকে দিয়েছে। অসিবন্ধ ভালো করে বাঁধা আছে। তার যুবতি প্রিয়তমা তার কটিদেশকে হাতে ধরে ঢেকে রেখেছে। বাতাসে তার উত্তরীয় উড়ছে ॥ ১৯ ॥

অলৌকিক বিদ্যার বলে এও (সৌদামনী) প্রণয়ীকে অনুসরণ করছে।

আকাশে বিদ্যুতের প্রভার মতো একেও মেঘের মধ্যে কখনও দেখা যাচ্ছে, আবার কখনও দেখা যাচ্ছে না। পতির দেহের উপরে এ নিজের শরীরের ঊর্ধ্বভাগ স্থাপন করে আছে। গতিবেগের ফলে এর মাথার পাশের চুলগুলো শিথিল হয়ে পড়েছে। পুষ্ট স্তনের আলোড়নে এর কটিদেশ খিন্ন ও শ্রান্ত বলে মনে হচ্ছে ॥ ২০ ॥

যাক্ মেঘনাদ চলে গিয়েছে। আমিও আজই নগরে রওনা দেব। যাই, নেমে পড়ি। (নেমে) যেন পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে। ঠিক আছে, এই শিলাতলে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে তারপর যাব। (বসল)

(বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূষক—হায়! সৌবীররাজ নাম নিয়েছেন ভালোই। কিন্তু কী দুর্ভাগ্য তাঁর। দীর্ঘদিন তিনি ছিলেন অপুত্রক। অবশেষে ধর্মকর্ম করে আর দেবতাদের অনুগ্রহে এক সুপুত্র লাভ করলেন। সেরকম পুত্র পৃথিবীতে দুর্লভ। কিন্তু আবার তিনি আগের মতোই হয়ে পড়লেন। আমার জীবনের শেষ হয়ে এসেছে, আর তার প্রিয়জনদেরও দুর্ভাগ্য। এসব কারণেই কুমার হারিয়ে গিয়েছে। (ঘুরে) আজই রানীমা বললেন—কুমার নিরাপদেই চলে গিয়েছে। আর কেই-বা জানে—অতি সুকুমার রাজকুমার কামদেবের তাড়নায় একাকী

বেড়িয়ে ভালো আছে কি নেই। আমিও সারা জগৎ ঘুরে কুমারকে অথবা তার শরীরকে দেখব। যদি তাকে দেখতে না পাই, পরজন্মে তার সহায় হব। শ্রান্ত হয়ে পড়েছি। ঠিক আছে, এই গাছের ছায়ায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে তারপর যাব।

অবিমারক—সন্তুষ্টের কী দশা ঘটেছে কে জানে? যদি সে শোনে যে আমি চলে এসেছি, তাহলে সে ভালো থাকবে। যদি না শোনে, ব্রাহ্মণ মরবে। তাকে ছাড়া আমার কোনো কাজই যে হবে না?

আড্ডাতে সে হল আমার আনন্দদাতা, যুদ্ধে যোদ্ধা, শোকে গুরু, শত্রুদের বিরুদ্ধে দুঃসাহসী, আমার মনের মহোৎসব। বেশি বলে কাজ কী? সে আমার শরীরের অর্ধভাগ ॥ ২১ ॥

(চারদিক তাকিয়ে) আচ্ছা, কোনো পথিক যেন ছায়ায় ঘুমোচ্ছে। (কাছে গিয়ে) আরে, আমার হৃদয়ের আনন্দ হঠাৎ এসে গিয়েছে। একে আলিঙ্গন করার জন্যে আমার তর সইছে না।

বিদূষক—(ঘুম থেকে উঠে) অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছি। চলি এবার। যাদের মনোরথ নষ্ট হয়েছে, তাদের আবার বিশ্রাম কী? (ঘুরে, অবিমারককে দেখে) কী? সেই অবিমারক না!

অবিমারক—আরে বন্ধু সন্তুষ্ট যে! (উভয়ের পরস্পরকে আলিঙ্গন)

বিদূষক—(জোরে হেসে) বলো বন্ধু, বলো—এতদিন তুমি কী করেছ?

অবিমারক—বন্ধু, এই করেছি। (ডানহাতের আঙুলে আংটি পরে অদৃশ্য হয়ে গেল)

বিদূষক—হায়, হায়! কোথায় গেলেন তিনি? দেখতে পাচ্ছি না কেন? আঃ, তাঁকে নিয়েই আমার চিন্তা, তাই তাঁকেই যেন দেখছি। আচ্ছা, আবার সামনে আনাচ্ছি। দেখো বন্ধু, যদি নিজেকে লুকিয়ে রাখ, তাহলে অন্য শাপ পড়বে তোমার উপরে।

অবিমারক—বন্ধু, এই তো আমি।

বিদূষক—কই, কোথায় তুমি?

অবিমারক—(বাঁ হাতের আঙুলে আংটি পরে) বন্ধু, এই যে আমি।

বিদূষক—প্রথমে ছিলে শুদ্ধ অবিমারক, এখন হয়েছ মায়াবী অবিমারক। তা মায়াবী, কন্যাপুরে এভাবে লুকিয়ে ঘোরাফেরা করলে না কেন?

অবিমারক—বন্ধু, এটা তো এইমাত্র পেলাম।

বিদূষক—বাঃ চমৎকার! কোথা থেকে পেলে এটা?

অবিমারক—অন্তঃপুরে গিয়ে সবকিছু বলব।

বিদূষক—এখন কী তুমি ক্ষুধার্ত?

অবিমারক—মূর্খ, প্রচ্ছন্ন হয়ে সেখানে প্রবেশের জন্যে তাড়াতাড়ি এসো। আমার হাত ছেড়ো না।

বিদূষক—কী আশ্চর্য কি আশ্চর্য! আমিও অদৃশ্য হয়ে গিয়েছি। আরে, আমার শরীর আছে, না নেই? উচ্ছিষ্ট করে দেব। থু থু।

অবিমারক—মূর্খ, দেরি কোরো না। প্রিয়াকে দেখার জন্যে আমার তর সইছে না। (টানতে লাগল)

বিদূষক—আমার বিশ্বাস নেই।
অবিমারক—আঃ, খাবার সময়ের জন্যে অপেক্ষা করছি।
বিদূষক—কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে যাব।
অবিমারক—কুরঙ্গী কি আমাকে স্মরণ করছে না?
বিদূষক—সেই নগ্ন আর অন্ধ সন্ন্যাসিনী কি এখনও বেঁচে আছে?
অবিমারক—দোহাই বন্ধু, তোমাকে দোহাই। তাড়াতাড়ি এসো।
বিদূষক—পড়া শেষ করে যেমন বালক ছাত্র বাড়ি ফেরার জন্যে তাড়াতাড়ি করে, তুমিও তেমনি করছ কেন?
অবিমারক—মূর্খ, এসো এদিকে।
বিদূষক—আমাকে টানবে না, আমি তোমার পিছনে যাচ্ছি।
অবিমারক—(ঘুরে) এই যে নগর।
বিদূষক—আমি এখন নগরের শোভা দেখি।
অবিমারক—এই হল রাজপ্রাসাদ।

ভয়ে ভয়ে সাহসে ভর করে এই রাজপ্রাসাদে আমি রাত্রে প্রবেশ করেছিলাম। এখন আবার চতুর ব্যক্তি যেমন সজ্জনদের সভায় প্রবেশ করে, ঠিক তেমনি দিনের বেলায় মায়াবলে আমি সেই রাজপ্রাসাদে অসঙ্কোচে প্রবেশ করছি ॥ ২২ ॥

(ঘুরে) স্নান সেরে কুরঙ্গী এখন নিশ্চয়ই প্রাসাদের ভিতরে আছে।
বিদূষক—চলো, যেখানে ইচ্ছে ঢুকে পড়ি। ভিক্ষের বেলা বয়ে যায়।
অবিমারক—এসো, ভিতরেই ঢোকা যাক। (প্রবেশ করে)—

যে-নগরে বা গৃহে মনস্বীরা একবার দুর্লভ বস্তু লাভের চেষ্টায় এসে সুখে বাস করে গিয়েছেন এবং কৃতার্থ হয়েছেন, সেখানে আবার বিশেষ কর্ম নিয়ে তাঁরা আনন্দিত মনে প্রবেশ করে থাকেন ॥ ২৩ ॥

(উভয়ে নিষ্ক্রান্ত)

॥ চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × × পঞ্চম অঙ্ক × × × × × × × × × × × × ×

(কুরঙ্গী ও নলিনিকার প্রবেশ)

নলিনিকা—রাজকুমারী, সন্তাপ ভোগ করে কাজ নেই। চলুন, কন্যাপুরের প্রাসাদে উঠে চোখ জুড়োই।
কুরঙ্গী—সখী, তুই কি আমার মনের কথা জেনে ফেলেছিস্? বর্ষাকালের প্রিয় ফুল হল বকুল, সরল, সর্জ, অর্জুন, কদম্ব, নীপ, নিচুল এইসব। আর কী মিষ্টি গন্ধ এ সব ফুলের! আমাকে আনন্দ দেবার জন্যে পরিজনেরা এ ফুলগুলো এনে রেখেছে। তারা আমার মনের অবস্থা জানে না। এ ফুলগুলো আমাকে উন্মত্ত করে তুলেছে। আর ময়ূরগুলোও আমাদের রাজকুলের মনে পীঠ-মর্দের কাজ ভালোভাবেই করে চলেছে। আমরা তাদের সবসময় লালন করি। তবুও তাদের দেশ ও কালের জ্ঞান জন্মায় নি। তাই তারা বেশি জানায়

ভাব দেখাচ্ছে। শুকসারিও গল্প বলতে আরম্ভ করেছে। আমার নৈরাশ্যের কথা না জেনে আর এক ভুতিকসারিকা এসে বলছে—'সর্বলোকের কথা আমি বলব।' আমার রোগের অবস্থা জানতে এসে পরিজনেরাও আমাকে বার বার স্বাস্থ্যের কথা জিজ্ঞাসা করছে। তাই প্রাসাদের ছাদে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে চাই।

নলিনিকা—রাজকুমারীর যা অভিরুচি। তাই চলুন। (উভয়ে ছাদে উঠল)

কুরঙ্গী—সখী, এখানেও দেখছি মহা অনর্থ উপস্থিত। বিদ্যুতের প্রভা নিয়ে কালমেঘ উঠেছে।

নলিনিকা—রাজকুমারী, উৎকণ্ঠার দরকার নেই। দেখুন, দেখুন—নতুন মেঘে সূর্য ঢাকা পড়েছে। ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। কী সুন্দর দেখাচ্ছে আকাশটাকে।

কুরঙ্গী—হ্যাঁ, ঐ রমণীয় আকাশকেই দেখছি।

(অবিমারক ও বিদূষকের প্রবেশ)

অবিমারক—বন্ধু, ঐ কুরঙ্গীকে দেখা যাচ্ছে। ও—

কামরোগে ভুগছে। তাই কাল-অগুরু বা চন্দন লেপন করে নি, অলংকার ছেড়েছে, প্রেমের হাবভাবও চলে গিয়েছে। অথচ স্বভাব-সুন্দর দেহে কী সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে। মনে হচ্ছে ও যেন কারণরহিত বেদশ্রুতি[২] ॥ ১ ॥

বিদূষক—তুষ্ট হলাম। তুমি সারা জগতে নিজেকে সবচেয়ে বেশি সুন্দর বলে মনে কর। এখন কিন্তু রাজকুমারীর স্বভাব-রমণীয় রূপের কাছে হেরে গেলে। আমার মনে হয়—তোমার বিরহে ইনি রোগা হয়ে গিয়েছেন। তবুও ইনি নব-চন্দ্রকলার মতো দৃষ্টির তুষ্টিবিধান করছেন।

অবিমারক—বন্ধু, বড়ো পণ্ডিতের মতো কথা বলছ যে। ব্যাপার কী ?

বিদূষক—তোমার সঙ্গে দীর্ঘদিনের পরিচয় থাকার ফলে আমাকে পরিহাস করছ। অপরিচিত মানুষ আমার বুদ্ধির কথা জানে না। তাই তারা আমাকে কত প্রশংসা করে। তা জেনে আমি এ নগরে কারও সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশি না।

অবিমারক—উদাসীন হবার দরকার নেই। বহুলোকে ঘিরে থাকার ফলে প্রেয়সীকে ডাকার সুযোগ পাচ্ছি না। সে এখন প্রাসাদে আছে। তাই সেখানে গিয়েই তাকে ডাকব।

বিদূষক—ঠিক বলেছ। প্রাসাদে উঠি চলো।

অবিমারক—বন্ধু, খুব সাবধানে উঠো, যাতে পায়ের শব্দ না হয়।

বিদূষক—দেখো, তা সম্ভব নয়। কেউ কি উচ্ছিষ্ট না করে খেতে পারে ? আমি এখানে থাকছি। আপনিই উঠে যান।

অবিমারক—যদি আমি ছেড়ে দিই, তাহলে তোমাকে সকলে দেখে ফেলবে।

বিদূষক—ওঃ, এ কথাটা আমি ভুলে গিয়েছিলাম। বার বার আমাকে মনে করিয়ে দেবে।

অবিমারক—এসো তাহলে। (উঠে, তাকিয়ে) বন্ধু, এই আমার প্রেয়সী শিলাতলে নলিনিকার সঙ্গে বসে আছে। সে—

বাম হাতে অতি বিষণ্ন মুখ রেখে বসে আছে। কামের উদ্দীপক বর্ষাকালকে

সহ্য করতে পারছে না। চোখের জল রোধ করবার জন্যে অপলকদৃষ্টিতে উপরদিকে চেয়ে আছে। ব্যাকুল মনে কিছু ভাবছে[২] ॥ ২ ॥

কুরঙ্গী—(স্বগত) মৃতের মতো বেঁচে থেকে কী লাভ ?

(প্রকাশ্যে) নলিনিকা, যা স্নানের জিনিস নিয়ে মাগধিকাকে আসতে বল্ ।

নলিনিকা—রাজকুমারীকে একা ফেলে আমি কী করে যাব ? এখানে আর কেউ নেই।

হরিণিকা—(প্রবেশ করে) রাজকুমারীর জয় হোক। রাজকুমারী, রানীমা জানতে চেয়েছেন—এখন মাথাব্যথা কেমন আছে ! এই ওষুধটাও লাগান।

কুরঙ্গী—নলিনিকা, তুই যা। বৃষ্টি পড়া আরম্ভ হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। নতুন বৃষ্টিতে স্নান করতে ইচ্ছে করছে। তাই তাড়াতাড়ি স্নানের সামগ্রী নিয়ে আয়।

নলিনিকা—রাজকুমারীর যা আদেশ।

অবিমারক—এ কী করতে চায় !

কুরঙ্গী—সখী, একবার এদিকে আয়।

নলিনিকা—রাজকুমারী, এই এসেছি।

কুরঙ্গী—সখী, তোর শরীরটা ঠাণ্ডা, না ?

নলিনিকা—তা জানি না, রাজকুমারী।

কুরঙ্গী—সখী, আয়, আমাকে আলিঙ্গন কর্ ।

নলিনিকা—বেশ। (আলিঙ্গন করল)

কুরঙ্গী—সখী, তোর শরীর খুব ঠাণ্ডা আর সুন্দর।

নলিনিকা—ধন্যবাদ।

কুরঙ্গী—সখী, আমার শরীরের তাপ যেন চলে গিয়েছে।

(স্বগত) হায়, আমার সখীর সঙ্গে প্রীতিবিনিময় করলুম। এর শরীরের সঙ্গে সংস্রব আজ থেকে শেষ হল। (প্রকাশ্যে) এখন তুই যা।

নলিনিকা—রাজকুমারীর যা আদেশ। (নিষ্ক্রান্ত)

হরিণিকা—রাজকুমারী, রানীমাকে কী বলব ?

কুরঙ্গী—জানাবি—এখন আমার রোগ সেরে গিয়েছে, আমি ভালো আছি।

হরিণিকা—যদি তিনি জিজ্ঞাসা করেন—কী করে তুই জানলি ? তাহলে কী বলব ?

কুরঙ্গী—তুই ভালো করে জেনেছিস। আরও বলবি যে এই ওষুধটাতে ভালো হয়ে গিয়েছি।

হরিণিকা—রাজকুমারী যা আদেশ করেন। (নিষ্ক্রান্ত)

অবিমারক—ও কী করতে চায় !

তন্বী উষ্ণ নিঃশ্বাস নিচ্ছে। অশ্রুভরা চোখে চারদিকে বার বার তাকাচ্ছে। কী করতে চায় ও ? ॥ ৩ ॥

কুরঙ্গী—ঠিক হয়েছে। এই উত্তরীয় দিয়ে নিজেকে বেঁধে আত্মহত্যা করব। (উঠে তাই করতে করতে, মেঘের গর্জন শুনে) আঃ আমাকে বাঁচাও, বাঁচাও।

অবিমারক—বন্ধু, এর পর আর উপেক্ষা করা যায় না। (বাঁ হাতের আঙুলে আংটি পরে) ভয় নেই, প্রিয়ে, ভয় নেই। (কুরঙ্গীকে তুলল)।

কুরঙ্গী—(আনন্দে) এ কি সত্যি ! আমি যেন বোকা বনে গিয়েছি।

অবিমারক—প্রিয়ে, ভয় ত্যাগ করো। (আলিঙ্গন করল)

কুরঙ্গী—আশ্চর্য, একমুহূর্তেই আমার শরীরের দাহ যেন চলে গেল।

অবিমারক—এর সঙ্গে এই আলিঙ্গন

মনঃসংযোগের ফলে চিরপরিচিত, আর প্রথম মিলনের চেয়েও এটা আরও বেশি রোমাঞ্চকর। সাহসী রাজা সম্মুখযুদ্ধে নেমে বিজয়লাভ করে যে-আনন্দ ভোগ করে, আমিও তেমনি আনন্দ উপভোগ করছি।

বিদূষক—ইনি কাঁদতে আরম্ভ করলেন কেন? অতিমাত্রায় সন্তাপের কী আছে? অথবা আমিও কাঁদি। এ অবস্থায় আমার চোখ থেকে এক ফোঁটাও জল বেরোচ্ছে না যে! এ জিনিসটা বড়োই দুর্লভ। আরে আমাদের বাবা যখন মারা গেলেন, তখনও অনেক চেষ্টা করে কাঁদতে লাগলাম। কিন্তু চোখের জল বেরোল না। অন্যের কষ্টের বেলায় তো কথাই নেই। তবুও উদ্বিগ্ন না হয়েই কাঁদি।

অবিমারক—আর রসিকতার দরকার নেই। স্নেহের মধ্যে ছলনা নেই।

তোমার কিংবা আমার বুদ্ধিকে দোষ দেওয়া যায় না, যদিও আমরা তার দ্বারা যথেষ্ট হাস্যাস্পদ হই। কার্যনির্বাহে প্রাজ্ঞ ও মূর্খের শরীর সমানভাবে প্রযুক্ত হয়, কিন্তু বুদ্ধি প্রযুক্ত হয় না ॥ ৫ ॥

নলিনিকা—(প্রবেশ করে) হরিণিকা! এই হরিণিকা! দরজা বন্ধ কেন? হায়, দরজা বন্ধ করে সে নিজেকে সন্তাপমুক্ত করবে বলে মনে হয়। হরিণিকা, এই হরিণিকা! হায়, যা ভয় করেছি, তাই ঘটেছে।

অবিমারক—নলিনিকার গলার স্বর বলে মনে হচ্ছে। বন্ধু, দরজাটা খুলে দাওতো।

বিদূষক—যা তোমার আদেশ। (দরজা খুলে) আসুন, আসুন মহাশয়া।

নলিনিকা—এ লোকটা আবার কে!

বিদূষক—ঠিক ধরেছ। বাঃ, এটাই হল রাজবংশের বিশেষত্ব। আমাকে দেখে কে আবার পুরুষ বলে? আরে, আমি একজন স্ত্রীলোক।

অবিমারক—নলিনিকা, এখন ভিতরে এসো।

নলিনিকা—আরে রাজকুমার যে! রাজকুমার, নমস্কার। আচ্ছা রাজকুমার, এ লোকটা কে?

বিদূষক—আমি পুষ্করিণী-নামে চেটী।

অবিমারক—সন্তুষ্ট-নামে যার কথা আমি সবসময় বলে থাকি, এ সেই ব্রাহ্মণ।

নলিনিকা—আঃ, শহরের বাজারে দোকানের বারান্দায় এ ব্রাহ্মণকে তো আমি আগে দেখেছি।

বিদূষক—নিশ্চয় দেখেছেন। যজ্ঞোপবীত থাকায় আমি ব্রাহ্মণ, গৈরিক বসন পরলে আমি সন্ন্যাসী, আর কাপড়টা খুলে ফেললেই আমি হয়ে যাই দিগম্বর ভিক্ষু। তা মহাশয়া, এগুলো কী?

নলিনিকা—রাজকুমারীর স্নানের সামগ্রী।

বিদূষক—ইনি তো ক্ষুধায় কাতর, তার উপরে আবার কাঁদছেন। তাই এই সব স্নানের সামগ্রীতে কী হবে? যাও, তাড়াতাড়ি খাবার আনো দেখি? আমি আগে খেয়ে নিই।

নলিনিকা—আরে দুষ্ট ব্রাহ্মণ, এগুলোকেও খাবার জিনিস বলে ভাবছ? থাক্ ও-

সব কথা। দিনের বেলায় রাজপথে কত লোক আনাগোনা করছে। কী করে রাজকুমার রাজপ্রাসাদে ঢুকলেন!

অবিমারক—সন্তুষ্ট তোমাকে সব কথা বলবে।

নলিনিকা—এই আন্তরিক কথায় আমাকে চলে যেতে হচ্ছে। ঠিক আছে, একে নিয়ে চতুঃশালায় যাই। সেখানে অন্যান্য সকলের সঙ্গে ব্যাপারটা শুনব। এসো ব্রাহ্মণ! (টানতে লাগল)

বিদূষক—বাঁচাও, বাঁচাও।

কুরঙ্গী—এই ব্রাহ্মণ বড়ো মজার।

অবিমারক—বন্ধু, তুমি খুব মজার লোক।

বিদূষক—কে আমাকে এখানে অবিশ্বাস্য বলে? আমি হাস্যাস্পদ নই, উনিই বরং হাস্যাস্পদ, কারণ উনি নিজের অবস্থা বুঝে কিছু করতে গিয়েছিলেন। তারপর মেঘের শব্দ শুনে সব ভুলে পড়ে গেলেন।

কুরঙ্গী—অ্যাঁ, তাও আপনারা দেখেছেন!

নলিনিকা—দয়া করে এবার এসো ব্রাহ্মণ!

বিদূষক—যদি খাবার দাও, তাহলে যেতে পারি। অতিথিকে খাবার দেওয়া উচিত।

নলিনিকা—এসো, আমার সব গয়না তোমাকে দিচ্ছি।

বিদূষক—শুধু 'ঘি' নাম উচ্চারণ করলেই পিত্ত-নাশ হয় না। আমার হাতে আগে দাও।

নলিনিকা—এই নাও। (গয়না খুলে দিল)

বিদূষক শুনুন মহাশয়া।

নলিনিকা—আরে বোকা বামুন, চতুঃশালে বসে সবার সঙ্গে শুনব।

বিদূষক—ঐ ভদ্রমহিলাকে জিজ্ঞাসা করে আসি।

নলিনিকা—তুমি কে? আমার সব গয়না নিয়ে আমার পতি হয়ে গিয়েছ। এসো এখন। (হাত দিয়ে বিদূষককে ধরল)

বিদূষক—মহাশয়া, এরকম করবেন না। আমি বড়ো দুর্বল।

নলিনিকা—তুমি যে দুর্বল, তা আমি জানি। যদি দুর্বল হও, তাড়াতাড়ি এসো।

বিদূষক—হ্যাঁ মহাশয়া, যাচ্ছি। (উভয়ে নিষ্ক্রান্ত)

অবিমারক—প্রিয়ে, দেখো দেখো বর্ষাকালের প্রিয় ঐ কালো মেঘগুলোকে। কী সুন্দর দেখতে!

ঐ সব—

কালো মেঘ নানা রূপ ধারণ করে মহা আড়ম্বরে বর্ষার আগমন ঘোষণা করে। ইন্দ্রের গাভীর মতো দেখাচ্ছে ওদের। নক্ষত্র ও অন্যান্য গ্রহের যবনিকা এই সব মেঘ। তড়িৎ-সর্পিণীর বাসের জন্যে ওরা বল্মীকের রূপ ধারণ করে। আকাশপথে গুল্মের মতো জন্মেছে ওরা। ওরা যেন কামদেবের বাণের নিশান-গিরি, রুষ্ট অঙ্গনাদের সন্ধিপালক, পর্বতের স্নানের জন্যে জলের কলস। সমুদ্র থেকে এরা জলভিক্ষা হরণ করে, সূর্য ও চন্দ্রকে অর্গল দিয়ে রুদ্ধ করে। এরা যেন দেবতাদের যান্ত্রিক জলসত্র ॥ ৬ ॥

কুরঙ্গী—আর্যপুত্র, এখন ওদের দেখতে কী সুন্দর!

অবিমারক—আহা, বিপুল অথচ বিরল ধারাপাত আরম্ভ হয়েছে।

গগনসমুদ্রে ঊর্মিমালার মতো এই মেঘগুলো গর্জন করছে। মেঘের অঙ্কুরের মতো বৃষ্টিপাত হচ্ছে। রাক্ষসীর ভ্রূকুটির মতো তড়িৎ খেলা করছে। নবযৌবনপ্রাপ্ত যুবতির নিবিড়-স্তন-মর্দনের কাল এসে উপস্থিত হয়েছে ॥ ৭ ॥

কুরঙ্গী—আর্যপুত্র, এখন বৃষ্টি শুরু হয়েছে।

অবিমারক—প্রিয়ে, এসো ভিতরে যাই।

কুরঙ্গী—(আনন্দে) আর্যপুত্রের যা আদেশ।

(উভয়ে নিষ্ক্রান্ত)

॥ পঞ্চম অঙ্ক সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × × × ষষ্ঠ অংক × × × × × × × × × × × × × ×

(ধাত্রীর প্রবেশ)

ধাত্রী—আহা, ভাগ্যের কী চপলতা! রাজকুমারীকে প্রথমে মহারাজ সৌবীররাজ বিষ্ণুসেনের জন্যে নির্বাচন করেছিলেন। এখন কিন্তু অন্য একজনের সঙ্গে রাজকুমারীর ঘনিষ্ঠতা জন্মেছে। এ ব্যক্তির বংশপরিচয় অজ্ঞাত, আর মনুষ্য-লোকে তাঁর আকৃতি ও গুণ নিতান্তই দুর্লভ। এখন আবার অমাত্য ভূতিক কাশিরাজের পুত্র জয়বর্মাকে এনে রাজকুলে প্রবেশ করেছেন। সঙ্গে রানী সুদর্শনাও এসেছেন। কাশিরাজ নিজে যজ্ঞকর্মে ব্যস্ত আছেন। তাই আসতে পারেন নি। কী যে ঘটবে!

(বসুমিত্রার প্রবেশ)

বসুমিত্রা—ওঃ, একেবারে বিরুদ্ধচরিত্রের লোক হলেন জ্যোতিষীরা। তাঁরা শুধু বিশেষ নক্ষত্রের কথাই চিন্তাই করছেন, কাজের গুরুত্ব বুঝছেন না। আজই রাজকুমার এলেন, আর আজই বিয়ের দিন ধরে বসলেন।

(ঘুরে) আচ্ছা, জয়দাকে যেন উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে। ও কিছু চিন্তা করছে। মনটাও ওর প্রসন্ন নয়।

ও জয়দা, রানীমা তোকে আসতে বলেছেন।

ধাত্রী—সখী, কেন তিনি ডেকেছেন জানিস্?

বসুমিত্রা—কী আর? এ ব্যাপারে কী করা উচিত, সেই নিয়ে আলোচনা করতে!

ধাত্রী—এখন রানীমার অভিপ্রায় কী?

বসুমিত্রা—নিজের বংশজাত বিষ্ণুসেনের অবস্থা না জেনে তিনি জয়বর্মাকে কন্যা দান করতে চান না। কিন্তু সৌবীররাজের পুত্রের কথা জানতে না পেরে মহারাজ মনে মনে খুবই কষ্ট পেয়েছেন।

(নলিনিকার প্রবেশ)

নলিনিকা—আগে জানিয়ে সব সংকট আমাদের কাছে আজ এসে হাজির হয়েছে। (ঘুরে, তাকিয়ে) এই যে আমার মাকে দেখছি। বসুমিত্রার সঙ্গে কী যেন আলোচনা করছে। কাছে গিয়ে দুঃখের সংবাদ শুনব।

বসুমিত্রা—সখী নলিনিকা, এদিকে আয়; তুই কঞ্চুকীর সঙ্গে বাস করিস্। তাই রাজবাড়ির খবর জানিস্।
নলিনিকা—হ্যাঁ, নতুন খবর। সেটা জানাতেই তো এসেছি।
বসুমিত্রা—বল্ তো বাছা।
নলিনিকা—সৌবীররাজের মন্ত্রীরা দূত পাঠিয়ে জানিয়েছেন—'আমাদের প্রভু স্ত্রী-পুত্র নিয়ে আপনার নগরে গোপনে বাস করছেন বলে চরের মুখে শুনেছি। এ ব্যাপারে আপনি খোঁজ নিন।'
উভয়ে—কী! গোপনে বাস করছেন! তারপর তারপর!
নলিনিকা—তারপর এসব শুনে আর চিঠির শেষ পর্যন্ত দেখে আর্যভূতিকের সঙ্গে মহারাজ তাঁর খোঁজ করতে বেরিয়েছেন।
ধাত্রী—কী যে হবে!
বসুমিত্রা—নলিনিকা, তুই এখন ভিতরে যা।
নলিনিকা—আপনি যা বলেন। (নিষ্ক্রান্ত)
বসুমিত্রা—আয়, আমরা দুজনে রানীমার সঙ্গে দেখা করি।
ধাত্রী—চল্, তাই করি। (উভয়ে নিষ্ক্রান্ত)

॥ প্রবেশক সমাপ্ত ॥

সৌবীররাজ ও ভূতিকের সঙ্গে কুন্তিভোজের প্রবেশ)

কুন্তিভোজ—বন্ধু, কতদিন পরে তোমাকে দেখছি। আমার মুখ দেখছ কি? গাঢ় আলিঙ্গন দাও, বন্ধু! বাল্যকালের কথা স্মরণ করো। প্রীতিভরে অপলক চোখে তোমায় দেখে স্নেহের বশে আজ যেন তোমার সঙ্গে নতুন করে বন্ধুত্ব গড়ে উঠল। ১ ॥
সৌবীররাজ—আপনার যা ইচ্ছা। (উভয়ে আলিঙ্গন করলেন)
কুন্তিভোজ তোমার মন যেন চিন্তাকুল, চোখের জলে আর গদ গদভাবের ফলে তোমার কথা বাধা পাচ্ছে। তোমার চোখ সজল মুখও অপ্রসন্ন। আনন্দের সময়ে এ বিকার কেন? ॥ ২ ॥
সৌবীররাজ—আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটায় আমি অপ্রসন্ন নই, কিন্তু পুত্রস্নেহ আরও বলবান্।
পুত্রের জন্যে আমার যে-শোক হৃদয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে, আজ আপনার মতো বন্ধু পেয়ে সেই শোকই চোখের জল হয়ে নির্গত হচ্ছে ॥ ৩ ॥
কুন্তিভোজ—পুত্রের জন্যে শোক কেন?
ভূতিক—প্রভুকে জানিয়ে রাখি—গত এক বছর ধরে রাজকুমারকে দেখা যাচ্ছে না।
সৌবীররাজ—পুত্রস্নেহ বলবান্। দেখুন—
আমি আজ আমার পুত্র অবিমারকের কথা ভাবছি। অতুলনীয় বল, বীর্য ও রূপ তার। আপনার চরণধুলোয় তার কেশাগ্রভাগকে শোভিত করে সে যদি বেঁচে থাকে, তাহলে আমার থেকে ভাগ্যবান্ আর কে? ॥ ৪ ॥
ভূতিক—(আত্মগত) কুমারের জন্যে এঁর মনস্তাপ বাড়তেই থাকবে। আমি প্রসঙ্গটাই পাল্টে দিই।
(প্রকাশ্যে) আপনার এ বিপদ এল কী করে?

কুন্তিভোজ—এই বেদনাদায়ক ঘটনা শুনে আমি এ কথা জিজ্ঞাসা করতেই ভুলে গিয়েছি।

সৌবীররাজ—শুনুন—ভূতিক কিন্তু জানেন। তাহলেও, আপনি কি আমার মুখ থেকে শুনতে চান ?

কুন্তিভোজ—শুনছি।

সৌবীররাজ চণ্ডভার্গব নামে মহারাগী ব্রহ্মর্ষির কথা নিশ্চয় জানেন।

কুন্তিভোজ—শুনেছি বটে সেই তপস্বীর কথা।

সৌবীররাজ—তিনি আমার রাজ্যে এলেন। গহন বনে তাঁর শিষ্যকে বাঘ আক্রমণ করে মেরে ফেলল।

কুন্তিভোজ—তারপর ?

সৌবীররাজ—তারপর সেই সময়ে আমিও মৃগয়ায় বেরিয়ে হঠাৎ সেখানে উপস্থিত হলাম।

কুন্তিভোজ—তারপর, তারপর ?

সৌবীররাজ—তারপর আমাকে দেখে তিনি নানাভাবে গাল দিতে আরম্ভ করলেন। তাঁর রাগ বাড়ছিল। তাতে ভ্রূকুটি দেখা দিল। আর সেই ভ্রূকুটির রেখায় তাঁর মুখকে ভীষণ দেখাচ্ছিল। জটাভার ঝুলে পড়েছিল। শিষ্যের উপরে হাত রেখে ক্রোধানলে তিনি যেন আমাকে দগ্ধ করছিলেন। তিনি আমার কথা শুনতে চাইলেন না। রাগে তাঁর কথা স্খলিত হচ্ছিল।

কুন্তিভোজ—তারপর, তারপর ?

সৌবীররাজ—তারপর ভবিতব্যের প্রাবল্যহেতু আমিও আত্মসংযম হারিয়ে ক্রোধে বললাম—'আপনি কী ঘটেছে, তা বলছেন না, অথচ অকারণে আমাকে গাল দিচ্ছেন। ক্রোধ থাকায় আপনি তপস্যার পাত্র নন। দেবর্ষির বেশে আপনি একজন চণ্ডাল' ॥ ৫ ॥

কুন্তিভোজ—অনুচিত কথা বলেছেন।

সৌবীররাজ—তা শুনেই তিনি 'কী বললে, কী বললে'—এই বলে আমাকে অভিশাপ দিতে লাগলেন। আজ্য-ধারায় সিক্ত ভগবান্ হুতাশনের মতো তাঁর চোখদুটো জ্বলছিল। বার বার তিনি মাথা নাড়ছিলেন।

আমি একজন প্রধান ব্রহ্মর্ষি। আমাকে তুমি চণ্ডাল বললে। তাই তুমি স্ত্রীপুত্রসমেত চণ্ডালত্ব লাভ করবে ॥ ৬ ॥

কুন্তিভোজ—আহা, সামান্য ঘটনা থেকে মহাপুরুষদের বিপদ আসে।

ভূতিক—তবুও সৌবীররাজ-বংশের সৌভাগ্য। কারণ –

রুষ্ট ব্রহ্মর্ষি তখন শুধু চণ্ডালত্বের অভিশাপই দিয়েছিলেন। সেই অবস্থায় সকলকে ভস্মীভূত করেননি ॥ ৭ ॥

কুন্তিভোজ—ঠিকই বলেছ। তারপর ?

সৌবীররাজ—তারপর সেই শাপ শুনে ক্ষুব্ধ মনে আমি অনেকক্ষণ ধরে অনুনয় করলাম। ধীরে ধীরে প্রকৃতিস্থ হয়ে তিনি অনুগ্রহ করে বললেন—

'প্রচ্ছন্ন হয়ে এক বছর কাটাবি। তারপর বছর শেষ হলে শাপ থেকে মুক্ত হবি' ॥ ৮ ॥

এই বলে প্রসন্নমনে তিনি ডাকলেন—'ওহে কাশ্যপ ! এসো।' আর বাঘে যে-ছেলেটিকে মেরেছিল, সে তাঁর পিছনে চলল। এক বছর ধরে আমি চণ্ডালের কাজ করেছি। আজ আমি শাপ থেকে মুক্ত।

কুন্তিভোজ—ওঃ, বড়ো বিচিত্র তোমার বিপদের উৎপত্তি ও বিনাশ। এখন তুমি ভাগ্যবান্।

ভূতিক—প্রভুর জয় হোক।

কুন্তিভোজ—বিষ্ণুসেনের মা সপরিবারে অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছে তো ?

ভূতিক—তিনি ভিতরে প্রবেশ করে দীর্ঘদিনের সুপ্ত প্রীতিকে জাগিয়ে তুলেছেন।

কুন্তিভোজ—আচ্ছা, বিষ্ণুসেনের নাম অবিমারক হল কী করে ?

ভূতিক—শুনুন প্রভু। ধূমকেতু নামে এক অসুর ছিল ! সর্বলোক-সংহারের জন্যে ঘুরতে ঘুরতে সে একদিন সৌবীর-রাজ্যকে ধ্বংস করতে আরম্ভ করল।

কুন্তিভোজ—বাঃ, এ এক অপূর্ব কথা। তারপর ?

ভূতিক—তারপর নিজরাজ্যে সব প্রজাদের করুণ দশা দেখে এবং সেই রাক্ষসের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিরোধ হচ্ছে না দেখে মহারাজ মনে কষ্ট পেলেন।

কুন্তিভোজ—তারপর, তারপর ?

ভূতিক—সে-সব বুঝতে পেরে কুমার বিষ্ণুসেন সমবয়সী শিশুদের সঙ্গে খেলতে খেলতে দৈবযোগে রক্ষিপুরুষদের অনবধানতার সুযোগে রাক্ষস যেখানে ছিল, হঠাৎ সেখানে উপস্থিত হল। তখন কুমারের দেহ ধুলোয় ধূসরিত ছিল। কানের পাশ দিয়ে ঝুলছিল কেশগুচ্ছ।

কুন্তিভোজ—আশ্চর্য, আশ্চর্য ! তারপর, তারপর ?

ভূতিক—তারপর সেই রাক্ষস কুমারকে দেখে একটা খুব ভালো শিকার মনে করে আনন্দে নিজের কাজ করতে লাগল।

কুন্তিভোজ—আহা কী নিষ্ঠুর এ রাক্ষস ! তারপর, তারপর ?

ভূতিক তারপর কুমার একটু হেসে—

পতনশীল বজ্র যেমন বিশাল পর্বতের মাথা ভেঙে দেয়, দাবানল যেমন বনভূমিকে পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়, তেমনি নিরস্ত্র রাজকুমার যুদ্ধে খেলাচ্ছলে সেই দুষ্ট রাক্ষসকে মেরে ফেলল ॥ ৯ ॥

কুন্তিভোজ—হাতিটা যেদিন সকলকে ব্যাকুল করে তুলেছিল, সেদিন প্রথমেই আমি বলেছিলুম—এ দৈব থেকে জন্মেছে, এ কেবল মানুষ নয়।

সৌবীররাজ—চর থাকায় আপনি তো সহস্রনেত্র। অবিমারক সম্বন্ধে আপনি কী ভাবছেন ?

ভূতিক—প্রভু—

সুগম স্থানগুলো আমি ভালো করে খুঁজেছি। চরেরা কোথাও কুমারকে দেখতে পায়নি। নিশ্চয়ই সে মায়ার বশে চলেছে। তাই তাকে খুঁজতে পারে শুধুমাত্র মন ॥ ১০ ॥

(নারদের প্রবেশ) •

নারদ—বেদপাঠের মধ্যে দিয়ে আমি পিতামহ ব্রহ্মার তুষ্টিবিধান করি। গানের মধ্যে দিয়ে হরির দেহে রোমহর্ষ জাগাই। নানা উপায়ে আমি প্রতিদিন বীণার

তন্ত্রীতে সুর তুলি, আর পৃথিবীতে বিবাদ ঘটিয়ে থাকি[১] ॥ ১১ ॥

কুন্তিভোজের পিতা দুর্যোধন দীর্ঘদিন ধরে আমার আরাধনা করেছে। সে মরে যাবার পর কুন্তিভোজ আমার সেবা করছে। অবিমারককে দেখতে না পেয়ে আজ কুন্তিভোজ ও সৌবীররাজের মধ্যে বিরাট সঙ্কট দেখা দিয়েছে। তাই এখন আমি অবিমারককে দেখিয়ে তাদের মনের কষ্ট দূর করব। এ কারণেই আমি পৃথিবীতে নেমে এসেছি। (এই বলে তিনি কুন্তিভোজ ও সৌবীর-রাজের সম্মুখে উপস্থিত হলেন)।

কুন্তিভোজ—আরে, পূজ্যপাদ দেবর্ষি নারদ এসেছেন! প্রভু, অভিবাদন গ্রহণ করুন।

নারদ তোমার মঙ্গল হোক।

কুন্তিভোজ—অনুগৃহীত হলাম।

সৌবীররাজ—প্রভু, অভিবাদন গ্রহণ করুন।

নারদ—তোমার শান্তি হোক।

সৌবীররাজ—অনুগৃহীত হলাম।

কুন্তিভোজ—(কানে কানে) ভূতিক, এইরকম করো।

ভূতিক—প্রভুর যা আদেশ। (বেরিয়ে গিয়ে ও প্রবেশ করে) এই নিন পাদ্য ও অর্ঘ্য।

কুন্তিভোজ প্রভু, এগুলি গ্রহণ করুন।

নারদ—হ্যাঁ, নিচ্ছি।

কুন্তিভোজ—(অর্চনা করে) প্রভু, আপনার অবতরণের ফলে আমার গৃহ পবিত্র হল।

সৌবীররাজ—দেবর্ষির দর্শনে এখন আমি শাপমুক্ত হলাম।

নারদ—তোমাদের দেখার জন্যে আজ আমি এখানে আসিনি। অবিমারককে দেখতে না পেয়ে তোমরা দুঃখিত জেনে আমি অবতরণ করেছি!

উভয়ে—যদি তাই হয়, তাহলে আমরা সন্তাপমুক্ত হব।

নারদ—ভূতিক, সুদর্শনাকে নিয়ে এসো।

ভূতিক—প্রভুর যা আদেশ। (বেরিয়ে গিয়ে সুদর্শনার সঙ্গে আবার প্রবেশ করলেন)

সুদর্শনা—দেবর্ষি এসেছেন?

ভূতিক—হ্যাঁ।

সুদর্শনা—তাহলে আমার পুত্রের বিবাহ আজ রক্ষকযুক্ত হল। প্রভু, আমি বন্দনা করছি।

নারদ—সৌভাগ্যবতী, এভাবেই তুমি সর্বদা প্রীতিলাভ করো। আর রাজা কুন্তিভোজও সর্বদা প্রীতিতে আবদ্ধ হোক ॥ ১২ ॥

সুদর্শনা—অনুগৃহীত হলাম।

নারদ—হ্যাঁ, কিছু জিজ্ঞাসা থাকলে তোমরা এখন জিজ্ঞাসা করতে পার।

উভয়ে—ধন্যবাদ।

কুন্তিভোজ—প্রভু, সৌবীররাজের পুত্র কি জীবিত আছে?

নারদ—নিশ্চয়ই।

সৌবীররাজ—কী কারণে তাঁকে দেখা যাচ্ছে না?

নারদ—বিবাহে বাধা হবে বলে।

সৌবীররাজ—কী? কুমার বিবাহিত? নাকি?

কুন্তিভোজ—আর কোন্ দেশে ?

নারদ—বৈরন্ত্য নগরে।

কুন্তিভোজ—বৈরন্ত্য-নামে অন্য কোনো নগর আছে নাকি ? যাক্, কার জামাতা হয়েছে ?

নারদ—কুন্তিভোজের।

কুন্তিভোজ—কে সে ?

নারদ—সে হল কুরঙ্গীর পিতা, একজন রাজা; বৈরন্ত্য নগরের শাসনকর্তা, দুর্যোধনের পুত্র। আর সে তো তুমি ! ॥ ১৩ ॥

কুন্তিভোজ—বেশি প্রশ্নের দরকার কী ? আমার কন্যা কুরঙ্গীর সঙ্গে তার বিবাহ হয়েছে—এ কথাই আপনি বলতে চান ?

নারদ—হ্যাঁ তাই।

কুন্তিভোজ—আমি যেন লজ্জিত হলাম। কে কুরঙ্গীকে সম্প্রদান করল ? কেমন করেই বা সে কন্যাপুরে প্রবেশ করল ?

নারদ—পূর্বেই বিধি তাকে (কুরঙ্গীকে) দান করেছিলেন। হাতিটা যেদিন সকলকে ব্যাকুল করে তোলে, সেদিনে তার সাক্ষাৎ ঘটে। পূর্বে পৌরুষকে এবং পরে মায়াকে আশ্রয় করে সে সেখানে প্রবেশ করে ॥ ১৪ ॥

কুন্তিভোজ—বেশ, ঋষির বচন অখণ্ডনীয়। প্রভু, কুমার ও কুরঙ্গীর উপযুক্ত এখন কী করা যায় ? প্রথমেই বিবাহ দেওয়া দরকার।

নারদ—পারস্পরিক সম্মতিতে এখন গান্ধর্ব বিবাহ হয়ে গিয়েছে।

কুন্তিভোজ—অগ্নিসাক্ষী করে এটা সম্পন্ন করতে চাই।

নারদ—অগ্নি সবসময়েই সাক্ষী আছেন। তবুও আত্মীয়দের সন্তুষ্ট করার জন্যে ভিতর-বাড়িতে উপাধ্যায়কে[৩] দিয়ে নামমাত্র অনুষ্ঠান করিয়ে কুমারকে তার স্ত্রীর সঙ্গে শীঘ্র এখানে নিয়ে এসো।

কুন্তিভোজ—প্রভু, এই আমি যাচ্ছি।

নারদ—তুমি এখানে থাকো। ভূতিক, তুমি যাও।

ভূতিক—প্রভুর যা আদেশ। নিষ্ক্রান্ত)

কুন্তিভোজ প্রভু, কিছু বলার আছে।

নারদ—এখানে এসো। যা বলতে চাও বলো।

কুন্তিভোজ—প্রভু, সুদর্শনার পুত্র জয়বর্মার হাতে কুরঙ্গীকে দান করব বলে আগেই জীবন্তর্তৃকা তাকে (সুদর্শনাকে) আনিয়েছি। এখন কী করব বলুন ?

নারদ—এরূপ করব। একান্তে কিছুক্ষণ বসো।

কুন্তিভোজ—আচ্ছা, তাই হোক। (সেরূপ করলেন)

নারদ—সুদর্শনা, এদিকে এসো।

সুদর্শনা—প্রভু, এই যে আমি।

নারদ—আমার কথা শুনলে তো ?

সুদর্শনা—সৌবীররাজের পুত্রের গুণকীর্তন শুনলাম।

নারদ—না না, এমন বোলো না। অগ্নিদেবের কাছ থেকে জাত তোমার প্রথম পুত্রের কথা তুমি ভুলে গিয়েছ ?

সুদর্শনা—হুঁ, এ কথাও প্রভু জানেন ?
নারদ তাহলে আমার কথা শোনো।
সুদর্শনা—তাই করব। প্রভু বলুন।
নারদ—তোমার এই পুত্র অগ্নি থেকে জাত। তোমার ভগিনী সুচেতনার প্রসবের সঙ্গে সঙ্গেই তার পুত্র মারা যায়। তুমি তখন তোমার ভগিনীকে এই পুত্রটিকে দিয়েছিলে। আর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে সৌবীররাজ আনন্দের উপযুক্ত ধর্মানুষ্ঠান করে পুত্রের নাম রাখলেন বিষ্ণুসেন। অমানুষিক স্বভাব, বল, বীর্য ও পরাক্রমে এই পুত্র বাড়তে লাগল। যেদিন মেষরূপধারী অসুরকে এ বধ করল, সেদিন থেকে বিষ্ণুসেনকে লোকে অবিমারক বলে ডাকতে লাগল।

তারপর সেও ব্রহ্মশাপে পরিভ্রষ্ট হল। যেদিন হাতিটা সকলকে ব্যাকুল করে তুলল, সেদিন সে কুরঙ্গীকে দেখে তার প্রতি অনুরক্ত হল। পরম পুরুষকারকে অবলম্বন করে সে কুরঙ্গীর সঙ্গে মিলিত হল। তারপর অগ্নিদেব ওকে আবৃত করে রাখলে, কন্যাপুর-রক্ষীরা ভীত হয়ে পড়ে, আর ও রক্ষীদের চোখের সামনে পালিয়ে যায়।

তারপর নিরাশ হয়ে অগ্নিতে প্রবেশ করে। পিতা অগ্নিদেব ওকে আনন্দে আলিঙ্গন করেন। অগ্নি দগ্ধ করল না দেখে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণত্যাগ করার জন্যে এক পর্বতে ওঠে।

সুদর্শনা ওঃ, কী বিপজ্জনক কাজ!
নারদ—সেখানে এক বিদ্যাধর ওর রূপদর্শনে মুগ্ধ হয়ে সানন্দে অন্তর্ধান করার উপায় একটি আংটি দেয়। ঐ আংটি ডানহাতের আঙুলে পরলে যে কেউ অদৃশ্য হয়ে যায়, আবার বাঁ হাতের আঙুলে পরলে স্বাভাবিক রূপে উপস্থিত হয়।
সুদর্শনা—বাঃ, আশ্চর্য তো!
নারদ—তারপর সেটি ডান হাতের আঙুলে পরে সন্তুষ্ট নামে ব্রাহ্মণের সঙ্গে কুন্তিভোজের কন্যাপুরে নিজের ঘরের মতো প্রবেশ করে। সেখানে কুরঙ্গীর সঙ্গে মনের সুখে রমণ করে সুখে বাস করছে।

এই হল ঘটনা। এখন কী করা উচিত ?
সুদর্শনা—আমার ভগিনীকে পরে বঞ্চিত করেছিলাম বলে আমার হৃদয় কাঁপছে, আবার কৌতুহলে আনন্দও পাচ্ছি। প্রভু, এতদিন কুরঙ্গীকে জয়বর্মার স্ত্রী বলে সকলকে বলে এসেছি। আজ থেকে সে (কুরঙ্গী) তার (জয়বর্মার) পূজনীয় হল।
নারদ—অভিজাতবংশীয়দের মতো ঠিক কথাই বলেছ। কী করে এখন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পত্নীকে কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে দেওয়া যায় ? শোনো সুদর্শনা, কাশিরাজকে বলো—কুরঙ্গী জয়বর্মার চেয়ে বয়সে বড়ো। আচ্ছা, সুমিত্রা নামে কুরঙ্গীর এক কনিষ্ঠা ভগিনী আছে না ? সে জয়বর্মার পত্নী হবে।
সুদর্শনা—ঋষিবচন মেনে নিলাম।
নারদ—যাও, কুন্তিভোজের কথা শোনো।
সুদর্শনা—প্রভুর যা আদেশ।

(কুরঙ্গী ও ভূতিকের সঙ্গে বরবেশে অবিমারকের প্রবেশ)

অবিমারক—ইস্, এ ঘটনায় আমার লজ্জা করছে।

কুন্তিভোজ—আর কোন্ দেশে ?
নারদ—বৈরন্ত্য নগরে।
কুন্তিভোজ—বৈরন্ত্য-নামে অন্য কোনো নগর আছে নাকি ? যাক্, কার জামাতা হয়েছে ?
নারদ—কুন্তিভোজের।
কুন্তিভোজ—কে সে ?
নারদ—সে হল কুরঙ্গীর পিতা, একজন রাজা; বৈরন্ত্য নগরের শাসনকর্তা, দুর্যোধনের পুত্র। আর সে তো তুমি ! ॥ ১১ ॥
কুন্তিভোজ–বেশি প্রশ্নের দরকার কী ? আমার কন্যা কুরঙ্গীর সঙ্গে তার বিবাহ হয়েছে—এ কথাই আপনি বলতে চান ?
নারদ—হ্যাঁ তাই।
কুন্তিভোজ—আমি যেন লজ্জিত হলাম। কে কুরঙ্গীকে সম্প্রদান করল ? কেমন করেই বা সে কন্যাপুরে প্রবেশ করল ?
নারদ—পূর্বেই বিধি তাকে (কুরঙ্গীকে) দান করেছিলেন। হাতিটা যেদিন সকলকে ব্যাকুল করে তোলে, সেদিনে তার সাক্ষাৎ ঘটে। পূর্বে পৌরুষকে এবং পরে মায়াকে আশ্রয় করে সে সেখানে প্রবেশ করে ॥ ১৪ ॥
কুন্তিভোজ—বেশ, ঋষির বচন অখণ্ডনীয়। প্রভু, কুমার ও কুরঙ্গীর উপযুক্ত এখন কী করা যায় ? প্রথমেই বিবাহ দেওয়া দরকার।
নারদ—পারস্পরিক সম্মতিতে এখন গান্ধর্ব বিবাহ হয়ে গিয়েছে।
কুন্তিভোজ—অগ্নিসাক্ষী করে এটা সম্পন্ন করতে চাই।
নারদ—অগ্নি সবসময়েই সাক্ষী আছেন। তবুও আত্মীয়দের সন্তুষ্ট করার জন্যে ভিতর-বাড়িতে উপাধ্যায়কে[৩] দিয়ে নামমাত্র অনুষ্ঠান করিয়ে কুমারকে তার স্ত্রীর সঙ্গে শীঘ্র এখানে নিয়ে এসো।
কুন্তিভোজ—প্রভু, এই আমি যাচ্ছি।
নারদ—তুমি এখানে থাকো। ভূতিক, তুমি যাও।
ভূতিক—প্রভুর যা আদেশ। (নিষ্ক্রান্ত)
কুন্তিভোজ–প্রভু, কিছু বলার আছে।
নারদ—এখানে এসো। যা বলতে চাও বলো।
কুন্তিভোজ—প্রভু, সুদর্শনার পুত্র জয়বর্মার হাতে কুরঙ্গীকে দান করব বলে আগেই জীবন্তর্তৃকা তাকে (সুদর্শনাকে) আনিয়েছি। এখন কী করব বলুন ?
নারদ—এরূপ করব। একান্তে কিছুক্ষণ বসো।
কুন্তিভোজ—আচ্ছা, তাই হোক। (সেরূপ করলেন)
নারদ—সুদর্শনা, এদিকে এসো।
সুদর্শনা—প্রভু, এই যে আমি।
নারদ—আমার কথা শুনলে তো ?
সুদর্শনা—সৌবীররাজের পুত্রের গুণকীর্তন শুনলাম।
নারদ—না না, এমন বোলো না। অগ্নিদেবের কাছ থেকে জাত তোমার প্রথম পুত্রের কথা তুমি ভুলে গিয়েছ ?

সুদর্শনা—হুঁ, এ কথাও প্রভু জানেন ?
নারদ তাহলে আমার কথা শোনো।
সুদর্শনা—তাই করব। প্রভু বলুন।
নারদ—তোমার এই পুত্র অগ্নি থেকে জাত। তোমার ভগিনী সুচেতনার প্রসবের সঙ্গে সঙ্গেই তার পুত্র মারা যায়। তুমি তখন তোমার ভগিনীকে এই পুত্রটিকে দিয়েছিলে। আর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে সৌবীররাজ আনন্দের উপযুক্ত ধর্মানুষ্ঠান করে পুত্রের নাম রাখলেন বিষ্ণুসেন। অমানুষিক স্বভাব, বল, বীর্য ও পরাক্রমে এই পুত্র বাড়তে লাগল। যেদিন মেষরূপধারী অসুরকে এ বধ করল, সেদিন থেকে বিষ্ণুসেনকে লোকে অবিমারক বলে ডাকতে লাগল।

তারপর সেও ব্রহ্মশাপে পরিভ্রষ্ট হল। যেদিন হাতিটা সকলকে ব্যাকুল করে তুলল, সেদিন সে কুরঙ্গীকে দেখে তার প্রতি অনুরক্ত হল। পরম পুরুষকারকে অবলম্বন করে সে কুরঙ্গীর সঙ্গে মিলিত হল। তারপর অগ্নিদেব ওকে আবৃত করে রাখলে, কন্যাপুর-রক্ষীরা ভীত হয়ে পড়ে, আর ও রক্ষীদের চোখের সামনে পালিয়ে যায়।

তারপর নিরাশ হয়ে অগ্নিতে প্রবেশ করে। পিতা অগ্নিদেব ওকে আনন্দে আলিঙ্গন করেন। অগ্নি দগ্ধ করল না দেখে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণত্যাগ করার জন্যে এক পর্বতে ওঠে।
সুদর্শনা ওঃ, কী বিপজ্জনক কাজ !
নারদ—সেখানে এক বিদ্যাধর ওর রূপদর্শনে মুগ্ধ হয়ে সানন্দে অন্তর্ধান করার উপায় একটি আংটি দেয়। ঐ আংটি ডানহাতের আঙুলে পরলে যে কেউ অদৃশ্য হয়ে যায়, আবার বাঁ হাতের আঙুলে পরলে স্বাভাবিক রূপে উপস্থিত হয়।
সুদর্শনা—বাঃ, আশ্চর্য তো !
নারদ—তারপর সেটি ডান হাতের আঙুলে পরে সন্তুষ্ট নামে ব্রাহ্মণের সঙ্গে কুন্তিভোজের কন্যাপুরে নিজের ঘরের মতো প্রবেশ করে। সেখানে কুরঙ্গীর সঙ্গে মনের সুখে রমণ করে সুখে বাস করছে।

এই হল ঘটনা। এখন কী করা উচিত ?
সুদর্শনা—আমার ভগিনীকে পরে বঞ্চিত করেছিলাম বলে আমার হৃদয় কাঁপছে, আবার কৌতূহলে আনন্দও পাচ্ছি। প্রভু, এতদিন কুরঙ্গীকে জয়বর্মার স্ত্রী বলে সকলকে বলে এসেছি। আজ থেকে সে (কুরঙ্গী) তার (জয়বর্মার) পূজনীয় হল।
নারদ—অভিজাতবংশীয়দের মতো ঠিক কথাই বলেছ। কী করে এখন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পত্নীকে কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে দেওয়া যায় ? শোনো সুদর্শনা, কাশিরাজকে বলো—কুরঙ্গী জয়বর্মার চেয়ে বয়সে বড়ো। আচ্ছা, সুমিত্রা নামে কুরঙ্গীর এক কনিষ্ঠা ভগিনী আছে না ? সে জয়বর্মার পত্নী হবে।
সুদর্শনা—ঋষিবচন মেনে নিলাম।
নারদ—যাও, কুন্তিভোজের কথা শোনো।
সুদর্শনা—প্রভুর যা আদেশ।

(কুরঙ্গী ও ভূতিকের সঙ্গে বরবেশে অবিমারকের প্রবেশ)
অবিমারক—ইস্, এ ঘটনায় আমার লজ্জা করছে।

হাতিটা যেদিন সকলকে চকিত করে তুলল, সেদিন আমাকে দেখে যাঁরা আমার পরাক্রমের প্রশংসা করেছিলেন, এই ঘটনা জেনে তাঁরাই কি আমার উপর চরিত্রদোষ আরোপ করবেন ? ॥ ১৫ ॥

(ঘুরে, দেখে) ওহো, এই তো ভগবান্ নারদ ।

ইনি অপরকে শাপও দেন, আবার অনুগ্রহও করেন। বেদপাঠে ও গানে ইনি মধুরকণ্ঠ। বন্ধুদের মধ্যে শত্রুতা ঘটিয়ে ইনিই আবার সযত্নে বিনষ্ট কাজগুলোর মধ্যে শান্তি স্থাপন করেন ॥ ১৬ ॥

কুন্তিভোজ—এদিকে, এদিকে এসো কুমার ! নিজের কুলদেবতা দেবর্ষিকে অভিবাদন করো ।

অবিমারক—প্রভু, অভিবাদন গ্রহণ করুন ।

নারদ—সস্ত্রীক তোমার মঙ্গল হোক ।

অবিমারক—অনুগৃহীত হলাম । মাতুল, অভিবাদন গ্রহণ করুন ।

কুন্তিভোজ—এসো, বৎস, এসো ।

ধৈর্যসহকারে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের জয় করো, দয়াসহকারে আশ্রিতদের জয় করো, তত্ত্ববুদ্ধির মাধ্যমে আত্মাকে জয় করো, আর শৌর্য দেখিয়ে রাজাদের জয় করো ॥ ১৭ ॥

অবিমারক—অনুগৃহীত হলাম ।

কুন্তিভোজ—বৎস, এদিকে এসো । পিতাকে অভিবাদন করো ।

অবিমারক—পিতা, অভিবাদন গ্রহণ করুন ।

সৌবীররাজ—এসো, বৎস, এসো ।

বরবেশে তোমাকে বড়োই সুন্দর দেখাচ্ছে। গুরুজনদের বন্দনা করায় তোমার মুখ উজ্জ্বল হয়েছে। এই পৃথিবীতে ভবিষ্যতে তোমার পুত্রকে দেখে তুমিও আমার মতো আনন্দাশ্রুপূর্ণনেত্রে সুখ উপভোগ করো ॥ ১৮ ॥

পুত্র, মাতুলকে অভিবাদন কর ।

অবিমারক—মাতুল, অভিবাদন গ্রহণ করুন ।

কুন্তিভোজ—এসো এসো বৎস !

সর্বদা যজ্ঞানুষ্ঠান করে ইন্দ্রতুল্য হও। সত্যে অটল থেকে দশরথের তুল্য হও। সর্বদা দানকর্মে নিরত থেকে পিতৃসম হও, আর প্রশংসনীয় আত্মপরাক্রমে নিজের তুল্য হও ॥ ১৯ ॥

সৌবীররাজ—পুত্র, সুদর্শনাকে অভিবাদন করো ।

কুন্তিভোজ—সুচেতনাকে অভিবাদন না করে সুদর্শনাকে অভিবাদন করা উচিত হবে না বলে মনে হয় ।

নারদ—কারণ আছে। সুদর্শনাকে অভিবাদন করো ।

উভয়ে—তাই করো ।

অবিমারক—দেবী, অভিবাদন গ্রহণ করুন ।

সুদর্শনা—পুত্র, এর সঙ্গে দীর্ঘায়ু হও। (আলিঙ্গন করে) দীর্ঘদিন পরে তোমায় দেখছি। আজ আমি পুত্রধনরস অনুভব করছি ।

(কাঁদতে লাগল) .

কুন্তিভোজ—এর এই মাতাকে আজ দেখা গেল। বাষ্পে এর নয়ন আর্দ্র, আবার আনন্দিতও বটে। এর স্তনদুটি থেকে দুগ্ধ নির্গত হচ্ছে। এই মাতার কথা প্রকাশ না করে আমার সুচেতনা কেবল এর ধাত্রীই হয়ে পড়েছে ॥ ২০ ॥

নারদ—অতিস্নেহ প্রকাশের দরকার নেই। সাধুস্বভাবা সুচেতনা ও মনোজ্ঞা সুদর্শনা সপত্নীক পুত্রের সঙ্গে কন্যাপুরে প্রবেশ করুক।

কুন্তিভোজ—প্রভুর যা আদেশ।

সুদর্শনা—প্রভু যা আদেশ করেন।

নারদ—স্বদেশে যাবার জন্যে সৌবীররাজকে শীঘ্র বিদায় দাও। কাশীর যুবরাজ জয়বর্মার হাতে সুমিত্রাকে সম্প্রদান করো। তুমিও সেখানে উপস্থিত থাকো।

কুন্তিভোজ—অনুগৃহীত হলাম।

নারদ—কুন্তিভোজ! তোমার আর কী প্রিয় কাজ করতে পারি?

কুন্তিভোজ—প্রভু যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে থাকেন, তাহলে এর পরও আমি আর কী চাইতে পারি?

গোব্রাহ্মণদের মঙ্গল হোক, পৃথিবীতে সকলে সর্বদা সুখে থাকুক।

নারদ—সৌবীররাজ! তোমার আর কী প্রিয় কাজ করতে পারি?

সৌবীররাজ—যদি প্রভু আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে থাকেন, তাহলে এর পরও আর কী আমি চাইতে পারি?

আমাদের রাজা বিস্তৃত সমুদ্ররূপ নীলবস্ত্রপরিহিতা এই পৃথিবীকে শাসন করুন ॥ ২১ ॥

(ভরতবাক্য)

গোসমূহ ধূলিমুক্ত হোক, শত্রুসমূহ শান্ত হোক। আমাদের রাজসিংহ এই সমগ্র পৃথিবীকে শাসন করুন ॥ ২২ ॥

(সকলে নিষ্ক্রান্ত)

ষষ্ঠ অঙ্ক সমাপ্ত

অবিমারক নাটক সমাপ্ত

প্রসঙ্গকথা

প্রথম অংক

১. বিষ্ণুভক্ত ভাস নান্দীশ্লোকে ভগবান্ নারায়ণের স্তুতি গেয়েছেন। এই স্তুতিতে নারায়ণের পাঁচটি অবতারের কথা আছে। মৎস্যাবতারে নারায়ণ পৃথিবীকে সাগরজল থেকে উৎক্ষিপ্ত করেন। বরাহাবতারে দাঁতের অগ্রভাগ দিয়ে পৃথিবীকে ধারণ করেন। নৃসিংহাবতারে হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি দৈত্যদের হত্যা করেন। বামনাবতারে তিন পা দিয়ে ত্রিভুবন পরিব্যাপ্ত করেন এবং রামাবতারে রাবণকে হত্যা করে পৃথিবী পালন করেন।

নারায়ণের দশাবতার কিন্তু পুরাণপ্রসিদ্ধ। তুলনীয়—

"মৎস্যঃ কূর্মো বরাহশ্চ নরসিংহোঽথ বামনঃ।
রামো রামশ্চ রামশ্চ বৌদ্ধঃ কল্কী চ তে দশ॥"

২ উপস্থানগৃহম্ = সভাগৃহ, দর্শকগৃহ। Assembly hall.

৩ বক্তব্যম্ = নিন্দা। বাচ্যম্, বচনীয়ম্—এ দুটি শব্দেরও অর্থ নিন্দা। তুলনীয়—'চিরস্য বাচ্যং ন গতঃ প্রজাপতিঃ'—শকুন্তলা, ৫ম অঙ্ক।

৪. ভাস যে ওজোগুণবহুল রচনাতেও সিদ্ধহস্ত, কৌঞ্জায়নের এই সংলাপটি তার নিদর্শনরূপে দেখানো যেতে পারে।

৫. সুন্দরভাবে যুবকটির চরিত্র বর্ণনা করেছেন কৌঞ্জায়ন। আর ঐ বর্ণনার মধ্যে বিশেষোক্তি অলংকারের নিদর্শন ফুটে উঠেছে। প্রসিদ্ধ কারণ থাকলেও যদি কার্য না ঘটে, তাহলে বিশেষোক্তি অলংকার হয়ে থাকে। 'সতি হেতৌ ফলাভাবো বিশেষোক্তিঃ।'

৬ তুলনীয়—'সর্বঃ প্রার্থিতমর্থমধিগম্য সুখী সম্পদ্যতে জন্তুঃ। রাজ্ঞাং তু চরিতার্থতা দুঃখোত্তরৈব।'

"ঔৎসুক্যমাত্রমবসাদয়তি প্রতিষ্ঠা
ক্লিশ্নাতি লব্ধপরিপালনবৃত্তিরেব।
নাতিশ্রমাপনয়নায় যথা শ্রমায়
রাজ্যং স্বহস্তধৃতদণ্ডমিবাতপত্রম্॥'—শাকুন্তল, ৫ম অঙ্ক।

দ্বিতীয় অংক

১. বিদূষক—নাটকে হাস্যরসপরিবেশনে প্রধান পাত্র বিদূষক। অঙ্গের বিকৃতি, অসংলগ্ন বাচনভঙ্গী ও বিসদৃশ বেশবাসের মধ্যে দিয়ে বিদূষকচরিত্র নাটকে হাস্যরসের উদ্রেক করে থাকে। "বিকৃতাঙ্গবচোবেষৈর্হাস্যকারী বিদূষকঃ।" নায়কের পার্শ্বচর বিদূষক নায়কের প্রণয়ব্যাপারে প্রধান সহায়। তাই তাকে নায়কের নর্মসচিব বলা হয়ে থাকে।

বর্তমান নাটকে বিদূষক হাস্যকারী ও নর্মসচিব উভয়বিষয়েই পটুতা দেখিয়েছে।

২. এটি একটি লোকপ্রবাদ। তুলনীয়—'বিপদ্ বিপদং সম্পদ্ সম্পদমনুবধ্নাতি' —কাদম্বরী

৩ অদ্ভুত পাণ্ডিত্য বিদূষকের। রামায়ণ তার কাছে নাট্যশাস্ত্র। স্বপ্নবাসবদত্ত-নাটকেও দেখা যায় বিদূষক রাজার নামে নগরকে, আর নগরের নামে রাজাকে নির্দেশ করেছে। "অস্তি নগরং ব্রহ্মদত্তং নাম। তত্র কিল রাজা কাম্পিল্যো নাম।"—৫ম অঙ্ক।

৪. অদক্ষিণম্ = যে খাদ্য ব্রাহ্মণকে দেওয়া যায়, তার থেকে ভিন্ন খাদ্যকে এখানে অদক্ষিণ বলা হয়েছে।

৫. গণ্ডভেদদাসী, কুম্ভদাসী = চেটীকে উদ্দেশ করে বিদূষকের নিন্দা বা গালি।

৬ অনঙ্গ = ন বিদ্যতে অঙ্গম্ অস্য ইতি অনঙ্গঃ॥ মদনদেবের নাম অনঙ্গ। শিবের তৃতীয়নেত্রের রোষবহ্নিতে মদনদেব ভস্মীভূত হন। কুমারসম্ভবকাব্যের তৃতীয় সর্গে এ বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে।

"ক্রোধং প্রভো সংহর সংহরেতি যাবদ্ গিরঃ খে মরুতাং চরন্তি।
তাবৎ স বহ্নির্ভবনেত্রজন্মা ভস্মাবশেষং মদনং চকার॥"

৭. যোগ = শব্দটি এখানে দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এক অর্থ—পতঞ্জলি-বিরচিত যোগশাস্ত্র। অপর অর্থ—সংযোগ অর্থাৎ মিলন।

৮. বিদূষকের মুখ দিয়ে নগরের সন্ধ্যাকালীন বর্ণনা সুন্দরভাবে ফুটিয়েছেন ভাস।

৯. মহাব্রাহ্মণঃ = নীচ ব্রাহ্মণ। সংস্কৃতে একটা কারিকা আছে—

'শঙ্খে তৈলে তথা মাংসে বৈদ্যে জ্যোতিষিকে দ্বিজে।
যাত্রায়াং পথি নিদ্রায়াং মহচ্ছব্দো ন দীয়তে॥'

কুৎসিৎ অর্থে অথবা ব্যঙ্গ করে শঙ্খ প্রভৃতি শব্দের পূর্বে মহৎশব্দের প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। তবে, গীতায় মহাশঙ্খ, কুমারসম্ভবে মহাপথ, মালতীমাধবে মহামাংসপ্রভৃতি শব্দ প্রশংসা অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। এই সব শিষ্টপ্রয়োগের ফলে কারিকার বিধি অর্থহীন হয়ে পড়েছে বলে মনে হয়।

১০. কাষ্ঠা = দিক্। 'দিশস্তু ককুভঃ কাষ্ঠা আশাশ্চ হরিতশ্চ তাঃ' ইত্যমরঃ। দিশ্, ককুভ্, কাষ্ঠা, আশা, হরিৎ—এগুলি দিক্‌শব্দের পর্যায়।

১১. বিততোড়ুমালঃ = বিততা উড়ুমালা যত্র সঃ। উড়ুশব্দের অর্থ নক্ষত্র।

তৃতীয় অঙ্ক

১. পণ্ডিতচেটবৃত্তম্ = চেট শব্দের অর্থ ভৃত্য। বৃত্ত শব্দের অর্থ চরিত্র। পণ্ডিত ভৃত্যচরিত্রের লোক তোর স্বামী হোক—এ কথা পরিহাস করে মাগধিকা বিলাসিনীকে বলল।

২ বর্ণিকারম্ = বিবাহের উপহারকে বর্ণিকার বলে।

৩ অন্ধকারের গাঢ়তা নিয়ে ভাস বালচরিতে সুন্দর কথা বলেছেন। তুলনীয়—

'লিম্পতীব তমোঽঙ্গানি বর্ষতীবাঞ্জনং নভঃ।
অসৎপুরুষসেবেব দৃষ্টির্নিষ্ফলতাং গতা॥'—বালচরিত, ১ম অঙ্ক

৪ শৃঙ্গাটকস্থাং বিটসভাম্ = শৃঙ্গাটক শব্দের অর্থ চার রাস্তার মিলনস্থল। গণিকা ও নাগরিকের মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদান করে যে, তাকে বিট বলে। (বেশ্যা-নাগরিকয়োঃ পরস্পরং সন্দেশং বিটীতি কথয়তি ইতি বিটঃ)। সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়াসক্ত লম্পট যে কোনো লোককে বিট বলা হয়। এই সব লোকের একটা

আড্ডাখানা থাকত। তাকেই বিটসভা বলা হত। আলোচ্যস্থলে বিটসভা নগরের চার রাস্তার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত।

৫. অট্টালপ্রতোলীন্দ্রপথেভ্যঃ=অট্টাল শব্দের অর্থ প্রাসাদের উপরিভাগ। প্রতোলী শব্দের অর্থ প্রধান রাস্তা। আর ইন্দ্রপথ হল রাজপথ।

৬. মণিমাণিক্যখচিত রাজপ্রাসাদের কারুকার্য। ঐ সব মণিরত্নের দ্যুতিতে চারদিক উদ্ভাসিত। রাতকেও মনে হচ্ছে দিন। কাজেই এই প্রাসাদের সৌন্দর্যের কাছে স্বর্গশোভা ম্লান হয়ে পড়েছে। কালিদাসের মেঘদূতে যক্ষের গৃহেও মণিমাণিক্যের একই কারুকার্য দেখতে পাওয়া যায়। তুলনীয়—

'বাপী চাস্মিন্ মরকতশিলাবদ্ধসোপানমার্গা
হৈমৈশ্ছন্না বিকচকমলৈঃ স্নিগ্ধবৈদূর্যনালৈঃ।
যস্যাস্তোয়ে কৃতবসতয়ো মানসং সন্নিকৃষ্টং
নাধ্যাস্যন্তি ব্যপগতশুচস্ত্বামপি প্রেক্ষ্য হংসাঃ॥' উত্তরমেঘ, ১৫

৭. নায়ক এই প্রথম নায়িকার সম্মুখে দাঁড়িয়ে। অচিরে মিলন ঘটবে। নায়িকা ভীতা সন্ত্রস্তা। তার দেহে কম্পন, মনে কিন্তু পুলক। তবুও লোকাপবাদের ভয় যে মনকে করছে দোলায়মান। তাই নায়কের অনুনয়—'ভয় ছাড়ো, প্রসাদ-ভিক্ষা দাও।' আর যদি অভিমান হয়ে থাকে—'দেহি পদপল্লবমুদারম্।' এর পরেও কি অভিমান সাজে? কাজেই নলিনিকার মুখ দিয়ে বলাতে হল—'ভর্তৃদারক। উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ। ভর্তৃদারিকা ভণতি—উত্তিষ্ঠ কিল।'

৮. যদ্যেষা ক্ষণদা ভবেদ্ যুগশতং ধন্যো মদন্যঃ কুতঃ?=তুলনীয়—

'What if we still ride on, we two
With life for ever old yet new,
Changed not in kind but in degree;
The instant made eterniny,—
And heaven just prove that I and she
Ride, ride together, for ever ride?—R. Browning.
(The Last Ride Together.)

চতুর্থ অঙ্ক

১. চাঙ্গেরিকাহস্তা=চাঙ্গেরিকা হল বাঁশের তৈরি ঝাঁড়। বাংলায় চাঙ্গারি বা চাঙারি বলা হল।

২. উত্তরকুরুবাসঃ=মেরুপর্বতের কাছে অবস্থিত উত্তরকুরু একটি প্রসিদ্ধ দ্বীপ। এখানকার প্রধান নদী গঙ্গা। সিদ্ধগণের পুণ্য বসতিভূমি এই উত্তরকুরু। তুলনীয়—

'দক্ষিণেন তু নীলস্য মেরোঃ পার্শ্বে তথোত্তরে।
উত্তরাঃ কুরবো রাজন্ পুণ্যাঃ সিদ্ধনিষেবিতাঃ॥ —ভীষ্মপর্ব, মহাভারত

উত্তরকুরুবাস শব্দের অর্থ আত্মীয়দের কাছ থেকে দূরে নির্জনে বাস।

৩. ভগ সমানা ভবামঃ—পরম বন্ধুত্বের নিদর্শন। সকলে মিলে দুঃখ ভোগ করলে

দুঃখের তীব্রতা কমে যায়, আর সে দুঃখ সহনীয় হয়ে ওঠে। তাই অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটকে কামসন্তপ্তা শকুন্তলার ক্লেশ লাঘবের ইচ্ছায় অনসূয়া ও প্রিয়ংবদার সনির্বন্ধ অনুনয় 'অতএব খলু নির্বন্ধঃ। স্নিগ্ধজনসংবিভক্তং হি দুঃখং সহ্যবেদনং ভবতি।'—শাকুন্তল, ৩য় অঙ্ক

বিদ্যাধর=বিদ্যায়া গুটিকাঞ্জনাদিবিষয়িণ্যা ধরাঃ বিদ্যাধরাঃ। বিদ্যাধর হল দেবযোনিবিশেষ। তুলনীয়—

'বিদ্যাধরোঽপ্সরোযক্ষরক্ষোগন্ধর্বকিন্নরাঃ।
পিশাচো গুহ্যকঃ সিদ্ধো ভূতোঽমী দেবযোনয়ঃ॥'

অলৌকিক শক্তির অধিকারী বিদ্যাধরদের হাতে সব সময় একটি তরবারি থাকে। অনেক উঁচু থেকে পৃথিবীর এক বাস্তবনিষ্ঠ বর্ণনা। অপূর্ব, অদ্ভুত। গণপতি শাস্ত্রীর মতে ভাসের এই বর্ণনায় অনুপ্রাণিত হয়েই কালিদাস তাঁর শকুন্তলার সপ্তম অঙ্কে এমনই এক সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন—

'শৈলানামবরোহতীব শিখরাদুন্মজ্জতাং মেদিনী
পর্ণাভ্যন্তর-লীনতাং বিজহতি স্কন্ধোদয়াৎ পাদপাঃ।
সন্তানাত্তনু-ভাব-নষ্ট-সলিলা ব্যক্তিং ভজন্ত্যাপগাঃ
কেনাপ্যুৎক্ষিপতেব পশ্য ভুবনং মৎপার্শ্বমানীয়তে॥'

স্মরণীয়—'স্বপ্নো নু মায়া নু মতিভ্রমো নু ক্লিষ্টং নু তাবৎফলমেব পুণ্যম্।
অসন্নিবৃত্ত্যৈ তদতীতমেতে মনোরথা নাম তটপ্রপাতাঃ॥'

—শাকুন্তল, ৬ষ্ঠ অঙ্ক

দ্রব্যের সার্থকতা তার উপযোগিতায়। তাই যার কাছে যে-দ্রব্য কোনোও উপকারে লাগে না, তার কাছে সে-দ্রব্য অবশ্যই নিষ্ফল। কাজেই যে-দ্রব্য যার প্রয়োজনে লাগে, তাকে সে-দ্রব্য দান করে দাতাও মনে তৃপ্তি লাভ করে। আর ঐ প্রদত্ত দ্রব্য সৎপাত্রের হাতে পড়ে ফলযুক্ত হয়। কালিদাস তাই রঘুবংশে বলেছেন—'ক্রিয়া হি বস্তূপহিতা প্রসীদতি।'

পঞ্চম অঙ্ক

অতিপীঠমর্দভাবম্ =পীঠমর্দ, বিট, চেট, বিদূষক—এই চারজন নাটকে নায়কের সহায়। এদের মধ্যে নায়কের প্রিয় ও অতিধৃষ্ট সহায় হল পীঠমর্দ। 'পীঠমর্দ ইতি ধৃষ্টে স্যান্নাট্যোক্ত্যা নায়কপ্রিয়ে' ইতি বিশ্বঃ। কুপিতস্ত্রীপ্রসাদক এই পীঠমর্দ। কেউ কেউ এ মত ব্যক্ত করে থাকেন। তবে সাধারণতঃ শৃঙ্গাররস ছাড়া অন্যান্য রসে পীঠমর্দ নায়কের সহায় হয়ে থাকে। নায়িকারও পীঠমর্দ সহায় থাকতে পারে। সংস্কৃত নাটকে এরকম দৃষ্টান্ত আছে।

বিরহবিধুরা নায়িকা। তাই তার অঙ্গে অগুরু চন্দনের প্রলেপ নেই। আভরণও খুলে ফেলেছে। আনন্দের উচ্ছলতাও চলে গিয়েছে। তাতে কিন্তু সৌন্দর্যের হানি ঘটেনি। কারণ, 'অব্যাজমনোহরং বপুঃ' তার। স্বভাবগত সৌন্দর্যেই ভরপুর তার দেহ। তাই স্বভাবসুন্দর তার দেহে সংস্কারে কী এসে যায়! বেদশ্রুতি একান্তই নির্মল, শুদ্ধ। হেতু দিয়ে সেই শুদ্ধির বিচার করা হয় মাত্র। তাতে শ্রুতির শুদ্ধির তারতম্য ঘটবে কেন?

৩· এ বর্ণনার সঙ্গে মেঘদূতের যক্ষপ্রিয়ার বর্ণনা স্মরণ করা যেতে পারে—

'হস্তন্যস্তং মুখমসকলব্যক্তি লম্বালকত্বা-
দিন্দোর্দৈন্যং ত্বদনুসরণক্লিষ্টকান্তের্বিভর্তি ।'—উত্তরমেঘ

ষষ্ঠ অংক

১ বেদপাঠ, বীণার স্বরে মধুর গান, আর কলহসৃষ্টি—দেবর্ষি নারদের পরম বৈশিষ্ট্য। এ বৈশিষ্ট্যগুলো তিনি নিজেই প্রকাশ করেছেন যেমন অবিমারকে, তেমনি বালচরিতে। কলহসৃষ্টি করে আবার তার মীমাংসায় তিনি নিজেই উদ্যোগ নেন।

তুলনীয় বালচরিত ১·৫

২ নির্বিষ্ট = বিবাহিতঃ।

৩ উপাধ্যায = 'একদেশং তু বেদস্য বেদাঙ্গান্যপি বা পুনঃ।

যোঽধ্যাপয়তি বৃত্ত্যর্থমুপাধ্যায়ঃ স উচ্যতে ॥'—মনুসংহিতা

অবিমারকম্

(নান্দ্যন্তে ততঃ প্রবিশতি সূত্রধারঃ)

সূত্রধারঃ—

উৎক্ষিপ্তাং সানুকম্পং সলিলনিধিজলাদেকদংষ্ট্রাগ্ররূঢ়া-
মাক্রান্তামাজিমধ্যে নিহতদিতিসুতামেকপাদাবধূতাম্ ।
স ভুক্তাং প্রীতিপূর্বং স্বভুজবশগতামেকচক্রাভিগুপ্তাং
শ্রীমান্ নারায়ণস্তে প্রদিশতু বসুধামুচ্ছ্রিতৈকাতপত্রাম্ ॥ ১ ॥

(নেপথ্যাভিমুখমবলোক্য) আর্যে । ইতস্তাবৎ ।

(প্রবিশ্য)

নটী—অয্য ! ইঅম্হি । [আর্য ! ইয়মস্মি ।]

সূত্রধারঃ—আর্যে ! তব বদনজনিতকৌতূহলেন স্মিতেন নিবেদিত ইবাস্ত্যর্গতো ভাবঃ । ননু কিঞ্চিদ্ বক্তুকামাসি ।

নটী—কো এত্থ বিম্হও অয্যো ভাবঞ্ঞো ত্তি । [কোঽত্র—বিস্ময় আর্যো ভাবজ্ঞ ইতি ।]

সূত্রধারঃ—তেন হি শ্রৈবমভিধীযতাম্ ।

নটী—ইচ্ছেমি অয্যেণ সহ উয্যাণং গন্তুং । অত্থি মে তহিং ইত্থিআকরণীঅং ণিঅমকয্যং । [ইচ্ছাম্যার্যেণ সহোদ্যানং গন্তুম্ । অস্তি মে তত্র স্ত্রীকরণীয়ং নিয়মকার্যম্ ।]

(নেপথ্যে)

ভূতিক ! স্বমপুরোদ্যানং গচ্ছ কুরঙ্গীরক্ষণার্থম্ । মদভারস্থো হ্যঞ্জনগিরিঃ ।

সূত্রধারঃ—আর্যে । ননু ভবত্যা শ্রুতম্ উদ্যানং গতা রাজপুত্রীতি । তস্মাৎ সম্প্রতি সর্বতঃ পরিগুপ্তানি ভবন্ত্যুদ্যানানি । প্রতিনিবৃত্তায়াং রাজসুতায়াং স্বৈরং গমিষ্যাবঃ ।

নটী—জং অয্যো আণবেদি । [যদার্য আজ্ঞাপয়তি ।]

(নিষ্ক্রান্তৌ)

স্থাপনা

(ততঃ প্রবিশতি রাজা সপরিবারঃ)

রাজা—

ইষ্টা মখা দ্বিজবরাশ্চ ময়ি প্রসন্নাঃ প্রজ্ঞাপিতা ভয়বসং সমদা নরেন্দ্রাঃ ।
এবংবিধস্য চ ন মেঽস্তি মনঃপ্রহর্ষঃ কন্যাপিতুর্হি সততং বহু চিন্তনীয়ম্ । ২ ॥

কেতুমতি ! গচ্ছ দেবীমানয় ।

প্রতিহারী—জং ভট্টা আণবেদি । [যদ্ ভর্তাজ্ঞাপয়তি ।]

(নিষ্ক্রান্তা)

(ততঃ প্রবিশতি সপরিবারা দেবী)

দেবী—জেদু মহারাও । [জয়তু মহারাজঃ ।]

রাজা—দেবি ! নিত্যপ্রসন্নমপি তে মুখমদ্যাতিপ্রসন্নমিব । কিংকৃতোঽয়ং প্রহর্ষঃ ।

দেবী—ণং মহারাএণ কহিদং কুরঙ্গীনিমিত্তং দূদো আঅদত্তি। তা অইরেণ জামাদূঅং পেক্খামি ত্তি।

[ননু মহারাজেন কথিতং—কুরঙ্গীনিমিত্তং দূত আগত ইতি। তদচিরেণ জামাতরং প্রেক্ষ ইতি।]

রাজা—তাদৃশমপ্যস্তি। ন তু তাবৎ ক্রিয়তে নিশ্চয়ঃ। এহ্যুপবিশ।

দেবী—জং মহারাও আণবেদি। [যদ্ মহারাজ আজ্ঞাপয়তি।]

(উপবিশতি)

রাজা—দেবি ! বিবাহা নাম বহুশঃ পরীক্ষ্য কর্তব্যা ভবন্তি। কুতঃ,

জামাতৃসম্পত্তিমচিন্তয়িত্বা পিত্রা তু দত্তা স্বমনোঽভিলাষাৎ।
কুলদ্বয়ং হন্তি মদেন নারী কুলদ্বয়ং ক্ষুব্ধজলা নদীব ॥ ৩ ॥

অয়ে শব্দ ইব। বহুভিঃ কারণৈর্ভবিতব্যম্। অয়ং হি,

বহুত্বাদ্ দূরসংস্থোঽপি সমীপ ইব বর্ততে।
সংসূ হেতুসহস্রেষু কুরঙ্গ্যাং শঙ্কতে মতিঃ ॥ ৪ ॥

দেবী—হং উয্যাণং গআ মে দুহিআ। [হম্ উদ্যানং গতা মে দুহিতা।]

রাজা—কোঽত্র।

(প্রবিশ্য)

ভটঃ জয়তু মহারাজঃ। এষ আর্যকৌঞ্জায়নো নিবেদয়িতুমাগতঃ।

রাজা—শীঘ্রং প্রবেশ্যতাম্।

ভটঃ—যদাজ্ঞাপয়তি মহারাজঃ। (নিষ্ক্রান্তঃ।)

(ততঃ প্রবিশতি কৌঞ্জায়নঃ।)

কৌঞ্জায়নঃ—(সনির্বেদম্) ভোঃ ! কষ্টমমাত্যত্বং নাম। কুতঃ,

প্রসিদ্ধৌ কার্যাণাং প্রবদতি জনঃ পার্থিববলং
বিপত্তৌ বিস্পষ্টং সচিবমতিদোষং জনয়তি।
অমাত্যা ইত্যুক্তাঃ শ্রুতিসুখমুদারং নৃপতিভিঃ
সুসূক্ষ্মং দণ্ড্যন্তে মতিবলবিদগ্ধাঃ কুপুরুষাঃ ॥ ৫ ॥

জয়সেন ! কস্মিন্ প্রদেশে বর্ততে স্বামী। কিং ব্রবীষি—উপস্থানগৃহ ইতি। অতস্ত্বশঙ্কনীয়েয়ং ভূমিঃ। (পরিক্রম্য সসম্ভ্রমম্) প্রসীদতু স্বামী।

রাজা—অলমলং সম্ভ্রমেণ। স্বৈরমুপবিশ্য কথ্যতাং বৃত্তান্তঃ।

কৌঞ্জায়নঃ—শৃণোতু স্বামী। ননু স্বামিনাহমুক্তঃ—স্বামিদারিকয়া সহ গচ্ছোদ্যানম্ ইতি।

রাজা—এবমুক্তম্। পুনঃ কিম্।

কৌঞ্জায়নঃ—ততো গত্বোদ্যানং যথাসুখমাক্রীড্য নিবর্তমানায়াং রাজসুতায়াং দাসীদাসহসিতকথিতশ্রবণবৃংহিতমদপ্রবন্মজলার্দ্রদুর্দিনাননো নিহতপতিতসাদিপুরুষঃ ক্ষিতিরজোঽবগুণ্ঠিতাব্যক্তভীমমূর্তির্মূর্তিমানিব পবনো দৃষ্টাদৃষ্টলঘুপ্রচারঃ স্বামিসচিবানাং বক্তব্যং জনয়িতুকাম ইবৈকপুরুষবিশেষং প্রকাশয়িতুমিচ্ছন্নিব মদান্ধস্তং দেশমভ্যুপগতো হস্তী।

রাজা—তিষ্ঠতু বিস্তরঃ। ননু কুশলিনী কুরঙ্গী।

কৌঞ্জায়নঃ—কথমকুশলিনী ভবতি বিদ্যমানেষু স্বামিভাগ্যেষু।

রাজা—দিষ্ট্যা। যথেষ্টমিদানীং ব্রূহি।

কৌঞ্জায়নঃ—ততঃ প্রদ্রুতেষু প্রাকৃতজনেষু হাহাকারমাত্রপ্রতীকারাসু স্ত্রীষু সমাশ্রিত-নিহতেষু সুপুরুষেষু উদ্যানগতানাং সর্বোপকরণানাং পরীক্ষণায় মুহূর্তব্যাক্ষিপ্তে ময়ি চ নীতিগুপ্তে সহসৈব স্বামিদারিকায়া যানমেব প্রাপ্তঃ স হস্তী।

দেবী—হং ইদো বরং কিন্নু খু ভবিস্সদি। [হম্‌ ইতঃপরং কিন্নু খলু ভবিষ্যতি।]

রাজা—অথ কেন সনাথীকৃতা কুরঙ্গী।

কৌঞ্জায়নঃ - অথ কশ্চিদ্‌ দর্শনী···(ইত্যর্ধোক্তে তিষ্ঠতি)

রাজা—যথেষ্টমিদানীং ব্রূহি। নিষ্পরিহারা ব্যাপদঃ।

কৌঞ্জায়নঃ—অথ কশ্চিদ্‌ দর্শনীয়োঽপ্যাবিষ্মিতস্তরুণোঽপ্যনহঙ্কারঃ শূরোঽপি দাক্ষিণ্যবান্‌ সুকুমারোঽপি বলবান্‌ স্বামিদারিকায়াং হস্তিনাভিভূয়মানায়াং তৎকালদুর্লভমভয়ং প্রদায় নির্বিশঙ্কঃ সমাসাদিতবাংস্তং দ্বিপবরম্‌।

রাজা—অনুণঃ স কারুণ্যস্য। ততস্ততঃ।

কৌঞ্জায়নঃ—ততস্তেন সললিতসরভসকরতলতাড়নপ্ররুষ্টঃ সহসৈব স্বামিদারিকাং বিহায় তমেব হন্তুকামঃ প্রতিনিবৃত্তঃ স ব্যালঃ।

দেবী—কুসলো হোদু। [কুশলং ভবতু।]

রাজা—ততস্ততঃ।

কৌঞ্জায়নঃ—অথ তদনন্তরমভ্যাগতেন ভূতিকেন ময়া চ পুনর্যানমারোপ্য দ্রুতমানীয় কন্যান্তঃপুরমেব প্রবেশিতা স্বামিদারিকা।

রাজা—অহো মহানয়ং প্রমাদঃ। অথ ভূতিকঃ কিমর্থং নাভ্যাগতঃ।

কৌঞ্জায়নঃ—উক্তোঽহং ভূতিকেন—গচ্ছেমং বৃত্তান্তং স্বামিনে কথয়। অহং তস্য পুরুষস্য প্রবৃত্তিমন্বয়ং চ জ্ঞাত্বা শীঘ্রমাগমিষ্যামীতি।

রাজা—তেন হি সর্বং পরীক্ষ্যাগমিষ্যতি ভূতিকঃ। কৌঞ্জায়ন! কতরকুলসমুদ্‌ভূতঃ পরব্যসনসহায়ঃ।

কৌঞ্জায়নঃ—স্বামিন্‌ ইহ বিসংবাদয়ত্যাত্মানমন্ত্যজোঽহমিতি।

দেবী—মহারাঅ! অকুলীণো কহং এব্বং সাণুক্কোসো ভবে। [মহারাজ! অকুলীনঃ কথমেবং সানক্রোশো ভবেৎ।]

রাজা—কিন্নু খলু ভবেদেতৎ।

(ততঃ প্রবিশতি ভূতিকঃ।)

ভূতিকঃ—(সবিস্ময়ম্‌) অহো প্রচ্ছন্নরত্নতা পৃথিব্যাঃ। অস্য তাবৎ পুরুষস্য নির্ব্যাজেন বিক্রমেণ মন্দীভূতা ইব মনস্বিনাং বিক্রমবৃদ্ধয়ঃ। এতত্তু মে সংশয়ঃ, কিমর্থমাত্মানমন্বয়ং চাচ্ছাদয়তি। অথবা কঃ শক্তঃ সূর্যং হস্তেনাচ্ছাদয়িতুম্‌। ইহ হি,

ছন্না ভবন্তি ভুবি সৎপুরুষা কথঞ্চিৎ
স্বৈঃ কারণৈর্গুরুজনৈশ্চ নিয়ম্যমানাঃ।
ভূয়ঃ পরব্যসনমেত্য বিমোক্তুকামা
বিস্মৃত্য পূর্বনিয়মং বিবৃতা ভবন্তি॥ ৬॥

জয়সেন! কস্মিন্‌ প্রদেশে বর্ত্ততে স্বামী। কিং ব্রবীষি—উপস্থানগৃহ ইতি। অতস্ত্বশঙ্কনীয়েয়ং ভূমিঃ। যাবৎ প্রবিশামি। (প্রবিশ্য) অয়ে অয়ং মহারাজো

দেব্যা সহাস্তে। (উপগম্য) জয়তু মহারাজঃ।
রাজা—দেবি! ত্বমভ্যন্তরং প্রবিশ্যাশ্বাসয় কুরঙ্গীম্। অহমপ্যনুপদমাগমিষ্যামি।
দেবী—জং মহারাও আণবেদি। [যন্মহারাজ আজ্ঞাপয়তি।] (নিষ্ক্রান্তা)
রাজা—কো বৃত্তান্তস্তস্য পরার্থমনবেক্ষিতশরীরস্য।
ভূতিকঃ—শৃণোতু স্বামী। স মুহূর্তমনাদরমন্থরিতং সললিতং প্রিয়বয়স্যেনেব তেন হস্তিনা প্রক্রীড্য নিবর্তনানুবর্তনগতিবিশেষৈর্বিমোহ্য লজ্জিত ইব তেন কর্মণা মহাজনপ্রশংসামসহমানঃ সমবনতশিরস্কঃ স্বৈরং স্বমেবাবাসং গতঃ।
রাজা—ভোঃ! প্রীতোঽস্মি। অয়ং হি মে দ্বিতীয়ো লাভঃ।
ভূতিকঃ—অথ তদনন্তরমুপলভ্য হস্তিনীভিস্তং গজবরং সংগ্রাহ্যেমাং গজশালাং প্রবেশ্যাহং তস্য পুরুষস্য প্রবৃত্তিমন্বয়ং চ জ্ঞাতুমন্যাপদেশেন গতবানস্মি।
রাজা—অথ কিং কৃতো নিশ্চয়ঃ। শ্রুতমস্মাভিরন্ত্যজ ইতি।
ভূতিকঃ—শান্তং শান্তং পাপম্। নায়ং তাদৃশঃ। কেনাপি কারণেনাত্মানমন্বয়ং চাচ্ছাদয়তি।
রাজা—অথ কিং ভবতা পরীক্ষিতম্।
ভূতিকঃ—কিমত্র পরীক্ষিতব্যম্।

দৈবং রূপং ব্রহ্মজং তস্য বাক্যং ক্ষাত্রং তেজঃ সৌকুমার্যং বলং চ।
যদ্যেবং স্যাৎ সত্যমস্যান্ত্যজত্বং ব্যর্থোঽস্মাকং শাস্ত্রমার্গেষু খেদঃ॥ ৭॥

রাজা—কিমস্ত্যস্য কলত্রম্।
ভূতিকঃ—সর্বমস্তি। কলত্রং স্বয়মভিনিবিষ্টঃ।
রাজা—যদ্যপি স্ত্রীদর্শনং পরিহৃতং, কিমর্থং তস্য পিতা ন পরীক্ষিতঃ।
ভূতিকঃ—দৃষ্টস্তত্রভবান্ সংপুত্রসম্পন্নঃ। স হি,

ব্যায়ামস্থিরবিপুলোচ্ছ্রিতায়তাংসো
জ্যাঘাতপ্রচিতকিণোল্বণপ্রকোষ্ঠঃ।
প্রচ্ছন্নোঽপ্যনুকৃতিলক্ষ্যরাজভাবো
মেঘান্তর্গতরবিবৎ প্রভানুমেয়ঃ॥ ৮॥

রাজা—অলমেতাবতা প্রসঙ্গেন। পুনরপ্যেষা পরীক্ষা ক্রিয়তাম্।
ভূতিকঃ যদাজ্ঞাপয়তি স্বামী।
রাজা—অথেদানীং কাশিরাজদূতং প্রতি কিং কর্তব্যম্।
ভূতিকঃ—স্বামিন্! দূতশতান্যাগতান্যাগমিষ্যন্তি চ।

ন তত্র কর্তব্যমিহাস্তি লোকে কন্যাপিতৃত্বং বহুবন্দনীয়ম্।
সর্বে নরেন্দ্রা হি নরেন্দ্রকন্যাং মল্লাঃ পতাকামিব তর্কয়ন্তি॥ ৯॥

রাজা—কোঽভিপ্রায়ঃ।
ভূতিকঃ—সর্বত্র দাক্ষিণ্যং ন কর্তব্যম্। গুণবাহুল্যং তদাত্মমায়াতিং চাবেক্ষ্য স্থিরতাং দীর্ঘসূত্রতাং চ পরিত্যজ্য দেশকালাবিরোধেন সুধিয়িতব্যং কার্যমিত্যর্থঃ।
রাজা যুক্তমভিহিতং ভূতিকেন। কৌঞ্জায়ন! কিমর্থং তুষ্ণীং ভূতঃ।
কৌঞ্জায়নঃ—স্বামিন্! বহুষ্বপি ক্ষত্রিয়েষু পূর্বসম্বন্ধবিশেষৌ সৌবীররাজকাশিরাজৌ স্বামিনো ভগিনীপতিত্বে তুল্যৌ অস্মৎসম্বন্ধযোগ্যাবিতি স্বামিনা চিন্তিতৌ।

তত্র পূর্বমেব সৌবীররাজেন পুত্রস্য কারণাদ্ দূতঃ প্রেষিতঃ। তত্র বলাবল-চিন্তায়াং স্বামী প্রমাণম্।

রাজা—সম্যগুক্তং কৌঞ্জায়নেন। ভূতিক! সর্বরাজমণ্ডলমপোহ্য দ্বয়োঃ স্থাপিতয়োঃ কং প্রতি বিশেষঃ।

ভূতিকঃ—ন ভৃত্যাদ্বেষণীয়া রাজানঃ, স্বামিনো হি স্বাম্যমমাত্যানাম্।

রাজা—অলমুপচারেণ। ব্রূহি কো নিশ্চয়ঃ।

ভূতিকঃ—ইদানীং তু ন প্রত্যাখ্যাতব্যম্। স্বামিন্, সৌবীররাজকাশিরাজৌ স্বামিনো ভগিনীপতিত্বে তুল্যৌ। অথ দেব্যা ভ্রাতেতি সৌবীরেন্দ্রো গুণাধিকঃ।

রাজা—ন খলু ভবানস্মৎসঙ্কল্পানভিবাদকঃ।

ভূতিকঃ—উভয়থানুগৃহীতোঽস্মি।

রাজা—ভোঃ। কিন্নু খলু সৌবীরেন্দ্রেণ পুনর্দূতসম্পাতঃ ক্রিয়তে।

ভূতিকঃ—তত্রাস্তি মে কশ্চিৎ সন্দেহঃ। সুষ্ঠু পরীক্ষ্য বক্ষ্যামীতি নোক্তবানস্মি।

রাজা—ননু কুশলী তত্রভবান্।

ভূতিকঃ—বদন্তি চারপুরুষাঃ—

ন দৃশ্যতে তত্রভবান্ সপুত্রঃ কার্যাণ্যমাত্যাঃ কিল বর্তয়ন্তি।
ন বিদ্যতে কারণমত্র কিঞ্চিন্ন লভ্যতে রাজকুলপ্রবেশঃ ॥ ১০ ॥

রাজা—ভোঃ। কিন্নু খলু ভবেদেতত্।

কামাহতঃ কুমতিভিঃ সচিবৈর্গৃহীতো
রোগাতুরঃ স্বজনরাগমবেক্ষতে বা।
শপ্তো দ্বিজৈর্তমুপেত্য করোতি শান্তিং
কো বা ভবেন্নরপতের্গৃহরোধহেতুঃ ॥ ১১ ॥

শীঘ্রং পরীক্ষ্যতামেষ বৃত্তান্তঃ।

ভূতিকঃ—যদাজ্ঞাপয়তি স্বামী।

রাজা—কৌঞ্জায়ন! কিমিদানীং কাশিরাজদূতং প্রতি কর্তব্যম্।

কৌঞ্জায়নঃ—এবং গতে কাশিরাজদূতঃ পূজয়িতব্যঃ। বহুমুখা বিবাহা যথেষ্টং সাধ্যন্তে।

রাজা—অহো কার্যমেবাপেক্ষতে বুদ্ধিরমাত্যানাং, ন স্নেহম্।

(নেপথ্যে)

জয়তু স্বামী, জয়তু মহারাজঃ। দশ নালিকাঃ পূর্ণাঃ।

ভূতিকঃ –স্বামিন্। শেষমভ্যন্তরে চিন্তয়িষ্যামঃ। অতিক্রামতি স্নানবেলা। স্বামিদারিকা চাশ্বাসয়িতব্যা। মহাদেবী চ চিরং প্রতীক্ষতে। মহাজনোঽপ্যস্মিন্নুপদ্রবে স্বামিনং দ্রষ্টুমিচ্ছতি।

রাজা—অহো মহদ্ভারো রাজ্যং নাম। কুতঃ,

ধর্মঃ প্রাগেব চিন্ত্যঃ সচিবমতিগতিঃ প্রেক্ষিতব্যা স্ববুদ্ধ্যা
প্রচ্ছাদ্যৌ রাগরোষৌ মৃদুপরুষগুণৌ কালযোগেন কার্যৌ।
জ্ঞেয়ং লোকানুবৃত্তং পরচরনয়নৈর্মণ্ডলং প্রেক্ষিতব্যং
রক্ষ্যো যত্নাদিহাত্মা রণশিরসি পুনঃ সোঽপি নাবেক্ষিতব্যঃ ॥ ১২ ॥

(নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে)

॥ ইতি প্রথমোঽঙ্কঃ ॥

(ততঃ প্রবিশতি বিদূষকঃ)

বিদূষকঃ—ভো ! ণ জাণন্তি অবত্থাবিসেসং ইস্সরপুত্তা ণাম অদো তত্তভবং অবিমারও ইসিসাবেণ কুলপরিব্ভংসং অন্তঅকুলপ্পবাসং অত্তণো বিণ্ণাণং গুরুজণং চ অচিন্তঅন্তো জদা হত্থিসম্ভমদিঅসে কুন্তিভোঅদুহিআ কুরঙ্গী দিট্ঠা, তদপ্পহুদি অণ্ণাদিসো বিঅ সংবুত্তো। হী হী কিং বহুণা, মএ বি সহ গোট্ঠিং ণেচ্ছদি, সব্বআলং চিন্তঅন্তো অহিরমদি। সচ্চো খু লোঅপ্পবাদো 'সংবআরিণো অণত্থ' ত্তি। কো এত্থ সম্বন্ধো। সা রাঅদারিআ সঅং অন্তজ ত্তি। অহং পি দাব বম্হণপরিবাদং পরিহরন্তো বম্হণকুলেসু পরিব্ভমিঅ পচ্ছণ্ণো তত্তহোদো আবাসং এব্ব গচ্ছামি।

[ভোঃ ! ন জানন্ত্যবস্থাবিশেষমীশ্বরপুত্রা নাম। অতস্তত্রভবান্ অবিমারকঃ ঋষিশাপেন কুলপরিভ্রংশমন্ত্যজকুলপ্রবাসমাত্মনো বিজ্ঞানং গুরুজনং চাচিন্তয়ন্ যদা হস্তিসম্ভ্রমদিবসে কুন্তিভোজদুহিতা কুরঙ্গী দৃষ্টা, তদাপ্রভৃত্যন্যাদৃশ ইব সংবৃত্তঃ। হী হী কিং বহুনা, ময়াপি সহ গোষ্ঠীং নেচ্ছতি, সর্বকালং চিন্তয়ন্নভিরমতে। সত্যঃ খলু লোকপ্রবাদঃ 'সংঘচারিণোঽনর্থা' ইতি। কোঽত্র সম্বন্ধঃ। সা রাজদারিকা স্বয়মন্ত্যজ ইতি। অহমপি তাবদ্ ব্রাহ্মণপরিবাদং পরিহরন্ ব্রাহ্মণকুলেষু পরিভ্রম্য প্রচ্ছন্নস্তত্রভবত আবাসমেব গচ্ছামি।]

(ততঃ প্রবিশতি চেটী।)

চেটী—এদস্সিং অবত্থাপরিব্ভট্টে রাঅউলে অবহুকয্যদাএ ণঅরং পেক্খিদুং ণিগ্গদহ্মি। (পরিক্রম্যাবলোক্য) অয়ি এসো অয্যসন্তুট্টো গচ্ছই। হোদু এদেণ সহ হসন্তী মুহুত্তঅং ণিব্বেদং বিণোদেমি। (উপসৃত্যোর্ধ্বমবলোক্য) হলা কোমুদিএ! কিং লদ্ধো বম্হণো। কিং ভণাসি—ণ লভামি ত্তি।

[এতস্মিন্নবস্থাপরিভ্রষ্টে রাজকুলেঽবহুকার্যতয়া নগরং প্রেক্ষিতুং নির্গতাস্মি। অয়ি এষ আর্যসন্তুষ্টো গচ্ছতি। ভবতু, এতেন সহ হসন্তী মুহূর্তকং নির্বেদং বিনোদয়ামি। হলা! কৌমুদিকে! কিং লব্ধো ব্রাহ্মণঃ। কিং ভণাসি—ন লভ ইতি।]

বিদূষকঃ—চন্দিএ! কিং এদং। [চন্দ্রিকে! কিমেতৎ।]

চেটী—অয্য! কণ্ডি ব্রহ্মণং অণ্ণেসামি। [আর্য! কঞ্চিদ্‌ব্রাহ্মণমন্বিষ্যামি।]

বিদূষকঃ বম্হণেণ কিং কয্যং! [ব্রাহ্মণেন কিং কার্যম্।]

চেটী—কিমণ্ণং, ভোঅণত্থং ণিমন্তেদুং। [কিমন্যদ্, ভোজনার্থং নিমন্ত্রয়িতুম্।]

বিদূষকঃ—ভোদি! অহং কো, সমণও। [ভবতি! অহং কঃ, শ্রমণকঃ।]

চেটী—তুবং কিল অবেদিও। [ত্বং কিলাবৈদিকঃ।]

বিদূষকঃ—কিস্স অহং অবেদিও। সুণাহি দাব। অত্থি রামাঅণং ণাম ণট্টসত্থং। তস্সিং পঞ্চ সুলোআ অসম্পুণ্ণে সংবচ্ছরে মএ পাঠিদা। [কস্মাদহমবৈদিকঃ। শৃণু তাবৎ। অস্তি রামায়ণং নাম নাট্যশাস্ত্রম্। তস্মিন্ পঞ্চ শ্লোকা অসম্পূর্ণে সংবৎসরে ময়া পাঠিতাঃ।]

চেটী—জাণামি জাণামি। অয্যস্স কুলোইদো ঈদিসো মেধাবিভাবো। [জানামি

জানামি। আর্যস্য কুলোচিত ঈদৃশো মেধাবিভাবঃ।]

বিদূষকঃ - ণ কেবলং স্লোআ এব, তেসং অত্থো বি মুণিও। অণ্ণং চ। অবরো বিসেসো, বম্হণো দুল্লহো অক্খরণ্ণো অথঞ্ঞো অ। [ন কেবলং শ্লোকা এব, তেষামর্থোঽপি জ্ঞাতঃ। অন্যচ্চ। অপরো বিশেষঃ, ব্রাহ্মণো দুর্লভোঽক্ষরজ্ঞো ঽর্থজ্ঞশ্চ।]

চেটী—তেণ হি ভণাহি কিং ণাম এদং অক্খরং। (নামমুদ্রিকাং দর্শয়তি) [তেন হি ভণ কিং নামৈতদক্ষরম্।]

বিদূষকঃ—(আত্মগতম্) অজাণমাণো কিং ভণিস্সং। (বিচার্য) ভোদু দিট্ঠং। এবং দাব ভণিস্সং। (প্রকাশম্) ভোদি! এদং অক্খরং মম পুত্থএ ণত্থি। [অজানানঃ কিং ভণিষ্যামি। [ভবতি! এতদক্ষরং মম পুস্তকে নাস্তি।]

চেটী—জদি ণ জাণাসি, অদক্খিণং ভুঞ্জোহি। [যদি ন জানাসি, অদক্ষিণং ভুঙ্ক্ষ্ব।]

বিদূষকঃ - ভোদু ভোদু। [ভবতু, ভবতু।]

চেটী—পেক্খামি দাব অয্যস্স অঙ্গুলীঅঅং। [পশ্যামি তাবদার্যস্যাঙ্গুলীয়কম্।]

বিদূষকঃ—পেক্খ পেক্খ মম মমকেরঅং দংসণীঅং। [পশ্য পশ্য মদীয়ং দর্শনীয়ম্।]

চেটী—(গৃহীত্বা) এসো ভট্টিদারও ইদো এব্ব আঅচ্ছদি। [এষ ভর্তৃদারক ইত এবাগচ্ছতি।]

বিদূষকঃ—(পরাবৃত্যাবলোক্য) কহিং কহিং তত্তভবং। [কুত্র কুত্র তত্রভবান্]

চেটী—বিলোভিদো মুদ্ধবম্হণো। ইমং জণসমূহং পবিসিঅ চউপ্পহমগ্গে বঞ্চিঅ গমিস্সং। (নিষ্ক্রান্তা) [বিলোভিতো মুগ্ধব্রাহ্মণঃ। ইমং জনসমূহং প্রবিশ্য চতুষ্পথমার্গে বঞ্চয়িত্বা গমিষ্যামি।]

বিদূষকঃ—(সর্বতো বিলোক্য) চন্দিএ! চন্দিএ! কহিং কহিং চন্দিআ। হা বঞ্চিদো ম্হি। গণ্ডভেদদাসীএ সীলং জাণন্তো বি অত্তণো ভোঅণবিস্সম্ভেণ ছালিদো ম্হি। (পরিক্রম্য) ভোঅণং বি অলিঅং চিন্তেমি। (অগ্রতো বিলোক্য) হন্ত এসা ধাবই। চিট্ঠ চিট্ঠ অধম্মিট্ঠদাসি! চিট্ঠ। কিং ধাবই এব। জাব অহং বি ধাবামি। (ধাবতি।) মম পাদা সিবিণে হত্থিণা আসাদিঅমাণস্স বিঅ তহিং তহিং এব্ব পডন্তি। হন্ত কুম্ভদাসীএ বুত্তন্তং তত্তহোদো ণিবেদইস্সং। [চন্দ্রিকে! চন্দ্রিকে! কুত্র কুত্র চন্দ্রিকা। হা বঞ্চিতোঽস্মি। গণ্ডভেদদাস্যাঃ শীলং জানন্নপ্যাত্মনো ভোজনবিস্রম্ভেণ ছলিতোঽস্মি। ভোজনমপ্যলীকং চিন্তয়ামি। হন্তৈষা ধাবতি। তিষ্ঠ তিষ্ঠ অধর্মিষ্ঠদাসি! তিষ্ঠ। কিং ধাবত্যেব। যাবদহমপি ধাবামি মম পাদৌ স্বপ্নে হস্তিনাসাদ্যমানস্যেব তত্র তত্রৈব পততঃ। হন্ত কুম্ভদাস্যা বৃত্তান্তং তত্রভবতে নিবেদয়িষ্যামি।]

(নিষ্ক্রান্তঃ)

(প্রবেশকঃ)

(ততঃ প্রবিশত্যুপবিষ্টোঽবিমারকঃ।)

অবিমারকঃ—

অদ্যাপি হস্তিকরশীকরশীতলাঙ্গীং
বালাং ভয়াকুলবিলোলবিষাদনেত্রাম্।

স্বপ্নেষু নিত্যমুপলভ্য পুনর্বিবোধে
জাতিস্মরঃ প্রথমজাতিমিব স্মরামি ॥ ১ ॥

অহো বলমনঙ্গস্য। কুতঃ,

দৃষ্টিস্তদাপ্রভৃতি নেচ্ছতি রূপমন্যদ্
বুদ্ধিঃ প্রহৃষ্যতি বিষীদতি স্মরন্তী।
পাণ্ডুত্বমেতি বদনং তনুতাং শরীরং
শোকং ব্রজামি দিবসেষু নিশাসু মোহম্ ॥ ২ ॥

অথবা অযুক্তমধৃতিত্বং পুরুষাণাম্। সঙ্কল্প্যমানো হি বিজৃম্ভতে মদনঃ তস্মাদহমিদানীং ন সংকল্পয়ামি। (স্মৃত্বা) অহো তস্যা রূপসম্পদ্, রূপানুরূপং যৌবনং, যৌবনসদৃশং সৌকুমার্যম্। অত্র হি,

প্রতিচ্ছন্দং ধাত্রা যুবতিবপুষাং কিন্নু রচিতং
গতা বা স্ত্রীরূপং কথমপি চ তারাধিপরুচিঃ।
বিহায় শ্রীঃ কৃষ্ণং জলশয়নসুপ্তং কৃতভয়া
ধৃতান্যস্ত্রীরূপং ক্ষিতিপতিগৃহে বা নিবসতি ॥ ৩ ॥

কথমহং পুনরারশ্যশ্চিন্তয়িতুম্। কিমিদানীং করিষ্যে। মনশ্চ তাবদস্মাদিচ্ছয়ান প্রবর্ততে। ইহ হি,

প্রতিষিদ্ধং প্রযত্নেন ক্ষণমাত্রং ন বীক্ষতে।
চিরাভ্যস্তপথং যাতি শাস্ত্রং দুর্গৃহীতং যথা ॥ ৪ ॥

অথবা শক্যং মনো জেতুম্। চিন্তয়িষ্যাম্যেনাম্। অহো সর্বেষাং স্ত্রীগুণানামেকত্র সমবায়ঃ। (চিন্তাভিভূত উপবিশতি)

(ততঃ প্রবিশতি ধাত্রী নলিনিকা চ।)

ধাত্রী—(সবিতর্কম্) অহো সঙ্কডদা কয্যস্স। জই এবং করীঅদি, রাঅউলং দূসিঅং হোই। জদি ণ করীঅদি, অবস্সং সা বিবজ্জই। মএ অণেএহি উবাএহি বিআরিদং চ। মম বি সা অজ্জ বি পচ্ছাদেদি। অহব কিং তাএ পচ্ছাদিদং। সা তদপ্পহুদি সুমণাবন্নঅং ণেচ্ছদি, আহারং ণাভিলসদি, ণ রমদি গোট্ঠীজণেণ, দিগ্বং ণিস্সসদি, অসম্বন্ধং কহেদি, কহিদং ণ জাণাদি, গূঢ়ং হসদি, বিবিত্তে রোদিদি, রোঅং অবদিসদি, তণুআ হোদি, পণ্ডুভাবং গচ্ছদি। একং পি তহিং অচ্ছরিঅং। এবংবিধেহি অবত্থাবিসেসেহি অত্তণো লজ্জাএ ভএণ কুলমাণেণ বালভাবেণ অ একস্সা বি কিংপি ণ মন্তেদি। [অহো সঙ্কটতা কার্যস্য। যদ্যেবং ক্রিয়তে, রাজকুলং দূষিতং ভবতি। যদি ন ক্রিয়তেহবশ্যং সা বিপদ্যতে। ময়ানেকৈরুপায়ৈর্বিচারিতং চ। মমাপি সাদ্যাপি প্রচ্ছাদয়তি। অথবা কিং তয়া প্রচ্ছাদিতম্। সা তদাপ্রভৃতি সুমনাবর্ণকং নেচ্ছতি, আহারং নাভিলষতি, ন রমতে গোষ্ঠীজনেন, দীর্ঘং নিঃশ্বসিতি, অসম্বদ্ধং কথয়তি, কথিতং ন জানাতি গূঢ়ং হসতি, বিবিক্তে রোদিতি, রোগমপদিশতি, তন্বী ভবতী, পাণ্ডুভাবং গচ্ছতি। একমপি তত্রাশ্চর্যম্। এবংবিধৈরবস্থাবিশেষেরাত্মনো লজ্জয়া ভয়েন কুলমানেন বালভাবেন চ একস্যা অপি কিঞ্চিন্ন মন্ত্রয়তে।]

নলিনিকা—কিস্স ণ মন্তেদি। মম সব্বং কহেদি॥ [কস্মান্ন মন্ত্রয়তে। মম সর্বং কথয়তি।]

ধাত্রী—হলা ! জাণামি দে অভিপ্পাঅং অবত্থং জাণিঅ সব্বহা ইমং এদেণ জোজেহি ত্তি। [হলা ! জানামি তেঽভিপ্রায়ম্, অবস্থাং জ্ঞাত্বা সর্বথৈমামেতেন যোজয়েতি।]

নলিনিকা—কিংণু খু ঈদিসো তাদিসেহি গুণবিসেসেহি অকুলীণো ভবে। [কিন্নু খল্বীদৃশস্তাদৃশৈর্গুণবিশেষৈরকুলীনো ভবেৎ।]

ধাত্রী—তহিং চ সন্দেহো। সুদং চ মএ ভট্টিণীএ সমীবে অমচ্চেহি কিল ভণিদং—ণ সো তাদিসো দুক্খুলজো ত্তি। অত্তাণং কেণ বি কারণেণ পচ্ছাদেদি ত্তি। [তত্র চ সন্দেহঃ। শ্রুতং চ ময়া ভট্টিন্যাঃ সমীপেঽমাত্যৈঃ কিল ভণিতং ন স তাদৃশো দুষ্কুলজ ইতি। আত্মানং কেনাপি কারণেন প্রচ্ছাদয়তীতি]।

নলিনিকা—কোণু খু ভবে। [কোনু খলু ভবেৎ]।

ধাত্রী—জদি সো সন্দেহো ণত্থি, কো অণ্ণো অদিরিত্তগুণো জামাদুও ভবে। [যদি স সন্দেহো নাস্তি, কোঽন্যোঽতিরিক্তগুণো জামাতা ভবেৎ]।

(নেপথ্যে)

যদি চ বিভবরূপজ্ঞানসম্বাদয়ঃ স্যু-
র্ন তু কুলবিকলানাং বর্ততে বৃত্তশুদ্ধিঃ।
ধ্রুবমিহ কুলমস্যা শ্রেয়সি প্রাপ্তকালে
ত্যজ কুলগতশঙ্কাং সাধ্যতাং স্বস্থমেতত্ ॥ ৫ ॥

ধাত্রী—হলা ! কেণ খু ভণিদং। [হলা ! কেন খলু ভণিতম্]।

নলিনিকা—এত্থ কো বি ণ দিস্সদি। [অত্র কোঽপি ন দৃশ্যতে]।

ধাত্রী—পহিট্টরোমকূবং মে সরীরং। অসংসঅং দব্বেণ ভণিদং। অহং পুণ জাণামি ণ এসো কেবলো মাণুসো ত্তি। [প্রহৃষ্টরোমকূপং মে শরীরম্। অসংশয়ং দৈবেন ভণিতম্। অহং পুনর্জানামি নৈষ কেবলো মানুষ ইতি]।

নলিনিকা—গদো তস্স কুলসন্দেহো। অহ্মাণং বঅণং করেদি ণ করেদি ত্তি চিন্তেমি। (বিচিন্ত্য) ধণ্ণো খু সো জণো ইমং এবং উম্মাদেদি। কিং বহুণা, সঅং কামদেবো বি ভট্টিদারিআএ রূবং পেক্খিঅ কিলিস্সদি। তেণ সো বি কিলিস্সদি ত্তি তক্কেমি। [গতস্তস্য—কুলসন্দেহঃ। অস্মাকং বচনং করোতি ন করোতীতি চিন্তয়ামি। ধন্যঃ খলু স জন ইমমেবমুন্মাদয়তি। কিং বহুনা, স্বয়ং কামদেবোঽপি ভর্তৃদারিকায়া রূপং প্রেক্ষ্য ক্লিশ্যতে। তেন সোঽপি ক্লিশ্যত ইতি তর্কয়ামি]।

ধাত্রী—হলা ! এসো তস্স আবাসো, জং তদা হত্থিসম্ভমদিঅসে কোদূহলেণ আঅদম্হ। [হলা ! এষ তস্যাবাসঃ, যং তদা হস্তিসম্ভ্রমদিবসে কৌতুহলেনাগতে স্বঃ।]

নলিনিকা—হলা ! অহো দস্সণীঅং কিদোবহারং চ দুবারমুহং। হলা ! এহি পবিসাম্মো। [হলা ! অহো দর্শনীয়ং কৃতোপহারং চ দ্বারমুখম্। হলা ! এহি প্রবিশাবঃ]।

ধাত্রী—হলা ! কহিং ভট্টিদারও। কিং ভণাসি—চউস্সালে বত্তদি ত্তি। (পরিক্রম্যাবলোক্য) অঅং অহ্মাণং ভট্টিদারও এক্কো এব কিং বি চিন্তঅন্তো চিট্টই। [হলা ! কুত্র ভর্তৃদারকঃ। কিং ভণসি—চতুঃশালে বর্তত ইতি। অয়মস্মাকং ভর্তৃদারক এক এব কিমপি চিন্তয়ংস্তিষ্ঠতি]।

নলিনিকা—হলা ! ণং পবিসাম্মো। [হলা ! ননু প্রবিশাবঃ]।

ধাত্রী—এবং করেম্ম। (প্রবিশ্য) সুহং অয্যস্স। [এবং কুর্বঃ। সুখমার্যস্য]।
অবিমারকঃ—অহো তস্যা রূপসম্পৎ।
ধাত্রী—(সাকুলম্) কিন্নু হু ভবে। সুহং অয্যস্স। [কিন্নু খলু ভবেৎ। সুখমার্যস্য]।
অবিমারকঃ—উরঃ স্তনতটালসং জঘনভারখিন্না তনুঃ।
ধাত্রী—অম্মো বিপ্পলবদি। [অম্মো বিপ্রলপতি]।
অবিমারকঃ—মুখং নয়নবল্লভং প্রকৃতিতাম্রবিম্বাধরম্।
ধাত্রী—ধন্নো খু সো জণো ইমং এবং উম্মাদেদি। [ধন্যঃ খলু স জন ইমমেবমুন্মাদয়তি]।
অবিমারকঃ—ভয়েঽপি যদি তাদৃশং নয়নপাত্রপেয়ং বপুঃ।
ধাত্রী—সুখিতং কয্যং। [সুস্থিতং কার্যম্]।
অবিমারকঃ—কথন্নু সুরতান্তরপ্রচুরবিভ্রমং তদ্ ভবেৎ ॥ ৬ ॥
ধাত্রী—সা এব ইমং উম্মাদেদি। [সৈবেমমুন্মাদয়তি]।
নলিনিকা—সুট্ঠু ভণিদং—এসো বি কিলিস্সিদি ত্তি। [সুষ্ঠু ভণিতম্—এষোঽপি ক্লিশ্যত ইতি]।
ধাত্রী—সুট্ঠু বিঞ্ঞাদং তুএ। সুহং অয্যস্স। [সুষ্ঠু বিজ্ঞাতং ত্বয়া। সুখমার্যস্য]।
অবিমারকঃ—(বিলোক্য সব্রীড়ম্) স্বাগতং ভবতীভ্যাম্।
উভে—অবি সুহং। [অপি সুখম্]।
অবিমারকঃ—ভবিষ্যতি বাং দর্শনেন।
ধাত্রী—অয্য! কিং চিন্তীঅদি। [আর্য! কিং চিন্ত্যতে]।
অবিমারকঃ—ভবতি! শাস্ত্রং চিন্ত্যতে।
ধাত্রী—কিং ণাম এদং রমণীঅং সত্থং বিবিত্তে চিন্তীঅদি। [কিং নামৈতদ্ রমণীয়ং শাস্ত্রং বিবিক্তে চিন্ত্যতে।]
অবিমারকঃ—ভবতি! যোগশাস্ত্রং চিন্ত্যতে।
ধাত্রী—(সস্মিতম্) পডিগ্গহিদং মঙ্গলবঅণং। জোঅসত্থং এব্ব হোদু। [প্রতিগৃহীতম্ মঙ্গলবচনম্। যোগশাস্ত্রমেব ভবতু]।
অবিমারকঃ—(আত্মগতম্) কো নু খলু বাক্যার্থঃ। অন্যদপ্যভিলাষবশাদন্যথা সঙ্কল্পয়ামি। (প্রকাশম্) কিমভিপ্রেতং ভবত্যাঃ।
ধাত্রী—জোঅং ইচ্ছন্তীও আঅদম্ম। অণুমদো অয্যেণ জোও ত্তি ণং ণিট্ঠিদং কয্যং অম্মাঅং রাঅউলে বিবিত্তে অবআসে। তহিং পি কো বি জণো অহিঅদরং জোঅং চিন্তঅন্তো অচ্ছদি। তেণ সহ তহিং এব অয্যেণ সুট্ঠু জোঅবিহাণং চিন্তীঅদু ত্তি। [যোগমিচ্ছন্ত্যাবাগতে স্বঃ। অনুমত আর্যেণ যোগ ইতি ননু নিষ্ঠিতং কার্যমস্মাকং রাজকুলে বিবিক্ত অবকাশে। তত্রাপি কোঽপি জনোঽধিকতরং যোগং চিন্তয়ন্নাস্তে। তেন সহ তত্রৈবার্যেণ সুষ্ঠু যোগবিধানং চিন্ত্যতামিতি]।
অবিমারকঃ—কথমদ্যাপি সাবশেষাণি মে ভাগ্যানি। (আসনাদুত্থায়) ভবতি! পুনর্দত্তা ইব মে প্রাণাঃ। কুতঃ,

তস্যা ভয়াকুলিতদৃষ্টিবিষং মনোজ্ঞং
সৌম্যপ্রকারমতিতীক্ষ্ণমবেক্ষ্য বক্ত্রম্।

উন্মাদমভ্যুপগতোঽস্মি চিরং ভবত্যো-
বাক্যামৃতেন পুনরদ্য কৃতঃ সসংজ্ঞঃ ॥ ৭ ॥

ধাত্রী—দিট্ঠিআ অয্যেণ পরিপালিদো অঅং জণো। অলমদিপ্পসঙ্গেণ। অজ্জ এব পবিসিদব্বং কণ্ণাউরং। অমচ্চো অয্যভূদিও কণ্ণাউররক্খও কাসিরাঅদূদেণ সহ অম্হাঅং মহারাএণ পূইদো পত্থিদো অ। [দিষ্ট্যার্যেণ পরিপালিতোঽয়ং জনঃ। অলমতিপ্রসঙ্গেন। অদ্যৈব প্রবেষ্টব্যং কন্যাপুরম্। অমাত্য আর্য-ভূতিকঃ কন্যাপুররক্ষকঃ কাশিরাজদূতেন সহাস্মাকং মহারাজেন পূজিতঃ প্রস্থিতশ্চ]।

অবিমারকঃ—বাঢ়ম্। প্রথমঃ কল্পঃ। ভবতি! কন্তাবদৌষধমুপলভ্য মন্দীভবত্যাতুরঃ।

ধাত্রী—পবেসমত্তং এব্ব দুল্লহং সক্কং অব্ভন্তরে চিরং বসিদুং। [প্রবেশমাত্রমেব দুর্লভম্। শক্যমভ্যন্তরে চিরং বস্তুম্]।

অবিমারকঃ—প্রবিষ্ট এবাহং চিন্তয়িতব্যঃ। ক্রিয়তামনর্গলবিশালা প্রাসাদমালা।

ধাত্রী—এবং করেম্হ। সব্বং অব্ভন্তরকরণীঅং সংপাদেম্হ। অপ্পমত্তো এব পবিসদু অয্যো। [এবং কুর্বঃ। সর্বমভ্যন্তরকরণীয়ং সংপাদয়াবঃ। অপ্রমত্ত এব প্রবিশত্বার্যঃ]।

অবিমারকঃ—ভবতি! সকৃদভিধীয়তাং রাজকুলস্য বিধানম্।

ধাত্রী—এবং বিঅ। [এবমিব]।

অবিমারকঃ—হন্ত ভোঃ।

শ্রুত্বা তু রাজ্ঞো গৃহসংবিধানং
প্রবিষ্টমাত্মানমবৈতি বুদ্ধিঃ।
ন পৌরুষং বৈ পরদূষণীয়ং
ন চেদ্ বিসংবাদমুপৈতি দৈবম্ ॥ ৮ ॥

(বিচিন্ত্য) ভবতি! কোঽস্মাকমস্মিন্ কার্যে প্রত্যয়ঃ।

উভে—অঅং পচ্চও। জেদু ভট্টিদারও। [অয়ং প্রত্যয়ঃ। জয়তু ভর্তৃদারকঃ]।

অবিমারকঃ—হন্ত গম্যতাং সম্প্রতি। প্রতীক্ষ্যতামর্ধরাত্রম্।

উভে—জং ভট্টিদারও আণবেদি (নিষ্ক্রান্তে)। [জদ্ ভর্তৃদারক আজ্ঞাপয়তি]।

(ততঃ প্রবিশতি বিদূষকঃ।)

বিদূষকঃ—অহো ণঅরস্স সোহা সংপদি। অত্থং আসাদিদো ভঅবং সুয্যো দীসই দীহিপিণ্ডপণ্ডরেসু পাসাদেসু অগ্গাপণালিন্দেসু পসারিঅগুলমহুরসঙ্গদো বিঅ। গণিআজণো ণাঅরিঅজণো অ অণ্ণোণ্ণবিসেসসমত্থিদা অত্তাণং দংসইদুকামা তেসু তেসু পাসাদেসু সবিব্ভমং সঞ্চরন্তি। অহং তু তাদিসাণি পেক্খিঅ উম্মাদিঅমাণস্স তত্তহোদো রত্তিসহাও হোমি ত্তি ণঅরাদো ণিগ্গদো ম্হি। সো বি দাব অম্হাঅং অধণ্ণদাএ কেণ বি অণত্থসণ্ণিকণেণ অণ্ণাদিসো বিঅ সংবুত্তো। এদং তত্তহোদো আবাসগিহং। অজ্জ ণঅরাপণালিন্দে সুণামি তত্তহোদো গিহাদো ণিগ্গদা রাঅদারিআএ ধত্তী সহী অ ত্তি। কিংণু খু এত্থ কয্যং। অহব হত্থিহত্থচঞ্চলাণি পুরুষভগ্গাণি হোন্তি। অহব গচ্ছদু অণত্থো অম্হাঅং। অবত্থাসদিসং রাঅউলং পবিসামি। (প্রবিশ্য) হী হী এসো অত্তভবং কামুঅজণবণ্ণএণ অণুলিত্তো বিঅ পণ্ডুভাবেণ ইদো এব আঅচ্ছদি।

অহব সব্বং অলংকারো হোদি সুরূবাণং। (উপেত্য) জেদু ভবং। [অহো নগরস্য শোভা সম্প্রতি। অস্তমাসাদিতো ভগবান্ সূর্যো দৃশ্যতে দধিপিণ্ডপাণ্ডরেষু প্রাসাদেষ্বগ্রাপণালিন্দেষু প্রসারিতগুড়মধুরসঙ্গত ইব। গণিকাজনো নাগরিকজনশ্চান্যোন্যবিশেষমণ্ডিতাত্মানং দর্শয়িতুকামৌ তেষু তেষু সবিভ্রমং সংচরতঃ। অহং তু তাদৃশানি প্রেক্ষ্যোন্মাদ্যতস্তত্রভবতো রাত্রিসহায়ো ভবামীতি নগরান্নির্গতোঽস্মি। সোঽপি তাবাদস্মাকমধন্যতয়া কেনাপ্যনর্থসংচিন্তনেনান্যাদৃশ ইব সংবৃত্তঃ। এতৎ তত্রভবত আবাসগৃহম্। অদ্য নগরাপণালিন্দে শৃণোমি তত্রভবতো গৃহান্নির্গতা রাজদারিকায়া ধাত্রী সখী চেতি। কিংনু খল্বত্র কার্যম্। অথবা হস্তিহস্তচঞ্চলানি পুরুষভাগ্যানি ভবন্তি। অথবা গচ্ছত্বনর্থোঽস্মাকম্। অবস্থাসদৃশং রাজকুলং প্রবিশামি। হী হী এষোঽত্রভবান্ কামুকজনবর্ণকেনানুলিপ্ত ইব পাণ্ডুভাবেনেত এবাগচ্ছতি। অথবা সর্বমলংকারো ভবতি সুরূপাণাম্। জয়তু ভবান্।]

অবিমারকঃ—বয়স্য! অতিবিলম্বিতমিব ভবতা নগরে।

বিদূষকঃ—তুমং দাব আমন্তণবিপ্পলদ্ধো বিঅ বম্হণো অহোরত্তং চিন্তেসি। অহং পি দাব দিঅসে ণঅরং পরিব্ভমিঅ অলদ্ধভোআ পাঅডগণিআ বিঅ রত্তিং পস্সদো সইদুং আঅচ্ছামি। [ত্বং তাবদামন্ত্রণবিপ্রলব্ধ ইব ব্রাহ্মণোঽহোরাত্রং চিন্তয়সি। অহমপি তাবদ্ দিবসে নগরং পরিভ্রম্যালব্ধভোগা প্রাকৃতগণিকের রাত্রৌ পার্শ্বতঃ শয়িতুমাগচ্ছামি।]

অবিমারকঃ—সখে! প্রিয়ং তে কথয়িষ্যামি।

বিদূষকঃ—কিং সমত্তো অম্হাঅং ইসিসাবো। [কিং সমাপ্তোঽস্মাকমৃষিশাপঃ।]

অবিমারকঃ—মূর্খ! অবশ্যং ভবিতব্যেঽর্থে কঃ প্রহর্ষঃ।

বিদূষকঃ—কিং পুণ অন্নং। [কিং পুনরন্যৎ।]

অবিমারকঃ—কিং ন দৃষ্টা কুরঙ্গ্যা ধাত্রী নলিনিকা চ।

বিদূষকঃ—আম ভো! দিট্ঠাও তওহোদীও। কিং আণীদং। [আম ভোঃ! দৃষ্টে তত্রভবত্যৌ। কিমানীতম্।]

অবিমারকঃ—অস্মচ্ছোকৌষধমানীতম্।

বিদূষকঃ—পেক্খামি দাব। [পশ্যামি তাবৎ।]

অবিমারকঃ—কালে দ্রক্ষ্যসি। অদ্য তাবচ্ছ্রূয়তাম্।

বিদূষকঃ—ভণাদু ভণাদু ভবং। [ভণতু ভণতু ভবান্]

অবিমারকঃ—কিং বহুনা। তত্রভবতী ব্রবীতি অদ্যৈব প্রবেষ্টব্যং কন্যাপুরমিতি।

বিদূষকঃ—(বিহস্য) কেণ খু উবাএণ অব্ভন্তরং পবিসিঅ জীবগ্গহণং পত্তুকামোঽসি। অমচ্চা ণাম বিসমসীলা কুন্তিভোঅস্স। [কেন খলূপায়েনাভ্যন্তরং প্রবিশ্য জীবগ্রহণং প্রাপ্তুকামোঽসি। অমাত্যা নাম বিষমশীলাঃ কুন্তিভোজস্য।]

অবিমারকঃ—কথং ভবতাপি শঙ্কনীয়ম্। পশ্য,

ভগ্না ময়ৈকেন পরাঃ সসৈন্যা অদ্যাপি গন্ধেন ন সংশ্রয়ন্তে।
কিং মানুষৈঃ সোঽপ্যসুরেশ্বরো মে হতো ভুজাভ্যামবিরূপধারী ॥ ৯ ॥

বিদূষকঃ—জাণামি জাণামি ভবদো অমাণুসাণি কম্মাণি। সব্বহা সঙ্কণীও রত্তিচ্ছন্নো

পরগিহংপবেসো। [জানামি জানামি ভবতোঽস্মানুষাণি কর্মাণি। সর্বথা শঙ্কনীয়ো রাত্রিচ্ছন্নঃ পরগৃহপ্রবেশঃ।

অবিমারকঃ—এষ সমাসঃ। সর্বথা প্রবেষ্টব্যং কুন্তিভোজস্য কন্যাপুরম্। তদনুমন্তুমর্হতি মহাব্রাহ্মণঃ।

বিদূষকঃ—কহং মং উজ্ঝিঅ গচ্ছসি। অহং ভবন্তং সব্বকালং ণ মুঞ্চামি। অক্কোসন্তো বি একো ইচ্ছিদব্বো। [কথং মামুজ্ঝিত্বা গচ্ছসি। অহং ভবন্তং সর্বকালং ন মুঞ্চামি। আক্রোশন্নপ্যেক এষ্টব্যঃ।]

অবিমারকঃ—ন জানাতি ভবান্ শাস্ত্রমার্গম্।

একঃ পরগৃহং গচ্ছেদ্ দ্বিতীয়েন তু মন্ত্রয়েৎ।
বহুভিঃ সমরং কুর্যাদিত্যয়ং শাস্ত্রনির্ণয়ঃ ॥ ১০ ॥

তস্মাদেকেনৈব ময়া প্রবেষ্টব্যং কুন্তিভোজস্য কন্যাপুরম্। ন তে বয়ং শঙ্কনীয়াঃ। পশ্যতু ভবান্,

মিতগুণমিহ কুন্তিভোজসৈন্যং
নৃপভবনং বিভবৈঃ সুখং প্রবেষ্টুম্।
বয়মপি চ ভুজায়ুধপ্রধানাঃ
কিমিহ সখে! ভবতাপি শঙ্কনীয়াঃ ॥ ১১ ॥

বিদূষকঃ—জই এবং কিদো ণিচ্চও, সংপদি ণঅরং পবিসামো। তহিং মম অত্থি মিত্তো। তস্স আবাসে কালং পডিবালম্ব। [যদ্যেবং কৃতো নিশ্চয়ঃ, সংপ্রতি নগরং প্রবিশাবঃ। তত্র মমাস্তি মিত্রম্। তস্যাবাসে কালং প্রতিপালয়াবঃ]।

অবিমারকঃ—সম্যগ ভবানাহ। সাম্প্রতমভ্যন্তরং প্রবিশ্য কৃতাহ্নিকো মহারাজেনাভ্যনুজ্ঞাতো বাসগৃহে শয়নসংবিধানং প্রবিশ্যাজ্ঞাতো নগরং প্রবিশ্য ভবতো মিত্রগৃহে কালং প্রতিপালয়ামি।

(প্রবিশ্য)

চেটী—জেদু ভট্টিদারও। আবুত্তং হ্ণাণোদঅং। [জয়তু ভর্তৃদারকঃ। আবৃত্তং স্নানোদকম্]।

অবিমারকঃ—অয়ময়মাগচ্ছামি। গচ্ছাগ্রতঃ।

চেটী—জং ভট্টিদারও আণবেদি। (নিষ্ক্রান্তা) [যদ্ ভর্তৃদারক আজ্ঞাপয়তি]।

অবিমারকঃ—বয়স্য! অস্তমিতো ভগবান্ দিবাকরঃ। সম্প্রতি হি—

পূর্বা তু কাষ্ঠা তিমিরানুলিপ্তা
সন্ধ্যারুণা ভাতি চ পশ্চিমাশা।
দ্বিধা বিভক্তান্তরমন্তরিক্ষং
যাত্যর্ধনারীশ্বররূপশোভাম্ ॥ ১২ ॥

বিদূষকঃ—সুট্ঠু ভবং ভণাদি। অদিক্কন্দো দিঅসো। আরূঢো পওসো। [সুষ্ঠু ভবান্ ভণতি। অতিক্রান্তো দিবসঃ। আরূঢ়ঃ প্রদোষঃ]।

অবিমারকঃ—অহো বিচিত্রস্বভাবতা জগতঃ। কুতঃ—

ব্যামৃষ্টসংঘর্ষতিলকো বিততোড়ুমালো
নষ্টাতপো মন্দমনোহরশীতবাতঃ।
সংলীনকামুকজনঃ প্রবিকীর্ণশূরো
বেষান্তরং রচয়তীব মনুষ্যলোকঃ ॥ ১৩ ॥ (নিষ্ক্রান্তৌ)

॥ ইতি দ্বিতীয়োঽঙ্কঃ ॥

× × × × × × × × × × × × × তৃতীয়োঽঙ্কঃ × × × × × × × × × × × × ×

(ততঃ প্রবিশতি কুরঙ্গী চেট্যৌ চ)

কুরঙ্গী - হলা ! কিং তেণ ভণিঅং। [হলা ! কিং তেন ভণিতম্]।

চেটী—ভট্টিদারিএ ! কেণ। [ভর্তৃদারিকে ! কেন]।

কুরঙ্গী—(স্বগতম্) হং ভিন্দামি খু মন্দভাআ। (প্রকাশম্) কণ্ণেউরচেডেণ। [হং ভিনদ্মি খলু মন্দভাগা। কন্যাপুরচেটেন]।

মাগধিকা - দিট্ঠো মএ কণ্ণেউরচেডো। ভণিদং চ। ণ কিঞ্চি আহ। [দৃষ্টো ময়া কন্যাপুরচেটঃ। ভণিতং চ। ন কিঞ্চিদাহ]

কুরঙ্গী - হন্ত ভট্টিণীএ ণিবেদেমি—কণ্ণেউরচেডো মম সুঅপঞ্জরং ণ করেদি ত্তি। [হন্ত ভট্টিন্যৈ নিবেদয়ামি কন্যাপুরচেটো মম শুকপঞ্জরং ন করোতীতি]।

মাগধিকা—ণং ণিট্টিদো সুঅপঞ্জরো ভট্টিদারিআএ। [ননু নিষ্ঠিতঃ শুকপঞ্জরো ভর্তৃদারিকায়াঃ]।

কুরঙ্গী—বাচাডে ! কিং অণ্ণো বি অত্থি। [বাচাটে ! কিমন্যোঽপ্যস্তি]।

মাগধিকা - ভোদব্বং। [ভবিতব্যম্]।

কুরঙ্গী—হলা ! কা বেলা। [হলা ! কা বেলা]।

মাগধিকা—ওগাঢো পওসো। [অবগাঢ়ঃ প্রদোষঃ]।

কুরঙ্গী—তেণ হি পাসাদং আরুহামো। [তেন হি প্রাসাদমারোহামঃ]।

মাগধিকা - বিলাসিণি ! অগ্গদো জাহি। বিরএহি সঅণাসণাণি। [বিলাসিনি ! অগ্রতো যাহি। বিরচয় শয়নাসনানি]।

বিলাসিনী—সুত্তা খু তুবং। কো কালো বিরইদাণি সঅণাসণাণি। [সুপ্তা খলু ত্বম্। কঃ কালো বিরচিতানি শয়নাসনানি]।

মাগধিকা -হলা ! জাণামি দে অলসত্তণং। দিবসরইদাণি ভণাসি রইদাণি ত্তি। [হলা ! জানামি তেঽলসত্বম্। দিবসরচিতানি ভণসি রচিতানীতি]।

বিলাসিনী—হলা ! মা এব্বং ভণাহি। ভট্টিদারিআং অন্তরেণ অণ্ণাদিসাণি হোন্তি। [হলা ! মৈবং ভণ। ভর্তৃদারিকামন্তরেণান্যাদৃশানি ভবন্তি]।

মাগধিকা—হলা ! গদুঅ জাণামি। [হলা ! গত্বা জানামি]।

(সর্বাঃ পরিক্রামন্তি)

মাগধিকা—এসো পাসাদো। [এষ প্রাসাদঃ]।

কুরঙ্গী—অগ্গদো জাহি। (আরোহণং নাটয়তি) [অগ্রতো যাহি]।

মাগধিকা—সাহু বিলাসিণি ! সাহু। অত্তণো ণামসদিসং কিদং। এদস্সিং সিলাদলে

রইদং সঅণং। [সাধু বিলাসিনি সাধু। আত্মনো নামসদৃশং কৃতম্। এতস্মিন্ শিলাতলে রচিতং শয়নম্]।

বিলাসিনী—অব্ভন্তরমণ্ডবে খু রইদং সঅণং। মাগধিএ ! পেক্খ পেক্খ মে অলসত্তণং। [অভ্যন্তরমণ্ডপে খলু রচিতং শয়নম্। মাগধিকে ! পশ্য পশ্য মেঽলসত্ত্বম্]।

মাগধিকা—অদিপণ্ডিদা খু সংবুত্তা। এবং পণ্ডিতচেটবুত্তং ভত্তারং লভেহি। [অতিপণ্ডিতা খলু সংবৃত্তা। এবং পণ্ডিতচেটবৃত্তং ভর্তারং লভস্ব]।

কুরঙ্গী—হলা ! ইমস্সিং সিলাদলে মুহুত্তঅং উবাবিসামি। [হলা ! অস্মিন্ শিলাতলে মুহূর্তকমুপাবিশামি]।

মাগধিকা—জং ভট্টিদারিআএ রুইদং। হোদু। [যদ্ ভর্তৃদারিকায়ৈ রুচিতম্। ভবতু]।

(সর্বা উপবিশন্তি)

মাগধিকা—ভট্টিদারিএ ! কহেমি বক্খাণং। [ভর্তৃদারিকে ! কথয়ামি ব্যাখ্যানম্]।

কুরঙ্গী—হলা ! জাণামি দে অসম্বন্ধপ্পলাবং। [হলা ! জানামি তেঽসম্বন্ধপ্রলাপম্]।

মাগধিকা—ভট্টিদারিএ ! অভিণবা খু কহা। [ভর্তৃদারিকে ! অভিনবা খলু কথা]।

কুরঙ্গী—যাচেমি. মা ণিব্বন্ধিঅ, মুহুত্তঅং সআমি। [যাচে, মা নির্বধ্য, মুহূর্তকং শয়ে]।

বিলাসিনী—সুহং সইদু ভট্টিদারিআ। মে কহেহি। [সুখং শেতাং ভর্তৃদারিকা। মম কথয়]।

কুরঙ্গী—(আত্মগতম্) কিংণু খু ভবে। [কিন্নু খলু ভবেৎ]।

মাগধিকা—হলা ! সুণাহি ভট্টিদারিঅং অন্তরেণ। [হলা ! শৃণু ভর্তৃদারিকামন্তরেণ]।

কুরঙ্গী—হং বিদিদং রহস্সং। পরিব্ভট্টম্হি। [হং বিদিতং রহস্যম্। পরিভ্রষ্টাস্মি]।

বিলাসিনী—হলা ! কহিং তুএ সুদং।] হলা ! কুত্র ত্বয়া শ্রুতম্]।

মাগধিকা—ভট্টিণী পরিচারিআএ বসুমিত্তাএ কহিদং। [ভট্টিনীপরিচারিকয়া বসুমিত্রয়া কথিতম্]।

বিলাসিনী—সঅং ণাম ভট্টিণীএ কহিদং হোদি। [স্বয়ং নাম ভট্টিন্যা কথিতং ভবতি]।

মাগধিকা—অত্থি কাসিরাঅপুত্তো জঅবম্মা ণাম। তস্য দিণ্ণা ভট্টিদারিআ। তস্স অ দূদো আঅদো মহারাএণ পূইদো। পডিগ্গহিদং চ বণ্ণিআরং। [অস্তি কাশিরাজপুত্রো জয়বর্মা নাম। তস্মৈ দত্তা ভর্তৃদারিকা। তস্য চ দূত আগতো মহারাজেন পূজিতঃ। প্রতিগৃহীতং চ বর্ণিকারম্]।

কুরঙ্গী—(আত্মগতম্) এদং অলিঅং। অহং অত্তণো পভবামি। [এতদলীকম্। অহমাত্মনঃ প্রভবামি]।

মাগধিকা—তহিং কিল ভট্টিণীএ ভণিদং—বালা খু মে দুহিআ, ণ সক্কুণোমি এক্কং পি দিঅসং অপেক্খন্তী জীবিউং। জদি মে মহারাও পসন্নো, এত্থ এব্ব জামাদুও আণীদব্বো ত্তি। [তত্র কিল ভট্টিন্যা ভণিতং—বালা খলু মে দুহিতা, ন শক্নোম্যেকমপি দিবসমপশ্যন্তী জীবিতুম্। যদি মে মহারাজঃ প্রসন্নঃ, অত্রৈব জামাতা নেতব্য ইতি]।

বিলাসিনী—তদো তদো। [ততস্ততঃ]।

মাগধিকা—তদো তং পি কিল অণুমদং মহারাএণ। অজ্জ ণক্খত্তং সোভণং ত্তি তেণ অ

দ্দেণ অমচ্চো অম্ভুদিও পাথিদো। [ততস্তদপি কিলানুমতং মহারাজেন। অদ্য নক্ষত্রং শোভনমিতি তেন চ দূতেনামাত্য আর্যভূতিকঃ প্রস্থিতঃ]।

কুরঙ্গী—(স্বগতম্) হন্ত কালন্তরিদং কষ্যং। [হন্ত কালান্তরিতং কার্যম্]।

বিলাসিনী—পিঅং ভট্টিদারিআএ রূবজোব্বণং সফলং সংবুত্তং ত্তি। [প্রিয়ং ভর্তৃদারিকায়া রূপযৌবনং সফলং সংবৃত্তমিতি]।

(প্রবিশ্য)

নলিনিকা—ভণিদং হি মম মাদাএ গচ্ছ এদং বুত্তন্তং ভট্টিদারিআএ কহেহি। পিআণি-বেদিঅমাণাণি পিআণি পিঅদরাণি হোন্তি। অহ অ সা বি মং পেক্খন্তী সব্বং বিস্সত্থং ণ ভণাদি। অহং পি কালে পস্সদো পভবামি ত্তি। জাব ভট্টি-দারিআএ পিঅং ণিবেদেমি। (পরিক্রামতি) [ভণিতং হি মম মাত্রা—গচ্ছৈতং বৃত্তান্তং ভর্তৃদারিকায়ৈ কথয়। প্রিয়নিবেদ্যমানানি প্রিয়াণি প্রিয়তরাণি ভবন্তি। অথ চ সাপি মাং পশ্যন্তী সর্বং বিশ্বস্তং ন ভণতি। অহমপি কালে পার্শ্বতঃ প্রভবামীতি যাবদ্ ভর্তৃদারিকায়ৈ প্রিয়ং নিবেদয়ামি।]

কুরঙ্গী—কোণ্ খু অভুদপুব্বো বোও চিন্তিঅমাণো মং উম্মাদেদি। সুমণাবণ্ণঅং ণেচ্ছদি। ণ তুস্সদি গোট্ঠীএ। ইদং এত্থ দাবুণং মনোহরং চ। (নিঃশ্বস্য) ণলিণিএ। কিং এদং। [কোনুখল্বভূতপূর্বো বোগশ্চিন্ত্যমানো মামুন্মাদয়তি। সুমনাবর্ণকং নেচ্ছতি। ন তুষ্যতি গোষ্ঠ্যা! ইদমত্র দারুণং মনোহরং চ। নলিনিকে! কিমেতৎ।]

মাগধিকা—ভট্টিদারিএ। মাঅধিআ খু অহং। [ভর্তৃদারিকে! মাগধিকা খল্বহম্।]

বিলাসিনী—ভট্টিদারিএ! বিলাসিণী খু অহং। [ভর্তৃদারিকে! বিলাসিনী খল্বহম্।]

নলিনিকা—(উপগম্য) ভট্টিদারিএ! অহং ণলিণিআ। সোবাণসদ্দেণ খু ভট্টি-দারিআএ বিঞ্ঞাদং! ভট্টিদারিএ! ভট্টিণী ভণাদি। [ভর্তৃদারিকে! অহং নলিনিকা। সোপানশব্দেন খলু ভর্তৃদারিকয়া বিজ্ঞাতম্। ভর্তৃদারিকে! ভট্টিণী ভণতি।]

কুরঙ্গী—কিং ত্তি। [কিমিতি।]

নলিনিকা—(কর্ণে) এবং বিঅ। এবমিব।]

কুরঙ্গী—হং হীণং চারিত্তং। [হং হীনং চারিত্রম্।

নলিনিকা—ণং সম্ভাবণীও এসো। ণং সো এব সো। [ননু সংভাবনীয় এবঃ। ননু স এব সঃ।]

কুরঙ্গী—ণলিণিএ! সংবাহেহি মং। নলিনিকে! সংবাহয় মাম্।]

নলিনিকা—জং ভট্টিদারিআ আণবেদি। [যদ্ ভর্তৃদারিকাজ্ঞাপয়তি।]

বিলাসিনী—ণলিণিএ! বিবাহো কদা ভবিস্সদি। [নলিনিকে! বিবাহঃ কদা ভবিষ্যতি।]

(নেপথ্যে)

অদ্য।

নলিনিকা—চিরং জীব।

(নেপথ্যে)

রাজপুরুষাঃ। অমাত্যঃ প্রস্থিত ইতি কশ্চিদমাত্যভৃত্যঃ কন্যাপুরবক্ষণার্থং

নাভ্যাগতঃ। তদ্‌ যথেষ্টং ভবতু। তাবদহং শেবা রাজ্ঞে নিবেদয়িষ্যামি ॥
বিলাসিনী—হলা ণলিণিএ। কিং ভণিদং। [হলা নলিনিকে! কিং ভণিতম্‌]
নলিনিকা—জদা সো ভট্টিদারও পবিসদি, তদা হোদি বিবাহো। [যদা স ভর্তৃদারকঃ প্রবিশতি, তদা ভবতি বিবাহঃ।]
বিলাসিনী—অবিগ্‌ঘেণ পবিসদু। [অবিঘ্নেন প্রবিশতু।]
নলিনিকা—এবং হোদু। [এবং ভবতু।]
মাগধিকা—হলা! এহি চউস্সালে উপবিসামো। [হলা! এহি চতুঃশালে উপবিশামঃ।]
বিলাসিনী—এবং হোদু। গদপ্পাও পওসো। আরূঢ়া জোহ্না। [এবং ভবতু। গতপ্রায়ঃ প্রদোষঃ। আরূঢ়া জোৎস্না।]
নলিনিকা—হলা! মম বি অন্তরং অন্তরেহি। [হলা! মমাপ্যান্তরমাস্তৃণু।]
মাগধিকা—অত্থি অবআসো। সেবেহি ভট্টিদারিঅং, জাব ণিদ্দং লভদি। [অস্ত্যবকাশঃ। সেবস্ব ভর্তৃদারিকাং, যাবন্নিদ্রাং লভতে।]
নলিনিকা—এবং হোদু। [এবং ভবতু।]

(উভে নিষ্ক্রান্তে।)

(ততঃ প্রবিশতি খড়্গহস্তশ্চোরবেষেণ রজ্জুহস্তোঽবিমারকঃ)

অবিমারকঃ—(সবিমর্শম্‌) ভোঃ! কষ্টং তারুণ্যং নাম। কুতঃ,

রাগং বিজৃম্ভয়তি সংশ্রয়তে প্রমাদং
দোষান্‌ ন চিন্তয়তি সাহসমভ্যুপৈতি।
স্বচ্ছন্দতো ব্রজতি নেচ্ছতি নীতিমার্গং
বুদ্ধিং শুভাং স্থবিদুষামবশীকরোতি ॥ ১ ॥

কথমাত্মাধীনেষ্বর্থেষু মন্দীভবামি। ইহ হি,

নগরপরিচিতোঽহং রক্ষিণো জ্ঞাতসারা-
স্তিমিরগহনভীমং বর্ততে চার্ধরাত্রম্‌।
অসিরপি সুসহায়ো নিশ্চিতশ্চান্তরাত্মা
কিমিহ বহুবিচারৈঃ কো ময়া দুষ্করোঽর্থঃ ॥ ২ ॥

অহো অর্ধরাত্রস্য প্রতিভয়তা। সম্প্রতি হি,

গর্ভস্থা ইব মোহমভ্যুপগতাঃ সর্বাঃ প্রজা নিদ্রয়া
প্রাসাদাঃ সুখসুপ্তনীরবজনা ধ্যানং প্রবিষ্টা ইব।
প্রগ্রস্তা ইব সঞ্চিতেন তমসা স্পর্শানুমেয়া নগা
অন্তর্ধানমিবোপযাতি সকলং প্রচ্ছন্নরূপং জগৎ ॥ ৩ ॥

অদ্যৈব খলু বর্ততে কালরাত্রিঃ।

তিমিরমিব বহন্তি মার্গনদ্যঃ
পুলিননিভাঃ প্রতিভান্তি হর্ম্যমালাঃ।
তমসি দশ দিশো নিমগ্নরূপাঃ
প্লবতরণীয় ইবায়মন্ধকারঃ ॥ ৪ ॥

(পরিক্রম্য কর্ণং দত্ত্বা) অয়ে গান্ধর্বধ্বনিরিব শ্রূয়তে। কো নু খল্বয়ং সর্বকালসুখী পুরুষঃ কান্তয়া সহ গান্ধর্বমনুভবতি। ব্যক্তং স্বয়ং বীণাং বাদয়তি। কুতঃ,

উচ্চং হর্ম্যং সন্নিরুদ্ধাশ্চ জালা-
স্তন্ত্রীনাদঃ শ্রূয়তে সানুনাদম্ ।
বাহ্যস্থানং ব্যক্তমেবং প্রযোক্তুং
কিং সামর্থ্যং স্ত্রীকরাগ্রাঙ্গুলীনাম্ ॥ ৫ ॥

গীতং তু পুনঃ স্ত্রিয়াঃ । ইহ হি,

তানস্তু মন্দো বিশদপ্রবৃত্তো
জাতশ্চ নাদো মুখনাসিকেন ।
স্থূলোঽপি হেতুঃ করতালনাদঃ
সঞ্জায়তে সম্বলয়স্বনেন ॥ ৬ ॥

(পরিক্রম্যাবলোক্য) হহহ অয়মপরঃ কঃ ক্রুদ্ধাং কান্তাং প্রসাদয়তি । মহান্ খল্বস্যাপরাধঃ, যেনেয়মস্যাং বেলায়াময়ি ন প্রসীদতি । অথবা প্রসন্না খল্বিয়ং ব্যপদেশমিচ্ছতি । কুতঃ,

বাষ্পোপরুদ্ধজড়গদ্গদজিহ্বকণ্ঠং
কাহং তবেত্যসকলং প্রণয়াদ্ বদন্তী ।
সম্ভাবতঃ প্রিয়বশং সমুপাগতাপি
স্ত্রীভাবতঃ প্রবদতি প্রতিকূলমেব ॥ ৭ ॥

কো নু খল্বয়ং পক্ষী ভৈরবস্বরঃ । আ উলূকঃ খল্বয়ম্ । কথং হসিতমনেন । উলূকস্বরশ্রবণভীতয়া কান্তয়া পরিষ্বক্তঃ খল্বয়ং তপস্বী । সদৃশং বয়সঃ । কিং পরব্যাপারবীক্ষণম্ । সাধয়ামস্তাবৎ । (পরিক্রম্য) কো নু খল্বয়মস্মিন্ নগরাপণালিন্দে সশঙ্কিতমাভিস্নিগ্ধং চ সম্ভাষতে । অস্মদ্‌সব্রহ্মচারী খল্বয়ং তপস্বী ।

সম্পীড্যতে পরিজনেন শনৈর্বদেতি
সংবিগ্নবদ্ ভবতি ভূষণনিস্বনেন ।
সঙ্গং বদত্যসুখদং মদনাভিভূতঃ
সঙ্কেতমিচ্ছতি চ নেচ্ছতি চাভিগন্তুম্ ॥ ৮ ॥

(পরিক্রম্য) অয়ে জ্যোৎস্না । নৈষা জ্যোৎস্না, উভয়পঙ্‌ক্তিগতানাং প্রাসাদানাং গবাক্ষান্তরগতা দীপপ্রভৈষা । ইহ খলু প্রযত্নাদাত্মা রক্ষিতব্যঃ । অয়ে অয়ং তু তস্করঃ । এষ হি,

দৃঢ়পরিকরবন্ধহৃষ্টচিত্তঃ পরগৃহবাদনিবিষ্টদৃষ্টিচেষ্টঃ ।
দ্রুতগতিরপি দীপিকাবলোকী ভবতি চ পাদনিপাতনাদভীরুঃ ॥ ৯ ॥

হন্ত পরিহরিষ্যাম্যেনম্ । (একান্তে স্থিতঃ) গতো নৃশংসঃ । বয়মপি তাবৎ প্রতিষ্ঠামহে । (পরিক্রম্য) অয়ে রক্ষিণঃ খল্বেতে । কিন্নু খল্বিদানীং করিষ্যে । ভবতু দৃষ্টম্ । ইমাং শৃঙ্গাটকস্থাং বিটসভাং প্রবিশামি । (বিলোক্য স্থিত্বা)

আরক্ষিণাং তু বিমুখং মিতবিক্রমাণাং
মামভ্যুপেত্য হসতীব মমৈষ খড়্গঃ ।
নৈতে তু রক্ষিপুরুষা মম ভারভূতা
মৎকার্যসাধনপরোঽহমিহ প্রবিষ্টঃ ॥ ১০ ॥

গতা রক্ষিণঃ। কে রক্ষন্তি রক্ষিতাত্মানম্

অবহুপুরুষপক্ষমেত্য শৌর্যং
নিশি বিচরন্তি সরাগলোভমোহাঃ।
ইহ তু পুরুষকারসারসাক্ষী
বহুবিষমশ্চ সুখশ্চ রাত্রিচারঃ॥ ১১॥

এতদ্ রাজকুলম্। অহো স্থিরত্বমুচ্ছ্রিতত্বং প্রাকারস্য। ইহ খলু প্রযুজ্যতে পুরুষাণাং কক্ষ্যাবন্ধঃ। অথবা প্রবিষ্ট এবাহং চিন্তয়িতব্যঃ, যদি স্থিরাঃ কপিশীর্ষকাঃ। ইহ স্থিত্বা রজ্জুং প্রক্ষিপামি। নমঃ প্রজাপতয়ে। নমঃ সর্বসিদ্ধেভ্যঃ। প্রসীদন্তু বলিশম্বরমহাকালাঃ। বিজৃম্ভতাং রাত্রিঃ। বর্ধতাং নিদ্রা। অনুমন্যতাং পদ্মা। লয়ং গতাঃ সর্ববিঘ্না ভবন্তু। হতাঃ পরিপন্থিকা ভবন্তু। জয়তু ভগবতী কাত্যায়নী। (রজ্জুং ক্ষিপ্ত্বা) হন্ত বদ্ধঃ কর্কটক-রজ্জ্বা কপিশীর্ষকঃ। অহো ভবিতব্যস্য প্রভাবঃ। একেনৈব ক্ষেপেণ সুসংসক্তাং রজ্জুং কার্যসিদ্ধিমিব পশ্যামি। অহো বলবান্ হি ভগবান্ প্রজাপতিঃ। কুতঃ,

যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ
কো বা ন সিধ্যতি মমেতি করোতি কার্যম্।
যত্নৈঃ শুভৈঃ পুরুষতা ভবতীহ নৃণাং
দৈবং বিধানমনুগচ্ছতি কার্যসিদ্ধিঃ॥ ১২॥

ভবতু রজ্জুমবলম্ব্যারোহামি। (আরুহ্য দৃষ্ট্বা) অহো রাজকুলস্য শ্রীঃ।

বিপুলমপি মিতোপমং বিভাগা-
ন্নিবিড়মিবাভ্যুদিতং ক্রমোচ্ছ্রয়েণ।
নৃপভবনমিদং সহর্ম্যমালং
জিগমিষতীব নভো বসুন্ধরায়াঃ॥ ১৩॥

ইহ তু ন স্থাতব্যম্। অট্টালপ্রতোলীন্দ্রপথেভ্যঃ সর্ববিঘ্না ভবন্তি। ভবতু অনয়ৈব রজ্জ্বাবতরিষ্যামি। (অবতীর্য) ক্ব নু খল্বিদানীং রজ্জুং প্রচ্ছাদয়ামি। (বিচিন্ত্য) ভবতু দৃষ্টম্। অস্যাং হস্তিশালায়াং পাশং ছিত্ত্বা ক্ষিপামি। (প্রক্ষিপতি। পরিক্রম্য)

অয়ে তন্ত্রীনাদো যুবতিকলগীতধ্বনিযুতঃ
অন্যতো যাস্যামি।
অয়ে গন্ধামোদো গজবরমদোদ্বোধিতপটুঃ।
মুহূর্তং স্থিত্বা যাস্যামি।
প্রভৈষা দীপানামিহ তু বিততা রক্ষিপুরুষাঃ
কা গতিঃ।
চিরাদ্ রাত্রৌ শান্তং সহ কমলষণ্ডৈনৃপগৃহম্॥ ১৪॥

যাস্যামি। এষ তয়োক্তো মার্গঃ। ইয়ং মন্দাকিনী। অসৌ দারুপর্বতকঃ। ইয়মুপস্থানসভা। অয়ে অয়ং কন্যাপুরপ্রাসাদঃ। এষ তু কাষ্ঠকর্মবহুলতয়া সমাসন্নজালত্বাচ্চ সুখমারোঢুম্। অথবা দুরারোহশ্চেৎ,

কান্তাসমীপমুপগম্য মনোভিলাষা-
ধর্ম্যাধিরোহণমতের্মম কা বিশঙ্কা।
সংসক্তনালগতকণ্টকভীতচেতা-
স্তৃষ্ণার্দিতঃ ক ইহ পুষ্করিণীং জহাতি ॥ ১৫ ॥

ভবত্বারোহামি। (আরুহ্য) ইদং তয়োক্তং জালযন্ত্রম্। (বিঘাট্য প্রবিশ্যাবলোক্য চ) সাধু কুন্তিভোজ! সাধু। উৎপ্রহসিত ইব ভবনেনানেন স্বর্গঃ। তথাহি,

হংসাঃ স্বপন্তি মণিরত্নশিলাতলেষু
বৈদূর্যমৌক্তিককৃতাঃ সিকতাপ্রতানাঃ।
স্তম্ভাঃ প্রবালবিহিতাঃ কিমিহ প্রলাপৈ-
র্মন্দীভবন্তি মণিদীপহতাঃ প্রদীপাঃ ॥ ১৬ ॥

অলং রৌদ্রবেষেণ। (চোরবেষমপনীয় কক্ষ্যাবন্ধং বিমুঞ্চতি।)

নলিনিকা—কো ণু খু বুত্তন্তো ভট্টিদারঅস্স। ভট্টিদারিআ বি অবত্থাদুল্লহং ণিদ্দং লভদি অজ্জ উ মম পিও আঅচ্ছদি ত্তি সুদমত্তেণ এব। [কো নু খলু বৃত্তান্তো ভর্তৃদারকস্য। ভর্তৃদারিকাপ্যবস্থাদুর্লভাং নিদ্রাং লভত অদ্য তু মম প্রিয় আগচ্ছতীতি শ্রুতমাত্রেণৈব।]

অবিমারকঃ—(শ্রুত্বা সহসোপসৃত্য) ভবতি! অয়ং মে বৃত্তান্তঃ।

নলিনিকা—(বিলোক্য সহর্ষম্) সাঅদং ভট্টিদারঅস্স। [স্বাগতং ভর্তৃদারকস্য।]

অবিমারকঃ—(দৃষ্ট্বা সানন্দম্) ইয়মিয়ং সা। যত্র মম,

দৃষ্টির্ন তৃপ্যতি পরিষ্বজতীব সাঙ্গং
বুদ্ধিস্ত্বরাং ব্রজতি বোধয়তীব সুপ্তাম্।
রাগোঽভিচোদয়তি সাদয়তীব চাঙ্গং
হর্ষাৎ প্রসীদতি বিমুহ্যতি চান্তরাত্মা ॥ ১৭ ॥

নলিনিকা—(আত্মগতম্) এসো খু ভঅবং কামদেবো ওঘো বিঅ উভয়পক্খং পীডেই। (প্রকাশম্) ভট্টিদারঅ! অলঙ্করীঅদু সঅণঅলং। [এষ খলু ভগবান্ কামদেব ওঘ ইবোভয়পক্ষং পীড়য়তি। ভর্তৃদারক! অলংক্রিয়তাং শয়নতলম্।]

অবিমারকঃ—বাঢ়ম্। (উপবিশতি)

নলিনিকা—ভট্টিদারঅ! কিং ওবোধেমি ভট্টিদারিঅং। [ভর্তৃদারক! কিমববোধয়ামি ভর্তৃদারিকাম্।]

অবিমারকঃ—ভদ্রে! অলমলং বালচাপলেন। পশ্য,

অহং দ্বিনেত্রো ন সহস্রনেত্রো
মতিশ্চ মূঢ়া সুচিরাভিলাষাৎ।
কুমার্ণবস্যাদ্য তু দৃষ্টপারং
চেক্রীড্যতাং মে সুখমক্ষিযুগ্মম্ ॥ ১৮ ॥

নলিনিকা—জাণামি জাণামি ভট্টিদারিঅং অন্তরেণ ভট্টিদারঅস্স পরিস্সমং। [জানামি জানামি ভর্তৃদারিকামন্তরেণ ভর্তৃদারকস্য পরিশ্রমম্।]

অবিমারকঃ—অদ্য সফলো মে পরিশ্রমঃ।

কুরঙ্গী—(বুদ্ধ্বা) হলা! কিং ণিরণুক্কোসেণ ভণিঅং। [হলা! কিং নিরনুক্রোশেন ভণিতম্।]

নলিনিকা—ভট্টিদারিএ ! ভণিদং খু মএ পঢ়মং। [ভর্তৃদারিকে! ভণিতং খলু ময়া প্রথমম্।]

অবিমারকঃ—প্রাপ্তং খলু ময়া জীবিতস্য ফলম্, যেনেয়মীদৃশং মোহং গতা।

কুরঙ্গী—(আত্মগতম্) হং পরিব্‌ভট্ঠম্হি। (প্রকাশম্) হলা! কিং মএ ভণিদং। [হং পরিভ্রষ্টাস্মি। হলা! কিং ময়া ভণিতম্]।

নলিনিকা—ভট্টিদারিএ! কিঞ্চি ণ মন্তিদং। [ভর্তৃদারিকে! কিঞ্চিন্ন মন্ত্রিতম্]।

অবিমারকঃ—অন্নমস্যা মোহবিস্তরেণ দ্বিতীয়ো মে মোহঃ।

কুরঙ্গী—ণলিণিএ! চিরং খু উববিট্ঠা। কা বেলা। [নলিনিকে! চিরং খলু পবিষ্টা। কা বেলা]।

নলিনিকা—সংবুত্তং অদ্ধরত্তং। [সংবৃত্তোঽর্ধরাত্রঃ]।

কুরঙ্গী—তেণ হি পরিস্সন্তাসি। এহি পরিস্সজেহি মং। [তেন হি পরিশ্রান্তাসি। এহি পরিষ্বজস্ব মাম্]।

নলিনিকা—(অপবার্য) অহং সংবাহেমি। ভট্টিদারঅ! পরিস্সজেহি ভট্টিদারিঅং। [অহং সংবাহয়ামি। ভর্তৃদারক! পরিষ্বজস্ব ভর্তৃদারিকাম্]।

অবিমারকঃ—(সহর্ষম্) বাঢ়ম্। এবমেব ত্বমপি প্রিয়শতানি শৃণু।

কুরঙ্গী—অলং অদিসিণেহেণ। এহি দাব। [অলমতিস্নেহেন। এহি তাবৎ]।

নলিনিকা—ভট্টিদারিএ! ইঅম্হি। [ভর্তৃদারিকে! ইয়মস্মি]।

কুরঙ্গী—(বলাদাকৃষ্যাবিমারকমালিঙ্গতি) হং কো দাণিং মং সংবাহেদি। [হং ক ইদানীং মাং সংবাহয়তি]।

নলিনিকা—(কর্ণে) এবং বিঅ। [এবমিব]।

কুরঙ্গী—(সসম্ভ্রমম্) হা হীণং চারিত্তং। ভীদম্হি। [হা হীনং চারিত্রম্। ভীতাস্মি]।

অবিমারকঃ—

> ন ত্বং প্রিয়ে! মম নবাসি মনোঽভিযোগাৎ
> কিং কম্পসে পবনবেগহতা লতেব।
> ভদ্রে! ভয়ং ত্যজ কুরুষ্ব ময়ি প্রসাদং
> কিং বা প্রলপ্য বহুধা শরণাগতোঽস্মি ॥ ১৯ ॥

(কুরঙ্গী সলজ্জং নলিনিকাং বিলোকয়তি)

নলিনিকা—ভট্টিদারঅ! উট্ঠেহি উট্ঠেহি। ভট্টিদারিআ ভণাদি। উট্ঠেহি কিল। [ভর্তৃদারক! উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ। ভর্তৃদারিকা ভণতি। উত্তিষ্ঠ কিল]।

অবিমারকঃ—বাঢ়ম্। (উত্তিষ্ঠতি)

(প্রবিশ্য)

ধাত্রী—জেদু ভট্টিদারও। [জয়তু ভর্তৃদারকঃ]।

অবিমারকঃ—কথং ভবতী।

ধাত্রী—ণলিণিএ! অব্ভন্তরমণ্ডবে খু রইদং সঅণং। ভট্টিদারিঅং ভট্টিদারঅং চ তহিং এব পবেসেহি। [নলিনিকে! অভ্যন্তরমণ্ডপে খলু রচিতং শয়নম্। ভর্তৃদারিকাং ভর্তৃদারকং চ তত্রৈব প্রবেশয়]।

নলিনিকা—তহ। [তথা]। (নিষ্ক্রান্তা ধাত্রী)

নলিনিকা—ভট্টিদারঅ! অব্ভন্তরমণ্ডবে খু রইদং সঅণং। তহিং এব পবিসদু ভট্টিদারিআএ সহ। [ভর্তৃদারক! অভ্যন্তরমণ্ডপে খলু রচিতং শয়নম্। তত্রৈব প্রবিশতু ভর্তৃদারিকয়া সহ]।

অবিমারকঃ—ত্বমপ্যেবং প্রিয়শতানি শৃণু। (হস্তেন তস্যা হস্তং গৃহীত্বোত্তিষ্ঠতি)।

নলিনিকা—এদু এদু ভট্টিদারও। [এত্বেতু ভর্তৃদারকঃ]।

অবিমারকঃ—অয়ময়মাগচ্ছামি।

(উভৌ পরিক্রামতঃ)

অবিমারকঃ—(সহর্ষম্) অনৃণোঽস্মি যৌবনস্য। কুতঃ,—

নেত্রে বাষ্পপরিপ্লুতে করধৃতৌ ব্যাবল্গমানৌ স্তনৌ
শ্রোণী চাধিকভারিকা ন বিশদৌ পাদৌ হ্রিয়া স্যন্দনৌ।
এতৎ সপ্তপদপ্রমাণমিহ ভোঃ! সম্পাদ্যতে যোজনা
যদ্দোষা ক্ষণদা ভবেদ্ যুগশতং ধন্যো মদনাঃ কুতঃ ॥ ২০ ॥

(নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে)

॥ ইতি তৃতীয়োঽঙ্কঃ ॥

× × × × × × × × × × × × × চতুর্থোঽঙ্কঃ × × × × × × × × × × × × ×

(ততঃ প্রবিশতি চাঙ্গেরিকাহস্তা মাগধিকা)

মাগধিকা—অহো পরিজণস্স পমাদো। আস্তয্যোদঅং পি ণ কিদা পাসাদরঅণা। ণ সুণীঅদি গোট্ঠীজণকোলাহলো। কিং ণ খু ভবে। আ, রত্তিজাগরদাএ পভাদপসুত্তা ভবে। জাব ভট্টিদারিঅং ওবোধেমি। (পরিক্রামতি) [অহো পরিজনস্য প্রমাদঃ। আসূর্যোদয়মপি ন কৃতা প্রাসাদরচনা। ন শ্রূয়তে গোষ্ঠীজনকোলাহলঃ। কিং নু খলু ভবেৎ। আ, রাত্রিজাগরতয়া প্রভাতপ্রসুপ্তা ভবেৎ। যাবৎ ভর্তৃদারিকামববোধয়ামি]।

(ততঃ প্রবিশতি বিলাসিনী বীজনেন)

বিলাসিনী—মাগধিএ! চিট্ঠ চিট্ঠ। [মাগধিকে! তিষ্ঠ তিষ্ঠ]।

মাগধিকা—হলা! মা বারেহি। ভট্টিদারিআএ সুমণাবন্নঅং মএ আণীঅদি। [হলা! মা বারয়। ভর্তৃদারিকায়ৈ সুমনাবর্ণকং ময়া নীয়তে]।

বিলাসিনী—কিং ভট্টিদারিআএ সুমণাবন্নএণ বা অলংকারেণ বা। [কিং ভর্তৃদারিকায়াঃ সুমনাবর্ণকেণ বালংকারেণ বা]।

মাগধিকা—অবিণীদে! মা অমঙ্গলং ভণাহি। সদদালঙ্কিদা ভট্টিদারিআ হোদু। [অবিনীতে! মা অমঙ্গলং ভণ। সততালংকৃতা ভর্তৃদারিকা ভবতু]।

বিলাসিনী—ণ খু। আইদী এব ভট্টিদারিআএ অলংকারো ত্তি ভণামি। [ন খলু। আকৃতিরেব ভর্তৃদারিকায়া অলংকার ইতি ভণামি]।

মাগধিকা—উম্মত্তিএ! ণণু পুপ্ফং বি বাসীঅদি। [উন্মত্তিকে! ননু পুষ্পমপি বাস্যতে]।

বিলাসিনী—সদিসং এদং। সভাবরমণীআণি মণ্ডিদাণি অদিরমণীআণি হোন্তি। [সদৃশমেতৎ। স্বভাবরমণীয়ানি মণ্ডিতান্যতিরমণীয়ানি ভবন্তি]।

মাগধিকা—হলা! সুজোজিদো খু ভট্টিদারিআএ রূবাণুরূবো ভত্তা। [হলা! সুযোজিতঃ খলু ভর্তৃদারিকায়া রূপানুরূপো ভর্তা]।

বিলাসিনী—অলং পক্খবাদেণ ভট্টিদারঅস্স সমীবে ভট্টিদারিআ পদুমিণিআ বিঅ দিস্সদি। [অলং পক্ষপাতেন। ভর্তৃদারকস্য সমীপে ভর্তৃদারিকা পদ্মিনীব দৃশ্যতে]।

মাগধিকা—সুট্ঠু ভণাসি। অহং বি চিন্তেমি—সসরীরো ভঅবং কামদেবো ঈদিসো ভবে ত্তি। [সুষ্ঠু ভণসি। অহমপি চিন্তয়ামি সশরীরো ভগবান্ কামদেব ঈদৃশো ভবেদিতি।]

বিলাসিনী—তহ এব ভট্টিদারিআ। ভট্টিদারঅং বিণা খণমত্তং বি ণ রমদি। [তথৈব ভর্তৃদারিকা ভর্তৃদারকং বিনা ক্ষণমাত্রমপি ন রমতে।]

(ততঃ প্রবিশতি সাস্রা নলিনিকা)

নলিনিকা—(সশোকম্) সচ্চো খু লোঅপ্পবাদো বহুবিগ্ঘাণি সুহাণি ত্তি। এসো খু সংবচ্ছরো আদিক্কন্দো ভট্টিদারিআএ অবিচ্ছিন্নসুহসম্ভোএণ রদিং করিঅ। অম্হাঅং পুণ গোট্ঠীজণস্স উত্তরকুরুবাসো সংবুত্তো। অজ্জ মহারাএণ বিদিদো এসো খু বুত্তন্তো ত্তি সুণিঅ সীদদি বিঅ সরীরং। ভট্টিদারিআ চ লজ্জাভঅ-মঅণেহি অভিতালিঅমাণা সন্দাবেণ মুদ্ধা অবঅদচেদণা বিঅ সংবুত্তা। এসো খু পাসাদো ণিব্বাবিদদীবো বিঅ মে পডিভাদি। তেণ ভট্টিদারএণ বিরহিদাএ মম এক্কং পি হিঅঅপ্পীদিকরং ণ জাদং। ভট্টিদারও অবিগ্ঘেণ ণিগ্গদো ত্তি সুণিঅ অজ্জ পহ্লাদিদং বিঅ মে হিঅঅং। সম্পদি সুরুদ্ধং কন্নাউরং। (পরিক্রম্য) অম্মো সহীও। হলা মাঅধিএ! কিং এদং। [সত্যঃ খলু লোকপ্রবাদঃ—বহুবিঘ্নানি সুখানীতি। এষ খলু সংবৎসরোঽতিক্রান্তো ভর্তৃ-দারিকায়া অবিচ্ছিন্নসুখসম্ভোগেন রতিং কৃত্বা। অস্মাকং পুনর্গোষ্ঠীজনস্যোত্তর-কুরুবাসঃ সংবৃত্তঃ। অদ্য পুনর্মহারাজেন বিদিত এষ খলু বৃত্তান্ত ইতি শ্রুত্বা সীদতীব শরীরম্। ভর্তৃদারিকা চ লজ্জাভয়মদনৈরভিতাড্যমানা সন্তাপেন মুগ্ধাপগতচেতনেব সংবৃত্তা। এষ খলু প্রাসাদো নির্বাপিতদীপ ইব মে প্রতিভাতি। তেন ভর্তৃদারকেণ বিরহিতায়া মমৈকমপি হৃদয়প্রীতিকরং ন জাতম্। ভর্তৃদারকোঽবিঘ্নেন নির্গত ইতি শ্রুত্বাদ্য প্রহ্লাদিতমিব মে হৃদয়ম্। সম্প্রতি সুরুদ্ধং কন্যাপুরম্। অম্মো সখ্যৌ। হলা মাগধিকে! কিমেতৎ।]

মাগধিকা—হলা! কিং পুচ্ছসি। ণং মণ্ডণবেলা ভট্টিদারিআএ। [হলা! কিং পৃচ্ছসি। ননু মণ্ডনবেলা ভর্তৃদারিকায়াঃ।]

নলিনিকা—অদিক্কন্দো উচ্ছবো। (রোদিতি) [অতিক্রান্ত উৎসবঃ।]

উভে—সিবিণং বিঅ কিং এদং। ভণাহি সমাণা ভবামো। [স্বপ্ন ইব কিমেতৎ। ভণ সমানা ভবামঃ।]

নলিনিকা—সব্বহা গও ভট্টিদারও। [সর্বথা গতো ভর্তৃদারকঃ।]

উভে—হং।

নলিনিকা—অহং পি ভট্টিদারিআএ দুক্‌খং পেক্‌খিদুং অসহন্তী ইহ আঅদম্হি।
[অহমপি ভর্তৃদারিকায়া দুঃখং প্রেক্ষিতুমসহমানেহাগতাস্মি।]
মাগধিকা—ণ সক্কং খু ভট্টিদারিআএ অবথাদংসণং। তহ বি ভট্টিদারিঅং অস্সাসইস্সামো।
[ন শক্যং খলু ভর্তৃদারিকায়া অবস্থাদর্শনম্। তথাপি ভর্তৃদারিকামাশ্বাসয়িষ্যামঃ।]
উভে—এবং করেম্হ। [এবং কুর্মঃ।]

(সর্বা নিষ্ক্রান্তাঃ)

প্রবেশকঃ।

(ততঃ প্রবিশত্যবিমারকঃ)

অবিমারকঃ—(সশোকম্)

কন্যাপুরাৎ কথমপীহ বিনির্গতং মে
ভাগ্যাবশেষমবলম্ব্য শরীরমাত্রম্।
অদ্যাপি তস্মম মনো ন তু মামুপৈতি
নাবেক্ষতে ময়ি তয়া প্রিয়য়াবরুদ্ধম্ ॥ ১ ॥

কা নু খলু ভবেদবস্থা কুরঙ্গ্যাঃ।

হ্রীতা ভবেৎ প্রেষ্যজনপ্রবাদৈর্ভীতা চ রাজ্ঞা দৃষ্টসন্নিরুদ্ধা।
বাষ্পাবিলা মামনবেক্ষমাণা মোহং ব্রজেদ্ রাত্রিষু কিং করিষ্যে ॥ ২ ॥

হন্ত দৃষ্টঃ প্রতীকারঃ। তথাপি তাবদস্মদপেক্ষয়া নাপেক্ষিত আত্মা। তস্মাদহমপি তাবৎ তদর্থে প্রাণান্ পরিত্যজামি। (পরিক্রম্য) কতিপয়দিবসপ্রোষিতোঽহমস্মি। অদ্য তু মানসং শারীরং চ দুঃখমসহ্যমিব মে প্রতিভাতি। ইহ হি,

নির্ব্যাজং পরিচয়বর্ধমানরাগাং
রূপাঢ্যামভিনবযৌবনাং মনোজ্ঞাম্।
ত্যক্ত্বা তাং ক্ষণমপি বঞ্চিতোঽস্মি জীবন্
কষ্টোঽন্যঃ ক ইহ ভবেৎ কৃতঘ্নভাবঃ ॥ ৩ ॥

সম্প্রতি হি মদনেনান্তর্দহ্যমানস্য ক্ষারীভবিতুমারব্ধো ভগবান্ সূর্যঃ সহস্ররশ্মিঃ। (সর্বতো বিলোক্য) অহো প্রতিভয়তা নিদাঘস্য। সম্প্রতি হি,

অত্যুষ্ণা জ্বরিতেব ভাস্করকরৈরাপীতসারা মহী
যক্ষ্মার্তা ইব পাদপাঃ প্রমুষিতচ্ছায়া দবাগ্ন্যাশ্রয়াত্।
বিক্রোশন্ত্যবশাদিবোচ্ছ্রিতগুহাব্যাত্তাননাঃ পর্বতা
লোকোঽয়ং রবিপাকনষ্টহৃদয়ঃ সংযাতি মূর্ছামিব ॥ ৪ ॥

কিমিদানীং করিষ্যে। ন চাস্ম্যহং গন্তুং সমর্থঃ। কুতঃ,

লিম্পন্তি রূক্ষপবনাঃ সিকতাগ্নিচূর্ণৈঃ
সংস্বেদয়ন্তি চ নগাঃ পরুষৈঃ পলাশৈঃ।
দাবৈর্দ্রবীকৃততনুঃ স্রবতীব ভাস্বানাদিত্যপাকচলিতঃ ফলতীব লোকঃ ॥ ৫ ॥

হা প্রিয়ে! হা সুন্দরি! দেহি মে প্রতিবচনম্। (মূর্ছাং নাটয়তি। পুনর্নিঃশ্বস্য। ঊর্ধ্বমবলোক্য) রুদ্ধঃ খলু ভগবান্ সূর্যঃ সহস্ররশ্মিঃ। অথবা,

কিমত্র চিত্রং বিততাঃ পয়োদা
রুন্ধন্তি সর্বং ননু বাতনীতাঃ।
অন্তঃস্থিতং মে যদি বারয়ন্তি
কামং ভবেদ্ বিস্ময়নীয়মেতৎ ॥ ৬ ॥

কিমনেন জীবন্মরণেন। বিসর্জয়িষ্যাম্যাত্মানম্ (উত্থায় পরিক্রামতি) কিন্নু খলু করিষ্যে। ভবতু দৃষ্টম্। অস্মিন্নারণ্যতটাকে বিসর্জয়িষ্যাম্যাত্মানম্। ধিগধর্মঃ খলু মে মরণমার্গঃ। অভিমানমোহাস্মহাপথো বিস্মৃতঃ। অন্যথা প্রযতিষ্যে। (বিলোক্য) ভবতু দৃষ্টম্। অয়ে অদূরে দৃশ্যতে দবাগ্নিঃ। তস্মিন্ প্রাণানাহুতিং করিষ্যামি। (উপগম্য প্রণম্য চ) ভগবন্! অগ্নে!

দৃষ্টং চেদেকচিত্তানাং যদ্যগ্নিঃ সাধয়িষ্যতি।
পরত্রাপি চ মে কান্তা সা ভবেদেককীর্তনী ॥ ৭ ॥

(অগ্নিং প্রবিশ্য সকুতূহলম্) কিমিদং বর্ততে।

দগ্ধাঃ স্ফুলিঙ্গনিকরৈর্নিপতন্তি বৃক্ষা
জ্বালাশ্চ মে মলয়চন্দনপঙ্কশীতাঃ।
অগ্নির্দয়াং হি কুরুতে মদনাতুরেঽপি
পুত্রং পিতেব চ পরিষ্বজতি প্রকৃষ্টঃ ॥ ৮ ॥

ভোঃ! কিমতঃপরং বিস্ময়নীয়ম্। অগ্নিঃ খলু মাং ন দহতি। অথবা এতদপ্যস্তি কারণম্। অন্যথা প্রযতিষ্যে (পরিক্রম্য) এষ খলু মহান্ পর্বতঃ,

অসিতজলদবৃন্দৈর্মিশ্রসান্দ্রধ্বশৃঙ্গো
গগনচরকুলানাং বিশ্রমস্থানভূতঃ।
সুকবিমতিবিচিত্রো মিত্রসংযোগহৃদ্যো
নরপতিরিব নীচো দৃশ্যতে নিষ্ফলাঢ্যঃ ॥ ৯ ॥

ভবতু তাবদস্মিঞ্চৈলে প্রাণান্ পরিত্যজামি। মরুৎপ্রপাতো হি সর্বার্থসাধকঃ। যাবদারোহামি। (আরুহ্যাবলোক্য) এতৎ পানীয়ং গোত্রস্থং স্নাত্বোপস্পৃশ্য মন্ত্রং জপামি। (তথা কৃত্বা জপতি)

(ততঃ প্রবিশতি বিদ্যাধরঃ সহ প্রিয়য়া)

বিদ্যাধরঃ—

প্রাক্ সন্ধ্যা কুরুষূত্তরেষু গমিতা স্নাতঃ পুনর্মানসে
ভূয়ো মন্দরকন্দরান্তরতটেষ্বামোদিতং যৌবনম্।
ক্রীড়ার্থং হিমবদ্গুহাসু চরিতা দৃষ্টিশ্চ সংলোভিতা
যাস্যাবো মলয়স্য চন্দনগান্মধ্যাহ্ননিদ্রাসুখান্ ॥ ১০ ॥

(আকাশযানং নিরূপ্য) সৌদামিনি! পশ্য পশ্য ভগবত্যা বসুন্ধরায়া দূরস্থাং দর্শনীয়ামাকৃতিম্। ইহ হি,

শৈলেন্দ্রাঃ কলভোপমা জলধয়ঃ ক্রীডাতটাকোপমা
বৃক্ষাঃ শৈবলসন্নিভাঃ ক্ষিতিতলং প্রচ্ছন্ননিম্নস্থলম্।
সীমন্তা ইব নিম্নগাঃ সুবিপুলাঃ সৌধাশ্চ বিন্দূপমা
দৃষ্টং বক্রমিবাভিভাতি সকলং সংক্ষিপ্তরূপং জগৎ ॥ ১১ ॥

ভদ্রে! অবহিতা ভব। শীতচন্দননিলয়ং মলয়ং প্রযাস্যাবঃ।

সৌদামনী—অয্য ! তহ। [আর্য ! তথা]। (উভাবাকাশযানং নিরূপয়তঃ)
সৌদামনী—অয্য ! ণ পারেমি অবিস্সন্তা গন্তুং। [আর্য ! ন পারয়াম্যবিশ্রান্তা গন্তুম্]।
বিদ্যাধরঃ—তেন হি কস্মিংশ্চিৎ পর্বতে মুহূর্তং বিশ্রম্য গমিষ্যাবঃ।
সৌদামনী—অয্য ! পিঅং মে। [আর্য ! প্রিয়ং মে]। (উভাববতরতঃ)
বিদ্যাধরঃ—সৌদামিনি ! পশ্য পশ্য।

জলদগহনমুজ্ঝতীব বেগাদভিপততীব মহী সমুদ্রমুদ্রা।
জলদসময়তোয়দা ইবামী ভৃশমভিভান্তি নগা বিজৃম্ভমাণাঃ ॥ ১২ ॥

ভবতি ! অয়ং পর্বতঃ সমর্থ ইবাস্মাকং মুহূর্তমাতিথ্যং কর্তুম্। তস্মাদ্ বিশ্রান্তৌ গমিষ্যাবঃ।
সৌদামনী—অয্য ! এবং করেহ্ম। [আর্য ! এবং কুর্বঃ]।
বিদ্যাধরঃ—সৌদামিনি ! পুষ্পিতানাং নগানাং ষড়্ভাগগ্রহণমস্মাকং ধর্মঃ। তস্মাদনুগান্ বৃক্ষান্ করিষ্যাবঃ।
সৌদামনী—অয্য ! তহ। [আর্য ! তথা]।

(পুষ্পাপচয়ং নাটয়তঃ)

বিদ্যাধরঃ—(অবিমারকং বিলোক্য) অয়ে কো নু খল্বয়ম্। আ জ্ঞাতম্। বিদ্যাধরঃ খলু মন্ত্রভ্রষ্টঃ। কুতঃ, রূপমীদৃশং হি নান্যেষাম্। দিষ্ট্যা যদয়ং দৃষ্টঃ। ভবত্বহমপি বিস্মৃতং পৃচ্ছামি।
অবিমারকঃ ভবতু কৃতং দেবকার্যম্। প্রপতামি। (পার্শ্বতো বিলোক্য, বিদ্যাধরং দৃষ্ট্বা) ভোঃ ! কো নু খল্বয়ম্। অথবা, স্বপ্নোঽয়ং ভবেৎ। ন হ্যহং সুপ্তঃ। আ অন্তকালে মনুষ্যাঃ কিমপি পশ্যন্তি। তদেতৎ স্যাত্। তদপি সংমূঢানাং খলু। অহং তু সর্বং জানামি। ভবতু পৃচ্ছাম্যেনম্। ভোঃ ! কতরকুলান্বয়া ভবতালংক্রিয়তে।
বিদ্যাধরঃ—শ্রূয়তাম্—'অহং মেঘনাদো নাম বিদ্যাধরঃ। ইয়ং তাবদস্মৎকুটুম্বিনী সৌদামনী নাম। অদ্য ভগবন্তমগস্ত্যমারাধয়িতুং মলয়পর্বতে বিদ্যাধরৈরুৎসবঃ প্রারব্ধঃ। তত্র বয়মপি সঙ্কেতিতাঃ। ইহ মুহূর্তং বিশ্রম্য গমিষ্যাব ইত্যবতীর্ণাঃ। এষোঽস্মাকং বৃত্তান্তঃ। অথ কিমর্থমিদানীং ভবান্ ক্ষিতিতলং দেবলোকী-করোতি।
অবিমারকঃ—(আত্মগতম্) কিন্নু খলু বক্তব্যম্। বর্তমানে মমান্তকালেঽনৃতং ন বক্তব্যম্। (প্রকাশম্) ভোঃ ! সৌবীররাজপুত্রোঽবিমারকো নামাস্মি।
বিদ্যাধরঃ—(আত্মগতম্) এতদনৃতম্। নেয়মাকৃতির্মানুষী। (প্রকাশম্) অথ কিমর্থমেকাকী ভবানিহাগতঃ।
অবিমারকঃ—(আত্মগতম্) কিন্নু খলু বক্ষ্যামি। (অধোমুখস্তিষ্ঠতি)
বিদ্যাধরঃ—(আত্মগতম্) ভবত্বহমেব জ্ঞাস্যামি। (বিদ্যামাবর্তয়তি) ভোঃ ! কষ্টম্। অয়ং খলু ভগবতোঽগ্নেঃ পুত্র আত্মানং ন জানাতি, কুন্তিভোজদুহিতরং কুরঙ্গী-মভিলষমাণো রমমাণশ্চ তত্র বিদিতে সতি নির্গতঃ, পুনঃ প্রবেশোপায়মলভমানঃ প্রাণপরিত্যাগাভিলাষী মরুৎপ্রপাতং কর্তুমিহারূঢঃ। সাপি চ তত্র জীবন্মরণ-মনুভবতি। অহমস্যাস্মিন্ কার্যে সহায়ো ভবিষ্যামি। (প্রকাশম্) ভো

অবিমারক ! অচ্ছলং মিত্রত্বং নাম। ন শক্নোমি ময়া বিদিতমর্থং প্রচ্ছাদয়িতুম্।

অবিমারকঃ—উচ্যতাম্।

বিদ্যাধরঃ—অদ্যপ্রভৃত্যাবয়োঃ সখ্যমস্তু। সকলা চ ভবতোঽস্মাভিরবস্থা বিদিতা। প্রাণপরিত্যাগার্থমিহারূঢ়ো ভবান্ ননু।

অবিমারকঃ—বয়স ! এবমেতৎ।

বিদ্যাধরঃ—ভোঃ ! প্রীতোঽস্ম্যনেন বিস্রম্ভেণ। যদি তত্রাজ্ঞাতমেব প্রবেষ্টুং স্যাদুপায়ঃ, কিং করিষ্যতি ভবান্।

অবিমারকঃ—(সহর্ষম্) কিমন্যৎ। অনুপ্রবেক্ষ্যামি। তদর্থো হি ব্যাক্ষেপঃ।

বিদ্যাধরঃ—তেন হি সখে ! দৃশ্যতামঙ্গুলীয়ম্। (ইত্যঙ্গুলীয়কং দর্শয়তি)

অবিমারকঃ—বয়স্য ! কিমনেন প্রয়োজনম্।

বিদ্যাধরঃ—এতদঙ্গুলীয়কং দক্ষিণাঙ্গুল্যা ধারয়ন্নদৃশ্যো ভবতি, বামেন প্রকৃতিস্থঃ।

অবিমারকঃ—বয়স্য ! এতদপ্যস্তি।

বিদ্যাধরঃ—অয়ং তে প্রত্যয়ং করিষ্যামি। বয়স্য ! কিং মাং পশ্যসি।

অবিমারকঃ—এবম্ !

বিদ্যাধরঃ—অবহিতো ভব।

অবিমারকঃ—অবহিতোঽস্মি।

বিদ্যাধরঃ—(দক্ষিণাঙ্গুল্যাং প্রক্ষিপ্য) বয়স্য ! কিং মাং পশ্যসি।

অবিমারকঃ—বয়স্য ! ছায়াপি ন দৃশ্যতে, কিং পুনঃ শরীরম্। এতে খলু লোকে সুখিনো নাম।

> যে সঞ্চরন্তি গগনে বনিতাসহায়াঃ
> ক্রীড়ন্তি পর্বততটেষু কৃতোপদেশাঃ।
> সর্বং বিদন্ত্যপি চ মন্ত্রকৃতৈঃ প্রভাবৈ-
> রন্তর্হিতাশ্চ বিবৃতাশ্চ সুখং ভ্রমন্তি ॥ ১৩ ॥

ভবতু, প্রাবিষ্ট এবাস্ম্যনেন।

বিদ্যাধরঃ—(বামাঙ্গুল্যাং প্রক্ষিপ্য) তেন হি গৃহ্যতামঙ্গুলীয়কম্।

অবিমারকঃ—(প্রতিগৃহ্য) অনুগৃহীতোঽস্মি।

বিদ্যাধরঃ—ন ন, অহমেবানুগৃহীতঃ। কুতঃ,—

> ন তথা রত্নমাসাদ্য সুজনঃ পরিতুষ্যতি।
> যথা তত্তদ্গতাকাঙ্ক্ষে পাত্রে দত্ত্বা প্রহৃষ্যতি ॥ ১৪ ॥

অবিমারকঃ—একস্তু মে সংশয়ঃ। মম শরীরে পরীক্ষিতুমিতি বক্তুমসদৃশমিব।

বিদ্যাধরঃ—তেন হি প্রক্ষিপ দক্ষিণাঙ্গুল্যাম্।

অবিমারকঃ—বাঢ়ম্। (তথা করোতি)

বিদ্যাধরঃ—বয়স্য ! গৃহ্যতামসিঃ।

অবিমারকঃ—বাঢ়ম্। (খড্গং গৃহীত্বা সবিস্ময়ম্) অহো খড্গস্য প্রভাবঃ।

> প্রচ্ছন্নরূপস্বশনিঃ কথঞ্চিৎ
> খড্গীকৃতঃ স্যাত্তু তড়িৎকলাপঃ।
> নির্ভর্ৎসয়ন্ সূর্যকৃতাং প্রদীপ্তিং
> বনং দবাগ্নিঃ সহসাভ্যুপৈতি ॥ ১৫ ॥

বিদ্যাধরঃ—অহো বীর্যমগ্নিপুত্রস্য। অস্য খড়্গস্য প্রভাবং বিদ্যাধরেষ্বপি কতিচিৎ সহন্তে। অগ্নিঃ খলু ভগবানিমং রক্ষতি।

অবিমারকঃ—(খড়্গং দৃষ্ট্বা) অহো ভগবতীনাং বিদ্যানাং প্রভাবঃ।

দিব্যং স্বভাবং সমুপাগতোঽস্মি
স এব নামাস্মি গুণৈর্বিশিষ্টঃ,
ইদং যদা নির্গুণমর্ত্যবৃন্দৈ-
র্ন জ্ঞায়তে চাস্তি চ মে শরীরম্ ॥ ১৬ ॥

বয়স্য! কৃতমস্মৎকার্যম্। গৃহ্যতামসিঃ।

বিদ্যাধরঃ—যদিষ্টং ভবতঃ। বয়স্য! অন্তর্হিতশ্চান্তর্হিতস্পৃষ্টশ্চ তৎস্পৃষ্টশ্চান্তর্হিতা ভবন্তীতি নিশ্চয়ঃ।

অবিমারকঃ—সখে! প্রীতোঽস্মি। অয়মভ্যুদয়াদভ্যুদয়ঃ। সখে! অস্মদপেক্ষয়া বিলম্বিতমিতি তর্কয়ামি। মা ভূদিদানীং বেলাতিক্রমঃ।

বিদ্যাধরঃ—প্রবিষ্টোঽস্মি যদ্যাপৃষ্টো ভবান্।

অবিমারকঃ—কিং বহুনা ভাষিতেন।

বিদ্যাবশ্যানাং তু ভবদ্বিধানাং
কোঽস্মদ্বিধঃ স্যাত্ প্রতিকর্তুকামঃ।
ক্রীতোঽস্ম্যহং জীবিতসংপ্রদানাৎ
প্রশাধি মাং কিং করবাণি ভৃত্যঃ ॥ ১৬ ॥

বিদ্যাধরঃ—জানাম্যহং ভবতোঽচ্ছলাং বুদ্ধিম্। যদি চ ভবানস্মদ্বচনমনুবর্ততে,

সখ্যে মম প্রতিনিবেদয় মামিমাং চ
ত্বং মামনুস্মর সখে! গতিরীক্ষ্যতাং মে।
ক্রীড়ারসৈঃ প্রতিবিলোভ্য রাজপুত্রীং
কার্যান্তরেষু পুনরপ্যহমস্মি পার্শ্বে ॥ ১৮ ॥

অহো পুরুষসারো হি নাম নেচ্ছতি বিসর্জয়িতুং মে মনঃ। বয়স্য! গচ্ছাম-স্তাবৎ।

অবিমারকঃ—গচ্ছতু ভবান্ পুনর্দর্শনায়।

বিদ্যাধরঃ—বাঢ়ম্।

(উত্থিতো বিদ্যাধরঃ সহ প্রিয়য়া)

অবিমারকঃ—(ঊর্ধ্বমবলোক্য) এষ হি তত্রভবান্ মেঘনাদো গগনার্ণবমবগাঢ়ঃ। য এষঃ,

বাতোদ্ধূতাগ্রকেশঃ সলিলধরদরীমৃষ্টদষ্টাঙ্গরাগঃ
সম্যগ্বদ্ধাসিকক্ষ্যঃ প্রিয়যুবতিকরস্পৃষ্টসঙ্গূঢ়মধ্যঃ।
বাতোদ্ধূতোত্তরীয়ো মুকুটমণিগণৈস্তারকাঃ সম্প্রমৃন্দন্
শ্রীমান্ বিদ্যাধরোঽসাবুপরিগতিজবৈঃ ক্ষীয়মাণঃ প্রয়াতি ॥ ১৯ ॥

ইয়মপি বিদ্যাবলেন প্রিয়মনুবর্ততে। যৈষা,

জবশিথিলবিমুক্তপার্শ্বকেশী স্তনতটবল্গনখিন্নসন্নমধ্যা।
বিয়তি দয়িতদত্তপূর্বকায়া তড়িদিব তোয়ধরেষু দৃষ্টনষ্টা ॥ ২০ ॥

গতস্তত্রভবান্ মেঘনাদঃ। অহমপ্যদ্যৈব নগরাভিমুখো ভবিষ্যামি। যাবদ-

বতরামি। (অবতীর্য) পরিশ্রান্ত ইবাস্মি। ভবতু, এতস্মিন্ শিলাতলে মুহূর্তং বিশ্রম্য গমিষ্যামি। (উপবিশতি।)

(ততঃ প্রবিশতি বিদূষকঃ)

বিদূষকঃ—অহো তত্তহোদো সুগহীদণামহেঅস্স সোবীররাঅস্স অধণ্ণদা, জাএ চিরং অপুত্তো ভবিঅ অত্তণো ণিঅমবিসেসেণ দেব্বপ্পসাদেণ অ মাণুসলোঅদুল্লভং সুপুত্তং লভিঅ পুণো বি তাদিসো এব সংবুত্তো। সব্বহা মম অ সমত্তজীবিদদাএ বন্ধুজণস্স অধণ্ণদাএ পরিব্ভট্ঠো কুমারো। (পরিক্রম্য) অজ্জ খু তত্তহোদীএ ভণিদং—খেমেণ গদো কুমারো ত্তি। অহব কো এত্থ জাণাদি অদিসুউমারো রাঅউমারো এআই বম্মহেণ অভিতালিঅমাণো পরিব্ভট্ঠো কুসলো হোদি ত্তি। অহং বি কুমারং বা কুমারস্স সরীরং বা পেক্খিস্সামি দাব। সব্বলোঅং পরিব্ভমিঅ। জদি ণ পেক্খামি, তত্তহোদো পরত্ত সহাও হোমি। পরিস্সন্তো খু অহং। ভোদু, এদস্সিং পাদপচ্ছাআএ মুহুত্তঅং বিস্সমিঅ গমিস্সং। (স্বপিতি) [অহো তত্রভবতঃ সুগৃহীতনামধেয়স্য সৌবীররাজস্যাধন্যতা যয়া চিরমপুত্রো ভূত্বাত্মনো নিয়মবিশেষেণ দৈবপ্রসাদেন চ মানুষলোকদুর্লভং সুপুত্রং লব্ধ্বা পুনরপি তাদৃশ এব সংবৃত্তঃ। সর্বথা মম চ সমাপ্তজীবিততয়া বন্ধুজনস্যাধন্যতয়া পরিভ্রষ্টঃ কুমারঃ! অদ্য খলু তত্রভবত্যা ভণিতং···ক্ষেমেণ গতঃ কুমার ইতি। অথবা কোঽত্র জানাতি অতিসুকুমারো রাজকুমার একাকী মন্মথেনাভিতাড্যমানঃ পরিভ্রষ্টঃ কুশলো ভবতীতি। অহমপি কুমারং বা কুমারস্য শরীরং বা প্রেক্ষিষ্যে তাবৎ সর্বলোকং পরিভ্রম্য। যদি ন প্রেক্ষে, তত্রভবতঃ পরত্র সহায়ো ভবামি। পরিশ্রান্তঃ খল্বহম্। ভবতু, এতস্যাং পাদপচ্ছায়ায়াং মুহূর্তকং বিশ্রম্য গমিষ্যামি।]

অবিমারকঃ—কা নু খলু সন্তুষ্টস্যাবস্থা। সুষ্ঠু ভবেদ্ যদি নির্গমনং তেন শ্রুতং, ন শ্রুতং চেদ্ বিপৎস্যতে স ব্রাহ্মণঃ। অথবা কিং মম সর্বার্থৈস্তেন বিনা। স হি,

গোষ্ঠীষু হাস্যঃ সমরেষু যোধঃ
শোকে গুরুঃ সাহসিকঃ পরেষু।
মহোৎসবো মে হৃদি কিং প্রলাপৈ-
র্দ্বিধা বিভক্তং খলু মে শরীরম্ ॥ ২১ ॥

(সর্বতো বিলোক্য) অয়ে কো নু খলু চ্ছায়ায়ামধ্বগঃ প্রসুপ্তঃ। (উপেত্য) অভ্যুদয়ো মে হৃদয়স্য যদুচ্ছয়াগতঃ। ত্বরতে মে মনঃ পরিষ্বক্তুমেনম্।

বিদূষকঃ—(বুদ্ধ্বা) চিরং খু সুত্তম্হি। জাব গচ্ছামি। কো বিস্সমো ণাম বিব্ভট্ঠমণোরহাণং। (পরিক্রম্যাবিমারকং বিলোক্য) কহং তত্তভবং অবিমারও। [চিরং খলু সুপ্তোঽস্মি। যাবদ্ গচ্ছামি। কো বিশ্রামো নাম বিভ্রষ্টমনোরথানাম্। কথং তত্রভবান্ অবিমারকঃ।]

অবিমারকঃ—অয়ে বয়স্যঃ সন্তুষ্টঃ।

(উভৌ পরিষ্বজেতে)

বিদূষকঃ—(উচ্চৈর্বিহস্য) ভো বঅস্স! কহেহি কহেহি এত্তিঅং কালং কিং তুএ কিদং। [ভো বয়স্য! কথয় কথয়ৈতাবন্তং কালং কিং ত্বয়া কৃতম্।]

অবিমারকঃ—বয়স্য ! এতৎ কৃতম্। (অঙ্গুলীয়কং দক্ষিণাঙ্গুল্যাং প্রক্ষিপ্য তিরস্কৃতঃ।)

বিদূষকঃ—হা হা কহিং কহিং তত্তভবং কহং ণ দিস্সদি। আ তস্সিং গদাএ চিন্তাএ তং বিঅ পেক্খামি। অহব ফুডীকরিস্সং। ভো বঅস্স ! সাবেণ সাবিদো সি, জদি অত্তাণং ছাদেসি। [হা হা ক্ক ক্ক তত্রভবান্। কথং ন দৃশ্যতে। আ তস্মিন্ গতয়া চিন্তয়া তমিব পশ্যামি। অথবা স্ফুটীকরিষ্যামি। ভো বয়স্য ! শাপেন শাপিতোঽসি, যদ্যাত্মানং ছাদয়সি।]

অবিমারকঃ—বয়স্য ! অয়মস্মি।

বিদূষকঃ—কহিং কহিং সি। [ক্ক ক্কাসি।]

অবিমারকঃ—(বামাঙ্গুল্যামঙ্গুলীয়কং প্রক্ষিপ্য) বয়স্য ! অয়মস্মি।

বিদূষকঃ—পঢমং সুদ্ধো অবিমারও ইদাণিং মাআবিমারও সংবুত্তো। এবং মাআবিত্তঅ ! কিস্স তুবং কণ্ণাউরে পচ্ছণ্ণরূবো ণ চরসি। [প্রথমং শুদ্ধোঽবিমারকঃ, ইদানীং মায়াবিমারকঃ সংবৃত্তঃ। এবং মায়াবিত্তক ! কস্মাৎ ত্বং কন্যাপুরে প্রচ্ছন্নরূপো ন চরসি।]

অবিমারকঃ—বয়স্য ! ইদানীং খল্বেতদুপলব্ধম্।

বিদূষকঃ—অচ্ছরীঅং অচ্ছরীঅং। কুদো দাণি এদস্স আগমো। [আশ্চর্যমাশ্চর্যম্। কুত ইদানীমেতস্যাগমঃ।]

অবিমারকঃ—সর্বমন্তঃপুরে কথয়িষ্যামি।

বিদূষকঃ—সম্পদি বুভুক্খিদো সি। [সংপ্রতি বুভুক্ষিতোঽসি।]

অবিমারকঃ—বৈধেয় ! শীঘ্রমাগচ্ছ প্রক্ষেপভূমিপ্রবেশায়। নৈবায়ং হস্তো মোচয়িতব্যঃ।

বিদূষকঃ—অচ্ছরীঅং অচ্ছরীঅং। অহং পি দাব অদিস্সো মম সরীরং অত্থি বা ণত্থি বা। উচ্ছিট্টং করিস্সং। থু থু। [আশ্চর্যমাশ্চর্যম্। অহমপি তাবদদৃশ্যঃ। মম শরীরমস্তি বা নাস্তি বা। উচ্ছিষ্টং করিষ্যামি। থু থু।]

অবিমারকঃ—মূর্খ ! অলমলং বিলম্বিতেন। ত্বরতে মে মনঃ কান্তাদর্শনায়। (আকর্ষতি)

বিদূষকঃ—ণ মে সদ্ধা। [ন মে শ্রদ্ধা।]

অবিমারকঃ—হন্ত ভোজনবেলাং প্রতিপালয়ামি।

বিদূষকঃ—কঞ্চি কালং বিস্সমিঅ গমিস্সামো। [কঞ্চিৎকালং বিশ্রম্য গমিষ্যাবঃ।]

অবিমারকঃ—কিং ন স্মরতি মাং কুরঙ্গী।

বিদূষকঃ—কিণ্ণু খু জীবদি ণগ্গন্ধস্সমণিআ। [কিং নু খলু জীবতি নগ্নান্ধশ্রমণিকা।]

অবিমারকঃ—বয়স্য ! যাচে ভবন্তং, শীঘ্রমাগম্যতাম্।

বিদূষকঃ—কিস্স তুবং কিদসমাবুত্তো বডুও বিঅ তুবরসি। [কস্মাৎ ত্বং কৃতসমাবর্তো বটুক ইব ত্বরসে।]

অবিমারকঃ—মূর্খ ! ইতস্তাবৎ।

বিদূষকঃ—মা কড্ঢেহি, অঅং অণুধাবামি। [মা কর্ষ, অয়মনুধাবামি।]

অবিমারকঃ—(পরিক্রম্য) এতন্নগরম্।

বিদূষকঃ—পেক্খামি দাব ণঅরস্স সোহং। [পশ্যামি তাবন্নগরস্য শোভাম্।]

অবিমারকঃ—ইদং রাজকুলম্ !

এতন্নরেন্দ্রভবনং নিশি জাতশঙ্কো
যত্ সাহসং সমুপলভ্য তথা প্রবিষ্টঃ।
ভূয়স্তদেব দিবসে সুসহায়মায়ো
বৃন্দং সতামিব পটুঃ প্রবিশাম্যশঙ্কঃ ॥ ২২ ॥

(পরিক্রম্য) ইদানীং প্রাসাদে স্নাতয়াভ্যান্তরস্থয়া কুরঙ্গ্যা ভবিতব্যম্।

বিদূষকঃ—জহিং বা তহিং বা পবিসামো। অদিক্কমদি ভিক্খবেলা। [যত্র বা তত্র বা প্রবিশাবঃ। অতিক্রামতি ভিক্ষাবেলা।]

অবিমারকঃ—এহি তাবদভ্যন্তরমেব প্রবিশাবঃ। (প্রবিশ্য) ইহ হি,

পূরে গৃহে বাপি পুরা সুখোষিতে-
র্নর্নাস্তিভিদুর্লভচিন্তয়াগতৈঃ।
পুনঃ কৃতার্থৈর্মুদিতান্তরাত্মভিঃ
সুখং প্রবেষ্টুং সবিশেষকর্মভিঃ ॥ ২৩ ॥

(নিষ্ক্রান্তৌ)

॥ ইতি চতুর্থোঽঙ্কঃ ॥

× × × × × × × × × × × × × পঞ্চমোঽঙ্কঃ × × × × × × × × × × × × ×

(ততঃ প্রবিশতি কুরঙ্গী নলিনিকা চ)

নলিনিকা—ভট্টিদারিএ ! অলং সন্দাবেণ। কণ্ণাউরপাসাদং আরুহিঅ দিট্ঠিবিলোভণং করিস্সামো। [ভর্তৃদারিকে ! অলং সন্তাপেন। কন্যাপুরপ্রাসাদমারুহ্য দৃষ্টিবিলোভনং করিষ্যাবঃ।]

কুরঙ্গী—হলা ! কিং তুএ মম হিঅঅং পরিগ্ঞাদং। এত্থ হি অজাণন্তেণ পরিজণেণ মম পরিতোসণিমিত্তং বউলসরলসজ্জজ্জুণকদম্বণীবণিউলপহুদীনি মেহকালবল্লহাণি পরমসুরহীণি আণীঅমাণাণি মং উম্মাদঅন্তি। অহ অ ইমে মোরা অম্হাঅং রাঅউলমাণসে অদিপীঠমন্দভাবং করন্তি। অম্হেহি সদদলালিদা বি অদেসকালগ্ঞদাএ অত্তণো অহিকগ্ঞভাবং দংসেন্দি। সুঅসারিআ বি বক্খাণং এব কহেদুং আরদ্ধা। মম ণিব্বেদভাবং অজাণন্তী ভূদিঅসারিআ বি সব্বলোঅবুত্তন্তং কহইস্সামি ত্তি আঅদা। মম রোআবত্থং পুচ্ছিদুং আঅদো পরিজণো মং ণিব্বন্ধিঅ ণিবেদেদি। তা ইচ্ছামি মহুত্তঅং পাসাদে অচ্ছিদুং। [হলা ! কিং ত্বয়া মম হৃদয়ং পরিজ্ঞাতম্। অত্র হ্যজানতা পরিজনেন মম পরিতোষনিমিত্তং বকুলসরলসর্জার্জুনকদম্বনীপনিচুলপ্রভৃতীনি মেঘকালবল্লভানি পরমসুরভীণ্যানীয়মানানি মামুন্মাদয়ন্তি। অথ চেমে ময়ূরা অস্মাকং রাজকুলমানসে অতিপীঠমর্দভাবং কুর্বন্তি। অস্মাভিঃ সততলালিতা অপ্যদেশকালজ্ঞতয়াত্মনোঽধিকজ্ঞভাবং দর্শয়ন্তি। শুকসারিকাপি ব্যাখ্যানমেব কথয়িতুমারব্ধা। মম নির্বেদভাবমজানন্তী ভূতিকসারিকাপি সর্বলোকবৃত্তান্তং কথয়িষ্যামীত্যাগতা। মম রোগাবস্থাং প্রষ্টুমাগতঃ পরিজনো মাং নির্বধ্য নিবেদয়তি। তদিচ্ছামি মুহূর্তকং প্রাসাদে আসিতুম্।]

নলিনিকা—জং ভট্টিদারিআএ রুইদং হোদু। [যদ্ ভর্তৃদারিকায়ৈ রুচিতম্। ভবতু।]

(উভে আরোহতঃ।)

কুরঙ্গী হলা! এত্থ বি মহন্তো অণত্থো উট্‌ঠিদো বিজ্জুপ্পদীবং ধারিঅ কালমেহো। [হলা! অত্রাপি মহাননর্থ উত্থিতঃ বিদ্যুত্‌প্রদীপং ধৃত্বা কালমেঘঃ।]

নলিনিকা—ভট্টিদারিএ! অলং উক্কণ্ঠিদেণ। পেক্‌খ পেক্‌খ ণবসলিলধররুদ্ধসুয্যং পবিরলজলনিবাদদংসণীঅং গঅণতলং। [ভর্তৃদারিকে অলমুৎকণ্ঠিতেন। পশ্য পশ্য নবসলিলধররুদ্ধসূর্যং প্রবিরলজলনিপাতদর্শনীয়ং গগনতলম্।]

কুরঙ্গী পেক্‌খামি অ রমণীঅং আআসং। [পশ্যামি চ রমণীয়মাকাশম্।]

(ততঃ প্রবিশত্যবিমারকো বিদূষকশ্চ)

অবিমারকঃ—বয়স্য! দৃষ্টা সা কুরঙ্গী। যৈষা,

রোগাদকালাগুরুচন্দনার্দ্রা বিমুক্তভূষা গতহাবভাবা।
বিভাতি নির্ব্যাজমনোহরাঙ্গী বেদশ্রুতিহেতুবিবর্জিতেব ॥ ১ ॥

বিদূষকঃ—ভো! তুট্টো ম্হি। তুবং খু সব্বলোএ অহং সুরূবো ত্তি অত্তাণং আঅরসি। জিদো দাণি তত্তহোদীএ সহাবরমণীএণ রূবেণ। চিন্তেমি ভবদো বিওএণ ইঅং তণুআ জাদা। এবং পি এসা বালচন্দ্রলেহা বিঅ দিট্টিং তোসেদি। [ভোঃ! তুষ্টোঽস্মি! ত্বং খলু সর্বলোকেঽহং সুরূপ ইত্যাত্মানমাচরসি। জিত ইদানীং তত্রভবত্যাঃ স্বভাবরমণীয়েন রূপেণ। চিন্তয়ামি ভবতো বিয়োগেনেয়ং তনুকা জাতা। এবমপ্যেষা বালচন্দ্রলেখেব দৃষ্টিং তোষয়তি।]

অবিমারকঃ—সখে! অতিপণ্ডিত ইব, কিমেতৎ।

বিদূষকঃ—ভো! ণিচ্চপরিচএণ মং পরিহসসি। অপুব্বো জণো মম বুদ্ধিং অজাণন্তো অহিঅদরং পসংসেদি। অহং পি তং জাণিঅ এদস্সিং ণঅরে কেণ বিস্সম্ভং ণ করেমি। [ভো! নিত্যপরিচয়েন মাং পরিহসসি। অপূর্বো জনো মম বুদ্ধিমজানন্নধিকতরং প্রশংসতি। অহমপি তদ্ জ্ঞাত্বৈতস্মিন্নগরে কেনাপি বিস্রম্ভং ন করোমি।]

অবিমারকঃ—অলমৌদাসীন্যেন। বহুজনপরিবারতয়া ন লব্ধঃ ক্ষণঃ কান্তাং প্রবোধয়িতুম্। তদিদানীং প্রাসাদগতামপি তত্রৈব তাং বোধয়িষ্যাবঃ।

বিদূষকঃ—সুট্‌ঠু ভবং ভণাদি। পাসাদং আলুহামো। [সুষ্ঠু ভবান্ ভণতি। প্রাসাদমারোহাবঃ।]

অবিমারকঃ—সখে! প্রযত্নাদরোঢ়ব্যং যথা তথা ন প্রবর্ততে প্রাসাদশব্দঃ।

বিদূষকঃ—ভো! ণ সক্কং এদং। কো সক্কদি উচ্ছিট্‌ঠং ণকরন্তো ভুঞ্জিদুং। অহং এত্থ চিট্ঠামি। তুবং এব আলুহ। [ভোঃ! ন শক্যমেতত্। কঃ শক্নোত্যুচ্ছিষ্টমকুর্বন্ ভোক্তুম্। অহমত্র তিষ্ঠামি। ত্বমেবারোহ।]

অবিমারকঃ—যদি বিমুঞ্চে, দৃশ্যতে ভবান্।

বিদূষকঃ—ভো! বিস্সরিদং খু মএ এদং। পুণো পুণো কহেহি। [ভোঃ! বিস্মৃতং খলু ময়েতৎ। পুনঃ পুনঃ কথয়।]

অবিমারকঃ—ইতস্তাবৎ। (আরুহ্যাবলোক্য) সখে! ইয়মস্মত্‌কান্তা শিলাতলে নলিনিকয়া সহাস্তে যৈষা,

সব্যে করে সমুপবেশ্য মুখং সুদীনং
কালং মনোভবসহায়মমুষ্যমাণা।
ব্যগ্রা বিচিন্তয়তি কিঞ্চিদলোলদৃষ্টি-
বাষ্পং নিবারয়িতুমূর্ধ্বমবেক্ষমাণা ॥ ২ ॥

কুরঙ্গী—(স্বগতম্) কিং এদেণ জীবম্মরণেণ। (প্রকাশম্) ণলিণিএ! গচ্ছ মাঅধিঅং আণেহি উবহ্নাণেণ। [কিমেতেন জীবম্মরণেন। নলিনিকে! গচ্ছ মাগধিকামানয়োপস্নানেন।]

নলিনিকা—এআইণিং ভট্টিদারিঅং উজ্ঝিঅ কহং গমিস্সং। ণ হু এত্থ কো বি জণো। [একাকিনীং ভর্তৃদারিকামুজ্ঝিত্বা কথং গমিষ্যামি। ন খল্বত্র কোঽপি জনঃ।]

(প্রবিশ্য)

হরিণিকা—জেদু ভট্টিদারিআ। ভট্টিদারিএ! ভট্টিণী ভণাদি সম্পদি কীদিসী সীসবেদণত্তি। এদং বি ওসধং লিম্পেহি কিল। [জয়তু ভর্তৃদারিকা। ভর্তৃদারিকে! ভট্টিনী ভণাতি—সম্প্রতি কীদৃশী শীর্ষবেদনেতি। এতদপ্যোষধং লিম্প কিল।]

কুরঙ্গী—ণলিণিএ! গচ্ছ দাণি তুবং। তক্কেমি দেবো বরিসিদুং আরদ্ধো। অহং ইচ্ছামি অহিণবেণ আআসতোএণ ণ্হাদুং। তা তুবরেহি উবণ্হাণং। [নলিনিকে! গচ্ছেদানীং ত্বম্। তর্কয়ামি দেবো বর্ষিতুমারব্ধঃ। অহমিচ্ছাম্যভিনবেনাকাশতোয়েন স্নাতুম্। তত্ ত্বরযোপস্নানম্।]

নলিনিকা—জং ভট্টিদারিআ আণবেদি। [যদ্ ভর্তৃদাকাজ্ঞাপয়তি।]

অবিমারকঃ—কিন্নু খল্বনয়া ব্যবসিতম্।

কুরঙ্গী - হলা! এহি দাব! [হলা! এহি তাবৎ।]

নলিনিকা—ভট্টিদারিএ! ইঅম্হি। [ভর্তৃদারিকে! ইয়মস্মি।]

কুরঙ্গী—হলা! ণং সীদলং দে সরীরং। [হলা! ননু শীতলং তে শরীরম্।]

নলিনিকা—ভট্টিদারিএ! ণ আণামি। [ভর্তৃদারিকে! ন জানামি।]

কুরঙ্গী—হলা! এহি পরিস্সজেহি মং। [হলা! এহি পরিষ্বজস্ব মাম্।]

নলিনিকা—ভট্টিদারিএ! তহ। (পরিষ্বজতে) [ভর্তৃদারিকে! তথা।]

কুরঙ্গী—হলা! অদিসীদলং মণোহরং চ দে সরীরং। [হলা! অতিশীতলং মনোহরং চ তে শরীরম্।]

নলিনিকা—অণুগ্গহীদম্হি। [অনুগৃহীতাস্মি।]

কুরঙ্গী—হলা! সম্পদি ণস্সাদি বিঅ মে সরীরদাহো। (স্বগতম্) হস্ত কিদো সহীপণও। সমত্তো অ অজ্জ এদাএ সরীরসংসগ্গো। (প্রকাশম্) গচ্ছ দাণি তুবং। [হলা! সম্প্রতি নশ্যতীব মে শরীরদাহঃ। হস্ত কৃতঃ সখীপ্রণয়ঃ। সমাপ্তশ্চাদ্যৈতস্যাঃ শরীরসংসর্গঃ। গচ্ছেদানীং ত্বম্।]

নলিনিকা—জং ভট্টিদারিআ আণবেদি। (নিষ্ক্রান্তা) যদ্ ভর্তৃদারিকাজ্ঞাপয়তি।]

হরিণিকা—ভট্টিদারিএ! ভট্টিণীএ কিং ণিবেদেমি। [ভর্তৃদারিকে! ভট্টিন্যৈ কিং নিবেদয়ামি।]

কুরঙ্গী—অজ্জ বিঅদরোআ সোত্থা হোদি ত্তি। [অদ্য বিগতরোগা স্বস্থা ভবতীতি।]

হরিণিকা—কহং তুএ বিঞ্ঞাদং ত্তি পুচ্ছিদা কিং বিন্নবেমি। [কথং ত্বয়া বিজ্ঞাতমিতি পৃষ্টা কিং বিজ্ঞাপয়ামি।]

কুরঙ্গী—সুট্ঠু তুএ বিঞ্ঞাদং এদেণ ওসধাবিসেসেণ ত্তি ভণেহি। [সুষ্ঠু ত্বয়া বিজ্ঞাতম্। এতেনৌষধবিশেষেণেতি ভণ।]

হরিণিকা—জং ভট্টিদারিআ আণবেদি। (নিষ্ক্রান্তা) [যদ্ ভর্তৃদারিকাজ্ঞাপয়তি।]

অবিমারকঃ—কিন্নু খল্বনয়া ব্যবসিতম্।

উষ্ণং শ্বসিতি তন্বঙ্গী সর্বতঃ প্রেক্ষতে মুহুঃ।
নেত্রাভ্যাং বাষ্পপূর্ণাভ্যাং কিন্নু কর্তুং ব্যবস্থিতা ॥ ৩ ॥

কুরঙ্গী—হোদু, উত্তরীঅবাসেণ অত্তাণং উব্বন্ধিঅ বাবাদইস্সং। (উত্থায় তথা কুর্বতী মেঘস্তনিতং শ্রুত্বা) হং পরিত্তাআহি পরিত্তাআহি মং। [ভবতু, উত্তরীয়-বাসসাত্মানমুদ্ধধ্য ব্যাপাদয়িষ্যামি। হং পরিত্রায়স্ব পরিত্রায়স্ব মাম্।]

অবিমারকঃ—সখে! ন শক্যমতঃ পরমুপেক্ষিতুম্। (অঙ্গুলীয়কং বামাঙ্গুল্যাং প্রক্ষিপ্য) কান্তে! ন ভেতব্যম্। ন ভেতব্যম্। (ইতি কুরঙ্গীমুত্থাপয়তি)

কুরঙ্গী—(সহর্ষম্) কিন্নু খু সচ্চং এদং। মূঢ়া বিঅ জাদা। [কিন্নু খলু সত্য-মেতত্। মূঢ়েব জাতা।]

অবিমারকঃ—কান্তে! ব্যপনীয়তাং শঙ্কা। (পরিষ্বজতে)

কুরঙ্গী—অচ্ছরীঅং এককখণেণ ণস্সদি বিঅ মে শরীরদাহো। [আশ্চর্যম্। একক্ষণেন নশ্যতীব মে শরীরদাহঃ।]

অবিমারকঃ—অয়ং খল্বস্যাঃ পরিষ্বঙ্গঃ,

সততপরিচিতো মনোভিযোগা-
দধিকরসঃ প্রথমাৎ সমাগমাৎ।
রণশিরসি নৃপেণ সাহসাদ্ যে
বিজয় ইবাদ্য ময়ানুভূয়তে ॥ ৪ ॥

বিদূষকঃ—কহং রোদিদুং আরদ্ধা। অলং অদিমত্তং সন্দাবেণ। অহব অহং বি রোদামি। এক্কং পি তহিং দুল্লহং মম ণঅণাদো বপ্পং ণ ণিগ্গচ্ছই। জদা মে পিদা উবরদো, তদা বি মহন্তেণ আরম্ভেণ রোদিদুং আরদ্ধো বপ্পং ণ ণিগ্গচ্ছই কিং পুণ অন্নসন্দাবস্স। তহ বি অণুস্সুও রোদামি। [কথং রোদিতুমারব্ধা। অলমতিমাত্রং সন্তাপেন। অথবা অহমপি রোদিমি। একমপি তত্র দুর্লভং মম নয়নাদ্ বাষ্পং ন নির্গচ্ছতি। যদা মে পিতোপরতস্তদাপি মহতারম্ভেণ রোদিতুমারব্ধঃ। বাষ্পং ন নির্গচ্ছতি। কিং পুনরন্যসন্তাপস্য। তথাপ্য-নুৎসুকো রোদিমি।]

অবিমারকঃ—অলমুৎপ্রহসিতেন। অচ্ছলো হি স্নেহো নাম।

ন তে ন বুদ্ধিধর্ম্ম দূষণীয়া
যেন প্রকামং ভবিতাস্মি হাস্যঃ।
প্রাজ্ঞস্য মূর্খস্য চ কার্যযোগে
সমত্বমভ্যেতি তনুর্ন বুদ্ধিঃ ॥ ৫ ॥

(প্রবিশ্য)

নলিনিকা—হরিণিএ! হরিণিএ! কহং দুবারং রুদ্ধং। হদ্ধি দুবারণিরোহেণ

অবঅদসন্দাবং অত্তাণং করিস্সদি ত্তি তক্কেমি। হরিণিএ! হরিণিএ! হদ্ধি তং এব সংবুত্তং। [হরিণিকে! হরিণিকে! কথং দ্বারং রুদ্ধম্। হা ধিগ্ দ্বারনিরোধেনাপগতসন্তাপমাত্মানং করিষ্যতীতি তর্কয়ামি। হরিণিকে! হরিণিকে! হা ধিগ্ তদেব সংবৃত্তম্]।

অবিমারকঃ—নলিনিকায়া ইব স্বরঃ। বয়স্য! বিঘাট্যতাং দ্বারম্।

বিদূষকঃ—জং ভবং আণবেদি। (বিঘাট্য) এদু এদু ভোদী। [যদ্ ভবানাজ্ঞাপয়তি। এত্বেতু ভবতী]।

নলিনিকা—হং কো দাণিং এসো পুরিসো। [হং ক ইদানীমেষ পুরুষঃ]।

বিদূষকঃ—সুট্ঠু বিঞ্ঞাদং তুএ। অহো রাঅউলস্স বিসেসো। কো অণ্ণো জণো মং পেক্খিঅ পুরিসো ত্তি ভণাদি। ইত্থিআ খু অহং। [সুষ্ঠু বিজ্ঞাতং ত্বয়া। অহো রাজকুলস্য বিশেষঃ। কোঽন্যো জনো মাং প্রেক্ষ্য পুরুষ ইতি ভণতি। স্ত্রীঃ খল্বহম্]।

অবিমারকঃ—নলিনিকে! প্রবিশেদানীম্।

নলিনিকা—কহং ভট্টিদারও। ভট্টিদারঅ! বন্দামি। ভট্টিদারঅ! কো এসো পুরিসো। [কথং ভর্তৃদারকঃ। ভর্তৃদারক! বন্দে। ভর্তৃদারক! ক এষ পুরুষঃ]।

বিদূষকঃ—অহং পুক্খরিণী ণাম চেডী। [অহং পুষ্করিণী নাম চেটী]।

অবিমারকঃ—যোঽস্মাভিঃ সদা কথ্যতে সন্তুষ্ট ইতি, সোঽয়ং ব্রাহ্মণঃ!

নলিনিকা—আ দিট্টপুরুবো ণঅরাপণালিন্দে অঅং বহ্মণো। [আ দৃষ্টপূর্বো নগরাপণালিন্দেঽয়ং ব্রাহ্মণঃ]।

বিদূষকঃ—আম ভোদি। জণ্ণোপবীদেণ বহ্মণো, চীবরেণ রত্তপডো। জদি বত্থং অবণেমি, সমণও হোমি। ভোদি! কিং এদং। [আম ভবতি! যজ্ঞোপবীতেন ব্রাহ্মণঃ, চীবরেণ রক্তপটঃ। যদি বস্ত্রমপনয়ামি শ্রমণকো ভবামি। ভবতি! কিমেতৎ]।

নলিনিকা—ভট্টিদারিআএ উবহ্লাণং। [ভর্তৃদারিকায়া উপস্নানম্]।

বিদূষকঃ—কিং এদিণা বুভুক্খিদাএ রোদন্তীএ অত্তহোদীএ উবহ্লাণেণ কয্যং। গচ্ছ সিগ্ধং ভোঅণং আণেহি। অহং অগ্গসণীও হোমি। [কিমেতেন বুভুক্ষিতায়া রুদন্ত্যা অত্রভবত্যা উপস্নানেন কার্যম্। গচ্ছ শীঘ্রং ভোজনমানয়! অহমগ্রাশনীয়ো ভবামি]।

নলিনিকা—দুব্বহ্মণ! এদং পি ভোঅণং চিন্তেসি। সব্বং দাব চিট্ঠদু। কহং দিঅসে অণেঅপুরুসসম্পাদে রাঅমগ্গে ভট্টিদারও পবিট্ঠো। [দুর্ব্রাহ্মণ! এতদপি ভোজনং চিন্তয়সি। সর্বং তাবৎ তিষ্ঠতু! কথং দিবসেঽনেকপুরুষসম্পাতে রাজমার্গে ভর্তৃদারকঃ প্রবিষ্টঃ]।

অবিমারকঃ—সর্বং ভবত্যৈ সন্তুষ্টঃ কথয়িষ্যতি।

নলিনিকা—বিসজ্জিদম্হি ইমিণা বহুমাণবঅণেণ। হোদু, ইমং গহ্নিঅ চউস্সালং পবিসিঅ গোট্ঠীজণেণ সহ বুত্তন্তং সুণামি। এহি বহ্মণ! (ইত্যাকর্ষতি) [বিসর্জিতাস্ম্যনেন বহুমানবচনেন। ভবতু, ইমং গৃহীত্বা চতুঃশালং প্রবিশ্য গোষ্ঠীজনেন সহ বৃত্তান্তং শৃণোমি। এহি ব্রাহ্মণ!]।

বিদূষকঃ—অব্বহ্মণ্ণং অব্বহ্মণ্ণং। [অব্রহ্মণ্যমব্রহ্মণ্যম্]।
কুরঙ্গী—হস্সো খু অঅং বহ্মণো। [হাস্যঃ খল্বয়ং ব্রাহ্মণঃ]।
অবিমারকঃ—বয়স্য। হাস্যঃ খলু ভবান্।
বিদূষকঃ—কো এত্থ মম অস্সদ্ধেঅং ভণাদি। অহং ণ হস্সো, তত্তহোদী এব হস্সা। জা অত্তণো অবত্থং জাণিঅ কিং পি কত্তুং ববসিঅ মেহসদ্দং সুণিঅ সব্বং বিস্সুমরিঅ পডিদা। [কোঽত্র মমাশ্রদ্ধেয়ং ভণতি। অহং ন হাস্যঃ, তত্রভবত্যেব হাস্যা। যাত্মনোঽবস্থাং জ্ঞাত্বা কিমপি কর্তুং ব্যবস্য মেঘশব্দং শ্রুত্বা সর্বং বিস্মৃত্য পতিতা]।
কুরঙ্গী—হং এদং পি ইমেহি দিট্ঠং। [হম্ এতদপ্যাভ্যাং দৃষ্টম্]।
নলিনিকা—যাচেমি অহং। ইদো এহি বহ্মণ। [যাচেঽহম্। ইত এহি ব্রাহ্মণ!]।
বিদূষকঃ—জই ভোঅণং দেসি, তদো গচ্ছামি অহং। ইট্ঠং আঅন্তুঅস্স ভোঅণদাণং। [যদি ভোজনং দদাসি, ততো গচ্ছাম্যহম্। ইষ্টমাগন্তুকস্য ভোজনদানম্]।
নলিনিকা—এহি মে সব্বাভরণং দেমি। [এহি মে সর্বাভরণং দদামি]।
বিদূষকঃ—ণহি ঘিদবঅণেণ পিত্তং ণস্সদি। মম হত্থগদং করেহি। [নহি ঘৃতবচনেন পিত্তং নশ্যতি। মম হস্তগতং কুরু]।
নলিনিকা—এবং হোদু। (আভরণান্যবমুচ্য দদাতি) [এবং ভবতু]।
বিদূষকঃ—সুণাদু হোদী। [শৃণোতু ভবতী।]
নলিনিকা—মূঢ়! বহ্মণ! চউস্সালে উববিসিঅ গোট্ঠীজণেণ সহ সুণামি। [মূঢ়! ব্রাহ্মণঃ! চতুঃশালে উপবিশ্য গোষ্ঠীজনেন সহ শৃণোমি।]
বিদূষকঃ—তত্তহোদীং পুচ্ছিঅ আঅচ্ছামি। [তত্রভবতীং পৃষ্ট্বাগচ্ছামি।]
নলিনিকা—কো তুবং মম সব্বাভরণং গহিঅ বল্লহো জাদো। এহি দাব। (বিদূষকং হস্তে গৃহ্ণাতি।) [কস্ত্বং, মম সর্বাভরণং গৃহীত্বা বল্লভো জাতঃ। এহি তাবৎ।]
বিদূষকঃ—ভোদি! মা মা এবং। অদিসুঅমারো খু অহং। [ভবতি! মা মৈবম্। অতিসুকুমারঃ খল্বহম্।]
নলিনিকা—জাণামি জাণামি দে সুউমারত্তণং। জই সুউমারো, সিগ্ঘং এহি। [জানামি জানামি তে সুকুমারত্বম্। যদি সুকুমারঃ, শীঘ্রমেহি।]
বিদূষকঃ—ভোদি অঅং আঅচ্ছামি। [ভবতি। অয়মাগচ্ছামি।]

(নিষ্ক্রান্তৌ)

অবিমারকঃ—প্রিয়ে! পশ্য পশ্য পরমদর্শনীয়ান্ প্রাবৃট্‌কালবল্লভান্ কালমেঘান্। ইমে হি,

জলদসময়ঘোষণাড়ম্বরানেকরূপক্রিয়াজন্তকা বজ্রভৃদ্‌গৃষ্টয়ো
ভগণযবনিকান্তড়িত্‌পন্নগীবাসবল্মীকভূতা নভোমার্গরূঢ়েক্ষ্যপাঃ।
মদনশরনিশানশৈলাঃ প্ররুষ্টাঙ্গনাসন্ধিপালা গিরিস্নাপনাম্ভোঘটাঃ
উদধিসলিলভৈক্ষহারা রবীন্দ্বর্গলা দেবযন্ত্রপ্রপা ভান্তি নীলাম্বুদাঃ ॥ ৬ ॥

কুরঙ্গী—অয্যউত্ত! দংসণীআ দাণিং সংবুত্তা। [আর্যপুত্র! দর্শনীয়া ইদানীং সংবৃত্তাঃ।]
অবিমারকঃ—অহো বিপুলতা বিরলতা ধারাণাম্। তথাহি,

ব্যোমার্ণবোর্মিসদৃশা নিনদন্তি মেঘা
মেঘপ্ররোহসদৃশাঃ প্রপতন্তি ধারাঃ।
রক্ষোঽঙ্গনাভ্রুকুটিবৎ তড়িতঃ স্ফুরন্তি
প্রাপ্তোঽগ্রযৌবনঘনস্তনমর্দকালঃ ॥ ৭ ॥

কুরঙ্গী—অয্যউত্ত! আরদ্ধো সম্পদি বরিসিদুং দেবো। [আর্যপুত্র! আরব্ধঃ সম্প্রতি বর্ষিতুং দেবঃ।]

অবিমারকঃ—প্রিয়ে! এহি অভ্যন্তরমেব প্রবিশাবঃ।

কুরঙ্গী—(সহর্ষম্) জং অয্যউত্তো আণবেদি। [যদ্ আর্যপুত্র আজ্ঞাপয়তি।]

(নিষ্ক্রান্তৌ।)

॥ ইতি পঞ্চমোঽঙ্কঃ ॥

× × × × × × × × × × × × × ষষ্ঠোঽঙ্কঃ × × × × × × × × × × × × ×

(ততঃ প্রবিশতি ধাত্রী)

ধাত্রী—অহো অণবত্থা কিদন্তস্স, জং রাঅদারিআ পঢমং মহারাএণ সোবীররাএণ তং বিহ্ণুসেণং উদ্দিসিঅ বরিদা। অজ্জ অবিদিঅসম্ভবেণ মাণুসলোঅদুল্লভাকিদিগুণবিসেসেণ কেণ বি সংওও জাদো। অহঅ দাণি কাসিরাঅপুত্তো জঅবম্মা ণাম ভট্টিণীএ সুদংসণাএ সহ অমচ্চেণ ভূদিএণ আণীদো সম্পদি রাঅউলং পবিট্ঠো। সঅং কিল কাসিরাও জণ্ণবাবারেণ ণ আঅদো। কিংণু খু ভবিস্সদি। [অহো অনবস্থা কৃতান্তস্য, যদ্ রাজদারিকা প্রথমং মহারাজেন সৌবীররাজেন তং বিষ্ণুসেনমুদ্দিশ্য বৃতা। অদ্যাবিদিতসম্ভবেন মানুষলোকদুর্লভাকৃতিগুণবিশেষণ কেনাপি সংযোগো জাতঃ। অথ চেদানীং কাশীরাজপুত্রো জয়বর্মা নাম ভট্টিন্যা সুদর্শনয়া সহামাত্যেন ভূতিকেনানীতঃ সংপ্রতি রাজকুলং প্রবিষ্টঃ। স্বয়ং কিল কাশিরাজো যজ্ঞব্যাপারেণ নাগতঃ। কিন্নু খল্বেতদ্ ভবিষ্যতি।]

(ততঃ প্রবিশতি বসুমিত্রা)

বসুমিত্রা—অহো বিসমসলীলা সংবচ্ছরিআ ণাম অত্তণো ণকখত্তবিসেসং এব্ব চিন্তঅন্তি, কম্মগোরবং ণ জাণন্তি। অজ্জ পবিট্ঠো কুমারো, অজ্জ এব বিবাহো ণিউত্তো। (পরিক্রম্য) কিণ্ণু খু জঅদা ইঅং কিং বি চিন্তঅন্তী অপ্পসন্না বিঅ উস্সুআ দীসই। জঅদে! ভট্টিণী ভণাদি—আঅচ্ছেহি ত্তি। [অহো বিষমশীলাঃ সাংবৎসরিকা নামাত্মনো নক্ষত্রবিশেষমেব চিন্তয়ন্তি, কর্মগৌরবং ন জানন্তি। অদ্য প্রবিষ্টঃ কুমারোঽদ্যৈব বিবাহো নিযুক্তঃ। কিং নু খলু জয়দেয়ং কিমপি চিন্তয়ন্ত্যপ্রসন্নেবোৎসুকা দৃশ্যতে। জয়দে! ভট্টিণী ভণতি—আগচ্ছেতি।]

ধাত্রী—হলা! জাণাসি কিং ণিমিত্তং ত্তি। [হলা! জানাসি কিং নিমিত্তমিতি।]

বসুমিত্রা—কিং অণ্ণং, এদস্সিং কয্যে কত্তব্বং চিন্তেদুং। [কিমন্যৎ, এতস্মিন্ কার্যে কর্তব্যং চিন্তয়িতুম্।]

ধাত্রী—সম্পদি ভট্টিণীএ কো অভিপ্পাও। [সংপ্রতি ভট্টিন্যাঃ কোঽভিপ্রায়ঃ।]

বসুমিত্রা—অত্তণো বংসজাদস্স বিহ্ণুসেণস্স অবত্থং অজাণিও ণেচ্ছদি জঅবম্মণো দারিঅং দাদুং। কিন্তু মহারাও সোবীররাঅউত্তং অজাণন্তো অজ্জ কিল অহিঅ-সন্দাবো জাদো। [আত্মনো বংশজাতস্য বিষ্ণুসেনস্যাবস্থামজ্ঞাত্বা নেচ্ছতি জয়বর্মণে দারিকাং দাতুম্। কিন্তু মহারাজঃ সৌবীররাজপুত্রমজানন্নদ্য কিলাধিকসন্তাপো জাতঃ।

(প্রবিশ্য)

নলিনিকা—অজ্জ কিদসঙ্কেদা বিঅ অহ্মাঅং সব্বসঙ্কডা। (পরিক্রম্যাবলোক্য) কিন্নু হু এসা মম মাদা বসুমিত্তাএ সহ কিং বি চিন্তেদি। ইমং উপসপ্পিঅ অসুহ-বুত্তন্তং সুণামি। [অদ্য কৃতসংকেতানীবাস্মাকং সর্বসংকটানি। কিং নু খল্বেষা মম মাতা বসুমিত্রয়া সহ কিমপি চিন্তয়তি। ইমামুপসপ্যাসুখবৃত্তান্তং শৃণোমি।।

বসুমিত্রা—হলা ণলিণিএ! এহি দাব। তুমং কঞ্চুইসহবাসেণ রাঅউলবুত্তন্তং জাণাসি। [হলা নলিনিকে! এহি তাবৎ। ত্বং কঞ্চুকিসহবাসেন রাজকুলবৃত্তান্তং জানাসি।]

নলিনিকা—অভিণবো বুত্তন্তো। ণং তং নিবেদিউং আঅদহ্মি। [অভিনবো বৃত্তান্তঃ। ননু তং নিবেদয়িতুমাগতাস্মি।]

বসুমিত্রা—ভণাহি জাদে! [ভণ জাতে!]

নলিনিকা—পেসিদো খু সোবীররাঅস্স অমচ্চেহি দূদো—অহ্মাঅং সামী তুহ্মাণং ণঅরে সপুত্তদারকলত্তো পচ্ছণ্ণো পডিবসদি ত্তি অহ্মাঅং গূঢ়পুরুসেহি বুত্তন্তো জাণিঅদু সামিণেত্তি। [প্রেষিতঃ খলু সৌবীররাজস্যামাত্যৈদূতঃ—অস্মাকং স্বামী যুষ্মাকং নগরে সপুত্রদারকলত্রঃ প্রচ্ছন্নঃ প্রতিবসতীত্যস্মাকং গূঢ়পুরুষৈর্বৃত্তান্তো জ্ঞায়তাং স্বামিনেতি।]

উভে—কহং পচ্ছণ্ণবেসো বত্তদিত্তি। তদো তদো। [কথং প্রচ্ছন্নবেষো বর্তত ইতি। ততস্ততঃ।]

নলিনিকা—তদো এবং সব্বং সুণিঅ তস্স লেহস্স অবসাণং পেক্‌খিঅ অয্যভূদিএণ সহ গও কিল মহারাও তং অণ্ণেসিদুং। [তত এতৎ সর্বং শ্রুত্বা তস্য লেখস্যাবসানং প্রেক্ষ্যার্যভূতিকেন সহ গতঃ কিল মহারাজস্তমন্বেষিতুম্।]

ধাত্রী—কিন্নু খু ভবে। [কিন্নু খলু ভবেৎ।]

বসুমিত্রা—ণলিণিএ! তুবং দাব অব্ভন্তরং পবিস। [নলিনিকে! ত্বং তাবদভ্যন্তরং প্রবিশ।]

নলিনিকা—জং অয্যা ভণাদি। (নিষ্ক্রান্তা) [যদার্যা ভণতি।]

বসুমিত্রা—এহি দাব বঅং ভট্টিণীং পেক্‌খামো। [এহি তাবৎ। আবাং ভট্টিনীং পশ্যাবঃ।]

ধাত্রী—এবং করেহ্ম। [এবং কুর্বঃ।]

(নিষ্ক্রান্তে)

প্রবেশকঃ

(ততঃ প্রবিশতি কুন্তিভোজঃ সৌবীররাজভূতিকাভ্যাম্)

কুন্তিভোজঃ— কিং প্রেক্ষসে মম মুখং চিরকালদৃষ্টো
গাঢ়ং পরিষ্বজ সখে! স্মর বালভাবম্।

প্রীত্যা ভবন্তমনিমেষমবেক্ষিতুং মে
স্নেহান্নবীকৃত ইবাদ্য বয়স্যভাবঃ ॥ ১ ॥

সৌবীররাজঃ—যদিষ্টং ভবতঃ।

(উভৌ পরিষ্বজেতে)

কুন্তিভোজঃ— চিন্তাকুলত্বং ব্রজতীব বুদ্ধি
র্বাক্যং চ বাষ্পাহতগদ্গদং চ।
নেত্রে সবাষ্পে মুখমপ্রসন্নং
কিং হর্ষকালে ক্রিয়তে বিকারঃ ॥ ২ ॥

সৌবীররাজঃ—ন খল্বহমপ্রহৃষ্টো ভবৎসঙ্গমেন। কিন্তু বলবান্ পুত্রস্নেহো নাম।
যো মে পুত্রগতঃ শোকো হৃদয়স্থো বিজৃম্ভতে।
সোঽদ্য লব্ধা সহায়ং ত্বাং বাষ্পরূপেণ নির্গতঃ ॥ ৩ ॥

কুন্তিভোজঃ—কথং পুত্রগতঃ শোক ইতি।

ভূতিকঃ—বিদিতমস্তু স্বামিনা। ন দৃশ্যতে কিলাস্মিন্ সংবৎসরে কুমারঃ।

সৌবীররাজঃ—বলবান্ পুত্রস্নেহো নাম। পশ্যতু ভবান্।
অনুপমবলবীর্যরূপবন্তং
সুতমবিমারকমদ্য চিন্তয়ামি।
তব চরণরজোঽঞ্চিতাগ্রকেশো
যদি স ভবেদিহ কো নু মদ্বিশিষ্টঃ ॥ ৪ ॥

ভূতিকঃ—(আত্মগতম্) মহান্ খল্বয়ং সন্তাপো বর্ধত এব হি কুমারমন্তরেণ। বিলোপয়াম্যেনম্। (প্রকাশম্) কথং স্বামিনোঽভ্যাগতা ব্যাপৎ।

কুন্তিভোজঃ—অহমপ্যনেন ব্যাক্ষেপেণ বিস্মৃতবানেতৎ প্রষ্টুম্।

সৌবীররাজঃ—শ্রূয়তাম্। অথবা ভূতিকস্তু বিজানাতি। অপ্যস্মন্মুখাচ্ছ্রোতুমিচ্ছতি।

কুন্তিভোজঃ—বয়মবহিতাঃ স্মঃ।

সৌবীররাজঃ—অপি জ্ঞায়তে চণ্ডভার্গবো নামাত্যন্তরোষী ব্রহ্মর্ষিঃ।

কুন্তিভোজঃ—শ্রূয়তে তত্রভবাংস্তপোনিধিঃ।

সৌবীররাজঃ—সোঽস্মদ্বিষয়মভ্যাগতঃ। কান্তারে তস্য শিষ্যো ব্যাঘ্রেণাভিভূয় মারিতঃ।

কুন্তিভোজঃ—ততস্ততঃ।

সৌবীররাজঃ—অথ মাং দৃষ্ট্বা বিজৃম্ভমাণরোষভ্রূকুটীপুটবিষমীকৃতবদনঃ প্রলম্বজটাভারঃ শিষ্যে স ন্যস্তকরঃ ক্রুদ্ধো দহন্নিব ক্রোধাগ্নিনা মদ্বচনমশ্রোতুকামঃ সংরম্ভস্খলিতবচনো মাং বহুধা ক্ষেপ্তুমারব্ধঃ।

কুন্তিভোজঃ—ততস্ততঃ

সৌবীররাজঃ—ততোঽহমপি ভবিতব্যস্যার্থস্য প্রাবল্যেনাধৃতিঃ 'বৃত্তান্তং ন ব্রবীষি, নিষ্কারণং ক্ষিপসি' ইতি সংক্রুদ্ধবানস্মি।
ন ভাষসে বৃত্তমুপৈষি রোষং নিষ্কারণং প্রক্ষিপসি প্রকামম্।
অভাজনং ত্বং তপসাং প্রকোপাদ্ ব্রহ্মর্ষিরূপেণ ভবাশ্বপাকঃ ॥ ৫ ॥

কুন্তিভোজঃ—অসদৃশমুক্তং ভবতা।

সৌবীররাজঃ—ততস্তচ্ছ্রুত্বৈবাজ্যধারাবসিক্তো ভগবান্ হুতাশন ইব প্রজ্বলিতনেত্রো বহুশঃ শিরঃ কম্পয়ন্ 'কথং কথম্' ইত্যুক্ত্বা মাং শপ্তুমারব্ধবান্।

যস্মাদ্ ব্রহ্মর্ষিমুখ্যোঽহং শ্বপাক ইতি ভাষিতঃ।
তস্মাৎ সপুত্রদারস্ত্বং শ্বপাকত্বমবাপ্স্যসি ॥ ৬ ॥ ইতি।

কুন্তিভোজঃ—অহো অল্পমূলত্বং মহতাং চানর্থস্য।

ভূতিকঃ—সভাগ্যং সৌবীররাজকুলম্। কুতঃ,

ব্রহ্মর্ষিণা প্ররুষ্টেন শ্বপাকত্বং তদা কৃতম্।
তস্মাৎ তৈনৈব রূপেণ ন সর্বং ভস্মসাৎ কৃতম্ ॥ ৭ ॥

কুন্তিভোজঃ—যুক্তমভিহিতং ভবতা। ততস্ততঃ।

সৌবীররাজঃ—ততস্তচ্ছাপপ্রক্ষুব্ধমনসা ময়া সুচিরমনুনীয়মানঃ শনৈঃ শনৈঃ প্রকৃতিস্থো ভূত্বানুগ্রহং কৃতবান্—

যাবৎ প্রচ্ছন্নরূপেণ তাবৎ সংবৎসরং ব্রজেঃ।
ততঃ সংবৎসরে পূর্ণে মুক্তশাপো ভবিষ্যসি ॥ ৮ ॥

ইতি। এবমুক্ত্বা প্রসন্নচিত্তেন এহি ভোঃ কাশ্যপ! ইত্যাহূয়েত, স তমনুগতো ব্যাঘ্রেণ মারিতো বটুঃ। চরিতং চ ময়া সংবৎসরং শ্বপাকব্রতম্। অদ্যাস্মি শাপান্মুক্তঃ।

কুন্তিভোজঃ—অহো ব্যাপদঃ প্রবৃত্তির্নিবৃত্তিশ্চ। দিষ্ট্যা ভবান্ বর্ধতে।

ভূতিকঃ—জয়তু স্বামী।

কুন্তিভোজঃ—ননু বিষ্ণুসেনমাতা সপরিবারমন্তঃপুরং প্রবিষ্টা।

ভূতিকঃ—তত্রভবতী প্রবিশ্যাভ্যন্তরং চিরকালপ্রসুপ্তং প্রণয়মুদ্বোধয়তি।

কুন্তিভোজঃ—অথেদানীং বিষ্ণুসেনঃ কথমবিমারকো জাতঃ।

ভূতিকঃ—শৃণোতু স্বামী—অস্তি ধূমকেতুর্নামাসুরঃ। সর্বলোকমারণায় পরিভ্রমন্ স কদাচিৎ সৌবীররাষ্ট্রমুৎসাদয়িতুং প্রবৃত্তঃ।

কুন্তিভোজঃ—অপূর্বা খলু কথা। ততস্ততঃ।

ভূতিকঃ—ততঃ স্বদেশে সর্বপ্রজানামার্তিং দৃষ্ট্বা তস্য রাক্ষসস্য চ প্রতিক্রিয়ামনবেক্ষমাণঃ স্বামী ক্লেশমুপগতঃ।

কুন্তিভোজঃ—ততস্ততঃ।

ভূতিকঃ—ততস্তৎ সর্বং বুদ্ধ্বা কুমারো বিষ্ণুসেনঃ ক্ষিতিরেণুপরুষগাত্রঃ প্রলম্বমানকাকপক্ষঃ শিশুভিস্তুল্যবয়োভিঃ প্রক্রীড়মানো দৈবযোগাৎ প্রমত্তেষু রক্ষিপুরুষেষু সহসৈব তং দেশমভ্যুপগতো যত্রাসৌ রাক্ষসঃ।

কুন্তিভোজঃ—'অহো আশ্চর্যমাশ্চর্যম্। ততস্ততঃ।

ভূতিকঃ—ততঃ স রাক্ষসঃ প্রীত্যা সুসম্পন্নমিবাহারং কুমারমভিসমীক্ষ্য স্বকর্ম কর্তুমারব্ধঃ।

কুন্তিভোজঃ—অহো নৃশংসতা রাক্ষসস্য। ততস্ততঃ।

ভূতিকঃ—অথ কুমারেণ কিঞ্চিৎ প্রহস্য,

প্রপতদশনিনা যথা গিরীন্দ্রো দবদহনেন যথা বনপ্রদেশঃ
যুধি ললিতমনারুধেন তেন ক্ষিতিপসুতেন তদা হতঃ স নীচঃ ॥ ৯ ॥

কুন্তিভোজঃ—প্রথমমেব হস্তিসম্ভ্রমে ময়োক্তং দৈবাদুৎপাদিতোঽয়ং কেবলো মানুষো ন ভবতীতি।

সৌবীররাজঃ—ভবান্ সহস্রনেত্রশ্চরৈঃ কথং চিন্তয়ত্যবিমারকং প্রতি।

ভূতিকঃ—স্বামিন্

গম্যাস্তু দেশাঃ সুপরীক্ষিতা মে
ন দৃশ্যতে ক্বাপি চরৈঃ কুমারঃ।
পরীক্ষিতুং তং মনসোঽস্তি শক্ত-
র্নূনং হি মায়ামনুগচ্ছতীতি ॥ ১০ ॥

(ততঃ প্রবিশতি নারদঃ)

নারদঃ-

বেদৈঃ পিতামহমহং পরিতোষয়ামি
গীতৈঃ করোমি হরিমুদ্গতরোমহর্ষম্।
উৎপাদয়াম্যহরহর্বিবিধৈরুপায়ৈ-
স্তন্ত্রীষু চ স্বরগণান্ কলহাংশ্চ লোকে ॥ ১১ ॥

ভোঃ! কুন্তিভোজস্য পিত্রা দুর্যোধনেন বয়ং সুচিরমারাধিতাঃ! তস্মিন্ মানুষস্বভাবমুপগতে কুন্তিভোজশ্চাস্মাসু ভৃত্যত্বমাচরতি। অদ্য কুন্তিভোজস্য সৌবীররাজস্য চ মহানবিমারকাদর্শনেন কার্যসংকটো বর্ততে। তদিদানীমহম-বিমারকপ্রদর্শনেন তয়োর্ব্যাক্ষেপং সমক্ষিপামীত্যবতীর্ণোঽস্মি ভূম্যাম্। (ইতি কুন্তিভোজ-সৌবীররাজয়োঃ পুরতঃ স্থিতঃ)।

কুন্তিভোজঃ—অয়ে ভগবান্ দেবর্ষির্নারদঃ। ভগবন্! অভিবাদয়ে।

নারদঃ—স্বস্তি ভবতে।

কুন্তিভোজঃ—অনুগৃহীতোঽস্মি।

সৌবীররাজঃ—ভগবন্! অভিবাদয়ে।

নারদঃ—শান্তিরস্তু তে।

সৌবীররাজঃ—অনুগৃহীতোঽস্মি।

কুন্তিভোজঃ (কর্ণে) ভূতিক! এবং ক্রিয়তাম্।

ভূতিকঃ—যদাজ্ঞাপয়তি স্বামী। (নিষ্ক্রম্য প্রবিশ্য) ইদমর্ঘ্যং পাদ্যং চ।

কুন্তিভোজঃ—ভগবন্! ক্রিয়তামনুগ্রহঃ।

নারদঃ—এবমস্তু।

কুন্তিভোজঃ—(অভ্যর্চ্য) ভগবন্। অস্মদ্‌গৃহং পরিপূতং ভবদবতরণেন।

সৌবীররাজঃ—ইদানীং মুক্তশাপোঽস্মি দেবর্ষিদর্শনেন।

নারদঃ—নাহং সাম্প্রতং যুষ্মদ্দর্শনার্থমেবাগতোঽত্র। অবিমারকাদর্শনেন সম্ভূতং দুঃখং ভবতোর্জ্ঞাত্বাবতীর্ণোঽস্মি।

উভৌ—যদ্যেবং, বিমুক্তসন্তাপৌ স্বঃ।

নারদঃ—ভূতিক! সুদর্শনামানয়।

ভূতিকঃ—যদাজ্ঞাপয়তি ভগবান্। (নিষ্ক্রম্য সুদর্শনয়া সার্ধং প্রবিষ্টঃ)

সুদর্শনা অব্ভাঅদো দেবরিসী। [অভ্যাগতো দেবর্ষিঃ]।

ভূতিকঃ—এবম্।

সুদর্শনা—সণাহো দাণি মে পুত্তঅস্স বিবাহো সংবুত্তো। (উপগম্য) ভঅবং বন্দামি। [সনাথ ইদানীং মে পুত্রকস্য বিবাহঃ সংবৃত্তঃ। ভগবন্! বন্দে]।

নারদঃ—

এবমেব মহাভাগে ! নিত্যং প্রীতিমবাপ্নুহি ।
কুন্তিভোজশ্চ ভূপালো নিত্যং স্যাৎ প্রীতিপীড়িতঃ ॥ ১২ ॥

সুদর্শনা—অনুগ্গহীদম্হি। [অনুগৃহীতাস্মি] !
নারদঃ—ইদানীং পৃচ্ছতাং ভবন্তৌ প্রষ্টব্যম্ ।
উভৌ—অনুগৃহীতৌ স্বঃ ।
কুন্তিভোজঃ—ভবগন্ ! কিং জীবতি সৌবীররাজপুত্রঃ ?
নারদঃ—বাঢ়ম্ ।
সৌবীররাজঃ—কেন কারণেন ন দৃশ্যতে ?
নারদঃ—বিবাহব্যাক্ষেপাৎ ।
সৌবীররাজঃ—কথং নির্বিষ্টঃ কুমারঃ ?
কুন্তিভোজঃ—অথ কস্মিন্ প্রদেশে।
নারদঃ—নগরে বৈরন্ত্যে ।
কুন্তিভোজঃ—বৈরন্ত্যং নাম নগরমপ্যস্তীতি। ভবতু কস্য জামাতৃত্বমুপগতঃ ।
নারদঃ—কুন্তিভোজস্য ।
কুন্তিভোজঃ—কঃ সঃ ।
নারদঃ—

পিতা কুরঙ্গ্যা ভূপালো বৈরন্ত্যনগরেশ্বরঃ ।
দুর্যোধনস্য তনয়ঃ কুন্তিভোজো ভবান্ ননু ॥ ১৩ ॥

কুন্তিভোজঃ—কিং বহুভিঃ প্রশ্নৈঃ । মৎসুতায়াং কুরঙ্গ্যাং নির্বিষ্ট ইত্যুচ্যতে ভগবতা ।
নারদঃ—এবমেতৎ ।
কুন্তিভোজঃ—লজ্জিত ইবাস্মি । কেন দত্তা, কথং বা, কথং চায়ং প্রবিষ্টঃ কন্যাপুরম্ ।
নারদঃ—

দত্তা সা বিধিনা পূর্বং দৃষ্টা সা গজসম্ভ্রমে ।
পূর্বং পৌরুষমাশ্রিত্য প্রবিষ্টো মায়য়া পুনঃ ॥ ১৪ ॥

কুন্তিভোজঃ—ভবত্বেবং তাবন্নিষ্প্রতিবচনমৃষিবচনম্ । ভগবন্ ! ইদানীং কিং প্রাপ্তকাল ং কুমারস্য কুরঙ্গ্যাশ্চ । বিবাহঃ পূর্বমারব্ধব্যঃ ।
নারদঃ—নিষ্ঠিতো বিবাহো ননু গান্ধর্বঃ স্বসময় এব ইদানীম্ ।
কুন্তিভোজঃ—অগ্নিসাক্ষিকমিচ্ছামি ।
নারদঃ—নিত্যমগ্নিঃ সাক্ষ্যেব । তথাপি স্বজনপরিতোষণার্থমভ্যন্তরসময়মাত্রমুপাধ্যায়েন কারয়িত্বা শীঘ্রমানীয়তামিহ কুমারঃ সহ ভার্যয়া ।
কুন্তিভোজঃ—ভগবন্ ! এষ গচ্ছামি ।
নারদঃ—তিষ্ঠতু ভবান্ । ভূতিক ! গচ্ছ ত্বম্ ।
ভূতিকঃ—যদাজ্ঞাপয়তি ভগবান্ । (নিষ্ক্রান্তঃ)
কুন্তিভোজঃ—ভগবন্ ! বিজ্ঞাপ্যমস্তি ।
নারদঃ—ইতস্তাবৎ । স্বৈরমভিধীয়তাম্ ।
কুন্তিভোজঃ—ভগবন্ সুদর্শনায়াঃ পুত্রায় জয়বর্মণে কুরঙ্গীং দাস্যামীতি ময়ানীতা সা পূর্বং সনাথা । কিং কর্তব্যমিদানীম্, অভিধীয়তাম্ ।
নারদঃ—এবং করোমি । মুহূর্তমেকান্তে তিষ্ঠ ।
কুন্তিভোজঃ—তথাস্তু । (তথা করোতি) ।

নারদঃ—সুদর্শনে ! ইতস্তাবৎ।
সুদর্শনা—ভঅবং ! ইঅম্হি। [ভগবন্ । ইয়মস্মি]।
নারদঃ—ননু শ্রুতমস্মদ্বচনম্ ।
সুদর্শনা—সুদং সোবীররাঅউত্তস্স গুণসঙ্কীত্তণং। [শ্রুতং সোবীররাজপুত্রস্য গুণসংকীর্তনম্]।
নারদঃ—মা মৈবম্ । ভবত্যা বিস্মৃতোঽগ্নিদেবাদুৎপন্নোঽগ্রজস্তে পুত্রঃ ।
সুদর্শনা—হং, এদং পি ভঅবং জাণাদি। [হম্, এতদপি ভগবান্ জানাতি]।
নারদঃ—মমৈবাজ্ঞাং কুরুষ্ব তাবৎ।
সুদর্শনা এবং করোমি। ভঅবং ভণাদু। [এবং করোমি। ভগবান্ ভণতু]।
নারদঃ—তবায়ং পুত্রোঽগ্নেরুৎপন্নঃ। স্বভগিন্যাঃ সুচেতনায়াঃ প্রসবসমকাল এব তৎসুতঃ স্বর্গং গতঃ। তবায়ং পুত্রস্ত্বদ্ভগিন্যৈ ত্বয়া দত্তঃ। সৌবীররাজশ্চাসাবত্যন্ত-সন্তুষ্টঃ প্রীতিসদৃশীঃ ক্রিয়াঃ কৃত্বা বিষ্ণুসেন ইতি সংজ্ঞামকরোৎ। অমানুষ-স্বরূপবলবীর্যপরাক্রমেণানেন বর্ধমানেন যস্মাদবিরূপধারী মারিতোঽসুরঃ, তস্মাদ-বিমারক ইতি বিষ্ণুসেনং লোকো ব্রবীতি। ততঃ সোঽপি ব্রহ্মশাপপরিভ্রষ্টো হস্তিসম্ভ্রমদিবসে কুরঙ্গীং দৃষ্ট্বা সমুৎপন্নাভিলাষঃ পরেণ পৌরুষেণ সঙ্গম্য কুরঙ্গ্যা দর্শনশঙ্কিভিঃ কন্যাপুররক্ষিভিঃ পরীক্ষ্যমাণোঽগ্নিনা ভগবতা প্রচ্ছাদিতো নির্গতঃ। তেন নির্বেদেনাগ্নিং প্রবিষ্টঃ পিত্রা ভগবতাগ্নিনা প্রীত্যা পরিষ্বজ্যমানো ন দহত্যগ্নিরিতি মরুৎপ্রপাতার্থং কঞ্চিৎ পর্বতমারূঢ়ঃ।
সুদর্শনা—অহো অচ্চাহিদং। [অহো অত্যাহিতম্]।
নারদঃ—তত্র কেনাপি বিদ্যাধরেণ তদ্রূপদর্শনমাত্রপ্রহৃষ্টেন প্রীত্যান্তর্ধানকার্যমাত্রমঙ্গু-লীয়কং দত্তং, যদ্ দক্ষিণাঙ্গুল্যা ধারয়ন্নদৃশ্যো ভবতি, বামেন প্রকৃতিস্থশ্চ।
সুদর্শনা—অচ্ছরীঅং অচ্ছরীঅং। [আশ্চর্যমাশ্চর্যম্]।
নারদঃ—ততস্তদ্ দক্ষিণাঙ্গুল্যা ধারয়ন্ সন্তুষ্টনামধেয়েন ব্রাহ্মণেন সহ কুন্তিভোজস্য কন্যাপুরং স্বগৃহবৎ প্রবিশ্য কুরঙ্গ্যা যথেষ্টমভিরমমাণঃ সুখমাস্তে। এষ বৃত্তান্তঃ। কিমিদানীং কর্তব্যম্।
সুদর্শনা—অণন্তরং অয্যাএ বঞ্চিদাএ চলদী বিঅ মে হিঅঅং, কোদূহলেণ তুস্সদি। ভঅবং ! এসু দিঅসেসু কুরঙ্গী জঅবম্মণো ভয্যত্তি পুচ্ছীদি। অজ্জপহুদি তস্স বন্দণীআ সংবুত্তা। [অনন্তরমার্যয়া বঞ্চিতয়া চলতীব মে হৃদয়ং, কৌতুহলেন তুষ্যতি। ভগবন্ এষু দিবসেষু কুরঙ্গী জয়বর্মণো ভার্যেতি পৃচ্ছ্যতে। অদ্য প্রভৃতি তস্য বন্দনীয়া সংবৃত্তা]।
নারদঃ—অভিজনযুক্তমেবাভিহিতং ভবত্যা। কথমিদানীং জ্যেষ্ঠপত্নী কনীয়সে দীয়তে। সুদর্শনে ! অভিধীয়তাং কাশিরাজায় জয়বর্মণঃ কুরঙ্গী বয়সাধিকেতি। নন্বস্তি কুরঙ্গ্যাঃ কনীয়সী সুমিত্রা নাম। সা জয়বর্মণো ভার্যা ভবিষ্যতি।
সুদর্শনা—পডিগ্গহিদং ইসিবঅণং। [প্রতিগৃহীতমৃষিবচনম্]।
নারদঃ—গচ্ছ কুন্তিভোজমনুবর্তস্ব।
সুদর্শনা—জং ভঅবং আণবেদি। [যদ্ ভগবানাজ্ঞাপয়তি]।

(ততঃ প্রবিশতি বরবেষেণাবিমারকঃ কুরঙ্গী ভূতিকশ্চ)

অবিমারকঃ—ভোঃ ! লজ্জিত ইবাস্ম্যনেন বৃত্তান্তেন।

দৃষ্ট্বা ইদানীং গজসম্ভ্রমে মাং
মদ্বিক্রমং যে পরিকীর্তয়ন্তি।
তে কিন্নু বৃত্তান্তমিমং বিদিত্বা
চারিত্রদোষং ময়ি পাতয়ন্তি ॥ ১৫ ॥

(পরিক্রম্য দৃষ্ট্বা) অয়ে অয়ং খলু ভগবান্ নারদঃ। য এষঃ,

শাপে প্রসাদেষু চ সক্তবুদ্ধি-
র্বেদেষু গীতেষু চ রক্তকণ্ঠঃ।
স্নিগ্ধেষু বৈরাণ্যুপপাদ্য ষত্না-
ন্নষ্টানি কার্যাণি শমীকরোতি ॥ ১৬ ॥

কুন্তিভোজঃ—ইত ইতঃ কুমারঃ। অভিবাদয়স্বাত্মকুলদৈবতং দেবর্ষিম্।
অবিমারকঃ—ভগবন্! অভিবাদয়ে।
নারদঃ—স্বস্তি ভবতে সপত্নীকায়।
অবিমারকঃ—অনুগৃহীতোঽস্মি। মাতুল! অভিবাদয়ে।
কুন্তিভোজঃ—এহ্যেহি বৎস!

ক্ষময়া জয় বিপ্রেন্দ্রান্ দয়য়া জয় সংশ্রিতান্।
তত্ত্ববুদ্ধ্যা জয়াত্মানং তেজসা জয় পার্থিবান্ ॥ ১৭ ॥

অবিমারকঃ—অনুগৃহীতোঽস্মি।
কুন্তিভোজঃ—বৎস! ইত ইতঃ পিতরমভিবাদয়স্ব।
অবিমারকঃ—ভোস্তাত! অভিবাদয়ে।
সৌবীররাজঃ—এহ্যেহি বৎস!

বিরচিতবরবেষদর্শনীয়ো
গুরুজনবন্দনমিশ্রশুভ্রবক্তুঃ।
বয়মিব ভব হর্ষবাষ্পনেত্র-
স্ত্বমিহ ভবত্তনয়ং সমীক্ষমাণঃ ॥ ১৮ ॥

পুত্র! অভিবাদয়স্ব মাতুলম্।

অবিমারকঃ—মাতুল! অভিবাদয়ে।
কুন্তিভোজঃ—এহ্যেহি বৎস!

যজ্ঞৈঃ শুভৈর্হরিসমো ভব নিত্যযুক্তৈঃ
সত্যোদ্যতৈর্দশরথপ্রতিমো ভব ত্বম্।
নিত্যার্পিতৈঃ পিতৃসমো ভব সম্প্রদানৈঃ
স্বেনাত্মনা স্বসদৃশেন পরাক্রমেণ ॥ ১৯ ॥

সৌবীররাজঃ—পুত্র! সুদর্শনামভিবাদয়স্ব।
কুন্তিভোজঃ—অযুক্তমিব সুচেতনামনভিবাদ্য সুদর্শনামভিবাদয়িতুম্।
নারদঃ—অস্তি কারণম্। অভিবাদ্যতাং সুদর্শনা।
উভৌ - এবং ক্রিয়তাম্।
অবিমারকঃ - ভবতি! অভিবাদয়ে।
সুদর্শনা—পুত্র! চিরং জীব এদাএ সহ। (পরিষ্বজ্য) চিরেণ দিট্ঠো সি। অজ্জ

মএ অণুভূদো পুত্তসম্পত্তিরসো। [পুত্র! চিরং জীবৈতয়া সহ। চিরেণ দৃষ্টোঽসি। অদ্য ময়ানুভূতঃ পুত্রসম্পত্তিরসঃ]। (রোদিতি)

কুন্তিভোজঃ — ইমাং তু বাষ্পার্দ্রকুতূহলাক্ষীং
সম্প্রস্রবদ্দুগ্ধপয়োদযুগ্মাম্।
অবেক্ষিতাং মাতরমপ্রকাশ্য
ধাত্রীত্বমিবৈতি সুচেতনা মে ॥ ২০ ॥

নারদঃ—অলমতিস্নেহেন। প্রবিশতু কন্যাপুরং সুচেতনা সুচেতনা সুদর্শনা সুদর্শনা চ সভার্যেণ পুত্রেণ।

কুন্তিভোজঃ যদাজ্ঞাপয়তি ভগবান্।

সুদর্শনা—জং ভঅবং আণবেদি। [যদ্ ভগবানাজ্ঞাপয়তি]।

নারদঃ—অচিরেণ সৌবীররাজো বিসৃজ্যতাং স্বদেশগমনায়। জয়বর্মণে সুমিত্রাং প্রদীয়তাং কাশিরাজ্ঞে। ত্বমপি সন্নিহিতো ভব।

কুন্তিভোজঃ—অনুগৃহীতোঽস্মি।

নারদঃ—কুন্তিভোজ! কিমন্যৎ তে প্রিয়মুপহরামি।

কুন্তিভোজঃ—ভগবান্ যদি মে প্রসন্নঃ, কিমতঃ পরমহমিচ্ছামি।
গোব্রাহ্মণানাং হিতমস্তু নিত্যং
সর্বপ্রজানাং সুখমস্তু লোকে।

নারদঃ—সৌবীররাজ! কিং তে ভূয়ঃ প্রিয়মুপহরামি।

সৌবীররাজঃ—যদি মে ভগবান্ প্রসন্নঃ, কিমতঃপরমহমিচ্ছামি।
ইমামুদীর্ণার্ণবনীলবস্ত্রাং
নরেশ্বরো নঃ পৃথিবীং প্রশাস্তু ॥ ২১ ॥
(ভরতবাক্যম্)

ভবন্ত্বরজসো গাবঃ পরচক্রং প্রশাম্যতু।
ইমামপি মহীং কৃৎস্নাং রাজসিংহঃ প্রশাস্তু নঃ ॥ ২২ ॥
(নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে)

॥ ইতি ষষ্ঠোঽঙ্কঃ ॥

॥ অবিমারকং নাটকং সমাপ্তম্ ॥

কালিদাস

বিক্রমোর্বশীয়

ভূমিকা

'যুগ-যুগান্তর হতে তুমি শুধু বিশ্বের প্রেয়সী
হে অপূর্ব শোভনা উর্বশী।'

বৈদিক উর্বশী রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় মানবমনের চিরন্তন সৌন্দর্যপিপাসুতার লক্ষ্য। কালিদাসের উর্বশী, বলা বাহুল্য, তা নয়। মর্ত্যের বিশেষ একটি মানুষের আকর্ষণে এই 'সুরেন্দ্রবনিতা'র মর্ত্যাভিসার কালিদাসের বিক্রমোর্বশীয়ের বর্ণনীয়। উর্বশী-কল্পনার বিবর্তনের পথে এটি একটি বিশিষ্ট সোপান সন্দেহ নেই।

ম্যাক্স্ম্যুলার প্রমুখ পণ্ডিতেরা উর্বশী ও পুরূরবাকে ঊষা ও সূর্যের প্রতীক হিসেবে দেখেছেন। শ্রীঅরবিন্দ এই প্রতীককে গ্রহণ করে আশ্চর্য দর্শনে রূপ দিয়েছেন তাঁর 'Urvasie' মহাকাব্যে:

The grey lucidity and pearliness
Bloomed more and more, and over earth chaste again
The freshness of the primal dawn returned,
Life coming with a virginal sharp strength,
Renewed as from the streams of Paradise
Nearer it drew now to him and he saw
Out of the widening glory move a face
Of dawn, a body fresh from mystery,
Enveloped with a prophecy of of light
More rich than perfect splendour.

জটিল দার্শনিক কোনো ব্যাখ্যার মধ্যে না গিয়ে আমরা এ নাটককে এক স্বর্গবাসিনীর মর্ত্য-অভিসার হিসেবে নিয়ে স্বর্গ-মর্ত্যের একটি প্রণয়বন্ধন হিসেবে গ্রহণ করতে পারি—শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় 'bridging the gulf between antagonist planes.'

কথাসার

সূর্যবন্দনা করে পৃথিবীতে ফিরে আসছিলেন পুরূরবা। পথে অপ্সরাদের আর্তরব শুনে বিচলিত হলেন তিনি। জানতে পারলেন, কৈলাসে শিবপুজো করে ফিরছিল তাদের সখী উর্বশী। কেশীদানব মাঝপথে উর্বশীকে এবং সেইসঙ্গে তার সহচরী চিত্রলেখাকে অপহরণ করে পালিয়েছে। পুরূরবা অপ্সরাদের হেমকুট চূড়ায় অপেক্ষা করতে বলে দানবের সন্ধানে ছুটলেন, এবং তার হাত থেকে উর্বশীকে সহচরীসহ মুক্ত করলেন। রথে মূর্ছিতা উর্বশীর রূপলাবণ্য দেখে পঞ্চশরে বিদ্ধ হলেন পুরূরবা। চেতনা লাভ করে উর্বশী রক্ষকরূপে দেখলেন—মহেন্দ্রকে নয়, মহেন্দ্রকান্তি পুরূরবাকে। উর্বশী মনে মনে বললেন—'উপকৃতং খলু দানবৈঃ'। ওদিকে গন্ধর্বরাজ চিত্ররথ এসে বিক্রমের জন্যে সাধুবাদ দিলেন পুরূরবাকে। সকলে পুরূরবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল। যাবার সময় লতাগুল্মে আটকে গেল উর্বশীর আঁচল। রাজার দিকে সে হানল স্থির-বিলম্বিত একটি দৃষ্টি—রাজার অনুরাগের আগুনে একটু আহুতি যেন! (প্রথম অঙ্ক)

নগরে ফিরলেন রাজা। তাঁর ভাবান্তর মহারানীর দৃষ্টি এড়াল না। তিনি চেটী নিপুণিকাকে বললেন বিদূষকের কাছ থেকে রাজ-রহস্য জেনে নিতে। রাজার গোপন কথা বুকে নিয়ে বিদূষক যেন ফুটছিল। তাই নিপুণিকা সহজ-নৈপুণ্যে তার নাগাল পেল।

বিদূষককে নিয়ে রাজা বসলেন প্রমদ-উদ্যানে। এদিকে উর্বশী জানতে চায় রাজার হৃদয়ে ঢেউ লাগল কিনা। ভূর্জপাতায় প্রেমের আখর ফুটিয়ে তুলল সে। হাওয়ায়-ভেসে-আসা ভূর্জ-লিপি হাতে এলে রাজার অনুরাগ উদ্বেলিত হল। অদৃশ্যা উর্বশী এবারে দেখা দিল। বাঞ্ছিতাকে কাছে পেলেন রাজা। কিন্তু তা ক্ষণকালের জন্যে। দেবদূত এসে জানালো উর্বশীর ডাক পড়েছে স্বর্গে, দেবসভায় অভিনয় করতে হবে তাকে।

উর্বশী চলে গেলে, মহারানী এলেন উদ্যানে। ভূর্জপত্রটি হাতে পড়ল তাঁর। রাজা ধরা পড়লেন হাতেনাতে। মহারানীকে প্রসন্ন করবার চেষ্টা ব্যর্থ হল তাঁর। (দ্বিতীয় অংক)

দেবসভায় অভিনয় করতে গিয়ে 'পুরুষোত্তম' বলতে গিয়ে 'পুরূরবা' বলে ফেলল উর্বশী। আচার্যের অভিশাপে স্বর্গ থেকে বিদায় নিতে হল তাকে। অনুকম্পায় ইন্দ্র প্রশমিত করলেন শাপের রূঢ়তাকে। বললেন, সন্তানের মুখ না দেখা পর্যন্ত পুরূরবার পরিচর্যা করো তুমি।

উর্বশী অভিসারিকার বেশে এল মণিহর্ম্য-প্রাসাদে। অদৃশ্যা থেকে দেখতে লাগল রাজপরিবারের ঘটনাপ্রবাহ। মহারানী এলেন। 'প্রিয়ানুপ্রসাদন'-ব্রতে যোগ দেবার জন্যে ডেকে পাঠালেন রাজাকে। ব্রতপালনের শেষে তিনি সম্মতি দিলেন উর্বশীর সঙ্গে রাজার মিলনে। মহারানীর প্রস্থানের পর উর্বশী রাজার সঙ্গে মিলিত হল। (তৃতীয় অংক)

কিছুদিন সুখে কাটল। একদিন রাজা উর্বশীকে নিয়ে কৈলাস-শিখরে গন্ধমাদন-বনে বিহার করতে এলেন। সেখানে মন্দাকিনীর তীরে উদয়বতী নামে এক বিদ্যাধর-কন্যার দিকে রাজা সাভিলাষ দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকেন, এজন্যে অভিমান করে উর্বশী কুমার-বনে প্রবেশ করল। এই বনে স্ত্রীলোকের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। উর্বশী লতায় রূপান্তরিত হল। রাজা অস্থির হয়ে উর্বশীকে খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। (প্রবেশক)

চেতন-অচেতন সকলকেই রাজা উর্বশীর খবর জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। তাকে কোথাও না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়লেন তিনি। হঠাৎ রক্তাশোকের মতো একটি ফুল চোখে পড়ল তাঁর। প্রিয়াকে স্মরণ করে ফুলটি আহরণ করলেন, কিন্তু এ তো ফুল নয়, এ এক দুর্লভ মণি। দৈববাণীতে জানলেন এ হল সংগমনীয় মণি, যা প্রিয়ামিলনের সহায়ক হবে। একটি পুষ্পহীন লতায় প্রিয়ার লাবণ্য অনুভব করে তাকে আলিঙ্গন করলেন তিনি। সংগমনীয় মণির ছোঁয়ায় প্রাণবতী হল লতা। লতা নয়, স্বয়ং উর্বশী। (চতুর্থ অংক)

নগরে ফিরলেন রাজা। সকলে আনন্দিত হল। কিন্তু হঠাৎ হাহাকার উঠল রাজবাড়িতে। মাংসের খণ্ড মনে করে সংগমনীয় মণিটি ছোঁ মেরে নিয়ে গিয়েছে একটি শকুন। রাজা বিচলিত হলেন। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা বাণ আর ঐ

মণি নিয়ে এলেন কঞ্চুকী। বাণে খোদাই-করা লিপি থেকে জানা গেল বাণটি উর্বশীর গর্ভজাত পুরূরবার পুত্র আয়ুর। রাজা বিস্ময়ে হতবাক। উর্বশীর গর্ভলক্ষণ তো কখনো দেখেননি তিনি। রহস্যের সমাধান হল। এক তাপসী এলেন আয়ুকে নিয়ে। উর্বশীর হাতে সমর্পণ করলেন আয়ুকে। উর্বশী জানালো রাজা পুত্রের মুখ দেখলেই অভিশপ্ত উর্বশীকে স্বর্গে চলে যেতে হবে। এইজন্যে পুত্রকে লুকিয়ে রেখেছিল সে। রাজা পুত্রলাভে পুলকিত হলেও উর্বশীর আসন্ন বিচ্ছেদে কাতর হলেন। আয়ুর রাজ্যাভিষেকের আদেশ দিলেন পুরূরবা। এখন অরণ্যই হবে তাঁর শরণ। এমন সময় নারদ এসে বললেন, অরণ্যচারী হবার প্রয়োজন নেই রাজার। কারণ দেবতাদের প্রয়োজনে অস্ত্রধারণ করতে হবে তাঁকে। দেবরাজের নির্দেশে উর্বশী হবে তাঁর চিরসঙ্গিনী। (৫ম অঙ্ক)

শ্রেণী-বিচার

সোঽহমদ্য বিক্রমোর্বশীয়ং নাম নাটকমপূর্বং প্রযোক্ষ্যে। 'নাটকম্'-এর জায়গায় সংস্করণভেদে পাঠান্তর দেখা যায় 'ত্রোটকম্'। যাঁরা 'ত্রোটক' বলেন তাঁরা চতুর্থাঙ্কের গীতিধর্মিতা দেখেই রচনাটিকে এই শ্রেণীতে ফেলেন। ডঃ সুকুমার সেন বলেন, 'সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে ও নাট্যলক্ষণ গ্রন্থে ত্রোটকের যে সংজ্ঞা দেওয়া আছে তাহা কালিদাসের রচনা ধরিয়াই তৈয়ারি। তোটক-ছন্দের সঙ্গে ত্রোটকের নামের তুলনা করা যায়। 'ত্রুট্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইলে 'কাটা-কাটা তাল' অর্থে, ত্রোটক-তোটক পাওয়া যাইতে পারে। চতুর্থ অঙ্কের নাচ-গানের জন্যেই এই নাম'।

(ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস, পাদটীকা পৃ. ২৬৪)

সাহিত্যদর্পণে স্বর্গ-মর্ত্যের মিশ্র পটভূমিতে রচিত বলে একে ত্রোটক বলা হয়েছে। (৬.২৭০)

'সপ্তাষ্টনবপঞ্চাঙ্কং দিব্যমানুষসংশ্রয়ম্।
ত্রোটকং নাম তৎ প্রাহুঃ প্রত্যঙ্কং সবিদূষকম্॥
……সপ্তাঙ্কং যথা স্তম্ভিতারম্ভম্। পঞ্চাঙ্কং যথা--বিক্রমোর্বশী।'

অভিনবগুপ্ত একে নাটক বলেছেন।

অবশ্য ত্রোটক আসলে নাটকই। নাটকের নাটিকা-গোষ্ঠী-সট্টকাদি আঠারো রকমের শ্রেণীর কথা বলা হয়েছে সাহিত্যদর্পণে। ত্রোটক এই বিভাগেরই অন্তর্গত। স্তম্ভিতারম্ভ' ৭-অঙ্কের ত্রোটক আর বিক্রমোর্বশীয় ৫-অঙ্কের ত্রোটক বলে চিহ্নিত। M. R. KALE-র সংস্করণে তাই সংস্কৃত টীকায় বলা হয়েছে 'অস্য ত্রোটকত্বেঽপি নাটকান্তঃপাতিত্বাৎ নাটকসংজ্ঞায়াঃ সর্বৈঃ সৌলভ্যেন গ্রাহ্যত্বান্নাটকমিত্যুক্তিঃ'।

শারদাতনয়ের ভাবপ্রকাশে কালিদাসের এই নাট্যকৃতিকে নাটক এবং ত্রোটক দুটোই বলা হয়েছে।

চতুর্থ অঙ্কের অপভ্রংশগান

উত্তর-ভারতীয় সংস্করণে অপভ্রংশ গানগুলি সংযোজিত। দক্ষিণ-ভারতীয় সংস্করণে গানগুলো নেই। এ-ধরণের গান আছে ৩১টি। তার মধ্যে ১১টি রাজার মুখে উচ্চারিত, বাকিগুলো রাজার অবস্থাবর্ণনায় ব্যবহৃত। S. P. Pandit, M. R.

Kale প্রমুখ অনেক গবেষকই এইসব শ্লোককে প্রক্ষিপ্ত বলেছেন। কিন্তু Bollensen, Pischel, Monier Williams প্রমুখ পণ্ডিত এবং রঙ্গনাথ ও কোণেশ্বর প্রমুখ টীকাকারেরা এগুলোকে কালিদাসের রচনা বলেই গ্রহণ করেছেন। ডঃ সুকুমার সেনও এগুলিকে কালিদাসের রচনা বলেই গ্রহণ করেছেন: বিক্রমোর্বশীয় কালিদাসের (এবং সমগ্র প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের একমাত্র গীতিনাট্য—অবশ্য একালের সংজ্ঞা অনুসারে নয়, একালের গীতিনাট্যের নিকটতম প্রাচীন নাট্য-নিবন্ধ হিসাবেই)। সেকালের কথ্যভাষায় গানের সবচেয়ে পুরাতন এবং খাঁটি নিদর্শন বিক্রমোর্বশীয়ের চতুর্থ অঙ্কে পাইতেছি। এই গানগুলি অপভ্রংশ ভাষার সবচেয়ে পুরানো নিদর্শনও বটে।

(ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস, ২৭৫)

ডঃ এস. এন. ঘোষাল তাঁর 'The Apabhramsa versers of the Vikramorvasiya from the linguistic standpoint গ্রন্থে (১৯৭২) ভাষা বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত করেছেন: Our considered opinion is that Kalidasa is the author of the Ap. verses, which we find in the Vikramorvasiya and as such they constitute a genuine part of the text' (পৃ. ৫৮)। এই শ্লোকগুলির বিভক্তিযোগ, লুপ্তবিভক্তিকতা, ধ্বনিপরিবর্তন ইত্যাদি নানান্ বৈশিষ্ট্য যে অর্বাচীন নয় অশোকের অনুশাসন, ধম্মপদ ও অন্যান্য সমকালীন বৌদ্ধ রচনাতে তা স্পষ্টতঃ লভ্য। তাই পঞ্চম শতকের কালিদাসীয় রচনা বলে এগুলিকে মেনে নিতে বাধে না।

গানগুলির সবই অবশ্য অপভ্রংশে রচিত নয়, কিছু মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃত এবং কিছু মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত আর অপভ্রংশের মিশ্রণে রচিত।

যাঁরা বলেন এগুলো কালিদাসের রচনা নয়, তাঁদের প্রধান বক্তব্য হল—যে-কালিদাস পরিমিতবাক্, তিনি কখনো অতিশায়নের পথ ধরবেন না। এই বিষয়ে Prof. H. D. Velankar বলেন, 'They do not contain any repetitious matter but are logical supplement to the king's Sanskrit speeches. They do not disturb the sentiment in any way, but often help to heighten it.' যে-গুলোতে রাজার অবস্থার বর্ণনা আছে সে-গুলোকেও তিনি নাট্যধর্মসম্মত বলতে চান। বর্ণনাত্মক গানগুলো ভারতের নাট্যশাস্ত্র অনুযায়ী অক্ষেপিকী ধ্রুবা, যার উদ্দেশ্য হল, শ্রোতাদের 'diversion' বা 'relief.'

নৃত্যনির্দেশনা

এই গানগুলোর সঙ্গে জড়িয়ে আছে নৃত্যনির্দেশনা। চর্চরী, চর্চরিকা, দ্বিপদিকা, কুটিলিকা, মল্লঘটিকা, দ্বিলয়, ককুভ, উপভঙ্গ, চতুরস্রক, অর্ধদ্বিচতুরস্রক, গণ্ডক, খণ্ডধারা, খণ্ডিকা, খুরকা, গলিতক, জম্ভলিকা, ভিন্নক, ইত্যাদি বহু পরিভাষা এতে ব্যবহৃত হয়েছে। এগুলো প্রথমান্তপদেও আছে, আবার তৃতীয়ান্তপদেও আছে এবং তার সঙ্গে উপসৃত্য, অবলোক্য ইত্যাদি পদ, যেমন: চর্চরিকয়া অবলোক্য। কখনো এই সব পরিভাষার সঙ্গে বা ধ্রুবার আগে 'ইতি নর্তিত্বা'। এসব পরিভাষা যে বিশেষ একধরনের সংক্ষিপ্ত নৃত্য বা পদপাত তা স্পষ্ট। এর মধ্যে আমাদের চাঁচর, কউ এবং ঝুমুর নাচ যথাক্রমে চর্চরিকা, ককুভ এবং জম্ভলিকা থেকে এসেছে।

ভাষাগত দিক থেকে সঙ্গীত ও নৃত্যমুদ্রার বা প্রয়োগের ব্যাপারে এই সঙ্গীতগুলোর

বিশেষ মূল্য আছে বলে, আমরা মূলতঃ M. R. KALE-র সংস্করণ অনুসরণ করলেও রঙ্গনাথ-গৃহীত পদগুলি চতুর্থ অঙ্কে যথাস্থানে সংযোজিত করেছি। এই শ্লোকগুলোর আগে বা পরে যে নৃত্যগীত-নির্দেশক পরিভাষাগুলো আছে 'প্রসঙ্গ কথায়' আমরা সেগুলোর লক্ষণ উদ্ধৃত করেছি প্রধানতঃ ভরতের নাট্যশাস্ত্র থেকে।

নামকরণ

পুরূরবা বিক্রমবলেই কেশীদানবের হাত থেকে মুক্ত করে উর্বশীকে লাভ করেছিলেন। তাই নাটকের নাম বিক্রমোর্বশীয়। নাটকটিতে এই 'বিক্রম'-কথাটির বিশেষ প্রয়োগও নামকরণের ইঙ্গিত দেয়—বিক্রমমহিম্না বর্ধতে ভবান্ (১ম অঙ্ক), অনুৎসেকঃ খলু বিক্রমালঙ্কারঃ (১ম অঙ্ক)। 'তস্য মে রণসহায়স্য' (৩য় অঙ্ক), 'সাংযুগীনঃ সহায়ঃ' (৫ম অঙ্ক) ইত্যাদি মহেন্দ্রের উক্তিতেও রাজার 'বিক্রমে'র ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

কিন্তু নামকরণটি ব্যাকরণসম্মত হয় সমাসটিকে দ্বন্দ্ব করলে—বিক্রমশ্চ উর্বশী চ বিক্রমোর্বশ্যৌ তাবধিকৃত্য কৃতং নাটকমিতি (বিক্রমোবশী+ছ)। পাণিনির মতে (৪. ৩. ৮৮) দ্বন্দ্বসমাহে এই ছ (=ঈয়) বিহিত। তাহলে পুরূরবার আর-এক-নাম বিক্রম ধরতে' হয়। প্রখ্যাত টীকাকার কাটয়বেম বলেছেন—'বিক্রমশব্দঃ পুরূরবসংজ্ঞ ইতি সম্প্রদায়ঃ। H. H. Wilson 'বিক্রমোর্বশীয়ের অনুবাদ করেছেন 'Vikrama and Urvashi (Selected specimens of the theatre of the Hindus)। শ্রীঅরবিন্দও দ্বন্দ্বসমাসই ধরেছেন—'Hero and the Nymph'.

নামকরণে বিক্রমাদিত্যের ইঙ্গিত থাকাও সম্ভব।

উৎসসন্ধানে

পুরূরবা ও উর্বশীর কাহিনীর প্রাচীনতম উৎস ঋগ্বেদ (১০ ৯৫)।

—পুরূরবা তুমি ফিরে যাও। আমি বায়ুর মতোই অধরা।

—…স্ত্রীজাতির সখ্য বলে কিছু নেই। নেকড়ের মতোই হৃদয় তাদের।

—আকাশ-ভরা উর্বশী, আমি অনুনয় করছি, ফিরে এসো। আমার হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে।

—তোমার সন্তান ঘৃতাহুতিতে যজ্ঞ করবে, তুমি স্বর্গে আনন্দ করবে।

বেদের কাহিনী থেকে বোঝা যায় স্বর্গের উর্বশী মর্ত্যের পুরূরবার সঙ্গলাভ করেছিল। গর্ভবতী অবস্থায় উর্বশী তাকে ছেড়ে যাচ্ছে, পুরূরবা অনুনয়-বিনয় করছে। কিন্তু উর্বশী তা প্রত্যাখ্যান করছে তবে পুত্র তার কাছেই ফিরে যাবে এ আশ্বাস অবশ্য সে দেয়।

শতপথব্রাহ্মণ (৫. ১-২) উর্বশীকে অতটা কঠোর করে তোলে নি, বছরের শেষ রাতে মিলনের আশ্বাস দিয়েছে তাকে। চিরমিলনের স্বপ্ন দেখলে গন্ধর্ব হতে হবে পুরূরবাকে। কারণ, মর্ত্যবাসীর সঙ্গে চিরমিলন হতে পারে না স্বর্গবাসিনীর।

তারপর মহাভারত আর পুরাণ এই কাহিনীকে নানা রঙে রাঙালো। এর মধ্যে কালিদাসের ঋণ বেশি করে মৎস্য আর পদ্মপুরাণের কাছে। বিশেষ করে প্রথম অঙ্কের পরিকল্পনায়। আর দ্বিতীয় অঙ্কের পরিকল্পনায় তাঁর ঋণ বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণের কাছে। অবশ্য কে কার কাছে ঋণী তা বিতর্কের বিষয়।

সোমদেবের কথাসরিৎসাগরের কাহিনীতে পুরূরবা ও উর্বশী প্রেমে পড়েন ইন্দ্রের নন্দনকাননে। বিষ্ণুর আদেশে ইন্দ্র দুজনের মিলন ঘটালেন। উর্বশী পুরূরবার সঙ্গে মর্ত্যে এল। একবার স্বর্গে দেবসভায় রম্ভার নাচে কোনো প্রয়োগগত ত্রুটি দেখে পুরূরবা হেসে ফেলেন। তুম্বুরু এতে কুপিত হয়ে অভিশাপ দিয়ে দুজনের বিচ্ছেদ ঘটান। পুরূরবা বিষ্ণুকে সন্তুষ্ট করে তুম্বুরুর শাপ থেকে মুক্ত হয়ে উর্বশীর সঙ্গে পুনর্মিলিত হন।

মৎস্য ও পদ্মপুরাণে অভিনয়ে ত্রুটির জন্যে ভরত অভিশাপ দেন উর্বশীকে। এই অভিশাপের ফলে মর্ত্যে লতা হয়ে জন্মাতে হবে উর্বশীকে।

এই-সব নানা উপকরণকে নাট্যপ্রয়োজনে নিজের মতো করে গেঁথে এবং তার সঙ্গে নিজের কল্পনা মিশিয়ে কালিদাস বিক্রমোর্বশীয়ের কাহিনী বিন্যাস করেছেন।

পাটরানী হিসেবে ঔশীনরীর কল্পনা কালিাসের নিজস্ব। বিয়োগাত্মক পরিণতিকে নাট্যনীতি-অনুসারে মিলনাত্মককরার আয়োজনও তাঁরই উদ্ভাবিত।

চরিত্র

পুরূরবা

পুরূরবা বীর। তাঁর পরাক্রমের উপরে নির্ভর করতে হয় ইন্দ্রকেও। কিন্তু এজন্যে কোনো গর্ব নেই তাঁর, তাঁর নিজের শক্তিকে তিনি ইন্দ্রেরই প্রভাবজনিত বলে মনে করেন—'ননু বজ্রিণ এব বীর্যমেতৎ'। চিত্ররথ ঠিকই বলেছিল যথার্থ বীরের অলঙ্কারই হল বিনয়। কেশী-দানবের হাত থেকে তিনি স্বর্গের স্ত্রীরত্ন উর্বশীকে উদ্ধার করলেন। অনুরক্ত হলেন তাঁর প্রতি। এ অনুরাগ গভীরতর হল যখন বুঝলেন উর্বশীও পঞ্চশরবিদ্ধা। রাজমহিষী ঔশীনরীর প্রতি তাঁর দাক্ষিণ্য ও সম্ভ্রমের অভাব ছিল না, তবু ঐ অমর্ত্যের অনুরাগ তাঁকে মর্ত্য-মানবীর হৃদয় থেকে দূরে নিয়ে গেল। উর্বশীর প্রতি তাঁর অনুরাগ গোপন করবার জন্যে পুরূরবা মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছেন—উর্বশীর প্রেমপত্র হাতে নিয়ে ঔশীনরী এলে তিনি বলেছেন—না, না, ওটা নয়, আমি অন্য জিনিস খুঁজছিলাম।' হাতেনাতে ধরা-পড়া প্রেমিকেরা এ-ধরনের মিথ্যার আশ্রয় তো নিয়েই থাকেন। বিদূষক ঠিকই বলেছিল—লোপ্ত্রেণ গৃহীতস্য কুম্ভীরকস্যাস্তি বা প্রতিবচনম্।

উর্বশীকে হারিয়ে তিনি যে উন্মত্তের মতো আচরণ করেছিলেন তাতে উর্বশীর প্রতি তাঁর প্রেমের নিবিড়তাই সূচিত হয়। তবে রাজকার্য মন্ত্রীদের উপরে দিয়ে প্রণয়িনীর সঙ্গে জীবনযাপনের চিত্রটি রাজার গৌরববৃদ্ধি করে না। ছেলেকে দেখে তাঁর পিতৃত্ব জেগে উঠেছে, স্নেহ উচ্ছ্বসিত হয়েছে, তাকে আলিঙ্গন করার বাসনা প্রবল হয়েছে—ইচ্ছামি চৈনমদয়ং পরিরব্ধুমঙ্গৈঃ। কিন্তু পুত্রপ্রাপ্তির আনন্দ তাঁর ম্লান হয়েছে উর্বশী-বিচ্ছেদের বিষাদে। তাঁর বনগমনের বাসনা বৈরাগ্যজনিত নয়, উর্বশী-বিচ্ছেদে মনের দুঃখে বনে যাওয়া, তাই অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রের রাজ্য-অভিষেকের জন্যে তাকে ভাবের ঘরে চুরি করতে হয়েছে, বলতে হয়েছে—'ন খলু বয়সা জাত্যৈবায়ং স্বকার্যসহো ভরঃ'।

উর্বশী

কালিদাসের উর্বশী বেদের উর্বশীর মতো নিষ্ঠুরা নয়। সে কোমলা এবং কোমলহৃদয়া। কেশীর হাত থেকে মুক্তি পাবার পর খুব বেশি কাতর হয়ে পড়ায় সখী চিত্রলেখা তাকে মৃদু ভৎসনাই করেছে—'সখি উর্বশি পর্যবস্থাপয়াত্মানম্। অনপ্সরেব প্রতিভাসি মে।' সত্যি অপ্সরা হয়েও উর্বশী যেন অনপ্সরা—না হলে 'মর্ত্য-মানবকে প্রথম দেখে তাঁর মনে হবে কেন 'উপকৃতং খলু দানবৈঃ', আর অমন করে সারাজীবনে তাঁকে সঙ্গী করতে চাইবেন কেন? উর্বশীর ঔদার্য আমরা লক্ষ্য করি যখন ঔশীনরীকে দেখে উর্বশী বলে, 'হলা, ঠাণে কখু ইয়ং দেবীসদ্দেণ উবঅরীঅদি। ন কিং পি পরিহীঅদি সচীএ ওজস্সিদায়।' চিত্রলেখাও মন্তব্য করে—'সাহু অস্যুআপরম্মুহং মন্তিদং।'

কিন্তু এই অসূয়াপরাঙ্মুখতা তার কোথায় গেল? বিদ্যাধরকন্যার দিকে পুরূরবা শুধু একটু তাকিয়েছেন বৈ তো নয়? কিন্তু তাতেই কুপিতা হলেন তিনি, প্রবেশ করলেন কুমারবনে। এখানেও সে কিছুটা অনপ্সরা। আসলে এ হয়তো তার আত্মসম্মানে আঘাত লাগার মতো। সৌন্দর্যের তিলোত্তমা সে, তবু রাজার তাকে পেয়েও তৃপ্তি নেই, সাধারণ একটি বিদ্যাধরকন্যার দৈহিক লাবণ্য তাঁকে আকর্ষণ করছে?

পুরূরবার প্রতি তার ভালোবাসা গভীর সন্দেহ নেই, কিন্তু তার মাতৃসত্তা দয়িতাসত্তার কাছে পরাজিত। রাজার পুত্রদর্শন ঘটল বলে ক্ষণেকেরও জন্যেও আনন্দিত হল না উর্বশী, পুরূরবার আসন্ন বিচ্ছেদ-বেদনায় সে নিজেকে মন্দভাগিনী বলেছে।

ঔশীনরী

ঔশীনরী রাজমহিষী। ঔশীনরী পতিব্রতা ও ধর্মচারিণী। সূর্যপূজা করে ফিরে আসবার পর স্বামীকে উন্মনা দেখে ঔশীনরীর কেমন সন্দেহ হয়। এরকমের অন্যমনস্কতা পুরুষের বিশেষ একটি ব্যাপারেই হয়ে থাকে। অভিজ্ঞা ঔশীনরী নিপুণিকার সাহায্য নিয়ে রহস্য উদ্ঘাটন করেন। তিনি যা ভেবেছিলেন তাই—রাজা উর্বশীর প্রেমে পড়েছেন। অন্তরিত থেকে সব বুঝতে পেরে তিনি রাজার কাছে এলেন উর্বশীর হারিয়ে-যাওয়া প্রেমপত্র নিয়ে। বিদীর্ণহৃদয় ঔশীনরীর এটি পুরস্কার নয়, তীব্র তিরস্কার। অপরাধী রাজা পায়ে পড়েন রাজমহিষীর। কিন্তু রাজার অনুনয় প্রত্যাখ্যান করে চলে যান—বর্ষার নদীর মতো অপ্রসন্না দেবী।

কিন্তু স্বামীর প্রতি এই রূঢ়তায় পরে অনুতপ্ত হন ঔশীনরী। শেষপর্যন্ত ব্রতানুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে উর্বশীকে গ্রহণ করার সম্মতি দেন রাজাকে—আজ থেকে প্রভুর সঙ্গে যে-নারী মিলিত হতে চায় তার সঙ্গে আমি প্রীতিপূর্ণ আচরণের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। বলাবাহুল্য এ অনুমোদন যতটা আনুষ্ঠানিক ততটা আন্তরিক নয়। ঔশীনরী তাঁর জীবনের একটি অবাঞ্ছিত কিন্তু অপ্রতিরোধ্য দুঃখকে প্রত্যুদ্গমন করে বরণ করে নিলেন। ঔশীনরী আমাদের চোখে একটি বিষণ্ণ বৈরাগ্যমণ্ডিত মূর্তি।

বিদূষক

বিদূষক সর্বত্রই একটি ছাঁচে-ঢালা চরিত্র। তবু এ নাটকের বিদূষকচরিত্ররূপায়ণে কালিদাসের নৈপুণ্য অবশ্যস্বীকার্য। বিদূষক রাজরহস্যের রক্ষক বটে, কিন্তু নিপুণিকা

কত সহজে তার কাছ থেকে জেনে নেয় সেই রহস্য। বিদূষক এখানে আগাগোড়াই সুভাষী।

—উর্বশী তোমাকে দেখেছে তো ?

—হ্যাঁ, কিন্তু তাতে কী ?

—তা হলে সে তোমার অলভ্য হতেই পারে না।

এমন কথা শুনে রাজা কি খুশি না হয়ে পারেন ? তিনি সহাস্যে বলেন—'পক্ষপাতোঽয়মবধার্যতাম্।'

মিলনের বাস্তব উপায়ের ইঙ্গিত না দিতে পারলেও তাত্ত্বিক উপায়ের নির্দেশ দিতে কার্পণ্য করে না বিদূষক—তুমি বরং নিদ্রার আশ্রয় নাও, স্বপ্নে মিলন হবে তার সঙ্গে। অথবা উর্বশীর একটা ছবি এঁকে তার দিকে চেয়ে থাকে একদৃষ্টে।

অন্তরঙ্গতার সুরে প্রণয়ঘটিত ব্যাপারে রাজাকে চোর বলতে বাধে না তার—'হাতেনাতে ধরা পড়লে চোর আর কী উত্তর দেবে ?'

বিদূষকের নজর শুধু খাবারের দিকেই নয়, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতি রাজার দৃষ্টি আকর্ষণ করতেও জানে সে। মণিশিলাপট্টকের বর্ণনায় তার কল্পনাশক্তিরও পরিচয় পাওয়া যায়—এসো মণিশিলাপট্টঅসণাহো অদিমুত্তলদামণ্ডবো ভ্রমরসংঘটপ-ডিদোহিং কুসুমেহিং সঅং বিঅ কিদোবআরো ভবন্তং পডিচ্ছদি। (২য় অঙ্ক)

লৌকিক অভিজ্ঞতার পরিচয়ও বিদূষক দিয়েছে তার অনেক কথায়। মহারানী কুপিতা হয়ে চলে যাবার পর সে বলেছে—'এতো ভালোই হল, চোখের অসুখ হলে প্রদীপের আলো দূরে থাকা তো ভালোই—ন কখু অক্খিদুক্খিদো অহিমুহে দীবসিহং সহোদি। (২য় অঙ্ক)

বিদূষক সূক্ষ্মদর্শী। পুত্রের আবির্ভাবে উর্বশীর ভাবান্তর তার দৃষ্টি এড়ায় না। তার চোখের জল যে আনন্দাশ্রু নয়, তা বুঝতে বিদূষকের ভুল হয় নি। উর্বশীর অভাবে রাজা যে রাজ্যের প্রতি উদাসীন হয়ে বনে যেতে চাইবেন বিদূষক তা ঠিকই ধরেছিল—সংপদং তক্কেমি তত্তভবদা বক্কলং গেহ্নিয় তবোবনং গন্দব্বং ত্তি।

নাট্যবিন্যাস ও সাহিত্যগুণ

নাটক হিসেবে বিক্রমোর্বশীকে সুসংহত বলা যেতে পারে। নাট্যবস্তুরও বিবর্তনের পঞ্চসোপান এখানে সুবিন্যস্ত। মুখসন্ধিতে নায়িকাকে নায়কের কাছে উপস্থাপিত করা হয়েছে এবং উভয়ের প্রেম সঞ্চার হয়েছে। সাক্ষাতের আগে নায়িকা অপ্সরাদের মুখে স্বর্গের শ্রেষ্ঠ রত্ন বলে উল্লিখিত হওয়ায় বীজের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে। উভয়ের সাক্ষাতে সে বীজ উপ্ত হয়েছে। এই অংশ প্রথম অঙ্ক জুড়ে বিস্তারিত, দ্বিতীয় অঙ্কের প্রবেশক পর্যন্ত পরিধি। দ্বিতীয় অঙ্ক জুড়ে প্রতিমুখসন্ধি, তৃতীয় অংকের প্রথমাংশ পর্যন্ত তার পরিধি। বীজ এখানে অঙ্কুরিত, যা বিদূষক, চিত্রলেখা এবং চেটীর মুখে আলোচিত। দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় শ্লোকে প্রযত্ন দ্যোতিত। সন্ধিপথের অন্বেষণ, ইন্দ্রের আহ্বানে উর্বশীর প্রস্থান ইত্যাদি হল 'বিন্দু'। প্রতিমুখ যেখানে শেষ হল সেখান থেকেই গর্ভসন্ধির শুরু। রাজমহিষীর প্রস্থান পর্যন্ত তার ব্যাপ্তি। বীজাঙ্কুরের পরিণতি উর্বশীর স্বীকারোক্তিতে প্রকাশিত। 'প্রত্যাশা' মহারানীর প্রস্থানে প্রতিষ্ঠিত। এই সন্ধিতে অবশ্য 'পতাকা' নেই। 'অবমর্শ' সন্ধির শুরু ঔশীনরীর

প্রস্থানের পর উর্বশীর প্রবেশের পর থেকে চতুর্থ অঙ্কের সমাপ্তি পর্যন্ত। 'নিয়তাপ্তি' থাকলেও তা উর্বশীর রূপান্তরে বিঘ্নিত। 'নির্বহণ সন্ধি' সম্পূর্ণ পঞ্চমাঙ্ক জুড়ে। এই অঙ্কে সমস্ত আয়োজন পতি, পত্নী ও পুত্রের মিলনে পরিণতি লাভ করেছে।

নাট্যগতি অব্যাহত থাকলেও চতুর্থ অঙ্কে গীতসমাবেশে তা বিঘ্নিত। চতুর্থ অঙ্কের লিরিকধর্মিতা অবশ্য কালিদাসের কবিপ্রতিভার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রকৃতিকে এখানে বহুলাংশে পাওয়া যাচ্ছে এবং সে-প্রকৃতি মানবের সুখদুঃখের সঙ্গে সম্পর্কিত। উর্বশীর বিচ্ছেদে প্রাকৃতিক বস্তু এবং পশুপাখিদের সম্বোধন করে পুরূরবার বিলাপ রামায়ণে রামের সীতাবিলাপকে স্মরণ করিয়ে দেয়—

ক্বচিৎ ক্ষিতিভৃতাং নাথ দৃষ্টা সর্বাঙ্গসুন্দরী।
রামা রম্যে বনোদ্দেশে ময়া বিরহিতা ত্বয়া॥

(অরণ্যকাণ্ড ৬৪.২১)

রামায়ণের এই শ্লোকটিকে কবি হুবহু গ্রহণ করেছেন, শুধু 'ক্বচিৎক্ষিতিভৃতাং' এর জায়গায় 'সর্বক্ষিতিভৃতাং' আছে। (৪.২৭)

এই বিলাপে অবশ্য 'অপি গ্রাবা রোদিতি' তা বলা যাবে না, খানিকটা ভাষাগত কৃত্রিমতার জন্যে, খানিকটা রাজার আত্মসচেতনতার জন্যে। বিদ্যুল্লেখাকনকরুচিরং—(৪, ৪) এই শ্লোকে প্রাকৃতিক বস্তুর মধ্যে তিনি রাজচিহ্ন দেখতে পাচ্ছেন। চক্রবাকের 'কঃ কঃ' ডাককে 'তুমি কে?' এই প্রশ্ন মনে করে রাজা নিজের বংশগৌরবের কথা তুলছেন। ভাবটা এই— আমাকে চেনো না? আমি হলাম সসাগরা পৃথিবীর চন্দ্রবংশসম্ভূত রাজা' ইত্যাদি ইত্যাদি।

চতুর্থ অঙ্কের অপভ্রংশ গানগুলোর পদবন্ধন, ছন্দ ও বাচন সুন্দর হলেও তা অনেক ক্ষেত্রে পুনরুক্তিদুষ্ট। তবে নিরুপম উপমাসৃষ্টির ব্যাপারে কালিদাসের কল্পনা এ নাটকেও রঙ্গময়ী। উর্বশীর মূর্ছাভঙ্গের উপমাত্মক বর্ণনা, (১.৭) কর্মান্তে মধ্যাহ্ন অবসরের ব্যাপারে সূর্য আর রাজার তুলনা, (২.১) উর্বশী আর লতার দীর্ঘায়িত উপমা, (৪.৩৮) পিতাপুত্রের বিভাজিত রাজ-গৌরবশ্রীকে হিমালয় ও সমুদ্রের মধ্যে বিভক্ত গঙ্গাধারার সঙ্গে তুলনা (৫.২২)—এসব উপমাত্মক প্রকাশের ক্ষেত্রে কালিদাসের সার্বভৌমত্বের সাক্ষ্য দেয়। গদ্যাংশেও 'অসজ্ঝোতি বেজ্জেন আদুরো বিঅ সেরং মুক্তো ভবং তত্তহোদীয়' (দুরারোগ্য রোগীকে যেমন বৈদ্য জবাব দেয়, তোমার সম্বন্ধে রানীর মনোভাবও তেমনি), পাউসণদী বিঅ অপ্পসন্ন গদা দেবী (বর্ষার নদীর মতো অপ্রসন্না দেবী চলে গেলেন) ইত্যাদি উপমাত্মক বাক্য আমাদের চমৎকৃত করে।

গদ্যের বহু সাধারণ প্রয়োগকেও কালিদাসের বিশিষ্টার্থক বাগ্‌গুচ্ছ (Idicmatic expersion) হিসেবে নেওয়া যেতে পারে, যেমন পর্যবস্থাপয় আত্মানম্, অনুসরেব প্রতিভাসি, পিবতীব মাং নয়নাভ্যাম্, ত্বং মে মুখং ভব, গম্যতাং পুনর্দর্শনায়, আবয়োঃ সমবিভাগো প্রীতিঃ, মা ভবানঙ্গানি মুঞ্চতু (নিরাশ হোয়ো না) ইত্যাদি।

অস্থৎসেকঃ খলু বিক্রমালংকারঃ, অভিব্যক্তায়াং কিং দীপিকাপৌনরুক্ত্যেন ইত্যাদি অসংখ্য অর্থান্তরন্যাসেও (সূক্তিরত্নাবলী দ্রষ্টব্য) কালিদাসের বিশিষ্ট মনন ও কথাকারুর পরিচয় ফুটে ওঠে।

পরিবেশ বা বিশেষ বিশেষ অবস্থা (Situation) বর্ণনায় এ নাটকে কালিদাসের

নিজস্বতার ছাপ স্পষ্ট। উর্বশী মূর্ছিতা, পুরূরবা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তার দেহলাবণ্য দেখছেন। স্তনহারের কম্পনটুকুই তার কাছে স্পষ্ট। সে যে রূপগর্বিতা লক্ষ্মীকে লজ্জা দেয় সখীদের এই উক্তিকে রাজা নির্নিমেষে যাচাই করে নিচ্ছেন, এবং সেইসঙ্গে অলক্ষ্যে মদনবাণের লক্ষ্য হয়ে পড়ছেন। নাটকের উদ্বোধনেই অনুরাগের বোধনটি অপূর্ব হয়ে বাজল। এই মনোজ্ঞ অংশটি বাঁধা পড়েছে মধুসূদনের সনেটে—

'ওই যে দেখিছ এবে গিরির উপরে,
আচ্ছন্ন হে মহীপতি, মূর্ছারূপঘনে,
চাঁদেরে, কে ও তা জান? জিজ্ঞাস সত্বরে,
পরিচয় দেবে সখী সম্মুখে যে বসি।
মানসে কমল, বলি, দেখেছ নয়নে,
দেখেছ পূর্ণিমারাত্রে শরদের শশী;
বধিয়াছ দীর্ঘশৃঙ্গী কুরঙ্গে কাননে,
সে সকলে ধিক্ মান? ওই হে উর্বশী?
সোনার পুতলি যেন পড়ি অচেতনে।'

ভাবাকুললোচনা ভূর্জপাতায় যে নবগীত রচনা করল তাকে কেন্দ্র করে কৌতুক আর অশ্রুর কী আশ্চর্য আলোছায়া। ঐ কুড়িয়ে-পাওয়া ভূর্জপাতাটিকে ঔশীনরী ব্যবহার ক রলেন রাজদর্শনের উপঢৌকন হিসেবে।

বেদপুরাণের কাহিনীর প্রস্তর-উপাদানকে কালিদাস তাঁর রম্যকল্পনার ছোঁয়ায় উজ্জ্বলমণিতে পরিণত করলেন, যেন সংগমনীয়মণি, যা শুষ্কলতায়-পরিণত কল্পনার কাব্যলক্ষ্মীকে কবির হৃদয়ে ফিরিয়ে দিল।

ত্রয়ী

কালিদাসের তিনটে নাটকের মধ্যে শকুন্তলা সবার শেষে লেখা এ বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত, আর-দুটোর মধ্যে কোনটা আগে কোনটা পরে এ নিয়ে তর্ক এখনও থামে নি।

'আগে অনেক কবির নাটক দেখা গিয়েছে, আমি আজ 'বিক্রমোর্বশীয়' নামে নতুন একটা নাটক (পাঠান্তরে ত্রোটক) উপস্থাপন করছি'—বিক্রমোর্বশীয়ের প্রস্তাবনায় এই অংশ থেকেই অনেকে সিদ্ধান্ত করছেন এটিই প্রথম, বিষয়বস্তুর তারল্যকেও (?) অনেকে প্রথম রচনার যৌবনোচ্ছ্বাস বলতে চান।

—ভাস সৌমিল্ল প্রমুখ যশস্বী কবিদের রচনা বাদ দিয়ে এখনকার কবি কালিদাসের রচনাকে এত মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে কেন?

—এ কেমন কথা হল? পুরনো বলেই সবকিছু ভালো নয়, নতুন বলেই কোনো কাব্য নিন্দনীয় নয়। বোদ্ধারা পরীক্ষা করেই ভালোটিকে বেছে নেয়। নির্বোধেরা অন্যের বুদ্ধিতে চলে।

মালবিকাগ্নিমিত্রের প্রস্তাবনায় সহকারীর সঙ্গে সূত্রধারের এই কথোপকথন থেকে অনেকে মনে করেন এইটিই কালিদাসের প্রথম রচনা।

বিরোধীরা বলেন, না, তা নয়। 'বিক্রমোর্বশীয়' হয়তো তেমন সমাদর পায় নি প্রথমে তাই অভিমানক্ষুব্ধকণ্ঠে কবি একথা বলেছেন।

এভাবে পৌর্বাপর্ব মীমাংসা করা প্রায় অসম্ভব। পরিণতির এমন সব ছাপ এ দুটি নাটকে আছে যে শকুন্তলাই ('শাকুন্তল' না বলে শকুন্তলাই বলছি) সব শেষে লেখা কিনা এ বিষয়েও তর্ক উঠতে পারে। আমারা তাই পৌর্বাপর্বের আলোচনা ছেড়ে এ তিনটি নাটকে একসঙ্গে করে এদের সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য বা গুণাগুণ দেখি।

তিনটি নাটকের মধ্যে শকুন্তলা আর বিক্রমোর্বশীয়তে ঘটনাসূত্রে বাঁধা পড়েছে স্বর্গ আর মর্ত্য। মালবিকাগ্নিমিত্রের মঞ্চ একান্তভাবে মর্ত্যেই। বিক্রমোর্বশীয়তে বিক্রম আছে, বিবেক তেমন নেই। শকুন্তলায় বিক্রম আর বিবেক সমন্বিত। বিক্রমোর্বশীর স্বর্গটুকু মর্ত্যগন্ধী, কিন্তু শকুন্তলায় মর্ত্যটুকুও স্বর্গগন্ধী। শকুন্তলায় স্বর্গ মর্ত্য আর ফলফুল কিভাবে মিশেছে, গ্যোটের উক্তি এবং রবীন্দ্র-অনুক্তিতে তা সুবিদিত। তাই উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

বিক্রমোর্বশীর কাহিনীর উৎস বেদ, মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণ। শকুন্তলার কাহিনী প্রধানত মহাভারত এবং জাতকে। পদ্মপুরাণেও এ কাহিনী আছে, তা কালিদাসসূত্রেই গৃহীত বলে মনে হয়। দুটি ক্ষেত্রে কবি গ্রন্থ-কাহিনীকে পরিবর্তিত করে নিয়েছেন সাহিত্যিক প্রয়োজনে। গড়েছেন চিত্রলেখা-অনসূয়া-প্রিয়ংবদার মতো সব আশ্চর্য চরিত্র।

মালবিকাগ্নিমিত্রের কাহিনী কবির নিজের বলেই মনে হয়। প্রস্তাবনায় 'কালিদাস-গ্রথিতবস্তুনা' কথাটি হয়তো সেই ইঙ্গিতই দেয়। একটু ঐতিহাসিকতার স্পর্শ থাকলেও এটি আগাগোড়া রোমান্টিক, অন্য দুটি নাটকও অবশ্য তাই। বিক্রমোর্বশী একটু melodramatic বলা যায়। বিক্রমমোর্বশী খানিকটা রূপকধর্মীও বটে।

বিক্রমোর্বশী ও শকুন্তলা এই দুটো নাটকেই কালিদাস 'অভিশাপ'কে কাজে লাগিয়েছেন নাট্যবিবর্তনে। অভিশাপের কঠোরতা প্রশমনের ব্যাপারও আছে দুটিতেই। তবে প্রথমটির অভিশাপ পুরাণের কাহিনী থেকে নেওয়া, দ্বিতীয়টির অভিশাপ কালিদাসের নিজেরই কল্পিত। এই অভিশাপের সঙ্গে কালিদাসের জীবন-দর্শনও জড়িত। বিষয়টি পূর্বে আলোচিত হয়েছে। তিনটি নাটকেই বিদূষক প্রণয়ঘটিত ব্যাপারে নায়কদের পরমাত্মীয় এবং প্রধান সহায়ক কিন্তু মালবিকাগ্নির বিদূষক যেমন নায়ক-নায়িকার মিলন সাধনে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে, অন্য দুটি নাটকে তা নয়।

তিনটি নাটকের কোনো নায়কই ঠিক তরুণ নন, বরং তাদের প্রৌঢ় বলা চলে, তবে কালিদাস যে-ভাবে তাঁদের উপস্থাপিত করেছেন তাতে তাঁদের বয়সটা তেমন চোখে পড়ে না। নায়িকাদের মধ্যে উর্বশী প্রৌঢ়া, মালবিকা আর শকুন্তলা যুবতী। মালবিকা, শকুন্তলা দুজনেই অনাঘ্রাত কুসুম, তবে একজন রাজান্তঃপুরলালিতা, আর একজন আশ্রমলালিতা। ললিত-কলাদিতে মালবিকাই যে নিপুণা হবেন এতো স্বাভাবিক। তবে মাধুর্যে হয়তো উদ্যানলতা আশ্রমলতার কাছে পরাজিতা! উর্বশী প্রাচীনা হলেও অপ্সরা বলেই চিরযৌবনা। পূর্বরাগের ব্যাপারে নায়কেরাই অগ্রবর্তী।

দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে দেখলেন তরুচর্যায় রতা, প্রথম দর্শনেই প্রেম। পুরূরবা উর্বশীকে দেখলেন মূর্ছিত অবস্থায়। ঐ সুপ্ত সৌন্দর্য মুহূর্তে পুরূরবার মনে বপন করল প্রণয়বীজ। অগ্নিমিত্র মালবিকার প্রতি আকৃষ্ট হলেন তার চিত্র দেখে।

তারপর চলল চাক্ষুষ দেখার আয়োজন। পূর্ববর্তিনীরা সবক্ষেত্রেই আছেন, মালবিকাগ্নিমিত্রে দুজন—মহাদেবী ধারিণী আর দেবী ইরাবতী। ঈপ্সিতার সঙ্গে মিলনের প্রতিবন্ধকতা কম হয় নি অগ্নিমিত্রের। বিক্রমোর্বশীতে ঔশীনরী কুপিতা হলেও উর্বশীকে শেষপর্যন্ত বরণ করে নেন ব্রতানুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে। শাকুন্তলে দুষ্যন্তের মহিষী মঞ্চে আসেন নি, আমরা শুধু তার দীর্ঘশ্বাসের খবর পেয়েছি। বিক্রমোর্বশী আর শাকুন্তলে কবি হেমকূটপর্বতকে মঞ্চ করেছেন, প্রথমটিতে প্রথম মিলনের, দ্বিতীয়টিতে বিরহের পর মিলনের।

দুটি নাটকেরই চতুর্থ অঙ্কে প্রকৃতির একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে, তবে প্রথমটিতে দ্বিতীয়টির মতো মানুষ আর প্রকৃতির অঙ্গাঙ্গি সম্পর্কের রমণীয় চিত্র নেই। নান্দী শ্লোকে যেন তিনটি নাটক একসূত্রে গ্রথিত। তিনটি নান্দীই ঘোষণা করে এ তিনটি নাটকের রচয়িতা একজনই, শিব যাঁর প্রিয় দেবতা। বিক্রমোর্বশীয়তে অবশ্য তিনি শিবরূপে ঈশ্বরেরই বর্ণনা করেছেন।

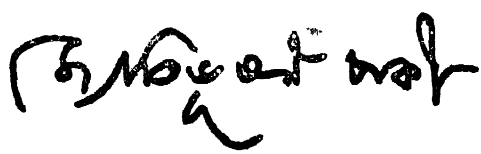
সূত্র শুধু নান্দী কেন, সূত্র হচ্ছে কালিদাসের নানন্দিক (aesthetics) যা মুহুর্মুহু আমাদের বলে দেয়, এই তো কালিদাস, এইখানেই তো কালিদাস।

এক-একটির স্বাদ এক-এক রকম। তাতো হবেই; মালবিকাগ্নি রাজসভার নাটক, বিক্রমোর্বশীয় লোকসভাব নাটক, আর অভিজ্ঞানশকুন্তল সুধীসভার নাটক।

কালিদাস গণদাসের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন—

নাট্যং ভিন্নরুচের্জনস্য বহুধাপ্যেকং সমারাধনম্।

আমরা বলব কালিদাস তাঁর ত্রয়ী-পরিকল্পনায় বিভিন্নরুচির মানুষকে সন্তুষ্ট করতে পেরেছেন।



সুভাষিত

প্রথম অঙ্ক

অনুৎসেকঃ খলু বিক্রমালংকারঃ।
বিনয়ই শক্তির ভূষণ।

দ্বিতীয় অংক

বিবিক্তাদৃতে নান্যদুৎসুকস্য শরণমস্তি।
নির্জনতা ছাড়া প্রণয়-পীড়িতের আর কোনো আশ্রয় নেই।
অতিস্নেহঃ খলু কার্যদর্শী।
মহৎ প্রেম কার্যজ্ঞ।

লোত্তেন গহিদস্‌স কুম্ভিলকস্‌সস অত্থি বা পডিবঅণং।
[লোত্রেণ গৃহীতস্য কুম্ভীরস্যাস্তি বা প্রতিবচনম্‌]
(হাতেনাতে ধরা পড়ার পর চোরের আর কী বলবার থাকে।)

তৃতীয় অঙ্ক

সর্বত্রৌদারিকস্যাভ্যবহার্যমেব বিষয়ঃ।
সর্বত্রই পেটুকের রাজ্য হল ভোজ্য।

বিঘ্নিতসমাগমসুখো মনসিশয়ঃ শতগুণোঽভবতি।
মিলনসুখে বাধা এলে কাম শতগুণে বাড়ে।

অন্নসংকন্তপেমাণো ণাঅরিআ অহিঅং দকৃখিণা হোন্তি।
অন্যসংক্রান্তপ্রেমাণো নাগরিকা অধিকং দক্ষিণা ভবন্তি।
অন্য নারীতে আসক্ত প্রেমিকেরা স্ত্রীর প্রতি একটু বেশি সৌজন্য দেখান।

ন জুত্তং সুহাসিদং পচ্চার্চরিদুং।
[ন যুক্তং সুভাষিতং প্রত্যাচরিতুম্‌।]
ভালো কথার উত্তরে বিরূপ মন্তব্য করা ঠিক নয়।

অনির্দেশ্যসুখঃ স্বর্গঃ!
স্বর্গে অনির্বচনীয় সুখ।

চতুর্থ অংক

দুরারূঢ়ো খু পণয়ো অসহণো।
[দুরারূঢ়ঃ খলু প্রণয়োঽসহনঃ।]
গভীর প্রেম অসহিষ্ণু।

পরাবৃত্তভাগধেয়ানাং দুঃখং দুঃখানুবন্ধি।
ভাগ্য যার প্রতিকূল দুঃখ তার কাছে দল বেঁধে আসে।

প্রভুতা রমণেষু যোষিতাং ন হি ভাবস্খলিতান্যপেক্ষতে।
প্রিয়ের উপর রমণীর প্রভুত্ব প্রেমবিচ্যুতিজনিত নয়।

পঞ্চম অংক

অহো সুখপ্রত্যর্থিতা দৈবস্য।
সুখের প্রতি দৈবের কী প্রতিকূলতা।

শময়তি ন গজানন্যান্‌ গন্ধদ্বিপঃ কলভোঽপি সন্‌।
গন্ধগজের শাবকও অন্যান্য গজ দমিয়ে রাখতে পারে।

ভবতি সুতরাং বেগোদগ্রং ভুজঙ্গশিশোর্বিষম্‌।
সর্পশিশুর বিষও অত্যন্ত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

পাত্রপাত্রী

সূত্রধার		
পারিপার্শ্বিক		
পুরূরবা	— —	নায়ক, প্রতিষ্ঠানের রাজা
মাণবক	— —	বিদূষক
আয়ু	— —	পুরূরবার পুত্র
নারদ	— —	দেবর্ষি
চিত্ররথ	— —	গন্ধর্বরাজ
কঞ্চুকী	— —	অন্তঃপুরচারী বৃদ্ধ
পল্লব, গালব	— —	ঋষি ভরতের দুই শিষ্য
উর্বশী	— —	স্বর্গের অপ্সরা, নাটকের নায়িকা
চিত্রলেখা	— —	উর্বশীর সখী, একজন অপ্সরা
সহজন্যা, রম্ভা, অন্যান্য অপ্সরা	—	স্বর্গের অপ্সরাদল
দেবী	— —	পুরূরবার মহিষী, কাশীরাজকন্যা, ঔশীনরী
নিপুণিকা	— —	রানীর পরিচারিকা
তাপসী	— —	আয়ুর পালিকা
পরিজন	— —	রানীর পরিচারকদল
যবনী	— —	রাজার পরিচারিকা

নাটকে উল্লিখিত নেপথ্য চরিত্র

ইন্দ্র	— —	স্বর্গের দেবরাজ
কেশী	— —	এক দৈত্য
ভরত	— —	নাট্যশাস্ত্ররচয়িতা মুনি।

বিক্রমোর্বশীয়

প্রথম অংক

যিনি স্বর্গমর্ত্য[১] ব্যাপ্ত করে আছেন, যাঁকে বেদান্তে এক-পুরুষ[২] বলা হয়েছে, 'ঈশ্বর' এই শব্দটি অন্য কাউকে না বুঝিয়ে যাঁকে একান্ত সার্থকভাবে বোঝায়, প্রাণাদি বায়ু নিয়ন্ত্রণ করে মুমুক্ষুরা যাঁকে হৃদয়ে অন্বেষণ করেন, যিনি অচঞ্চল ভক্তিযোগে লভ্য, সেই মহেশ্বর—আপনাদের মঙ্গল করুন[৩] ॥ ১ ॥

(নান্দীর পর)

সূত্রধার—বেশি কথায় কাজ নেই। (সাজঘরের দিকে চেয়ে) মারিষ এদিকে এসো তো।

পারিপার্শ্বক—ভদ্র! এই-যে আমি।

সূত্রধার—এই পরিষদ পূর্বতন কবিদের[৪] অনেক নাটক দেখেছেন। আজ আমি তাই বিক্রমোর্বশীয়-নামে একটি নাটক[৫] প্রদর্শনের আয়োজন করছি। তাই, অভিনেতাদের বলো তারা যেন যার যার অভিনয়-অংশ ভালো করে বুঝে নেন[৬]।

পারিপার্শ্বক—আজ্ঞে, তাই বলে দিচ্ছি।

(প্রস্থান)

সূত্রধার—এখন তাহলে শ্রদ্ধেয় শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে আবেদন জানাই। (প্রণাম করে) আপনাদের সেবক আমাদের[৭] (এই নাট্যগোষ্ঠীর) প্রতি অনুকূল মনোভাব নিয়ে হোক আর এই রম্য নাটকের নায়কের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিয়েই হোক, আপনারা নিবিষ্ট চিত্তে কালিদাসের এই রচনাটি শুনুন ॥ ২ ॥

(নেপথ্যে)

রক্ষা করুন, রক্ষা করুন—এমন কেউ আমাদের রক্ষা করুন যিনি দেবতাদের বন্ধু[৮] অথবা যিনি আকাশপথে চলতে অভ্যস্ত।

সূত্রধার—(কান দিয়ে) আমার আবেদন জানানোর সঙ্গে সঙ্গেই আকাশে কিসের যেন শব্দ শুনছি—মনে হচ্ছে যেন ক্রৌঞ্চীর আর্তরব। (চিন্তা করে) ও বুঝেছি। নরসুহৃৎ নারায়ণ-মুনির ঊরুজাত সুরনারী (উর্বশী)[৯] কৈলাসপতি কুবেরকে সেবা করে (নৃত্য প্রদর্শন করে) যখন ফিরছিল তখন মাঝপথে সুরদ্বেষীরা তাকে বন্দী করেছে। সেই জন্যে তার সহচরী অপ্সরা কাঁদছে ॥ ৩ ॥

(প্রস্থান)

প্রস্তাবনা সমাপ্ত

(অপ্সরাদের প্রবেশ)

অপ্সরাদল—রক্ষা করুন, রক্ষা করুন—এমন কেউ আমাদের রক্ষা করুন যিনি দেবতাদের বন্ধু অথবা যিনি আকাশপথে চলতে অভ্যস্ত।

(হঠাৎ রথে চড়ে রাজা পুরূরবা ও সারথির প্রবেশ)

রাজা—কাঁদবেন না। আমি পুরূরবা। সূর্য-উপাসনা করে ফিরছি। আমার কাছে এসে বলুন আপনাদের কার হাত থেকে রক্ষা করতে হবে?

রম্ভা—অসুরের হাত থেকে।

রাজা—কিন্তু আপনাদের উপরে অসুরেরা কী অন্যায় করেছে?

রম্ভা—শুনুন মহারাজ! যে বিশেষ-তপস্যায় শঙ্কিত ইন্দ্রের সুকুমার অস্ত্র, রূপগর্বিত লক্ষ্মীকে যে লজ্জা দিয়েছে, যে স্বর্গের অলংকারস্বরূপ, আমাদের প্রিয়সখী সেই উর্বশী যখন কুবেরের বাড়ি থেকে ফিরছিল সেই সময়—মাঝপথে তাকে হঠাৎ দেখতে পেয়ে হিরণ্যপুরবাসী কেশী-নামে এক দৈত্য সঙ্গিনী চিত্রলেখাসহ তাকে বন্দী করে নিয়ে গিয়েছে।

রাজা—সেই পাষণ্ড কোন্ দিকে গিয়েছে বলতে পারেন?

সহজন্যা—ঈশান কোণের দিকে।

রাজা—তাহলে ভেঙে পড়বেন না। আপনাদের সখীকে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করছি।

সকলে—চন্দ্রদেবের পৌত্রের[10] পক্ষে এই তো স্বাভাবিক।

রাজা—আমার জন্যে আপনারা কোথায় অপেক্ষা করে রইবেন?

অপ্সরাদল—এই হেমকূটের[11] চূড়ায়।

রাজা—সারথি! ঈশানকোণের দিকে দ্রুতগতিতে রথ চালাও।

সূত—যে আজ্ঞে মহারাজ!

রাজা—(রথবেগ দেখে) চমৎকার! রথের এই বেগ দেখে মনে হচ্ছে গরুড়ও যদি আগে গিয়ে থাকে তবে তাকেও ধরতে পারব, আর ইন্দ্রবিদ্বেষীর কথা কী বলব!

মেঘ চূর্ণ করে রথের ধুলোর মতো ঐ আগে আগে যাচ্ছে, চাকা এত জোরে ঘুরছে যে শলাকাগুলোর মধ্যে আরও-এক-প্রস্থ শলাকা যেন দেখা যাচ্ছে। ঘোড়ার মাথায় দীর্ঘ চামর স্থির হয়ে আছে, দেখে মনে হচ্ছে যেন ছবিতে-আঁকা। দণ্ডের চূড়া এবং নিজের পরিধি-প্রান্ত পর্যন্ত পতাকাও টানটান হয়ে আছে জোর-বাতাসে[12] ॥ ৪ ॥

(রথ নিয়ে রাজা ও সারথির প্রস্থান)

রম্ভা—ওলো, রাজা তো গেলেন, চল্ আমরা নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়াই গিয়ে।

অন্যসবাই—তাই চল্। (সবাই নির্দিষ্ট পাহাড়ী অঞ্চলে নেমে অপেক্ষা করে)

রম্ভা—মহারাজ কি আমাদের হৃদয়ে-বেঁধা শূল উপড়ে ফেলতে পারবেন!

মেনকা—ওলো, ভয় পাস নে, পারবেন বৈ কি। যুদ্ধ বাধলে ইন্দ্রও তাকে মর্ত্য থেকে সাদরে আনিয়ে[13] তাঁকেই সেনাপতিপদে বরণ করেন। আর সে-যুদ্ধে জয় তো হাতের মুঠোয়।

রম্ভা—নিঃশেষে জয়ী হোন তিনি। (একটু থেমে) ওলো, আশ্বস্ত হ, আশ্বস্ত হ। ঐ সেই রাজার সোমদত্ত-রথ দেখা যাচ্ছে, তার হরিণ-আঁকা নিশান উড়ছে দেখ্। ব্যর্থ হয়ে ফিরবেন, তা হতেই পারে না।

(সকলে চোখ মেলে চায়)

(রথে চড়ে রাজা, সারথি এবং চিত্রলেখাকে জড়িয়ে ভয়ে-চোখ-বোজা উর্বশীর প্রবেশ)

চিত্রলেখা—ভয় পাস নে, ভয় পাস নে, প্রিয়সখী।

রাজা– আশ্বস্ত হও সুন্দরী।

দানবের ভয় আর নেই, হে ভয়শীলা, বজ্রপাণির মহিমা যে ত্রিভুবনরক্ষায় রত! তাই তোমার এই আয়ত নয়ন মেলো, পদ্মলতা যেমন ভোরের পদ্মটি মেলে ধরে তেমনি ॥ ৫ ॥

চিত্রলেখা—এখনও তো জ্ঞান ফিরে পেল না, জীবনের লক্ষণটি শুধু নিশ্বাসটুকুতে ধরা আছে।

রাজা—খুবই ভয় পেয়েছেন ইনি।

দেখো, পুষ্পবৃন্তের মতো কোমল হৃদয়টিতে কম্পন যে এখনও থামে নি, স্তনদুটির মধ্যে হরিচন্দনের স্পন্দন তা বলে দিচ্ছে ॥ ৬ ॥

চিত্রলেখা—সখী উর্বশী, নিজেকে একটু সামলে নে। তোর ভাব দেখে কিন্তু অপ্সরা বলে মনে হচ্ছে না[১৪]।

(উর্বশী চেতনা লাভ করে)

রাজা—(সহর্ষে) তোমাদের প্রিয়সখী চেতনা লাভ করেছেন। দেখো।

চাঁদ উঠলে রাত্রি যেমন অন্ধকার থেকে মুক্ত হয়ে লাবণ্যময়ী হতে থাকে, রাত্রির অগ্নিশিখা যেমন ধূমমুক্ত হয়ে উজ্জ্বলতর হতে থাকে, পাড় ভেঙে পড়ায় গঙ্গা যেমন ক্রমশ নির্মলতা ফিরে পায়, অন্তর্মোহে আবিষ্ট এই বরগাত্রীও তেমনি ক্রমশ কান্তিমতী হয়ে উঠেছেন ॥ ৭ ॥

চিত্রলেখা—সখী নিশ্চিন্ত হ। দেবতাদের ওই হতভাগা শত্তুরের দল একসঙ্গে বুপোকাৎ।

উর্বশী—(চোখ মেলে) দিব্য শক্তিতে যিনি সব দেখতে পান সেই ইন্দ্রই বুঝি বিজেতা?

চিত্রলেখা—না, ইন্দ্র নন। তবে ইন্দ্রের মতো শক্তিমান এই রাজর্ষি পুরূরবা।

উর্বশী—(রাজাকে দেখে মনে মনে) দানবেরা উপকারই করেছে।

রাজা—(প্রকৃতিস্থা উর্বশীকে দেখে মনে মনে) ঋষি নারায়ণকে প্রলুব্ধ করতে যে-সব অপ্সরা গিয়েছিল, তারা তাঁরই উরুসম্ভূতা এঁকে দেখে যে লজ্জা পেয়েছে, এতো খুবই স্বাভাবিক। অথবা, ইনি তপস্বীর সৃষ্টি নন।

এঁকে সৃষ্টি করতে রম্যরশ্মি চন্দ্রই কি প্রজাপতির ভূমিকা নিলেন? না শৃঙ্গাররসসর্বস্ব কামদেবই এঁর স্রষ্টা? না পুষ্পময় মধুমাসই এঁর জন্মদাতা? না হলে বেদচর্চা করতে করতে যিনি জড়বুদ্ধি হয়েছেন এবং পার্থিব বিষয় থেকে যিনি সমস্ত কৌতূহলকে নিবৃত্ত করেছেন, সেই পুরাতন ঋষি কী করে এই মনোহর বপু নির্মাণ করতে সমর্থ হবেন? ॥ ৮ ॥

উর্বশী—সখী এ সময়ে আমাদের অন্যান্য বান্ধবীরা সব কোথায়?

চিত্রলেখা—অভয়দাতা মহারাজই তা জানেন।

রাজা—(উর্বশীকে দেখে) তাঁরা সবাই অত্যন্ত বিষাদগ্রস্ত হয়ে আছে। দেখো—

হে সুন্দরী! তোমার সার্থক চোখদুটির পথে যে একবারও পড়েছে, তোমাকে ছাড়া সে-ও উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়বে আর তোমার জন্যে যাদের প্রেম উদ্বেলিত তোমার (সেই) সখীদের কথা আর কী বলব? ॥ ৯ ॥

উর্বশী—(মনে মনে) এঁর কথা সত্যিই হৃদয়গ্রাহী। অথবা চন্দ্র থেকে যে অমৃতই বর্ষিত হবে এতে আর আশ্চর্য কী? (প্রকাশ্যে) সেই জন্যেই তাদের দেখবার

জন্যে আমার মন উৎকণ্ঠিত।

রাজা—(হাত দিয়ে দেখিয়ে)

হে সুন্দরী! তোমার সখীরা হেমকূটে দাঁড়িয়ে রাহুগ্রাসমুক্ত চাঁদের মতো তোমার মুখের দিকে চেয়ে আছে ॥ ১০ ॥

চিত্রলেখা—সখী দেখো।

উর্বশী—(রাজাকে সাভিলাষ দৃষ্টিতে দেখে) সমবেদনায় চোখ দিয়ে পান করছে আমাকে।

চিত্রলেখা—(অর্থপূর্ণ ভঙ্গীতে) কে বল্ তো ?

উর্বশী—সখীরা, আবার কে ?

রম্ভা—(সহর্ষে)

এই যে প্রিয়সখী চিত্রলেখাসহ উর্বশীকে নিয়ে রাজর্ষি উপস্থিত হয়েছেন, মনে হচ্ছে বিশাখার কাছে এসেছেন স্বয়ং চন্দ্রদেব[১৬] ॥ ১৫ ॥

মেনকা—(দেখে) দুটো মনের মতো জিনিসই আমরা পেয়েছি—উদ্ধার করে আনা এই প্রিয়সখী আর অক্ষতদেহ এই রাজর্ষি।

সহজন্যা—সখী, ঠিকই বলেছিস। দানবদের জয় করা সত্যি কঠিন।

রাজা—সারথি, এই সেই শৈলশিখর। রথ নামাও।

সূত—যে-আজ্ঞে মহারাজ। (তাই করল)

রাজা—(যেন ঝাঁকি লাগল এমন দেখিয়ে মনে মনে)

উঁচু-নীচু জায়গায় নামাতে আমার লাভই হয়েছে।

রথের ঝাঁকুনিতে এই আয়তাক্ষীর অঙ্গ আমার অঙ্গ স্পর্শ করায় রোমাঞ্চ হল, যেন মন্মথই (প্রেমই) অঙ্কুরিত হল[১৬] ॥ ১১ ॥

উর্বশী—(সলজ্জভাবে) সখী, একটু সরে বোস দেখি।

চিত্রলেখা—পারছি না।

রম্ভা—আয় ভাই, সকলে আমাদের প্রিয়কারী এই রাজর্ষিকে সম্মান জানাই।

রাজা—সারথি! রথ থামাও।

উৎকণ্ঠিতা এই সুন্দরী আরও-উৎকণ্ঠিত সখীদের সঙ্গে মিলিত হোন, ঋতুশ্রী যেমন লতাদের সঙ্গে মেলে তেমনি ॥ ১২ ॥

(সূত তাই করল)

অপ্সরাদল—মহারাজ সুখী হোন এই জয়গৌরবে।

রাজা—তোমরাও সুখী হও, সখীসমাগমের আনন্দে।

উর্বশী—(চিত্রলেখার হাতে হাত দিয়ে রথ থেকে নেমে)

সখী, তোরা সবাই পীড়িত আমাকে আলিঙ্গন কর্। আবার যে সখীদের দেখতে পাব সে-আশা ছিল না রে[১৭]।

(সখীরা দ্রুত আলিঙ্গন করল)

রম্ভা—মহারাজ! নিরঙ্কুশভাবে শত শত কল্প পৃথিবী পালন করুন।

সূত—আয়ুষ্মন্! সবেগে কোনো রথ ছুটে আসছে, শব্দটা পূব দিক থেকে আসছে।

তপ্ত সুবর্ণের মতো অঙ্গদ ধারণ করে বিদ্যুৎগর্ভ মেঘের মতো আকাশ থেকে

কে যেন পর্বতচূড়ায় অবতীর্ণ হলেন ॥ ১৩ ॥

(অপ্সরারা দেখতে লাগল)

সকলে—ও, এ যে দেখি চিত্ররথ !

(চিত্ররথের প্রবেশ)

চিত্ররথ—(রাজাকে দেখে সসম্মানে)

অভিনন্দন জানাচ্ছি আপনার বীরত্বগৌরবের জন্যে, যা ইন্দ্রের উপকারেও সমর্থ।

রাজা—এ কী ! গন্ধর্বরাজ যে ! প্রিয় বন্ধু ! স্বাগত !

চিত্ররথ—বন্ধু, কেশী উর্বশীকে হরণ করেছে, নারদের কাছে একথা শুনে দেবরাজ[১৮] গন্ধর্বসেনাকে আদেশ দিলেন (প্রতিবিধানের জন্যে)। আমরা মাঝপথে চারণদের মুখে তোমার জয়গাথা শুনে এখানে তোমার কাছে চলে এলাম। তোমার উচিত এঁকে নিয়ে আমাদের সঙ্গে ইন্দ্রের সঙ্গে দেখা করা। তুমি মহান্ দেবরাজের পরম অভিপ্রেত সাধন করেছ। দেখো—

একদিন নারায়ণ এঁকে (উর্বশীকে) ইন্দ্রের হাতে সমর্পণ করেছিলেন, এখন তাঁর বন্ধু তুমি দানবের হাত থেকে উদ্ধার করে একে আবার তাঁরই হাতে সমর্পণ করলে ॥ ১৪ ॥

রাজা—না, তা নয়।

তাঁর বন্ধুরা যে তাঁর প্রতিপক্ষকে জয় করেন এ নিঃসন্দেহে সেই বজ্রপাণিরই শক্তি।[১৯] পাহাড়ের গুহা থেকে ছড়িয়ে-পড়া সিংহগর্জনের প্রতিধ্বনিও হাতিদের ভয়ার্ত করে তোলে ॥ ১৫ ॥

চিত্ররথ—এই তো উচিত। বিনয়ই সৌন্দর্যের অলংকার।

রাজা—শতক্রতুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সময় তো হবে না ভাই। তুমিই বরং এঁকে প্রভুর কাছে নিয়ে যাও।

চিত্ররথ—তুমি যা বল। এদিকে, আপনারা এদিকে আসুন।

(অপ্সরাদের প্রস্থান)

উর্বশী (আড়ালে) সখী চিত্রলেখা, পরম উপকার উপকার করলেও এই রাজর্ষিকে আমি বিদায়-সম্ভাষণ করতে পারছি না। তুই আমার প্রতিনিধি হ।

চিত্রলেখা—(রাজার কাছে এসে) মহারাজ ! উর্বশী জানাচ্ছে—মহারাজের অনুমতি পেলে প্রিয়সখীর মতো মহারাজের কীর্তিকে সুরলোকে নিয়ে যেতে চাই।

রাজা—এসো, আবার যেন দেখা হয়।

(গন্ধর্বদের সঙ্গে অপ্সরারা আকাশে ওড়ার অভিনয় করল)

উর্বশী—(ওড়ার ভঙ্গী করে) এ কী ? আমার দীর্ঘ রত্নহার লতাগুচ্ছে আটকে গেল।[২০] (ছলনার আশ্রয় নিয়ে পিছু ফিরে রাজাকে দেখতে দেখতে) চিত্রলেখা, এটা ছাড়িয়ে দে তো।

চিত্রলেখা—(সহাস্যে) হ্যাঁ বেশ ভালোভাবেই আটকে গেছে দেখছি ! মনে হচ্ছে ছড়ানো যাবে না। তবু, চেষ্টা করে দেখছি।

উর্বশী—(হেসে) সখী যা বললি মনে রাখিস কিন্তু। (চিত্রলেখা রত্নহার ছাড়াবার অভিনয় করে)

রাজা—(স্বগত)

লতা! এঁর যাওয়ার পথে ক্ষণিক বাধা সৃষ্টি করে তুমি আমার প্রিয়কাজ করেছ। কারণ, এঁকে আমি আর-একবার দেখতে পেলাম,—মুখটা আমার দিকে অর্ধেকটা ফিরিয়ে সে দৃষ্টি হেনেছে অপাঙ্গে ॥ ১৬ ॥

সূত—আয়ুষ্মন্ !

ঐ দেখুন, আপনার বায়ু-অধিষ্ঠিত অস্ত্র দেবরাজের অপকারে নিরত দৈত্যদের সমুদ্রে নিক্ষেপ করে আবার আপনার তূণীরে প্রবেশ করছে, মহাভুজঙ্গ যেমন গর্তে প্রবেশ করে তেমনি ॥ ১৭ ॥

রাজা—তাহলে রথটা এগিয়ে নিয়ে এসো। আরোহণ করি। ('তাই হোক' বলে সূত রথ কাছে আনল। রাজা আরোহণের অভিনয় করলেন। উর্বশী দীর্ঘশ্বাস ফেলে রাজাকে দেখতে দেখতে সখীদের নিয়ে প্রস্থান করল, সেইসঙ্গে চিত্ররথও প্রস্থান করল)

রাজা—(উর্বশীর পথের দিকে উন্মুখ হয়ে) হায়, যা দুর্লভ, মন্মথের অভিনিবেশ ঠিক তারই দিকে।

এই সুরাঙ্গনা পিতৃপদ এই আকাশপথে উঠতে সবলে আমার মনকে আকর্ষণ করছে, রাজহংসী যেমন মৃণাল থেকে ছিঁড়ে-আনা আঁশটা নিয়ে আকাশে ওড়ে তেমনি ॥ ১৮ ॥

(সকলের প্রস্থান)

॥ প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × × দ্বিতীয় অংক × × × × × × × × × × × × ×

(বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূষক—হি! হি! রাজার গুপ্তকথা বুকে বয়ে আমি যেন ফুটছি; নিমন্ত্রিত বামুন যেমন পরমান্নের কথা মনে করে জিভকে আর ধরে রাখতে পারে না, আমিও তেমনি লোকজনের মধ্যে জিভকে আর বাগে রাখতে পারছি না। তাই যতক্ষণ আমার মাননীয় বয়স্য কাজের আসনটি থেকে না উঠছেন, ততক্ষণ জনবিরল এই বিমান-পরিচ্ছন্দকেই থাকি।

(পরিক্রমা করে সেখানেই থাকল)

চেটী—(চেটীর প্রবেশ)

কাশীরাজকন্যা হুকুম দিয়েছেন, ওলো নিপুণিকা! আর্যপুত্র সূর্যপূজা করে করে ফেরার পর থেকেই শূন্যমনে আছেন দেখা যাচ্ছে। তাই তাঁর প্রিয় বয়স্য আর্য মাণবকের কাছ থেকে জানব ওঁর এই উৎকণ্ঠার কারণ কী? কিন্তু আমি কেমন করে সেই বামুনঠাকুরের কাছ থেকে কথা ফাঁস করব? একটা বিচ্ছিন্ন ঘাসের ডগায় শিশিরবিন্দু যেমন বেশিক্ষণ থাকে না তেমনি তাঁর মধ্যেও এ গোপনকথা বেশিক্ষণ চাপা থাকবে না।[১] যাই খুঁজে বের করি এঁকে, (পরিক্রমা করে দেখে)

এই-যে ছবিতে আঁকা বানরের মতো আর্য মাণবক নিশ্চলভাবে বসে আছেন।[২] এ'র কাছে যাই তবে। (কাছে এসে) আর্য ! প্রণাম।

বিদূষক—কল্যাণ হোক তোমার। (স্বগত) এই দুষ্ট চেটীকে দেখে রাজার গোপন কথাটা যেন হৃদয় ভেদ করে বেরোতে চাইছে। (প্রকাশ্যে) নিপুণিকা ! সঙ্গীত-অনুশীলন[৩] ছেড়ে যাচ্ছিস্ কোথায় শুনি ?

নিপুণিকা—রানীমার কথায় আপনার সঙ্গে দেখা করতে।

বিদূষক—কী আদেশ দিয়েছেন তিনি ?

নিপুণিকা—রানীমা বললেন আর্য মাণবক তো সব সময়েই আমার পক্ষ নিয়ে কাজ করেন, তবে যখন আমি অবাঞ্ছিত এক মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করছি তখন আমার কথা উনি একেবারেই ভাবছেন না কেন !

বিদূষক—(অনুমান করে) প্রিয়বয়স্য কি তিনি চান না এমন কিছু করেছেন ?

নিপুণিকা—আর্য ! যাঁর জন্যে প্রভু উৎকণ্ঠিত হয়ে আছেন তাঁরই নাম ধরে তিনি রানীমাকে সম্বোধন করে ফেলেছেন[৪]।

বিদূষক—(স্বগত) সে কী ! তিনি নিজেই দেখছি রহস্য ফাঁস করেছেন। তাহলে আমি আর জিভকে নিয়ন্ত্রণ করে নিজে কষ্ট পাই কেন ? (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, তিনি কি উর্বশী নামে ও'কে ডেকেছেন ? সেই অপ্সরাকে দেখার পর থেকে তিনি অপ্রকৃতিস্থ হয়ে কেবল সমস্ত আমোদ-প্রমোদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে শুধু দেবীকেই নয়, আমাকেও কষ্ট দিচ্ছেন।

নিপুণিকা—(মনে মনে) প্রভুর রহস্যদুর্গ, তাহলে আমি ভেদ করেছি। (প্রকাশ্যে) আর্য ! রানীমাকে কী বলব তা হলে ?

বিদূষক—তাঁকে গিয়ে বলবি, আমি আগে বয়স্যকে সেই মরীচিকা থেকে ফেরাবার চেষ্টা করব, তারপর মুখ দেখব দেবীর।

নিপুণিকা—আজ্ঞে, তাই বলব। (প্রস্থান)

(নেপথ্যে বৈতালিক)

মহারাজের জয় হোক।

আমাদের মনে হয় তোমার আর সূর্যের লক্ষ্য একই। সূর্য সমস্ত জগতে এই মানুষদের (কর্মাঙ্গন থেকে) অন্ধকার দূর কর, তুমিও এই প্রজাদের সমস্ত শ্রেণীর তমোগুণজাত দোষ দূর কর, এই আলোকপতি সূর্য মধ্যগগনে ক্ষণকালের জন্যে অবস্থান করেন, তুমিও দিনের ষষ্ঠভাগে কিছুক্ষণের জন্যে (বিশ্রাম নিয়ে) তোমার নিজের ইচ্ছেমতো থাক ॥ ১ ॥

বিদূষক—(কান দিয়ে) কাজের আসন থেকে উঠে এই-যে প্রভু এই দিকেই আসছেন। যাই, এ'র কাছে যাই। (প্রস্থান)

প্রবেশক

(উৎকণ্ঠিত রাজা আর বিদূষকের প্রবেশ)

রাজা—দেখবার পর থেকেই সেই সুরসুন্দরী আমার হৃদয়ে প্রবেশ করেছে ; মকরকেতুর (কামদেবের) অব্যর্থ-লক্ষ্য বাণের আঘাতে হৃদয়ে আগে থেকেই পথ তৈরি হয়েছে ॥ ২ ॥

বিদূষক—(স্বগত) তপস্বিনী কাশীরাজদুহিতাকে তুমি খুব কষ্ট দিয়েছ।

(আকাশযানে উর্বশী ও চিত্রলেখার প্রবেশ)

চিত্রলেখা—ওলো, কিছু না বলে কোথায় চললি বল্ তো ?

উর্বশী—সখী ! হেমকুটে যখন লতাপল্লবে ক্ষণিক বাধা পেয়ে আমার আকাশে ওড়া বিঘ্নিত হল তখন তো আমাকে উপহাস করেছিলি, এখন তবে জিজ্ঞেস করছিস কেন ?

চিত্রলেখা—তাহলে কি রাজর্ষি পুরূরবার কাছে যাচ্ছিস ?

উর্বশী—এই আমার নির্লজ্জ বাসনা।

চিত্রলেখা—আগে কাকে পাঠিয়েছিস তবে ?

উর্বশী—হৃদয়কে।

চিত্রলেখা—তাহলে (কী করতে চলেছিস) ভালো করে ভেবে দেখ আগে।

উর্বশী—প্রেমের দেবতাই আমাকে পাঠাচ্ছেন, চিন্তা করার কী আছে ?

চিত্রলেখা—তবে আমার আর কিছু বলার নেই।

উর্বশী—তাহলে পথ দেখিয়ে দে যাতে আমার যেতে কণ্ট না হয়।

চিত্রলেখা—সখী, নিশ্চিন্ত হও। দৈত্যেরা যাতে কোনো ক্ষতি করতে না পারে তার জন্যে সুরগুরু কি আমাদের মাথায় 'অপরাজিতা'-গ্রন্থি[10] বাঁধতে শেখান নি ?

উর্বশী—ওঃ; একদম মনে ছিল না।

চিত্রলেখা—এই আমরা প্রতিষ্ঠানের চূড়ামণির মতো রাজভবনে এসে পেঁছেছি, যা বিশেষভাবে যমুনাসংগমে-পবিত্র ভাগীরথীর জলে যেন নিজেকে দেখছে।

উর্বশী—(তাকিয়ে) বরং বলা যেতে পারে স্বর্গই স্বর্গান্তরে এসেছে। (ভেবে) ওলো, সেই আর্তবন্ধু কোথায় আছেন বলে মনে হয় ?

চিত্রলেখা—নন্দনবনখণ্ডের মতো এই প্রমদবনে নেমে তা জানব।

(উভয়ের অবতরণ)

চিত্রলেখা—(রাজাকে দেখে, সহর্ষে) এই যে প্রথম-উদিত ভগবান্ চন্দ্র যেমন জ্যোৎস্নার অপেক্ষায় থাকে ইনিও তেমনি তোর অপেক্ষায় আছেন।

উর্বশী—(দেখে) প্রথম যেদিন দেখেছি তার চেয়েও ওঁকে আজ বেশি সুন্দর লাগছে।

চিত্রলেখা—এতো স্বাভাবিক। আয়, ওঁর কাছে যাই।

উর্বশী—'তিরস্করিণী'[11]তে প্রচ্ছন্ন হয়ে ওঁর পাশে দাঁড়িয়ে ওঁর কথা শুনি। উনি নির্জনে তাঁর পাশে-বসা বন্ধুকে কী যেন বলছেন।

চিত্রলেখা—তোর যা ইচ্ছে। (তাই করল)

বিদূষক—তোমার দুর্লভ প্রণয়িনীর মিলনের একটা উপায় ভেবেছি। (রাজা নীরব)

উর্বশী—কে সেই নারী যিনি এঁর প্রার্থিতা হয়েও নিজেকে বড়ো বলে ভাবছেন না ?

চিত্রলেখা—তুই যে (সাধারণ) মানুষের মতো আচরণ করছিস দেখছি।

উর্বশী—(অলৌকিক) ক্ষমতায় তা জানতে আমার মন সরছে না রে।

বিদূষক—শুনছ ? আমি বলছি উপায় ভেবেছি একটা।

রাজা—বলো তাহলে।

বিদূষক—তুমি বরং নিদ্রার সেবা করো। ওই নিদ্রাই স্বপ্নে তোমাদের মিলন ঘটাবে। অথবা সেই উর্বশীর প্রতিকৃতি[12] এঁকে তার দিকে চেয়ে থাকো।

উর্বশী—(সহর্ষে) সংকীর্ণ হৃদয় ! এবারে আশ্বস্ত হও।

রাজা—দুটোই ব্যর্থ।

মদনবাণে হৃদয় সর্বদাই বিদ্ধ। মিলনসাধিকা নিদ্রাকে স্বপ্নে পাব কী করে বলো। আর সেই সুমুখীকে চিত্রে সম্পূর্ণরূপে দেখার আগেই যে আমার দু-চোখ জলে ভরে যাবে ॥ ১০ ॥

চিত্রলেখা—সখী! শুনলি?

উর্বশী—শুনলাম। কিন্তু হৃদয়ে সম্পূর্ণ প্রত্যয় পেলাম না।

বিদূষক—আমার বুদ্ধির দৌড় এই পর্যন্তই।

রাজা—(সনিঃশ্বাসে) হয় সে আমার গুরুতর মনোবেদনার কথা জানে না, না-হয় আমার অনুরাগ অলৌকিক ক্ষমতায় জানতে পেরেও আমাকে অবজ্ঞা করছে। সেই মানবীর সঙ্গে আমার মিলনকামনাকে অপ্রাপ্তির নীরসতায় ব্যর্থ করে পঞ্চবাণই কৃতকৃত্য হল ॥ ১১ ॥

চিত্রলেখা—শুনলি তো?

উর্বশী—হায়! আমাকে এমন (বিমুখী) ভাবছেন। ও'র সামনে গিয়ে এর উত্তর তো দিতে পারছি না। দিব্যবলে ভূর্জপত্র নির্মাণ করে তাতেই উত্তর দিতে চাই[১৩]।

চিত্রলেখা—তাই কর। (উর্বশী দ্রুত ভূর্জপত্র নিয়ে তাই করল)

বিদূষক—(দেখে) এ কী! এ কী! সাপের খোলসের মতো এ আবার কী এসে পড়ল!

রাজা—(ভালো করে দেখে) ভূর্জপত্রে কিছু লেখা রয়েছে।

বিদূষক—আপনার বিলাপ শুনে সেই অদৃশ্যা উর্বশী সমান অনুরাগের নিদর্শন হিসেবে এই লেখাটি ফেলে দেন নি তো?

রাজা—কল্পনা সত্যি অবাধগতি। (নিয়ে এবং পড়ে, সহর্ষে) তোমার অনুমান সত্যি হয়েছে।

বিদূষক—এবারে তুমি প্রসন্ন হও। কী লেখা আছে শুনতে ইচ্ছে হচ্ছে।

রাজা—শোনো (পাঠ)—

প্রভু! আমার হৃদয় এখনও তোমার অজানা, কিন্তু অনুরক্ত তোমার প্রতি আমার মনোভাব সম্বন্ধে তুমি যা ভাবছ, তা যদি ঠিক হয়, তবে চূর্ণ পারিজাতের শয্যায় শুলেও নন্দনকাননের বাতাস আমার অঙ্গে অতি-উষ্ণ হয়ে প্রবাহিত হবে কেন ॥ ১২-১৩ ॥

উর্বশী—এখন উনি কী যে বলবেন?

চিত্রলেখা—মৃণালের মতো ক্ষীণ-হয়ে-যাওয়া অঙ্গ দিয়ে তিনি যা বলার তা তো আগেই বলেছেন।

বিদূষক—আহা! আমি নৈবেদ্য পেলে যেমন আশ্বস্ত হই, তুমিও তেমনি (এই পত্র পেয়ে) আশ্বস্ত হলে।

রাজা—একে তুমি শুধু নিছক আশ্বাস বলছ? সখা! সম-অনুরাগের সূচক এবং মধুর অর্থবহ মর্মে মণ্ডিত প্রিয়ার প্রীতি-অভিজ্ঞান এই পত্রে নিবেশিত। মনে হচ্ছে উন্মীলিত-নয়ন-নিয়ে আমার আনন সেই মদির-নয়নার আননের সঙ্গে মিলিত হয়েছে ॥ ১৪ ॥

উর্বশী—এবারে আমাদের প্রেম সম-বিভক্ত হল।

রাজা—বয়স্য, আমার আঙুলের ঘামে অক্ষরগুলো মুছে যাবে। প্রিয়ার এ হস্তাক্ষর তুমি সযত্নে রাখো।

বিদূষক—উর্বশী কি তোমাকে বাসনার ফুলটি দেখিয়ে ফলের বেলায় ফাঁকি দেবে?

উর্বশী—ওলো, কাছে যাওয়ার ব্যাপারে কাতর হৃদয়টি আমি একটু সামলে নিই, ততক্ষণ তুই তাঁর কাছে গিয়ে আমার পক্ষে যা বলা সাজে তাই বল্ গে[১৪]।

চিত্রলেখা—(তিরস্করিণী-প্রত্যাহার করে রাজার কাছে এসে) জয় হোক, জয় হোক মহারাজের।

রাজা—আসুন, আর্যা! সখী সঙ্গে নেই বলে তুমি আমাকে ততটা তৃপ্তি দিতে পারছ না, সঙ্গমে একবার (একসঙ্গে) দেখা যমুনা গঙ্গাকে ছাড়া যেমন তৃপ্তি দিতে পারে না তেমনি ॥ ১৫ ॥

চিত্রলেখা—কেন, প্রথমে দেখা যায় মেঘমালা, তারপরে তো বিদ্যুৎলতা।

বিদূষক—(আড়ালে) ও, ইনি তাহলে উর্বশী নন, তাঁর প্রিয়সখী।

চিত্রলেখা—উর্বশী মহারাজকে প্রণাম জানাচ্ছে—

রাজা—কী আদেশ তাঁর?

চিত্রলেখা—দানব-দুরাচারের সময়ে মহারাজের শরণ নিয়েছিলাম। সেই-আমি আপনাকে দেখার পর থেকেই প্রবলভাবে মন্মথের বশীভূতা হয়ে আবারও আপনার করুণাভিখারিণী।

রাজা—সুমুখী!

তুমি সেই প্রিয়দর্শনাকেই উৎকণ্ঠিতা বলছ। তার জন্যে পীড়িত পুরূরবাকে তুমি দেখছই না। মন্মথকৃত এই প্রণয় আমাদের দুজনেরই একই রকম। তপ্ত লোহার পাতের সঙ্গেই তপ্ত লোহার পাতের সংযোজন বিধেয় ॥ ১৬ ॥

চিত্রলেখা—(উর্বশীর কাছে এসে) সখী আয়। প্রেমের দেবতা তোর চেয়ে তোর প্রিয়তমের উপরে আরও নিষ্ঠুর দেখলাম। তাঁরই দূতী হয়ে এলাম তোর কাছে।

উর্বশী—(তিরস্করিণী প্রত্যাহার করে) বাঃ, আমাকে তো চোখের পলকে ত্যাগ করলি দেখছি।

চিত্রলেখা—এই এক্ষুনি দেখব কে কাকে ত্যাগ করে। প্রথারক্ষা করে চলবি কিন্তু।

উর্বশী—(রাজার কাছে এসে। সলজ্জভাবে) জয় হোক মহারাজের!

রাজা—সুন্দরী!

সত্যি আমারই জয়। তোমার উচ্চারিত এই জয়ধ্বনি দেবরাজ ছাড়া আর কখনও অন্য-কোনো পুরুষকে স্পর্শ করে নি ॥ ১৭ ॥

(হাত ধরে বসালেন)

বিদূষক—দেবী! রাজার প্রিয়বয়স্য এই ব্রাহ্মণকে প্রণাম জানালে না তো!

(উর্বশী স্মিতহাস্যে প্রণাম করল)

বিদূষক—কল্যাণ হোক তোমার।

(নেপথ্যে)

দেবদূত—চিত্রলেখা, উর্বশীকে তাড়াতাড়ি করতে বলো। ভরতমুনি[১৫] আটটি রসের[১৬]

আধার যে নাট্য-প্রয়োগটি তোমাদের শিক্ষা দিয়েছেন অভিনয়রম্য সেই প্রয়োগটি প্রভু (ইন্দ্র) লোকপালদের নিয়ে দেখতে চান ॥ ১৮ ॥

চিত্রলেখা—দেবদূতের কথা প্রিয়সখীর কানে গেল তো ? মহারাজের কাছে বিদায় নে এবারে।

উর্বশী—কথা ফুটছে না আমার।

চিত্রলেখা—মহারাজ! এ পরাধীন। মহারাজ আজ্ঞা দিলে দেবতাদের কাছে একে অপরাধী হতে হবে না।

রাজা—(কোনোরকমে বাক্-নিয়ন্ত্রণ করে) তোমাদের প্রভুর আদেশ পালনে আমি বাধা হব না। কিন্তু এই মানুষটিকে (=আমাকে) মনে রেখো। (উর্বশী বিচ্ছেদদুঃখ অভিনয় করে সখীর সঙ্গে চলে গেল)

রাজা—(সনিঃশ্বাসে) সখা! আমার চোখ থাকা এখন যেন ব্যর্থ।

বিদূষক—(পত্র দেখাতে চেয়ে) এই যে (এইটুকু বলেই মনে মনে) হায় হায়! উর্বশীকে দেখে বিস্ময়বিমূঢ় হয়েছি আমি। ভূর্জপত্রটি যে কখন আমার হাত থেকে খসে পড়েছে বুঝতেই পারি নি।

রাজা—বন্ধু, কী যেন বলতে চাইছ ?

বিদূষক—নিরাশ হোয়ো না। উর্বশী দৃঢ়ভাবে তোমাতে আসক্ত। এতটা গভীর অনুরাগকে সে কখনও শিথিল করবে না।

রাজা—আমার মনও তাই বলছে। যাবার সময়—শরীরটা তার নিজের অধীন নয় বলে নিজের অধীন হৃদয়টুকু সে যেন আমার কাছেই গচ্ছিত রেখে গেল দীর্ঘ-শ্বাস ফেলে, যা তার স্তনকম্পন দেখে অনুমিত হল ॥ ১৯ ॥

বিদূষক—(মনে মনে) আমার বুক কাঁপছে, ভূর্জপত্রের কথাটা ইনি এক্ষুনি না তোলেন।

রাজা—এখন চোখকে পরিতৃপ্ত করি কী দিয়ে ? (মনে করে) ও হ্যাঁ, দাও তো সেই ভূর্জপত্রখানি।

বিদূষক—(বিষাদের অভিনয় করে) সর্বনাশ! দেখছি না তো। উর্বশীর সঙ্গেই উধাও হল বুঝি!

রাজা—সব ব্যাপারে মূর্খের অবহেলা! খুঁজে দেখো।

বিদূষক—(উঠে) এদিকে হতে পারে, না ওদিকে ?

(খোঁজার অভিনয় করে)

(সপরিবারে দেবী কাশীরাজকন্যার প্রবেশ)

দেবী—ওলো নিপুণিকা, তুই যে বললি আর্যপুত্রকে মাণবকের সঙ্গে লতাগৃহে প্রবেশ করতে দেখেছিস, সে কি সত্যি ?

নিপুণিকা—আমি কি আর্যাকে কখনও মিছিমিছি কোনো সংবাদ দিয়েছি ?

দেবী—তাহলে লতার আড়ালে লুকিয়ে এঁর গোপন কথা শুনি। যাতে বুঝতে পারি তুই যা বলেছিস তা সত্যি কি না।

নিপুণিকা—আপনার যা ইচ্ছে।

দেবী—(পরিক্রমা করে) ওলো, মলয়বাতাসে ছেঁড়া টুকরো-কাপড়ের মতো কী একটা উড়ে আসছে না ?

নিপুণিকা—(দেখে) রানীমা, ঘুরতে ঘুরতে আসাতে বুঝতে পেরেছি কিছু লেখা আছে এই ভূর্জপত্রটি। এ কী! এ যে আপনার নূপুরের কোণে এসে লাগল। (নিয়ে) কী! পড়ব তাহলে ?

দেবী—পড়ে দেখ্ আগে। যদি আপত্তিকর কিছু হয় তবে শুনব।

নিপুণিকা—(তাই করে) রানীমা, এ সেই কলঙ্ককথা—মহারাজের উদ্দেশে উর্বশীর কবিতা। আর্য মাণবকের অসাবধানতায় আমাদের হাতে এসে পড়েছে।

দেবী—এর বিষয়টা আমাকে বল্ তাহলে।

(নিপুণিকা রাজার পূর্বপঠিত শ্লোকটি আবৃত্তি করল)

দেবী—এই উপহারটা নিয়েই সেই অপ্সরাকামুকের সঙ্গে দেখা করি। পরিজনদের নিয়ে, লতাকুঞ্জের দিকে ফিরে দাঁড়ালেন।

বিদূষক—বয়স্য, প্রমদবনের কাছে ক্রীড়াপর্বতের পাশে বাতাসের বশীভূত কী যেখা যাচ্ছে !

রাজা—(উঠে) বসন্তের প্রিয় ভগবান দক্ষিণবায়ু !

স্থগন্ধের জন্যে লতাদের বসন্তসম্ভূত পরাগ অপহরণ করো। আমার প্রিয়তমার হস্তলিপি অপহরণ করে তোমার লাভ কী ? অঞ্জনার কাছে প্রেম জানিয়ে তুমি তো এটা বুঝেছ যে এই ধরনের জিনিসই কামার্তদের মনকে একটু সান্ত্বনা দিতে পারে ॥ ২০ ॥

নিপুণিকা—এই জিনিসটারই খোঁজ পড়েছে, রানীমা।

দেবী—তাই তো দেখছি।

বিদূষক—কেসরফুলের রঙের মতো এই ময়ূরের পালক দেখে আমি প্রতারিত হয়েছি।

রাজা—আমি সর্বদিক থেকেই হতভাগ্য।

দেবী—(সামনে এসে) আর্যপুত্র ! হতাশ হোয়ো না, এই সেই ভূর্জপত্র।

রাজা—(সসম্ভ্রমে) দেবী তুমি ? এসো এসো।

বিদূষক—(আড়ালে) আঃ আসার আর সময় পেলেন না ইনি !

রাজা—(জনান্তিকে) সখা কী করি এখন ?

বিদূষক—হাতেনাতে ধরা-পড়া চোর আর কী কৈফিয়ৎ দেবে ?

রাজা—(আড়ালে) মূর্খ ! এখন পরিহাসের সময় নয়। (প্রকাশ্যে) দেবী ! আমি এটাকে খুঁজছিলাম না, আমরা একেবারে অন্য-একটা জিনিস খুঁজছিলাম।

দেবী—সৌভাগ্যলাভ তো এই এইভাবেই গোপন করতে হয়।

বিদূষক—দেবী ! শিগ্গির এঁর খাবার ব্যবস্থা করুন, যাতে পিত্তটাকে একটু দমন করতে পারেন।

দেবী—নিপুণিকা ! ব্রাহ্মণ দেখছি তার বয়স্যের সপক্ষে ভালো একটা অজুহাত খাড়া করেছে।

বিদূষক—দেবী ! দেখবেন, পিশাচকেও ভোজনে তুষ্ট রাখা যায়।

রাজা—মূর্খ, তুমি দেখি, সবলে আমাকে অপরাধী সাব্যস্ত করে ছাড়লে।

দেবী—তোমার কোনো অপরাধ নেই। আমিই অপরাধিনী, আমার দর্শন তোমার একান্ত অবাঞ্ছিত জেনেও আমি তোমার সামনে দাঁড়িয়ে

আছি। আমি বরং যাই। (ক্রোধের অভিনয় করে যেতে চাইলেন)

রাজা—আমি সত্যিই অপরাধী। হে রম্ভোরু, প্রসন্ন হও, রাগ কোরো না। সেব্য যখন কুপিত, তখন সেবক কী করে নির্দোষ হবে? ॥ ২১ ॥

(পায়ে পড়লেন)

দেবী—(মনে মনে) আমার মন এমন দুর্বল নয় যে আমি এই অনুনয়কে মূল্য দেব। কিন্তু এই অভব্যতার পরে আমার অনুতাপ হবে, সেই ভয় করছি। (পরিজনসহ রাজার কাছ থেকে প্রস্থান)

বিদূষক—রানী গেলেন, বর্ষায় আবিল নদীর মতো। ওঠো এখন।

রাজা—(উঠে) বয়স্য, এ অনুচিত কিছু নয়। দেখো—

যদি যথার্থ প্রেম না থাকে তাহলে প্রিয়জনের ভালো ভালো কথায়-ভরা অনুনয় কৃত্রিম-রঙে-রঙিন মণির মতোই নারীদের হৃদয় স্পর্শ করে না ॥ ২২ ॥

বিদূষক এ তোমার অনুকূলই হল বলব। চোখের অসুখ থাকলে কেউ প্রদীপের আলো সহ্য করতে পারে না।

রাজা—না, তা বোলো না। আমার মন উর্বশীগত হলেও দেবীর প্রতি আমার সম্মান অব্যাহত আছে। কিন্তু আমার অনুনয়ে তিনি যখন সাড়া দিলেন না, তখন আমিও ধৈর্য ধরে থাকব (দেখি, তিনি অনুতপ্ত হন কি না)।

বিদূষক—তোমার ধৈর্য অক্ষয় হোক। কিন্তু ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণের প্রাণ বাঁচাও দয়া করে। স্নানাহারের বেলা হল যে।

রাজা—(উপর দিকে তাকিয়ে) দুপুর গড়িয়ে গিয়েছে।

তাপ সহ্য করতে না পেরে ময়ূর তরুমূলে শীতল আলবালে এসে বসেছে। ভ্রমর কর্ণিকার ভেদ করে তার মধ্যে লীন হচ্ছে। উষ্ণ জল ত্যাগ করে কারণ্ডেরা তীরলগ্ন পদ্মলতাকে আশ্রয় করছে, ক্রীড়াগৃহে এই পঞ্জরের শুক ক্লান্ত হয়ে জল প্রার্থনা করছে ॥ ২৩ ॥

(সকলের প্রস্থান)

॥ দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত ॥

×××××××××××× তৃতীয় অঙ্ক ××××××××××××

(ভরতের দুজন শিষ্যের প্রবেশ)

প্রথম—ভাই পল্লব, মহেন্দ্রসদনে যাবার সময় আমাদের আচার্যদেব তোমাকে আসনে বসিয়ে রাখলেন আর অগ্নিগৃহ রক্ষার ভার দিলেন আমার উপরে। তাই জিজ্ঞেস করছি, গুরুদেব-পরিচালিত অভিনয়ে দেবসভা সন্তুষ্ট হয়েছে তো?

দ্বিতীয়—গালব, সন্তুষ্ট হয়েছে কি না জানি না। সেখানে সরস্বতীর 'লক্ষ্মীস্বয়ংবর' কাব্যবন্ধের অনুষ্ঠানে নানা রসে দেবসভা মশগুল হয়েছিল ঠিকই, তবে—

প্রথম—তোমার অসমাপ্ত বাক্য শুনে মনে হচ্ছে কোথায় যেন গোলমাল আছে।

দ্বিতীয়—হ্যাঁ, অভিনয়ের সময় উর্বশী একটা জায়গায় ভুল করে ফেলেছে।

প্রথম—কী করে?

দ্বিতীয়—লক্ষ্মীর ভূমিকায় ছিল উর্বশী। বারুণীর ভূমিকায় ছিল মেনকা। বারুণী লক্ষ্মীকে জিজ্ঞেস করলেন—সখী, স্বয়ং কেশব ও লোকপালকবৃন্দসহ ত্রিভুবনের শ্রেষ্ঠ পুরুষেরা সমবেত হয়েছেন। সখী, এঁদের মধ্যে কার দিকে তোর টান বল্ তো?

প্রথম—তারপর?

দ্বিতীয়—তারপর উর্বশীর মুখ দিয়ে 'পুরুষোত্তম' এই কথাটির বদলে 'পুরুরবা' কথাটি বেরিয়ে গেল।

প্রথম—ইন্দ্রিয় ভবিতব্যকেই অনুসরণ করে। গুরু তার উপরে ক্রুদ্ধ হলেন না?

দ্বিতীয়—আচার্যদেব তাকে অভিশাপ দিলেন। দেবরাজ পরে অনুগ্রহ করলেন।

প্রথম—কী রকম?

দ্বিতীয়—'আমার নির্দেশ তুমি মান নি, তাই স্বর্গে তোমার ঠাঁই নেই।' —আচার্যদেব এই অভিশাপ দিলেন। অভিনয়ের শেষে সে যখন লজ্জানত মুখ নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল তখন দেবরাজ বললেন, যার প্রতি তুমি আসক্ত সেই রাজর্ষি আমার সংগ্রামের সাথী বলে তার কিছু উপকার আমাকে করতেই হবে[১]। তাই বলছি, যতদিন পুরুরবা তোমার গর্ভের সন্তানের মুখ না দেখেন ততদিন তোমার ইচ্ছেমতো তুমি পুরুরবার সেবা করো।

প্রথম—অন্যের হৃদয় সম্বন্ধে যার বোধ আছে, সেই-ইন্দ্রেরই উপযুক্ত এই কাজটি।

দ্বিতীয়—(সূর্য দেখে) কথা বলতে বলতে আমরা ভুল করে ফেললাম। গুরুর স্নানের বেলা বয়ে গেল। এসো আমরা দুজনে তাঁর কাছে যাই।

(দুজনের প্রস্থান)

বিষ্কম্ভক সমাপ্ত

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চুকী—সংসারী জীব মাত্রেই প্রথম বয়সে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করে, পরে পুত্রেরা তার ভার নিয়ে নিলে সে অবসর ভোগ করে। আমাদের বার্ধক্যে দিনে দিনে শরীর ক্ষয় করতে করতে বাঁধা পড়ে সেবার দাসত্বে। অন্তঃপুররক্ষার এই কাজ সত্যিই কষ্টকর ॥ ১ ॥

(পরিক্রমা করে)

মান ত্যাগ করে ব্রতচারিণী কাশীরাজকন্যা বিশেষ একটি ব্রতপালনের জন্যে নিপুণিকার মুখ দিয়ে অনুরোধ করেছেন মহারাজকে। তাঁর আদেশে আমাকেও সেই অনুরোধ জানাতে হবে তাঁকে। যাই মহারাজের সঙ্গে দেখা করি। তিনি নিশ্চয় এখন সান্ধ্য প্রার্থনা শেষ করে থাকবেন। (পরিক্রমা করে এবং দেখে) দিনান্তের রাজবাড়ির দৃশ্য সত্যিই মনোরম। কারণ এখানে—

রাত হল বলে ময়ূরেরা দাঁড়ের উপরে ঘুমিয়ে পড়েছে, মনে হচ্ছে তারা যেন ভাস্কর্যের মতো উৎকীর্ণ। ছাদের কার্নিশগুলো জানলা-দিয়ে-বেরোনো ধূপের ধোঁয়াকে পায়রা বলে ভুল করাচ্ছে। অন্তঃপুরের আচারপূত বৃদ্ধেরা পুষ্পোপচারে বিকীর্ণ বিশেষ বিশেষ স্থানে উজ্জ্বল সন্ধ্যামঙ্গলদীপ জ্বালাচ্ছেন ॥ ২ ॥

(নেপথ্যের দিকে তাকিয়ে)

মহারাজ এদিকেই আসছেন পরিচারিকাদের হাতে-ধরা প্রদীপে পরিবৃত হয়ে রাজা কর্ণিকার-ফুলে-ছাওয়া পর্বতের মতো শোভা পেলেন, যে-পর্বতের পাখা ইন্দ্র কাটেন নি ॥ ৩ ॥

এখন দৃষ্টিপথে থেকে এঁর জন্যে অপেক্ষা করি।

(যথানির্দিষ্ট রাজা ও বিদূষকের প্রবেশ)

রাজা—(মনে মনে) দিনের বেলাটা কাজের মধ্যে উৎকণ্ঠিত থেকে অতিকষ্টে আমি কাটিয়ে দিয়েছি। কিন্তু রাত কাটাব কী করে? রাতের প্রহরগুলো যে চিত্তবিনোদনের অভাবে সুদীর্ঘ মনে হবে ॥ ৪ ॥

কঞ্চুকী—(কাছে এসে) মহারাজের জয় হোক। মহারাজ, দেবী জানাচ্ছেন—মণিহর্ম্যপ্রাসাদ থেকে চাঁদ খুব সুন্দর দেখা যাবে। যতক্ষণ চাঁদ রোহিণীর সঙ্গে মিলিত[২] না হয়, ততক্ষণ সেখানে অপেক্ষা করতে চাই।

রাজা—আর্য লাতব্য! দেবীকে জানাও, তিনি যা চান আমি তাই করব।

কঞ্চুকী মহারাজ যা বলেন। (প্রস্থান)

রাজা—বয়স্য! সত্যিই কি ব্রতের জন্যেই দেবীর আয়োজন?

বিদূষক—আমার মনে হয় তোমার প্রণিপাত লঙ্ঘন করে দেবী অনুতপ্ত হয়েছেন, এই দোষক্ষালনের জন্যেই তাঁর এই ব্রতপালন।

রাজা—তুমি ঠিকই বলেছ। কারণ—

স্বামীদের প্রণিপাতকে অবজ্ঞা করে মনস্বিনীরা পরে অন্তরে দগ্ধ হলেও দয়িতদের অনুনয়ে গোপনে লজ্জিত হন ॥ ৫ ॥

তাহলে, মণিহর্ম্যপ্রাসাদের পথ দেখাও।

বিদূষক—এই দিকে, এই দিকে মহারাজ। গঙ্গাতরঙ্গের মতো সুন্দর এই স্ফটিকসোপান দিয়ে তুমি সন্ধ্যায়-রমণীয় মণিহর্ম্যে আরোহণ করো।

রাজা—তুমি আগে ওঠো।

(সকলের সোপানে আরোহণের অভিনয়)

বিদূষক—(দেখেশুনে) বন্ধু, চাঁদ এখুনি উঠবে মনে হয়, কারণ অন্ধকারমুক্ত পূর্বদিকটা দেখতে সুন্দর লাগছে।

রাজা—ঠিক বলেছ।

উদয়পর্বতে আড়ালে-থাকা চাঁদের কিরণে অন্ধকার দূর হওয়ায় মনে হচ্ছে পূর্বদিক যেন বিক্ষিপ্ত কেশপাশ সংযত করে নিল। এ অবস্থায় (সুন্দরী নারীর মতোই) প্রাচী আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে ॥ ৬ ॥

বিদূষক - আহা! দ্বিজরাজ (চাঁদ) একদিকে-ভাঙা চিনির ডেলার রূপ নিয়ে উদিত হলেন[৩]।

রাজা—(সহাস্যে) পেটুকের রাজা সর্বত্র শুধু খাবার-জিনিসেই গড়া। (কৃতাঞ্জলি হয়ে প্রণাম করে) ভগবান নিশাপতি!

যে-তুমি ধর্মচারীদের (যজ্ঞাদি) ক্রিয়াসম্পাদনের সহায়তায় সূর্যে সঙ্গত হও, অমৃতদানে দেবতা ও পিতৃপুরুষদের তৃপ্ত কর, রাত্রিতে ঘনায়মান অন্ধকারকে বিনাশ কর, হরচূড়ায় নিজেকে স্থাপিত কর, সেই-তোমাকে নমস্কার করি ॥ ৭ ॥

(শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন)

বিদূষক—বন্ধু, তোমার পিতামহের[৪] অনুমতি পেয়ে এবারে আসনে বোসো চুপ করে, আমিও একটু বসি। মনে করো এই অনুমতি-বচন তোমার ঐ পিতামহ এই ব্রাহ্মণে সংক্রামিত করেছেন। (অর্থাৎ আমার মুখ দিয়েই তিনি তোমাকে আসন গ্রহণের আজ্ঞা দিচ্ছেন।)

রাজা—(বিদূকের কথা শুনে উপবেশন করে, পরিজনদের দেখে) চাঁদের আলো ফুটলে দীপের আলোর পুনরুক্তিতে আর প্রয়োজন কী? তোমরা এবারে বিশ্রাম নিতে পার।

পরিজনেরা—মহারাজের যা আদেশ। (প্রস্থান)

রাজা—(চাঁদের দিকে তাকিয়ে) বন্ধু, এক ঘন্টা বাদে দেবী আসবেন। ততক্ষণ আমার অবস্থাটা নির্জনে বলি তোমাকে।

বিদূষক—এ তো বোঝাই যাচ্ছে। তবে, ঐরকম অনুরাগ দেখে তুমি অবশ্যই আশায় বুক বেঁধে নিজেকে সামলে নিতে পার।

রাজা—তা অবশ্য সত্যি। কিন্তু আমার হৃদয়তাপ অত্যন্ত প্রবল।

নদীর স্রোত কঠিন শিলায় বাধা পেয়ে শতধারায় উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে,
মিলনসুখের বাধাতেও তেমনি প্রেম শতগুণ বৃদ্ধি পায় ॥ ৮ ॥

বিদূষক—ক্রমশ-ক্ষীণ-হয়ে-যাওয়া শরীরে তোমাকে যে আরও সুন্দর লাগছে, তাতে মনে হচ্ছে তোমার প্রিয়সমাগমের আর দেরি নেই।

রাজা—(লক্ষণ সূচিত করে) বয়স্য!

আশাজনক কথা বলে তুমি যেমন গুরুতর-ব্যথায়-ব্যথিত আমাকে আশ্বাস দিচ্ছ,
আমার এই দক্ষিণবাহু তেমনি স্পন্দন জাগিয়ে আমাকে আশ্বাস দিচ্ছে[৫] ॥ ৯ ॥

বিদূষক—ব্রাহ্মণের কথা মিথ্যে হয় না।

(রাজার প্রত্যাশা নিয়ে অবস্থান)

(আকাশযানে অভিসারিকা বেশে উর্বশী ও চিত্রলেখার প্রবেশ)

উর্বশী—(নিজেকে দেখে) ওলো চিত্রলেখা, গায়ে সামান্য গয়না আর পরনে নীল শাড়ি—আমার এই অভিসারিকার বেশ কি তোর ভালো লাগছে?

চিত্রলেখা—প্রশংসা করবার মতো ভাষার দৌড় আমার নেই। শুধু ভাবছি, আমি যদি পুরূরবা হতাম!

উর্বশী—সখী প্রেমের দেবতা তোকে আদেশ দিচ্ছে—আমাকে শিগ্‌গির প্রিয়তমের আবাসে নিয়ে চল্‌।

চিত্রলেখা—এই তো তোর প্রিয়তমের ভবনে এসে পড়েছি দুজনে, এ ভবন যেন কৈলাসেরই নামান্তর মাত্র।

উর্বশী—তাহলে দিব্য প্রভাবে জেনে নে, আমার সেই মন-চোর কোথায় কী করছেন।

চিত্রলেখা—(ধ্যান করে। মনে মনে) ঠিক আছে, প্রথমে এর সঙ্গে একটু মজা করি। ওলো, এই তো মনের মতো প্রিয়াসমাগমের সুখ অনুভব করার জায়গাতেই তিনি আছেন।

(উর্বশীর বিষণ্ণতার অভিনয়)

চিত্রলেখা—বোকা কোথাকার। (তুই ছাড়া) প্রিয়াসমাগমের অন্য চিন্তা করছিস কেন?

উর্বশী—(দীর্ঘশ্বাস ফেলে) তোর কথায় একটু সন্দেহের কাঁটা থাকায় আমার হৃদয় কেমন অনুদার হয়েপড়েছিল।

চিত্রলেখা—(দেখে) এই যে রাজর্ষি মণিহর্ম্য প্রাসাদে আছেন, তাঁর সঙ্গে রয়েছেন বয়স্য। আয় তবে, এঁর কাছে যাই।

(উভয়ের অবতরণ)

রাজা—রাত্রির সঙ্গে সঙ্গে আমার মদনজ্বালাও বাড়ছে।

উর্বশী—ঠিক মর্মোদ্ধার করতে না পারায় এ কথায় হৃদয় কাঁপছে। তাই যতক্ষণ না আমাদের সংশয় দূর হচ্ছে ততক্ষণ আড়ালে থেকেই এঁদের গোপন কথা শুনি।

চিত্রলেখা—তোর যেমন ইচ্ছে।

বিদূষক—তাহলে এই অমৃতগর্ভ চাঁদের আলো উপভোগ কর না কেন?

রাজা—এ ধরণের কোনো উপায়েই এই অস্বস্তি দূর করা যাবে না। দেখো—

সদ্য-আহৃত কুসুমে রচিত শয্যা, চন্দ্রকিরণ, সর্বাঙ্গে চন্দনলেখা বা মণিহার কিছুই আমার মদনজ্বালা দূর করতে পারবে না ; যদি পারে সেই দিব্যাঙ্গনা অথবা—

উর্বশী—অথবা আর কে ?

রাজা—তার বিষয়ে নির্জনে কোনো কথাই পারবে তা লাঘব করতে ॥ ১০ ॥

উর্বশী—হে হৃদয় ! এখন আমাকে ত্যাগ করে তাঁর (ঐ রাজর্ষির) মধ্যে সংক্রামিত হয়ে তুমি ধন্য হলে।

বিদূষক—হ্যাঁ, আমিও যখন শিখরিণী[৬] বা রসাল হাতে পাই তখন মনে মনে তাদের চেয়ে এবং তাদের নাম করে সান্ত্বনা পাই।

রাজা—এতো তুমি পেতেই পার।

বিদূষক – তুমি তাকে শিগ্গিরই পাবে।

রাজা—বন্ধু, আমার মনে হয়—

চিত্রলেখা—শোন্, অসন্তুষ্টা, শোন্।

বিদূষক—কী মনে হয় ?

রাজা—রথের ঝাঁকুনিতে তার কাঁধের স্পর্শ পাওয়ায় আমার এই কাঁধের অংশটুকুই ধন্য শরীরের অন্য অঙ্গগুলো শুধু পৃথিবীর ভারমাত্র ॥ ১১ ॥

চিত্রলেখা—সখী, আর দেরি করছিস কেন ?

উর্বশী –(হঠাৎ এগিয়ে এসে) ওলো, আমি সামনে এলেও মহারাজ যে উদাসীন হয়েই রইলেন !

চিত্রলেখা—ওলো, বেশি তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে তুই যে তিরস্করিণী-মায়াই ছাড়িস নি।

(নেপথ্যে)

এদিকে, এদিকে আসুন দেবী !

(সকলে কান দিল। উর্বশী সখীসহ বিষণ্ণা)

বিদূষক—কী মুশকিল ! কী মুশকিল ! দেবী এসে পড়লেন দেখছি। তাহলে কথার রাশ টানো এখন।

রাজা—তুমিও মনটাকে এখন জানান দিও না।

উর্বশী—ওলো, এখন কী করব ?

চিত্রলেখা—ভয় পাস নে। আমরা তো অদৃশ্য হয়েই আছি। রাজমহিষী উপবাসব্রতের

বেশ ধারণ করেছেন দেখছি। তাই এখানে ইনি বেশিক্ষণ থাকবেন না।

(দেবী ও তাঁর সঙ্গে নৈবেদ্যহাতে পরিজনদের প্রবেশ)

দেবী—(চাঁদ দেখে) নিপুণিকা! রোহিণীর সঙ্গে মিলিত চন্দ্রদেবকে আরও সুন্দর লাগছে।

চেটী—এখন দেবীর সঙ্গে মিলনে প্রভুও বিশেষ রমণীয় হলেন।

(পরিক্রমা)

বিদূষক—জানি না দেবী আমাকে কোনো উপহার দিতে আসছেন, না ব্রতের ছলে রাগ ভুলে তোমার প্রণিপাত লঙ্ঘন করায় দোষক্ষালন করতে আসছেন। (যেজন্যেই আসুন) আমার চোখে আজ ভারি সুন্দর লাগছে দেবীকে।

রাজা—(সহাস্যে) দুটোই হতে পারে, তবে তোমার পরের অনুমানটিই আমার কাছে ঠিক বলে মনে হচ্ছে। কারণ,

এঁর পরিধানে শুভ্র বসন, অঙ্গে মঙ্গলানুষ্ঠানের উপযোগী অলংকার, কেশগুচ্ছে পবিত্র দূর্বাদাম। তাঁর (শুচিসুন্দর) দেহ দেখে মনে হচ্ছে ব্রতের ছলে অবিনয় ত্যাগ করে ইনি আমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছেন ॥ ১২ ॥

দেবী—(কাছে এসে) আর্যপুত্রের জয় হোক।

পরিজনেরা—প্রভুর জয় হোক।

বিদূষক—তোমাদের কল্যাণ হোক।

রাজা—এসো দেবী! (তাঁর হাত ধরে বসালেন)

উর্বশী—সখী, এই যে ইনি 'দেবী'-শব্দে সম্বোধিতা হলেন, তা ঠিকই হয়েছে। দীপ্তিমত্তায় ইনি শচীর চেয়ে কিছু কম নন[৭]।

চিত্রলেখা—তোর এই ঈর্ষ্যাহীন উক্তি অভিনন্দনযোগ্য।

দেবী—আর্যপুত্রকে সামনে রেখে আমি একটি বিশেষ ব্রত উদ্‌যাপন করব। তাই কিছুক্ষণের জন্যে এই উপরোধ তোমাকে মেনে নিতে হবে।

রাজা—অমন করে বোলো না। উপরোধ মোটেই নয়, বলো 'অনুরোধ'।

বিদূষক—'স্বস্তিবাচন' উপহার[৮] সহ এ ধরণের উপরোধ বার বার হোক।

রাজা—দেবীর পালনীয় এই ব্রতের নাম কী? (দেবী নিপুণিকার দিকে তাকালেন)

নিপুণিকা—প্রভু, এর নাম 'প্রিয়ানুপ্রসাদন'[৯]।

রাজা—(দেবীর দিকে চেয়ে) যদি তাই হয়, হে কল্যাণী! বৃথাই তুমি এই ব্রতপালন করে তোমার মৃণালকোমল শরীরকে (অঙ্গকে) পীড়িত করছ। যে উৎসুক হয়ে তোমারই প্রসন্নতা ভিক্ষা করছে, সেই-দাসকেই তুমি প্রসন্ন করতে চলেছ? ॥ ১৩ ॥

উর্বশী—দেবীর প্রতি এঁর বিপুল সম্মান।

চিত্রলেখা—বোকা মেয়ে! অন্যের প্রতি আসক্ত নাগরের সৌজন্যের মাত্রা একটু বেশিই হয়!

দেবী—(সহাস্যে) আর্যপুত্রকে যে একথা বলতে হল এটুকুকেই ব্রতপালনের ফল বলতে পারি ॥

বিদূষক—আর কথা নয় বন্ধু! সুন্দর কথার পর আর বেশি পীড়াপীড়ি চলে না।

দেবী—মেয়েরা! তোরা পুজোর উপকরণগুলো নিয়ে আয়; মণিহর্ম্যে ছড়িয়ে-

পড়া চাঁদের কিরণকে পুজো করব আমি।

পরিজনেরা—তাই আনছি, দেবী। এই যে গন্ধকুসুম ও অন্যান্য উপচার।

দেবী—(গন্ধপুষ্পাদি দিয়ে চন্দ্রালোকে পুজোর অভিনয় করে) ওলো, তোরা আর্য মাণবককে এই মিঠাইগুলো দিয়ে আয়।

পরিজনেরা—দেবীর যা আদেশ। আর্য মাণবক, এগুলো আপনার জন্যে।

বিদূষক—(মিষ্টান্নের সরা নিয়ে) কল্যাণ হোক দেবীর। তোমার উপবাস বহুফল বয়ে আনুক।

দেবী—আর্যপুত্র! এদিকে এসো।

রাজা—এই যে আমি।

দেবী—(রাজাকে পুজো করার অভিনয় করে কৃতাঞ্জলি হয়ে প্রণাম করে) এই আমি দেবতামিথুন রোহিণীচন্দ্রকে সাক্ষী করে আর্যপুত্রকে প্রসন্ন করছি। আজ থেকে যে-স্ত্রীকে আর্যপুত্র চাইবেন, যে-স্ত্রী আর্যপুত্রের মিলনপ্রার্থিনী তার সঙ্গে আমি প্রীতিবন্ধনে বাঁধা পড়ব।

উর্বশী—আহা! আমি জানি না একথার তাৎপর্য কী? আমার মন কিন্তু (এঁর প্রতি) বিশ্বাসে নির্মল হয়েছে।

চিত্রলেখা—এই মহাপ্রাণা পতিব্রতার অনুমতিতে তোর প্রিয়সমাগমের আর কোনো বাধা থাকবে না।

বিদূষক—(মনে মনে) হাতের মাছ পালিয়ে গেলে জেলে বলে 'পুণ্য হবে'[১০]। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, মহারাজ কি দেবীর এত প্রিয়?

(দেবী—মূর্খ! আমি নিজের সুখ বিসর্জন দিয়েও আর্যপুত্রকে সুখী করতে চাই। এতেই বুঝে নাও তিনি আমার প্রিয় কিনা।)

রাজা—তোমার এই দানকে তুমি অন্যের হাতে তুলে দিতে পার বা কেড়ে নিতেও পার। কিন্তু হে ভীরু! তুমি আমাকে যা ভাবছ, আমি তা নই ॥ ১৪ ॥

দেবী—হও বা না হও। আমি প্রিয়ানুপ্রসাদন-ব্রত যেমনটা চেয়েছিলাম, তেমনি করেই পালন করেছি। আয় মেয়েরা, আমরা যাই। (প্রস্থান)

রাজা—তুমি যদি এখন আমাকে ছেড়ে চলে যাও, তাহলে আমি তো 'প্রসাদিত হলাম' এমন বলতে পারব না।

দেবী—আর্যপুত্র! আমি (ব্রতপালনব্যাপারে) কখনও নিয়মভঙ্গ করি নি। (পরিজনেদের নিয়ে প্রস্থান)

উর্বশী—সখী, রাজর্ষি পত্নীপ্রেমিক, কিন্তু আমি তো হৃদয়কে নিবৃত্ত করতে পারছি না।

চিত্রলেখা—এখন কি নিরাশ হয়ে ফিরে যাবি?

রাজা—(আসনে এসে বসে) বয়স্য! দেবী (যথেষ্ট) দূরে চলে যান নি কি?

বিদূষক—যা বলতে চাও নির্ভয়ে বলো। বদ্যি যেমন হাল ছেড়ে দেয়, তোমার সম্বন্ধে দেবীও তেমনি হাল ছেড়ে দিয়েছেন[১১]।

রাজা—যদি উর্বশী…

উর্বশী—আজ কৃতার্থা হয়।

রাজা—…সেই কান্তা অদৃশ্যা হলেও যদি আমার মনে শুধু নূপুরের ধ্বনিটি বর্ষণ

করত ! যদি পিছন থেকে ধীরে ধীরে এসে তার করপদ্মের বেষ্টনীতে আমার চোখ চেপে ধরত। অথবা যদি এই হর্ম্যে অবতরণ করার পর তার চতুরা সখী ভয়ে-শ্লথগতি তাকে একপা-একপা করে সবলে আমার কাছে ধরে আনত ! ॥ ১৫ ॥

উর্বশী—সখী, এই আমি তাঁর মনোরথ পূর্ণ করছি। (তাঁর পিছনে গিয়ে চোখ চেপে ধরল)

(চিত্রলেখা বিদূষককে ইশারা করল)

রাজা—(স্পর্শ-অনুভব রূপায়িত করে) সখা এই সেই নারায়ণের উরুসম্ভূতা সুন্দরী।

বিদূষক—জানলে কী করে ?

রাজা—না জানার কী আছে ?

অনঙ্গপীড়িত আমার এই দেহকে করস্পর্শে আর কেউ আনন্দ দিতে পারবে না। কুমুদ তো চন্দ্রকিরণেই উচ্ছ্বসিত হয়, সূর্যকিরণে নয় ॥ ১৬ ॥

উর্বশী—(হাত সরিয়ে একটু এগিয়ে গিয়ে) জয় হোক মহারাজের !

রাজা—সুন্দরী ! স্বাগত।

চিত্রলেখা—সুখে আছেন তো বন্ধু !

রাজা—সুখ এক্ষুনি এল বলা চলে।

উর্বশী—সখী, দেবী মহারাজকে দিয়ে গেলেন। তাঁরই বান্ধবী হিসেবেই আমি এঁর দেহসম্পর্কে এসেছি। অধিকারভঙ্গ করেছি বলে আমাকে দোষ দিতে পারবি না।

বিদূষক—ও, তাহলে তোমরা এখানে সূর্য-অস্ত-যাবার সময় থেকেই আছ !

রাজা—(উর্বশীকে দেখে) দেবী দিয়েছেন বলে যদি আমার অঙ্গস্পর্শ করে থাক তাহলে জিজ্ঞেস করব প্রথমে কার অনুমতিতে তুমি আমার হৃদয় চুরি করেছিলে ? ॥ ১৭ ॥

চিত্রলেখা—বয়স্য, এর উত্তর এ দিতে পারবে না। এখন আমার অনুরোধ শুনুন।

রাজা—সাগ্রহে শুনছি।

চিত্রলেখা—বসন্তের পর গ্রীষ্ম এলে সূর্য-আরাধনা করব। তাই বলছিলাম, আমার প্রিয়সখী যাতে স্বর্গের জন্যে উৎকণ্ঠিত না হয়, আপনি তার ব্যবস্থা করবেন।

বিদূষক—স্বর্গে মনে রাখবার মতো এমন কী আছে ? সেখানে তো না আছে পান, না আছে ভোজন। কেবল অনিমেষ-নয়নে মাছের অনুকরণ করা।[১২]

রাজা—ভদ্রে,

স্বর্গ অনির্বচনীয় সুখের রাজ্য। তাকে কে ভোলাতে পারে ? তবে (এটুকু জানবে) অন্য নারীর অলভ্য এই পুরূরবা তার (তোমার সখীর) দাস হয়ে থাকবে ॥ ১৮ ॥

চিত্রলেখা—অনুগৃহীত হলাম। উর্বশী ! মন খারাপ না করে আমাকে বিদায় দে, ভাই !

উর্বশী—(চিত্রলেখাকে আলিঙ্গন করে) সখী, আমাকে ভুলে যাস নে।

চিত্রলেখা—(সহাস্যে) বয়স্যের সঙ্গে যখন তোর মিলন হল, তখন তো আমার তোর কাছেই এই অনুরোধ করতে হবে। (রাজাকে প্রণাম করে প্রস্থান)

বিদূষক—এখন তো মনোরথের পূর্ণতায় ধন্য তুমি।

রাজা—সত্যি এ আমার গৌরব। দেখো—

সখা, এর চরণদুটির রমণীয় দাসত্বলাভ করে আমি যতটা কৃতার্থ হয়েছি, সামন্ত-রাজাদের মুকুটমণিতে রঞ্জিত শাসন এবং একচ্ছত্র প্রভুত্বতেও আমি নিজেকে ততটা কৃতার্থ মনে করি না ॥ ১৯ ॥

উর্বশী—এর চেয়েও প্রিয়তর কিছু বলবার সাধ্য আমার নেই।

রাজা—(উর্বশীর হাত ধরে) কী অদ্ভুত! ঈপ্সিতলাভও বিপরীত ফল দেয়—

চন্দ্রের সেই কিরণজাল এখন আমার শরীরকে পরিতৃপ্ত করে। মদনের সেই বাণরাজি এখন আমার অনুকূল। হে সুন্দরী, যে-সব জিনিস আমার কাছে প্রতিকূলতায় রুক্ষ ছিল, সে-সব কিছুই তোমার সঙ্গে মিলনের পর সুখকর হয়েছে ॥ ২০ ॥

উর্বশী—দেরি করে এসে আমি মহারাজের কাছে অপরাধ করেছি।

রাজা—না, তা নয়।

দুঃখের পর যে সুখ আসে তা আরও বেশি উপভোগ্য। যে তাপসন্তপ্ত, তরুচ্ছায়া তার পক্ষেই বিশেষ আরামদায়ক ॥ ২১ ॥

বিদূষক—বন্ধু, প্রদোষ-রমণীয় চন্দ্রকিরণ আমরা উপভোগ করলাম। এবারে ঘরে যাবার সময় হল[১৩]।

রাজা—তাহলে তোমার সখীকে পথ দেখিয়ে দাও।

বিদূষক—এই দিক দিয়ে আসুন, আর্য।

রাজা—সুন্দরী! এখন আমার প্রবল বাসনা—

উর্বশী—কী?

রাজা—আমার বাসনা যখন পূর্ণ হয় নি, তখন রাত আমার কাছে মনে হত শত-গুণে বিস্তারিত। তোমার সঙ্গে মিলনের পর যদি রাত অমনিই দীর্ঘায়িত মনে হয় তাহলে আমি ধন্য হব ॥ ২২ ॥

(সকলের প্রস্থান)

॥ তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × × × চতুর্থ অংক × × × × × × × × × × × × × ×

(নেপথ্যে সহজন্যা ও চিত্রলেখার প্রবেশসূচক আক্ষিপ্তিকা-গীতি[১])

প্রিয়সখীর বিচ্ছেদে কাতর চিত্রলেখা সখীকে (সহজন্যাকে) নিয়ে সরোবরের তীরে এলেন; যে-সরোবরে সূর্যকিরণের স্পর্শে পদ্ম প্রস্ফুটিত ॥ ১ *

(সহজন্যাকে নিয়ে চিত্রলেখার প্রবেশ)

চিত্রলেখা—(প্রবেশ করে দ্বিপদিকাগীত[২] গাইতে গাইতে চারদিক দেখে) সরোবরে সহচরীর দুঃখে কাতর প্রীতিবদ্ধ হংসীযুগল[৩] অশ্রুসিক্ত নয়নে বিলাপ করছে ॥ ২ *

(বিষণ্ণ চিত্রলেখা ও সহজন্যার প্রবেশ)

সহজন্যা—(চিত্রলেখাকে দেখে) সখী! ম্লান পদ্মের মতো তোর মুখচ্ছবি তোর মনের অবস্থা বলে দিচ্ছে। বল্ তো তোর মন খারাপ কেন? তোর দুঃখের ভাগ নিতে চাই আমি।

চিত্রলেখা –অপ্সরাদের পালনীয় বিশেষ ব্রতপর্যায়ে সূর্যদেবের চরণবন্দনা করতে করতে উর্বশীর জন্যে খুব উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়লাম।

সহজন্যা—তোরা দুজনে দুজনকে কত ভালোবাসিস তা তো আমি জানি। তারপর ?

চিত্রলেখা—এ সময়টায় ওদের খবর কী জানবার জন্যে ধ্যানে বসে বুঝলাম অমঙ্গল ঘটেছে।

সহজন্যা—কীরকম ?

চিত্রলেখা—উর্বশী তার প্রণয়দোসর রাজর্ষিকে নিয়ে গন্ধমাদনে[৪] বিহার করতে গিয়েছিল। মন্ত্রীদের ওপরে রাজ্যভার দিয়ে গিয়েছিলেন রাজর্ষি।

সহজন্যা - সত্যি বলতে কি, ওরকম জায়গা ছাড়া বিহার ঠিক জমে না। তারপর ?

চিত্রলেখা—সেখানে মন্দাকিনীর তীরে বালির পাহাড় গড়ার খেলায় মেতেছিল উদয়বতী-নামে এক গন্ধর্বকন্যা। রাজর্ষি তার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে ছিলেন। তাই উর্বশীর রাগ হয়েছিল।

সহজন্যা—তা তো হতেই পারে। গভীর প্রেম অসহিষ্ণু হয়[৫]। তারপর ?

চিত্রলেখা—তারপর স্বামী ক্ষমা চাইলেও গুরুর (ভরতমুনির) শাপে মনটা মোহগ্রস্ত ছিল বলে সে তা উপেক্ষা করে দেবতার বিধিনিষেধ ভুলে স্ত্রীলোকের অপ্রবেশ্য কুমারবনে[৬] প্রবেশ করল। সঙ্গে সঙ্গে সে বনপ্রান্তের লতায় রূপান্তরিত হল।

সহজন্যা—বিধির অসাধ্য কিছু নেই। ওরকম ভালোবাসার এমন পরিণতি ভাবাই যায় না। এখন রাজর্ষির অবস্থা কী ?

চিত্রলেখা—প্রিয়তমার অন্বেষণে দিনরাত ঐ বনেই পড়ে রয়েছেন। এর ওপর আবার মেঘোদয়, তাঁর অবস্থা আরও খারাপ হবে, মেঘোদয়ে তো (বিরহীর) উৎকণ্ঠা বেড়েই থাকে।

(এই সময় জম্ভলিকা গীত[৭])

সরোবরে প্রীতিবন্ধ হংসীযুগল সহচরীর দুঃখে কাতর হয়ে অবিরল অশ্রুবিসর্জন করে বিলাপ করছে ॥ ৩ *

সহজন্যা—মিলনের কি কোনো উপায় আছে ?

চিত্রলেখা—গৌরীচরণরাগ থেকে উদ্ভূত 'সংগমনীয়'-মণি ছাড়া মিলনের আর উপায় কী ?

সহজন্যা—ঐ ওরকম (দিব্য-) আকৃতির মানুষদের বেশিদিন দুঃখভোগ করতে হয় না। বিশেষ কারো অনুগ্রহের ফলে অবশ্যই আবার তাদের মিলন হবে। এখন আয়, উদীয়মান সূর্যদেবের উপাসনা করি।

(এরপর খণ্ডধারা-গীতি[৮])

চিন্তাক্লিষ্ট মনে সহচরীকে দেখবার ইচ্ছে নিয়ে হংসী বিকসিতপদ্মে-রমণীয় সরোবরে বিচরণ করছে ॥ ৪ * (প্রস্থান)

প্রবেশক সমাপ্ত

(নেপথ্যে পুরূরবার প্রবেশসূচক আক্ষিপ্তিকাগীতি)

গজরাজ প্রিয়াবিচ্ছেদের মত্ততায় বিকৃতির লক্ষণ প্রকাশ করে এবং দেহের বিপুল অংশ তরুলতার ফুলপল্লবে মণ্ডিত করে বনে প্রবেশ করছে ॥ ৫ *

(উন্মত্তবেশে রাজার প্রবেশ)

রাজা—দাঁড়া, দুরাত্মা রাক্ষস, দাঁড়া।
আমার প্রিয়াকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছিস?
ওঃ, শৈলশিখর থেকে আকাশে উঠে আমার ওপরে শরবর্ষণ করছে।
(ঢিল নিয়ে মারতে ছুটলেন। তারপর দ্বিপদিকাগীতের সঙ্গে চারদিকে চেয়ে)
সরোবরে প্রিয়াবিচ্ছেদের দুঃখ হৃদয়ে বয়ে, পাখা কাঁপিয়ে হংসযুবা ব্যাধের দিকে বাঁকাচোখে তাকিয়ে বিলাপ করছে ॥ ৬ *

(চিন্তা করে)

এ দেখছি নবীন মেঘ, উদ্ধত রাক্ষস নয়। এ ইন্দ্রধনু, দুরাকৃষ্ট ধনু নয়। এ-ও বৃষ্টির তীব্রধারা, শরবর্ষণ নয়। আর এ হল কষ্টিপাথরে-টানা স্বর্ণরেখার মতো উজ্জ্বল বিদ্যুৎ, প্রিয়া উর্বশী নয় ॥ ১ ॥
(চিন্তা করে) সুন্দরী তবে গেল কোথায়?
(মূর্ছিত হয়ে পড়ে গিয়ে আবার দ্বিপদিকাগীতির সঙ্গে উঠে নিঃশ্বাস ফেলে)
আমি ভেবেছিলাম মৃগনয়নাকে কোনো নিশাচর হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে। এখন দেখছি নবীন-বিদ্যুতে-মণ্ডিত হয়ে (কৃষ্ণ-) মেঘ ধারাবর্ষণ করছে ॥ ৭ *
কুপিতা হয়ে সে দিব্যশক্তিতে অদৃশ্যা হয়ে আছে। কিন্তু কুপিতা হয়ে তো সে বেশিক্ষণ থাকতে পারে না, নাকি স্বর্গেই চলে গেল? কিন্তু আমার প্রতি তার হৃদয় তো প্রেমপূর্ণ। আমি সামনে থাকতে দেবশত্রুরা তাকে হরণও করতে পারবে না। তবুও সে আমার দৃষ্টির সম্পূর্ণ অগোচরে। কী দুর্ভাগ্য আমার! ॥ ২ ॥
(সমস্ত দিক দেখে সনিঃশ্বাসে) ভাগ্য যার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তার দুঃখ ধারাবাহিক।
একই সঙ্গে দুঃসহ প্রিয়াবিচ্ছেদ ঘটল, নবমেঘোদয়ে প্রখর তাপ কমে গিয়ে দিনও হল রমণীয় ॥ ৩ ॥

(তারপর চর্চরীগান[৯])

ধারাসারে দিঙ্‌মণ্ডল সরস করে শোভমান হে জলধর! আমার আজ্ঞায় তুমি ক্রোধ সংবরণ করো। আমি পৃথিবীতে ভ্রমণ করতে করতে যদি প্রিয়ার দেখা পাই তখন তুমি যা করবে আমি সহ্য করব ॥ ৮ *
(হেসে) আমি অনর্থক আমার মনস্তাপকে বাড়তে দিচ্ছি। কারণ, মুনিরাও বলেন—'রাজা কালের নিয়ন্ত্রক' তাহলে এই বর্ষাকালকে আমি অপসারিত করি না কেন?

(এরপর চর্চরীগান)

প্রবাহিত পবনে পল্লবদল কম্পিত করে নানান্ রম্য-ভঙ্গীতে নৃত্যে মেতেছে কল্পতরু। গন্ধে-আকুল ভ্রমরের গান আছে তার সঙ্গে। আর সেই সঙ্গে বাজছে পরভৃতদের তুর্য ॥ ৯ *

(নৃত্য করে)

অথবা বর্ষার এইসব লক্ষণেই আমার রাজ-উপচার-মূর্তি নিয়েছে[১০]। কারণ, বিদ্যুৎ-স্বর্ণে রমণীয় মেঘ আমার রাজচ্ছত্র, নিচুলতরুর মঞ্জরী আমার ওপরে চামর দোলাচ্ছে। গ্রীষ্ম চলে যাওয়ায় যাদের কণ্ঠ তীব্রতর হয়েছে, সেই

ময়ূরেরা আমার চারণকবি। আর ধারা-বইয়ে-দেওয়া পর্বতেরা হল আমার উপহার-বয়ে-আনা বণিকদল ॥ ৪ ॥

যাক্, আমার উপচারের প্রশংসায় আর লাভ কী? এখন অরণ্যে সেই প্রিয়তমার অন্বেষণ করি।

(এর পরে ভিন্নক-গীতি[১১])

প্রিয়াবিচ্ছেদে অত্যন্ত কাতর এবং বিরহখিন্ন ও ধীরগতি গজরাজ কুসুমশোভিত পর্বতারণ্যে যেন চলতেই পারছে না ॥ ১০ *

(তারপরে দ্বিপদিকা-গানের সঙ্গে পরিক্রমা করে এবং দেখে সহর্ষে তাকিয়ে) আমার প্রচেষ্টায় প্রেরণাই পাচ্ছি যেন। কারণ—

ঈষৎ-রক্তিমরেখা-মণ্ডিত পুষ্পে জলগর্ভ এই নবকন্দলী অভিমানে অশ্রুময় তার চোখদুটিকে মনে করিয়ে দিচ্ছে ॥ ৫ ॥

কী করে বুঝব সে বিশেষ কোন্ পথে গিয়েছে?

সেই সুন্দরী যদি বৃষ্টিভেজা-ধুলোর এই বনস্থলীর মাটি পা-দুটিতে স্পর্শ করত তাহলে তার আলতা-পরা পায়ের সুন্দর ছাপ দেখা যেত, যার পিছনদিকটা তার নিতম্বভারের দরুন গভীর দেখাতো ॥ ৬ ॥

(পরিক্রমা করে দেখে সানন্দে) একটা চিহ্ন পেয়েছি যার ফলে সেই কুপিতার পথ অনুমান করতে পারব।

নিঃসন্দেহে এটি সেই নত-নাভিমণ্ডিতার স্তনচ্ছদ, যা শুকপাখির পেটের মতো শ্যামবর্ণ; ক্রোধে স্খলিতপদে চলার সময়ে যা খসে পড়েছে, ঝরে-পড়া চোখের-জলে-ধোয়া ওষ্ঠরাগে যা অঙ্কিত ॥ ৭ ॥

(ভালো করে দেখে) ওগো! ইন্দ্রগোপমণ্ডিত নবতৃণভূমি! নির্জন বনে কোথায় আমার প্রিয়ার খবর পাব? (দেখে) বাঃ, ধারাবৃষ্টির পর বাষ্প-নিঃসারী এই পর্বতস্থলীর পাষাণে উঠে—

একটি ময়ূর মেঘের দিকে তাকিয়ে আছে। প্রতিকূল বাতাসে তার চূড়া কাঁপছে। তার কেকাগর্ভ কণ্ঠটি সে দূরে বাড়িয়ে দিয়েছে ॥ ৮ ॥

একেই জিজ্ঞেস করি। (কাছে এসে)

(তারপর খণ্ডক-গান)

(সবলে-) পরিগৃহীতা প্রিয়তমার দর্শনলালসায় কাতর গজরাজ বিস্মিতহৃদয়ে ভ্রমণ করছে ॥ ১১ *

(খণ্ডকের পর চর্চরী-গান)

ওগো শিখী! আমি তোমার কাছে প্রার্থী। বলো, এই বনে ঘুরতে ঘুরতে তুমি কি আমার কান্তাকে দেখেছ? তার মুখ চাঁদের মতো, তার গতিভঙ্গী হংসের মতো, এইসব লক্ষণ দেখে তোমরা তাকে চিনবে। এইজন্যেই তোমাকে সব বললাম ॥ ১২ *

ওগো নীলকণ্ঠ! ওগো সিতাপাঙ্গ! তুমি কি এই আমার দর্শনীয়া স্ত্রীকে দেখেছ?—যার অপাঙ্গ আয়ত, যার কণ্ঠ সমুন্নত? ॥ ৯ ॥

এ কী? এ যে উত্তর না দিয়েই নাচতে শুরু করল! এর আনন্দের কারণটা কী? (চিন্তা করে) হ্যাঁ, বুঝেছি।

আমার প্রিয়া নিরুদ্দেশ হওয়ায় মৃদু-বাতাসে-বিভক্ত এর মেঘবরণ পুচ্ছ প্রতিদ্বন্দ্বিহীন হয়েছে। করণ, সেই সুকেশীর রতিক্রীড়ায় শিথিলবন্ধ, কুসুম-সজ্জিত কেশপাশ যদি থাকত তাহলে এই শিখী কী করত ? (অর্থাৎ তার পুচ্ছধারণই বৃথা হয়ে যেত) ॥ ১০ ॥

যাক্। পরের দুঃখে যে আনন্দিত তাকে জিজ্ঞেসই করব না (পরিক্রমা করে) এই জামগাছে একটি কোকিলবধূ বসে আছে। গ্রীষ্মশেষে এর আবেগ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। একেই জিজ্ঞেস করি। পাখিদের মধ্যে এই জাতিই চতুর। একেই অনুরোধ করি তবে।

(এরপর খুরক-গীতি[১২])

গজরাজ গগনস্পর্ধী কলেবরে বিদ্যাধর-কাননে বিচরণ করছে। বেদনায় নিঃসৃত অশ্রুধারায় তার নয়ন পূর্ণ। তার হৃদয়ের আনন্দ সুদূরে অন্তর্হিত ॥ ১৩ *

(খণ্ডকের পর চর্চরী)

নন্দনবনে স্বচ্ছন্দচারী, মধুরপ্রলাপী ওগো পরভৃত ! যদি আমার প্রিয়তমাকে দেখে থাক আমাকে বলো ॥ ১৪ *

(এই বলে নেচে বলন্তিকাগীত আশ্রয় করে হাঁটু গেড়ে বসে)

শোনো,

তোমাকে প্রেমিকেরা মদনদূতী বলে, তুমি (মানিনীদের) মানভঙ্গে-নিপুণ অব্যর্থ অস্ত্র। হে কলভাষিণী, হয় সেই প্রিয়তমাকে আমার কাছে আনো, না-হয়, আমাকে সেখানে নিয়ে চলো যেখানে সেই কান্তা আছে ॥ ১১ ॥

কী বললে ? অনুরক্ত হলেও তোমাকে সে ছেড়ে গেল কেন ? তবে শোনো—

(একটু-পরিবর্তিত দেহসংস্থানে তাকিয়ে)

সে কুপিতা হয়েছিল, কিন্তু আমি একবারও তার রাগ হবার মতো কিছু করেছি বলে মনে করতে পারছি না। স্বামীদের ওপরে স্ত্রীদের প্রভুত্ব কোনো প্রণয়স্খলনের অপেক্ষা করে না ॥ ১২ ॥

এ কী ! এ দেখি আমার কথার মাঝখানেই নিজের কাজে মন দিল !

পরের দুঃখ খুব গভীর হলেও তা শীতল একথা ঠিকই বলা হয়ে থাকে। কারণ বিপদাপন্ন আমার অনুনয় উপেক্ষা করেই সে রাজজম্বুগাছের ফল আস্বাদনে রত হল, এই মদান্ধা যেন (প্রিয়ার) অধরপানেই প্রবৃত্ত হল ॥ ১৩ ॥

তা হলেও প্রিয়ার মতো সুকণ্ঠী বলেই এর ওপরে রাগ করব না। এখান থেকে যাই ; (পরিক্রমা করে, কান দিয়ে) আমার দক্ষিণ দিকে প্রিয়ার চরণপাতের ইঙ্গিতবহ নূপুরধ্বনি শুনছি। ওদিকে যাই। (পরিক্রমা করে)

অত্যন্ত ব্যথিত মনে গজরাজ অরণ্যে ভ্রমণ করছে। প্রিয়তমার বিচ্ছেদে তার মুখ ক্লান্ত, নয়ন অবিরল অশ্রুপাতে স্খলিত অত্যন্ত গুরুতাপে তার অঙ্গ তাপিত। ॥ ১৫ *

(এইভাবে ককুভ-পদ্ধতিতে পদটির ষড়ঙ্গ পুনরাবৃত্তি করে এবং দ্বিপদিকাগানে দিঙ্মণ্ডলের দিকে তাকিয়ে) প্রিয়কারিণী-বিযুক্ত হয়ে, গুরুতর শোকানলে দগ্ধ হয়ে, গজরাজ আকুল হয়ে অশ্রুসিক্ত-নয়নে ভ্রমণ করছে ॥ ১৬ *

হায়! এ যে মেঘে-অন্ধকার দিঙ্‌মণ্ডল দেখে মানসযাত্রায়-উৎসুক রাজহংসদের কূজন, নূপুরধ্বনি তো নয়! ॥ ১৪ ॥

যাক্‌, মানস-উৎসুক এই পাখি সরোবর থেকে ওড়ার আগেই প্রিয়ার খবর জেনে নিতে হবে। (এগিয়ে এসে) ওহে জলবিহঙ্গপতি —

একটু পরেই না হয় মানস-সরোবরে রওনা হবে। যাত্রার পাথেয় পদ্মনাল রেখে দাও, আবার না হয় তুলে নিও। আমাকে আগে দয়িতার বার্তা দিয়ে দুঃখমুক্ত করো। সজ্জনদের কাছে স্বার্থের চেয়ে প্রার্থিজনের কাজই বড়ো ॥ ১৫ ॥

এই-যে ওপরে তাকাচ্ছে, তার মানে সে বলতে চায়—'মানস-যাত্রায় মন পড়ে আছে বলে আমি তাকে লক্ষ্যই করি নি।

(উপবেশন করে চর্চরী গান)

ওরে হংস লুকোচ্ছিস কেন?

(নৃত্য করে উঠে)

হে হংস! যদি আমার কুটিলভ্রূমণ্ডিতা প্রিয়াকে সরোবরের তীরে না দেখে থাক, তাহলে, হে তস্কর! তার মদালস গতিভঙ্গী তুমি কেমন করে পেলে? ॥ ১৬ ॥

তোমার গতি দেখেই আমি বুঝেছি।

(চর্চরিকায় এগিয়ে গিয়ে অঞ্জলিবন্ধ হয়ে)

তাই –

হে হংস! আমার কান্তাকে তুমি ফিরিয়ে দাও; কারণ, তার গতি তুমি চুরি করেছ। যার কাছে কোনো (অপহৃত) জিনিসের অংশবিশেষ পাওয়া গিয়েছে, তার কাছে সম্পূর্ণ জিনিসটাই দাবি করা যেতে পারে ॥ ১৭ ॥

(আবার চর্চরীগীতি)

হে গতি-অভিলাষী! এ গতিভঙ্গী কার কাছ থেকে শিখলে? সেই জঘনভারে-অলসাকে তুমি নিশ্চয়ই দেখেছ? ॥ ১৭ *

(আবার চর্চরী। 'হংস প্রযচ্ছ' ইত্যাদি পাঠ করে দ্বিপদিকার্থ দেখে নিয়ে, হেসে)

আমি রাজা, চোরকে শাস্তি দিতে উদ্যত—এই মনে করে ভয়েই উড়ে পালাল। (পরিক্রমা করে) এখানে দেখছি একটি প্রিয়াসমন্বিত চক্রবাক। একে বরং জিজ্ঞেস করি।

(তারপর মল্লঘটী[১৩] এবং চর্চরীসহ কুটিলিকা[১৪] নৃত্যগীতি)

দয়িতাবিরহে মত্ত হয়ে গজরাজ মর্মরমাণমনোহর ও পুষ্পিতপতরু-মণ্ডিত অরণ্যে বিচরণ করছে ॥ ১৮ *

(দ্বিলয়ে গীত হবার পর চর্চরী)

গোরোচনা ও কুঙ্কুমবর্ণ চক্রবাক! তুমি কি মধুবাসরে ক্রীড়ারতাকে দেখ নি? ॥ ১৯ *

(চর্চরিকায় এগিয়ে গিয়ে নতজানু হয়ে)

ওগো রথাঙ্গনামা! রথাঙ্গের (চক্রের) মতো নিতম্ব যার, তার থেকে আমি বিচ্ছিন্ন। এই শতমনোরথে পূর্ণ রথী (বীর) তোমাকে জিজ্ঞেস করছে ॥ ১৮ ॥

কী? জিজ্ঞেস করছ কে আমি? না, না। আমাকে তো এ চেনে না।

(আমি সে···) সূর্য ও চন্দ্র যার মাতামহ, উর্বশী এবং পৃথিবী দুজনেই যাকে নিজে থেকে পতিরূপে বরণ করেছে ॥ ১৯ ॥

এ কী? চুপ করে আছে? তাহলে একে তিরস্কার করি। সরোবরে পদ্মপাতার আড়ালে পড়লেও সহচরী দূরে আছে মনে করে উদ্‌গ্রীব হয়ে ডাকতে থাক্। পত্নীপ্রেমে এমনি তোর বিচ্ছেদকাতরতা! অথচ যথার্থই যে বিরহী সেই-আমাকে প্রিয়ার বার্তা দেবার ব্যাপারে তোর এই বিমুখতা! ॥ ২০ ॥

আমার ভাগ্য বিরূপ হয়ে তার প্রভাব দেখাচ্ছে। যাহোক্, এখান থেকে অন্যখানে যাই। (একটু সরে দাঁড়িয়ে) থাক্, যাব না।

ভিতরে গুঞ্জনরত ভ্রমর নিয়ে এই পদ্মটি আমাকে যেতে দিল না। এ যেন অধরদংশনে শীৎকারমণ্ডিত তার মুখ ॥ ২১ ॥

(অর্ধদ্বিচতুরস্রক[১৩] ভঙ্গীতে)

হংসযুবা কামরম্য সরোবরে খেলা করছে, হঠাৎ তার প্রেমরস উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে ॥ ২০ *

(চতুরস্রকে এগিয়ে গিয়ে কৃতাঞ্জলি হয়ে)

যাক্, পদ্মের মধ্যেকার এই ভ্রমরের কাছেই অনুরোধ জানাই, এখান থেকে চলে যাবার পর যাতে অনুশোচনা করতে না হয়।

ওগো মধুকর! সেই মদিরনয়নার বার্তা দাও। (ভেবে) আমার সেই বরাঙ্গীকে নিশ্চয় দেখ নি। কারণ, যদি তার নিশ্বাস-সুরভির পরিচয় পেতে তাহলে কি তোমার এই পদ্মে অনুরাগ হত? ॥ ২২ ॥

যাই তবে। (পরিক্রমা করে দেখে) একটি নীপশাখায় শুঁড় রেখে করিণী-সহ একটি গজরাজ দাঁড়িয়ে আছে।

(মল্লঘটীসহ কুটিলিকা)

করিণীর বিরহে সন্তপ্ত গজরাজ মদবারিগন্ধে-আকুল ভ্রমরবেষ্টিত হয়ে অরণ্যে বিচরণ করছে ॥ ২১ *

(স্থানক-সহ দেখে)

এর কাছ থেকে প্রিয়ার কিছু সংবাদ শুনব। (দেখে) না থাক্, এত তাড়াহুড়ো করব না।

তার প্রিয়া-হস্তিনীর শুঁড়ে-করে-আনা শল্লকীশাখা এ আগে আস্বাদন করুক, তাতে নতুন পল্লব উদ্গত হয়েছে, তার রসে মদিরার মতো সুবাস ॥ ২৩ ॥

(কিছুক্ষণ থেকে, দেখে) এই তো তার খাওয়া হয়ে গিয়েছে। এবারে জিজ্ঞেস করি।

(এরপর চর্চরী)

লীলাপ্রহারে-পাতিত-তরুবর, হে গজবর! তোমাকে প্রশ্ন করি, উত্তর দাও। যে লাবণ্য চন্দ্রকান্তিকে হেলায় পরাজিত করে আমার সেই প্রিয়াকে তোমার সামনে দিয়ে যেতে দেখেছ কি? ॥ ২২ *

হে মদকল গজপতি, তুমি কি দূর থেকে তাকে দেখেছ, যে যুবতিদের মধ্যে

চন্দ্রকলার মতো (শ্রেষ্ঠ), যার কেশদাম যূথিকায় মণ্ডিত, যার যৌবন অচঞ্চল, যাকে দেখলেই আনন্দ ? ॥ ২৪ ॥

(শুনে সহর্ষে) প্রিয়াদর্শনের সূচক তোমার এই স্নিগ্ধ-গম্ভীর বৃংহণে আমি আশ্বস্ত হলাম। আমাদের দুজনের সাদৃশ্যের জন্যেও তোমাতে আমার গভীর প্রীতি।

আমাকে বলে রাজাধিরাজ, তুমিও নাগাধিরাজ, তোমার দানেরই (দানবারির) ধারার মতো প্রার্থীদের মধ্যে আমার দানও অবিচ্ছিন্ন। হস্তিনীদলে তোমার এই সঙ্গিনী যেমন, স্ত্রীরত্নশ্রেষ্ঠা উর্বশীও তেমনি আমার প্রিয়তমা। তোমার সবকিছুই আমার মতো, শুধু (আমার মতো) প্রিয়াবিচ্ছেদের দুঃখ তুমি পাও নি ॥ ২৫ ॥

সুখে থাকো তুমি। আমি যাই। (পরিক্রমা করে পাশে তাকিয়ে) এ কী ! এ যে বিশেষ রমণীয় সুরভিকন্দর-নামে পর্বত ; অপ্সরাদের অত্যন্ত প্রিয়ও বটে। সুন্দরীকে হয়তো এর উপত্যকায় পাওয়াও যেতে পারে।

(পরিক্রমা করে দেখে)

হায় ! আমার পাপে মেঘও বিদ্যুৎ-বিরহিত হল। তবু এই পর্বতকে না জিজ্ঞেস করে যাব না।

(এরপর খণ্ডিকা)

দেখো, গহনবনে লীন হয়ে অবিচলভাবে নিজের কাজে মগ্ন একটি শূকর বিচরণ করছে ; উদ্গত খুরের আঘাতে মাটি ভেদ করে চলেছে সে ॥ ২৩ *

হে স্থূলনিতম্ব পর্বত ! তোমার কোনো বনে কি এমন-কোনো অঙ্গনা আশ্রয় নিয়েছে, যার স্তনদুটি ঘননিবদ্ধ, দেহের সন্ধিগুলি সুডোল, যার নিতম্ব প্রশস্ত, যে অনঙ্গের আবাস-স্বরূপ ? ॥ ২৬ ॥

চুপ করে আছে যে ? মনে হয়, দূরত্বের জন্যে শুনতে পারছে না। কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করি একে। (পরিক্রমা করে)

(এরপর চর্চরী)

স্ফটিকশিলায় অত্যন্ত নির্মল, বহুপুষ্পময় চূড়ায় মণ্ডিত এবং কিন্নরের মধুর গানে মনোহর হে পর্বত, আমার প্রিয়তমাকে প্রদর্শন করো ॥ ২৪ *

(চর্চরিকায় এগিয়ে কৃতাঞ্জলি হয়ে)

হে পর্বতশ্রেষ্ঠ ! তুমি কি তোমার রম্য বনপ্রান্তে এক সর্বাঙ্গসুন্দরী নারীকে দেখেছ, যে আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্না ? ॥ ২৭ ॥

(শুনে সহর্ষে) কী বলল ? ঠিক তেমনটি[১৬] দেখেছে ? বলছে 'এর চেয়েও প্রিয়তর কিছু শুনুন' ? কোথায় তাহলে আমার প্রিয়তমা ? (নেপথ্যে তাই শুনে) হায় ! এ তো গুহায় প্রতিধ্বনিত আমারই কথা ! (হতাশার অভিনয় করে) শ্রান্ত আমি। এই পার্বত্য নদীর তীরে বসে তরঙ্গবায়ু সেবন করি। বৃষ্টির জলে আবিল হলেও এই নদী দেখে আমার মন প্রসন্ন হচ্ছে।

তরঙ্গ তার ভ্রূকুটি, চঞ্চল ভ্রমরশ্রেণী তার মেখলা ঐ যে, দেখে মনে হচ্ছে

সে যেন ক্রোধে বিস্রস্ত বসন আকর্ষণ করে চলেছে। নদীকে অমন বক্রগতিতে যেতে দেখে আমার মনে হচ্ছে সেই কোপনা উর্বশীই নদীরূপ ধারণ করে আমার ত্রুটিগুলি মনের মধ্যে আবর্তিত করে কুটিল পদক্ষেপে চলেছে ॥ ২৮ ॥
যা হোক্, এর কাছে প্রার্থনা জানাই।

(এরপর কুটিলিকা-গীতি)

আমার এই নতিতে প্রসন্ন হও হে প্রিয়তমা সুন্দরী সুরনদী! তোমাকে ঘিরে আছে অকরুণ চঞ্চল বিহঙ্গের দল, তোমার তীরে উৎসুক হয়ে বসে আছে একটি হরিণ, তুমি ভ্রমরগুঞ্জনে মুখরিতা ॥ ২৫ *

(কুটিলিকার পর চর্চরী)

দ্রুতবিস্তারিত হয়ে বর্ষাকাল দশদিক আচ্ছন্ন করছে। মহাসমুদ্র মনোরম ভঙ্গীতে নৃত্যরত হয়েছে। পুবহাওয়াতে-আহত তরঙ্গোচ্ছ্বাস তার উদ্গত বাহু, প্রতিফলিত মেঘ তার অঙ্গ, হংস-চক্রবাক-শঙ্খ-কুঙ্কুম তার আভরণ, দ্বিপমকরে আকুল কৃষ্ণকমল তার পরিচ্ছদ। বেলাভূমিতে আছড়ে-পড়া তরঙ্গের ধ্বনি হল করতালি ॥ ২৬ *

(চর্চরিকায় এগিয়ে নতজানু হয়ে)

(কৃতাঞ্জলি হয়ে)

মানিনী! তোমাতে যার প্রেম একনিষ্ঠ, যে প্রিয়বাদী, যার মন প্রণয়ভঙ্গে পরাঙ্মুখ, সেই-আমার কোন্ সামান্যতম অপরাধে তুমি এ দাসকে পরিত্যাগ করছ? ॥ ২৯ ॥
না, এ সত্যিই নদী; কারণ, উর্বশী কখনও পুরূরবাকে পরিত্যাগ করে সমুদ্র-অভিসারে যাবে না। যাহোক্, হতাশার মধ্যে দিয়ে শ্রেয়োলাভ হয় না। এখন সেইখানেই যাব যেখানে আমার নয়নাভিরামা অদৃশ্যা হয়েছে। (পরিক্রমা করে) আঃ! তার পথের সন্ধান পেয়েছি।
এই সেই রক্তকদম্বতরু, গ্রীষ্মের অবসানসূচক যার একটি ফুল আমার প্রিয়া কেশগুচ্ছের অলংকার করেছিল; সম্পূর্ণ পরাগবিকাশ না হওয়ায় যা ছিল অমসৃণ ॥ ৩০ ॥
(দেখে) একটা কৃষ্ণসার-মৃগ বসে আছে, প্রিয়ার সংবাদের জন্যে তাকেই অনুরোধ করি।
কৃষ্ণ ও কর্বুরকান্তি ঐ মৃগকে দেখে মনে হচ্ছে বনশোভা দেখার জন্যে বনশ্রীই যেন কটাক্ষপাত করেছেন ॥ ৩১ ॥

(চর্চরী)

নিতম্বভারে যে অলস, স্তনযুগল যার পীনোন্নত, যার যৌবন অচঞ্চল, যার দেহ ক্ষীণ, যার গতি হংসের মতো, যার নয়ন হরিণের-মতো, সেই সুরাঙ্গনাকে যদি আকাশনীল অরণ্যে বিচরণ করতে দেখে থাক, তবে আমাকে সেই বিরহসমুদ্রের পারে নিয়ে চলো ॥ ২৭ *
(দেখে) কী! আমাকে অবজ্ঞা করে অন্যদিকে মুখ ফেরালো নাকি?
এর কাছে আসছিল একটি মৃগী, স্তন্যপায়ী শাবকটি তার গতিরোধ করেছে। ঘাড় বাঁকিয়ে অনন্যদৃষ্টিতে সে তাকেই (ঐ মৃগীকেই) দেখছে ॥ ৩২ ॥

ওহে যূথপতি !
তুমি কি বনে আমার প্রিয়াকে দেখেছ ? তার বৈশিষ্ট্য তোমাকে বলছি শোনো, তোমার আয়তলোচনা সহচরীর মতো সে-ও মনোজ্ঞভাবে তাকায় ॥ ৩৩ ॥
আমার কথায় কান না দিয়ে সে প্রিয়ার দিকেই চেয়ে রইল ? তা তো হবেই ! অবস্থাবিপর্যয় ঘটলে লোকের মান থাকে না। এখান থেকে যাই। (পরিক্রমা করে দেখে) পাথরের ফাটলে টক্‌টকে লাল-রঙের কী যেন দেখা যাচ্ছে ?
এর থেকে আলো ছড়াচ্ছে, তাই এটা সিংহনিহত কোনো হরিণের মাংসখণ্ড নয় ; তবে কি আগুনের ফুল্‌কি ? কিন্তু এক্ষুনি তো বৃষ্টি হল ! (চিন্তা করে) ও ! এ দেখি রক্তাশোকস্তবকের মতো লালরঙের একটি মণি, যা নেবার জন্যে সূর্য যেন কর (বাহু, ও শিলাতে কিরণ) প্রসারিত করে তা তুলে নেবার চেষ্টা করছে ॥ ৩৪ ॥
এটা আমার মনকে আকর্ষণ করছে। এটা নেব আমি।
('আদাস্যে'-পদের পরে)
(তুলে নেবার অভিনয় করে)
প্রণয়িনীতে প্রীতিবন্ধ গজরাজ দুঃখিত হয়ে ম্লানমুখে বাষ্পাকুলনয়নে বিচরণ করছে ॥ ২৮ *
(দ্বিপদিকা-গানে এগিয়ে গিয়ে এবং তা তুলে নিয়ে। মনে মনে)
কিন্তু—
যার মন্দারপুষ্পে-সুবাসিত কেশে এই মণি মানাত, সেই প্রিয়াই এখন দুর্লভ। তাহলে একে আর চোখের জলে মলিন করি কেন ? ॥ ৩৫ ॥
(নেপথ্যে) বৎস, গ্রহণ করো, গ্রহণ করো।
এ হল সংগমনীয় মণি, পার্বতীর চরণে-দেওয়া লাক্ষারস থেকে এর জন্ম। (একে দেহে) ধারণ করলে অচিরেই প্রিয়জনের সঙ্গে মিলন ঘটিয়ে দেয় ॥ ৩৬ ॥

রাজা—(শুনে) কে আমাকে আদেশ দিচ্ছে ? (চারদিকে চেয়ে কোনো মৃগবৃত্তি মুনিই আমাকে করুণা করছেন। ভগবন্, আপনার আদেশে আমি অনুগৃহীত হলাম। (মণি নিয়ে) ওগো সংগমনীয় !
তুমি যদি সেই ক্ষীণকটি-অঙ্গনা-থেকে-বিযুক্ত আমার মিলনসাধক হও, আমি তোমাকে আমার চূড়ামণি করব, শংকর যেমন বালচন্দ্রকে তার শিরোভূষণ করেছেন তেমনি ॥ ৩৭ ॥
(পরিক্রমা করে, দেখে) পুষ্পহীন হলেও এই লতাকে দেখে আমার প্রেম উদ্বেলিত হয়ে উঠছে। তবে এ যে আমার মনকে মুগ্ধ করবে এ তো স্বাভাবিক।

বৃষ্টিতে পাতা ভেজা থাকায় এ যেন এক তন্বী, যার অধর অশ্রুজলে-ধোয়া। সময় চলে যাওয়ায় ফুলফোটা বন্ধ হয়েছে বলে এ যেন অলংকারহীনা ; ভ্রমর-গুঞ্জন না থাকায় এ যেন চিন্তামৌন-অবলম্বিনী কেউ। এ যেন সেই কোপনা নারী, আমাকে অবজ্ঞা করে পরে যে অনুতপ্তা ॥ ৩৮ ॥
আমার প্রিয়ার অনুকারিণী এই লতাকে আলিঙ্গনের আনন্দ উপভোগ করব। (লতাটিকে আলিঙ্গন)

লতা ! দেখো আমি শূন্যহৃদয়ে ভ্রমণ করছি। যদি ভাগ্যক্রমে তাকে পাই, তবে অবশ্যই এ-বন থেকে তাকে সরাব, আর কখনও সেই নিষ্ঠুর রমণীকে প্রবেশ করতে দেব না এখানে ॥ ২৯ *

(চর্চরিকায় এগিয়ে লতাকে আলিঙ্গন)

(সেই লতার জায়গায় উর্বশীর প্রবেশ)

রাজা (নিমীলিতচোখে স্পর্শ অভিনয় করে) আহা ! উর্বশীর অঙ্গস্পর্শে আমার দেহ শীতল হল। তবু বিশ্বাস হচ্ছে না। কারণ—

প্রথমে যাকেই প্রিয়া বলে মনে করেছিলাম সে-ই অন্য কিছু হয়ে গিয়েছে। তাই যখন আমি স্পর্শ-অনুভবে প্রিয়াকে পেয়েছি তখন আর নিমীলিতনয়নে দেখব না ॥ ৩৯ ॥

(ধীরে ধীরে চোখ খুলে) এ কী ! সত্যি প্রিয়তমাই তো !

উর্বশী—(সাশ্রুনয়নে) জয় হোক মহারাজের !

রাজা হে তন্বী ! তোমার বিচ্ছেদের অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে আমি সৌভাগ্য-বশতঃ তোমাকে ফিরে পেয়েছি, মূর্ছিত মানুষ যেমন চেতনাকে ফিরে পায়, তেমনি ॥ ৪০ ॥

(তারপরে চর্চরী)

তোমার অন্বেষণে সাশ্রুনয়নে বনে ভ্রমণ করতে করতে ময়ূর, কোকিল, হংস, চক্রবাক, ভ্রমর, গজ, পর্বত, নদী, কুরঙ্গ—এদের কাকে না জিজ্ঞেস করেছি ? ॥ ৩০ *

উর্বশী অন্তশ্চেতনা দিয়ে আমি মহারাজের সব আচরণই প্রত্যক্ষ করেছি।

রাজা—'অন্তশ্চেতনা' কথাটার অর্থ কী ? আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

উর্বশী—বলছি। আগে, রাগের মাথায় আমি মহারাজকে যে-অবস্থায় ফেলেছি, তার জন্যে মহারাজ আমাকে মার্জনা করুন।

রাজা—(মার্জনা চেয়ে) আমাকে প্রসন্ন করবার দরকার নেই। তোমার দর্শনেই আমার অন্তরাত্মা আন্তর ও বাহ্য ইন্দ্রিয় নিয়ে প্রসন্ন হয়েছে। বলো, তুমি কেমন করে এতটা সময় আমাকে ছেড়ে থাকতে পারলে ?

উর্বশী—শোনো প্রভু ! ভগবান কার্তিকেয় চিরকুমারব্রত গ্রহণ করে অকলুষ-নামে গন্ধমাদনের প্রান্তে বাস করতে লাগলেন এবং নিয়ম করলেন—

রাজা—কী নিয়ম ?

উর্বশী—যে-নারী এই প্রদেশে প্রবেশ করবে সে লতায় পরিণত হবে। গৌরীচরণরাগ থেকে যার উদ্ভব সেই-মণি ছাড়া সে মুক্তি পাবে না। মুনির শাপে আমার হৃদয় মোহাচ্ছন্ন হয়েছিল বলে আমি দেবতার নিয়মের কথা ভুলে এবং তোমার অনুনয় উপেক্ষা করে এই কুমারবনে প্রবেশ করেছিলাম। প্রবেশ করামাত্রই বাসন্তী-লতা হয়ে গিয়েছিলাম।

রাজা—এবারে সব বুঝলাম।

শয্যায় যে-তুমি রতিশ্রমে নিদ্রিত আমাকে প্রবাসগত মনে করতে, সেই-তুমি আমার দীর্ঘবিরহ কেমন করে সহ্য করেছ ? ॥ ৪১ ॥

তুমি যা বললে তোমার সঙ্গে মিলনের কারণস্বরূপ মুনির কাছ-থেকে-পাওয়া

এই মণির প্রভাবেই তোমাকে পেয়েছি। (মণি দেখালেন)

উর্বশী—ও! এই সেই সংগমনীয়। এই জন্যেই প্রভু আমাকে আলিঙ্গন করামাত্রই আমি আগের রূপ ফিরে পেলাম। (মণি নিয়ে মাথায় রাখল)

রাজা · সুন্দরী, এইভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকো। ললাটে-নিহিত এই মণির প্রভাবে উদ্ভাসিত তোমার মুখ বালসূর্যের আলোয় রক্তবর্ণ পদ্মের শোভা ধারণ করেছে ॥ ৪২ ॥

উর্বশী—প্রিয়ংবদ! দীর্ঘকাল হল তুমি প্রতিষ্ঠান থেকে বেরিয়েছ। প্রজারা আমাকে দোষ দিতে পারে। চলো ফিরে যাই।

রাজা—তুমি যা বলো।

উর্বশী—কীভাবে যেতে চাও, প্রভু?

রাজা—ওগো লীলাগতি! আমাকে গৃহে নিয়ে চলো, (তোমার দিব্যপ্রভাবে) বিমানে-রূপান্তরিত একটি নবনির্গত মেঘে; তাতে উজ্জ্বল চিত্রমালায় রূপ নেবে ইন্দ্রধনু, যার পতাকার রূপ নেবে বিদ্যুৎচমক ॥ ৪৩ ॥

(চর্চরী)

সহচরীর সঙ্গে মিলিত হয়ে, আনন্দরোমাঞ্চিত দেহে হংসযুবা ইচ্ছানুক্রমে-পাওয়া ব্যোমযানে বিহার করছে ॥ ৩১

(খণ্ডধারাগানের পর প্রস্থান)

(সকলে নিষ্ক্রান্ত)

॥ চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × পঞ্চম অংক × × × × × × × × × × × ×

(পরিতুষ্ট বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূষক—কী আনন্দ! প্রিয়বয়স্য উর্বশীকে নিয়ে দীর্ঘকাল নন্দনবন এবং অন্যান্য দেবতারণ্যে বিহার করে ফিরেছেন।

এখন রাজ্যের ভার গ্রহণ করেছেন তিনি। প্রজারা সসম্মানে উপচার দিয়ে তাঁকে তুষ্ট করছে। নিঃসন্তানতা ছাড়া আর অন্য কোনো অভাব নেই তাঁর। আজকে বিশেষ এক তিথি পড়েছে বলে পবিত্র গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমে মহিষীদের নিয়ে স্নান করে সম্প্রতি প্রাসাদে প্রবেশ করেছেন। যাই, তিনি প্রসাধন শেষ করার আগেই (কুঙ্কুমাচন্দনাদি) অনুলেপন এবং ফুলমালায় সবার আগে ভাগ বসাই।

(পরিক্রমা)

(নেপথ্যে)

সর্বনাশ! সর্বনাশ!

যা অন্তঃপুরচারিণীদের শিরোভূষণ হতে পারে প্রভুর সেই মণিটি আমি তালপাতার পাথায় রেখে একটা রেশমী চাদরে ঢেকে নিয়ে যাচ্ছিলাম। এক-টুকরো মাংস মনে করে একটা শকুন তা ছোঁ মেরে নিয়ে গেল।

বিদূষক—(শুনে) সর্বনাশ ! ঐ সংগমনীয় চূড়ামণিটি বয়স্যের অত্যন্ত আদরের জিনিস। তাই প্রসাধন শেষ না করেই তিনি আসন ছেড়ে এদিকেই আসছেন। ও'র কাছে যাই তবে।

(বিচলিত পরিজনসহ রাজার প্রবেশ)

রাজা—নিজের মরণ যেচে-আনা এই পাখি-চোরটি কোথায় সকলের যিনি রক্ষক তাঁর বাড়িতেই যে এই প্রথম চুরি করল ?

কিরাতী—সোনার শিকলিটা ঠোঁটে ঝুলিয়ে মণি নিয়ে যেন আকাশে আঁচড় কেটে সে উড়ছে।

রাজা—দেখতে পেয়েছি পাখিটাকে। মুখে প্রলম্বিত স্বর্ণসূত্রটি ধরে দ্রুত মণ্ডলাকারে ঘুরছে পাখিটা। মণিটিব রক্তরাগরেখায় সে যেন বলয় এঁকে চলেছে, জ্বলন্ত কাঠি হাতে ঘোরালে যেমনটি হয় তেমনি ॥ ২ ॥

এখন করি কী ?

বিদূষক—(কাছে এসে) দয়া দেখিয়ো না যেন। অপরাধীকে শাস্তি দিতে হবে।

রাজা—ঠিক বলেছ। ধনুক নিয়ে এসো এক্ষুনি।

(ধনুরক্ষিণী যবনীর প্রস্থান)

রাজা—বয়সা. পাখিটাকে দেখা যাচ্ছে না তো !

বিদূষক—মাংসাশী ঐ অপরাধীটি দক্ষিণ দিকে গিয়েছে।

রাজা—(পরিক্রমা করে দেখে), হ্যাঁ দেখতে পেয়েছি এবারে—

প্রভামণ্ডলে শোভমান এই মণি দিয়ে পাখিটি যেন দিগঙ্গনার কেশে অশোকস্তবকের অলংকার পরিয়ে দিচ্ছে ॥ ৩ ॥

(ধনুক নিয়ে যবনীর প্রবেশ)

যবনী—দস্তানা সহ এই আপনার ধনুক।

রাজা—ধনুক দিয়ে আর কী হবে ?

তীরের পাল্লা ছাড়িয়ে চলে গিয়েছে ঐ মাংসাশী পাখিটি[১]।

এখানে পাখিতে-নিয়ে-যাওয়া ঐ বিশেষ মণিটি রাতে ঘনমেঘে-যুক্ত মঙ্গলগ্রহের মতো শোভা পাচ্ছে ॥ ৪ ॥

(কঞ্চুকীকে দেখে)—লাতব্য, প্রধান নগররক্ষককে বলো সন্ধ্যায় আবাসতরুতে আশ্রয় নিলে ঐ বিহঙ্গদস্যুকে শিকার করুক সে।

কঞ্চুকী—মহারাজের যা আদেশ। (প্রস্থান)

বিদূষক—তুমি এখানে বোসো এখন।

রত্নচোর পাখিটা তোমার দণ্ড এড়িয়ে যাবে কোথায় ?

রাজা—(বিদূষকের সঙ্গে বসে)

রত্ন বলেই ঐ পাখিতে-নিয়ে-যাওয়া রত্নটিতে আমার মোহ নেই। ঐ সংগমনীয় (মণি) আমাকে প্রিয়ার সঙ্গে মিলিত ক'রছে বলেই ঐ মণি আমার এত প্রিয় ॥ ৫ ॥

বিদূষক—হ্যাঁ, এ তো তুমি আগেই আমাকে বলেছ।

(বাণ-সহ মণি নিয়ে কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চুকী—জয় হোক মহারাজের।

বাণরূপে পরিণত আপনার বলে (বলরূপ অস্ত্রে) বিদারিত হয়ে এই বধ্য বিহঙ্গ তার অপরাধের যোগ্য শাস্তি পেয়ে আকাশ থেকে চূড়ামণিসহ মাটিতে পড়েছে ॥ ৬ ॥

(সকলে বিস্ময় রূপায়িত করল)

কঞ্চুকী—জলে-ধুয়ে-নেওয়া এই মণিটি কাকে দেব ?

রাজা—কিরাতী, মণিটিকে আগুনে শুদ্ধ করে পেটিকায় রেখে দাও।

কিরাতী—যে-আজ্ঞে মহারাজ !

রাজা—জ্ঞাতব্য, কার এই বাণ তা কি তুমি জান ?

কঞ্চুকী—নাম তো খোদাই করা আছে। কিন্তু আমি ঠিক পড়তে পারছি না[২]।

রাজা—আমার কাছে আনো বাণটি।

(কঞ্চুকী তাই করলেন)

(রাজা পড়তে পেরে এমন ভাব করলেন যাতে তার পুত্রলাভ সূচিত হল)

কঞ্চুকী—আমি কাজে যাই তাহলে। (প্রস্থান)

বিদূষক—কী ভাবছ ?

রাজা—বাণটি যে ছুঁড়েছে তার নাম শোনো। (পড়লেন)

এই বাণটি ধনুর্ধর ও শত্রুপীড়ক আয়ুর—যে আয়ু ঐল (পুরূরবা) এবং উর্বশীর পুত্র ॥ ৭ ॥

বিদূষক—(সহর্ষে) কী আনন্দ! তুমি পুত্রলাভে ধন্য হলে।

রাজা—বন্ধু, ব্যাপার কী বলো তো ?

নৈমিষ অরণ্যে যজ্ঞের সময়টুকু বাদ দিয়ে আমি তো উর্বশীর কাছ থেকে কখনই দূরে থাকি নি। তার গর্ভলক্ষণ তো আমার চোখে পড়ে নি। তিনি সন্তান লাভ করলেন কী করে ? তবে—

কিছুদিনের জন্যে তার দেহের পরিবর্তন লক্ষ্য করেছিলাম বটে। তার স্তনবৃন্ত হয়ে উঠেছিল কৃষ্ণাভ, চোখের দৃষ্টি ছিল অলস, মুখকান্তি ছিল লবলী-পাতার মতো পাণ্ডুর ॥ ৮ ॥

বিদূষক—তুমি মানবীর গুণগুলো দিব্যাঙ্গনায় আরোপ করছ কেন ? তাদের আচারব্যবহার সবই প্রভাবপ্রচ্ছন্ন।

রাজা—যা বলছ তাই যেন হয়। পুত্রকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে রাখল কেন সে ?

বিদূষক—স্বর্গবাসিনীদের রহস্যের নাগাল কী করে পাওয়া যাবে ?

(প্রবেশ করে)

কঞ্চুকী—জয় হোক মহারাজের।

চ্যবনমুনির আশ্রম থেকে কুমারকে নিয়ে এক তাপসী এসেছেন মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে।

রাজা—দুজনকে অবিলম্বে ভিতরে আনো।

কঞ্চুকী—মহারাজের যেমন আদেশ।

(প্রস্থান। কুমার ও তাপসীসহ পুনঃপ্রবেশ)

এদিক দিয়ে আসুন, মা।

(সকলের পরিক্রমা)

বিদূষক—(দেখে) এই কি সেই ক্ষত্রিয়কুমার—

শকুন-লক্ষ্যভেদী হাঁসুলি-ফলা বাণে যার নাম লেখা ? তোমার সঙ্গে এর খুবই সাদৃশ্য।

রাজা—তা হবে, এবং সেই জন্যেই—

এর উপরে দৃষ্টি পড়তেই আমার চোখ সজল হয়ে উঠছে। বাৎসল্যে আমার হৃদয় উদ্বেলিত হচ্ছে, মনে আসছে প্রসন্নতা। আমার ইচ্ছে হচ্ছে সমস্ত গাম্ভীর্য ত্যাগ করে একে কম্পান্বিত দেহে নির্দয় ভাবে আলিঙ্গন করি[৩] ॥ ৯ ॥

কঞ্চুকী—ওইখানেই দাঁড়ান মা।

(তাপসী ও কুমার দাঁড়ালেন)

রাজা—মা, প্রণাম।

তাপসী—মহাভাগ! চন্দ্রবংশকে চিরস্থায়ী করো। (মনে মনে) আহা! না বললেও রাজর্ষির সঙ্গে এর ঔরস সম্পর্ক এমনিতেই বোঝা যায়। (প্রকাশ্যে) বাছা, তোমার পিতাকে প্রণাম করো।

(কুমার ধনুক মাঝখানে রেখেই অঞ্জলি রচনা করল)

রাজা—দীর্ঘায়ু হও।

কুমার—(মনে মনে) ইনি আমার পিতা আর আমি এঁর সন্তান এইটুকু শুনেই যদি (তাঁর প্রতি) আমার হৃদয় এমন প্রীতিরসে উচ্ছ্বসিত হয়, তাহলে যারা উৎসঙ্গে লালিত হয়েছে তাদের (পিতার প্রতি) প্রীতিরস কত গভীরই না হয়! ॥ ১০ ॥

রাজা—এখানে কেন এলেন, মা ?

তাপসী—শুনুন মহারাজ! দীর্ঘায়ু (কুমার) এই আয়ুর জন্মের পর-পরই কোনো কারণে উর্বশী একে আমার হাতে গচ্ছিত রাখে। ক্ষত্রিয়কুমারের জন্যে জাত-কর্মাদি যা করণীয় তা সবই ভগবান চ্যবনমুনি করেছেন।

(বৈদিক) বিদ্যাশিক্ষার পর একে ধনুর্বেদ শেখানো হয়েছে।

রাজা—এ (কুমার) সত্যিই ধন্য।

তাপসী—আজ এ ঋষিকুমারদের সঙ্গে পুষ্প ও সমিধ্ আহরণে বেরিয়ে আশ্রমবিরুদ্ধ আচরণ করছে।

বিদূষক—(উৎকণ্ঠিতভাবে) কী করেছে ?

তাপসী—শুনলাম তরুশিখরে প্রচ্ছন্ন একটি শকুনকে লক্ষ্য করে এ বাণ নিক্ষেপ করেছে।

(বিদূষক রাজার দিকে চাইল)

রাজা—তারপর ?

তাপসী—তারপর সব শুনে শ্রদ্ধেয় চ্যবন বললেন, গচ্ছিত এই বালককে প্রত্যর্পণ করো। এইজন্যে আমি দেবী উর্বশীর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

রাজা—আপনি তাহলে আসন গ্রহণ করুন, মা।

(তাঁর কাছে নিয়ে আসা আসনে বসলেন)

রাজা—লাতব্য, উর্বশীকে ডাকুন।

কঞ্চুকী—যে আজ্ঞে মহারাজ। (প্রস্থান)

রাজা—(কুমারকে দেখে) এসো বৎস। সন্তানের স্পর্শ সমস্ত অঙ্গকে রোমাঞ্চিত করে। আমার কাছে এসে আমাকে আনন্দিত করো, চন্দ্রকিরণ যেমন চন্দ্রকান্ত-

ময়ূর্ণকে আনন্দিত করে তেমনি ক'রে ॥ ১১ ॥

তাপসী—বাছা! পিতাকে আনন্দিত করো।

(কুমার রাজার কাছে গিয়ে পাদস্পর্শ করল)

রাজা—(কুমারকে আলিঙ্গন করে পাদ-পীঠে বসিয়ে) বাছা! তোমার পিতার প্রিয়বন্ধু এই ব্রাহ্মণকে নির্ভয়ে প্রণাম করো।

বিদূষক - ভয় পাবে কেন? বানর তো আশ্রমবাসীদের পরিচিতই।

কুমার—(সহাস্যে) তাত! প্রণাম।

বিদূষক—স্বস্তি।

(উর্বশী ও কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চুকী—এদিক দিয়ে আসুন দেবী।

উর্বশী—(কুমারকে দেখে) ধনুর্বাণ নিয়ে পাদপীঠে বসে আছে. মহারাজ স্বয়ং এর কেশগুচ্ছ বেঁধে দিচ্ছেন। কে এই বালক?

(তাপসীকে দেখে) ও, সত্যবতীকে দেখেই বুঝেছি এ আমারই পুত্র আয়ু। বেশ বড়ো হয়েছে তো! (পরিক্রমা)

রাজা—(উর্বশীকে দেখে) এই-যে তোমার মা এসেছেন, তোমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছেন তিনি। স্নেহনিঃসৃত দুগ্ধধারায় তাঁর পরিহিত স্তনাংশুক অভিষিক্ত ॥ ১২ ॥

তাপসী—বাছা, এগিয়ে গিয়ে মাকে নিয়ে এসো।

(কুমার উর্বশীর প্রত্যুদ্গমন করল)

উর্বশী—মা, প্রণাম করছি তোমাকে।

তাপসী—স্বামীসোহাগিনী হও, বাছা।

কুমার—মা, প্রণাম।

উর্বশী—(নতমুখ কুমারকে আলিঙ্গন করে) পিতার মনের মতো হও।

(রাজার কাছে এসে) জয় হোক মহারাজের!

রাজা—সন্তানবতীর শুভাগমন হোক্। এখানে আসন গ্রহণ করো। (অর্ধাসন দিলেন)

(উর্বশীর উপবেশন)

(সকলের যথোচিত উপবেশন)

তাপসী—কৃতবিদ্য আয়ু এখন কবচ ধারণের উপযুক্ত অর্থাৎ যৌবনে উপনীত। তাই তোমার স্বামীর সমক্ষেই আমি আমার হাতে গচ্ছিত এই পুত্রকে প্রত্যর্পণ করে এবারে বিদায় নিচ্ছি। আশ্রমের কাজকর্ম পড়ে আছে ওদিকে।

উর্বশী—অনেকদিন পর আর্যাকে দেখলাম, তাই ছাড়তে মন চায় না। তবু বাধা দেওয়া ঠিক হবে না। আপনি আসুন, আবার যেন দেখা হয়।

রাজা—মা, শ্রদ্ধেয় চ্যবন ঋষিকে আমার প্রণাম জানাবেন।

তাপসী—জানাব।

কুমার—আর্যা! যদি সত্যিই চলে যাচ্ছেন তাহলে আমাকেও আশ্রমে নিয়ে চলুন না।

রাজা—বৎস! ঐ আশ্রমে তো তুমি আগে বাস করেছ, এখন দ্বিতীয় আশ্রমে বাস করবার সময় তোমার।

তাপসী—পিতার আদেশ পালন করো।

কুমার—তাহলে—

আমার কোলে যে শুয়ে থাকত, চূড়ায় হাত বুলোলে যে আরাম পেত, অল্পদিন হল যার পেখম হয়েছে—মণিকণ্টক-নামে আমার সেই ময়ূরটিকে তুমি পাঠিয়ে দিও[৪]। ॥ ১৩ ॥

তাপসী—(হেসে) তাই করব। তোমরা সুখী হও সকলে। (প্রস্থান)

রাজা—কল্যাণী!

আজ তোমার সন্তানকে পেয়ে আমি পুত্রবানদের মধ্যে অগ্রগণ্য, পৌলোমীসম্ভূত জয়ন্তকে পেয়ে পুরন্দর যেমন তেমনি ॥ ১৪ ॥

(উর্বশীর স্মরণজনিত ক্রন্দন)

বিদূষক—এ কী! ইনি হঠাৎ অশ্রুমুখী হলেন কেন?

রাজা (সাবেগে)

সুন্দরী! বংশরক্ষার উপায় হল বলে আমার এই প্রবল আনন্দের সময়ে তুমি চোখের জল ফেলছ কেন? তোমার পীনোন্নত স্তন বেয়ে এই চোখের জল গড়িয়ে পড়ে মুক্তাবলী-রচনাকে পুনরুক্তিদোষে দুষ্ট করে তুলছে।

(চোখের জল মুছিয়ে দিলেন)

উর্বশী—শুনুন—মহারাজ! প্রথম সন্তানদর্শনের আনন্দে আমি ভুলে গিয়েছিলাম, এখন মহেন্দ্রের নাম উচ্চারণে মনে-পড়ে-যাওয়া শপথ আমার হৃদয়কে ব্যথিত করে তুলছে।[৫]

রাজা—শপথটি বলো।

উর্বশী—আমার হৃদয় যখন মহারাজের প্রতি আকৃষ্ট হল তখন মহেন্দ্র আদেশ দিলেন—

রাজা—কী আদেশ?

উর্বশী—'যখন আমার প্রিয়বন্ধু রাজর্ষি তোমার গর্ভজাত সন্তানের মুখ দেখবেন, তখনই আবার তোমাকে আমার কাছে ফিরে আসতে হবে।' এই জন্যেই মহারাজের বিচ্ছেদের ভয়েই এর জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্যাশিক্ষার জন্যে এই পুত্রকে শ্রদ্ধেয় চ্যবনমুনির আশ্রমে আর্যা সত্যবতীর হাতে গোপনে গচ্ছিত রেখেছিলাম। এখন পিতৃ-পরিচর্যার যোগ্য হয়েছে মনে করে তিনি এই দীর্ঘায়ুকে আমার কাছে প্রত্যর্পণ করেছেন। তাই আপনার সান্নিধ্য আমার এইখানেই শেষ হল।

(সকলের বিষাদের অভিনয়)

রাজা—(দীর্ঘশ্বাস ফেলে) হায়, সুখের প্রতি দৈবের কী প্রতিকূলতা!

হে কৃশোদরী! সন্তানলাভ করে যেই আমি আশ্বস্ত হলাম অমনি তোমার সঙ্গে আমার এই বিচ্ছেদ ঘটল। প্রথম বর্ষণে যেই তরুর তাপ প্রশমিত হল অমনি বজ্রপাত হল তার ওপরে। এই বিচ্ছেদও সেইরকম ॥ ১৬ ॥

বিদূষক—এ ব্যাপারটা দেখছি পর পর অনর্থই ঘটিয়ে চলেছে। আমার মনে হয় মহারাজ এখন বল্কল ধারণ করে তপোবনে যাবেন।[৬]

উর্বশী—এই মন্দভাগিনী আমার সম্বন্ধে মহারাজ ভাবছেন, কৃতবিদ্য সন্তান লাভ করে—(তাকে সিংহাসন লাভের উপযোগী করে) নিজের কাজ গুছিয়ে এখন দিব্যি স্বর্গে চলে যাওয়া হচ্ছে!

রাজা—সুন্দরী! তা কখনই নয়। পরাধীনতা সহজেই বিচ্ছেদ ঘটায়, নিজের খুশিমতো তা কিছুই করতে পারে না। (তুমি পরাধীনা) তাই প্রভুর আজ্ঞাই পালন করো। আমিও তোমার পুত্র আয়ুর উপরে রাজ্যভার ন্যস্ত করে অরণ্যের শরণ নেব, যে-অরণ্যে মৃগদল বিচরণ করে ॥ ১৭ ॥

কুমার—বলদই যে-জাঙাল বইতে পারে সেই-জাঙালে বাছুরকে জুড়ে দেওয়া কিন্তু পিতার উচিত হবে না।

রাজা—বৎস! গন্ধগজ শাবক হলেও অন্যান্য সাধারণ গজদলকেও বশীভূত করতে পারে। সর্পশিশুর বিষ আরও উগ্রভাবে ছড়িয়ে পড়ে। রাজা বালক হলেও পৃথিবীরক্ষায় সমর্থ।[৭] স্বকর্মসাধনে সমর্থ এই বিশেষ বল স্বভাবসিদ্ধ, বয়সে অর্জিত নয় ॥ ১৮ ॥

লাতব্য, আমার কথায় অমাত্যপরিষদকে বলো—আয়ুর অভিষেকের আয়োজন করা হোক।

কঞ্চুকী—মহারাজের যা আদেশ। (দুঃখিত হয়ে প্রস্থান)

(সকলের দৃষ্টিব্যাঘাত রূপায়ণ)

রাজা—(আকাশের দিকে চেয়ে) মেঘশূন্য আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে কেন?

উর্বশী—(দেখে) ইনি যে দেবর্ষি নারদ[৮] দেখছি।

রাজা—হ্যাঁ, তাই বটে। শ্রদ্ধেয় নারদ। গোরোচনার মতো পিঙ্গল জটাজালে শোভিত, চন্দ্রকলার মতো শুভ্র উপবীতে মণ্ডিত এঁকে দেখে মনে হচ্ছে যেন স্বর্ণবর্ণশাখায় মণ্ডিত গতিশীল কল্পবৃক্ষ, যার মণ্ডনমাধুর্য বেড়েছে মুক্তামালা ধারণ করে ॥ ১৯ ॥

এঁর অর্ঘ্য আনো।

উর্বশী—(যথোক্ত উপচার নিয়ে) এই যে শ্রদ্ধেয় আপনার উপচার।

(নারদের প্রবেশ)

নারদ—পৃথিবীপতির জয় হোক।

রাজা—(উর্বশীর হাত থেকে অর্ঘ্য নিয়ে তা দান করে) হে পূজনীয়। আপনাকে অভিবাদন করি।

উর্বশী—হে শ্রদ্ধেয়! আপনাকে প্রণাম করি।

নারদ—অবিচ্ছিন্ন দম্পতী হয়ে বসে করো।

রাজা—(মনে মনে) তাই যদি হত।

(প্রকাশ্যে কুমারকে আলিঙ্গন করে)

বৎস! ভগবান্ নারদকে প্রণাম করো।

কুমার—হে পূজনীয়! উর্বশীর পুত্র আয়ু আপনাকে প্রণাম করছে।

নারদ—দীর্ঘজীবী হও।

রাজা—এই আসনকে ধন্য করুন। (নারদের উপবেশন)

(নারদের উপবেশনেব পরে সকলের উপবেশন)

নারদ—রাজন্, মহেন্দ্রের আদেশ শুনুন।

রাজা—আমি উৎকর্ণ হয়ে আছি।

নারদ—প্রভাবদর্শী ইন্দ্র বনগমনে কৃতসংকল্প আপনাকে আদেশ দিচ্ছেন—

রাজা—কী আদেশ দিচ্ছেন ?

নারদ—ত্রিকালদর্শী মুনিরা ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছেন দেবদানবের এক যুদ্ধ আসন্ন। আপনি আমাদের সংগ্রামের সাথী। তাই আপনি শস্ত্র পরিত্যাগ করবেন না। এই উর্বশীও যাবজ্জীবন আপনার সহধর্মিণী হোক।

উর্বশী—(মনে মনে) ওঃ, আমার হৃদয় থেকে যেন শল্য উৎপাটিত হল।

রাজা—দেবরাজের অধীন আমি (তিনি যা চান তাই হবে)।

নারদ—ঠিক। তোমার কাজ ইন্দ্র করবেন, ইন্দ্র যা চান তুমি তাই করবে। সূর্য অগ্নিকে উদ্দীপিত করে এবং অগ্নি তেজে সূর্যকে উদ্দীপিত করে ॥ ২০ ॥

(আকাশে তাকিয়ে) রম্ভা, স্বয়ং মহেন্দ্রের পাঠানো কুমার আয়ুর রাজ্যাভিষেকের উপকরণ নিয়ে এসো। (অপ্সরাদল তাই নিয়ে এল)

অপ্সরাদল—শ্রদ্ধেয় ! এই যে অভিষেকসম্ভার।

নারদ—আয়ুষ্মানকে মঙ্গলাসনে উপবেশন করাও।

রম্ভা—এসো বৎস। (এই বলে কুমারকে উপবেশন করালো)

নারদ—(কলসবারিতে কুমারের শিরোদেশ অভিস্নাত করে) রম্ভা, অন্যান্য করণীয়গুলি করো।

রম্ভা—(তাই করে) বৎস ! মাতাপিতাকে প্রণাম করো।

(কুমার যথাক্রমে প্রণাম করল)

নারদ—মঙ্গল হোক তোমার।

রাজা—কুলশ্রেষ্ঠ হও।

উর্বশী—পিতার অনুগ্রহভাজন হও।

(নেপথ্যে বৈতালিকদ্বয়)

প্রথম—যুবরাজের জয় হোক। দেবর্ষি অত্রি যেমন ব্রহ্মার মতো, চন্দ্র যেমন অত্রির মতো, বুধ যেমন চন্দ্রের মতো, মহারাজ (পুরূরবা) যেমন বুধের মতো, তুমিও তেমনি তোমার জনপ্রিয় গুণে পিতার মতো হও। তোমার অতুলনীয় বংশে সমস্ত আশিস পরিপূর্ণ হয়েছে (নূতন কোনো প্রার্থনা পুনরুক্তির মতো) ॥২১॥

দ্বিতীয়—একদিকে হিমালয় আর একদিকে সমুদ্র এ দুয়ের মাঝখানে জলধারাকে বিভক্ত করে গঙ্গা যেমন আরও শোভা পায় তেমনি একদিকে পুরুষশ্রেষ্ঠ স্থিতধী অটলধৈর্য তোমার পিতা এবং আর একদিকে তুমি—এ দুয়ের মাঝখানে রাজলক্ষ্মীও আরও বেশি শোভা পাচ্ছে ॥ ২২ ॥

অপ্সরাদল—(উর্বশীর কাছে এসে) কী আনন্দ ! পুত্রের যৌবরাজ্যে অভিষেক এবং স্বামীর অবিচ্ছেদ—এ দুটি দুর্লভ ভাগ্য তুমি লাভ করলে।

উর্বশী—এ ভাগ্য আমাদের সকলের। (কুমারের হাত ধরে) এসো বৎস ! তোমার জ্যেষ্ঠ মাতাকে প্রণাম করবে (এবার)।

(কুমার উঠল)

নারদ—দাঁড়াও, যথাসময়ে তাঁর কাছে যাবে। তোমার পুত্র আয়ুর যৌবরাজ্যে অভিষেক আমাকে দেবরাজকৃত কার্তিকেয়ের অভিষেকের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে ॥ ২৩ ॥

রাজা—আপনার অনুগ্রহ যখন পেয়েছে তখন সে কেনই-বা যোগ্য হবে না ?

নারদ—ইন্দ্র তোমার আর কী প্রিয় সাধন করবেন ?

রাজা—যদি তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে থাকেন এর পর আর আমার কী প্রার্থনা থাকতে পারে ? তবু এই হোক—

(ভরতবাক্য)

পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন যে-দুজনের একত্র অবস্থান দুর্লভ. সজ্জনদের কল্যাণে সেই লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মিলন হোক। (সকলের প্রস্থান)

॥ বিক্রমোর্বশী নাটকে পঞ্চম অঙ্ক সমাপ্ত ॥

॥ 'বিক্রমোর্বশী' নাটক সমাপ্ত ॥

প্রসঙ্গকথা

প্রথম অঙ্ক

১· মূলে 'রোদসী' শব্দ। 'রোদসী' 'রোদস্‌' শব্দের দ্বিবচন। স্বর্গ ও মর্ত্য একত্রে বোঝাতে 'রোদসী' শব্দের প্রয়োগ—ভূদ্যাবৌ রোদস্যৌ রোদসী' (অমরকোষ)। মূল অর্থ স্বর্গ ও মর্ত্যের অন্তর্বর্তী স্থান, যা গর্জনশীল বায়ুর আবাস। 'রুদ্‌' ধাতুর প্রাচীন অর্থ গর্জন করা।

২ 'স একো য একঃ স রুদ্রো য ঈশানো য ঈশানঃ স ভগবান্‌ মহেশ্বরঃ।'

— অথর্বশির উপনিষৎ

'পুরুষো ইব রুদ্রঃ'—ব্রহ্মবাচী রুদ্রকে পুরুষ বলা হয়েছে। 'পুরুষ' নামের ব্যাখ্যা আছে ভাগবতপুরাণে (৭ ১৪ ৩৭): 'শেতে জীবেন রূপেণ পুরেষু পুরুষো হ্যসৌ'।

৩ কালিদাসের তিনটি নাটকেই 'শিবকে নিয়ে নান্দী। 'শিব' যে কবির প্রিয় দেবতা তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু তাই বলে তাঁকে শৈব বলা হয় তো ঠিক হবে না, কারণ ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরকে তিনি অভিন্ন সত্তা হিসেবেই দেখেছেন।

৪· তুলনীয়—প্রথিতযশসাং ভাসকবিপুত্রসৌমিল্লকাদীনাং প্রবন্ধানতিক্রম্য বর্তমান-কবেঃ কালিদাসস্য ক্রিয়ায়াং কথং পরিষদো বহুমানঃ—মালবিকাগ্নিমিত্রম্‌।

৫· বিকল্পপাঠ 'ত্রোটক'। ভূমিকায় 'শ্রেণী'-শীর্ষক আলোচনা দ্রষ্টব্য।

৬· সমস্ত অভিনেতা-অভিনেত্রীর মিলিত উদ্যমেই যে অভিনয়ের সাফল্য এ বিশ্বাস কবির ছিল।
'প্রতিপাত্রমাধীয়তাং যত্নঃ' এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

৭· মূলে আছে 'প্রণয়িষু' কথাটি। 'প্রণয়ী' মানে প্রার্থী বা সেবক। 'সংস্কৃতিসেবী' কথাটা আমরা আধুনিককালেও ব্যবহার করি। 'প্রণয়ী কথাটা 'আপনাদের প্রিয় দল' এ অর্থেও নেওয়া যেতে পারে। 'দর্শকদের অনুগ্রহপ্রার্থী' অর্থে নিলেও ক্ষতি নেই।

৮· মানুষ আর দেবতাদের বন্ধুত্বের প্রথম উল্লেখ বোধহয় অথর্ববেদীয় ভূমি বা পৃথিবীসূক্তে। অথর্ববেদে (৯· ১০· ১৮) স্পষ্টই বলা হয়েছে 'অমর্ত্যঃ মর্ত্যেন সযোনিঃ' অর্থাৎ স্বর্গলোক মর্ত্যেরই সহোদরস্থানীয়।

৯ অপ্সরারা গিয়েছিল নারায়ণমুনির ধ্যান ভাঙতে নারায়ণ তাব উরু থেকে উর্বশীকে সৃষ্টি করলেন। উর্বশীর রূপ অপ্সরাদের লজ্জা দিল। পদ্মপুরাণে বলা হয়েছে কামদেব অপ্সরাদের উরু থেকে উর্বশীকে সৃষ্টি করেন। উর্বশী বিষ্ণুর তপোভঙ্গ করতে পারায় ইন্দ্র প্রসন্ন হন। মুনিদের তপোভঙ্গে উর্বশী ছিল ইন্দ্রের প্রধান আয়ুধ।
উরূন্‌ (মহতোঽপি) অশ্নুতে (বশীকরোতি) ইতি উর্বশী (উরু—অশ্‌+ঙীষ্‌)। অর্থাৎ যে মহান্‌ পুরুষদেরও বশীভূত করে সে উর্বশী।

১০. অত্রি (ব্রহ্মপুত্র)
|
সোম
|
বুধ
|
পুরূরবা

১১ এই হেমকূটকেই কালিদাস বিচ্ছেদের পর দুষ্যন্ত-শকুন্তলার মিলনক্ষেত্র নির্বাচন করেছেন। পুরাণমতে এ পর্বত কিম্পুরুষবর্ষের সীমা-পর্বত দৈর্ঘ্যে নব্বই সহস্র যোজন ও প্রস্থে দুই সহস্র যোজন বিস্তারিত।

১২. তুলনীয় রথবর্ণনা: মুক্তেষু রশ্মিষু নিরায়তপূর্বকায়া নিষ্কম্পচামরশিখা নিভৃতোর্ধ্বকর্ণাঃ। প্রথম অঙ্ক, শ্লোক ৮—শাকুন্তল।

১৩ দুষ্যন্তকেও এইভাবেই নিয়ে যেতেন ইন্দ্র।

১৪. চিত্রলেখা যেন বলতে চায়—হাসালি উর্বশী! কে একটু ধরেছে আর মূর্ছা গেলি? অপ্সরাদের অমন ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যেতে নেই। আমাকেও তো ধরেছিল দানব। আমি কি তোর মতো জ্ঞান হারিয়েছি?

১৫ তুলনীয়: কিমত্র চিত্রং যদি বিশাখে শশাঙ্কলেখামনুবর্তেতে। ষোড়শনক্ষত্র 'বিশাখা' দ্বিবচনে ব্যবহৃত হয়। সম্ভবতঃ দুটি নক্ষত্রতে সম্মিলিত বলে।

১৬ অনুরাগ-বিকাশের পর্বগুলো লক্ষণীয়: প্রথমে অপ্সরাদের মুখে উর্বশীর রূপের কথা শোনা, তারপর মূর্ছিত অবস্থায় তাকে নির্নিমেষে দেখা, তার পর রথের ঝাঁকুনিতে অঙ্গস্পর্শ।

১৭. নায়িকা ও সখীর অন্যোন্যপ্রীতি নায়িকাকে আরও রমণীয় করে তোলে নায়কের চোখে।

১৮. অনেক কাজ নারদের—দেবতাদের গান শোনানো, ঘটকালি করা, বিবাদ বাধানো, উপদেশ দেওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। একটা প্রধান কাজ বার্তাবহন। স্বর্গের Chief reporter বলা চলে।

১৯. তুলনীয়: সিধ্যন্তি কার্যেষু মহৎস্বপি যন্নিযোজ্যাঃ সম্ভাবনাগুণমবেহি তমীশ্বরাণাম্। —শাকুন্তল

২০. ব্যাপারটা সবাই, বিশেষ করে সখীরা এত স্পষ্টভাবে বুঝে ফেলে যে একে 'ছলা' না বলে 'কলা' বলাই ভালো,—ভাব প্রকাশের একটি কলা (art)। অনুরাগ-চন্দ্রিকার একটি কলাও বটে। শকুন্তলার আঁচলও আটকে গিয়েছিল কাঁটায়।

দ্বিতীয় অঙ্ক

১,২ চেটীর মুখেও লাগ-সই সব উপমা বসিয়ে দেন উপমাশিল্পী কালিদাস।

৩. চেটীরাও সঙ্গীতচর্চা করত তা হলে।

৪ ভ্রমটি দুজনের ক্ষেত্রেই। পুরূরবা রানীকে 'উর্বশী' বলে ফেললেন। ওদিকে উর্বশীও 'পুরুষোত্তম' বলতে গিয়ে ভুল করে বলল 'পুরূরবা'। মনে-মুখে এক হলেন দুজনেই।

৫. নিপুণিকার কাছে কিন্তু উর্বশীকে মরীচিকাই বলেছিল বিদূষক। যখন যেমন তখন তেমন।
৬. সর্বঃ কান্তমাত্মীয়ং পশ্যতি—শাকুন্তল।
৭. 'দিব্যরস' শ্লিষ্ট। প্রথম অর্থ আকাশ থেকে যা ঝরে অর্থাৎ বৃষ্টি। দ্বিতীয় অর্থ দিব্যাঙ্গনার আসঙ্গজনিত রস বা আনন্দধারা।
৮: বিদূষকের দৃষ্টি তাহলে প্রকৃতির পাকশালাতেও—যেখানে নিত্যনবরসের যোগান।
৯ তা তো হবারই কথা। রম্ভা তো উর্বশীর পরিচয় দিতে আগেই বলেছে। 'প্রত্যাদেশো রূপগর্বিতায়াঃ শ্রিয়াঃ অলংকারঃ স্বর্গস্য সা নঃ'।
১০. 'অপরাজিতা' আর তিরস্করিণী' এক নয়। প্রথমটি আক্রমণকারীদের হাত থেকে রক্ষা করবে, আর দ্বিতীয়টিতে ইচ্ছেমতো অন্যের কাছে অদৃশ্য হওয়া যাবে।
এই দুটি বিদ্যা যদি আধুনিক নায়িকাদের থাকত!
১১ 'তিরস্কারিণী'র উপর Wilson-এর মন্তব্য:
Being visible to the audience and invisible to the individuals on the stage is a contrivance familiar to the plays of various people, especially our own, as the ghost of Hamlet, that of Banquo, Ariel in the Tempest. and Angino in the Virgin Martyr, who repeatedly enter invisible. The wardrobe of some of our old comedians comprised a robe to walk invisible.
১২. এই memory paintings-এর কথা সংস্কৃত সাহিত্যে যত্রতত্র। এটি একটি দুরূহ শিল্প সন্দেহ নেই।
১৩. প্রেমপত্র দেখা যাচ্ছে সেকালেও ছিল। শকুন্তলা অবশ্য ভূর্জপাতার বদলে পদ্মপাতায় প্রেমপত্র লিখেছিলেন নখলেখনীতে। প্রমদবনে ভূর্জপাতা নিশ্চয় ছিল না, তাই দিব্যাস্ত্র নামে দিব্যবলে ভূর্জপত্র নির্মাণ করতে হয়েছে।
১৪. প্রেমচর্যায় দূতীদের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল।
১৫. নাট্যশাস্ত্রপ্রণেতা।
১৬. রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা ও বিস্ময় এই আটটি স্থায়ীভাব বিভাব, অনুভাবাদি দ্বারা স্বাদু হয়ে যথাক্রমে শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস ও অদ্ভুত এই আটটি রসে পরিণত হয়।
'শান্ত' নবম রস বলে স্বীকৃত; স্থায়ীভাব 'শম' থেকে তার উদ্ভব।
১৭ উর্বশীর প্রণয় যেন ঔশীনরীর পায়ে পড়ে বলল, আমাকে ঠাঁই দাও।

তৃতীয় অঙ্ক

১. দেবরাজের উপচিকীর্ষা স্পষ্টতই স্বার্থগন্ধী—ঔদার্যগন্ধী নয়।
২. তুলনীয়: উপরাগান্তে শশিনঃ
সমুপগতা রোহিণীযোগম্। শাকুন্তল—৭.২২
৩. ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়। (বলা বাহুল্য এ ক্ষুধা ঔদরিকের ক্ষুধা, রিক্ত বুভুক্ষুর নয়)।

৪. পিতামহ = চন্দ্র।

৫. পুরুষের দক্ষিণাঙ্গস্পন্দন শুভশংসী।

৬. শিখরিণী—এলা-লবঙ্গপুবাদি সুরভিদ্রব্যামিশ্রিতং দুগ্ধেন সহ গলিতং সিতাসঙ্গতং দধি শিখরিণীত্যুচ্যতে।—রঙ্গনাথ

৭. উর্বশীর ঔদার্য লক্ষণীয়। চিত্রলেখার প্রত্যুত্তরেই তা স্পষ্ট। কিন্তু এই উর্বশীই মানিনীর ভূমিকা নিলেন পুরুরবা গান্ধর্বকন্যার দিকে শুধু একটু তাকানোতে!

৮. ব্রতাদি অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণ বিদূষক 'স্বস্তিবচন' পাঠ করলেই মহারানী ভোজ্যাদি উপহার অবশ্যই দেবেন, তাই এ ধরনের অনুষ্ঠান যতই হয় বিদূষকের পক্ষে ততই ভালো।

৯. নামেই ব্রতের উদ্দেশ্য প্রকাশিত। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কোনো আচরণ হয়তো সঙ্গত হয় নি এই মনোভাব নিয়ে স্বামীকে প্রসাদিত করবার জন্যে অনুতাপসূচক এই ব্রত।

১০,১১ বিদূষকের এধরনের বেশ কয়েকটি মন্তব্য লোকচরিত্র সম্বন্ধে তার অভিজ্ঞতার পরিচয় দেয়।

১২. দেবতাদের চোখের পলক পড়ে না এরকমের প্রবাদ আছে।

১৩. এবারে প্রেমিকাযুগলকে একা থাকতে দিতে হবে এ বোধ তার আছে।

চতুর্থ অংক

[এই অঙ্কে মিশ্রপ্রাকৃত বা অপভ্রংশে রচিত শ্লোকগুলোর জন্যে পৃথক্ ক্রমসংখ্যা ব্যবহার করা হয়েছে, এবং তার সঙ্গে তারকাচিহ্ন যুক্ত হয়েছে।]

১. চঞ্চৎপুটাদিতালেন মার্গত্রয়বিভূষিতা।
আক্ষিপ্তিকা স্বরপদপ্রথিতা কথিতা বুধৈঃ॥ —ভরত

২. শুদ্ধা খণ্ডা চ মাত্রা চ সম্পূর্ণেতি চতুর্বিধা।
দ্বিপদী করণাখ্যেন তালেন পরিগীয়তে॥ —ভরত

৩. বৈদিক কাহিনীতে উর্বশী ও তার সহচরীদের হংসীরূপ ধারণের কথা আছে। এখানে হয়তো তারই ইঙ্গিত।

৪ কৈলাসপর্বতমালার একাংশের নাম গন্ধমাদন। কালিকাপুরাণে গন্ধমাদনকে কৈলাসের দক্ষিণদিগ্বর্তী বলা হয়েছে। গাড়োয়াল রাজ্যের যে পর্বতমালা থেকে অলকানন্দা প্রবাহিত, তার সেই অংশকেও গন্ধমাদন বলা হয়।

৫. সত্যি কি তাই? না উল্টোটা?

৬. কার্তিকেয় কৌমার্যব্রত গ্রহণ করেছিলেন, তিনি স্ত্রীলোকদের দর্শনকেও ঘৃণা করতেন। তাই তাঁর আবাস-অরণ্য ছিল স্ত্রীলোকদের জন্যে নিষিদ্ধ অঞ্চল।

৭. উদ্গাহো দ্বিঃসকৃদ্বৈকখণ্ডে দ্বিশকলোঽথ বা।
যত্র ধ্রুবো দ্বিরাভোগো ধ্রুবেঽমুক্তিঃ স জম্ভকঃ॥ —ভরত

মতঙ্গমুনির মতে 'জম্ভক' আর 'জম্ভলিকা' অভিন্ন।

৮. যদ্গীতং গুণচর্যা চ রাগেন ক্রিড়নেন চ।
তালেন স্যা খণ্ডধারা ষণ্টিকেন প্রকাশিতা॥ —ভরত

৯. দ্রুতমধ্যলয়ং সমাশ্রিতা পঠতি প্রেমভরান্নটী যদি।
প্রতিমণ্ঠকরাসকেন বা দ্রুতমধ্যা প্রথমতা হি চর্চরী॥ —ভরত

১০. বিরহী কবির রাজসত্তা প্রকট হওয়ায় করুণরস কিছুটা ম্লান হয়েছে বলে মনে হয়।

১১. ষড়্জমধ্যমিকোৎপন্নো ভিন্নকো মধ্যমো বহুঃ।
ষড়্জগ্রহাংশো মন্যাসো মন্দ্রসোঽন্তোঽথ বা ভবেৎ॥ —ভরত

১২. নৃত্যবিশেষ।
'পটমঞ্জরিরাগসংযুতং যদ্ দ্রুতমধ্যেন লয়েন যৎপ্রযুক্তম্।
প্রতিতালযুতং চ নর্তনং তৎখুরকাখ্যং মুনয়ে শিবেন দত্তম্॥
অথবা গানবিশেষ।
পূর্বপূর্বাক্ষরত্যাগে যোঽন্যো বর্ণচয়ঃ স চেৎ।
উত্তরোত্তরসংঘাদো খুরকঃ পরিকীর্তিতঃ॥ —ভরত

১৩. নাট্যবিশেষ।

১৪. নাট্যবিশেষ।
'রাগেণ রহিতং যত্তু চার্ধমত্তলিকাযুতম্।
ভাষয়ৈব চ তন্নাট্যং কুটলীসংজ্ঞকং মতম্॥'
অর্ধমণ্ডলী লক্ষণ—
'উপেতাপসৃতৌ পাদৌ বামশ্চেদ্রেচিতঃ করঃ।
কাট্যামন্যস্তদা ত্বর্ধমত্তলী তরুণীমিদে॥'

১৫ সংস্থান বিশেষ।
'অর্ধচতুরস্রকে'র আর-একটি নাম 'নন্দ্যাবর্তক'।
এইটিই যদি দুবার করা হয় তবে তার নাম 'অর্ধদ্বিচতুরস্রক'।

১৬. মূলে আছে 'যথাক্রমম্'।
অর্থাৎ আমি যেমন বললাম, ঠিক সেইভাবে।
আসলে রাজা প্রতিধ্বনি শুনলেন।
রাজা প্রশ্ন করলেন—
সর্বক্ষিতিভৃতাং নাথ দৃষ্টা সর্বাঙ্গসুন্দরী।
রামা রম্যে বনোদ্দেশে ময়া বিরহিতা ত্বয়া॥
প্রতিধ্বনিতে রাজা এ কথাই শুনে তাকে প্রত্যুত্তর বলে মনে করলেন। সেক্ষেত্রে মানে হবে 'ত্বয়া বিরহিতা ময়া দৃষ্টা'। বাকি অংশ একই রকম। এই বিশেষ নাট্য-ভাষার নাম 'ত্রিগত'। ত্রিগতের লক্ষণ—
ত্রিগতং স্যাদনেকার্থযোজনং শ্রুতিসাম্যতঃ। (সাহিত্যদর্পণ)
এখানেও শ্রুতিসাম্যে প্রশ্নকে উত্তর বলে মনে হল।

পঞ্চম অংক

১. একথা বলা রাজার পক্ষে খুব গৌরবের নয়। তবে গল্পের প্রয়োজনে আর-এক হাতের (অর্থাৎ পুত্র আয়ুর) তীর প্রয়োজন। তা না হলে দুষ্যন্তের

মতো পুরূরবাও বলতেন, যতই তুমি দৃষ্টির অন্তরালে থাকো না কেন বাণ ঠিক তোমাকে খুঁজে বের করবে—হনিষ্যাতি বধ্যম্।

২. খুব স্বাভাবিক। কারণ কঞ্চুকী বৃদ্ধ। সূক্ষ্ম লেখার পাঠোদ্ধার করা তার পক্ষে সম্ভব না।

৩. 'অবিজ্ঞাতেঽপি বন্ধৌ হি বলাৎ প্রহ্লাদতে মনঃ।' —কিরাতার্জুনীয়ম্ ১১শ সর্গ তুলনীয়: স্পৃহয়ামি খলু দুর্ললিতায় অস্মৈ। —শাকুন্তল, ৭ম অঙ্ক

৪ শ্লোকটিতে আছে কালিদাসের সিলমোহর—পশু বা মানুষের অন্তরঙ্গতার সেই অন্তরঙ্গচিত্র।

৫. উর্বশীর জননীসত্তা ও দয়িতাসত্তার দ্বন্দ্ব।

৬. বিদূষকের অনুমান যে যথার্থ তা একটু পরেই বোঝা যাবে।

৭. 'ন তেজসাং হি বয়ঃ সমীক্ষ্যতে।' —রঘু, কালিদাস।
কথাটা সত্যি হলেও বলতে ইচ্ছে হয় রাজা যেন ভাবের ঘরে চুরি করছেন—, তাঁর উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে যুক্তি খাড়া করছেন।

৮. আবার নারদ আসছেন – অঘটনঘটনপটীয়সী বার্তা বয়ে।

৯ উর্বশী-পুরূরবার বিরহ-মিলন ইন্দ্রেরই ইচ্ছায়-অনিচ্ছায়। যা ট্র্যাজিডি হতে পারত তাকে কবি মিলনান্তক করলেন প্রচলিত নাট্যবিধানে।

বিক্রমোর্বশীয়ম্

প্রথমোঽঙ্কঃ

বেদান্তেষু যমাহুরেকপুরুষং ব্যাপ্য স্থিতং রোদসী
যস্মিন্নীশ্বর ইত্যনন্যবিষয়ঃ শব্দো যথার্থাক্ষরঃ।
অন্তর্যশ্চ মুমুক্ষুভির্নিয়মিতপ্রাণাদিভির্মৃগ্যতে
স স্থাণুঃ স্থিরভক্তিযোগসুলভো নিঃশ্রেয়সায়াস্তু বঃ ॥ ১ ॥

(নান্দ্যন্তে)

সূত্রধারঃ—অলমতিবিস্তরেণ। (নেপথ্যাভিমুখমবলোক্য) মারিষ ইতস্তাবৎ।

(প্রবিশ্য)

পারিপার্শ্বিকঃ—ভাব অয়মস্মি।

সূত্রধারঃ—মারিষ বহুশস্তু পরিষদা পূর্বেষাং কবীনাং দৃষ্টাঃ প্রয়োগবন্ধাঃ। সোঽহমদ্য বিক্রমোর্বশীয়ং নাম নাটকমপূর্বং প্রযোক্ষ্যে। তদুচ্যতাং পাত্রবর্গঃ স্বেষু স্বেষু পাঠেষ্বসংমূঢ়ৈর্ভবিতব্যমিতি।

পারিপার্শ্বিকঃ—যদাজ্ঞাপয়তি ভাবঃ। (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ)

সূত্রধারঃ – যাবদিদানীমার্যমিশ্রান্বিজ্ঞাপয়ামি।

(প্রণিপত্য)

প্রণয়িষু বা দাক্ষিণ্যাদথবা সদ্বস্তুপুরুষবহুমানাৎ।
শৃণুত মনোভিরবহিতৈঃ ক্রিয়ামিমাং কালিদাসস্য ॥ ২ ॥

(নেপথ্যে)

পরিত্তাঅদু পরিত্তাঅদু জো সুরপকখবাদী জস্স বা—অম্বরঅলে গদী অত্থি।
(পরিত্রায়তাং পরিত্রায়তাং যঃ সুরপক্ষপাতী যস্য বাম্বরতলে গতিরস্তি)।

সূত্রধারঃ—(কর্ণং দত্ত্বা) অয়ে কিং নু খলু মদ্বিজ্ঞাপনানন্তরং কুররীণামিবাকাশে শব্দঃ শ্রূয়তে।

(বিচিন্ত্য) ভবতু। জ্ঞাতম্।

উরুদ্ভবা নরসখস্য মুনেঃ সুরস্ত্রী
কৈলাসনাথমুপসৃত্য নিবর্তমানা।
বন্দীকৃতা বিবুধশত্রুভিরর্ধমার্গে
ক্রন্দত্যতঃ শরণমপ্সরসাং গণোঽয়ম্ ॥ ৩ ॥

(ইতি নিষ্ক্রান্তঃ)

প্রস্তাবনা

(ততঃ প্রবিশন্ত্যপ্সরসঃ)

অপ্সরসঃ—পরিত্তাঅদু পরিত্তাঅদু জো সুরপকখবাদী জস্স বা অম্বরঅলে গদী অত্থি। (পরিত্রায়তাং পরিত্রায়তাং যঃ সুরপক্ষপাতী যস্য বাম্বরতলে গতিরস্তি।

(ততঃ প্রবিশত্যপটীক্ষেপেণ রাজা পুরূরবা রথেন সূতশ্চ)

রাজা—অলমাক্রন্দিতেন। সূর্যোপস্থানাৎ প্রতিনিবৃত্তং পুরূরবসং মামুপেত্য কথ্যতাং কুতো ভবত্যঃ পরিত্রাতব্যা ইতি।

রম্ভা—অসুরাবলেবাদো। (অসুরাবলেপাৎ)

রাজা—কিং পুনরসুরাবলেপেন ভবতীনামপরাদ্ধম্।

রম্ভা—সুণাদু মহারাও। জা তবোবিসেসপরিসঙ্কিদস্স সুউমারং পহরণং মহিন্দস্স পচ্চাদেসো রূবগব্বিদাএ সিরীএ অলংকারো সগ্গস্স সা ণো পিঅসহী উব্বসী কুবেরভবণাদো পড়িণিবুত্তমাণা সমাবত্তিদিট্ঠেণ হিরন্নউরবাসিণা কেসিণা দাণবেণ চিত্তলেহাদুদীআ অদ্ধপথং জ্জেব্ব বন্দিগ্গাহং গিহীদা। (শৃণোতু মহারাজঃ। যা তপোবিশেষপরিশঙ্কিতস্য সুকুমারং প্রহরণং মহেন্দ্রস্য প্রত্যাদেশো রূপগর্বিতায়াঃ শ্রিয়াঃ অলংকারঃ স্বর্গস্য সা নঃ প্রিয়সখ্যুর্বশী কুবেরভবনাৎ প্রতিনিবর্তমানা সমাপত্তিদৃষ্টেন হিরণ্যপুরবাসিনা কেশিনা দানবেন চিত্রলেখাদ্বিতীয়া অর্ধপথ এব বন্দিগ্রাহং গৃহীতা।)

রাজা—অপি জ্ঞায়তে কতমেন দিগ্বিভাগেন গতঃ স জাল্ম ইতি।

সহজন্যা—পুব্বুত্তরেণ। (পূর্বোত্তরেণ)

রাজা—তেন হি মুচ্যতাং বিষাদঃ। যতিষ্যে বঃ সখীপ্রত্যানয়নায়।

সর্বাঃ—সরিসং খু সোমাদো এক্কন্দরস্স। (সদৃশং খলু সোমাদেকান্তরস্য)

রাজা—ক পুনর্মাং ভবত্যঃ প্রতিপালয়িষ্যন্তি।

অপ্সরসঃ—ইমস্সিং হেমকূডসিহরে। (এতস্মিন্ হেমকূটশিখরে।

রাজা—সূত ঐশাণীং দিশং প্রতি নোদয়াশ্বানাশুগমনায়।

সূতঃ—যদাজ্ঞাপয়ত্যায়ুষ্মান্। (ইতি যথোক্তং করোতি)

রাজা—(রথবেগং নিরূপয়ন্) সাধু সাধু। অনেন রথবেগেন পূর্বপ্রস্থিতং বৈনতেয়মপ্যাসাদয়েয়ং কিং পুনস্তমপকারিণং মঘোনঃ। তথা হি

অগ্রে যান্তি রথস্য রেণুবদমী চূর্ণীভবন্তো ঘনা-
শ্চক্রভ্রান্তিররান্তরেষু জনয়ত্যন্যামিবারাবলীম্।
চিত্রন্যস্তমিবাচলং হয়শিরস্যায়ামবচ্চামরং
যষ্ট্যগ্রে চ সমং স্থিতো ধ্বজপটঃ প্রান্তে চ বেগানিলাৎ ॥ ৪ ॥

(নিষ্ক্রান্তো রথেন রাজা সূতশ্চ)

রম্ভা—হলা গদো রাএসী। তা অম্হেবি জথাসংদিট্ঠং পদেশং সংকমামো। (হলা গতো রাজর্ষিঃ। তদ্বয়মপি যথাসংদিষ্টং প্রদেশং সংক্রমামহে।

শেষাঃ—তহ। (তথা) (ইতি সর্বাঃ শৈলাবতরণং রূপয়িত্বা স্থিতাঃ)

রম্ভা—অবি ণাম সো রাএসী উদ্ধরে ণো হিঅঅসল্লম্। (অপি নাম স রাজর্ষিরুদ্ধরেন্নো হৃদয়শল্যম্)

মেনকা—হলা মা দে সংসও হোদু। ঔবাট্টিদংসপরাওমহিন্দো বি মজ্ঝমলোআদো সবহুমাণ আণাবিঅতং এব্ব বিঅঅসেণামুহে ণিওজেদি। (হলা মা তে সংশয়ো ভবতু। উপস্থিতসংপরায়ো মহেন্দ্রোঽপি মধ্যমলোকাত্ সবহুমানমানায্য তমেব বিজয়সেনামুখে নিযুঙ্ক্তে।

রম্ভা—সব্বহা ইহ বিঅই ভোদু। হলী সমস্সসধ সমস্সসধঃ। এসো উচ্চালিদহরিণকেদণো তস্স রাএসিণো সোমদত্তো রহো দীসদি। ণ খু এসো অকিদথো ণিবাত্তস্সদি। (সর্বথেহ বিজয়ী ভবতু। (ক্ষণমাত্রং স্থিত্বা) হলা সমাশ্বসিত

সমাশ্বসিত। এষ উচ্চলিতহরিণকেতনস্তস্য রাজর্ষেঃ সোমদত্তো রথো দৃশ্যতে। ন খলু এষোঽকৃতার্থো নিবর্তিষ্যতে।

(সর্বা উচ্চক্ষুষো বিলোকয়ন্তি)

(ততঃ প্রবিশতি রথারূঢ়ো রাজা সূতশ্চ চিত্রলেখাবলম্বিতা ভয়নিমীলিতাক্ষী চোর্বশী)

চিত্রলেখা—সমস্সসদু সমস্সসদু পিঅসহী। (সমাশ্বসিতু সমাশ্বসিতু প্রিয়সখী।

রাজা—সুন্দরি সমাশ্বসিহি সমাশ্বসিহি।

গতং ভয়ং ভীরু সুরারিসম্ভবং
ত্রিলোকরক্ষী মহিমা হি বজ্রিণঃ।
তদেতদুন্মীলয় চক্ষুরায়তং
মহোৎপলং প্রত্যুষসীব পদ্মিনী ॥ ৫ ॥

চিত্রলেখা—অম্মহে কহং উস্সাসিদমেত্তসংভাবিদজীবিদা অজ্জ বি সণ্ণং ণ পডিবজ্জদি। (অহো কথমুচ্ছ্বসিতমাত্রসম্ভাবিতজীবিতাদ্যাপি সংজ্ঞাং ন প্রতিপদ্যতে।)

রাজা—বলবদত্রভবতী পরিত্রস্তা। তথা হি।

মুঞ্চতি ন তাবদস্যাঃ কম্পং কুসুমসমবন্ধনং হৃদয়ম্।
পশ্য হরিচন্দনেন স্তনমধ্যোচ্ছ্বাসিনা কথিতম্ ॥ ৬ ॥

চিত্রলেখা—হলা উব্বসি পজ্জবত্থাবেহি অত্তাণং। অণচ্ছরা বিঅ পডিহাসি মে। (সখি উর্বশি পর্যবস্থাপয়াত্মানম্। অনপ্সরেব প্রতিভাসি মে)।

(উর্বশী প্রত্যাগচ্ছতি)।

রাজা—(সহর্ষম্) অয়ি প্রকৃতিমাপদ্যতে তে প্রিয়সখী। পশ্য।

আবির্ভূতে শশিনি তমসা মুচ্যমানেব রাত্রি-
নৈশস্যার্চির্হুতভুজ ইব চ্ছিন্নভূয়িষ্ঠধূমা।
মোহেনান্তর্বরতনুরিয়ং লক্ষ্যতে মুক্তকল্পা
গঙ্গা রোধঃপতনকলুষা গৃহ্ণতীব প্রসাদম্ ॥ ৭ ॥

চিত্রলেখা—সহি বিস্সধা হোহি। পরভূদা ক্খু তিদসপরিপন্থিণো হদাসা। (সখি বিশ্রব্ধা ভব। পরাভূতাঃ খলু ত্রিদশপরিপন্থিনো হতাশাঃ।

উর্বশী—(চক্ষুষী উন্মীল্য) কিং পহাবদংসিণা মহিন্দেণ। (কিং প্রভাবদর্শিনা মহেন্দ্রেণ।)

চিত্রলেখা—ণ মহিন্দেণ মহিন্দসরিসাণুভাবেণ ইমিণা রাএসিণা পুরূরবসেণ। (ন মহেন্দ্রেণ। মহেন্দ্রসদৃশানুভাবেনানেন রাজর্ষিণা পুরূরবসা।)

উর্বশী—(রাজানমবলোক্য। আত্মগতম্) উবকিদং ক্খু দাণবেহিং। (উপকৃতং খলু দানবৈঃ।)

রাজা—(প্রকৃতিস্থামুর্বশীং নির্বর্ণ্য। আত্মগতম্) স্থানে খলু নারায়ণমৃষিং বিলোভয়ন্ত্যস্তদূরুসম্ভবামিমাং দৃষ্ট্বা ব্রীড়িতাঃ সর্বা অপ্সরস ইতি। অথ বা নেয়ং তপস্বিনঃ সৃষ্টির্ভবিতুমর্হতি।

অস্যাঃ সর্গবিধৌ প্রজাপতিরভূচ্চন্দ্রো নু কান্তপ্রভঃ
শৃঙ্গারৈকরসঃ স্বয়ং নু মদনো মাসো নু পুষ্পাকরঃ।
বেদাভ্যাসজড়ঃ কথং নু বিষয়ব্যাবৃত্তকৌতূহলো
নির্মাতুং প্রভবেন্মনোহরমিদং রূপং পুরাণো মুনিঃ ॥ ৮ ॥

উর্বশী—হলা সো সহীজণো কহিং কখ্যু দাণিং ভবে। (হলা স সখীজনঃ কুত্র খল্বিদানীং ভবেৎ।

চিত্রলেখা—অভঅদাঈ মহারাও জাণাদি। (অভয়দায়ী মহারাজো জানাতি।)

রাজা—(উর্বশীমবলোকয়ন্) মহতি বিষাদে বর্ততে। পশ্যতু ভবতী।

যদৃচ্ছয়া ত্বং সকৃদপ্যবন্ধ্যয়োঃ
পথি স্থিতা সুন্দরি যস্য নেত্রয়োঃ।
ত্বয়া বিনা সোঽপি সমুৎসুকো ভবেৎ
সখীজনস্তে কিমুতার্দ্রসৌহৃদঃ ॥ ৯ ॥

উর্বশী—(অপবার্য) অহিজাদং খু সে বঅণং। অহ বা চন্দাদো অভিঅথি কিং এথ অচ্চরীঅং। (অভিজাতং খল্বস্য বচনম্। অথ বা চন্দ্রাদমৃতমিতি কিমত্রাশ্চর্যম্)। (প্রকাশম্) অদো এব্ব ণং পেক্খিদুং তুবরদি মে হিঅঅং। (অত এবৈনং প্রেক্ষিতুং ত্বরতে মে হৃদয়ম্)।

রাজা—(হস্তেন দর্শয়ন্)

এতাঃ সুতনু মুখং তে সখ্যঃ পশ্যন্তি হেমকূটগতাঃ।
প্রত্যাগতপ্রসাদং চন্দ্রমিবোপপ্লবান্মুক্তম্ ॥ ১০ ॥

চিত্রলেখা—হলা পেক্খ। (সখি পশ্য।)

উর্বশী—(রাজানং সস্পৃহং পশ্যন্তী) সমদুক্খো পিবই্ব মং ণয়ণেহিং (সমদুঃখঃ পিবতীব মাং নয়নাভ্যাম্।)

চিত্রলেখা— সাকূতম্) অহ কো। (অয়ি কঃ।)

উর্বশী—ণং সাহঅণো।) ননু সখীজনঃ।)

রম্ভা—(সহর্ষম্) এসো চিত্তলেহাদুদিঅং পিঅসহীং উব্বসীং গেণ্হিঅ বিসাহাসমীবগদো বিঅ ভবঅং চন্দো উবট্টিদো রাএসী। (এষ চিত্রলেখাদ্বিতীয়াং প্রিয়সখীমুর্বশীং গৃহীত্বা বিশাখাসমীপগত ইব ভগবাংশ্চন্দ্র উপস্থিতো রাজর্ষিঃ।)

মেনকা (নির্বর্ণ্য) দুবে বি ণো পিআণি উবণদাণি। ইঅং পচ্চাণীদা পিঅসহী অঅং চ অপরিক্খদসরীরো রাএসী। (দ্বে অপি নঃ প্রিয়ে উপনতে। ইয়ং প্রত্যানীতা প্রিয়সখী অয়ং চাপারক্ষতশরীরো রাজর্ষিঃ)।

সহজন্যা—সহি সুট্ঠু ভণাসি। দুজ্জআ খু দাণবা। (সখি সুষ্ঠু ভণসি। দুর্জয়াঃ খলু দানবাঃ।)

রাজা—সূত ইদং তচ্ছৈলশিখরম্। অবতার্যতাং রথঃ।

সূতঃ—যদাজ্ঞাপয়ত্যায়ুষ্মান্। (ইতি তথা করোতি।)

রাজা—(চক্রোদ্ঘাতং রূপয়িত্বা। আত্মগতম্।) হন্ত দত্তফলো মে বিষমাবতারঃ।

যদয়ং রথসংক্ষোভাদংসেনাংসো রথোপমশ্রোণ্যাঃ।
স্পৃষ্টঃ সরোমবিক্রিয়মঙ্কুরিতং মনসিজেনেব ॥ ১১ ॥

উর্বশী—(সব্রীড়ম্) হলা কিং বি পরদো ওসর। (সখি কিমপি পরতোঽপসর।)

চিত্রলেখা—ণাহং সক্কা। (নাহং শক্তা।)

রম্ভা—হলা এধ পিঅআরিণং সংভাবেম্হ রাএসিং। (সখ্যঃ এত প্রিয়কারিণং সংভাবয়ামো রাজর্ষিম্।) (সর্বা উপসর্পন্তি)

রাজা—সূত স্থাপয় তাবদ্রথম্।

যাবৎ পুনরিয়ং সুভ্রূরুৎসুকাভিঃ সমুৎসুকা।
সখীভির্যাতি সম্পর্কং লতাভিঃ শ্রীরিবার্তবী ॥ ১২ ॥

(সূতস্তথা করোতি)

অপ্সরসঃ—দিট্ঠিআ মহারাও বিজএণ বট্টদি। (দিষ্ট্যা মহারাজো বিজয়েন বর্ধতে।)

রাজা—ভবত্যশ্চ সখীসমাগমেন।

উর্বশী—(চিত্রলেখাদত্তহস্তা রথাদবতীর্য) হলা এধ পীড়িদং মং পরিস্সজধ। ণ ক্খু মে আসী আসা ভুও বি সহীঅণং দক্খিস্সং ত্তি। (সখ্যঃ এত পীড়িতাং মাং পরিষ্বজধ্বম্। ন খলু মমাসীদাশা ভূয়োঽপি সখীজনং দ্রক্ষ্যামীতি।)

(সখ্যস্ত্বরিতাঃ পরিষ্বজন্তে)

রম্ভা—সব্বহা মহারাও কপ্পসদাইং পুহবিং পালঅন্তো হোদু। (সর্বথা মহারাজঃ কল্পশতানি পৃথিবীং পালয়ন্ ভবতু।)

সূতঃ—আয়ুষ্মন্ পূর্বস্যাং দিশি মহতা রথবেগেনোপদর্শিতঃ শব্দঃ।

অয়ং চ গগনাৎ কোঽপি তপ্তচামীকরাঙ্গদঃ।
অবরোহতি শৈলাগ্রং তড়িত্বানিব তোয়দঃ ॥ ১৩ ॥

(পশ্যন্ত্যপ্সরসঃ)

সর্বাঃ—অম্মো চিত্তরহো। (অহো চিত্ররথঃ।)

(ততঃ প্রবিশতি চিত্ররথঃ)

চিত্ররথঃ—(রাজানং দৃষ্ট্বা। সবহুমানম্) দিষ্ট্যা মহেন্দ্রোপকারপর্যাপ্তেন বিক্রম-মহিম্না বর্ধতে ভবান্।

রাজা—অয়ে গন্ধর্বরাজঃ। (রথাদবতীর্য) স্বাগতং প্রিয়সুহৃদে।

(পরস্পরং হস্তৌ স্পৃশতঃ)

চিত্ররথঃ—বয়স্য কেশিনা হৃতামুর্বশীং নারদাদুপশ্রুত্য প্রত্যাহরণার্থমস্যাঃ শতক্রতুনা গন্ধর্বসেনা সমাদিষ্টা। ততো বয়মন্তরা চারণেভ্যস্ত্বদীয়ং জয়োদাহরণং শ্রুত্বা ত্বামিহস্থমুপাগতাঃ। স ভবানিমাং পুরস্কৃত্য সহাস্মাভির্মঘবন্তং দ্রষ্টুমর্হতি। মহৎ খলু তত্রভবতো মঘোনঃ প্রিয়মনুষ্ঠিতং ভবতা। পশ্য।

পুরা নারায়ণেনেয়মতিসৃষ্টা মরুত্বতে।
দৈত্যহস্তাদপাচ্ছিদ্য সুহৃদা সংপ্রতি ত্বয়া ॥ ১৪ ॥

রাজা—মা মৈবম্।

ননু বজ্রিণ এব বীর্যমেত-
দ্বিজয়ন্তে দ্বিষদো যদস্য পক্ষ্যাঃ।
বসুধাধরকন্দরাভিসর্পী
প্রতিশব্দোঽপি হরের্ভিনত্তি নাগান্ ॥ ১৫ ॥

চিত্ররথঃ—যুক্তমেতৎ। অনুৎসেকঃ খলু বিক্রমালংকারঃ।

রাজা—সখে নায়মবসরো মম শতক্রতুং দ্রষ্টুম্। অতস্ত্বমেবাত্রভবতীং প্রভোরন্তিকং প্রাপয়।

চিত্ররথঃ—যথা ভবান্মন্যতে। ইত ইতো ভবত্যঃ।

(অপ্সরসঃ প্রস্থিতাঃ)

উর্বশী—(জনান্তিকম্) হলা চিত্তলেহে উবআরিণং পি রাএসিং ণ সক্কুণোমি

আমন্তেদুং। তা তুমং মে মুহং হোহি। (সখি চিত্রলেখে উপকারিণমপি রাজর্ষিং ন শক্নোম্যামন্ত্রয়িতুম্ তং ত্বং মে মুখং ভব।)

চিত্রলেখা—(রাজানমুপেত্য) মহারাঅ উব্বসী বিণ্ণবেদি মহারাএণ অভ্ভণুণ্ণাদা ইচ্ছামি পিঅসহিং বিঅ মহারাঅস্স কিত্তিং সুরলোঅং ণেদুং ত্তি। (মহারাজ উর্বশী বিজ্ঞাপয়তি মহারাজেনাভ্যনুজ্ঞাতেচ্ছামি প্রিয়সখীমিব মহারাজস্য কীর্তিং সুরলোকং নেতুমিতি।)

রাজা—গম্যতাং পুনর্দর্শনায়।

(সর্বাঃ সগন্ধর্বা আকাশোৎপতনং রূপয়ন্তি)

উর্বশী—(উৎপতনভঙ্গং রূপয়িত্বা) অম্মো লতাবিডব এআবলী বৈঅন্তিআ মে লগ্গা। (অহো লতাবিটপ একাবলী বৈজয়ন্তিকা মে লগ্না) (সব্যাজং পরিবৃত্য রাজানং পশ্যন্তী) চিত্তলেহে মোআবেহি দাব ণং। (চিত্রলেখে মোচয় তাবদেনাম্।)

চিত্রলেখা—(সস্মিতম্) দিঢ়ং কখু লগ্গা। দুম্মোআ বিঅ মে পডিহাদি। হোদু জাদিস্সং দাব। (দৃঢ়ং খলু লগ্না। দুর্মোচনীয়েব মম প্রতিভাতি। ভবতু যতিষ্যে তাবৎ।

উর্বশী—(স্মিতং কৃত্বা) সহি সুমরেহি দাব এদং অত্তণো বঅণং। (সখি স্মর তাবদেতদাত্মনো বচনম্।)

(চিত্রলেখা মোচনং নাটয়তি)

রাজা—(স্বগতম্)

প্রিয়মাচরিতং লতে ত্বয়া মে গমনেঽস্যাঃ ক্ষণবিঘ্নমাচরন্ত্যা।
যদিয়ং পুনরপ্যপাঙ্গনেত্রা পরিবৃত্তার্ধমুখী ময়াঽদ্য দৃষ্টা॥ ১৬॥

সূতঃ—আয়ুষ্মন্।

অদঃ সুরেন্দ্রস্য কৃতাপরাধান্
প্রক্ষিপ্য দৈত্যাল্লবণাম্বুরাশৌ।
বায়ব্যমস্ত্রং শরধিং পুনস্তে
মহোরগঃ শ্বভ্রমিব প্রবিষ্টম্॥ ১৭॥

রাজা—তেন হ্যুপশ্লেষয় রথং যাবদারোহামি।

(সূতস্তথেতি রথমুপশ্লেষয়তি। রাজা নাট্যেন রথমারোহতি। উর্বশী সনিঃশ্বাসং রাজানমবলোকয়ন্তী সহ সখীভির্নিষ্ক্রান্তা চিত্ররথশ্চ।)

রাজা—(উর্বশীমার্গোন্মুখঃ) অহো নু খলু দুর্লভাভিনিবেশী মদনঃ।

এষা মনো মে প্রসভং শরীরাৎ পিতুঃ পদং মধ্যমমুৎপতন্তী।
সুরাঙ্গনা কর্ষতি খণ্ডিতাগ্রাৎ সূত্রং মৃণালাদিব রাজহংসী॥ ১৮॥

(ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে)

॥ ইতি প্রথমোঽঙ্কঃ ॥

(ততঃ প্রবিশতি বিদূষকঃ ।)

বিদূষকঃ—হী হী ভো ণিমন্তণিও পরমন্নেণ বিঅ—রাঅরহস্সেণ ফুট্টমাণো ণ সক্কুণোমি আইণ্নে অত্তণো জীহং রক্‌খিদুং। তা জাব তত্তভবং বঅস্সো কজ্জাসণাদো উট্‌ঠেদি দাব ইমস্সিং বিরলজণসংবাদে বিমাণপডিচ্ছন্দপরিসরে চিট্টিস্সং। (হী হী ভোঃ নিমন্ত্রণকঃ পরমান্নেনেব রাজরহস্যেন স্ফুটন্ন শক্নোম্যাকীর্ণ আত্মনো জিহ্বাং রক্ষিতুম্‌। তদ্‌ যাবত্তত্রভবান্‌ বয়স্যঃ কার্যাসনাদু-ত্তিষ্ঠতি তাবদেতস্মিন্বিরলজনসম্পাতে বিমানপরিচ্ছন্দপরিসরে স্থাস্যামি।) (পরিক্রম্য তত্র স্থিতঃ।)

(ততঃ প্রবিশতি চেটী।)

চেটী—আণত্তহ্মি দেবীএ কাসিরাঅপুত্তীএ জধা হঞ্জে ণিউণিএ জদো পহুদি ভঅবদো সুজ্জস্স উবখাণং করিঅ পডিণিবুত্তো অজ্জউত্তো তদো আরহিঅ সুণ্ণহিঅও বিঅ লক্‌খীঅদি। তা তস্স পিঅবঅস্সাদো অজ্জমাণবআদো জাণাহি দাব সে উক্কণ্ঠাকালণং ত্তি। তা কহং খু মএ সো বহ্মবন্ধু অদিসংধেও। অহ বা বিরল-তণগ্গলগ্গাং িঅ অবস্সাঅসলিলং চিরং ণ তস্সিং রাঅরহস্সং চিট্টদি। জাব ণং অণ্ণেসামি। এসো ক্‌খু আলিহিদো বাণরো বিঅ কিংপি তুণ্হিংভুদো অজ্জমাণবও চিট্টদি। জাব ণং উবসপ্পামি। অজ্জ বন্দামি। (আজ্ঞপ্তাস্মি দেব্যা কাশীরাজপুত্র্যা যথা—হঞ্জে নিপুণিকে যতঃ প্রভৃতি ভগবতঃ সূর্যস্যোপস্থানং কৃত্বা প্রতিনিবৃত্ত আর্যপুত্রস্তত আরভ্য শূন্যহৃদয় ইব লক্ষ্যতে। তত্তস্য প্রিয়বয়স্যাদার্যমাণবকা-জ্জানীহি তাবদস্যোৎকণ্ঠাকারণমিতি। তৎকথং খলু ময়া স ব্রহ্মবন্ধুরতিসংধেয়ঃ। অথ বা বিরলতৃণাগ্রলগ্নমিবাবশ্যায়সলিলং চিরং ন তস্মিন্‌ রাজরহস্যং তিষ্ঠতি। যাবদেনমন্বিষ্যামি। (পরিক্রম্যাবলোক্য চ।) এষ খল্বালিখিতো বানর ইব কিমপি তুষ্ণীংভুত আর্যমাণবকস্তিষ্ঠতি। যাবদেনমুপসর্পামি। (উপসৃত্য।) আর্য বন্দে।

বিদূষকঃ—সোত্থি ভোদীএ। (স্বস্তি ভবত্যৈ।) (আত্মগতম্‌)। ইমং দুট্টচেডিঅং পেক্‌খিঅ তং রাঅরহস্সং হিঅঅং ভিন্দিঅ ণিক্কমদি বিঅ। (ইমাং দুষ্ট-চেটিকাং দৃষ্টা তৎ রাজরহস্যং হৃদয়ং ভিত্ত্বা নিষ্ক্রামতীব)। (প্রকাশম্‌)। নিউণিএ সংগীদবাবারং উজ্‌ঝিঅ কহিং পত্থিদা সি। (নিপুণিকে সংগীত-ব্যাপারমুজ্‌ঝিত্বা ক্ব প্রস্থিতাসি।)

নিপুণিকা—দেবীএ বঅণেণ অজ্জং এব্ব পেক্‌খিদুং। (দেব্যা বচনেনার্যমেব দ্রষ্টুম)।

বিদূষকঃ—কিং তত্তহোদী আণবেদি। (কিং তত্রভবত্যাজ্ঞাপয়তি)।

নিপুণিকা—দেবী ভণাদি সদাবি অজ্জো মই পক্‌খবাদী ণ মং অণুইদবেঅণাদুক্‌খিদং উবেক্‌খদিত্তি। (দেবী ভণতি সদাপ্যার্যো ময়ি পক্ষপাতী ন মামনুচিতবেদনা-দুঃখিতামুপেক্ষত ইতি।)

বিদূষকঃ—(সবিতর্কম্‌)। কিং বা পিঅবঅস্সেণ তত্তভোদীএ পডিউলং আচরিদং। (কিং বা প্রিয়বয়স্যেন তত্রভবত্যাঃ প্রতিকুলমাচরিতম্‌)।

নিপুণিকা—অজ্জ জস্সিং কারণে ভট্টা উক্কণ্ঠিদো তাএ ইত্থিআএ ণামধেএণ ভট্টিণা দেবী

আলাবিদা। (আর্য যন্নিমিত্তং ভবতোৎকণ্ঠিতস্তস্যাঃ স্ত্রিয়া নামধেয়েন ভর্ত্রা দেব্যালপিতা)।

বিদূষকঃ—(স্বগতম্) কহং সঅং এব্ব তত্তভবদা রহস্সভেদো কিদো। কিং দাণিং অহং জীহাজন্তণেণ দুক্খং অণুহবামি। (কথং স্বয়মেব তত্রভবতা রহস্যভেদঃ কৃতঃ। কিমিদানীমহং জিহ্বাযন্ত্রণেন দুঃখমনুভবামি)। (প্রকাশম্)। কিং আমন্তিদা তত্তহোদী উব্বসিত্তি। তাএ অচ্ছরাএ দংসণেণ উম্মাদিদো তত্তভবং ণ কেবলং তত্তভোদিং মং পি বিণোদবিমূহী দিঢ়ং পীড়েদি। (কিমামন্ত্রিতা তত্রভবত্যুর্বশীতি। তস্যা অপ্সরসো দর্শনেনোন্মাদিতস্তত্রভবান্ন কেবলং তত্রভবতীং মামপি বিনোদবিমুখো দৃঢ়ং পীড়য়তি)।

নিপুণিকা—(আত্মগতম্) কিদং মএ ভেঅণং ভট্টিণো রহস্সদুগ্গস্স। (কৃতং ময়া ভেদনং ভর্তুঃ রহস্যদুর্গস্য)। (প্রকাশম্) অজ্জ কিং দাব দেবীএ ণিবেদেমি। (আর্য কিং তাবদ্দেব্যৈ নিবেদয়ামি)।

বিদূষকঃ—নিউণিএ বিন্নবেহি তত্তভোদিং। জদামি দাব মিঅতিণ্হিআদো নিবত্তেদুং বঅস্সং। তদো দেবীএ মুহং পেক্খিস্সংতি। (নিপুণিকে বিজ্ঞাপয় তত্রভবতীম্। যতে তাবন্মৃগতৃষ্ণিকায়া নিবর্তয়িতুং বয়স্যম্। ততো দেব্যা মুখং দ্রক্ষ্যামীতি)।

নিপুণিকা—জং অজ্জো আণবেদি। (যদার্য আজ্ঞাপয়তি)। (ইতি নিষ্ক্রান্তা)।

(নেপথ্যে বৈতালিকঃ।)

জয়তু জয়তু দেবঃ।

আ লোকান্তাৎ প্রতিহততমোবৃত্তিরাসাং প্রজানাং
তুল্যোদ্যোগস্তব দিনকৃতশ্চাধিকারো মতো নঃ।
তিষ্ঠত্যেষ ক্ষণমধিপতির্জ্যোতিষাং ব্যোমমধ্যে
ষষ্ঠে ভাগে ত্বমপি দিবসস্যাত্মনশ্ছন্দবর্তী ॥ ১ ॥

বিদূষকঃ—(কর্ণং দত্বা) এসো কজ্জাসণাদো উট্ঠিদো ইদো এব্ব আঅচ্ছদি বঅস্সো। জাব সে পাসবত্তী হোমি। (এষ কার্যাসনাদুত্থিত ইত এবাগচ্ছতি বয়স্যঃ। যাবদস্য পার্শ্ববর্তী ভবামি।

(ইতি নিষ্ক্রান্তঃ)

প্রবেশকঃ।

(ততঃ প্রবিশত্যুৎকণ্ঠিতো রাজা বিদূষকশ্চ)।

রাজা—

আ দর্শনাৎপ্রবিষ্টা সা মে সুরলোকসুন্দরী হৃদয়ম্।
বাণেন মকরকেতোঃ কৃতমার্গবন্ধ্যপাতেন ॥ ২ ॥

বিদূষকঃ—(আত্মগতম্) সংপীড়িদা খু দাব তবস্সিনী কাসিরাঅউত্তী। (সংপীড়িতা খলু তাবত্তপস্বিনী কাশিরাজপুত্রী)।

রাজা—অপি রক্ষ্যতে রহস্যনিক্ষেপঃ।

বিদূষকঃ—(সবিষাদম্। আত্মগতম্।) হদ্ধী হদ্ধী অহিসংধিদোম্হি দুট্ঠদাসীএ। অন্নধা ণ খু বঅস্সো এব্বং পুচ্ছেদি। (হা ধিক্, হা ধিক্। অভিসংহিতোঽস্মি

দৃষ্টদাস্যা। অন্যথা ন খলু বয়স্য এবং পৃচ্ছেৎ)।

রাজা—(সাশঙ্কম্) কিং ভবাংস্তূষ্ণীমাস্তে।

বিদূষকঃ—এব্বং মএ নিঅন্তিদা জীহা জং ভবদোবি সহসা পডিবঅণং ণ দেমি। (এবং ময়া নিয়ন্ত্রিতা জিহ্বা যদ্ভবতোঽপি সহসা প্রতিবচনং ন দদামি)।

রাজা—যুক্তম্। অথ কেদানীমাত্মানং বিনোদয়েয়ম্।

বিদূষকঃ—মহাণসং গচ্ছম্হ। (মহানসং গচ্ছাবঃ।)

রাজা—কিং তত্র।

বিদূষকঃ—তহিং পঞ্চবিহস্স অব্ভবহারস্স উবণদসংভারস্স জোঅণং পেক্খমাণেহিং সক্কং উক্কণ্ঠা বিণোদেদুং। (তত্র পঞ্চবিধস্যাভ্যবহারস্যোপনতসম্ভারস্য যোজনাং প্রেক্ষমাণাভ্যাং শক্যমুৎকণ্ঠা বিনোদয়িতুম্)।

রাজা—(সস্মিতম্) তত্রেপ্সিতসন্নিধানাদ্ভবান্ রস্যতে। ময়া দুর্লভপ্রার্থনঃ কথমাত্মা বিনোদয়িতব্যঃ।

বিদূষকঃ—ণং ভবং তত্তহোদীএ উব্বসীএ দংসণপহং গদো। (ননু ভবাংস্তত্রভবত্যা উর্বশ্যা দর্শনপথং গতঃ)।

রাজা—ততঃ কিম্।

বিদূষকঃ—ণ ক্খু সা দুল্লহেত্তি সমত্থেমি। (ন খলু সা দুর্লভেতি সমর্থয়ে)।

রাজা—পক্ষপাতোঽয়মবধার্যতাম্।

বিদূষকঃ—এত্তিঅং মন্তঅন্তেণ ভবদা বড্ঢিদং মে কোদূহলং। কিং তত্তভোদী উব্বসী অহং বিঅ বিরূবদাএ অদুদিআ রূবেণ। (এতাবন্মন্ত্রয়মাণেন ভবতা বর্ধিতং মম কৌতূহলম্। কিং তত্রভবত্যুর্বশ্যহমিব বিরূপতয়াঽদ্বিতীয়া রূপেণ।)

রাজা—মাণবক প্রত্যবয়বমশক্যবর্ণনাং তামবেহি। সমাসতঃ শ্রূয়তাম্।

বিদূষকঃ—অবহিদো ম্হি। (অবহিতোঽস্মি)।

রাজা— আভরণস্যাভরণং প্রসাধনবিধেঃ প্রসাধনবিশেষঃ।
উপমানস্যাপি সখে প্রত্যুপমানং বপুস্তস্যাঃ ॥ ৩ ॥

বিদূষকঃ—অদো খু ভবদা দিব্বরসাহিলাসিণা চাদঅব্বদং গহিদং। (অতঃ খলু ভবতা দিব্যরসাভিলাষিণা চাতকব্রতং গৃহীতম্)।

রাজা—বিবিক্তাদৃতে নান্যদুৎসুকস্য শরণমস্তি। তদ্ভবান্প্রমদবনমার্গমাদিশতু।

বিদূষকঃ—(আত্মগতম্) কা গদী। (কা গতিঃ)। (প্রকাশম্)। ইদো ইদো ভবং। এদেণ পমদবণনোদিদেণ বিঅ পচ্চুগ্গদো ভবং আঅন্তুও দক্খিণমারুদেণ। (ইত ইতো ভবান্)। (পরিক্রম্য) (এতেন প্রমদবননোদিতেনেব প্রত্যুদ্গতো ভবানাগন্তুকো দক্ষিণমারুতেন।

রাজা—(বিলোক্য) উপপন্নমিদং বিশেষণমস্য বায়োঃ। অয়ং হি—
নিষিঞ্চন্ মাধবীমেতাং লতাং কৌন্দীং চ নর্তয়ন্।
স্নেহদাক্ষিণ্যয়োর্যোগাৎ কামীব প্রতিভাতি মে ॥ ৪ ॥

বিদূষকঃ—ঈরিসো এব্ব দে অহিণিবেসো হোদু। (ঈদৃশ এব তবাভিনিবেশো ভবতু)। (পরিক্রামিতকেন)। এদং পমদবণদুবারং। পবিসদু ভবং। (এতৎ প্রমদবনদ্বারম্। প্রবিশতু ভবান্)।

রাজা—প্রবিশাগ্রতঃ।

(উভৌ প্রবিশতঃ)

রাজা—(অগ্রতো বিলোক্য) বয়স্য ন ময়া সাধু সমর্থিতমাপৎপ্রতীকারঃ কিল প্রমদবনোদ্যানপ্রবেশ ইতি।

বিবিক্ষুর্যদহং তূর্ণমুদ্যানং তাপশান্তয়ে।
স্রোতসেবাহ্যমানস্য প্রতীপতরণং হি তৎ ॥ ৫ ॥

বিদূষকঃ—কহং বিঅ। (কথমিব)

রাজা—
ইদমসুলভবস্তুপ্রার্থনাদুর্নিবারং
প্রথমমপি মনো মে পঞ্চবাণঃ ক্ষিণোতি।
কিমুত মলয়বাতোন্মূলিতাপাণ্ডুপত্রৈ-
রুপবনসহকারৈর্দর্শিতেষ্বঙ্কুরেষু ॥ ৬ ॥

বিদূষকঃ—অলং পরিদেবিদেণ। অইরেণ দে ইচ্ছিঅসংপাদইত্তও অণঙ্গো এব্ব সুহদো ভবিস্সদি। (অলং পরিদেবিদেন। অচিরেণ তবেষ্টসম্পাদয়িতাঽনঙ্গ এব সুখদো ভবিষ্যতি।

রাজা—প্রতিগৃহীতং ব্রাহ্মণবচনম্। (পরিক্রামতঃ)

বিদূষকঃ—পেক্খদু ভবং বসন্তোদারসূঅঅং অহিরামত্তণং পমদবণস্স। (পশ্যতু ভবান্ বসন্তাবতারসূচকমভিরামত্বং প্রমদবনস্য)।

রাজা—ননু প্রতিপদমেবাবলোকয়ামি। অত্র হি—

অগ্রে স্ত্রীনখপাটলং কুরবকং শ্যামং দ্বয়োর্ভাগয়ো-
র্বালাশোকমুপোঢ়রাগসুভগং ভেদোন্মুখং তিষ্ঠতি।
ঈষদ্বদ্ধরজঃ কণাগ্রকপিশা চূতে নবা মঞ্জরী
মুগ্ধত্বস্য চ যৌবনস্য চ সখে মধ্যে মধুশ্রীঃ স্থিতা ॥ ৭ ॥

বিদূষকঃ—এসো মণিসিলাপট্টঅসণাহো অদিমুত্তলদামণ্ডবো ভমরসংঘট্টপডিদেহিং কুসুমেহিং সঅং বিঅ কিদোবআরো ভবন্তং পডিচ্ছদি। তা অণুগেণ্হীঅদু দাব এসো। (এষ মণিশিলাপট্টকসনাথোঽতিমুক্তলতামণ্ডপো ভ্রমরসংঘট্টপতিতৈঃ কুসুমৈঃ স্বয়মিব কৃতোপচারো ভবন্তং প্রতীচ্ছতি ; তদনুগৃহ্যতাং তাবদেষঃ)।

রাজা—যথা ভবতে রোচতে। (পরিক্রম্যোপবিষ্টৌ)

বিদূষকঃ—ইহ সুহাসীণো ভবং ললিদলদাবিলোহীঅমাণণঅণো উব্বসীগদং উক্কণ্ঠং বিণোদেদু। (ইহ সুখাসীনো ভবান্ ললিতলতাবিলোভ্যমাননয়ন উর্বশীগতামুৎকণ্ঠাং বিনোদয়তু।)

রাজা—(নিঃশ্বস্য)

মম কুসুমিতাস্বপি সখে নোপবনলতাসু নম্রবিটপাসু।
চক্ষুর্বধ্নাতি ধৃতিং তদ্রূপালোকদুর্ললিতম্ ॥ ৮ ॥

তদুপায়শ্চিন্ত্যতাং যথা সফলপ্রার্থনো ভবেয়ম্।

বিদূষকঃ—(বিহস্য) ভো অহল্লাকামুঅস্স মহিন্দস্স বেজ্জো উব্বসীপজ্জুচ্ছুঅস্স ভবদো অহং বি দুবে এথ উম্মত্তআ। (ভো অহল্যাকামুকস্য মহেন্দ্রস্য বৈদ্য উর্বশীপর্যুৎসুকস্য ভবতোঽহমপি দ্বাবত্রোন্মত্তৌ)।

রাজা—মা মৈবম্। অতিস্নেহঃ খলু কার্যদর্শী।

বিদূষকঃ—এসো চিন্তেমি। মা উণ তুমং পরিদেবিদেণ মম সমাধিং ভিন্ধি। (এষ চিন্তয়ামি। মা পুনস্ত্বং পরিদেবিতেন মম সমাধিং ভিন্ধি)।

(ইতি চিন্তাং নাটয়তি)

রাজা—(নিমিত্তং সূচয়িত্বা। আত্মগতম্)

ন সুলভা সকলেন্দুমুখী চ সা কিমপি চেদমনঙ্গবিচেষ্টিতম্।
অভিমুখীষ্বিব কাঙ্ক্ষিতসিদ্ধিষু ব্রজতি নির্বৃতিমেকপদে মনঃ॥ ৯॥

(জাতাশস্তিষ্ঠতি)।

(ততঃ প্রবিশত্যাকাশযানেনোর্বশী চিত্রলেখা চ)

চিত্রলেখা—হলা কহিং অণিদ্দিট্ঠকারণং গচ্ছীঅদি। (হলা ক্বানির্দিষ্টকারণং গম্যতে)।

উর্বশী—সহি তদা হেমউডসিহরে লদাবিডবেণ খণবিগ্ঘিদাআসাগমণং মং ওহসিঅ কিং দাণিং পুচ্ছসি। (সখি তদা হেমকূটশিখরে লতাবিটপেন ক্ষণবিঘ্নিতাকাশ-গমনাং মামুপহস্য কিমিদানীং পৃচ্ছসি)।

চিত্রলেখা—কিং তস্স রাএসিণো পুরূরবস্স সআসং পত্থিদাসি। (কিং তস্য রাজর্ষেঃ পুরূরবসঃ সকাশং প্রস্থিতাসি)।

উর্বশী—অঅং মে অবহত্থিদলজ্জো ববসাও। (অয়ং মমাপহস্তিতলজ্জো ব্যবসায়ঃ।

চিত্রলেখা—কো উণ সহীঅ পুঢমং পেসিদো। (কঃ পুনঃ সখ্যা পুরতঃ প্রেষিতঃ)।

উর্বশী—হিঅঅং। (হৃদয়ম্)!

চিত্রলেখা—সঅং এব্ব সাহু সংপধারীঅদু দাব। (স্বয়মেব সাধু সম্প্রধার্যতাং তাবৎ)।

উর্বশী—মঅণো খু মং ণিওএদি। কিং এত্থ সংপধারীঅদি। (মদনঃ খলু মাং নিয়োজয়তি কিমত্র সম্প্রধার্যতে।)

চিত্রলেখা—অদো বরং ণত্থি মে উত্তরং। (অতঃ পরং নাস্তি মমোত্তরম্।)

উর্বশী—তেণ হি আদেসেহি মগ্গং জেণ গচ্ছন্তীএ অন্তরাও ণ ভবে। (তেন হ্যাদেশয় মার্গং যেন গচ্ছন্ত্যা অন্তরায়ো ন ভবেৎ।

চিত্রলেখা—সহি বিস্সদ্ধা হোহি। ণং ভঅবদা দেবগুরুণা অবরাইদং ণাম সিহাবন্ধণা-বিজ্জং উবদিসন্তেণ তিদসপডিববখস্স অলঙ্ঘণিজ্জা কদম্হ। (সখি বিশ্রব্ধা ভব। ননু ভগবতা দেবগুরুণা অপরাজিতাং নাম শিখাবন্ধনবিদ্যামুপদিশতা ত্রিদশ-প্রতিপক্ষস্যালঙ্ঘনীয়ে কৃতে স্বঃ।)

উর্বশী—অহো বিসুমরিদং মে হিঅঅং। (অহো বিস্মৃতং মম হৃদয়ম্।)

চিত্রলেখা—সহি এদং ভঅবদীএ ভাঈরহীএ জমুণাসংগমবিসেসপাবণেসু সলিলেসু ওলোঅন্তস্স বিঅ অত্তণঅং পইট্ঠাণস্স সিহাভরণভূদং রাএসিণো ভবণং উবগদম্হ। (সখি এতদ্ভগবত্যা ভাগীরথ্যা যমুনাসংগমবিশেষপাবনেষু সলিলেষ্ববলোকয়ত ইব আত্মানং প্রতিষ্ঠানস্য শিখাভরণভূতং রাজর্ষের্ভবন-মুপগতে স্বঃ।)

উর্বশী—(বিলোক্য) ণং বত্তব্বং ঠাণন্তরগদো সগ্গোত্তি। হলা কহিং ণু খু সো আবণ্ণাণুকম্পী ভবে। (ননু বক্তব্যং স্থানান্তরগতঃ স্বর্গ ইতি।) (বিচার্য) (হলা ক্ব নু খলু স আপন্নানুকম্পী ভবেৎ।)

চিত্রলেখা—এদস্সিং ণন্দণবণেক্কদেসে বিঅ পমদবণে ওদরিঅ আণিস্সামো। (এতস্মিন্নন্দনবনৈকদেশ ইব প্রমদবনেঽবতীর্য জ্ঞাস্যাবঃ।)

(উভে অবতরতঃ)

চিত্রলেখা—(রাজানং দৃষ্টবা। সহর্ষম্) হলা এসো খু পঢমোদিদো বিঅ ভঅবং চন্দো কোমুদি বিঅ তুমং পাডিচ্ছদি। (সখি এষ খলু প্রথমোদিত ইব ভগবাংশ্চন্দ্রঃ কৌমুদীমিব ত্বাং প্রতীচ্ছতি।)

উর্বশী—(বিলোক্য) হলা দাণিং পুঢমদংসণাদো সবিসেসং পিঅদংসণো মহারাও পডিহাদি। (সখি ইদানীং প্রথমদর্শনাৎ সবিশেষং প্রিয়দর্শনো মহারাজঃ প্রতিভাতি।)

চিত্রলেখা—জুজ্জদি। তা এহি। উবসপ্পম্হ। (যুজ্যতে। তদেহি। উপসর্পাবঃ।)

উর্বশী—তিরক্কারিণীপডিচ্ছন্না পাসগদা সে ভবিঅ সুণিস্সং দাব। পাসপডিবত্তিণা বঅস্সেণ সহ বিঅণে কিংপি মন্তঅন্তো চিট্ঠদি। (তিরস্করিণীপ্রতিচ্ছন্না পার্শ্বগতাস্য ভূত্বা শ্রোষ্যামি তাবৎ। পার্শ্বপরিবর্তিনা বয়স্যেন সহ বিজনে কিমপি মন্ত্রয়মাণস্তিষ্ঠতি।) .

চিত্রলেখা—জহ দে রোঅদি। (যথা তে রোচতে।) (যথোক্তমনুতিষ্ঠতঃ।)

বিদূষকঃ—ভো চিন্তিদো মএ দুল্লহপ্পণইণীসমাঅমোবাও। (ভোঃ চিন্তিতো ময়া দুর্লভপ্রণয়িনীসমাগমোপায়ঃ।)

(রাজা তুষ্ণীমাস্তে)

উর্বশী—কা ণু ক্খু এসা ইত্থিআ ইমিণা পত্থিঅমাণা অত্তাণঅং বিকত্থেদি। (কা নু খল্বেষা স্ত্রী অনেন প্রার্থ্যমানাঽঽত্মানং বিকত্থতে।)

চিত্রলেখা—কিং উণ মাণুস্সঅং বিডম্বীঅদি। (কিং পুনর্মানুষ্যং বিড়ম্ব্যতে।)

উর্বশী—ভয়ামি সহসা পহবাদো বিণ্ণাদুং। (বিভেমি সহসা প্রভাবাদ্বিজ্ঞাতুম্।)

বিদূষকঃ—ণং ভণামি চিন্তিদো উবাওত্তি। (ননু ভণামি চিন্তিত উপায় ইতি।)

রাজা—তেন হি কথ্যতাম্।

বিদূষকঃ—সিবিণঅসমাঅমআরিণিং নিদ্দং সেবদু ভবং। অহ বা তত্তভোদীএ উব্বসীএ পডিকিদিং আলিহিঅ ওলোঅন্তো চিট্ঠ। (স্বপ্নসমাগমকারিণীং নিদ্রাং সেবতাং ভবান্। অথ বা তত্রভবত্যা উর্বশ্যাঃ প্রতিকৃতিমালিখ্যাবলোকয়ংস্তিষ্ঠ।)

উর্বশী—(সহর্ষম্) হীণসত্ত হিঅঅ সমস্সস সমস্সস। (হীনসত্ত্ব হৃদয় সমাশ্বসিহি সমাশ্বসিহি)

রাজা—উভয়মপ্যনুপপন্নম্।

হৃদয়মিষুভিঃ কামস্যান্তঃ সশল্যমিদং সদা
কথমুপলভে নিদ্রাং স্বপ্নে সমাগমকারিণীম্।
ন চ সুবদনামালেখ্যেঽপি প্রিয়ামসমাপ্য তাং
মম নয়নয়োরুদ্বাষ্পত্বং সখে ন ভবিষ্যতি ॥ ১০ ॥

চিত্রলেখা—সহি সুদং তুএ। (সখি শ্রুতং ত্বয়া।)

উর্বশী—সুদং। ণ উণ পজ্জত্তং হিঅঅস্স। (শ্রুতম্। ন পুনঃ পর্যাপ্তং হৃদয়স্য।)

বিদূষকঃ—এত্তিও মে মদিবিহবো। (এতাবান্মম মতিবিভবঃ।)

রাজা—(সনিঃশ্বাসম্)

নিতান্তকঠিনাং রুজং মম ন বেদ সা মানসীং
প্রভাববিদিতানুরাগমবমন্যতে বাপি মাম্ ।
অলব্ধফলনীরসান্ মম বিধায় তস্মিন্ জনে
সমাগমমনোরথান্ ভবতু পঞ্চবাণঃ কৃতী ॥ ১১ ॥

চিত্রলেখা—সুদং তুএ। (শ্রুতং ত্বয়া।)

উর্বশী—হদ্ধী হদ্ধী। মং এব্বং অবগচ্ছদি। অসমত্থম্হি। অংগদো ভবিঅ সে পডিবঅণস্স। পহাবণিম্মিদেণ ভুজ্জবত্তেণ সংপাদিদুত্তরা হোদুং ইচ্ছামি। (হা ধিক্ হা ধিক্। মামেবমবগচ্ছতি। অসমর্থাস্ম্যগ্রতো ভূত্বাঽস্য প্রতিবচনস্য। প্রভাবনির্মিতেন ভূর্জপত্রেণ সংপাদিতোত্তরা ভবিতুমিচ্ছামি।

চিত্রলেখা—অণুমদং মে। (অনুমতং মম।)

(উর্বশী সসম্ভ্রমং গৃহীত্বা যথোক্তং করোতি।)

বিদূষকঃ—(দৃষ্ট্বা) অবিহা অবিহা। ভো কিং ণু খু এদং ভুঅঙ্গণিম্মোঅং বিঅ সংমুহে ণো ণিবডিদং। (অবিহা অবিহা। ভোঃ কিং নু খল্বেতদ্ভুজঙ্গনির্মোক ইব সম্মুখেঽস্মাকং নিপাতিতম্)।

রাজা—(বিভাব্য)। ভূর্জপত্রগতোঽয়মক্ষরবিন্যাসঃ।

বিদূষকঃ—ণ শু অদিট্‌ঠাএ তত্তহোদীএ উব্বসীএ ভবদো পরিদেবিদং সুনিঅ সমাণুরাগঅসূঅআইং অক্‌খরাইং বিসজ্জিআইং হোন্তি। (ন খল্বদৃষ্টয়া তত্রভবত্যোর্বশ্যা ভবতঃ পরিদেবিতং শ্রুত্বা সমানুরাগসূচকান্যক্ষরাণি বিসৃষ্টানি স্যুঃ।)

রাজা—নাস্ত্যগতির্মনোরথানাম্। (গৃহীত্বানুবাচ্য। সহর্ষম্)। সখে প্রসন্নস্তে তর্কঃ।

বিদূষকঃ—ভবং দাণিং পসীদদু। এত্থ লিহিদং সুণিদং ইচ্ছামি। (ভবানিদানীং প্রসীদতু। অত্রলিখিতং শ্রোতুমিচ্ছামি)।

উর্বশী—সাহু অজ্জ ণাঅরিওসি। (সাধু আর্য নাগরিকোঽসি)।

রাজা—শ্রূয়তাম্। (বাচয়তি)।

সামিঅ সংভাবিআ জহ অহং তুএ অমুণিআ।
তহ অণুরত্তস্স জই ণাম তুহ উবরি ॥
ণং মে ললিঅপারিজাঅসঅণিজ্জঅম্মি হোন্তি।
ণন্দণবণবাদাবি অচ্চুণ্হআ সরীরএ ॥
(স্বামিন্ সম্ভাবিতা যথাহং ত্বয়াঽজ্ঞাতা।
তথানুরক্তস্য যদি নাম তবোপরি ॥ ১২ ॥
ননু মম ললিতপারিজাতশয়নীয়ে ভবন্তি।
নন্দনবনবাতা অপ্যত্যুষ্ণকাঃ শরীরকে ॥ ১৩ ॥)

উর্বশী—কিং ণু খু সংপদং ভণিস্সদি। (কিং নু খলু সাম্প্রতং ভণিষ্যতি)।

চিত্রলেখা—ণং ভণিদং এব্ব কমলণালাঅমাণেহিং অঙ্গেহিং। (ননু ভণিতমেব কমলনালায়মানৈরঙ্গৈঃ)।

বিদূষকঃ—দিট্টিআ মএ বিঅ বুভুক্‌খিদেণ সোত্থিবাঅণঅং উবলদ্ধং ভবদা সমাসাসণং। (দিষ্ট্যা ময়েব বুভুক্ষিতেন স্বস্তিবাচনকমুপলব্ধং ভবতা সমাশ্বাসনম্)।

রাজা—সমাশ্বাসনমিতি কিমুচ্যতে।

তুল্যানুরাগপিশুনং ললিতার্থবন্ধং
পত্রে নিবেশিতমুদাহরণং প্রিয়ায়াঃ।
উৎপক্ষ্মণা মম সখে মদিরেক্ষণায়া-
স্তস্যাঃ সমাগতমিবাননমাননেন ॥ ১৪ ॥

উর্বশী—এথ ণো সমবিভাআ পীদী। (অত্রাবয়োঃ সমবিভাগা প্রীতিঃ)।

রাজা—বয়স্য অঙ্গুলীখেদেন দুষ্যেরন্নক্ষরাণি। ধার্যতাময়ং প্রিয়ায়াঃ স্বহস্তঃ।

বিদূষকঃ—(গৃহীত্বা)। কিং দাণিং তত্তভোদী উব্বসী ভবদো মণোহরণং কুসুমং দংসিঅ ফলে বিসংবদদি। (কিমিদানীং তত্রভবত্যুর্বশী ভবতো মনোবথানাং কুসুমং দর্শয়িত্বা ফলে বিসংবদতি)।

উর্বশী—হলা জাব উবগমণকাদরং হিঅং পজ্জবত্থাবেমি দাব তুমং সে অত্তাণং দংসিঅ জং মে খমং তং ভণাহি। (হলা যাবদুপগমনকাতরং হৃদয়ং পর্যবস্থাপয়ামি তাবত্ত্বমস্যাত্মানং দর্শয়িত্বা যন্মম ক্ষমং তদ্ভণ)।

চিত্রলেখা—(তথেতি তিরস্করিণীমপনীয় রাজানমুপেত্য)। জেদু জেদু মহারাও। (জয়তু জয়তু মহারাজঃ)।

রাজা—(সহর্ষম্)। স্বাগতং ভবত্যৈ। ভদ্রে

ন তথা নন্দয়সি মাং সখ্যা বিরহিতা তয়া।
সংগমে পূর্বদৃষ্টেব যমুনা গঙ্গয়া বিনা ॥ ১৫ ॥

চিত্রলেখা—ণং পঢমং মেহরাঈ দীসদি পচ্ছা বিজ্জুল্লদা। (ননু প্রথমং মেঘরাজির্দৃশ্যতে পশ্চাদ্বিদ্যুল্লতা)।

বিদূষকঃ—(অপবার্য)। কহং ণ এসা উব্বসী। তাএ তত্তহোদীএ অহিমদা সহঅরী। (কথং নৈষোর্বশী। তস্যাস্তত্রভবত্যা অভিমতা সহচরী)।

চিত্রলেখা—উব্বসী মহারাঅং সিবসা পণমিঅ বিণ্ণবেদি—(উর্বশী মহারাজং শিবসা প্রণম্য বিজ্ঞাপয়তি—)।

রাজা—কিমাজ্ঞাপয়তি।

চিত্রলেখা—মহ সুরারিসংভবে দুজ্জাদে মহারাও এব্ব সরণং আসি। সা অহং তুহ দংসণসমুত্থেণ মঅণেণ বলিঅং বাহীঅমাণা ভুওবি মহারাএণ অণুকম্পণীঅত্তি। (মম সুরারিসংভবে দুর্জাতে মহারাজ এব শরণমাসীৎ। সাহং তব দর্শনসমুত্থেন মদনেন বলবদ্বাধ্যমানা ভূয়োঽপি মহারাজেনানুকম্পনীয়েতি)।

রাজা—ভদ্রমুখি।

পর্যুৎসুকাং কথয়সি প্রিয়দর্শনাং তা-
মার্তং ন পশ্যসি পুরূরবসং তদর্থে।
সাধারণোঽয়মুভয়োঃ প্রণয়ঃ স্মরস্য
তপ্তেন তপ্তময়সা ঘটনায় যোগ্যম্ ॥ ১৬ ॥

চিত্রলেখা—(উর্বশীমুপেত্য)। হলা এহি। তুবত্তোবি ণিদ্দঅদরং মঅণং দেক্‌খিঅ পিঅঅমস্স দে দূদীম্হি সংবুত্তা। (সখি এহি। ত্বত্তোঽপি নির্দয়তরং মদনং দৃষ্টবা প্রিয়তমস্য তে দূত্যস্মি সংবৃত্তা)।

উর্বশী—(তিরস্করিণীমপনীয়)। অম্মহে লহুঅং তুএ উজ্‌ঝিদম্হি। (অহো লঘু ত্বয়োজ্‌ঝিতাস্মি)।

চিত্রলেখা—ইদো মুহুত্তাদো জাণিস্সং কা কং উজ্‌ঝিস্সদিত্তি। আআরং দাব পডিবজ্জ। (ইতো মুহূর্তাজ্‌জ্ঞাস্যামি কা কামুজ্‌ঝিষ্যতীতি। আচারং তাবত্ প্রতিপদ্যস্ব)।

উর্বশী—(রাজানমুপেত্য। সব্রীড়ম্)। জেদু জেদু মহারাও। (জয়তু জয়তু মহারাজঃ)।

রাজা—সুন্দরি

মযা নাম জিতং যস্য ত্বয়ায়ং সমুদীর্যতে।
জয়শব্দঃ সহস্রাক্ষাদগতঃ পুরুষান্তরম্ ॥ ১৭ ॥

(হস্তে গৃহীত্বৈনামুপবেশয়তি।)

বিদূষকঃ—ভোদি রণ্ণো পিঅবঅস্সো বম্হণো কিং ণ বন্দীঅদি। (ভবতি রাজ্ঞঃ প্রিয়বয়স্যো ব্রাহ্মণঃ কিং ন বন্দ্যতে)।

(উর্বশী সস্মিতং প্রণমতি।)

বিদূষকঃ—সোত্থি ভোদীএ। (স্বস্তি ভবত্যৈ।)

(নেপথ্যে)

দেবদূতঃ—চিত্রলেখে ত্বরয়োর্বশীম্।

মুনিনা ভরতেন যঃ প্রয়োগো
ভবতীষ্বষ্টরসাশ্রয়ো নিযুক্তঃ।
ললিতাভিনয়ং তমদ্য ভর্তা
মরুতাং দ্রষ্টুমনাঃ সলোকপালঃ ॥ ১৮ ॥

(সর্বে কর্ণং দদতি। উর্বশী বিষাদং নাটয়তি।)

চিত্রলেখা—সুদং পিঅসহীএ দেবদূদস্স বঅণং। অণুমাণীঅদু মহারাও। (শ্রুতং প্রিয়সখ্যা দেবদূতস্য বচনম্। অনুমান্যতাং মহারাজঃ।)

উর্বশী—ণত্থি মে বাআ। (নাস্তি মে বাক্।)

চিত্রলেখা—মহারাঅ পরবসো অঅং জণো। তা মহারাএণ অব্ভণুণ্ণাদা ইচ্ছদি দেবেসু অণবরদ্ধং অত্তাণঅং কাদুং। (মহারাজ পরবশোঽয়ং জনঃ। তন্মহারাজেনাভ্যনুজ্ঞাতেচ্ছতি দেবেষ্বনপরাদ্ধমাত্মানং কর্তুম্।)

রাজা—(কথংচিদ্বাচং ব্যবস্থাপ্য।) নাস্মি ভবত্যোরীশ্বরনিয়োগপ্রত্যর্থী। স্মর্তব্যস্ত্বয়ং জনঃ।

(উর্বশী বিয়োগদুঃখং রূপয়ন্তী সহ সখ্যা নিষ্ক্রান্তা)

রাজা—(সনিঃশ্বাসম্।) সখে বৈয়র্থ্যমিব চক্ষুষঃ সংপ্রতি।

বিদূষকঃ—(পত্রং দর্শয়িতুকামঃ) ণং এদং—(নম্বেতৎ)—(ইত্যর্ধোক্তে আত্মগতম্।) হদ্ধী হদ্ধী। উব্বসীদংসণবিম্হিদেণ মএ তং ভুজ্জবত্তঅং পব্ভট্‌ঠংবি হত্থাদে পমাদেণ ণ বিণ্ণাদং। (হা ধিক্ হা ধিক্। উর্বশীদর্শনবিস্মিতেন ময়া তদ্ভূর্জপত্রং প্রভ্রষ্টমপি হস্তাত্ প্রমাদেন ন বিজ্ঞাতম্।

রাজা—ভদ্র কিমসি বক্তুকাম ইব।

বিদূষকঃ—মা ভবং অপ্পাইং মুণ্ণদু। দিঢং খু তুই বদ্ধভাবা উব্বসী। ণ সা ইদোগদং-

অণুরাঅং সিঢিলেদি। (মা ভবানঙ্গানি মৃণতু। দৃঢ়ং খলু ত্বয়ি বদ্ধভাবোর্বশী। ন সেতোগতমনুরাগং শিথিলয়তি।

রাজা—মমাপ্যেতদাশংসি মনঃ। তয়া খলু প্রস্থানে

অনীশয়া শরীরস্য হৃদয়ং স্ববশং ময়ি।

স্তনকম্পক্রিয়ালক্ষ্যৈর্ন্যস্তং নিঃশ্বসিতৈরিব ॥ ১৯ ॥

বিদূষকঃ—(আত্মগতম্) বেবদি মে হিঅঅং ইমং বেলং তত্তভবদা তস্স ভুজ্জবত্তস্স ণাম গেণ্হিদব্বং ভবিস্সদিত্তি। (বেপতে মে হৃদয়মিমাং বেলাং তত্রভবতা তস্য ভুর্জপত্রস্য নাম গ্রহীতব্যং ভবিষ্যতীতি)।

রাজা—কেনেদানীং দৃষ্টিং বিলোভয়ামি। (স্মৃত্বা) আ ঔপনয়তু ভবান্ভুর্জপত্রম্।

বিদূষকঃ—(বিষাদং নাটয়তি) হন্ত ণ দিস্সদি। গদং উব্বসীএ মগ্গেণ। (হন্ত ন দৃশ্যতে। গতমুর্বশ্যা মার্গেণ)।

রাজা—সর্বত্র প্রমাদী বৈধেয়ঃ। ননু বিচিনোতু ভবান্।

বিদূষকঃ—(উত্থায়) ণং ইদো ভবে ইদো ভবে। (নন্বিতো ভবেদিতো ভবেৎ)।

(ইতি বিচেতব্যং নাটয়তি)

(ততঃ প্রবিশতি সপরিবারা দেবী কাশিরাজপুত্রী)

দেবী—হঞ্জে ণিউণিএ সচ্চং তুএ ভণিদং ইমং লদাগেহং পবিসন্তো অজ্জমাণবঅসহাও অজ্জউত্তো দিট্ঠোত্তি। (হঞ্জে নিপুণিকে সত্যং ত্বয়া ভণিতমিদং লতাগেহং প্রবিশন্নার্যমাণবকসহায় আর্যপুত্রো দৃষ্ট ইতি)।

নিপুণিকা—কিং অন্নহা ভট্টিণী মএ বিন্নবিদপুব্বা। (কিমন্যথা ভট্টিনী ময়া বিজ্ঞাপিতপূর্বা)।

দেবী—তেণ হি লদন্তরিদা স্সুণিস্স দাব সে বিস্সম্ভালাবসহিদাণি। জং তুএ কহিদং তং সচ্চং ণ বেত্তি। (তেন হি লতান্তরিতা শ্রোষ্যামি তাবদস্য বিশ্রম্ভালাপান্বিতানি। যত্ত্বয়া কথিতং তৎ সত্যং ন বেতি)।

নিপুণিকা—জং ভট্টিণীএ রুচ্চদি। (যদ্ভট্টিন্যৈ রোচতে)।

দেবী—(পরিক্রম্য) হঞ্জে ণিউণিএ কিং এদং জিন্নচীবরং বিঅ ইদোমুহং দক্খিণমারুদেণ আণীঅদি। (হঞ্জে নিপুণিকে কিমেতজ্জীর্ণচীবরমিবেতোমুখং দক্ষিণমারুতেনানীয়তে)।

নিপুণিকা—(বিভাব্য) ভট্টিণী পডিবত্তণবিভাবিদক্খরং ভুজ্জবত্তং খু এদং। হন্ত ভট্টিণীএ এব্ব ণেউরকোডীএ লগ্গং। (ভট্টিণি পরিবর্তনবিভাবিতাক্ষরং ভুর্জপত্রং খল্বেতৎ। হন্ত ভট্টিন্যা এব নূপুরকোট্যা লগ্নম্)। (গৃহীত্বা)। কহং বাঈঅদু। (কথম্। বাচ্যতাম্)।

দেবী—অণুবাএহি দাব ণং। জদি অবিরুদ্ধং তদো স্সুণিস্সং। (অনুবাচয় তাবদেতৎ যদ্যবিরুদ্ধং ততঃ শ্রোষ্যামি)।

নিপুণিকা—(তথা কৃত্বা) ভট্টিণি তং এব্ব কোলীণং বিঅ পডিহাদি। ভট্টারঅং উদ্দিসিঅ উব্বসীএ কব্ববন্ধোত্তি তক্কেমি। অজ্জমাণবঅপ্পমাদেণ অহ্মাণং ইত্থং গদোত্তি। (ভট্টিনি, তদেব কৌলীনমিব প্রতিভাতি। ভর্তারমুদ্দিশ্যোর্বশ্যাঃ কাব্যবন্ধ ইতি তর্কয়ামি। আর্যমাণবকপ্রমাদেনাবয়োর্হস্তং গত ইতি)।

দেবী—তেণ হি সে গহিদত্থা হোমি। (তেন হ্যস্য গৃহীতার্থা ভবামি)।

(নিপুণিকা রাজ্ঞা পূর্ববাচিতং বাচয়তি)

দেবী—এত্থ ইমিণা এব্ব উবাঅণেণ অচ্ছরাকামুঅং পেক্খামি। (অত্রানেনৈবোপায়নেনাপ্সরঃকামুকং প্রেক্ষে)। (ইতি পরিজনসহিতা লতাগৃহং পরিক্রামতি)।

বিদূষকঃ—ভো বঅস্স কিং এদং পবণবসগামি পমদবণসমীবগদকীলাপব্বদপজ্জন্তে দীসদি। (ভো বয়স্য কিমেতত্ পবনবশগামি প্রমদবনসমীপগতক্রীড়াপর্বতপর্যন্তে দৃশ্যতে।

রাজা—(উত্থায়) ভগবন্ বসন্তপ্রিয় দক্ষিণবায়ো।

বাসার্থং হর সংভৃতং সুরভিণা পৌষ্পং রজো বীরুধাং
কিং মিথ্যা ভবতো হৃতেন দয়িতাস্নেহস্বহস্তেন মে।
জানীতে হি মনোবিনোদনফলৈরেবংবিধৈর্ধারিতং
কামার্তং জনমঞ্জনাং প্রতি ভবানালক্ষিতপ্রার্থনঃ ॥ ২০ ॥

নিপুণিকা—ভট্টিণী এদস্স এব্ব অণ্ণেসণা বট্টদি। (ভট্টিনি এতস্যৈবান্বেষণা বর্ত্ততে)।

দেবী—পেক্খামি। (পশ্যামি)।

বিদূষকঃ—ভো মিলাঅমাণকেশরচ্ছবিণা মীরপিচ্ছেণ বিপ্পলদ্ধো ম্হি। (ভো ম্লায়মানকেসরচ্ছবিনা ময়ূরপিচ্ছেন বিপ্রলব্ধোঽস্মি)।

রাজা—সর্বথা হতোঽস্মি।

দেবী—(উপেত্য) অজ্জউত্ত অলং আবেএণ। এদং তং ভুজ্জবত্তং। (আর্যপুত্র অলমাবেগেন। এতত্তদ্ভূর্জপত্রম্)।

রাজা—(সসম্ভ্রমম্) অয়ে দেবী। স্বাগতং দেব্যৈ।

বিদূষকঃ—(অপবার্য) দুরাগদং দাণি সংবুত্তং। (দূরাগতমিদানীং সংবৃত্তম্)।

রাজা—(জনান্তিকম্) সখে কিমত্র প্রতিবিধেয়ম্।

বিদূষকঃ—লোত্তেণ গহিদস্স কুম্ভিলঅস্স অত্থি বা পডিবঅণং। (লোত্রেণ গৃহীতস্য কুম্ভীরকস্যাস্তি বা প্রতিবচনম্)।

রাজা—(অপবার্য) মূঢ় নায়ং পরিহাসকালঃ। (প্রকাশম্) দেবি নেদং ময়া মৃগ্যতে। স খলু পরসমন্বেষণার্থমারম্ভোঽয়ম্।

দেবী—জুজ্জদি অত্তণো সোহগ্গং পচ্ছাদেদুং। (যুজ্যত আত্মনঃ সৌভাগ্যং প্রচ্ছাদয়িতুম্)।

বিদূষকঃ—ভোদি তুবরেহি সে ভোঅণং জং পিত্তোবসমণসমত্থং হোদি। (ভবতি ত্বরয়াস্য ভোজনং যত্ পিত্তোপশমনসমর্থং ভবতি)।

দেবী—ণিউণিএ সোহণং খু বম্হণেন আসাসিদো বঅস্সো। (নিপুণিকে শোভনং খলু ব্রাহ্মণেনাশ্বাসিতো বয়স্যঃ)।

বিদূষকঃ—ভোদি ণং পেক্খ আসাসিদো পিসাচোবি ভোঅণেণ। (ভবতি ননু পশ্যাশ্বাসিতঃ পিশাচোঽপি ভোজনেন)।

রাজা—মূর্খ বলাদপরাধিনং মাং প্রতিপাদয়সি।

দেবী—ণত্থি ভবদো অবরাহো। অহং এব্ব এত্থ অবরদ্ধা জা পডিউলদংসণা ভবিঅ অগ্গদো দে চিট্ঠামি। ইদো অহং গমিস্সং। (নাস্তি ভবতোঽপরাধঃ। অহমেবাত্রাপরাদ্ধা যা প্রতিকূলদর্শনা ভূত্বাঽগ্রতস্তে তিষ্ঠামি। ইতোঽহং গমিষ্যামি)।

(ইতি কোপং নাটয়িত্বা প্রস্থিতা)

রাজা— অপরাধী নামাহং প্রসীদ রম্ভোরু বিরম সংরম্ভাৎ।
সেব্যো জনশ্চ কুপিতঃ কথং নু দাসো নিরপরাধঃ ॥ ২১ ॥
(ইতি পাদয়োঃ পততি)

দেবী—(আত্মগতম্) মা খু লহুহিঅআ অহং অণুণঅং বহু মণ্ণে। কিং দু অদক্‌খিণ্ণকিদস্স পচ্ছাদাবস্স ভাএমি। (মা খলু লঘুহৃদয়াহমনুনয়ং বহু মন্যে। কিং ত্বদাক্ষিণ্যকৃতাৎ পশ্চাত্তাপাদ্বিভেমি)। (রাজানমপহায় সপরিবারা নিষ্ক্রান্তা)

বিদূষকঃ—পাউসণদী বিঅ অপ্পসণ্ণা গদা দেবী। তা উট্‌ঠেহি। (প্রাবৃণ্ণদীবাপ্রসন্না গতা দেবী। তদুত্তিষ্ঠ)।

রাজা—(উত্থায়) বয়স্য নেদমনুপপন্নম্। পশ্য—
প্রিয়বচনশতোঽপি যোষিতাং দয়িতজনানুনয়ো রসাদৃতে।
প্রবিশতি হৃদয়ং ন তদ্বিদাং মণিরিব কৃত্রিমরাগযোজিতঃ ॥ ২২ ।

বিদূষকঃ—অণুউলং এব্ব এত্থভবদো এদং। ণ খু অক্‌খিদুক্‌খিদো অহিমুহে দীবসিহং সহেদি। (অনুকূলমেবাত্রভবত এতৎ। ন খল্বক্ষিদুঃখিতোঽভিমুখে দীপশিখাং সহতে)।

রাজা—মা মৈবম্ (উর্বশীগতমনসোঽপি মে স এব দেব্যাং বহুমানঃ। কিং তু প্রণিপাতলঙ্ঘনাদহমস্যাং ধৈর্যমবলম্বিষ্যে।

বিদূষকঃ—চিট্‌ঠদু দাব ভবদো ধীরদা। বুভুক্‌খিদস্স বম্‌হণস্স জীবিদং অবলম্বদু ভবং। সমও খু ণ্হাণভোঅণং সেবিদুং। (তিষ্ঠতু তাবদ্ভবতো ধীরতা। বুভুক্ষিতস্য ব্রাহ্মণস্য জীবিতমবলম্বতাং ভবান্। সময়ঃ খলু স্নানভোজনং সেবিতুম্)।

রাজা—(ঊর্ধ্বমবলোক্য) গতমর্ধং দিবসস্য।
উষ্ণালুঃ শিশিরে নিষীদতি তরোর্মূলালবালে শিখী
নির্ভিদ্যোপরি কর্ণিকারমুকুলান্যালীয়তে ষট্‌পদঃ।
তপ্তং বারি বিহায় তীরনলিনীং কারণ্ডবঃ সেবতে
ক্রীড়াবেশ্মনি চৈষ পঞ্জরশুকঃ ক্লান্তো জলং যাচতে ॥ ২৩ ॥

(ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে)

॥ ইতি দ্বিতীয়োঽঙ্কঃ ॥

× × × × × × × × × × × × × তৃতীয়োঽঙ্কঃ × × × × × × × × × × × × ×

(ততঃ প্রবিশতো ভরতশিষ্যৌ)

প্রথমঃ—সখে পল্লব মহেন্দ্রসদনং গচ্ছতোপাধ্যায়েন স্বমাসনং প্রতিগ্রাহিতঃ। অগ্নিশরণসংরক্ষণায় স্থাপিতোঽহম্। অতঃ খলু পৃচ্ছামি। অপি গুরোঃ প্রয়োগেণ দিব্যা পরিষদারাধিতা॥

দ্বিতীয়ঃ—গালব ণ আণে আরাহিদা ণ বত্তি। তস্সিং উণ সরস্সদীকিদকব্ববন্ধে লচ্ছীসঅংবরে তেসু তেসু রসন্তরেসু তম্মআ আসি। কিং তু (গালব ন জানে

আরাধিতা ন বেতি। তস্মিন্ পুনঃ সরস্বতীকৃতকাব্যবন্ধে লক্ষ্মীস্বয়ংবরে তেষু তেষু রসান্তরেষু তন্ময্যাসীৎ। কিন্তু—)

প্রথমঃ—সদোষাবকাশ ইব তে বাক্যশেষঃ।

দ্বিতীয়ঃ—আম, তহিং উব্বসীএ বঅণং পমাদক্খলিদং আসি। (আম, তস্মিন্নুর্বশ্যা বচনং প্রমাদস্খলিতমাসীৎ।)

প্রথমঃ—কথমিব।

দ্বিতীয়ঃ—লচ্ছীভূমিআএ বট্টমাণা উব্বসী বারুণীভূমিআএ বট্টমাণএ মেণআএ পুচ্ছিদা। সহি সমাঅদা এদে তেলোক্কসুপুরিসা সকেসবা অ লোঅবালা। কদর্মাস্সং দে ভাবাহিণিবেসোত্তি। (লক্ষ্মীভূমিকায়াং বর্তমানোর্বশী বারুণীভূমিকায়াং বর্তমানয়া মেনকয়া পৃষ্টা। সখি সমাগতা এতে ত্রৈলোক্যসুপুরুষাঃ সকেশবাশ্চ লোকপালাঃ। কতমস্মিংস্তে ভাবাভিনিবেশ ইতি।)

প্রথমঃ—ততস্ততঃ।

দ্বিতীয়ঃ—তদো তাএ পুরিসোত্তমেত্তি ভণিদব্বে পুরূরবেত্তি ণিগ্গদা বাণী। (ততস্তয়া পুরুষোত্তম ইতি ভণিতব্যে পুরূরবসীতি নির্গতা বাণী।)

প্রথমঃ—ভবিতব্যতানুবিধায়ীনীন্দ্রিয়াণি। ন খলু তামভিক্রুদ্ধো গুরুঃ।

দ্বিতীয়ঃ—সা খু সত্তা উবজ্ঝাএণ। মহিন্দেণ উণ অণুগ্গাহিদা। (সা খলু শপ্তোপাধ্যায়েন। মহেন্দ্রেণ পুনরনুগৃহীতা।)

প্রথনঃ—কথমিব।

দ্বিতীয়ঃ—জেণ মম উবদেসো তুএ লঙ্ঘিদো তেণ ণ দে দিব্বং ঠাণং হবিস্সদিত্তি উবজ্ঝাঅস্স সাবো। মহিন্দেণ উণ পেক্খণাবসাণে লজ্জাবণদমুহী ভণিদা জস্সিং বদ্ধভাবা সি তস্স মে রণসহাঅস্স রাএসিণো পিঅং এত্থ করণিজ্জং। সা তুমং জহাকামং পুরূরবসং উবচিট্ঠ জাব সো তুই দিঠ্ঠসংতাণো ভোদিত্তি। (যেন মমোপদেশস্ত্বয়া লঙ্ঘিতস্তেন ন তে দিব্যং স্থানং ভবিষ্যতীত্যুপাধ্যায়স্য শাপঃ। মহেন্দ্রেণ পুনঃ প্রেক্ষণাবসানে লজ্জাবনতমুখী ভণিতা যস্মিন্ বদ্ধভাবাসি তস্য মে রণসহায়স্য রাজর্ষেঃ প্রিয়মত্র করণীয়ম্। সা ত্বং যথাকামং পুরূরবসমুপতিষ্ঠস্ব যাবত্ স ত্বয়ি দৃষ্টসন্তানো ভবেদিতি।)

প্রথমঃ—সদৃশং পুরুষান্তরবিদো মহেন্দ্রস্য।

দ্বিতীয়ঃ—(সূর্যমবলোক্য।) কথাপসঙ্গেণ অমহেহিং অবরদ্ধা অহিসেঅবেলা কখু উবজ্ঝাঅস্স। তা এহি। সে পাসপরিবত্তিণো হোম। (কথাপ্রসঙ্গেনাস্মাভিরপরাদ্ধাঽভিষেকবেলা খলূপাধ্যায়স্য। তদেহি। তস্য পার্শ্বপরিবর্তিনৌ ভবাবঃ।)

(ইতি নিষ্ক্রান্তৌ।)

বিষ্কম্ভকঃ

(ততঃ প্রবিশতি কঞ্চুকী।)

কঞ্চুকী— সর্বঃ কল্যে বয়সি যততে লব্ধুমর্থান্ কুটুম্বী
পশ্চাত্ পুত্রৈরপহৃতভরঃ কল্পতে বিশ্রমায়।
অস্মাকং তু প্রতিদিনমিয়ং সাদয়ন্তী শরীরং
সেবাকারা পরিণতিরহো স্ত্রীষু কষ্টোঽধিকারঃ ॥ ১ ॥

(পরিক্রম্য) আদিষ্টোঽস্মি সনিয়মায়া কাশিরাজপুত্র্যা যথা ব্রতসম্পাদনায় ময়া মানমুৎসৃজ্য নিপুণিকামুখেন পূর্বং যাচিতো মহারাজঃ। তদেব মদ্বচনাদ্বিজ্ঞাপয়েতি। যাবদিদানীমবসিতসন্ধ্যাজাপ্যং মহারাজং পশ্যামি। (পরিক্রম্যাবলোক্য চ।) রমণীয়ঃ খলু দিবসাবসানবৃত্তান্তো রাজবেশ্মনি। ইহ হি—

উৎকীর্ণা ইব বাসযষ্টিষু নিশানিদ্রালসা বর্হিণো
ধূপৈর্জালবিনিঃসৃতৈর্বলভয়ঃ সন্দিগ্ধপারাবতাঃ।
আচারপ্রযতঃ সপুষ্পবলিষু স্থানেষু চার্চিষ্মতীঃ
সন্ধ্যামঙ্গলদীপিকা বিভজতে শুদ্ধান্তবৃদ্ধাজনঃ ॥ ২ ॥

(নেপথ্যাভিমুখং দৃষ্টা।) অয়ে ইত এব প্রস্থিতো দেবঃ।

পরিজনবনিতাকরার্পিতাভিঃ পরিবৃত এষ বিভাতি দীপিকাভিঃ।
গিরিরিব গতিমানপক্ষলোপাদনুতটপুষ্পিতকর্ণিকারযষ্টিঃ ॥ ৩ ॥

যাবদেনমবলোকনমার্গে স্থিতঃ প্রতিপালয়ামি।

(ততঃ প্রবিশতি যথানির্দিষ্টো রাজা বিদূষকশ্চ।)

রাজা—(আত্মগতম্।)

কার্যান্তরিতোৎকণ্ঠং দিনং ময়া নীতমনতিকৃচ্ছ্রেণ।
অবিনোদদীর্ঘযামা কথং নু রাত্রির্গময়িতব্যা ॥ ৪ ॥

কঞ্চুকী—(উপগম্য।) জয়তু জয়তু দেবঃ। দেব দেবী বিজ্ঞাপয়তি—মণিহর্ম্যপৃষ্ঠে সুদর্শনশ্চন্দ্রঃ। তত্র সন্নিহিতেন দেবেন প্রতিপালয়িতুমিচ্ছামি যাবদ্‌রোহিণীসংযোগ ইতি।

রাজা—আর্য লাতব্য বিজ্ঞাপ্যতাং দেবী যত্তে ছন্দ ইতি।

কঞ্চুকী—যদাজ্ঞাপয়তি দেবঃ। (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ।)

রাজা—বয়স্য কিং পরমার্থত এব দেব্যা ব্রতনিমিত্তোঽয়মারম্ভঃ স্যাৎ।

বিদূষকঃ—ভো তক্কেমি জাদপচ্ছাদাবা তত্তভোদী বদাবদেসেণ ভবদো পণিপাদলঙ্ঘণ পভজ্জিদু কামাত্তি। (ভোঃ তর্কয়ামি জাতপশ্চাত্তাপা তত্রভবতী ব্রতাপদেশেন ভবতঃ প্রণিপাতলঙ্ঘনং প্রমার্ষ্টুকামেতি।

রাজা—উপপন্নং ভবানাহ। তথা হি।

অবধৃতপ্রণিপাতাঃ পশ্চাৎ সন্তপ্যমানমনসোঽপি।
নিভৃতৈর্ব্যাপত্রপন্তে দয়িতানুনয়ৈর্মনস্বিন্যঃ ॥ ৫ ॥

তদাদেশয় মণিহর্ম্যপৃষ্ঠমার্গম্।

বিদূষকঃ—ইদো ইদো ভবং। ইমিণা গঙ্গাতরঙ্গসস্সিরীএণ ফলিঅমণিসোবাণেন অরোহদু ভবং পদোসাবসররমণিজ্জং মণিহম্মিঅং। (ইতো ইতো ভবান্। অনেন গঙ্গাতরঙ্গসশ্রীকেণ স্ফটিকমণিসোপানেনারোহতু ভবান্ প্রদোষাবসররমণীয়ং মণিহর্ম্যম্।)

রাজা—আরোহাগ্রতঃ।

(সর্বে সোপানারোহণং নাটয়ন্তি)

বিদূষকঃ—(নিরূপ্য) ভো পচ্চাসন্নেণ চন্দোদএণ হোদব্বং। জহ তিমিরেরেইঅমাণং পুব্বাদিসামুহং আলোঅসুহঅং দীসদি। (ভোঃ প্রত্যাসন্নেন চন্দ্রোদয়েন ভবি-

তব্যম্। যথা তিমিরৈরুচ্যমানং পূর্বদিশামুখমালোকসুভগং দৃশ্যতে।)

রাজা—সম্যগাহ ভবান্।

উদয়গূঢ়শশাঙ্কমরীচিভিস্তমসি দূরমিতঃ প্রতিসার্যমাণে।
অলকসংযমনাদিব লোচনে হরতি মে হরিবাহনদিঙ্মুখম্॥ ৬॥

বিদূষকঃ—হী হী ভোঃ এষ খণ্ডমোদঅসস্সিরীও উদিদো রাআ দুআদীণং। (হী হী ভো এষ খণ্ডমোদকসশ্রীক উদিতো রাজা দ্বিজাতীনাম্।)

রাজা—(সস্মিতম্) সর্বমৌদরিকস্যাভ্যবহার্যমেব বিষয়ঃ। (প্রাঞ্জলিঃ প্রণম্য) ভগবন্ ক্ষপানাথ।

রবিমাবসতে সতাং ক্রিয়ায়ৈ সুধয়া তর্পয়তে সুরান্ পিতৄংশ্চ।
তমসাং নিশি মূর্ছতাং নিহন্ত্রে হরচূড়ানিহিতাত্মনে নমস্তে॥ ৭॥

(ইত্যুপতিষ্ঠতে)

বিদূষকঃ—ভো বম্হণসংকামিদক্খরেণ দে পিতামহেণ অব্ভণুণ্ণাদো আসণট্ঠিদো হোহি জাব অহং বি সুহাসীণো হোমি। (ভো ব্রাহ্মণসংক্রামিতাক্ষরেণ তে পিতামহেনাভ্যনুজ্ঞাত আসনস্থিতো ভব যাবদহমপি সুখাসীনো ভবামি।

রাজা—(বিদূষকবচনং পরিগৃহ্যোপবিষ্টঃ। পরিজনং বিলোক্য) অভিব্যক্তায়াং চন্দ্রিকায়াং কিং দীপিকাপৌনরুক্ত্যেন। তদ্বিশ্রাম্যন্তু ভবত্যঃ।

পরিজনঃ—জং দেবো আণবেদি। (যদ্দেব আজ্ঞাপয়তি।(

(ইতি নিষ্ক্রান্তঃ)

রাজা—(চন্দ্রমসমবলোক্য) বয়স্য পরং মুহূর্তাদাগমনং দেব্যাঃ। তদ্বিবিক্তে কথয়ামি স্বামবস্থাম্।

বিদূষকঃ—ণং দীসদি এব্ব সা। কিং দু তারিসং অণুরাঅং পেক্খিঅ সক্কং কখু আসাবন্ধেণ অত্তাণঅং ধারেদুং। (ননু দৃশ্যতে এব সা। তাদৃশমনুরাগং প্রেক্ষ্য শক্যং খল্বাশাবন্ধেনাত্মানং ধারয়িতুম্।

রাজা—এবমেতৎ। বলবান্ পুনর্মম মনসোঽভিতাপঃ।

নদ্যা ইব প্রবাহো বিষমশিলাসংকটস্খলিতবেগঃ।
বিঘ্নিতসমাগমসুখো মনসিশয়ঃ শতগুণো ভবতি॥ ৮॥

বিদূষকঃ—জহা পরিহিঅমাণেহিং অঙ্গেহিং অহিঅং সোহসি তহা অদূরে পিআসমাগমং তে পেক্খামি। (যথা পরিহীয়মাণৈরঙ্গৈরধিকং শোভসে তথাদূরে প্রিয়াসমাগমং তে প্রেক্ষে।

রাজা—(নিমিত্তং সূচয়িত্বা) বয়স্য

বচোভিরাশাজননৈর্ভবানিব গুরুব্যথম্।
অয়ং মাং স্পন্দিতৈর্বাহুরাশ্বাসয়তি দক্ষিণঃ॥ ৯॥

বিদূষকঃ—ণ খু অণ্ণহা বম্হণস্স বঅণং। (ন খল্বন্যথা ব্রাহ্মণস্য বচনম্।)

(রাজা সপ্রত্যাশস্তিষ্ঠতি)

(ততঃ প্রবিশত্যাকাশযানেনাভিসারিকাবেষোর্বশী চিত্রলেখা চ)

উর্বশী—(আত্মানং বিলোক্য) হলা চিত্তলেহে অবি রোঅদি দে অঅং মে অপ্পাভরণভূসিদো ণীলংসুঅপরিগ্গহো অহিসারিআবেসো। (হলা চিত্রলেখে অপি রোচতে তেঽয়ং মেঽল্পাভরণভূষিতো নীলাংশুকপরিগ্রহোঽভিসারিকাবেষঃ।)

চিত্রলেখা—ণত্থি মে বাআবিহবো পসংসিদুং। ইদং তু চিন্তেমি। অবি ণাম অহং পুরূরবা ভবেঅংতি। (নাস্তি মে বাগ্বিভবঃ প্রশংসিতুম্। ইদং তু চিন্তয়ামি। অপি নামাহং পুরূরবা ভবেয়মিতি।)

উর্বশী—সহি মদণো খু তুমং আণবেদি সিঘ্‌ঘং ণেহি মং তস্স সুহঅস্স বসদিং। (সখি মদনঃ খলু ত্বামাজ্ঞাপয়তি শীঘ্রং নয় মাং তস্য সুভগস্য বসতিম্।)

চিত্রলেখা—ণং এদং পরিবত্তিদং বিঅ কেলাসসিহরং পিঅদমস্স দে ভবণং উবগদম্ব (নন্বেতৎপরিবর্তিতমিব কৈলাসশিখরং প্রিয়তমস্য তে ভবনমুপগতে স্বঃ।)

উর্বশী—তেণ হি পহাবদো জাণীহি দাব কহিং সো মম হিঅঅচোরো কিং বা অণুচিট্ঠ-দিত্তি। (তেন হি প্রভাবাজ্জানীহি তাবৎ ক্ব স মম হৃদয়চোরঃ কিং বানু-া তিষ্ঠতীতি।)

চিত্রলেখা—(ধ্যাত্বা। আত্মগতম্) ভোদু কীলিস্সং দাব এদাএ। (ভবতু ক্রীড়িষ্যামি তাবদেতয়া।) (প্রকাশম্) হলা এসো মণোরহলদ্ধপিআসমাঅমসুহং অণুহ-বন্তো উবহোঅক্‌খমে ওআসে চিট্ঠদি। (হলা এষ মনোরথলব্ধপ্রিয়াসমাগম-সুখমনুভবন্নুপভোগক্ষমেঽবকাশে তিষ্ঠতি।)

(উর্বশী বিষাদং নাটয়তি)

চিত্রলেখা—মুগ্ধে কা উণ অগ্গা চিন্তা পিআসমাঅমস্স। (মুগ্ধে কা পুনরন্যা চিন্তা প্রিয়াসমাগমস্য।)

উর্বশী—(সোচ্ছ্বাসম্) অদক্‌খিণং সংদেহাদি মে হিঅঅং। (অদক্ষিণং সংদিগ্ধে মে হৃদয়ম্।)

চিত্রলেখা—(বিলোক্য) এসো মণিহম্মিঅগদো বঅস্সমেত্তসহাও রাএসী। তা এহি উবসপ্পাম ণং। (এষ মণিহর্ম্যগতো বয়স্যমাত্রসহায়ো রাজর্ষিঃ। তদেহি উপসর্পাব এনম্।)

(উভে অবতরতঃ)

রাজা—বয়স্য রজন্যা সহ বিজৃম্ভতে মদনবাধা।

উর্বশী—অণিভ্‌ভিণ্ণত্থেণ ইমিণা বঅণেণ আকম্পিদং মে হিঅঅং। অন্তরিদা এব্ব সুণাম সে সেরালাবং জাব ণো সংসঅচ্ছেদো হোদি। (অনির্ভিন্নার্থেনানেন বচনেনাকম্পিতং মম হৃদয়ম্। অন্তরিতে এব শৃণুবোঽস্য স্বৈরালাপং যাবদাবয়োঃ সংশয়চ্ছেদো ভবতি।)

চিত্রলেখা—জং দে রোঅদি। (যত্তে রোচতে।)

বিদূষকঃ—ণং ইমে অভিঅগন্ধা সেবীঅন্দু চন্দবাদা। (নন্বেতেঽমৃতগর্ভাঃ সেব্যন্তাং চন্দ্রপাদাঃ।)

রাজা—বয়স্য এবমাদিভিরনুপক্রম্যোঽয়মাতঙ্কঃ। পশ্য।

কুসুমশয়নং ন প্রত্যগ্রং ন চন্দ্রমরীচয়ো
ন চ মলয়জং সর্বাঙ্গীণং ন বা মণিযষ্টয়ঃ।
মনসিজরুজং সা বা দিব্যা মমালমপোহিতুং—

উর্বশী—কা বা অবরা (কা ব্যপরা।)

রাজা—রহসি লঘয়েদারব্ধা বা তদাশ্রয়িণী কথা ॥ ১০ ॥

উর্বশী—হিঅঅ দাণিং মং উজ্ঝিঅ ইদো সংকন্তেণ তুএ ফলং উবলদ্ধং। (হৃদয় ইদানীং

মামুজ্‌ঝিত্বেতঃ সংক্রান্তেন ত্বয়া ফলমুপলব্ধম্ ।)

বিদূষকঃ—আম। হংবি জদা সিহরিণীং রসালং অ ণ লহে তদা ণং পত্থয়ন্তো সংকিত্ত-অন্তো আসাসেমি। (আম। অহমপি যদা শিখরিণীং রসালং চ ন লভে তদৈ-তৎপ্রার্থয়মানঃ সংকীর্তয়ন্নাশ্বাসিমি।)

রাজা—সংপদ্যত ইদং ভবতঃ।

বিদূষকঃ—ভবংপি তং অচিরেণ পাবিস্সদি। (ভবানপি তামচিরেণ প্রাপ্স্যতি।)

রাজা—সখে এবং মন্যে—

চিত্রলেখা—সুণু অসংতুট্টে সুণু। (শৃণু অসংতুষ্টে শৃণু।)

বিদূষকঃ—কহং বিঅ। (কথমিব।)

রাজা— অয়ং তস্যা রথক্ষোভাদংসেনাংসো নিপীড়িতঃ।
একঃ কৃতী শরীরেঽস্মিঞ্ছেষমঙ্গং ভুবো ভরঃ ॥ ১১ ॥

চিত্রলেখা—সহি কিং দাণিং বিলম্বীঅদি। (সখি কিমিদানীং বিলম্ব্যতে।)

উর্বশী—(সহসোপসৃত্য) হলা অগ্গদোবি মম তুগদাএ উদাসীণো বিঅ মহারাও। (হলা অগ্রতোঽপি মম গতায়া উদাসীন ইব মহারাজঃ।

চিত্রলেখা—(সস্মিতম্) অদিতুবরিদে অণুক্‌খিত্তাত্তিরক্কারিণীআ সি। (অতিত্বরিতে অনুৎক্ষিপ্তাতিরস্কারিণীকাসি।)

(নেপথ্যে)

ইদো ইদো ভট্টিণী। (ইত ইতো ভর্ত্রী।)

(সর্বে কর্ণং দদতি। উর্বশী সহ সখ্যা বিষণ্ণা)

বিদূষকঃ—অবিহা অবিহা উবট্টিদা দেবী। তা বাচংজমো হোহি। (অবিহা অবিধা উপস্থিতা দেবী। তদ্বাচংযমো ভব।)

রাজা—ভবানপি সংবৃতাকারমাস্তাম্।

উর্বশী—হলা কিং এত্থ করণিজ্জং। (হলা কিমত্র করণীয়ম্।)

চিত্রলেখা—অলং আবেএণ। অন্তরিদা বহ্মং। উববাসণিঅমবেসা রাএসিমহিসী দীসদি তা ণ এসা ইহ চিরং চিট্টিস্সদি। (অলমাবেগেন। অন্তর্হিতে আবাম্। উপবাসনিয়মবেষা রাজর্ষিমহিষী দৃশ্যতে। তন্নৈষেহ চিরং স্থাস্যতি।)

(ততঃ প্রবিশতি ঔপহারিকহস্তপরিজনা দেবী।)

দেবী—(চন্দ্রমসমবলোক্য।) হঞ্জে ণিউণিএ এসো রোহিণীসংজোএণ অহিঅং সোহদি ভঅবং মিঅলঞ্ছণো। (হঞ্জে নিপুণিকে এষ রোহিণীসংযোগেনাধিকং শোভতে ভগবান্ মৃগলাঞ্ছনঃ।)

চেটী—ণং দেবীসহিদো ভট্টা বিসেসরমণিজ্জো। (ননু দেবীসহিতো ভর্তা বিশেষ-রমণীয়ঃ।) (ইতি পরিক্রামতঃ।)

বিদূষকঃ—(দৃষ্ট্বা) ভো ণ জাণামি সোত্থিবাঅণং মে দেইত্তি আদু ভবদো বদব্ব-বদেসেণ মুক্কারোসা পণিপাদলংঘণং পমজ্জিদুকামত্তি অজ্জ মে অক্‌খীণং সুহদংসণা দেবী। (ভো ন জানামি স্বস্তিবাচনং মে দদাতীতি অথ বা ভবতো ব্রতব্যপদেশেন মুক্তরোষা প্রণিপাতলঙ্ঘনং প্রমার্ষ্টুকামেতি অদ্য মমাক্ষ্ণোঃ শুভদর্শনা দেবী।)

রাজা—(সস্মিতম্) উভয়মপি ঘটতে। তথাপি ভবতা যৎ পশ্চাদভিহিতং তস্মাৎ প্রীত ভাতি। যদত্রভবতী—

সিতাংশুকা মঙ্গলমাত্রভূষণা
পবিত্রদূর্বাঙ্কুরলাঞ্ছিতালকা।
ব্রতোপদেশোজ্ঝিতগর্ববৃত্তিনা
ময়ি প্রসন্না বপুষেব লক্ষ্যতে ॥ ১২ ॥

দেবী—(উপগম্য) জেদু জেদু অজ্জউত্তো। (জয়তু জয়ত্বার্যপুত্রঃ।)

পরিজনঃ—জেদু জেদু ভট্টা। (জয়তু জয়তু ভর্তা।)

বিদূষকঃ—সোত্থি ভোদীএ। (স্বস্তি ভবত্যৈ।)

রাজা—স্বাগতং দেব্যৈ। (তাং হস্তেন গৃহীত্বোপবেশয়তি।)

উর্বশী—হলা ঠাণে ক্খু ইঅং দেবীসদ্দেণ উবঅরীঅদি। ণ কিংপি পরিহীআদ সচীএ ওজস্সিদাএ। (হলা স্থানে খল্বিয়ং দেবীশব্দেনোপচর্যতে ন কিমপি পরিহীয়তে শচ্যা ওজস্বিতয়া।)

চিত্রলেখা—সাহু অসূআপরম্মুহং মন্তিদং। (সাধু অসূয়াপরাঙ্মুখং মন্ত্রিতম্।)

দেবী—অজ্জউত্তং পুরোকরিঅ কোবি বদবিসেসো মএ সংপাদণীও। তা মুহুত্তং উবরোধো সহীঅদু। (আর্যপুত্রং পুরস্কৃত্য কোঽপি ব্রতবিশেষো ময়া সম্পাদনীয়ঃ। তন্মুহূর্তমুপরোধঃ সহ্যতাম্।)

রাজা—মা মৈবম্। অনুগ্রহঃ খলু নোপরোধঃ।

বিদূষকঃ—ঈরিসো সোত্থিবাঅণবন্তো উবরোহো বহুসো হোদু। (ঈদৃশঃ স্বস্তিবাচনবানুপরোধো বহুশো ভবতু।)

রাজা—কিংনামধেয়মেতদ্দেব্যা ব্রতম্।

(দেবী নিপুণিকামবেক্ষতে।

নিপুণিকা—ভট্টা পিআণুপ্পসাদণং ণাম। (ভর্তুঃ প্রিয়ানুপ্রসাদনং নাম।)

রাজা—(দেবীং বিলোক্য।) যদ্যেবম্

অনেন কল্যাণি মৃণালকোমলং
ব্রতেন গাত্রং গ্লপয়স্যকারণম্।
প্রসাদমাকাঙ্ক্ষতি যস্তবোৎসুকঃ
স কিং ত্বয়া দাসজনঃ প্রসাদ্যতে ॥ ১৩ ॥

উর্বশী—মহন্তো খু সে ইমস্সিং বহুমাণো। (মহান্খল্বস্যৈতস্যাং বহুমানঃ।)

চিত্রলেখা—অই মুদ্ধে অণ্ণসংকন্তপেম্মাণো ণাঅরিআ অহিঅং দক্খিণা হোন্তি। (অয়ি মুগ্ধে অন্যসংক্রান্তপ্রেমাণো নাগরিকা অধিকং দক্ষিণা ভবন্তি।)

দেবী—(সস্মিতং) ণং ইমস্স বদপরিগ্গহস্স অঅং পহাবো জং এত্তিঅং মন্তাবিদো অজ্জউত্তো। (নন্বেতস্য ব্রতপরিগ্রহস্যায়ং প্রভাবো যদেতাবন্মন্ত্রিত আর্যপুত্রঃ।)

বিদূষকঃ—বিরমদু ভবং। ণ জুত্তং সুহাসিদং পচ্চাচিক্খিদুং। (বিরমতু ভবান্। ন যুক্তং সুভাষিতং প্রত্যাচরিতুম্।)

দেবী—দারিআও উবণেধ ওবহারিঅং জাব মণিহম্মিঅগদে চন্দপাদে অচ্চেমি। (দারিকা উপনয়তোপহারিকং যাবন্মণিহর্ম্যগতাংশ্চন্দ্রপাদানর্চামি।)

পরিজনঃ—জং দেবী আণবেদি। এসো গন্ধকুসুমাদি উবহারো। (যদ্দেব্যাজ্ঞাপয়তি। এষ গন্ধকুসুমাদ্যুপহারঃ।)

দেবী—(নাট্যেন গন্ধপুষ্পাদিভিশ্চন্দ্রপাদানভ্যর্চ্য।) হঞ্জে ইমে ওবহারিঅমোদএ অজ্জমাণবঅং লম্ভাবেহি। (হঞ্জে এতানৌপহারিকমোদকানার্যমাণবকং লম্ভয়।)

পরিজনঃ—জং দেবী আণবেদি। অজ্জ মাণবঅ এদং দাব দে। (যদ্দেব্যাজ্ঞাপয়তি। আর্যমাণবক এতত্তাবত্তে।)

বিদূষকঃ—(মোদকশরাবং গৃহীত্বা) সোত্থি ভোদিএ। বহুফলো দে উববাসো হোদু। (স্বস্তি ভবত্যৈ। বহুফলস্তবোপবাসো ভবতু।)

দেবী—অজ্জউত্ত ইদো দাব। (আর্যপুত্র ইতস্তাবৎ।)

রাজা—অয়মস্মি।

দেবী—(রাজ্ঞঃ পূজামভিনীয় প্রাঞ্জলিঃ প্রণিপত্য।) এসা অহং দেবদামিহুণং রোহিণীমিঅলঞ্ছণং সক্‌খীকরিঅ অজ্জউত্তং অণুপ্পসাদেমি। অজ্জপ্পহুদি জং ইত্থিঅং অজ্জউত্তো পত্থেদি জা অ অজ্জউত্তস্স সমাঅমপ্পণইণী তাএ সহ মএ পিদিবন্ধেণ বত্তিদব্বত্তি। (এষাহং দেবতামিথুনং রোহিণীমৃগলাঞ্ছনং সাক্ষীকৃত্য আর্যপুত্রমনুপ্রসাদয়ামি। অদ্যপ্রভৃতি যাং স্ত্রিয়মার্যপুত্রঃ প্রার্থয়তে যা চার্যপুত্রস্য সমাগমপ্রণয়িনী তয়া সহ ময়া প্রীতিবন্ধেন বর্তিতব্যমিতি।)

উর্বশী—অম্হহে ণ আণে কিংপরং সে বঅণং তি। মম উণ বীসাসবিসদং হিঅঅং সংবুত্তং। (অহো ন জানে কিংপরমস্যা বচনমিতি। মম পুনর্বিশ্বাসবিশদং হৃদয়ং সংবৃত্তম্।)

চিত্রলেখা—সহি মহাণুহাবাএ পদিব্বদাএ অব্ভণুণ্ণাদো অণন্তরাও দে পিঅসমাঅমো হবিস্সদি। (সখি মহানুভাবয়া পতিব্রতয়াঽভ্যনুজ্ঞাতোঽনন্তরায়স্তে প্রিয়সমাগমো ভবিষ্যতি।

বিদূষকঃ—(অপবার্য।) ছিন্নহত্থো মচ্ছে পলাইদে নিব্বিণ্ণো ধীবরো ভণাদি ধম্মো মে হবিস্সদিত্তি। (ছিন্নহস্তো মৎস্যে পলায়িতে নির্বিণ্ণো ধীবরো ভণতি ধর্মো মে ভবিষ্যতীতি।) (প্রকাশম্।) ভোদি কিং তারিসো পিও তত্তভবং। (ভবতি কিং তাদৃশঃ প্রিয়স্তত্রভবান্।)

দেবী—মূঢ় অহং খু অত্তণো সুহাবসাণেণ অজ্জউত্তং ণিব্বুদসরীরং কাদুং ইচ্ছামি। এত্তিএণ চিন্তেহি দাব পিও ণ বত্তি। (মূঢ় অহং খল্বাত্মনঃ সুখাবসানেনার্যপুত্রং নিবৃত্তশরীরং কর্তুমিচ্ছামি। এতাবতা চিন্তয় তাবৎ প্রিয়ো ন বেতি।)

রাজা—দাতুং বা প্রভবসি মামন্যস্যৈ হর্তুমেব বা দাসম্।
নাহং পুনস্তথা ত্বং যথা হি মাং শঙ্কসে ভীরু ॥ ১৪ ॥

দেবী—হোহি বা মা বা। জহাণিদ্দিঠ্ঠং সংপাদিদং পিআণুপ্পসাদণং বদং। দারিআও এধ গচ্ছম্হ (ভব বা মা বা। যথানির্দিষ্টং সম্পাদিতং প্রিয়ানুপ্রসাদনং ব্রতম্। দারিকা এত গচ্ছামঃ।) (ইতি প্রস্থিতা)

রাজা—প্রিয়ে ন খলু প্রসাদিতোঽস্মি যদি সম্প্রতি বিহায় গম্যতে।

দেবী—অজ্জউত্ত অলঙ্ঘিদপুব্বো মএ ণিঅমো। (আর্যপুত্র অলঙ্ঘিতপূর্বো ময়া নিয়মঃ।) (ইতি সহপরিবারা নিষ্ক্রান্তা।)

উর্বশী—হলা পিঅকলত্তো রাএসী। ণ উণ হিঅঅং ণিবত্তেদুং সক্কুণোমি। (হলা

প্রিয়কলত্রো রাজর্ষিঃ। ন পুনহৃ্দয়ং নিবর্তয়িতুং শক্নোমি।)

চিত্রলেখা—কিং উণ তুএ ণিরাসায় ণিবত্তীঅদি। (কিং পুনস্ত্বয়া নিরাশয়া নিবর্ত্যতে।)

রাজা—(আসনমুপেত্য।) বয়স্য ন খলু দূরং গতা দেবী।

বিদূষকঃ—ভণ বীসদ্ধং জং সি বত্তুকামো। অসজ্ঝোত্তি বেজ্জেণ আদুরো বিঅ সেরং মুক্তো ভবং তত্তহোদীয়। (ভণ বিশ্রব্ধং যদসি বক্তুকামঃ। অসাধ্য ইতি বৈদ্যেনাতুর ইব স্বৈরং মুক্তো ভবাংস্তত্রভবত্যা।)

রাজা—অপি নামোর্বশী—

উর্বশী—অজ্জ কিদত্থা ভবে। (অদ্য কৃতার্থা ভবেৎ।)

রাজা— গূঢ়া নূপুরশব্দমাত্রমপি মে কান্তা শ্রুতৌ পায়য়েত্
পশ্চাদেত্য শনৈঃ করাম্বুজবৃতে কুর্বীত বা লোচনে।
হর্ম্যেঽস্মিন্নবতীর্য সাধ্বসবশান্মন্দায়মানা বলা-
দানীয়েত পদাত্পদং চতুরয়া সখ্যা মমোপান্তিকম্ ॥ ১৫ ॥

উর্বশী—হলা ইমং দাব সে মণোরহং সংপাদইস্সং। (হলা ইমং তাবদস্য মনোরথং সম্পাদয়িষ্যামি)

(পৃষ্ঠতো গত্বা রাজ্ঞো নয়নে সংবৃণোতি।)

(চিত্রলেখা বিদূষকং সংজ্ঞাপয়তি।)

রাজা—স্পর্শং রূপয়িত্বা।) সখে নারায়ণোরুসংভবা সেয়ং বরোরুঃ।

বিদূষকঃ—কহং ভবং অবগচ্ছদি। (কথং ভবানবগচ্ছতি।)

রাজা—কিমত্রাজ্ঞেয়ম্

অঙ্গমনঙ্গক্লিষ্টং সুখয়েদন্যা ন মে করস্পর্শাৎ।
নোচ্ছ্বসিতি তপনকিরণৈশ্চন্দ্রস্যেবাংশুভিঃ কুমুদম্ ॥ ১৬ ॥

উর্বশী—(হস্তাবপনীয় কিংচিদপসৃত্য) জেদু জেদু মহারাও। (জয়তু জয়তু মহারাজঃ।)

রাজা—সুন্দরি স্বাগতম্। (একাসন উপবেশয়তি।)

চিত্রলেখা—অবি সুহং বঅস্সস্স। (অপি সুখং বয়স্যস্য।)

রাজা—নন্বেতদুপপন্নম্।

উর্বশী—হলা দেবীএ দিণ্ণো মহারাও। অদো সে পণঅবদী বিঅ সরীরসংপক্কং গদম্হি। মা খু মং পুরোভাইণিং সমত্থেহি। (হলা দেব্যা দত্তো মহারাজঃ। অতোঽস্যাঃ প্রণয়বতীব শরীরসম্পর্কং গতাস্মি। মা খলু মাং পুরোভাগিনীং সমর্থয়স্ব।)

বিদূষকঃ—কহং ইহ জ্জেব তুম্হাণং অত্থমিদো সুজ্জো। (কথমিহৈব যুবয়োরস্তমিতঃ সূর্যঃ।)

রাজা—(উর্বশীমবলোক্য।)

দেব্যা দত্ত ইতি যদি ব্যাপারং ব্রজসি মে শরীরেঽস্মিন্।
প্রথমং কস্যানুমতে চোরিতমেতত্ত্বয়া হৃদয়ম্ ॥ ১৭ ॥

চিত্রলেখা—বঅস্স নিরুত্তরা এসা। সংপদং মং বিণ্ণপং সুনীঅদু। (বয়স্য নিরুত্তরৈষা। সাম্প্রতং মম বিজ্ঞাপ্যং শ্রূয়তাম্।)

রাজা—অবহিতোঽস্মি।

চিত্রলেখা—বসন্তাণন্তরং উণ্হসমএ ভঅবং সুজ্জো মএ উবচরিদব্বো। তা জহা ইঅং মে পিঅসহী সগ্গস্স ণ উক্কণ্ঠেদি তহা বঅস্সেণ কাদব্বং। (বসন্তানন্তরমুষ্ণসময়ে ভগবান্ সূর্যো ময়োপচরিতব্যঃ। তদ্ যথেয়ং মে প্রিয়সখী স্বর্গস্য নোৎকণ্ঠতে তথা বয়স্যেন কর্ত্তব্যম্।)

বিদূষকঃ—ভোদি কিং বা সগ্গে সুমরিদব্বং। ণ বা অণ্হীঅদি ণ বা পীঅদি। কেবলং অনিমিসেহিং ণঅণেহিং মীণা বিড়ম্বী! (ভবতি কিং বা স্বর্গে স্মর্তব্যম্! ন বাঽশ্যতে ন বা পীয়তে। কেবলমনিমিষৈর্নয়নৈর্মীনা বিড়ম্ব্যন্তে।)

রাজা—ভদ্রে

অনির্দেশ্যসুখঃ স্বর্গঃ কস্তং বিস্মারয়িষ্যতি।
অনন্যনারীসামান্যো দাসস্ত্বস্যাঃ পুরূরবাঃ ॥ ১৮ ॥

চিত্রলেখা—অনুগহিদহ্মি। হলা উর্ব্বসি অকাদরা ভবিঅ বিসজ্জেহি মং! (অনুগৃহীতাস্মি! হলা উর্বশি অকাতরা ভূত্বা বিসর্জয় মাম্!)

উর্বশী—(চিত্রলেখাং পরিষ্বজ্য।) সহি মা খু মং বিসুমরেহি। (সখি মা খলু মাং বিস্মর।)

চিত্রলেখা—(সস্মিতম্!) বঅস্সেণ সংগদা তুমং এব্ব এদং মএ যাচিদব্বা। (বয়স্যেন সংগতা ত্বমেবৈতন্ময়া যাচিতব্যা। (ইতি রাজানং প্রণম্য নিষ্ক্রান্তা।)

বিদূষকঃ—দিট্ঠিআ মণোরহসংপত্তীএ বড্ঢদি ভবং। (দিষ্ট্যা মনোরথসংবৃত্ত্যা বর্ধতে ভবান্।)

রাজা—ইয়ং তাবদ্বৃদ্ধির্মম। পশ্য।

সামন্তমৌলিমণিরঞ্জিতশাসনাঙ্ক-
মেকাতপত্রমবনের্ন তথা প্রভুত্বম্।
অস্যাঃ সখে চরণয়োরহমদ্য কান্ত-
মাজ্ঞাকরত্বমধিগম্য যথা কৃতার্থঃ ॥ ১৯ ॥

উর্বশী—ণত্থি মে বিভবো অদো পিঅতরং মন্তিদুম্। (নাস্তি মে বিভবোঽতঃ প্রিয়তরং মন্ত্রয়িতুম্।)

রাজা—(উর্বশীং হস্তেনাবলম্ব্য।) অহো বিরুদ্ধার্থসম্পাদয়িতেপ্সিতলাভো নাম।

পাদাস্ত এব শশিনঃ সুখয়ন্তি গাত্রং
বাণাস্ত এব মদনস্য মমানুকূলাঃ!
সংরম্ভরূক্ষমিব সুন্দরি যদ্ যদাসীৎ
ত্বৎসংগমেন মম তত্তদিবানুনীতম্ ॥ ২০ ॥

উর্বশী—অবরদ্ধহ্মি চিরকারিআ মহারাঅস্স। (অপরাদ্ধাস্মি চিরকারিকা মহারাজস্য।)

রাজা—মা মৈবম্।

যদেবোপনতং দুঃখাৎ সুখং তদ্রসবত্তরম্।
নির্বাণায় তরুচ্ছায়া তপ্তস্য হি বিশেষতঃ ॥ ২১ ॥

বিদূষকঃ—ভো সেবিদা পদোসরমণীআ চন্দবাদা। সমও খু দে বাসঘরপবেসস্স। (ভোঃ সেবিতাঃ প্রদোষরমণীয়াশ্চন্দ্রপাদাঃ। সময়ঃ খলু তে বাসগৃহপ্রবেশস্য।)

রাজা—তেন হি সখ্যাস্তে মার্গমাদেশয়।

বিদূষকঃ—ইদো ইদো ভবদী। (ইত ইতো ভবতী।)

(ইতি পরিক্রামন্তি।)

রাজা—সুন্দরি ইয়মিদানীমভ্যর্থনা।

উর্বশী—কহং বিঅ। (কথমিব।)

রাজা— অনুপনতমনোরথস্য পূর্বং শতগুণিতেব গতা মম ত্রিযামা।
যদি তু তব সমাগমে তথৈব প্রসরতি সুভ্রু ততঃ কৃতী ভবেয়ম্ ॥ ২২ ॥

(ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে।)

॥ ইতি তৃতীয়োঽঙ্কঃ ॥

× × × × × × × × × × × × চতুর্থোঽঙ্কঃ × × × × × × × × × × × ×

(নেপথ্যে সহজন্যাচিত্রলেখয়োঃ প্রাবেশিক্যাক্ষিপ্তিকা)

পিঅসহিবিওঅবিমণা সহিসহিআ বাউলা সমুল্লবই
সূরকরফংসবিঅসিঅতামরসে সরবরুচ্ছঙ্গে ॥ ১ *
(প্রিয়সখীবিয়োগবিমনাঃ সখীসহিতা ব্যাকুলা সমুল্লপতি।
সূর্যকরস্পর্শবিকসিততামরসে সরোবরোৎসঙ্গে ॥ ১ *)

(ততঃ প্রবিশতি সহজন্যা চিত্রলেখা চ)

চিত্রলেখা—(প্রবেশানন্তরে দ্বিপদিকয়া দিশোঽবলোক্য)।
সহআরিদুক্‌খালিদ্ধঅং সরবরস্মি সিণিদ্ধঅম্।
বাহোবগ্গিঅণঅণং তম্মই হংসীজুঅলঅম্ ॥ ২ *
(সহচরীদুঃখালীঢ়ং সরোবরে স্নিগ্ধম্।
বাষ্পাপবল্গিতনয়নং তাম্যতি হংসীযুগলম্ ॥ ২ *)

(ততঃ প্রবিশতি বিমনস্কা চিত্রলেখা সহজন্যা চ)

সহজন্যা—(চিত্রলেখাং বিলোক্য) সহি মিলাঅমাণসদবত্তস্স বিঅ দে মুহস্স ছাআ হিঅঅস্স অস্সত্থদং সূএদি। তা কহেহি ণিব্বেদকারণং। সমদুক্‌খা হোদুং ইচ্ছামি। (সখি ম্লায়মানশতপত্রস্যেব তে মুখস্য ছায়া হৃদয়স্যাস্বস্থতাং সূচয়তি। তত্‌ কথয় নির্বেদকারণম্। সমদুঃখা ভবিতুমিচ্ছামি)।

চিত্রলেখা—হলা অচ্ছরাবারপজ্জাএণ ইহ ভঅবদো সুজ্জস্স পাদমূলোবট্ঠাণে বট্টন্তী বলিঅং খু উব্বসীএ উক্কণ্ঠিদম্হি। (সখি অপ্সরোবারপর্যায়েণেহ ভগবতঃ সূর্যস্য পাদমূলোপস্থানে বর্তমানা বলবত্‌ খলূর্বশ্যা উৎকণ্ঠিতাস্মি)।

সহজন্যা—জাণে বো অণ্ণোণ্ণসিণেহং। তদো তদো। (জানে যুবয়োরন্যোন্যস্নেহম্। ততস্ততঃ)।

চিত্রলেখা—তদো ইমাইং দিবসাইং কো ণু খু বুত্তন্তোত্তি পণিধাণট্ঠিদাএ মএ অচ্চাহিদং উবলদ্ধং। (তত এতেষু দিবসেষু কো নু খলু বৃত্তান্ত ইতি প্রণিধানস্থিতয়া ময়াঽত্যাহিতমুপলব্ধম্)।

সহজন্যা—(সাবেগম্) কীরিসং বিঅ। (কীদৃশমিব)।
চিত্রলেখা—উব্বসী কিল তং রদিসহাঅং রাএসিং অমচ্চেসু ণিবেসিদরজ্জধুরং গেণ্হিঅ গন্ধমাদণবণং বিহরিদুং গদা। (উর্বশী কিল তং রতিসহায়ং রাজর্ষিমমাত্যেষু নিবেশিতরাজ্যধুরং গৃহীত্বা গন্ধমাদনবনং বিহর্তুং গতা)।
সহজন্যা—সো ণাম সংভোও জো তারিসেষু পদেসেসু। তদো তদো। (স নাম সংভোগো যস্তাদৃশেষু প্রদেশেষু। ততস্ততঃ)।
চিত্রলেখা—তহিং খু মন্দাইণীএ পুলিণেসু সিঅদাপব্বদকেলীহিং কীলমাণা বিজ্জাধরদারিআ উদয়বদী ণাম দেণ রাএসিণা চিরং ণিজ্ঝাইদত্তি কুবিদা উব্বসী। (তত্র খলু মন্দাকিন্যাঃ পুলিনেষু সিকতাপর্বতকেলীভিঃ ক্রীড়ন্তী বিদ্যাধরদারিকোদয়বতী নাম তেন রাজর্ষিণা চিরং নিধ্যাতেতি কুপিতোর্বশী)।
সহজন্যা—হোদব্বং। দুরারুঢো খু পণও অসহণো। তদো তদো। (ভবিতব্যম্। দুরারূঢঃ খলু প্রণয়োঽসহনঃ। ততস্ততঃ)।
চিত্রলেখা—তদো ভট্টিণো অণুণঅং অপ্পডিবজ্জমাণা গুরুসাবসংমূঢ়হিঅআ বিস্মুমরিদদেবতাণিঅমা ইত্থিআজণপরিহরণিজ্জং কুমারবণং পইট্ঠা। পবেসাণন্তরং অ কাণণোবন্তবত্তিলদাভাবেণ পরিণদং সে রূবং। (ততো ভর্তুরনুনয়মপ্রতিপদ্যমানা গুরুশাপসংমূঢ়হৃদয়া বিস্মৃতদেবতানিয়মা স্ত্রীজনপরিহরণীয়ং কুমারবনং প্রবিষ্টা। প্রবেশানন্তরং চ কাননোপান্তবর্তিলতাভাবেন পরিণতমস্যা রূপম্)।
সহজন্যা—ণত্থি বিহিণো অলঙ্ঘণিজ্জং ণাম। তস্স অনুরাঅস্স অঅং ণাম একবদে ঈরিসো অণত্থো। অহ কিমবত্থো সো রাএসী। (নাস্তি বিধেরলঙ্ঘনীয়ং নাম। তস্যানুরাগস্যায়ং নামৈকপদ ঈদৃশোঽনর্থঃ। অথ কিমবস্থঃ স রাজর্ষিঃ)।
চিত্রলেখা—তস্সিং এব্ব কাণণে পিয়দমং বিচিন্নন্তো অহোরত্তে অদিবাহেদি। ইমিণা উণ ণিব্বুদাণংপি উক্কণ্ঠাকারিণা মেহোদএণ অণত্থাহীণো হবিস্সদি। (তস্মিন্নেব কাননে প্রিয়তমাং বিচিন্বন্নহোরাত্রমতিবাহয়তি। এতেন পুনর্নির্বৃতানামপ্যুৎকণ্ঠাকারিণা মেঘোদয়েনানর্থাধীনো ভবিষ্যতি)।

(অনন্তরে জম্ভলিকা)

সহঅরিদুক্‌খালিদ্ধঅং সররঅম্মি সিণিদ্ধঅম্।
অবিরলবাহজলোল্লঅং তম্মই হংসীজুঅলঅম্॥ ৩ *
(সহচরীদুঃখালীঢ়ং সরোবরে স্নিগ্ধম্।
অবিরলবাষ্পজলার্দ্রং তাম্যতি হংসীযুগলম্॥ ৩ *)

সহজন্যা—সহি অত্থি কোবি সমাগমোবাও। (সখি অস্তি কোঽপি সমাগমোপায়ঃ)।
চিত্রলেখা—গোরীচরণরাঅসংভবং সংগমমণিং বজ্জিঅ কুদো সে সমাগমোবাও। (গৌরীচরণরাগসম্ভবং সংগমমণিং বর্জয়িত্বা কুতোঽস্যাঃ সমাগমোপায়ঃ)।
সহজন্যা—সহি ণ তারিসা আকিদিবিসেসা চিরং দুক্‌খভাইণো হোন্তি। অবস্সং কিংপি অণুগ্গহণিমিত্তং ভুওবি সমাঅমকারণং হবিস্সদি। তা এহি। উদউম্মুহস্স ভঅবদো সুজ্জস্স উবট্ঠাণং করেম্হ। (সখি ন তাদৃশা আকৃতিবিশেষাশ্চিরং দুঃখভাগিনো ভবন্তি। অবশ্যং কিমপ্যনুগ্রহনিমিত্তং ভুয়োঽপি সমাগমকারণং ভবিষ্যতি। তদেহি। উদয়োন্মুখস্য ভগবতঃ সূর্যস্যোপস্থানং কুর্বঃ)।

(ইতি নিষ্ক্রান্তে)

(অনন্তরে খণ্ডধারা)

চিন্তা দূম্মিঅমাণসিআ সহআরিদংসণলালসিআ।
বিঅসিঅকমলমণোহরএ বিহরই হংসী সরবরএ ॥ ৪ *
(চিন্তাদূনমানসা সহচরীদর্শনলালসা।
বিকসিতকমলমনোহরে বিহরতি হংসী সরোবরে ॥ ৪ *)

(ইতি নিষ্ক্রান্তে)

(প্রবেশকঃ)

(নেপথ্যে পুরূরবসঃ প্রাবেশিক্যাক্ষিপ্তিকা)

গহণং গইন্দণাহো পিঅবিরহুম্মাঅপঅলিঅবিআরো।
বিসই তরুকুসুমকিসলঅভূসিঅণিঅদেহপব্ভারো ॥
(গহনং গজেন্দ্রনাথঃ প্রিয়াবিরহোম্মাদপ্রকটিতবিকারঃ।
বিশতি তরুকুসুমকিসলয়ভূষিতনিজদেহপ্রাগ্ভারঃ॥ ৫ *)

(ততঃ প্রবিশত্যুন্মত্তবেষো রাজা)

রাজা—আঃ দুরাত্মন্ বক্ষস্তিষ্ঠ তিষ্ঠ। ক্ব মে প্রিয়তমামাদায় গচ্ছসি। হন্ত শৈলশিখরাদ্গগনমুৎপত্য বাণৈর্মামভিবর্ষতি।

(বিভাব্য)

(লোষ্টং গৃহীত্বা হন্তুং ধাবন্। অনন্তরে দ্বিপদিকয়া দিশোঽবলোক্য)

হিঅআহিঅপিঅদুক্খও সরবরএ ধুদপক্খআ।
বাহোবগ্গিঅণঅণও তম্মই হংসজুআণও ॥ ৬ *
(হৃদয়াহিতপ্রিয়াদুঃখঃ সরোবরে ধুতপক্ষঃ।
ব্যাধাপবল্গিতনয়নস্তাম্যতি হংসযুবা ॥ ৬ *)

(বিভাব্য)

নবজলধরঃ সন্নদ্ধোঽয়ং ন দৃপ্তনিশাচরঃ
সুরধনুরিদং দূরাকৃষ্টং ন নাম শরাসনম্।
অয়মপি পটুর্ধারাসারো ন বাণপরম্পরা
কনকনিকষস্নিগ্ধা বিদ্যুৎপ্রিয়া ন মমোর্বশী ॥ ১ ॥

(বিচিন্ত্য) ক্ব নু খলু রম্ভোরুর্গতা স্যাৎ।

(ইতি মূর্ছিতঃ পততি। পুনর্দ্বিপদিকয়োত্থায় নিঃশ্বস্য)

মই জাণিঅ মিঅলোঅণি ণিসঅরু কাই হরেই।
জাব ণু ণবতড়িসামল ধারাহরু বরিসেই ॥ ৭ *
(ময়া জ্ঞাতং মৃগলোচনাং নিশাচরঃ কোঽপি হরতি।
যাবন্নু নবতড়িচ্ছ্যামলো ধারাধারো বর্ষতি ॥ ৭ *)

তিষ্ঠেৎ কোপবশাৎ প্রভাবপিহিতা দীর্ঘং ন সা কুপ্যতি
স্বর্গায়োৎপতিতা ভবেন্ময়ি পুনর্ভাবার্দ্রমস্যা মনঃ।
তাং হর্তুং বিবুধদ্বিষোঽপি ন চ মে শক্তাঃ পুরোবর্তিনীং
সা চাত্যন্তমদর্শনং নয়নয়োর্যাতেতি কোঽয়ং বিধিঃ ॥ ২ ॥

(দিশোঽবলোক্য। সনিঃশ্বাসম্) অয়ে পরাবৃত্তভাগধেয়ানাং দুঃখং দুঃখানু-বন্ধি। কুতঃ।

অয়মেকপদে তয়া বিয়োগঃ প্রিয়য়া চোপনতঃ সুদুঃসহো মে।
নববারিধরোদয়াদহোভির্ভবিতব্যং চ নিরাতপত্বিরম্যৈঃ ॥ ৩ ॥

নন্তরে চর্চরী)

জলহর সংহর এহু কোপমি আঢত্তও
অবিরলধারাসারদিসামুহকুন্তও।
এ মই পুহবিং ভমন্তে জই পিঅং পেক্খিহিমি
তচ্ছে জং জু করীহিসি তং তু সহীহিমি ॥ ৮ *

(জলধর সংহরাম কোপমাজ্ঞপ্তঃ
অবিরলধারাসারদিশামুখকান্তঃ।
এ অহং পৃথ্বীং ভ্রমন্ যদি প্রিয়াং প্রেক্ষিষ্যে
তদা যদ্যৎকরিষ্যসি তত্তৎ সহিষ্যে ॥ ৮ *)

(বিহস্য) মুধৈব খলু ময়া মনসঃ পরিতাপবৃদ্ধিরুপেক্ষ্যতে। যথা মুনয়োঽপি ব্যাহরন্তি 'রাজা কালস্য কারণম্' ইতি। তৎ কিমহং জলদসময়ং ন প্রত্যাদি-শামি।

(অনন্তরে চর্চরী)

গন্ধুম্মাইঅমহুঅরগীএহিং বজ্জন্তেহিং পরহুঅতুরেহিং।
পসরিঅপবণুব্বেল্লিঅপল্লবণিঅরু সুললিঅবিবিহপআরহিং ণচ্চই কপ্পঅরু ॥ ৯ *
(গন্ধোন্মাদিতমধুকরগীতৈর্বাদ্যমানৈঃ পরভৃততূর্যৈঃ।
প্রসৃতপবনোদ্বেল্লিতপল্লবনিকরঃ সুললিতবিবিধপ্রকারৈর্নৃত্যতি কল্পতরুঃ ॥ ৯ *)

(ইতি নর্তিত্বা)

অথবা প্রাবৃষেণ্যেরেব লিঙ্গৈর্মম রাজোপচারঃ সম্প্রতি। কথমিব।

বিদ্যুল্লেখাকনকরুচিরং শ্রীবিতানং মমাভ্রং
ব্যাধূয়ন্তে নিচুলতরুভির্মঞ্জরীচামরাণি।
ধর্মচ্ছেদাৎ পটুতরগিরো বন্দিনো নীলকণ্ঠা
ধারাসারোপনয়নপরা নৈগমাঃ সানুমন্তঃ ॥ ৪ ॥

ভবতু। কিমেবং পরিচ্ছদশ্লাঘয়া যাবদস্মিন্ কাননে তাং প্রিয়ামন্বেষ্যামি।

(ভিন্নকঃ।)

দইআরহিও অহিঅং দুহিও বিরহাণুগও পরিমন্থরও।
গিরিকাণণএ কুসুমুজ্জলএ গঅজুহবঈ তহ ঝীণগঈ ॥ ১০ *
(দয়িতারহিতোঽধিকং দুঃখিতো বিরহানুগতো পরিমন্থরঃ।
গিরিকাননে কুসুমোজ্জ্বলে গজযূথপতিস্তথা ক্ষীণগতিঃ ॥ ১০ *)

(অনন্তরে দ্বিপদিকয়া পরিক্রম্যাবলোক্য চ সহর্ষম্)

হন্ত ব্যবসিতস্য মে সন্দীপনমিব সংবৃত্তম্। কুতঃ।

আরক্তরাজিভিরিয়ং কুসুমৈর্নবকন্দলী সলিলগর্ভৈঃ।
কোপাদন্তর্বাষ্পে স্মরয়তি মাং লোচনে তস্যাঃ ॥ ৫ ॥

ইতো গতেতি কথং নু তত্রভবতী ময়া সূচয়িতব্যা।

পদ্ভ্যাং স্পৃশেদ্বসুমতীং যদি সা সুগাত্রী
মেঘাভিবৃষ্টসিকতাসু বনস্থলীষু।
পশ্চান্নতা গুরুনিতম্বতয়া ততোঽস্যা
দৃশ্যেত চারুপদপঙ্‌ক্তিরলক্তকাঙ্কা ॥ ৬ ॥

(পরিক্রম্যাবলোক্য চ সহর্ষম্) উপলব্ধমুপলক্ষণং যেন তস্যাঃ কোপনায়া মার্গোঽনুমীয়তে।

হৃতোষ্ঠরাগৈর্নয়নোদবিন্দুভির্নিমগ্নাভৈর্নিপতদ্ভিরঙ্কিতম্।
চ্যুতং রুষা ভিন্নগতেরসংশয়ং শুকোদরশ্যামমিদং স্তনাংশুকম্ ॥ ৭ ॥

(বিভাব্য) কথং সেন্দ্রগোপং নবশাদ্বলমিদম্। কুতো নু খলু নির্জনে বনে প্রিয়াপ্রবৃত্তিরবগময়িতব্যা। (দৃষ্ট্বা) অয়ে আসারোচ্ছ্বসিতশৈলেয়স্থলীপাষাণমারূঢ়ঃ।

আলোকয়তি পয়োদান্ প্রবলপুরোবাততাড়িতশিখণ্ডঃ।
কেকাগর্ভেণ শিখী দূরোন্নমিতেন কণ্ঠেন ॥ ৮ ॥

যাবদেনং পৃচ্ছামি। (উপেত্য)

(অনন্তরে খণ্ডকঃ)

সংপত্তবিসূরণও তুরিঅং পরবারণওঁ।
পিঅতমদংসণলালসও গঅবরু বিহ্মিঅমাণসও ॥ ১১ *
(সম্প্রাপ্তখেদস্ত্বরিতং পরবারণঃ।
প্রিয়তমাদর্শনলালসো গজবরো বিস্মিতমানসঃ ॥ ১১ *)

(তেন খণ্ডকান্তরে চর্চরী)

বর্হিণ পৈ ইঅ অব্ভত্থিঅমি আঅক্‌খহি মং তা
এত্থ অরণ্ণে ভমন্তে জই তুঅ দিট্ঠী সা মহু কান্তা।
ণিসম্মহি মিঅঙ্কসরিসে বঅণে হংসগঈ
এ চিণ্হে জাণিহিসি আঅক্‌খিউ তুজ্ঝ মঈ ॥

(বর্হিণ পরমিত্যভ্যর্থয়ে আচক্ষ্ব মম তাম্
অত্রারণ্যে ভ্রমতা যদি ত্বয়া দৃষ্টা সা মম কান্তা।
নিশাময় মৃগাঙ্কসদৃশেন বদনেন হংসগতিঃ
অনেন চিহ্নেন জ্ঞাস্যস্যাখ্যাতং তব ময়া ॥ ১২ *)

(চর্চরিকয়োপবিশ্য। অঞ্জলিং বধ্বা)

নীলকণ্ঠ মমোৎকণ্ঠা বনেঽস্মিন্ বনিতা ত্বয়া।
দীর্ঘাপাঙ্গা সিতাপাঙ্গ দৃষ্টা দৃষ্টিক্ষমা ভবেৎ ॥ ৯ ॥

কথমদত্ত্বৈব প্রতিবচনং নর্তিতুং প্রবৃত্তঃ। কিং নু খলু হর্ষকারণমস্য। (বিচিন্ত্য) ভবতু। বিদিতমেতৎ।

(চর্চরিকয়া বিলোক্য)

মন্দপবনবিভিন্নো মৎপ্রিয়ায়া বিনাশাদ্-
ঘনরুচিরকলাপো নিঃসপত্নোঽস্যা জাতঃ।
রতিবিগলিতবন্ধে কেশহস্তে সুকেশ্যাঃ
সতি কুসুমসনাথে কিং করোত্যেষ বর্হী ॥ ১০ ॥

ভবতু। পরব্যসননিবৃত্তং ন খল্বেনং পৃচ্ছামি। (পরিক্রম্য) ইয়মাতপান্ত-সংধুক্ষিতমদা জম্বুবিটপমধ্যাস্তে পরভৃতা। বিহঙ্গমেষু পণ্ডিতা জাতিরেষা যাবদেনামভ্যর্থয়ে।

(অনন্তরে খুরকঃ)

বিজ্জহরকাণণলীণও দুক্খবিণিগ্গহবাহপীড়ও।
দূরোসারিঅহিঅআণন্দও অম্বরমাণে ভমই গইন্দও ॥ ১৩ *
(বিদ্যাধরকাননলীনো দুঃখবিনির্গতবাষ্পোৎপীড়ঃ।
দূরোৎসারিতহৃদয়ানন্দঃ অম্বরমানেন ভ্রমতি গজেন্দ্রঃ ॥ ১৩ *)

(খুরকান্তে চর্চরী)

হেল্লে হেল্লে
পরহুএ মহুরপলাবিণি কন্তি ণন্দণবণ স্বচ্ছন্দ ভমন্তি।
জই পইং পিঅঅম সা মহু দিঠ্ঠী তা আঅক্খহি মহু পরপুঠ্ঠি ॥ ১৪ *
(পরভৃতে মধুরপ্রলাপিনি কান্তে নন্দনবনে স্বচ্ছন্দং ভ্রমন্তি।
যদি পরংপ্রিয়তমা সা মম দৃষ্টা তদাচক্ষ্ব মম পরপুষ্টে ॥ ১৪ *)

(এতদেব নর্তিত্বা বলাস্তিকয়োপসৃত্য জানুভ্যাং স্থিত্বা।) ভবতি।

ত্বাং কামিনো মদনদূতিমুদাহরন্তি
মানাবভঙ্গনিপুণং ত্বমমোঘমস্ত্রম্।
তামানয় প্রিয়তমাং মম বা সমীপং
মাং বা নয়াশু কলভাষিণি যত্র কান্তা ॥ ১১ ॥

কিমাহ ভবতী। কথং ত্বামেবমনুরক্তং বিহায় গতেতি। শৃণোতু ভবতী। (বামকেন কিংচিদ্বলিত্বা। আকাশে।)

কুপিতা ন তু কোপকারণং সকৃদপ্যাত্মগতং স্মরাম্যহম্।
প্রভুতা রমণেষু যোষিতাং ন হি ভাবস্খলিতান্যপেক্ষতে ॥ ১২ ॥

কথং কথাচ্ছেদকারিণী স্বকার্য এব সক্তা।

মহদপি পরদুঃখং শীতলং সম্যগাহুঃ
প্রণয়মগণয়িত্বা যন্মমাপদ্গতস্য।
অধরমিব মদান্ধা পাতুমেষা প্রবৃত্তা
ফলমভিমুখপাকং রাজজম্বুদ্রুমস্য ॥ ১৩ ॥

এবংগতেঽপি প্রিয়েব মে মঞ্জুস্বনেতি ন কোপোঽস্যাম্। ইতো বয়ম্ (পরি-ক্রামিতকেন।) (কর্ণং দত্ত্বা) অয়ে দক্ষিণেন প্রিয়াচরণনিক্ষেপশংসী নূপুররবঃ। যাবদত্র গচ্ছামি। (পরিক্রম্য)

পিঅঅমাবিরহকিলামিঅবঅণও অবিরলবাহজলাউলণঅণও।
দুসহদুক্খবিসংঠুলগমণও পসরিঅউরুতাবাদীবিঅঅঙ্গও।
অহিঅং দুম্মিঅমাণসও দরিঅং গও কাণণং পরিভমই গইন্দও॥ ১৫ *

(প্রিয়তমাবিরহক্লান্তবদনঃ অবিরলবাষ্পজলাকুলনয়নঃ।
দুঃসহদুঃখবিসংস্ঠুলগমনঃ প্রসৃতগুরুতাপদীপ্তাঙ্গঃ।
অধিকং দুর্মানসো দরীং গতঃ কাননে পরিভ্রমতি গজেন্দ্রঃ॥ ১৫ *)

(ইতি ককুভেন ষড়ূপভঙ্গাঃ) (অনন্তরে দ্বিপদিকয়া দিশোঽবলোক্য)

পিঅকারিণীবিচ্ছাইঅও গরুসোআণলদোবিআও।
বাহজলাউললোঅণও করিবরু ভমই সমাউলও॥ ১৬ *
(প্রিয়কারিণীবিযুক্তো গুরুশোকানলদীপ্তঃ।
বাষ্পজলাকুললোচনঃ করিবরো ভ্রমতি সমাকুলঃ॥ ১৬ *)

অহো ধিগ্ ধিক্।

মেঘশ্যামা দিশো দৃষ্ট্বা মানসোৎসুকচেতসাম্।
কুজিতং রাজহংসানাং নেদং নূপুরশিঞ্জিতম্॥ ১৪॥

ভবতু। যাবদেতে মানসোৎসুকাঃ পতত্রিণঃ সরসো নোৎপতন্তি তাবদেতেভ্যঃ প্রিয়াপ্রবৃত্তিরবগময়িতব্যা। (উপেত্য)

ভো ভো জলবিহঙ্গমরাজ—

পশ্চাৎ সরঃ প্রতি গমিষ্যসি মানসং তৎ
পাথেয়মুৎসৃজ বিসং গ্রহণায় ভূয়ঃ।
মাং তাবদুদ্ধর শুচো দয়িতাপ্রবৃত্ত্যা
স্বার্থাৎ সতাং গুরুতরা প্রণয়িক্রিয়ৈব॥ ১৫॥

যথোন্মুখো বিলোকয়তি মানস্যোৎসুকেন ময়া ন লক্ষিতেত্যেবং বচনমাহ।

(উপবিশ্য চর্চরী)

রে রে হংসা কিং গোইজ্জই। (রে রে হংস কিং গোপ্যতে)।

(ইতি নর্তিত্বা উত্থায়)

যদি হংস গতা ন তে নতভ্রূঃ
সরসো রোধসি দর্শনং প্রিয়া মে।
মদখেলপদং কথং নু তস্যাঃ
সকলং চোর গতং ত্বয়া গৃহীতম্॥ ১৬॥

(চর্চরী) গইঅণুসারিং মই লক্খিজ্জই। (গত্যনুসারেণ ময়া লক্ষ্যতে)।

(চর্চরিকয়োপসৃত্যাঞ্জলিং বধ্বা)

অতশ্চ

হংস প্রযচ্ছ মে কান্তাং গতিরস্যাস্ত্বয়া হৃতা।
বিভাবিতৈকদেশেন দেয়ং যদভিযুজ্যতে॥ ১৭॥

(পুনশ্চর্চরী) কইং পইং সিক্খিউ এ গইলালস সা পইং দিট্ঠী জহণভরালস। ১৭ *

(কস্মাত্ত্বয়া শিক্ষিতমেতদ্গতিলালস সা পরং দৃষ্টা জঘনভরালসা) ॥ ১৭ *

(পুনশ্চর্চরী)। 'হংস প্রযচ্ছ' ইত্যাদি পঠিত্বা দ্বিপদিকয়া নিরূপ্য। বিহস্য)।

এষ চোরানুশাসী রাজেতি ভয়াদুৎপতিতঃ। (পরিক্রম্য)।

অয়মিদানীং প্রিয়াসহায়শ্চক্রবাকঃ; তাবদেনং পৃচ্ছামি।

(অনন্তরে কুটিলিকা) মম্মররণিঅমণোহরএ। (মর্মররণিতমনোহরে)।

(মল্লঘটী) কুসুমিঅতরুবরপল্লবিএ। (কুসুমিততরুবরপল্লবিতে)।

(চর্চরী) দইআবিরহুম্মাইঅও কাণণে ভমই গইন্দও। (দয়িতাবিরহোন্মাদিতঃ কাননে ভ্রমতি গজেন্দ্রঃ ॥ ১৮ *

(দ্বিলয়ান্তরে চর্চরী)

গোরোঅণাকুঙ্কুমবণ্ণা চক্ক ভণই মই।
মহুবাসর কীলন্তী ধণিআ ণ দিট্ঠী পই ॥ ১৯ *
(গোরোচনাকুঙ্কুমবর্ণ চক্র ভণ মাম্।
মধুবাসরে ক্রীড়ন্তী ধন্যা ন দৃষ্টা ত্বয়া ॥ ১৯ *)

(চর্চরিকয়োপসৃত্য জানুভ্যাং স্থিত্বা)

রথাঙ্গনামন্ বিয়ুতো রথাঙ্গশ্রোণিবিম্বয়া।
অয়ং ত্বাং পৃচ্ছতি রথী মনোরথশতৈর্বৃতঃ ॥ ১৮ ॥

কথং কঃ ক ইত্যাহ। মা তাবৎ। ন খলু বিদিতোঽহমস্য।

সূর্যাচন্দ্রমসৌ যস্য মাতামহপিতামহৌ।
স্বয়ং বৃতঃ পতির্দ্বাভ্যামুর্বশ্যা চ ভুবা চ যঃ ॥ ১৯ ॥

কথং তুষ্ণীং স্থিতঃ। ভবতু। উপালপ্স্যে তাবদেনম্।

সরসি নলিনীপত্রেণাপি ত্বমাবৃতবিগ্রহাং
ননু সহচরীং দূরে মত্বা বিরৌষি সমুৎসুকঃ।
ইতি চ ভবতো জায়াস্নেহাৎ পৃথক্স্থিতিভীরুতা
ময়ি চ বিধুরে ভাবঃ কান্তাপ্রবৃত্তিপরাঙ্মুখঃ ॥ ২০ ॥

সর্বদা মদীয়ানাং ভাগধেয়ানাং বিপর্যয়েণ প্রভাবপ্রকাশঃ। যাবদন্যমবকাশমবগাহে। (পদান্তরে স্থিত্বা) ভবতু। ন তাবদ্ গচ্ছামি।

ইদং রুণদ্ধি মাং পদ্মমন্তঃকুজিতষট্পদম্।
ময়া দষ্টাধরং তস্যাঃ সসীৎকারমিবাননম্ ॥ ২১ ॥

(অস্যান্তরে অর্ধদ্বিচতুরস্রকঃ)

এক্কক্কমবড্ঢিঅগুরুঅরপেম্মরসে।
সরে হংসজুআণও কীলই কামরসে ॥
(এককমবর্ধিতগুরুতরপ্রেমরসে।
সরসি হংসযুবা ক্রীড়তি কামরসে) ॥ ২০ *

(চতুরস্রকেণোপেত্যাঞ্জলিং বধ্বা)

ভবতু। অস্মিন্নেব কমলাধ্যাসিনি মধুকরে প্রণয়িত্বং করিষ্যে ইতো গতস্যানুশয়ো মা ভূদিতি।

মধুকর মদিরাক্ষ্যাঃ শংস তস্যাঃ প্রবৃত্তিং—

(বিভাব্য)

বরতনুরথ বাসৌ নৈব দৃষ্টা ত্বয়া মে।
যদি সুরভিমবাপ্স্যস্তন্মুখোচ্ছ্বাসগন্ধং
তব রতিরভবিষ্যৎ পুণ্ডরীকে কিমস্মিন্ ॥ ২২ ॥

সাধয়ামস্তাবৎ। (পরিক্রম্যাবলোক্য চ) এষ নীপস্কন্ধনিষণ্ণহস্তঃ করিণীসহায়ো নাগরাজস্তিষ্ঠতি।

(কুটিলিকা) করিণীবিরহসংতাবিঅও।
(মল্লঘটী) কাণণে· গন্ধুম্ধঅমহুঅরু ॥ ২১ *
(কুটিলিকা) (করিণীবিরহসন্তাপিতঃ।
(মল্লঘটী) কাননে গন্ধোন্ধতমধুকরঃ ॥ ২১ *)

(স্থানকেনাবলোক্য)

অস্মাৎ প্রিয়োদন্তমুপলপ্স্যে। (বিলোক্য) অথ বা ন ত্বরা কার্যা।

অয়মচিরোদ্গতপল্লবমুপনীতং প্রিয়করেণুহস্তেন।
অভিলষতু তাবদাসবসুরভিরসং সল্লকীভঙ্গম্ ॥ ২৩ ॥

(ক্ষণমাত্রং স্থিত্বা। অবলোক্য) হন্ত কৃতাহ্নিকঃ সংবৃত্তঃ। ভবতু। পৃচ্ছামি।

(অনন্তরে চর্চরী)

ইহং পৈং পুচ্ছিমি আঅক্খহি গঅবরু ললিঅপহারে ণাসিঅতরুবরু।
দূরবিণিজ্জিঅসসহরকন্তী দিট্ঠী পিঅ পৈং সংমুহজন্তী ॥ ২২ *
(অহং ত্বাং পৃচ্ছামি আচক্ষ্ব গজবর ললিতপ্রহারেণ নাশিততরুবর।
দূরবিনির্জিতশশধরকান্তির্দৃষ্টা প্রিয়া ত্বয়া সম্মুখং যান্তী ॥ ২২ *)

মদকল যুবতিশশিকলা গজযূথপ যূথিকাশবলকেশী।
স্থিরযৌবনা স্থিতা তে দূরালোকে সুখালোকা ॥ ২৪ ॥

(আকর্ণ্য। সহর্ষম্) অনেন স্নিগ্ধমন্দ্রেণ গর্জিতেন প্রিয়োপলম্ভশংসিনা সমাশ্বাসিতোঽস্মি। সাধর্ম্যাচ্চ ত্বয়ি মে ভূয়সী প্রীতিঃ।

মামাহুঃ পৃথিবীভৃতামধিপতিং নাগাধিরাজো ভবা-
নব্যচ্ছিন্নপৃথুপ্রবৃত্তি ভবতো দানং মমাপ্যর্থিষু।
স্ত্রীরত্নেষু মমোর্বশী প্রিয়তমা যূথে তবেয়ং বশা
সর্বং মামনু তে প্রিয়াবিরহজাং ত্বং তু ব্যথাং মাঽনুভূঃ ॥ ২৫ ॥

সুখমাস্তাং ভবান্। সাধয়ামস্তাবৎ। (পরিক্রম্য পার্শ্বতো দৃষ্টিং দত্বা)। অয়ে সুরভিকন্দরো নাম বিশেষরমণীয়ঃ সানুমানালোক্যতে। প্রিয়শ্চায়মপ্সরসাম্। অপি নাম সুতনুরস্যোপত্যকায়ামুপলভ্যেত। (পরিক্রম্যাবলোক্য চ) হন্ত মদীয়ৈর্দুরিতপরিণামৈর্মেঘোঽপি শতহ্রদাশূন্যঃ সংবৃত্তঃ। তথাপি শিলোচ্চয়মেতমপৃষ্টবা ন নির্বর্তিষ্যে।

(অনন্তরে খণ্ডিকা)

পসারিঅখরখুরদারিঅমেইণি বণগহণে অবিচল্লু।
পরিসপ্পই পেচ্ছহ লীণো ণিঅকজ্জুজ্জুও কোলু ॥ ২৩ *
(প্রসৃতখরখুরদারিতমেদিনির্বনগহনেঽবিচলঃ।
পরিসর্পতি পশ্যত লীনো নিজকার্যোদ্যতঃ কোলঃ ॥ ২৩ *)

অপি বনান্তরমল্পকুচান্তরা শ্রয়তি পর্বত পর্বসু সন্নতা।
ইদমনঙ্গপরিগ্রহমঙ্গনা পৃথুনিতম্ব নিতম্ববতী তব ॥ ২৬ ॥
কথং তূষ্ণীমাস্তে। শঙ্কে বিপ্রকৃষ্টো ন শৃণোতীতি। সমীপেঽস্য গত্বা পুনরেনং পৃচ্ছামি! (পরিক্রম্য)

(অনন্তরে চর্চরী)

ফলিহসিলাঅলণিম্মলণিজ্ঝরু বহুবিহকুসুমবিরইঅসেহরু।
কিংণরমহুরুগ্গীঅমণোহরু দেক্খাবহি মহু পিঅঅম মহিহরু ॥ ২৪ *
(স্ফটিকশিলাতলনির্ঝরনির্মল বহুবিধকুসুমবিরচিতশেখরঃ।
কিন্নরমধুরোদ্গীতমনোহর দর্শয় মম প্রিয়তমাং মহীধর ॥ ২৪ *)

(চর্চরিকয়োপসৃত্যাঞ্জলিং বধ্বা)

সর্বক্ষিতিভৃতাং নাথ দৃষ্টা সর্বাঙ্গসুন্দরী।
রামা রম্যে বনোদ্দেশে ময়া বিরহিতা ত্বয়া ॥ ২৭ ॥
(আকর্ণ্য সহর্ষম্) কথং যথাক্রমং দৃষ্টেত্যাহ। ভবানপ্যতঃ প্রিয়তরং শৃণোতু। ক্ব তর্হি মম প্রিয়তমা। (নেপথ্যে তদেবাকর্ণ্য) হা ধিক্। মমৈবায়ং কন্দরমুখবিসর্পী প্রতিশব্দঃ (বিষাদং রূপয়িত্বা) শ্রান্তোঽস্মি। অস্যাস্তাবদ্গিরিনদ্যাস্তীরে স্থিতস্তরঙ্গবাতমাসেবিষ্যে। ইমাং নবাম্বুকলুষামপি স্রোতোবহাং পশ্যতো মে রমতে মনঃ।

তরঙ্গভ্রূভঙ্গা ক্ষুভিতবিহগশ্রেণিরশনা
বিকর্ষন্তী ফেনং বসনমিব সংরম্ভশিথিলম্।
যথাঽঽবিদ্ধং যাতি স্খলিতমভিসংধায় বহুশো
নদীভাবেনেয়ং ধ্রুবমসহনা সা পরিণতা ॥ ২৮ ॥

ভবতু। যাচিষ্যে তাবদেনাম্।

(অনন্তরে কুটিলিকা)

পসীঅ পিঅঅম সুন্দরী এণএ খুহিআকরুণবিহঙ্গমএ ণএ।
সুরসরিতীরসমুসুঅএণএ অলিউলঝংকারিএ ণএ ॥ ২৫ *
(প্রসীদ প্রিয়তমে সুন্দরী এনয়া ক্ষুভিতাকরুণবিহঙ্গমকে নত্যা।
সুরসরিত্তীরসমুৎসুকৈণকে অলিকুলঝংকারিতে নদি ॥ ২৫ *)

(কুটিলিকান্তরে চর্চরী)

পুব্বদিসাপবণাহঅকল্লোলুগ্গঅবাহও
মেহঅঙ্গে ণচ্চই সললিঅং জলণিহিণাহও
হংসরহঙ্গসণ্ঠকুঙ্কুমকআভরণু
করিমঅরাউলকসণকমলকআবরণু।

বেলাসলিলুৎবেল্লিঅহত্থদিগ্নতালূ
ওত্থরই দসদিস রূন্ধেবিণু ণবমেহআলূ ॥ ২৬ *
(পূর্বদিক্‌পবনাহতকল্লোলোদ্গতবাহুর্মেঘাঙ্গেন ত্যতি সলীলং জলনিধিনাথঃ।
হংসরথাঙ্গশঙ্খকুঙ্কুমকৃতাভরণঃ করিমকরাকুলকৃষ্ণকমলকৃতাবরণঃ।
বেলাসলিলোদ্বেল্লিতদত্তহস্ততালোঽবস্তৃণাতি দশদিশো রূন্ধন্ নবমেঘকালঃ ॥ ২৬ *)
(চর্চরিকয়োপসৃত্য জানুভ্যাং স্থিত্বা।)
(অঞ্জলিং কৃত্বা।)

ত্বয়ি নিবন্ধরতেঃ প্রিয়বাদিনঃ প্রণয়ভঙ্গপরাঙ্মুখচেতসঃ।
কমপরাধলবং মম পশ্যসি ত্যজসি মানিনি দাসজনং যতঃ ॥ ২৯ ॥

অথ বা পরমার্থসরিদেবৈষা। ন খলূর্বশী পুরূরবসমপহায় সমুদ্রাভিসারিণী ভবিষ্যতি। ভবতু। অনির্বেদপ্রাপ্যাণি শ্রেয়াংসি। যাবদমুমেব প্রদেশং গচ্ছামি যত্র মে নয়নয়োঃ সুনয়না তিরোভূতা। (পরিক্রম্যাবলোক্য চ।) হন্ত দৃষ্টমুপলক্ষণং তস্যা মার্গস্য।

রক্তকদম্বঃ সোঽয়ং প্রিয়য়া ঘর্মান্তশংসি যস্যৈকম্।
কুসুমমসমগ্রকেসরবিষমমপি কৃতং শিখাভরণম্ ॥ ৩০ ॥

(বিলোক্য) ইমং তাবৎপ্রিয়াপ্রবৃত্তিনিমিত্তং সারঙ্গমাসীনমভ্যর্থয়ে।

কৃষ্ণসারচ্ছবির্যোঽসৌ দৃশ্যতে কাননশ্রিয়া।
বনশোভাবলোকায় কটাক্ষ ইব পাতিতঃ ॥ ৩১ ॥

(চর্চরী)

সুরসুন্দরি জহণভরালস পীণুত্তুঙ্গঘণত্থণি
থিরজোব্বণ তণুসরীরি হংসগই।
গঅণুজ্জলকাণণে মিঅলোঅণি ভমন্তে
দিট্ঠ পিংই তহ বিরহসমুদ্দন্তরে উত্তারহি মইং ॥ ২৭ *

(সুরসুন্দরী জঘনভরালসা পীনোত্তুঙ্গঘনস্তনী
স্থিরযৌবনা তনুশরীরা হংসগতিঃ।
গগনোজ্জ্বলকাননে মৃগলোচনা ভ্রমন্তী
দৃষ্টা ত্বয়া তদ্বিরহসমুদ্রান্তরাদুত্তারয় মাম্ ॥ ২৭ *)

(বিলোক্য) কিং নু খলু মামবধীরয়ন্নিবান্যতোমুখঃ সংবৃত্তঃ। (দৃষ্ট্বা।)

অস্যাস্তিকমায়ান্তী শিশুনা স্তনপায়িনা মৃগী রুদ্ধা।
তাময়মনন্যদৃষ্টির্ভুগ্নগ্রীবো বিলোকয়তি ॥ ৩২ ॥

হংহো যূথপতে।

অপি দৃষ্টবানসি মম প্রিয়াং বনে
কথয়ামি তে তদুপলক্ষণং শৃণু।
পৃথুলোচনা সহচরী যথৈব তে
সুভগং তথৈব খলু সাপি বীক্ষতে ॥ ৩৩ ॥

কথমনাদৃত্য মদ্বচনং কলত্রাভিমুখং স্থিতঃ। উপপদ্যতে। পরিভবাস্পদং

দশাবিপর্যয়ঃ। ইতো বয়ম্—(পরিক্রামিতকেন।) (অবলোক্য।) কিং নু খলু শিলাভেদান্তরগতং নিতান্তরক্তমিদমালোক্যতে।

প্রভালেপী নায়ং হরিহতমৃগস্যামিষলবঃ
স্ফুলিঙ্গঃ স্যাদগ্নের্গগনমভিবৃষ্টং পুনরিদম্।

(বিভাব্য)

অয়ে রক্তাশোকস্তবকসমরাগো মণিরয়ং
যমুদ্ধর্তুং পূষা ব্যবসিত ইবালম্বিতকরঃ॥ ৩৪॥

হরতি মে মনঃ। আদাস্যে তাবদেনম্। (গ্রহণং নাটয়তি)

পণইণিবন্ধাসাইঅও বাহাউলণিঅণঅণও
গঅবই গহণে দুহিঅও পরিভমই খামিঅবঅণও॥ ২৮ *
(প্রণয়িনীবন্ধাস্বাদো বাষ্পাকুলনিজনয়নঃ।
গজপতির্গহনে দুঃখিতঃ পরিভ্রমতি ক্ষামিতবদনঃ॥ ২৮ *)

(দ্বিপদিকয়োপসৃত্য গৃহীত্বা। আত্মগতম্।)

অথবা

মন্দারপুষ্পৈরধিবাসিতায়াং যস্যাঃ শিখায়াময়মর্পণীয়ঃ।
সৈব প্রিয়া সম্প্রতি দুর্লভা মে কিমেনমস্রোপহতং করোমি॥ ৩৫॥

(নেপথ্যে) বৎস গৃহ্যতাং গৃহ্যতাম্।

সংগমনীয় ইতি মণিঃ শৈলসুতাচরণরাগযোনিরয়ম্।
আবহতি ধার্যমাণঃ সংগমমচিরাৎ প্রিয়জনেন॥ ৩৬॥

রাজা—(কর্ণং দত্ত্বা) কো নু খলু মামেবমনুশাস্তি। (দিশোঽবলোক্য) অয়ে অনুকম্পতে মাং কশ্চিন্মৃগচারী মুনির্ভগবান্। ভগবন্ অনুগৃহীতোঽস্ম্যহমুপদেশাদ্ভবতঃ। (মণিমাদায়।)

হংহো সংগমনীয়—

তয়া বিযুক্তস্য বিলগ্নমধ্যয়া ভবিষ্যসি ত্বং যদি সংগমায় মে।
ততঃ করিষ্যামি ভবন্তমাত্মনঃ শিখামণিং বালমিবেন্দুমীশ্বরঃ॥ ৩৭॥

(পরিক্রম্যাবলোক্য চ।) অয়ে কিং নু খলু কুসুমরহিতামপি লতামিমাং পশ্যতো মে রতিরুপলব্ধা। অথ বা স্থানে মনোরমা মমেয়ম্। ইয়ং হি—

তন্বী মেঘজলার্দ্রপল্লবতয়া ধৌতাধরেবাশ্রুভিঃ
শূন্যেবাভরণৈঃ স্বকালবিরহাদ্বিশ্রান্তপুষ্পোদ্গমা।
চিন্তামৌনমিবাস্থিতা মধুলিহাং শব্দৈর্বিনা লক্ষ্যতে
চণ্ডী মামবধূয় পাদপতিতং জাতানুতাপেব-সা॥ ৩৮॥

যাবদস্যাঃ প্রিয়ানুকারিণ্যাঃ পরিষ্বঙ্গপ্রণয়ী ভবামি। (ইতি লতামালিঙ্গতি।)

লএ পেক্খ বিণু হিঅএং ভবামি জই বিহিজোএ পুণি তহিং প্যাবিমি।
তা রণ্ণে বিণুকারিমি ণিম্ভন্তী পুণ ণই মেল্লইং তাহ কঅন্তী॥ ২৯ *
(লতে প্রেক্ষস্ব বিনা হৃদয়েন ভ্রমামি যদি বিধিযোগেন পুনস্তাং প্রাপ্স্যসি।
তদারণ্যেন বিনা করোমি নিভ্রান্তি পুনর্ন প্রবেশয়ামি তাং কৃতান্তম্॥ ২৯ *)

(ততঃ প্রবিশতি তৎস্থান এবোর্বশী)

রাজা—(নিমীলিতাক্ষ এব স্পর্শং রূপয়িত্বা) অয়ে উর্বশীগাত্রসম্পর্কাদিব নিবৃতং মে শরীরম্। তথাপি ন পুনরস্তি বিশ্বাসঃ। কুতঃ—

সমর্থয়ে যৎ প্রথমং প্রিয়াং প্রতি ক্ষণেন তন্মে পরিবর্ততেঽন্যথা।
অতো বিনিদ্রে সহসা বিলোচনে করোমি ন স্পর্শবিভাবিতপ্রিয়ঃ ॥ ৩৯ ॥

(শনৈশ্চক্ষুষী উন্মীল্য) কথং সত্যমেব প্রিয়তমা।

উর্বশী—(বাষ্পং বিসৃজ্য) জেদু জেদু মহারাও। (জয়তু জয়তু মহারাজঃ)।

রাজা— ত্বদ্বিয়োগোদ্ভবে তন্বি ময়া তমসি মজ্জতা।
দিষ্ট্যা প্রত্যুপলব্ধাসি চেতনেব গতাসুনা ॥ ৪০ ॥

(অনন্তরে চর্চরী)

মোরা পরহুঅ রহঙ্গ অলিগঅ পব্বঅ সরিঅ কুরঙ্গম।
তুজ্ঝহ কারণ রন্ন ভমন্তে কো ণ হু পুচ্ছিঅ মইং রোঅন্তে ॥ ৩০ *
(ময়ূরঃ পরভৃদ্ধংসো রথাঙ্গোঽলিগর্জঃ পর্বতঃ সরিৎ কুরঙ্গঃ।
তব কারণেনারণ্যে ভ্রমতা কো ন খলু পৃষ্টো ময়া রুদতা ॥ ৩০ *)

উর্বশী—অব্ভন্তরকরণাএ মএ পচ্চক্খীকিদবুত্তন্তো খু মহারাও। (অভ্যন্তরকরণয়া ময়া প্রত্যক্ষীকৃতবৃত্তান্তঃ খলু মহারাজঃ)।

রাজা—অভ্যন্তরকরণয়েতি ন খলু তে বচনার্থমবৈমি।

উর্বশী—কহইস্সং। ইমং দাব পসীদদু মহারাও জং মএ কোববসং গদাএ এদং অবত্থন্তরং পাবিদো মহারাও। (কথয়িষ্যামি এতত্তাবৎ প্রসীদতু মহারাজো যন্ময়া কোপবংশগতয়ৈতদবস্থান্তরং প্রাপিতো মহারাজঃ।)

রাজা—কল্যাণি ন তাবদহং প্রসাদয়িতব্যঃ। ত্বদ্দর্শনাদেব প্রসন্নবাহ্যান্তকরণোঽন্তরাত্মা। কথয় কথমিয়ন্তং কালমবস্থিতা ময়া বিনা ভবতী।

উর্বশী—সুণাদু মহারাও। ভঅবদা কুমারেণ সাসদং কুমারবদং গেণ্হিঅ অকলুসো ণাম গন্ধমাদনকচ্ছো অজ্ঝাসিদো কিদো অ এস বিহী। (শৃণোতু মহারাজঃ। ভগবতা কুমারেণ শাশ্বতং কুমারব্রতং গৃহীত্বাঽকলুষো নাম গন্ধমাদনকচ্ছোঽধ্যাসিতঃ কৃতশ্চৈব বিধিঃ।)

রাজা—ক ইব।

উর্বশী—জা ইমং পদেসং ইত্থিআ পবিসদি সা লদাভাবেণ পরিণমিস্সদি। গোরীচরণরাঅসংভবং মণিং বিণা তদো ণ মুচ্চিস্সদিত্তি। সাহং গুরুসাবসংমূঢ়হিঅআ দেবদাসমঅং বিসুমরিঅ অগহিদাণুণআ কুমারবণং পবিট্ঠা। পবেসাণন্তরং এব্ব বাসন্তী লদা সংবুত্তা। (যৈতং প্রদেশং স্ত্রীঃ প্রবেক্ষ্যতি সা লতাভাবেন পরিণংস্যতি। গৌরীচরণরাগসংভবং মণিং বিনা ততো ন মোক্ষ্যত ইতি। সাহং গুরুশাপসংমূঢ়হৃদয়া দেবতাসময়ং বিস্মৃত্যাগৃহীতানুনয়া কুমারবনং প্রবিষ্টা। প্রবেশানন্তরমেব বাসন্তী লতা সংবৃত্তা।)

রাজা—সর্বমুপপন্নম্।

রতিখেদসুপ্তামপি মাং শয়নে যা মন্যসে প্রবাসগতম্।
সা ত্বং প্রিয়ে সহেথাঃ কথং মদীয়ং চিরবিয়োগম্ ॥ ৪১ ॥

ইদং তদ্ যথাকথিতং যৎসংগমনিমিত্তং মুনেরুপলভ্য মণিপ্রভাবাদাসাদিতা ত্বমস্মাভিঃ। (ইতি মণিং দর্শয়তি)

উর্বশী—অম্মো সংগমণীও। অদো খু মহারাএণ আলিংগিদমেত্তম্ব পকিদিত্থম্হি সংবুত্তা। (অহো সংগমনীয়ঃ। অতঃ খলু মহারাজেনালিঙ্গিতমাত্রৈব প্রকৃতিস্থাস্মি সংবৃত্তা।) (মণিমাদায় মূর্ধনি বহতি)

রাজা—এবমেব সুন্দরি ক্ষণমাত্রং স্থীয়তাম্।

স্ফুরতা বিচ্ছুরিতমিদং রাগেণ মণের্ললাটনিহিতস্য।
শ্রিয়মুদ্বহতি মুখং তে বালাতপরক্তকমলস্য॥ ৪২॥

উর্বশী—পিঅংবদ মহন্তো খু কালো তুহ পইট্ঠাণাদো ণিগ্গদস্স অসুয়ন্তি মং পকিদিও। তা এহি। ণিবুত্তম্হ। (প্রিয়ংবদ মহান্ খলু কালস্তব প্রতিষ্ঠানান্নির্গতস্য। অসূয়ন্তি মহ্যং প্রকৃতয়ঃ। তদেহি। নিবর্তাবহে।)

রাজা—যদাজ্ঞাপয়তি ভবতী।

উর্বশী—কহং মহারাও গন্তুং ইচ্ছদি। (কথং মহারাজো গন্তুমিচ্ছতি।)

রাজা—

অচিরপ্রভাবিলসিতৈঃ পতাকিনা
সুরকার্মুকাভিনবচিত্রশোভিনা।
গমিতেন খেলগমনে বিমানতাং
নয় মাং নবেন বসতিং পয়োমুচা॥ ৪৩॥

(চর্চরী)

পাবিঅসহঅরীসংগমও পুলঅপসাহিঅঅঙ্গঅও।
সেচ্ছাপত্তবিমাণও বিহরই হংসজুআণও॥ ৩১ *
(প্রাপ্তসহচরীসংগমঃ পুলকপ্রসাধিতাঙ্গঃ।
স্বেচ্ছাপ্রাপ্তবিমানো বিহরতি হংসযুবা)॥ ৩১ *)

(ইতি খণ্ডধারয়া নিষ্ক্রান্তৌ)

(ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে)

॥ ইতি চতুর্থোঽঙ্কঃ ॥

× × × × × × × × × × × × × পঞ্চমোঽঙ্কঃ × × × × × × × × × × × × ×

(ততঃ প্রবিশতি পরিতুষ্টো বিদূষকঃ)

বিদূষকঃ—দিট্ঠিআ চিরস্স কালস্স উব্বসীসহাও ণন্দনবণপমুহেসু দেবদারণ্ণেসু বিহরিঅ পডিণিবুত্তো পিঅবঅস্সো। দাণিং সসক্কারোবআরেহিং পকিদীহিং অণুরঞ্জন্তো রজ্জং করেদি। অসংতাণত্তণং বজ্জিঅ ণ কিংবি সে হীণং। অজ্জ তিহিবিসেসোত্তি ভঅবদীণং গঙ্গাজউণাণং সংগমে দেবীহিং সহ কিদাহিসেও সংপদং উবআরিঅং পবিট্ঠো। তা জাব তত্তভবদো অলংকরীঅমাণস্স অণুলেবণমল্লে অগ্গভাগী হোমি। (দিষ্ট্যা চিরস্য কালস্যোর্বশীসহায়ো নন্দনবনপ্রমুখেষু দেবতারণ্যেষু বিহৃত্য প্রতিনিবৃত্তঃ প্রিয়বয়স্যঃ।

ইদানীং সসৎকারোপচারৈঃ প্রকৃতিভিরনুরজ্যমানো রাজ্যং করোতি। অসন্তানত্বং বর্জয়িত্বা ন কিমপ্যস্য হীনম্। অদ্য তিথিবিশেষ ইতি ভগবত্যোর্গঙ্গায়মুনয়োঃ সংগমে দেবীভিঃ সহ কৃতাভিষেকঃ সাম্প্রতমুপকার্যাং প্রবিষ্টঃ। তদ্ যাবত্তত্রভবতোঽলংক্রিয়মাণস্যানুলেপনমাল্যে অগ্রভাগী ভবামি। (ইতি পরিক্রামতি)

(নেপথ্যে)

হদ্ধী হদ্ধী। দুউলুত্তরচ্ছদে তালবেণ্টাধারে ণিক্খিবিঅ ণীয়মাণো মএ ভট্টিণো অব্ভন্তরবিলাসিণীমোলিরঅণজোগ্গো মণী আমিসসঙ্কিণা গিদ্ধেণ অক্খিত্তো। (হা ধিক্। হা ধিক্। দুকুলোত্তরচ্ছদে তালবৃন্তাধারে নিক্ষিপ্য নীয়মানো ময়া ভর্তুরভ্যন্তরবিলাসিনীমৌলিরত্নযোগ্যো মণিরামিষশঙ্কিনা গৃধ্রেণাক্ষিপ্তঃ)।

বিদূষকঃ—(কর্ণং দত্ত্বা) অচ্চাহিদং। পরং বহুমদো ক্খু সো বঅস্সস্স সংগমণীও ণাম চূড়ামণী। অদো খু অসমত্তণেবচ্ছো তত্তভবং আসণাদো উট্টিঅ ইদো এব্ব আঅচ্ছদি। জাব ণং উবসপ্পামি। (অত্যাহিতম্। পরং বহুমতঃ খলু স বয়স্যস্য সংগমনীয়ো নাম চূড়ামণিঃ। অতঃ খলবসমাপ্তনেপথ্যস্তত্রভবানাসনাদুত্থায়েত এবাগচ্ছতি। যাবদেনমুপসর্পামি)।

(ততঃ প্রবিশতি সাবেগপরিজনো রাজা)

রাজা— আত্মনো বধমাহর্তা ক্বাসৌ বিহগতস্করঃ।
যেন তৎ প্রথমং স্তেয়ং গোপ্তুরেব গৃহে কৃতম্ ॥ ১ ॥

কিরাতী—এসো এসো খু মুহকোডিলগ্গহেমসুত্তেণ মণিণা আলিহন্তো বিঅ আআসং পড়িব্ভমদি। (এষ এষ খলু মুখকোটিলগ্নহেমসূত্রেণ মণিনাঽঽলিখন্নিবাকাশং পরিভ্রমতি)।

রাজা—পশ্যাম্যেনম্।
অসৌ মুখালম্বিতহেমসূত্রং বিভ্রন্ মণিং মণ্ডলচারশীঘ্রঃ।
অলাতচক্রপ্রতিমং বিহঙ্গস্তদ্রাগরেখাবলয়ং তনোতি ॥ ২ ॥

কিং নু খলু কর্তব্যম্।

বিদূষকঃ—(উপেত্য) অলং এত্থ ঘিণাএ। অবরাহী সাসণীও। (অলমত্র ঘৃণয়া। অপরাধী শাসনীয়ঃ)।

রাজা—সম্যগাহ ভবান্। ধনুর্ধনুস্তাবৎ। (নিষ্ক্রান্তা ধনুর্গ্রাহিণী যবনী।)

রাজা—বয়স্য ন দৃশ্যতে বিহঙ্গঃ।

বিদূষকঃ—ইদো দক্খিণন্তেণ অবগদো সাসণীও কুণবভোঅণো। (ইতো দক্ষিণান্তেনাপগতঃ শাসনীয়ঃ কুণপভোজনঃ)।

রাজা—(পরিবৃত্যাবলোক্য) দৃষ্ট ইদানীম্।
প্রভাপল্লবিতেনাসৌ করোতি মণিনা খগঃ।
অশোকস্তবকেনেব দিঙ্মুখস্যাবতংসকম্ ॥ ৩ ॥

(প্রবিশ্য চাপহস্তা যবনী)

যবনী—ভট্টা এদং হত্থাবাবসহিদং সরাসণং। (ভর্তঃ এতদ্ধস্তাবাপসহিতং শরাসনম্)।

রাজা—কিমিদানীং ধনুষা। বাণপথমতীতঃ ক্রব্যভোজনঃ। তথা হি—
আভাতি মণিবিশেষো দূরমিদানীং পতত্রিণা নীতঃ।
নক্তমিব লোহিতাঙ্গঃ পরুষঘনচ্ছেদসংযুক্তঃ ॥ ৪ ॥

(কঞ্চুকিনং বিলোক্য) লাতব্য মদ্বচনাদুচ্যতাং নাগরিকঃ সায়ং নিবাসবৃক্ষাগ্রন্নী বিচীয়তাং বিহগদস্যুরিতি।

কঞ্চুকী - যদাজ্ঞাপয়তি দেবঃ। (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ)

বিদূষকঃ—উবিবসদু ভবং সংপদং। কহিং গদো সো রঅণকুম্ভীলও ভবদো সাসণাদো মুচ্চিস্সদি। (উপবিশতু ভবান্ সাম্প্রতম্। ক্ব গতঃ স রত্নকুম্ভীরকো ভবতঃ শাসনান্মোক্ষ্যতে)।

রাজা—(বিদূষকেণ সহোপবিশ্য)

রত্নমিতি ন মম তস্মিন্ মণৌ প্রিয়ত্বং বিহঙ্গমাক্ষিপ্তে।
প্রিয়য়া তেনাস্মি সখে সংগমনীয়েন সংগমিতঃ ॥ ৫ ॥

বিদূষকঃ—ণং পরিগদথোম্হি কিদো ভবদা। (ননু পরিগতার্থোঽস্মি কৃতো ভবতা)।

(ততঃ প্রবিশতি সশরং মণিমাদায় কঞ্চুকী)

কঞ্চুকী—জয়তু জয়তু দেবঃ।

অনেন নির্ভিন্নতনুঃ স বধ্যো বলেন তে মার্গণতাং গতেন।
প্রাপ্যাপরাধোচিতমন্তরিক্ষাৎ সমৌলিরত্নঃ পতিতঃ পতত্রী ॥ ৬ ॥

(সর্বে বিস্ময়ং রূপয়ন্তি)

কঞ্চুকী—অদ্ভিঃ প্রক্ষালিতো মণিঃ কস্মৈ প্রদীয়তাম্।

রাজা—কিরাতি অগ্নিশুদ্ধমেনং কৃত্বা পেটকং প্রবেশয়।

কিরাতী—জং ভট্টা আণবেদি। (যদ্ভর্তাজ্ঞাপয়তি)।

(ইতি মণিং গৃহীত্বা নিষ্ক্রান্তা)

রাজা—লাতব্য অপি জানীতে ভবান্ কস্যায়ং বাণ ইতি।

কঞ্চুকী—নামাঙ্কিতো দৃশ্যতে ন তু মে বর্ণবিচারক্ষমা দৃষ্টিঃ।

রাজা—তেন হ্যপনয় শরম্। (কঞ্চুকী তথা করোতি)

(রাজা নামাক্ষরাণ্যনুবাচ্য সাপত্যতাং রূপয়তি)

কঞ্চুকী—যাবন্নিয়োগমশূন্যং করোমি। (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ)

বিদূষকঃ—কিং ভবং বিআরেদি। (কিং ভবান্ বিচারয়তি)।

রাজা—শৃণু তাবৎ প্রহর্তুর্নামাক্ষরাণি। (বাচয়তি)।

উর্বশীসম্ভবস্যায়মৈলসূনোর্ধনুর্ভৃতঃ।
কুমারস্যায়ুষো বাণঃ প্রহর্তুর্দ্বিষদায়ুষাম্ ॥ ৭ ॥

বিদূষকঃ—(সপরিতোষম্) দিট্ঠিআ সংতাণেণ বড্ঢদি ভবং। (দিষ্ট্যা সন্তানেন বর্ধতে ভবান্)।

রাজা—সখে কথমেতৎ। অন্যত্র নৈমিষেয়সত্রাদবিযুক্তোঽহমুর্বশ্যা। ন চ ময়া গর্ভব্যক্তিরালক্ষিতা। কুত এব প্রসূতিঃ। কিং তু—

আবিলপয়োধরাগ্রং লবলীদলপাণ্ডুরাননচ্ছায়ম্।
কতিচিদহানি বপুরভূৎ কেবলমলসেক্ষণং তস্যাঃ ॥ ৮ ॥

বিদূষকঃ—মা ভবং সব্বং মাণুসীধম্মং দিব্বাসু সংভাবেদু। পহাবণিগূঢাইং তাণং চরিদাইং। (মা ভবান্ সর্বং মানুষীধর্মং দিব্যাসু সম্ভাবয়তু। প্রভাবনিগূঢানি তাসাং চরিতানি)।

রাজা—অস্তু তাবদেবং যথা ভবানাহ। পুত্রসংবরণে কিমিব কারণং তত্রভবত্যাঃ।

বিদূষকঃ—কো দেবদারহস্সাইং তক্কইস্সদি। (কো দেবতারহস্যানি তর্কয়িষ্যতি)।

(প্রবিশ্য)

কঞ্চুকী—জয়তু জয়তু দেবঃ। দেব চ্যবনাশ্রমাৎ কুমারং গৃহীত্বা তাপসী সম্প্রাপ্তা দেবং দ্রষ্টুমিচ্ছতি।

রাজা—উভয়মপ্যবিলম্বিতং প্রবেশয়।

কঞ্চুকী—যদাজ্ঞাপয়তি দেবঃ।

(ইতি নিষ্ক্রম্য চাপহস্তেন কুমারেণ তাপস্যা চ সহ প্রবিষ্টঃ)

কঞ্চুকী—ইত ইতো ভগবতী। (সর্বে পরিক্রামন্তি)

বিদূষকঃ—(বিলোক্য) কিং ণ খু সো এসা তত্তভবং খত্তিঅকুমারও জস্স ণামাঙ্কিদো গিদ্ধলক্খবেধী অদ্ধণারাও। তহ বহুঅরং ভবন্তং অণুকরেদি। (কিং ন খলু এষ তত্রভবান্ ক্ষত্রিয়কুমারকো যস্য নামাঙ্কিতো গৃধ্রলক্ষ্যবেধ্যর্ধনারাচঃ। তথা বহুতরং ভবন্তমনুকরোতি)।

রাজা—স্যাদেবম্। অতঃ খলু—

বাষ্পায়তে নিপতিতা মম দৃষ্টিরস্মিন্
বাৎসল্যবন্ধি হৃদয়ং মনসঃ প্রসাদঃ।
সঞ্জাতবেপথুভিরুজ্ঝিতধৈর্যবৃত্তি-
রিচ্ছামি চৈনমদয়ং পরিরব্ধুমঙ্গৈঃ ॥ ৯ ॥

কঞ্চুকী—ভগবতী এবং স্থীয়তাম্।

(তাপসীকুমারৌ স্থিতৌ)

রাজা—অম্ব অভিবাদয়ে।

তাপসী—মহাভাঅ সোমবংসবিত্থারইত্তও হোহি। (আত্মগতম্) অঁহো অণাচক্খিদোবি বিণ্ণাদো ইমস্স রাএসিণো ওরসো সংবন্ধো। (প্রকাশম্) জাদ পণম দে গুরুং। (মহাভাগ সোমবংশবিস্তারয়িতা ভব। অহো অনাখ্যাতোঽপি বিজ্ঞাতোঽস্য রাজর্ষেরৌরসঃ সম্বন্ধঃ। জাত প্রণম তে গুরুম্।

(কুমারঃ চাপগর্ভমঞ্জলিং করোতি)

রাজা—আয়ুষ্মান্ ভব।

কুমারঃ—(আত্মগতম্)।

যদি হার্দমিদং শ্রুত্বা পিতা মমায়ং সুতোঽহমস্যেতি।
উৎসঙ্গবর্ধিতানাং গুরুষু ভবেৎ কীদৃশঃ স্নেহঃ ॥ ১০ ॥

রাজা—ভগবতি কিমাগমনপ্রয়োজনম্।

তাপসী—সুণাদু মহারাও। এসো দীহাউ আউ জাদমেত্তো এব্ব উব্বসীএ কিংবি ণিমিত্তং অবেক্খিঅ মম হত্থে ণাসীকিদো। জং খত্তিঅকুমারঅস্স জাদকম্মাদি বিহাণং তং সে ভঅবদা চবণেণ অসেসং অণুচিট্ঠিদং। গহিদবিজ্জো ধণুব্বেদে অভিবিণীদো। (শৃণোতু মহারাজঃ। এষ দীর্ঘায়ুরায়ুর্জাতমাত্র এবোর্বশ্যা কিমপি নিমিত্তমবেক্ষ্য মম হস্তে ন্যাসীকৃতঃ। যৎক্ষত্রিয়কুমারস্য জাতকর্মাদি বিধানং তদস্য ভগবতা চ্যবনেনাশেষমনুষ্ঠিতম্। গৃহীতবিদ্যো ধনুর্বেদেঽভিবিনীতঃ)।

রাজা—সনাথঃ খলু সংবৃত্তঃ।

তাপসী—অজ্জ পুপ্ফসমিদত্থং ইসিকুমারএহিং সহগদেণ ইমিণা অস্সমবিরুদ্ধং আঅরিদং। (অদ্য পুষ্পসমিদর্থমৃষিকুমারকৈঃ সহ গতেনানেনাশ্রমবিরুদ্ধমাচরিতম্)।

বিদূষকঃ—(সাবেগম্) কিং বিঅ। (কিমিব)।

তাপসী—গহিদামিসো কিল গিদ্ধো পাদবসিহরে ণিলীঅমাণো অণেণ লক্খীকিদো বাণস্স। (গৃহীতামিষঃ কিল গৃধ্রঃ পাদপশিখরে নিলীয়মানোঽনেন লক্ষ্যীকৃতো বাণস্য)।

(বিদূষকঃ রাজানমবলোকয়তি)

রাজা—ততস্ততঃ।

তাপসী—তদো উবলদ্ধউত্তন্তেণ ভঅবদা চবণেণ অহং সমাদিট্টা। ণিজ্জাদেহি হত্থণাসংতি তা ইচ্ছামি দেবিং উব্বসিং পেক্খিদুং। (ততঃ উপলব্ধবৃত্তান্তেন ভগবতা চ্যবনেনাহং সমাদিষ্টা নির্যাতয় হস্তন্যাসমিতি। তদিচ্ছামি দেবীমুর্বশীং প্রেক্ষিতুম্)।

রাজা—তেন হ্যাসনমনুগৃহ্নাতু ভগবতী।

(তাপসী উপনীতা আসন উপবিশতি)

রাজা—লাতব্য আহূয়তামুর্বশী।

কঞ্চুকী—যদাজ্ঞাপয়তি দেবঃ। (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ)

রাজা—(কুমারমবলোক্য) এহ্যেহি বৎস।

সর্বাঙ্গীণঃ স্পর্শঃ সুতস্য কিল তেন মামুপগতেন।
আহ্লাদয়স্ব তাবচ্চন্দ্রকরশ্চন্দ্রকান্তমিব ॥ ১১ ॥

তাপসী—জাদ আণন্দেহি পিতরং। (জাত আনন্দয় পিতরম্)।

(কুমারঃ রাজানমুপগম্য পাদগ্রহণং করোতি)

রাজা—(কুমারং পরিষ্বজ্য পাদপীঠে চোপবেশ্য)। বৎস ইতস্তব পিতুঃ প্রিয়সখং ব্রাহ্মণমশঙ্কিতো বন্দস্ব।

বিদূষকঃ—কিংতি সঙ্কিরসদি। ণং অস্সমবাসপরিচিদো এব্ব সাহমিও। (কিমিতি শঙ্কিষ্যতে। নন্বাশ্রমবাসপরিচিত এব শাখামৃগঃ)।

কুমারঃ—(সস্মিতম্) তাত বন্দে।

বিদূষকঃ—সোত্থি ভবদো। (স্বস্তি ভবতে)।

(ততঃ প্রবিশত্যুর্বশী কঞ্চুকী চ)

কঞ্চুকী—ইতো ইতো দেবী।

উর্বশী—(কুমারমবলোক্য) কো ণু খু এসো সবাণাসণো পাদপীঠে সঅং মহারাএণ সংজমীঅমাণসিহণ্ডও চিট্ঠদি। অম্মো সচ্চবদীইসূইদো মে পুত্তও আউ। মহন্তো খু সংবুত্তো। (কো নু খল্বেষ সবাণাসনঃ পাদপীঠে স্বয়ং মহারাজেন সংযম্যমানশিখণ্ডকস্তিষ্ঠতি। (তাপসীং দৃষ্ট্বা) অহো সত্যবতীসূচিতো মম পুত্রক আয়ুঃ। মহান্ খলু সংবৃত্তঃ)। (পরিক্রামতি)

রাজা—(উর্বশীং দৃষ্ট্বা)

ইয়ং তে জননী প্রাপ্তা ত্বদালোকনতৎপরা।
স্নেহপ্রস্রবনির্ভিন্নমুদ্বহন্তী স্তনাংশুকম্ ॥ ১২ ॥

তাপসী—জাদ এহি পচ্চুগ্গচ্ছ মাদরং। (জাত এহি প্রত্যুদ্গচ্ছ মাতরম্)।

(কুমারঃ উর্বশীং প্রত্যুদ্গচ্ছতি)

উর্বশী—অম্ব পাদপ্পণামং করেমি। (অম্ব পাদপ্রণামং করোমি)।

তাপসী—বচ্ছে ভত্তুণো বহুমদা হোহি। (বৎসে ভর্তুর্বহুমতা ভব)।

কুমারঃ—অম্ব অভিবাদয়ে।

উর্বশী—(কুমারমুন্নমিতমুখং পরিষ্বজ্য) বচ্ছ পিদরং আরাধইত্তও হোহি। (বৎস পিতরমারাধয়িতা ভব)। (রাজানমুপেত্য) জেদু জেদু মহারাও। (জয়তু জয়তু মহারাজঃ)।

রাজা—স্বাগতং পুত্রবত্যৈ। ইত আস্যতাম্। (অর্ধাসনং দদাতি)।

(উর্বশী উপবিশতি)

(সর্বে যথোচিতমুপবিশন্তি)

তাপসী—এসো গহিদবিজ্জো আউ সংপদং কবঅহরো সংবুত্তো। তা এদস্স দে ভত্তুণো সমখং ণিজ্জাদিদো হত্থণিকখেবো। তা বিসজ্জেদুং ইচ্ছামি। উবরুজ্ঝই মে অস্সমধম্মো। (এষ গৃহীতবিদ্য আয়ুঃ সাম্প্রতং কবচহরঃ সংবৃত্তঃ। তদেতস্য তে ভর্তুঃ সমক্ষং নির্যাতিতো হস্তনিক্ষেপঃ। তদ্বিসর্জয়িতুমিচ্ছামি। উপরুধ্যতে মমাশ্রমধর্মঃ।)

উর্বশী—চিরস্স অজ্জং দেক্খিঅ অহিঅদরং অবিতিণ্হম্হি। ণ সক্কুণোমি বিসজ্জিদুং। অণ্ণয্যং উণ উবরোহিদুং। তা গচ্ছদু অজ্জা পুণোদংসণাঅ। (চিরস্যার্যাং দৃষ্ট্বাধিকতরমবিতৃষ্ণাস্মি। ন শক্নোমি বিস্রষ্টুম্। অন্যায্যং পুনরুপরোদ্ধুম্, তদ্গচ্ছত্বার্যা পুনর্দর্শনায়)।

রাজা—অম্ব ভগবতে চ্যবনায় মাং প্রণিপাতয়।

তাপসী—এব্বং ভোদু। (এবং ভবতু)।

কুমারঃ—আর্যে যদি সত্যমেব নিবর্তসে তদা মামপ্যাশ্রমং নেতুমর্হসি।

রাজা—অয়ি বৎস উষিতং ত্বয়া পূর্বস্মিন্নাশ্রমে। দ্বিতীয়মধ্যাসিতুং তব সময়ঃ।

তাপসী—জাদ গুরুণো বঅণং অণুচিঠ্‌ঠ। (জাত গুরোর্বচনমনুতিষ্ঠ)।

কুমারঃ—তেন হি—

যঃ সুপ্তবান্ মদঙ্কে শিখণ্ডকণ্ডূয়নোপলব্ধসুখঃ।
তং মে জাতকলাপং প্রেষয় মণিকণ্টকং শিখিনম্ ॥ ১৩ ॥

তাপসী—(বিহস্য) এব্বং করেমি। সোত্থি ভোদু তুম্হাণং। (এবং করোমি। স্বস্তি ভবতু যুষ্মভ্যম্)। (ইতি নিষ্ক্রান্তা)

রাজা—কল্যাণি

অদ্যাহং পুত্রিণামগ্র্যঃ সৎপুত্রেণামুনা তব।
পৌলোমীসম্ভবেনেব জয়ন্তেন পুরন্দরঃ ॥ ১৪ ॥

(উর্বশী স্মৃত্বা রোদিতি)

বিদূষকঃ—কিং ণু খু তত্তহোদী এক্কবদে অস্সুমুহী সংবুত্তা। (কিং নু খলু তত্রভবত্যেকপদেঽশ্রুমুখী সংবৃত্তা)।

রাজা—(সাবেগম্)

কিং সুন্দরি প্ররুদিতাসি মমোপপন্নে
বংশস্থিতেরধিগমান্মহতি প্রমোদে।

পীনোন্নতস্তনবিসর্পিভিরানয়ন্তী
মুক্তাবলীবিরচনাং পুনরুক্তমস্রৈঃ ॥ ১৫ ॥
(বাষ্পমস্যাঃ প্রমার্ষ্টি)

উর্বশী—সুণাদু মহারাও। পঢমং উণ পুত্তদংসণেণ বিসুমরিদম্হি। দাণিং মহিন্দসংকিত্তণেণ সুমরিদা সমও মই হিঅঅং আআসেদি। (শৃণোতু মহারাজঃ। প্রথমং পুনঃ পুত্রদর্শনেন বিস্মৃতাস্মি। ইদানীং মহেন্দ্রসংকীর্তনেন স্মারিতঃ সময়ো মম হৃদয়মায়াসয়তি)।

রাজা—কথ্যতাং সময়ঃ।

উর্বশী—অহং পুরা মহারাঅগহিদহিঅআ মহিন্দেণ আণত্তা। (অহং পুরা মহারাজগৃহীতহৃদয়া মহেন্দ্রণাজ্ঞাপিতা)।

রাজা—কিমিতি।

উর্বশী—জদা সো মম পিঅসহো রাএসী তুই সমুপ্পণ্ণস্স বংসকরস্স মুহং পেক্খিস্সদি তদা তুএ ভুওবি মম সমীবং আঅন্তব্বংতি। তদো মএ মহারাঅবিওঅভীরুদাএ জাদমেত্তো এব্ব বিজ্জাগমণিমিত্তং ভবঅদো চবণস্স অস্সমপদে এসো পুত্তও অজ্জাএ সচ্চবদীএ হত্থে অপ্পআসং ণিক্খিত্তো। অজ্জ পিদুণো আরাহণসমত্থো সংবুত্তোত্তি কলঅন্তীএ ণিজ্জাদিদো মে দীহাউ। তা এত্তিও মে মহারাএণ সংবাসো। (যদা স মম প্রিয়সখো রাজর্ষিস্ত্বয়ি সমুৎপন্নস্য বংশকরস্য মুখং প্রেক্ষিষ্যতে তদা ত্বয়া ভূয়োঽপি মম সমীপমাগন্তব্যমিতি। ততো ময়া মহারাজবিয়োগভীরুতয়া জাতমাত্র এব বিদ্যাগমনিমিত্তং ভগবতশ্চ্যবনস্যাশ্রমপদে এষ পুত্র আর্যায়াঃ সত্যবত্যা হস্তেঽপ্রকাশং নিক্ষিপ্তঃ। অদ্য পিতুরারাধনসমর্থঃ সংবৃত্ত ইতি কলয়ন্ত্যা নির্যাতিতো মে দীর্ঘায়ুঃ। তদেতাবান্মে মহারাজেন সংবাসঃ)।

(সর্বে বিষাদং রূপয়ন্তি)

রাজা—(সনিঃশ্বাসম্) অহো সুখপ্রত্যর্থিতা দৈবস্য।

আশ্বাসিতস্য মম নাম সুতোপলব্ধ্যা
সদ্যস্ত্বয়া সহ কৃশোদরি বিপ্রয়োগঃ।
ব্যাবর্তিতাতপরুজঃ প্রথমাভ্রবৃষ্ট্যা
বৃক্ষস্য বৈদ্যুত ইবাগ্নিরুপস্থিতোঽয়ম্ ॥ ১৬ ॥

বিদূষকঃ—অঅং সো অত্থো অণত্থাণুবন্ধী সংবুত্তো। সংপদং তক্কেমি তত্তভবদা বক্কলং গেণ্হিঅ তবোবণং গন্দব্বংত্তি। (অয়ং সোঽর্থোঽনর্থানুবন্ধী সংবৃত্তঃ। সাম্প্রতং তর্কয়ামি তত্রভবতা বল্কলং গৃহীত্বা তপোবনং গন্তব্যমিতি)।

উর্বশী—মং পি মন্দভাইণিং কিদবিণঅস্স পুত্তস্স লাভাণন্তরং সরগারোহণেণ অবসিকজ্জং মহারাও সমত্থেদি। (মামপি মন্দভাগিণীং কৃতবিনয়স্য পুত্রস্য লাভানন্তরং স্বর্গারোহণেনাবসিতকার্যা মহারাজঃ সমর্থয়তে)।

রাজা—সুন্দরি মা মৈবম্।

ন হি সুলভবিয়োগা কর্তুমাত্মপ্রিয়াণি
প্রভবতি পরবন্তা শাসনে তিষ্ঠ ভর্তুঃ।
অহমপি তব সূনাবায়ুষি ন্যস্তরাজ্যো
বিরচিতমৃগযূথান্যাশ্রয়িষ্যে বনানি ॥ ১৭ ॥

কুমারঃ—নার্হতি তাতঃ পুংগবধারিতায়াং ধুরি দম্যং নিয়োজয়িতুম্।
রাজা—অয়ি বৎস—

শময়তি গজানন্যান্ গন্ধদ্বিপঃ কলভোঽপি সন্
ভবতি সুতরাং বেগোদগ্রং ভুজঙ্গশিশোর্বিষম্।
ভুবমধিপতির্বালাবস্থোঽপ্যলং পরিরক্ষিতুং
ন খলু বয়সা জাত্যৈবায়ং স্বকার্যসহো ভরঃ॥ ১৮॥

লাতব্য মদ্বচনাদমাত্যপরিষদং ব্রূহি সংস্ক্রিয়তামায়ুষো রাজ্যাভিষেক ইতি।
কঞ্চুকী—যদাজ্ঞাপয়তি দেবঃ। (ইতি দুঃখিতো নিষ্ক্রান্তঃ)

(সর্বে দৃষ্টিপ্রতিঘাতং রূপয়ন্তি)

রাজা—(আকাশমবলোক্য) কিং নু খলু নিরভ্রে বিদ্যুৎসম্পাতঃ।
উর্বশী—(বিলোক্য) অম্মো ভঅবং ণারদো। (অহো ভগবান্নারদঃ)
রাজা—অয়ে ভগবান্নারদঃ। য এষঃ—

গোরোচনানিকষপিঙ্গজটাকলাপঃ
সংলক্ষ্যতে শশিকলামলবীতসূত্রঃ।
মুক্তাগুণাতিশয়সম্ভৃতমণ্ডনশ্রী-
র্হেমপ্ররোহ ইব জঙ্গমকল্পবৃক্ষঃ॥ ১৯॥

অর্ঘ্যমস্মৈ।
উর্বশী—(যথোক্তমাদায়) ইঅং ভঅবদো অরিহণা। (ইয়ং ভগবতেঽর্হণা)।

(ততঃ প্রবিশতি নারদঃ)

নারদঃ—বিজয়তাং মধ্যমলোকপালঃ।
রাজা—(উর্বশীহস্তাদর্ঘ্যমাদায়াবর্জ্য) ভগবন্নভিবাদয়ে।
উর্বশী—ভঅবং পণমামি। (ভগবন্ প্রণমামি)।
নারদঃ—অবিরহিতৌ দম্পতী ভূয়াস্তাম্।
রাজা—(আত্মগতম্) অপি নামৈবং স্যাৎ। (প্রকাশম্। কুমারমালিঙ্গ্য)। বৎস ভগবন্তমভিবাদয়স্ব।
কুমারঃ—ভগবন্নৌর্বশেয় আয়ুঃ প্রণমতি।
নারদঃ—আয়ুষ্মানেধি।
রাজা—অয়ং বিষ্টরোঽনুগৃহ্যতাম্।

(নারদঃ তথোপবিষ্টঃ)

(সর্বে নারদমনুপবিশন্তি)

নারদঃ—রাজঞ্শ্রূয়তাং মহেন্দ্রসন্দেশঃ।
রাজা—অবহিতোঽস্মি।
নারদঃ—প্রভাবদর্শী মঘবা বনগমনায় কৃতবুদ্ধিং ভবন্তমনুশাস্তি—
রাজা—কিমাজ্ঞাপয়তি।
নারদঃ—ত্রিকালদর্শিভির্মুনিভিরাদিষ্টঃ সুরাসুরসংগরো ভাবী। ভবাংশ্চ সাংযুগীনঃ সহায়ো নঃ। তেন ত্বয়া ন শস্ত্রং সংন্যস্তব্যম্। ইয়ং চোর্বশী যাবদায়ুস্তব সহধর্মচারিণী ভবিষ্যতি।

উর্বশী—(অপবার্য) অম্মহে সল্লং মে হিঅআদো অবণীদং বিঅ। (অহো শল্যং মে হৃদয়াদপনীতমিব)।

রাজা—পরবানস্মি দেবেশ্বরেণ।

নারদঃ—শ্রূয়তাম্।

ত্বৎকার্যং বাসবঃ কুর্যাত্ত্বং চ তস্যেষ্টমাচরেঃ।
সূর্যঃ সমেধয়ত্যগ্নিমগ্নিঃ সূর্যং চ তেজসা ॥ ২০ ॥

(আকাশমবলোক্য) রম্ভে উপনীয়তাং স্বয়ং মহেন্দ্রেণ সংভৃতঃ কুমারস্যায়ুষো যৌবরাজ্যাভিষেকঃ।

(প্রবিষ্টা যথোক্তহস্তা অপ্সরসঃ।)

অপ্সরসঃ—ভঅবং ইমে অভিসেঅসংভারা। (ভগবন্নেতেঽভিষেকসংভারাঃ।)

নারদঃ—উপবেশ্যতামায়ুষ্মান্ভদ্রপীঠে।

রম্ভা—ইদো বচ্ছ। (ইতো বৎস।) (ইতি কুমারমুপবেশয়তি।)

নারদঃ—(কুমারস্য শিরসি কলশমাবর্জ্য।) রম্ভে নির্বর্ত্যতাং শেষো বিধিঃ।

রম্ভা—(যথোক্তং নির্বর্ত্য।) বচ্ছ পণম ভঅবন্তং মাদাপিদরে অ। (বৎস প্রণম ভগবন্তং মাতাপিতরৌ চ।)

(কুমারঃ যথাক্রমং প্রণমতি।)

নারদঃ - স্বস্তি ভবতে।

রাজা—কুলধুরন্ধরো ভব।

উর্বশী—পিদুণো আরাধইত্তও হোহি। (পিতুরারাধয়িতা ভব।)

(নেপথ্যে বৈতালিকৌ)

প্রথমঃ—বিজয়তাং যুবরাজঃ।

অমরমুনিরিবাত্রির্ব্রহ্মণোঽত্রেরিবেন্দু-
র্বুধ ইব শিশিরাংশোর্বোধনস্যেব দেবঃ।
ভব পিতুরনুরূপস্ত্বং গুণৈর্লোককান্তৈ-
রতিশয়িনি সমাপ্তা বংশ এবাশিষস্তে ॥ ২১ ॥

দ্বিতীয়ঃ—

তব পিতরি পুরস্তাদুন্নতানাং স্থিতেঽস্মিন্
স্থিতিমতি চ বিভক্তা ত্বয্যনাকম্প্যধৈর্যে।
অধিকতরমিদানীং রাজতে রাজলক্ষ্মী-
র্হিমবতি জলধৌ চ ব্যস্ততোয়ের গঙ্গা ॥ ২২ ॥

অপ্সরসঃ—(উর্বশীমুপেত্য।) দিট্ঠিআ পুত্তস্স জুবরাঅসিরীএ ভত্তুণো অবিরহেণ বড্ঢসি। (দিষ্ট্যা পুত্রস্য যুবরাজশ্রিয়া ভর্তুরবিরহেণ বর্ধসে।)

উর্বশী—সাহারণ এসো অব্ভুদও.। (সাধারণ এষোঽভ্যুদয়ঃ।) (কুমারং হস্তে গৃহীত্বা।) এহি বচ্ছ জেঠ্ঠমাদরং অভিবন্দেহি। (এহি বৎস জ্যেষ্ঠমাতরমভিবন্দস্ব।)

(কুমারঃ প্রতিষ্ঠতে।)

নারদঃ—তিষ্ঠ সময়ে তত্রভবত্যাঃ সমীপং গচ্ছসি।

আয়ুষো যৌবরাজ্যশ্রীঃ স্মারয়ত্যাত্মজস্য তে।
অভিষিক্তং মহাসেনং সৈনাপত্যে মরুত্বতা ॥ ২৩ ॥

রাজা—এবমনুগৃহীতো ভগবতা কথং ন যোগ্যো ভবিষ্যতি।

নারদঃ—কিং তে ভূয়ঃ পাকশাসনঃ প্রিয়ং করোতু।

রাজা—যদি মে মঘবা প্রসন্নঃ কিমতঃ পরমিচ্ছামি। তথাপীদমস্তু।

(ভরতবাক্যম্।)

পরস্পরবিরোধিন্যোরেকসংশ্রয়দুর্লভম্।
সংগতং শ্রীসরস্বত্যোর্ভূতয়েঽস্তু সদা সতাম্ ॥ ২৪ ॥

(ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে।)

॥ ইতি পঞ্চমোঽঙ্কঃ ॥

॥ সমাপ্তমিদং বিক্রমোর্বশীয়ং নাটকম্ ॥

কালিদাস

নলোদয়

ভূমিকা

কাহিনী

মহাভারতের নল-দময়ন্তীর উপাখ্যানকে অবলম্বন করে নলোদয় কাব্যগ্রন্থটি রচিত। উক্ত উপাখ্যানটিকে চারটি সর্গে বিন্যস্ত করে এখানে দেখানো হয়েছে।

যদুকুলতিলক শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তিভরে শ্রদ্ধা ও প্রণাম নিবেদন করে গ্রন্থ আরম্ভ করা হয়েছে। তারপর কাব্যের নায়ক রাজা নলের গুণাবলীর বিশদ বর্ণনা আছে। সব সদ্‌গুণের অধিকারী ছিলেন নল। তাঁর রাজ্যে সকলেই নিরুপদ্রবে বাস করত। তাঁর বীরত্ব স্মরণ করে শত্রুরা কখনো ঔদ্ধত্য প্রকাশ করত না। নীতিমার্গ অবলম্বন করায় তিনি ছিলেন ঐশ্বর্যসম্পন্ন। বিদর্ভাধিপতি ভীমের সর্বগুণসম্পন্না দময়ন্তী নামে এক কন্যা ছিলেন। সেই দময়ন্তী রাজা নলকে যেমন কামনা করতেন, নলও তেমন দময়ন্তীকে কামনা করতেন। একদিন রাজা নল কামতাপ দূর করার জন্যে তাঁর উদ্যানে বেড়াচ্ছিলেন। এমন সময় কতকগুলি হাঁস তাঁর কাছে এসে বলল—'হে নল, আমরা ভীমকন্যা দময়ন্তীর কাছে তোমার এই অপূর্ব সৌন্দর্যের কথা খ্যাপন করব, যাতে সেই রাজকুমারী তোমার প্রতি আসক্তা হয়। তুমি তাকে লাভ করে আনন্দ উপভোগ করো।' নলকে এই কথা বলে হাঁসগুলি দময়ন্তীর কাছে এসে বলল—'হে ভৈমি, নিষধাধিপতি নলই একমাত্র তোমার পতি হবার যোগ্য। তুমি তাঁর প্রণয়িনী হও।' দময়ন্তী পূর্ব থেকেই নলের প্রতি আসক্তা ছিলেন। হাঁসগুলির কাছ থেকে নলের প্রশংসা শুনে তিনি তাঁর প্রতি আরও বেশি আসক্তা হয়ে পড়লেন। হাঁসগুলিকে তিনি আবার নলের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তারা নলের কাছে এসে ত্রিলোকসুন্দরী দময়ন্তীর অলোকসামান্য সৌন্দর্যের প্রশংসা করতে লাগল।

এদিকে নলের বিরহে দময়ন্তী বিরহশয্যা গ্রহণ করলেন। তা দেখে রাজা ভীম স্বয়ংবরসভার অনুষ্ঠান করলেন। নানা দেশ থেকে দলে দলে রাজারা সেই সভায় আসতে লাগলেন। দেবরাজ ইন্দ্রও দেবসৈন্য নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন। রাজা নলও এলেন। রূপে ও গুণে অতুলনীয় নল দেবতাদের থেকেও উৎকৃষ্ট ছিলেন। এ-হেন নলকে ইন্দ্র দূত করে দময়ন্তীর কাছে পাঠালেন, যাতে দময়ন্তী দেবতাদেরই বরণ করেন। দেবতাদের মায়ায় অদৃশ্য নল দময়ন্তীর কাছে এসে দেবতাদের অভিলাষ ব্যক্ত করলেন। কিন্তু দময়ন্তী নল ছাড়া আর কাউকে পতিরূপে বরণ করতে রাজি হলেন না। নল ইন্দ্রের কাছে দময়ন্তীর অভিলাষ জানালেন।

স্বয়ংবরসভা আরম্ভ হল। স্তুতিপাঠকেরা উপস্থিত রাজাদের ও দেববৃন্দের পরিচয় দিতে লাগলেন। হঠাৎ দময়ন্তী এক জায়গায় নলের রূপধারী কয়েকজনকে বসে থাকতে দেখলেন। কিছুক্ষণ চিন্তা করে দময়ন্তী দেখতে পেলেন—একজন ছাড়া নলরূপধারী সকলেই মাটির থেকে কিছু উপরে বসে আছেন। এঁরা দেবতা, মর্তে এসেও মাটি স্পর্শ করেন নি। অতএব যিনি মাটি স্পর্শ করে আছেন, তিনিই প্রকৃত নল। তাঁকেই দময়ন্তী বরণ করে নিলেন। ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ নলকে বর দিয়ে স্বর্গে চলে গেলেন। নলও দময়ন্তীকে নিয়ে নিজের রাজধানীতে চলে এলেন। তা দেখে রাজধানীর সকলেই আনন্দকোলাহলে মুখর হয়ে উঠল। (প্রথম সর্গ)

রাজধানীতে প্রমোদগৃহে মহারাজ নল দময়ন্তীর সঙ্গে নানাপ্রকার রসময় ক্রীড়ায় মেতে উঠলেন। এমন সময় প্রকৃতিরাজ্যে ঋতুরাজ বসন্তের আবির্ভাব ঘটল। জলাশয়ে পদ্মবনে ও স্থলভাগে আমের মঞ্জরীতে ভ্রমরের গুঞ্জন, বৃক্ষের শাখায় কোকিলের কুহুস্বর, সরোবরে চক্রবাকী, কুররী, হংসী ও সারসীর মধুর কূজন এবং চম্পক প্রভৃতি পুষ্পের উদ্গম ঋতুরাজের আগমন সূচনা করল। সূর্যের তেজ বাড়তে লাগল। দক্ষিণ মলয়বায়ু ও চন্দ্রের বিমল জ্যোৎস্না বিরহীদের মনে বিরহ-ব্যথা বাড়িয়ে তুলল। বসন্তের আগমনে পৃথিবী যেন কামদেবের যুদ্ধের রঙ্গভূমিতে পরিণত হল। মহারাজ নলও কামদেবের বশীভূত হয়ে পড়লেন। তিনি দময়ন্তীকে নিয়ে মন্দারতরুশোভিত মনোহর উদ্যানে এসে উপস্থিত হলেন। সেখানে আরও অনেক প্রণয়ী ও প্রণয়িনী রতিক্রীড়ায় মত্ত ছিল। কামার্ত সেই-সব প্রেমিক-প্রেমিকা স্থলে নানারকম আমোদ-প্রমোদে প্রমত্ত থেকে আবার জলবিহারে মন দিল। এই কারণে তারা সকলে নিকট-বর্তী পদ্মশোভিত এক সরোবরে গিয়ে উপস্থিত হল। দময়ন্তীকে নিয়ে নলও সেখানে গেলেন। বহুক্ষণ জলকেলি করার পর রমণীর দল জল ছেড়ে তীরে উঠল। ক্রমে সন্ধ্যা নামল। তখন প্রেমিক-প্রেমিকারা কামদেবের বাণের আঘাত সহ্য করতে না পেরে সুরাপান করতে লাগল। সুরাপানের ফলে তাদের সৌন্দর্য যেন শতগুণ বেড়ে উঠল। এইভাবে নানারকম লীলাবিলাসের মধ্যে কামিনীরা ও তাদের সহচর যুবকেরা মদনমহোৎসবকে সার্থক করে তুলল।

মহারাজ নলও দময়ন্তীর সঙ্গে নানারূপ আনন্দ অনুভব করতে লাগলেন। কিন্তু বেশিদিন তিনি এ সুখ ভোগ করতে পারলেন না। মায়াবী কলি তাঁর সব সুখ ধ্বংস করে দিল। (দ্বিতীয় সর্গ)

স্বয়ম্বরসভার পর দেবতারা চললেন স্বর্গে। পথে কলির সঙ্গে তাঁদের দেখা হল। দময়ন্তীকে লাভ করার আশায় কলি চলেছেন মর্তলোকে। দেবতারা কলিকে স্বয়ম্বরসভার ফলাফল জানালেন ও কলিকে সেখানে যেতে নিষেধ করলেন। তা শুনে কলি ক্রোধে জ্বলে উঠলেন। কারণ, নলকে পতিত্বে বরণ করে দময়ন্তী দেবতাদের উপেক্ষা ও অপমান করেছে। নল ও দময়ন্তীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাবার জন্যে কলি তৎপর হয়ে উঠলেন। একদিন সুযোগ বুঝে তিনি বনে বিহাররত নলের দেহে প্রবেশ করলেন। এর পর থেকে শুরু হল নলের ভাগ্যবিপর্যয়। কলির প্রভাবে নল তাঁর ভাই পুষ্করের কাছে কপট পাশাখেলায় পরাজিত হলেন। রাজধানী ছেড়ে দময়ন্তীকে নিয়ে তিনি অনাহারে বনে বনে ঘুরতে লাগলেন। তাঁদের দুঃখকষ্টের সীমা রইল না। একটিমাত্র বস্ত্রখণ্ড তাঁরা উভয়ে পরিধান করে রইলেন। এমনি সময়ে নলের বুদ্ধিভ্রংশ ঘটল। তিনি নিদ্রিতা দময়ন্তীকে ত্যাগ করে চলে গেলেন। ঘুরতে ঘুরতে আর-এক বনে প্রবেশ করলেন। সেখানে তিনি দাবানলের সম্মুখীন হলেন। হঠাৎ তিনি শুনতে পেলেন, কে-যেন তাঁর নাম ধরে ডাকছে। ডাকার শব্দকে অনুসরণ করে নল কাছে গিয়ে দেখলেন—কর্কোটক নাগ দাবানলে পুড়ছে। তিনি তাকে ধরে কিছু দূরে নিক্ষেপ করার সময় নাগটি তাঁকে দংশন করল। তার বিষে নলের দেহ খর্বাকৃতি হয়ে গেল, দেহের রং হল কৃষ্ণবর্ণ। তখন কর্কোটক বলল—'আমার বিষে তোমার কোনো কষ্ট হবে না। এই বস্ত্রখণ্ডটি দিচ্ছি, তুমি এটা নাও। এর প্রভাবে তুমি কলির প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারবে। আর তুমি ঋতুপর্ণের আশ্রয় গ্রহণ করো।'

নাগের কথামতো নল ঋতুপর্ণের কাছে গেলেন। ঋতুপর্ণ তাঁকে সারথির কাজে নিযুক্ত করলেন।

এদিকে ঘুম ভেঙে দময়ন্তী নলকে দেখতে না পেয়ে ভীষণ ভয় পেলেন ও চরম বিপদে পড়লেন। বিলাপ করতে করতে তিনি ইতস্ততঃ ঘুরতে লাগলেন। অবশেষে এক মরুদেশে উপস্থিত হলেন। মরুপথ ধরে অন্য-এক বনে এসে পৌঁছলেন। সেখানে এক অজগর তাঁকে গ্রাস করল। একজন কিরাত অজগরকে মেরে তাঁকে রক্ষা করল, বটে, তবে সে তাঁর প্রতি কামাসক্ত হয়ে পড়ল। পতিব্রতা দময়ন্তীর শাপানলে সে পুড়ে মারা গেল। এ সময়ে মরণই দময়ন্তীর কাছে একমাত্র কাম্য হয়ে উঠল। সৌভাগ্য-ক্রমে এক জায়গায় তিনি একদল বণিককে যেতে দেখে তাদের সঙ্গে চলতে লাগলেন। অবশেষে তিনি সুবাহু-রাজার রাজধানীতে উপস্থিত হলেন। রাজমাতা তাঁকে সাদরে আশ্রয় দিলেন। বহু কষ্টভোগের পর তাঁর জীবন রক্ষা পেল। (তৃতীয় সর্গ)

নলকে খুঁজে বের করার জন্যে মহারাজ ভীম নানা দেশে লোক পাঠালেন। অন্বেষণকারীদের মধ্যে একজন সুবাহু-রাজার প্রাসাদে দময়ন্তীর দেখা পেল। তার সঙ্গে দময়ন্তী পিতৃগৃহে চলে এলেন। পতিপ্রাণা দময়ন্তী পতিকে ফিরে পাবার জন্যে চেষ্টা করতে লাগলেন। তাঁর কথামতো বহু লোক বনে, পর্বতে ও নানা রাজ্যে ঘুরে ঘুরে এই কথাগুলি বলে বেড়াতে লাগল—'হে আমার বস্ত্রখণ্ডের অপহারক! কোথায় তুমি? আমার এই দুর্দশা তোমার পক্ষে যশস্কর নয়। প্রিয়জনকে ত্যাগ করে তুমি যে ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছ—তাতে কি তোমার যশ বাড়ছে? তোমার চিরানুগত আমি তোমায় ডাকছি।' এ কথার ফল ফলল। ঋতুপর্ণের সারথি বামনাকৃতি এক ব্যক্তি একজন অন্বেষণকারীকে ডেকে বললেন—'বুদ্ধিমতী দময়ন্তী আমার প্রতি যেন ক্রুদ্ধা না হন। দৈন্যদশায় পড়ে আমি বসন বাহন সবকিছুই হারিয়েছি।' এ কথা শুনে ঋতুপর্ণের এই সারথিই যে রাজা নল, তা বুঝতে পেরে ঐ অন্বেষণকারী দময়ন্তীর কাছে সবকিছু জানাল। দময়ন্তী তখন একজন নিপুণ ব্রাহ্মণের মাধ্যমে ঋতুপর্ণের কাছে নিজের স্বয়ম্বর-সংবাদ পাঠালেন। দময়ন্তীকে লাভের লোভে ঋতুপর্ণ নলকে আগামী প্রভাত হবার পূর্বেই শতযোজন পথ রথ চালিয়ে যাবার জন্যে অনুরোধ করলেন। তাই হল! রথে করে দুজনে ভীম রাজার রাজধানীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। নল ছিলেন অশ্বচালনায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী, আর ঋতুপর্ণ ছিলেন অক্ষক্রীড়া ও কলিদহনবিদ্যায় পারদর্শী। পথে উভয়ে জলস্পর্শ করে পরস্পরের বিদ্যাবিনিময় করলেন। নলের মধ্যে কলিদহনের শক্তি বৃদ্ধি পাওয়ায় কলি নলকে ছেড়ে এক বিভীতক তরুকে আশ্রয় করলেন। নল সেখানেও তাকে তাড়া করলেন। নিরুপায় হয়ে কলি নলের শরণ নিলেন। মহাত্মা নল কলিকে মুক্তি দিলেন।

সন্ধ্যেবেলা নল ঋতুপর্ণকে নিয়ে রাজা ভীমের প্রাসাদে পৌঁছলেন। ভীম ঋতুপর্ণকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে প্রাসাদের মধ্যে নিয়ে গেলেন। নলও পরম মনোহর এক প্রশস্ত গৃহে অবস্থান করতে লাগলেম। দময়ন্তী তাঁর এক সখীকে নলের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। সেই সখী নলকে দময়ন্তীর কাছে নিয়ে এল। নল কর্কোটক-নাগের দেওয়া বস্ত্রখণ্ডটি নিজের দেহে ধারণ করার সঙ্গে সঙ্গে সুন্দর আকৃতি লাভ করলেন। দময়ন্তীর সঙ্গে রাত্রিযাপন করে সকালে ভীমরাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। নলকে সুদর্শন দেখে ঋতুপর্ণ হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। নল তাঁকে সসম্মানে বিদায়

জানালেন। নলকে পেয়ে সকলের দুঃখ দূর হল।

এরপর নল সসৈন্যে নিজের রাজধানীতে গিয়ে ভাই পুষ্করকে ধনুর্ধারণ করতে অথবা পাশাখেলায় বসতে বললেন। পুষ্কর পাশাখেলা বেছে নিয়ে নলের কাছে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হল। পুষ্কর নতি স্বীকার করায় নল তাকে সস্নেহে কাছে টেনে নিলেন। নীতিমান্ নল ভাইয়ের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যশাসন করতে লাগলেন। তাঁর প্রতাপে শত্রুরা রাজ্যহারা হল। নলকে পেয়ে রাজধানী আবার উৎসবের আনন্দে মুখর হয়ে উঠল। (চতুর্থ সর্গ)

নলোদয় : রচয়িতা ও সমালোচনার দৃষ্টি

আলংকারিকদের মতে 'নলোদয়' খণ্ডকাব্যের মধ্যে পড়ে। কালিদাসের মেঘদূত, ভর্তৃহরির শতকত্রয়, অমরুকবির অমরুশতক, জয়দেবের গীতগোবিন্দ প্রভৃতিও এই খণ্ডকাব্যের অন্তর্গত। এই সব কাব্যের সহজ সরল ভাব, ভাষার স্বচ্ছন্দ গতি ও ছন্দের মাধুর্য এমনই মিলে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে যে, ঐ সব কাব্য পড়ে রসিক পাঠক এক পরম তৃপ্তি ও অনির্বচনীয় আনন্দ লাভ করে থাকেন। ফলে, কাব্যগুলি খুব সহজেই পাঠকের মনকে আকৃষ্ট করে। 'নলোদয়'-কাব্যের ক্ষেত্রে কিন্তু একথা বলা যায় না। এখানে উপাদেয় বিষয়বস্তু এবং প্রেমিকহৃদয়ের ভাবাবেগ থাকা সত্ত্বেও কবির পাণ্ডিত্যপ্রকাশের আগ্রহাতিশয্যে কাব্যটির রসমাধুর্য ও স্বাভাবিক গতি বিনষ্ট হয়েছে। যমক ও অনুপ্রাস অলংকারের প্রয়োগচাতুর্যের দিকেই কবির দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকায় কাব্যের রস যেমন আপন গতিতে বইতে পারে নি, ভাষাও তেমনি স্বাভাবিকভাবে চলতে পারেনি। ফলে, 'নলোদয়' উৎকৃষ্ট কাব্য হয়ে উঠতে পারে নি। ভাষার কঠিন আবরণ ভেদ করে কাব্যের রসাস্বাদন করা সাধারণ পাঠকের পক্ষে একান্তই অসম্ভব। তাই 'নলোদয়' খুব কম পাঠককেই আকর্ষণ করবে।

এই কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে বসন্তোৎসবে প্রেমিক-প্রেমিকাদের রতিক্রীড়ার বর্ণনা আছে। সম্ভোগশৃঙ্গার বর্ণনার যথেষ্ট সুযোগ ছিল এখানে। তার মাধ্যমে পাঠকচিত্তকে রসাপ্লুত করা যেতে পারত। কিন্তু ভাষার কৃত্রিমতার ফলে কবি সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারেন নি। আবার তৃতীয় সর্গে গহন বনে নলকে দেখতে না পেয়ে দময়ন্তী যেখানে বিলাপ করছেন, সেখানেও সেই বিলাপকে অতি সহজেই মনোজ্ঞ বা চিত্তাকর্ষক করা যেত। কিন্তু ভাষার কৃত্রিমতার দোষে ও বর্ণনার বৈগুণ্যে পাঠককে দময়ন্তীর প্রতি সহানুভূতিশীল করে তুলতে কবি ব্যর্থ হয়েছেন বলেই মনে হয়। কুমারসম্ভবের চতুর্থ সর্গে রতির বিলাপ পড়ে সহৃদয় পাঠকের চোখে আপনা থেকে জল আসে, মন বিচলিত হয়। নলোদয়ে দময়ন্তীর বিলাপ পড়ে সেই পাঠকের মন তেমনিভাবে আর্দ্র হয়ে ওঠে না।

নলোদয় কালিদাসের রচনা বলে প্রসিদ্ধ। কালিদাসের দুর্ভাগ্য, এমন একটি নিম্নমানের কাব্যের সঙ্গে তাঁর নাম জড়িয়ে আছে। প্রাচীনকালে প্রসিদ্ধ মহাকবিদের নামের সঙ্গে উৎকৃষ্ট-অপকৃষ্ট নানা গ্রন্থ জড়িয়ে দেবার প্রবণতা ছিল। ফলে, কমবেশি একচল্লিশটি গ্রন্থ কালিদাসের নামে চলে আসছে। সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে একটু বিচার করলেই বোঝা যাবে, এই একচল্লিশটি গ্রন্থের অধিকাংশই কালিদাসের রচনা

নয়, অপরের লেখা। রঘুবংশ-মেঘদূত-কুমারসম্ভব পড়ার পরে নলোদয় পড়লে এ কথার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হবে। রাজশেখরের একটি শ্লোক থেকে জানা যায়, প্রাচীনকালে কালিদাস নামে অন্ততঃ তিনজন কবি ছিলেন—

'একোঽপি জীয়তে হন্ত কালিদাসো ন কেনচিৎ।
শৃঙ্গারে ললিতোদ্‌গারে কালিদাসত্রয়ী কিমু॥'

এঁদের মধ্যে একজন অবশ্যই বিশ্ববন্দিত কালিদাস, যিনি রঘুবংশ-মেঘদূত-কুমারসম্ভব-ঋতুসংহার নামে চারটি কাব্য ছাড়াও অভিজ্ঞানশকুন্তল-মালবিকাগ্নিমিত্র-বিক্রমোর্বশীয়—এই তিনখানি নাটক লিখে খ্যাতির চরম শিখরে উঠেছিলেন। অপর-দুজন কালিদাস শুধুই নামসর্বস্ব। এঁদেরই কেউ নলোদয় লিখে থাকবেন। এ বিষয়ে Winternitz-এর উক্তি প্রণিধানযোগ্য :—

'Another work that is frequently attributed to Kalidasa is Nalodaya; although on account of its style it could not have belonged to the great poet. We nowhere find in Kalidasa such artificial metres. such refined rhymes and such an ornate work of artistically developed perfect Kavya-style, as are presented by this poem.'

কেউ কেউ 'নলোদয়'কে দাক্ষিণাত্যের কবি বাসুদেবের রচনা বলে উল্লেখ করেছেন। বাসুদেব একুশটি গ্রন্থ রচনা করেন। তার মধ্যে যুধিষ্ঠিরবিজয় ও নলোদয় কাব্য দুটি সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। নবম শতাব্দী থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যে কোনো-এক সময়ে বাসুদেব কবি গ্রন্থগুলি রচনা করেছিলেন।

অনেকে আবার নলোদয়ের কবিরূপে রবিদেব বা রবিদাসের নাম উল্লেখ করেন। যাই হোক, 'নলোদয়' কালিদাসের কি না সে বিষয় বহু-বিতর্কিত।

অপ্রচলিত শব্দের ভারে ও যমক অলংকারের বাহুল্যে 'নলোদয়'-কাব্যের ভাষা হয়ে পড়েছে দুর্বোধ্য। প্রসিদ্ধ টীকা-ভাষ্য ব্যতিরেকে এর অর্থ বোঝা নিতান্তই কঠিন। অথচ তেমন টীকা-টিপ্পনী সুলভ নয়। কাজেই এ কাব্যের সাবলীল অনুবাদ করা এক দুরূহ ব্যাপার। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আক্ষরিক অনুবাদের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। তবে স্থলবিশেষে ভাবানুবাদের আশ্রয় নিতে হয়েছে। অনুবাদের জন্যে বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত 'কালিদাসের গ্রন্থাবলী'র পাঠ গ্রহণ করা হয়েছে।

বেচারাম ঘোষ-

নলোদয়

প্রথম সর্গ

রে হৃদয়! যিনি পাপরূপ অতি-গহন অরণ্যের দাবাগ্নিস্বরূপ, যিনি কন্দর্পকে পুত্ররূপে লাভ করেছেন, যিনি শত্রুসমূহের হাত থেকে সর্বদা ত্রিভুবন রক্ষা করছেন, সেই যদুকুলতিলক শ্রীকৃষ্ণ হতে বিচলিত হয়ো না ॥ ১ ॥

যিনি নররূপে গোপীর গর্ভে জন্ম নিয়েছিলেন, গোপনারীগণ যাঁকে চোখ দিয়ে পান করত, যিনি পৃথিবীকে পালন করেন, কংসের কাছ থেকে যিনি কেবল দ্বেষভাবই লাভ করেছিলেন এবং কালিয়নাগকে যিনি পরাভূত করেছিলেন, (সেই যদুপতিকে কখনও বিস্মৃত হয়ো না) ॥ ২ ॥

যিনি শত্রুদের মান-মর্যাদা বিনষ্ট করেছিলেন, যিনি নিক্ষেপ করায় শকটাসুর নিজের স্বরূপ প্রকাশ করেছিল, ভক্তিসহকারে প্রণাম করে যাঁর সংনামাবলী পাঠ করলে মানুষকে আর সংসারভাগী হতে হয় না, (সেই যদুনন্দনকে ভুলো না।) ॥ ৩ ॥

অলিকুল যেমন মদস্রাবী মাতঙ্গের কাছ থেকে মদবারি লাভ করে, তেমনি স্তুতি-নিন্দায় সমভাবে থেকে মানবকুল যাঁর কাছ থেকে কল্যাণ লাভ করে এবং নানা অত্যাচারে নিপীড়িত জগৎ যাঁর কৃপায় দৈত্যকুলের বিনাশরূপ হিতকর কার্য লাভ করে থাকে, (তুমি তাঁর থেকে বিচলিত হয়ো না) ॥ ৪ ॥

এক রাজা ছিলেন। তাঁর নামটি ছিল বড়োই সুন্দর। তিনি নীতিশাস্ত্রের যথাযথ প্রয়োগবিধি জানতেন। অতিবৃষ্টি প্রভৃতি ষড়্বিধ ঈতি[১] না থাকায় তাঁর রাজ্যে প্রজারা ভূমিজাত রত্নরাজি লাভ করে পরমসুখে বাস করত ॥ ৫ ॥

তিনি সেনারূপ নৌকার সাহায্যে শররূপ জল আলোড়িত করে শত্রুরূপ নদীসমূহ উত্তীর্ণ হতেন। তাঁর রাজ্যে কামাদি ব্যসনে আসক্ত হত না, আর বনভূমির বৃক্ষ-গুলিকে হস্তীর বন্ধনস্তম্ভরূপে ব্যবহার করা হত ॥ ৬ ॥

অপরাধ করলে পুত্রকেও তিনি হত্যা করতেন, তাঁর সম্পদে সাধুব্যক্তির অধিকার থাকত, অধীন রাজাদের কাছ থেকে কর আদায় করে তিনি ধনলক্ষ্মীর মহাসাগররূপে পরিণত হয়েছিলেন, আর তাঁর অসি-গদা প্রভৃতি অস্ত্রসমূহকে ঐ ধনসাগরের হিংস্র জলজন্তু বলে মনে হত ॥ ৭ ॥

তাঁর রাজ্যে অনেক সৎ ক্ষত্রিয় বাস করতেন। তাঁর গুণে আকৃষ্ট হয়ে দেবরাজ ইন্দ্র পৃথিবীর নিকটেই বিরাজ করতেন। এই কারণে অদিতি, চন্দ্র ও সূর্যের দ্বারা শোভমান স্বর্গের থেকে পৃথিবীর পার্থক্য খুব অল্পই ছিল। তাঁর প্রবল প্রতাপে শত্রুরাজাদের প্রাধান্য বিলুপ্ত হয়েছিল ॥ ৮ ॥

সেই রাজা খল-সেনা রাখতেন না এবং যাগযজ্ঞের জন্যে তিনি পৃথিবীতে বহু যজ্ঞবেদী নির্মাণ করেছিলেন। স্নেহপ্রবণ সহৃদয় ব্যক্তিদের কাছে নিবেদন করে আমি আজ সেই রাজার চরিত অবলম্বনে একখানি সুকাব্য রচনায় প্রয়াসী হয়েছে। এ কাব্যটি হবে আমার নানা-পাপরূপ সমুদ্র লঙ্ঘনের নৌকার মতো ॥ ৯ ॥

সূর্যের মতো তেজস্বী সেই রাজার গুণে দশদিক সুশোভিত ছিল। যুদ্ধের শেষে তাঁর জয়লাভের কোনো ব্যাঘাত ঘটত না। শত্রুসমূহ বিনাশ করে সেই রাজা নল নিজরাজ্য শাসন করতেন ॥ ১০ ॥

তিনি কন্দর্পতুল্য মূর্তি ধারণ করেছিলেন। তিনি সহস্র বৎসরের পরমায়ু লাভ করেছিলেন। রুদ্রকুমার কার্তিকেয়ের তুল্য দুর্জয় এবং আক্রোশকারী শত্রুশ্রেণীকেও তিনি পরাস্ত করতেন ॥ ১১ ॥

তিনি ছিলেন নানাবিধ অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ। সেই সেই বিদ্যায় পারদর্শী অন্য রাজারা তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ ছিলেন না। শত্রুর প্রতিও তাঁর চিত্তবৃত্তি দয়াপরবশ ছিল। নীতিমার্গ অবলম্বন করে তিনি যে ধন লাভ করতেন, রাজলক্ষ্মী তাঁকে তার থেকেও অনেক বেশি ধনৈশ্বর্য দান করেছিলেন ॥ ১২ ॥

ক্লেশস্বীকার করে শত্রুরাও যদি তাঁর শরণাপন্ন হত, তাহলে তিনি তাদেরও ধন রক্ষা করতেন। তাঁর কোনোরকম ছল বা কপটতা ছিল না। সুপ্রসিদ্ধ বীরসেন তাঁর পিতা ছিলেন ॥ ১৩ ॥

শত্রুকুল ধ্বংস করে পৃথিবীতে তিনি বিপুল যশ বিস্তার করেছিলেন। তাঁর চরিতকথা বড়োই সুন্দর। তাঁর তাড়নায় শত্রুপক্ষের হাতিগুলো মাটিতে দাঁত গুঁজে পড়ে থাকত ॥ ১৪ ॥

সেই নল সর্ববিধ ব্যসন নিবারণ করে মন্ত্রীদের পরামর্শ অনুসারে পৃথিবী পালন করতেন। শত্রুদের মধ্যে অতি প্রবল রাজারা নিজেদের অপরাধ দূর করে তাঁকে প্রণাম করতেন ॥ ১৫ ॥

বিদর্ভাধিপতি ভীমের এক কন্যা জন্মেছিলেন। ত্রিলোকে ঐ কন্যা মাননীয়া ছিলেন। প্রচুর ধনাগমের ফলে ভীমরাজা সম্মানের পাত্র ছিলেন; সেজন্যে তাঁর দম্ভ ছিল না। অধিক বলশালী শত্রুও তাঁর কাছে এসে ভয়ে পলায়ন করত ॥ ১৬ ॥

যাঁদের সমস্ত কার্যই পূজার্হ—সেই উমা, রমা ও রম্ভার সদৃশী এবং রম্ভাতরুতুল্য উরুদ্বয়শালিনী দময়ন্তী নিজ কান্তিতে কন্দর্পকে ধারণ করে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে লাগলেন ॥ ১৭ ॥

সেই দময়ন্তী ছিলেন নারীগণের মধ্যে রত্নস্বরূপা, আবার নলও ছিলেন মানব-কান্তির নিকেতন। তাঁর শত্রুসমূহ অন্নাভাবে কাতর হয়ে ও কোথাও রক্ষা না পেয়ে ক্লেশদায়ক মরুভূমিতে পলায়ন করেছিল ॥ ১৮ ॥

দময়ন্তী ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ নলকে কামনা করতেন, নলও দময়ন্তীকে কামনা করতেন। নল স্বীয় তেজঃপ্রভাবে বহু যুদ্ধ জয় করে যুদ্ধলক্ষ্মীকে লাভ করেছিলেন। দময়ন্তীও সৌন্দর্যে জগতের সমস্ত বধূগণকে জয় করেছিলেন ॥ ১৯ ॥

'সূর্যপ্রভাবিহীন মনোহর উদ্যানে গিয়ে আমি আজ আমার স্মরজনিত তাপ অপনোদন করব'—এই ভেবে নল রথে আরোহণ করে সেই উদ্যানে গমন করলেন ॥ ২০ ॥

আশ্চর্য! শত্রুহন্তা কামতাপসন্তপ্ত সেই নল হিতসাধনে সমাগত কতকগুলি পাখিকে দেখতে পেলেন। সেগুলি তাঁর সন্তোষ উৎপাদন করল। তাই তিনি সস্নেহে তাদের কাছে গেলেন ॥ ২১ ॥

সারসতুল্যশব্দকারী সেই বিহঙ্গসমূহ তাঁকে তারস্বরে বলল—"হে হিংসারহিত নরপতি! তুমি আমাদের পীড়া দিও না। তুমি তোমার শ্রেষ্ঠত্বের অনুরূপ প্রতিদান পাবে ॥ ২২ ॥

হে নল! তুমি কন্দর্পের চেয়েও সুন্দর। ভৈমীর কাছে আমরা তোমার প্রশংসা

করব। তার ফলে সে তোমাতে আসক্তা হয়ে তোমার ক্রোড়ে বিরাজ করুক। তুমিও তার কাছে গিয়ে ক্রীড়া করো" ॥ ২৩ ॥

দময়ন্তী ছিলেন যেন দৈত্যশিল্পী ময়দানবের উৎকৃষ্ট মায়া দিয়ে তৈরি। তিনি সখীদের সঙ্গে বেড়াচ্ছিলেন। সেই সময়ে হাঁসগুলি তাঁর কাছে গিয়ে এই কথাগুলি বলল ॥ ২৪ ॥

"হে ভৈমী! তুমি যদি সেই চন্দ্রবদন, শত্রুকুলের আশাচ্ছেদকারী ও কুমারী নারীগণের বাঞ্ছনীয় নলের ভার্যা হও, তাহলে তুমি লক্ষ্মীর মতো শোভিতা হবে।" ॥ ২৫ ॥

হাঁসগুলি একথা বলার পর আনন্দ ও প্রেমরসে উচ্ছলিতা ভৈমী স্মরের প্রভাবে শোভিতা হলেন না—এমন নয়। তিনি হংসগুলিকে আবার নলের আলয়ে পাঠিয়ে দিলেন ॥ ২৬ ॥

সেই হাঁসগুলি দেবতাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তারা ঐশ্বর্যনিধি নলের কাছে পুনরায় এসে ভৈমীর নানা প্রকার প্রশংসা করল ॥ ২৭ ॥

হাঁসগুলো এভাবে ভৈমীর প্রশংসা করলে নল বিরহাতুরা ভৈমীর বশীভূত হয়ে পড়লেন। ভৈমীর প্রতি একান্ত অনুরাগ জন্মাবার ফলে তিনি অধীর হয়ে উঠলেন। এদিকে দময়ন্তীও নলের গুণসমূহ চিন্তা করতে করতে বিরহশয্যায় আশ্রয় নিলেন ॥ ২৮ ॥

তারপর পর্বত ও সমুদ্রযুক্তা পৃথিবীর অলংকারভূতা উদ্‌গতযৌবনা, স্তনোদ্ভেদাদিবিশিষ্টা ও বরের প্রতি অনুরাগদৃষ্টা স্বীয় কন্যারত্নের কামজ ক্লেশ দর্শন করে নৃপতি ভীম যথাবিধি স্বয়ংবর-সভার অনুষ্ঠান করলেন। সেই রাজার দেহ কন্দর্পের চেয়েও সুন্দর ছিল। প্রধান প্রধান নৃপতিদের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ ছিলেন। জরাজনিত দেহভাব না থাকায় তিনি যুবার মতো শোভা পেতেন ॥ ২৯-৩০ ॥

সসৈন্যে বহু ভূপতি সহাস্যবদনে সেই স্বয়ংবর-সভায় উপস্থিত হলেন। তাঁরা মাথায় যে সব মালা ধারণ করেছিলেন, সেগুলি ভ্রমরশোভিত ছিল না, এমন নয় ॥ ৩১ ॥

সমরে শত্রুবিনাশকারী, দেবসেনাধিপতি দেবরাজ ইন্দ্রও স্বয়ংবরসভায় যাত্রা করলেন, তখন স্বর্গবাসী দেববৃন্দের সেনারাও শ্রম স্বীকার করে সেই বিদর্ভরাজভূমিতে উপস্থিত হল। তারা সর্বদাই অনন্দে মেতে রইল ॥ ৩২ ॥

অনন্তর আজানুলম্বিতবাহু নল অন্য উৎসবের শোভাপহারী সেই মহোৎসবে উপস্থিত হলেন। তখন উৎকৃষ্ট কিরণমালাসম্পন্ন সূর্যের দ্বারা দিবাভাগ যেমন শোভা পায়, তেমনি নলের আগমনে সেই পরমোৎকৃষ্ট স্বয়ম্বরপুরী শোভা পেতে লাগল ॥ ৩৩ ॥

যাঁরা শত্রুদের প্রতি প্রদীপ্ত নালীকা নামক অস্ত্র নিক্ষেপ করেন, যাঁদের মুখকান্তি কমলতুল্য, যাঁরা কপটতাদিপরিশূন্য, নলের দেহকান্তি সেইসব রাজা ও দেববৃন্দকে উপহাস করত না কি? ॥ ৩৪ ॥

স্বীয় যশোরক্ষক, শত্রুগণের যশোনাশক, অসিদ্বারা শত্রুবিনাশী চন্দ্রানন নলকে দেখে দেবগণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে জড়ের মতো হয়ে পড়লেন ॥ ৩৫ ॥

যিনি অন্যের অপরাজেয় অরিগণের অনলস্বরূপ, অলংকারশূন্য হলেও যাঁকে দেবতারা সৌন্দর্যে পরাজিত করতে পারতেন না, সেই নলকে ইন্দ্র বললেন— ॥ ৩৬ ॥

"হে নল! যার গুণাবলী আমাদের পরিশ্রমের কারণ, সেই শ্রেষ্ঠতমা ভৈমীর কাছে গিয়ে তুমি আমাদের কামতাপের কথা বলো। সেখানে দ্বারপাল প্রভৃতি কেউই তোমাকে দেখতে পাবে না, কেননা, তুমি আমাদের মায়ায় প্রচ্ছন্ন থাকবে" ॥ ৩৭ ॥

সুরপ্রবর ইন্দ্র এই কথা বলার পর বিবেকসম্পন্ন নল মস্তকে অঞ্জলিবন্ধন করে দময়ন্তীর কাছে গেলেন। রাজা নল সেখানে উপস্থিত হলে কোন্ রমণী আর ধৈর্য ধারণ করতে পারে ॥ ৩৮ ॥

"হে ভৈমি! ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, বায়ু ও যম এই দেবতাদের দূত আমি? আমার নাম নল। ঐ দেবগণ ঐশ্বর্যশালী, নীতিজ্ঞ ও সম্মানভাজন। এঁরা তোমাকে কামনা করেন। স্বয়ংবরসভায় এঁরা উপস্থিত আছেন—জানবে ॥ ৩৯ ॥

হে অপ্সরাসদৃশে! দেহধারী জীবগণের প্রভু এই দেবগণ কামতাপজনিত দুঃখে নিমগ্ন। তাই তুমি দেবগণের কাছে অভিসার করো এবং বরমাল্য প্রদান করো। আর অমৃতাদিসম্পন্ন স্বর্গসুখ লাভ করো" ॥ ৪০ ॥

দেবগণ কামাতুর হয়ে নলের মুখে স্তুতিবাক্য পাঠালেও নলের প্রতি আসক্তা ভৈমী দেবগণের প্রতি অনুরাগিণী হলেন না, মৃণাললোভী হংসগণ যেমন মরুভূমিজাত পদার্থে উৎসুক হয় না, তেমনি ॥ ৪১ ॥

আয়তস্তনা ভৈমী নিজভবনে নলকে দেখে কামাতুরা হয়ে পড়লেন। তিনি বিশেষভাবে শোভা পেতে লাগলেন। তিনি যে দেবগণের জায়া হবেন না—তা নিষধরাজ নলকে বলে দিলেন ॥ ৪২ ॥

তূর্যনিনাদ বিঘোষিত হলে পর যাঁর আনন্দবর্ধনের জন্যে নিজে দময়ন্তীর কাছে গিয়েছিলেন, সেই দেবশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রের চরণে প্রণাম করে নল দময়ন্তীর মনের কথা বললেন ॥ ৪৩ ॥

তারপর সেই রাজারা মধুর সঙ্গীত শ্রবণ করতে করতে ভ্রমর-গুঞ্জনে মুখর স্বয়ম্বরসভার মঞ্চে নিজ নিজ আসনে উপবেশন করলেন। সেই মৃগাক্ষী দময়ন্তীও নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হলেন ॥ ৪৪ ॥

তারপর সূতগণ স্বয়ম্বরসভায় উপস্থিত সেইসব নৃপতি ও মাননীয় দেবগণের নামপরিচয় প্রদান করলে প্রজাবৃন্দ তাঁদের নমস্কার জানালো ॥ ৪৫ ॥

সেই সভায় দময়ন্তী অগ্নিসমান দেদীপ্যমান, স্ফূর্তিমান্ এবং নলতুল্য দেহধারী কয়েকজন পুরুষকে দেখতে পেলেন না কি? তাঁদের মধ্যে কোনো ভেদ ছিল না ॥ ৪৬ ॥

(তখন দময়ন্তী মনে মনে বললেন—) 'আমি যদি সতী হই, কখনও মিথ্যে না বলে থাকি, যদি দীন হয়েও নিয়ত ন্যায় ও ধর্মপথে চলে থাকি, আর যদি দান ও ধর্মের আচরণ করে থাকি, তবে অশ্বিনীকুমারদ্বয় অপেক্ষাও অধিকতর সুন্দরকান্তি নল আমার জ্ঞানের বিষয় হোন ॥ ৪৭ ॥

আর যদি আমি অন্য পুরুষের প্রতি আসক্তা না হয়ে শুধুমাত্র নরেশ্বর নলে নিজেকে সমর্পণ করে থাকি, তাহলে এই দেবসভারূপ বনের মাতঙ্গস্বরূপ নলদেহের কান্তি আমাকে রক্ষা করুক' ॥ ৪৮ ॥

এভাবে স্থিরচিত্তে শুভ্রবসনা সেই রমণী জানতে পারলেন—যাঁরা ভূমিস্পর্শ করেননি, তাঁরাই দেবতা; আর যিনি পদতল দিয়ে ভূমিস্পর্শ করে আছেন, তিনিই

সাধুগণের রক্ষক, তাঁর পতি নল ॥ ৪৯ ॥

যাঁর দেহে বাল্যভাবহেতু অবসাদ ছিল, সেই দময়ন্তী দেবগণের প্রার্থিতা হয়েও ভ্রমরতুল্য চঞ্চল দৃষ্টিপাতের মাধ্যমে নলের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করে তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন এবং প্রীতিরসে আপ্লুতা হয়ে সখীদের সঙ্গে নিয়ে নলকে বরণ করলেন ॥ ৫০ ॥

সেই দময়ন্তী আপন তেজে উমা ছিলেন না—এমন নয়। সেই চন্দ্রবদনা নলকে বরণ করলে নল অধিকতর শোভা পেতে লাগলেন। সজ্জনগণের মধ্যে প্রভূত সম্মান থাকায় রুদ্রসম নল ধরাতলে অধিক গুণশালী হয়ে উঠলেন ॥ ৫১ ॥

তখন দেবশ্রেষ্ঠগণ উৎকৃষ্ট-কান্তিমান, অতিশয়প্রভাবশালী ও বিপুল ঐশ্বর্যবান্ নলের চিত্ত মদদম্ভবর্জিত জেনে তাঁকে বর প্রদান করে তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করলেন ॥ ৫২ ॥

অতি মহিমান্বিত ও শত্রুর কপটতাবিনাশী নল প্রিয়াকে নিয়ে লক্ষ্মীর আবাসভূমি নিজ নগরীতে উপস্থিত হলেন। সেখানে নানা সম্পদ তাঁকে আশ্রয় করল, কারণ তিনি ছিলেন ক্ষমাপরায়ণ ॥ ৫৩ ॥

সেই নগরীতে চাঁদের মতো নির্মল হাস্যে সমুচ্ছল ও উৎসবপ্রমত্ত প্রজারা অতিস্বচ্ছ সুরা পান করে আনন্দমুখর হয়ে উঠল। সুরার প্রভাবে তারা ইতস্ততঃ ভ্রমণ করতে লাগল এবং দেবযাগ আরম্ভ করল ॥ ৫৪ ॥

॥ প্রথম সর্গ সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × × দ্বিতীয় সর্গ × × × × × × × × × × × × ×

তারপর শত্রুর গর্বখর্বকারী কমনীয়াকৃতি নল নিষধনগরীর প্রাসাদমধ্যে পরমা সুন্দরী দময়ন্তীকে নিয়ে নিভৃতে নানাপ্রকার রতিক্রীড়া আরম্ভ করলেন ॥ ১ ॥

শৌর্যের সাগরতুল্য নল (দময়ন্তীর সান্নিধ্যে) যেমন কান্তিমান হয়ে উঠলেন, দময়ন্তীও প্রেমরসে আর্দ্রচিত্ত হয়ে তেমনি শোভা লাভ করলেন। সেই সময়ে সারসের কলরবে ও ঋতুজাত পুষ্পে সজ্জিত হয়ে বসন্ত ঋতুর আবির্ভাব ঘটল ॥ ২ ॥

চন্দ্রের কিরণস্পর্শে লজ্জা পেয়েই যেন নলিনী দিক্‌প্রান্তে বিলীন হয়েছিল। দিনপতি যে কর দিয়ে শালিধান্যমঞ্জরীর অগ্রভাগের কান্তি হরণ করেন, সেই কর দিয়ে নলিনীকে প্রস্ফুটিত করলেন।[১] আর তখন ভ্রমরের মধুপানের আশা প্রবল হয়ে উঠল ॥ ৩ ॥

তখন সারসের ক্রেঙ্কারে পৃথিবী মুখর হয়ে উঠল এবং কুরবকতরুতে অঙ্কুরোদ্‌গম দেখা দিল। পঙ্কহীন নির্মল জলে কমলসমূহ সুশোভিত হয়ে কাকে না মুগ্ধ করেছিল? ॥ ৪ ॥

সূর্যের অতিপ্রচণ্ড তেজ্ প্রবল হিমের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। মদনদেব সর্বত্র শররূপ সর্পকে নিক্ষেপ করলেন। অভিমানী নল কামশরের বশীভূত হয়ে উৎসবমুখর নিজগৃহে প্রবেশ করলেন ॥ ৫ ॥

সেই সময়ে কামদেবের সূচিরূপে চম্পকমুকুল উদ্‌গত হল। তাতে জগতের বিরহব্যথা এমনিভাবে সূচিত হতে লাগল যে, সেই ব্যথায় কত বিরহী দম্পতীর প্রাণবিয়োগ ঘটল ॥ ৬ ॥

পলাশবৃক্ষের মাথায় অল্পই পাতা ছিল। অথচ ঐ বৃক্ষে প্রচুর ফুল ফুটেছিল। ঐ ফুলগুলোকে প্রবাসী বিরহীদের রক্তমাখা মাংস বলে মনে হতে লাগল। ঐ মাংস নীচাশয় চপলস্বভাব মদনরূপ রাক্ষসেরই খাদ্য হবার যোগ্য ॥ ৭ ॥

ঋতুরাজ বসন্তের মনমাতানো কান্তি দেখে প্রণয়ীদের মনে আদিরসের উদ্দীপক বিভাব প্রভৃতির উন্মেষ ঘটল। বসন্তের রাত্রি মাতঙ্গের মতো শোভা পেতে লাগল, আর চন্দ্রের কলাকে মনে হল ঐ মাতঙ্গের দাঁত। ঐ দাঁত দিয়ে রাত্রিরূপ মাতঙ্গ পত্নী-বিরহিত ব্যক্তিদের মনে নিদারুণ বেদনা দিতে লাগল ॥ ৮ ॥

এই বসন্তকালে চারদিকে অশোকমঞ্জরীতে ভ্রমরের গুঞ্জন আর হুংকার শোনা যায়। এই সময়ে যে-পুরুষ ললনাদের মনে শোকতরঙ্গ তুলে নিজের কামমত্ততা বিনাশ করে, কামদেব ভ্রমরের হুংকারশব্দের মধ্যে দিয়ে সেই পুরুষের সকল আশা বিধ্বস্ত করেন ॥ ৯ ॥

চারদিকে শুধু সুদর্শন সারসের মেলা। পৃথিবী কামদেবের যুদ্ধের রঙ্গভূমি হয়ে উঠল। আর এভাবেই পরম প্রতাপশালী কামদেব বিরহীদের জয় করলেন ॥ ১০ ॥

এই সময়ে বসন্তের প্রভাবে মানুষের মন চঞ্চল হয়। রমণীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তখন কোন্ পুরুষ মৃত্যু কামনা না করে? এই কারণে কামিনীরা পুরুষের প্রার্থনা অস্বীকার না করে নানারকম মধু পান করে ॥ ১১ ॥

যে যে কথায় কামিনীদের হৃদয়ে মাদকতা বাড়ানো যায়, কুহুস্বরে বিশেষ ভঙ্গিমায় সেই সেই কথা বলে কোকিলও যেন ক্রোধভরে বিরহিণীদের ভর্ৎসনা করতে লাগল ॥ ১২ ॥

চন্দ্র অপরূপ শোভা ধারণ করলেন। সহকারতরুতে কোকিলের মধুর আলাপ বেড়ে উঠল। ময়ূর কি নাচ আরম্ভ করল না? কিংবা সুমধুর কেকারব করতে লাগল না? ॥ ১৩ ॥

এই বসন্তকালে সহকারতরুগুলি মঞ্জরীতে ভরে ওঠে। এমন সময়ে কোন্ পুরুষ দুঃসহ বিরহ সহ্য করেতে পারে?[২] আর এমন কোন্ রমণী আছে, যে প্রিয়তমের সঙ্গে শেষে হ-কার-যুক্ত ক-ল-পদ (অর্থাৎ কলহ) বিস্মৃত না হয়[৩]? ॥ ১৪ ॥

কামদেবের দৌত্যভার নিয়েই যেন ভ্রমরের দল অনুরাগভরে ফুলের মধু পান করে ভীষণভাবে মেতে উঠল, আর বৃক্ষ থেকে বৃক্ষান্তরে ছোটাছুটি করতে করতে মধুর সুরে গান আরম্ভ করে দিল। তাদের সেই গুন্‌গুন্ গানে ঋতুরাজের শোভা আরও বেড়ে গেল ॥ ১৫ ॥

বসন্তের নির্মল আকাশে ভ্রমরের দল মদভরে বিচরণ করতে লাগল। তা দেখে কামুকেরা ভুল করে ভাবল, বুঝি-বা কৃষ্ণবর্ণ মেঘমালা গগনতলে উড়ে বেড়াচ্ছে। সেই ভেবে তারা বিরহে কাতর হয়ে অভিমানী 'মনের মানুষের' সঙ্গ লাভ করল না কি? ॥ ১৬ ॥

এই সময়ে যে-পুরুষ ঘর ছেড়ে চলে যায়, নিতান্ত অজ্ঞান সেই বিবেকবিহীন মানুষ হৃদয়ে অসমাপ্ত রতিভাব নিয়ে কামজনিত নানা অসাধু পীড়া লাভ করে ॥ ১৭ ॥

নীতিজ্ঞানহীনা যে-নারী ক্রোধভরে নতুন মালা গাঁথার ছলে প্রিয়তমের কাছে না যায়, অচিরেই সে প্রিয়তমের অভাবে অনুতাপ ভোগ করে ও মূক হয়ে পড়ে। হায়, কী কষ্ট! ॥ ১৮ ॥

হে পর্বতজাত তরুবর। কুসুমরূপ নয়ন তোমার, আর দুঃসহ রোগরহিত তুমি। আকাশের বিবর পর্যন্ত উঠে গিয়ে কী উচ্চতাই লাভ করেছ। তাই আমার কান্তকে দেখে বোলো—আমি যেন এই বসন্তকালে রমার মতো তাঁর সঙ্গে শীঘ্রই বিহার করতে পারি ॥ ১৯ ॥

এই কথা বলে, পতিসমাগমরহিতা পরমাসুন্দরী রমণী ঐ গিরিতরুর আশ্রয় নিল। কিন্তু ঐ বৃক্ষের কাছ থেকে কোনো প্রত্যুত্তর পেল না। তখন সে কামরূপ কৃষ্ণসর্পের বিষে জর্জরিত হতে লাগল ॥ ২০ ॥

যে-বসন্তঋতুকে আগত দেখে অলিকুল নিজেদের কত-কী প্রার্থনা জানিয়ে যেন মধুররবে গুঞ্জন করে, সেই সময়ে হৃদয়মধ্যে সতত বিরাজমান মদনের কুসুমশর কোন্ রমণীই বা সহ্য করতে পারে ? ॥ ২১ ॥

অনন্তর সেই নল নিজে অরিরহিত হলেও মদনাক্রান্ত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে মন্দারতরু-শোভিত মনোহর উদ্যানে পত্নীর সঙ্গে গমন করলেন ॥ ২২ ॥

পতির গুণের সমান অধিকারিণী ভীমনন্দিনী চন্দ্রবদন ও পরম মাননীয় সেই নলের অনুগামিনী হয়ে নন্দনকাননতুল্য বনে গিয়ে আনন্দিত হলেন ॥ ২৩ ॥

এখানে 'মনোহর ঐ দৃষ্টি একবার নিক্ষেপ করো'—প্রিয়তমের এই কথায় অন্যান্য রমণীদের বলয়ে কম্পন দেখা দিল। তাঁরা প্রত্যেকেই পৃথক্‌ভাবে নানা আরাম উপভোগ করলেন। তাঁদের উদরে মনোহর বলিরেখা শোভা পাচ্ছিল ॥ ২৪ ॥

সেই রমণীদের মধ্যে কেউ অভিমানিনী হয়ে, নবকুসুমভারে আনত বৃক্ষশোভিত বনভূমির কোথাও গিয়ে লুকোতে চাইলেন না। কারণ, তৎক্ষণাৎ সেই পুরুষ সুন্দর পুষ্পের মালা উপহার দিয়ে নিজের অপরাধ দূর করে ঐ মানিনীর মানভঙ্গ করতেন ॥ ২৫ ॥

(নায়ক-প্রেরিত কোনো দূতী মানিনীকে বলল—) "হে মনোহরতনুসৌন্দর্য-ধারিণী সখী। তোমার অল্পমাত্র রোষও তাঁর ক্লেশ উৎপাদন করে, আর তাঁর যৌবনমধুর মুখ শুকিয়ে যায়। তখন তিনি তোমার পদপ্রান্তে পড়ে তোমার স্তুতি করতে করতে মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করেন না—এমন নয় ॥ ২৬ ॥

তাছাড়া, যে-বসন্ত তরুলতাকে কুসুমভারে পরিপূর্ণ করেছে, সেই বসন্তের নবীনতা অস্তমিত হয়ে পড়ছে না কি ? তাই এই সময়ে তুমি এমন অনির্বচনীয় সুখ উপভোগ করো। এই বসন্তের সেই পরম সৌন্দর্য আর পূর্বের মতো রমণীয় রূপে ফিরে আসবে না[৪] ॥ ২৭ ॥

এইভাবে দূতীর অনুরোধে সেই রমণী নিজ বল্লভের কাছে গেল। আর সেই প্রিয়তমও ললাটে-পতিত কুন্তলদামে শ্যামমুখী প্রিয়ার সঙ্গে নানা আমোদ-প্রমোদ আরম্ভ করল ॥ ২৮ ॥

কোনো রসিক নায়ক বলল—"হে সুন্দরী। এই শোভাসমৃদ্ধিসম্পন্ন, পুষ্পগুচ্ছ-সমন্বিত, বকপঙ্ক্তিবর্জিত সরোবরতট কত মনোরম। এখানে তোমার মান কেন ?" এইভাবে অনেক স্তবস্তুতি করে ঐ নায়ক নায়িকাকে কুঞ্জমধ্যে নিয়ে গেল ॥ ২৯ ॥

অন্য-এক সুন্দরী লোহিত-পরাগে রক্তবর্ণ এক বৃক্ষের সম্মুখে দাঁড়িয়ে নিজের হাস্যচ্ছটায় ঐ রেণুলোহিত বৃক্ষকে শ্বেতবর্ণ করে তুলল। ফলে, কুসুমচয়নের বাসনায় সেখানে দাঁড়িয়েও সে আর কুসুম দেখতে পেল না ॥ ৩০ ॥

আর এক ষোড়শী একটি পল্লবিত বৃক্ষের শোভাদর্শনে আত্মহারা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বৃক্ষমূলে দাঁড়িয়ে ঐ তন্বী তখন এক লতার মতো শোভা পাচ্ছিল ॥ ৩১ ॥

কোনো নায়িকা লতাবলয়মধ্যবর্তিনী সখীদের মধ্যে যখন লুকোল, তখন তার বল্লভ ঐ সখীদের কলহাস্য ও ভ্রমরের গুঞ্জনের মধ্যে থেকে প্রণয়িনীকে খুঁজে বার করল ॥ ৩২ ॥

কোনো রমণীর নয়নে বৃক্ষের পুষ্পপরাগ পড়ায় তার সেই নয়ন কলুষিত হল, তখন সে নেত্রগত পরাগ বার করাবার সুখের প্রার্থনায় নিজ বল্লভের কাছে গিয়ে দাঁড়াল, আর প্রিয়তমের দিকে ভঙ্গিমা-সহকারে মুখ বাড়িয়ে দিয়ে সে তার প্রিয়তমের মনোহরণ করল না—এমন নয় ॥ ৩৩ ॥

কোনো কামী নিজের প্রিয়তমার কাছে অপরাধী হওয়া সত্ত্বেও নানা ছল ও কপট চাটুবাক্যে সেই অপরাধের অপনয়ন করতে লাগল। সরল-হৃদয়া সেই রমণী প্রাণতুল্য প্রিয়তমের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করল না ॥ ৩৪ ॥

অন্য-কোনো পুরুষ অভিমানিনী প্রিয়ার কাছে নানাবিধ পক্ষিসমাকুল উপবনের এমনই উচ্চ প্রশংসা করল যে ঐ মানিনীর মনে বিস্ময়রসের উদ্রেক ঘটায় চতুর ঐ নায়ক নিজের অপরাধ ক্ষালন করে নিল ॥ ৩৫ ॥

অপর একজন কামুক প্রাণসমা, অভিমানিনী কান্তার পদাঘাত আপনার আনত মস্তকে ধারণ করল ॥ ৩৬ ॥

নিজেদের সুরম্য ভবন ত্যাগ করে বিলাসিনীরা আমোদ-প্রমোদের জন্যে স্ব স্ব কান্তকে নিয়ে সুগন্ধি ও শীতল মলয়পবনসংস্পর্শে মনোরম উদ্যানবাটিকায় গমন করল ॥ ৩৭ ॥

তখন কামিজনেরা সেই মনোহর উদ্যানমধ্যবর্তিনী রমণীদের সঙ্গে যথোক্তরূপে বিহার করে নিকটবর্তী পদ্মশোভিত সরোবরে গমন করল ॥ ৩৮ ॥

তখন রসিক ও সরলমতি মহারাজ নল 'হে অসীমগুণামৃতময়ী তুমি কি জলবিহারে ইচ্ছা কর?' এই কথা বলে দময়ন্তীকে নিয়ে সেই সরোবরে দ্রুত গমন করলেন ॥ ৩৯ ॥

পঙ্কবিহীন সেই সরোবরের অত্যুৎকৃষ্ট সৌন্দর্য এবং সরোবরস্থিত চক্রবাক, কুররী, হংসী ও সারসীসমূহ প্রতাপশালী সেই নলের মন হরণ করল ॥ ৪০ ॥

অতিকায় তিমিমাছ ইত্যাদি সেই সরোবরের জলে থাকলেও এবং স্বভাবভীরু কামিনীরা সেখানে এসে বিহারবাসনায় একান্ত চঞ্চল হলেও ঐ সব জলজন্তুর ভয়ে তারা নানারকম আশঙ্কা করতে লাগল যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গভরে ঈষৎ আন্দোলিত এই সরসীর জলে যদি একটু বিহার করা যায়, তাতে কীই বা ক্ষতি? ॥ ৪১ ॥

তখন অলিদল পরাগরঞ্জিত কমলসমূহ পরিত্যাগ করে সৌরভলোভে অনুরাগবশতঃ কামিনীদের মুখকমলে গিয়ে বসতে লাগল ॥ ৪২ ॥

তারপর কামানলসন্তপ্ত রমণীগণ কমলিনীসমূহকে স্নানাদির দ্বারা কম্পিত ও ভ্রমরীদের ভীত করে তুললে তারা সুমধুর রবে গুঞ্জন করতে করতে চারদিকে ছোটাছুটি আরম্ভ করল ॥ ৪৩ ॥

তখন সরোবর অতিশয় শোভার আধার হয়ে উঠল। তরঙ্গভরে কমলদল যখন কাঁপতে লাগল, তখন রমণীগণ সেই তরঙ্গমালাকে কুমীরের বিলোড়ন ভেবে অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়ল ॥ ৪৪ ॥

বহুক্ষণ জলবিহারের পর রমণীরা তীরে উঠল। সরোবরের সেই সুনির্মল জলে কলরবমুখর সারসেরা সশব্দে খেলা করছিল। ফলে সরোবরের সুনীল বক্ষ ফেনপুঞ্জে ভরে উঠল। তা দেখে মনে হচ্ছিল, যেন আকাশে রাশি রাশি নক্ষত্র শোভা পাচ্ছে॥ ৪৫॥

এরপর ত্রিবলীনম্র রমণীরা গাত্রসৌরভে অলিসমূহকে আকর্ষণ করতে করতে সূর্যদেবের অস্তাচলে যাবার সময়ে সূর্যপ্রভায় সমুদ্ভাসিত নিজ নিজ গৃহে গমন করল॥ ৪৬॥

"অয়ি প্রিয়ে! আমার দেহ কামবাণে জর্জরিত। তাই আমি কামবিনাশে মনস্থ করেছি। তুমি আমার রতি-অভিলাষ পূরণ করো।" —এই কথা বলে রাজা নল দময়ন্তীকে নানা চিত্রশোভিত কামোদ্দীপক ও আকাশচুম্বী এক প্রাসাদে নিয়ে গেলেন॥ ৪৭॥

সন্ধ্যারাগে সূর্য অরুণবর্ণ ধারণ করলেন। এখন কমল তাঁর গুণ- (অরুণিমা) গ্রহণে সমর্থ হল না। এখন সহস্রকিরণ যদি তাঁর কিরণজাল কমলের দিকে প্রসারিত করেন, তবে তিনি স্পষ্টতঃই তস্কর বলে প্রতিপন্ন হবেন॥ ৪৮॥

তখন রবির কিরণজাল যে যে স্থান থেকে অপসৃত হতে লাগল, সেই সেই স্থান মহান্ধকারে পরিব্যাপ্ত হল॥ ৪৯॥

এই সন্ধ্যাকালে রক্তবর্ণ রবিকর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল, বিহগকুল সুমধুর ধ্বনি করতে লাগল, মেষসমূহ দলে দলে আপন গৃহের দিকে চলতে লাগল, আর আকাশমণ্ডল নক্ষত্রসমূহে সুশোভিত হয়ে উঠল॥ ৫০॥

ধীরে ধীরে জলরাশি থেকে শশধর উদিত হলেন। মনে হল, যেন জগজ্জয়ী কন্দর্পের রজতকুম্ভ শোভা পাচ্ছে। চন্দ্ররাজের অভ্যুদয়ে আকাশ অপূর্ব শ্রী ধারণ করল॥ ৫১॥

সেই কৃষ্ণবর্ণ কলঙ্করূপ অলংকারধারী, বিরহী পথিকগণের যমস্বরূপ এবং প্রতিরাত্রে সমুদিত শশীকে কোন্ বিরহিণী দর্শন করতে পারে?॥ ৫২॥

তারপর হিমকণাবাহী ও কুমুদসমূহের প্রবোধনকারী নিশাকরের কিরণজাল সমগ্র জগৎকে উদ্ভাসিত করল॥ ৫৩॥

তখন যে যে উপায়ে অনুনয় করা দরকার, ঠিক সেভাবে নায়কেরা বধূদের অনুনয় করতে লাগল। আর সেই অনুনয়চাতুর্যে তারা কামিনীদের বশে আনতে সক্ষম হল॥ ৫৪॥

কামোন্মাদনা সহ্য করতে না পেরে সেইসব নায়ক সহাস্যবদনে ও হাবভাবে সুরাসুরের অমৃতপানের মতো করে একান্ত আদর-সহকারে সুরাপানে প্রবৃত্ত হল॥ ৫৫॥

সেই সেই রমণীরা সুরাপান করে কেউ বা নম্রা, কেউ বা অনম্রা হয়ে পড়ল। স্ত্রীলোকেরা মদনশোভায় সুশোভিত হলেও সুরাপানের ফলে তাঁদের সৌন্দর্য যেন আরও বেড়ে গেল॥ ৫৬॥

যা পান করলে অপরাধ বিস্মৃত হওয়া যায় এবং ভ্রমরেরা যা এইমাত্র পরিত্যাগ করেছে, সেই সুরাপান করে কামুকেরা বিস্তৃত শয্যাতলে আশ্রয় নিল॥ ৫৭॥

তারপর সেই রমণীকুল ও তাদের সহচর যুবকবৃন্দ মদন-মহোৎসবে অপূর্ব শ্রী লাভ করল। সসাগরা পৃথিবীতে ঐ সব রমণী গুণগরিমায় বিখ্যাত ছিল, আর লীলাবিলাস প্রভৃতিতেও তারা ছিল পারদর্শিনী॥ ৫৮॥

শৃঙ্গাররসে আর্দ্র চিত্ত নিয়ে নল দময়ন্তীর সঙ্গে বিহার আরম্ভ করলেন। সেই দময়ন্তী রূপে ও গুণে লক্ষ্মীকেও পরাজিত করেছিলেন, আর তিনি ছিলেন সরলহৃদয়া ও চিরানন্দময়ী ॥ ৫৯ ॥

সেই দময়ন্তী নিঃশঙ্কচিত্তে ও সরলহৃদয়ে তাঁর প্রিয়তম নলের মনোরথপূরণে কৃতার্থা হয়েছিলেন, আর তাঁকে পেয়ে নলেরও সব সাধ চরিতার্থ হয়েছিল। কামদেবের উৎপীড়নে ভীষণভাবে ব্যতিব্যস্ত হয়ে নল দময়ন্তীর অভিলাষ পূরণ করে অধিকতর শোভা পেতে লাগলেন ॥ ৬০ ॥

এইভাবে মহারাজ নল আনন্দ অনুভব করছিলেন। বাহুবলে তিনি রাজ্য থেকে বহু ধন লাভ করেছিলেন। নানাবিধ শুভকর্মের আশ্রয় ছিলেন তিনি। কিন্তু নানা কাপট্যের আধার কলির প্রভাবে তিনি বহুবিধ বিপদের শিকার হয়ে পড়লেন ॥ ৬১ ॥

বিশালবুদ্ধি মহারাজ নল স্বয়ংবরের পরে কুবেরের মতো ধনশালী হয়ে উৎসব সহকারে পৃথিবী রক্ষা করতে লাগলেন। তাঁর শোভাও বহুগুণে বৃদ্ধি পেতে লাগল ॥ ৬২ ॥

॥ দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × তৃতীয় সর্গ × × × × × × × × × × × ×

তারপর সেই সুশোভিত স্বয়ম্বরসভা থেকে মেঘধ্বনির ন্যায় কণ্ঠস্বরবিশিষ্ট দেবশ্রেষ্ঠগণ স্বর্গাভিমুখে যাত্রা করলেন। পথিমধ্যে সকল শুভকর্মের পরিপন্থী কলিকে দেখে তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন—'তুমি কোথায় যাচ্ছ ?' ॥ ১ ॥

কলি বললেন অতিশয় যশস্বিনী ভীমতনয়া দময়ন্তীকে লাভ করার জন্যে আমি এখন মর্ত্যলোকে চলেছি। শুনেছি, স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী দময়ন্তীরূপে ধরাতলে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁকে আমি ভীষণভাবে কামনা করি ॥ ২ ॥

কলির মুখে এ কথা শুনে দেবগণ বললেন—পার্বতীর চেয়েও বরেণ্যা, সরলস্বভাবা ও পরম সৌভাগ্যবতী সেই দময়ন্তী সচ্চরিত্র নলকে পতিত্বে বরণ করেছেন। তাই তুমি আর সেখানে যেও না ॥ ৩ ॥

উৎসবের মদ্য আস্বাদনকারী ও যজ্ঞাংশভাক্ এইসব দেবতাদের কাছ থেকে এই কথা শুনে মদান্ধ কলি নিজ স্বভাবদোষে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন ॥ ৪ ॥

কলি বললেন—যে রমণী অহংকারে প্রমত্ত হয়ে প্রবলতম দেবশ্রেষ্ঠগণকে দুর্বল জ্ঞান করে নলের প্রতি অনুরক্তা হয়েছে, নবলতার তরুর মতো সেই দময়ন্তী নলের সন্নিধানে না থাকুক[১] ॥ ৫ ॥

এইভাবে বলবান্ কলি অভিসম্পাত-বাক্য উচ্চারণ করলেন। তারপর নলের দেহে প্রবেশ করার জন্যে তাঁর ছিদ্রান্বেষণে প্রবৃত্ত হলেন। বনবিহাররত নলের ছিদ্র পেয়ে তিনি তাঁর দেহমধ্যে প্রবেশ করলেন ॥ ৬ ॥

কলি নলদেহে প্রবেশ করার পর তিনি নিজের ভাই পুষ্করের কাছে কপট পাশা-খেলায় পরাজিত হলেন। তখন নিরন্তর অশ্রুবর্ষণ করতে করতে তিনি ভার্যা দময়ন্তীকে নিয়ে নিজের সমৃদ্ধিশালিনী রাজধানী থেকে চলে গেলেন ॥ ৭ ॥

শত্রুরূপী ভ্রাতা (পুষ্কর) নলের প্রতি নানারকম কটুবাক্য প্রয়োগ করল। আর সে কী না অপহরণ করল ? তখন নল মনোহর ভূষণসমূহ ত্যাগ করে অনাহারে (বনে বনে) ভ্রমণ করতে লাগলেন ॥ ৮ ॥

কণ্টকাকীর্ণ পথে রোদন করতে করতে পদক্ষেপ করে নল যখন ভ্রমণ করছিলেন, তখন তিনি অন্যেরও শোকের কারণ হয়েছিলেন। কিন্তু ক্ষুৎপিপাসায় কাতর তাঁকে রক্ষা করার কেউই ছিল না ॥ ৯ ॥

নলের না ছিল রাজলক্ষ্মী, না ছিল রমণীয় বাসগৃহ। এদিকে যে পরিধেয় বস্ত্রটুকু ছিল, সেটিকেও (দময়ন্তীর) প্রার্থিত হংসগুলি হরণ করল। তিনি কিন্তু ক্ষমার তরণী দিয়ে নিজের ক্রোধসিন্ধু উত্তীর্ণ হলেন ও সবরকম মদ-মান দূরে নিক্ষেপ করলেন ॥ ১০ ॥

অধিক তাপে আমাদের মেদ গলে যেতে পারে—এই ভেবে একটিমাত্র বস্ত্রখণ্ড তাঁরা উভয়ে পরিধান করলেন। তারপর উভয়ে তরুবেষ্টিত ও অভিনব সানুদেশসমন্বিত পর্বতে বিচরণ করতে লাগলেন। এমন কষ্টেও তাঁদের মৃত্যু ঘটল না ॥ ১১ ॥

'বিপদে এটাই নীতি'—এই মনে করে তিনি দূরদৃষ্টগ্রস্তা, অসহায়া ও নিদ্রিতা দময়ন্তীর বস্ত্রাংশ ছিন্ন করে তাঁকে এই বনমধ্যে পরিত্যাগ করলেন ॥ ১২ ॥

শত্রুকুলের মান অপহরণকারী তিনি সেই কলির সংঘটিত নানা দুঃখদুর্দশায় বিধুর হয়ে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করতে লাগলেন। কারণ, নিজেদের ভাগ্যদোষ কোথায় না মহিমার সঙ্গে বিরাজ করে ? ॥ ১৩ ॥

তিনি দাবানলময় অরণ্যে প্রবেশ করলেন। সেখানে মৃগকুল ছোটাছুটি করতে করতে শ্রান্ত হয়ে কাতর শব্দ করছিল। বিহঙ্গকুল অত্যন্ত তাপে ব্যাকুল হয়ে মরতে লাগল। গাছেরা অগ্নিতাপে দগ্ধ হয়ে এক অতি ভীষণ আকার ধারণ করল ॥ ১৪ ॥

শোকভারে ব্যাকুল নল উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘুরতে ঘুরতে শুনতে পেলেন, কে যেন কেঁদে বলছে—'হে নল, এদিকে এসো।' তা শুনে সূর্যের মতো তেজস্বী নল 'হে অনাথ, তোমার কোনো ভয় নেই'—এ কথা বলতে বলতে নিজে তাড়াতাড়ি সামনের দিকে ছুটে গেলেন ॥ ১৫ ॥

করুণার একান্ত আশ্রয় সেই নল যেখানে প্রাণীটি ছিল, সেখানে খুব তাড়াতাড়ি গিয়ে বললেন—'বলো, তুমি কোথায় ? তোমার বিপদ বিনষ্ট হোক' ॥ ১৬ ॥

কাছে গিয়ে নল দেখলেন যে, এক জায়গায় কর্কোটক নাগ দাবাগ্নিতে দগ্ধ হচ্ছে। নিজের সামর্থ্যে দাহ-যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে সে জীবনের আশা ছেড়ে মুমূর্ষু অবস্থায় ছটফট করছে। নল তাকে ধরতে চাইলেন ॥ ১৭ ॥

হিতকারী নল সেই নাগকে ধরে কিছুটা দূরে নিক্ষেপ করলেন। সেই সময়ে ঐ নাগ তাঁকে দংশন করল। তার বিষে নলের দেহ বিরূপ আকার ধারণ করল। তখন সেই নাগ বলল—'তোমার আত্মা বেদনায় কাতর হবে না' ॥ ১৮ ॥

'আমার দেওয়া এই বস্ত্রখণ্ডটি গ্রহণ করো। এর ফলে তোমার দেহ কলির প্রভাব কাটিয়ে শীঘ্রই সকল বিপদ থেকে মুক্ত হবে। যাঁরা যশের আশ্রয় হন, তাঁরা গুণোদয়ের দ্বারা সর্ববিধ মঙ্গল লাভ করেন ॥ ১৯ ॥

'হে নিষ্পাপ নল! অভিমান ত্যাগ করে নিজের এই দেহ নিয়েই তুমি সর্বান্তঃকরণে ঋতুপর্ণের আশ্রয় গ্রহণ করো। মানুষের বিপদ কোথায় না হয়ে থাকে ?' ॥ ২০ ॥

'শান্তিলাভের জন্যে যাও, সুখলাভ করো'—এই কথা বলে সূর্যের মতো তেজস্বী সর্পরাজ অন্তর্হিত হল। উত্তম জনমণ্ডলীর মধ্যে সরল ও স্নিগ্ধ মিত্র কোথায় না থাকে ? ॥ ২১ ॥

সেই নল একটুও বিচলিত না হয়ে প্রীতিবশে সেই বস্ত্রটি গ্রহণ করলেন এবং রক্ষণাদিবিহীন ও মাংসাশী নানা হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ সেই অরণ্য থেকে বেরিয়ে ঋতুপর্ণের কাছে গেলেন না কি ? (অর্থাৎ ঋতুপর্ণের কাছে গেলেন) ॥ ২২ ॥

রাজা ঋতুপর্ণ সানন্দে নলকে সারথির কাজে নিযুক্ত করলেন। নল যখন রথে করে পথ অতিক্রম করতেন, তখন ঋতুপর্ণের অশ্বগুলি তারস্বরে হ্রেষারব করতে করতে অতি বেগে গমন করত ॥ ২৩ ॥

এদিকে নল যখন দময়ন্তীকে দুঃখসাগরে পরিত্যাগ করে গেলেন, তখন হঠাৎ দময়ন্তীর ঘুম ভাঙল। (নলকে দেখতে পেলেন না) সেই অবস্থায় তাঁর জীবনের সুখ চলে গেল। জীবনকে বিষাদময় বলে মনে হল ॥ ২৪ ॥

যিনি পূর্বে রাজপ্রাসাদ ও উপবনে থেকে পতির সঙ্গে পরম সুখে আনন্দরস উপভোগ করেছেন, সেই দময়ন্তী আজ রামবিরহিতা সীতার মতো এই বনে অবসাদে ও ভয়ে কাতর হয়ে পড়লেন ॥ ২৫ ॥

সেই বন ছিল নানাবিধ হিংস্রজন্তুতে পরিপূর্ণ, সাপ ও পাখিদের আবাসস্থল, তরুরাজিতে সমাচ্ছন্ন ও ভ্রমরজালে আবৃত। সেই ভীষণ বনে দময়ন্তী ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াতে লাগলেন ॥ ২৬ ॥

দ্রুতপদে যাওয়ার ফলে শ্যামলবেণী দুলিয়ে দুলিয়ে দময়ন্তী বিলাপ করতে লাগলেন—'হে রাজন্! তুমি খড়্গ প্রভৃতির সাহায্যে শত্রুদের নিধন করে বন্ধুদের রক্ষা করে থাক ॥ ২৭ ॥

'হে অনুপম! তুমি মনুপ্রণীত নানাবিধ ধর্মশাস্ত্রের মর্ম অবগত আছ। সেই-তুমি গহনবনচারিণী, নিরাশ্রয়া ও কুলমর্যাদাব্রতে দীক্ষিতা সহধর্মিণী আমাকে কেন পরিত্যাগ করলে ? ॥ ২৮ ॥

'আমি বেশ ভালো করেই জানি যে, এ পাপ তুমি নিজে কর নি, অপরের প্রভাবে এ কাজ করেছ। তোমাকে আমি জানি না—এমন তো নয়। কলির প্রভাবে এ কাজ করেছ বলে এই ঘোর বিপদে আমি তোমায় দোষ দিতে পারি না ॥ ২৯ ॥

'রে প্রাণ! যতক্ষণ তুমি এ দেহ ত্যাগ না করছ, ততক্ষণ তোমার হৃদয়বাসী তিনি অনলগত লৌহের মতো অন্তরের সন্তাপে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে অবস্থান করছেন না কি ? ॥ ৩০ ॥

'এই আত্মীয়বর্গ রাজ্যমধ্যে তোমাকে রাজ্যেশ্বররূপে পেয়ে কত সুখসৌভাগ্য লাভ করেছিল। হে কান্ত! হে শত্রুকুলে নিঃশঙ্কহৃদয়! হে সুস্মিতবদন! সেই-তুমি এই বনপ্রদেশ থেকে কোথায় চলে গেলে ? ॥ ৩১ ॥

(বিলাপরতা দময়ন্তী মৃগকে জিজ্ঞাসা করছেন)—'হে মৃগ! যাঁর যশোরাশি স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যস্থানেও ধরে না, যিনি বিদ্বেষপরায়ণ শত্রুর বক্ষোদেশ নিমেষে বিদীর্ণ করেন আমার সেই হৃদয়বল্লভ কি এই পর্বতের সানুদেশমধ্যে গমন করেছেন ?'—এই বলে দময়ন্তী কাঁদতে লাগলেন ॥ ৩২ ॥

'হে অশোক! নারীরা তোমার সম্মান করে তোমাকে দোহদ প্রদান করে থাকে।

আমি তোমাকে নমস্কার করছি, তুমি তা গ্রহণ করো ; আর তোমার সঙ্গে আমার যে অনন্ত প্রণয় জন্মাল, তা স্মরণ করে এই ব্যক্তিটিকে তোমার নামের সমান করো' ॥ ৩৩ ॥

অতিশয় রূপবতী ও উদারপ্রকৃতিসম্পন্না দময়ন্তী উন্নত দেবদারুর বনে এভাবে বিলাপ করে সবেগে ইতস্ততঃ ঘুরতে লাগলেন। তারপর রোদন করতে করতে এক মরুদেশে উপস্থিত হলেন, সেখানে না ছিল জল, না ছিল তৃণভূমি ॥ ৩৪ ॥

ভীমনন্দিনী দময়ন্তী সেই মরুপথ ধরে এক বনে এসে পৌঁছলেন। সেখানে নানাবিধ সর্প বিরাজ করছিল। ব্যাধ চারদিকে বিচরণ করছিল, আর মদনাক্লিষ্ট ও পরিশ্রান্ত মৃগদল শব্দ করতে করতে ইতস্ততঃ ছুটে বেড়াচ্ছিল ॥ ৩৫ ॥

সজলনয়নে উদ্বিগ্নমনে সুনয়না সুনাসা নারীশ্রেষ্ঠা সেই ভীমনন্দিনী কাঁদতে কাঁদতে এক অজগরের কাছে গিয়ে পড়লেন। সেই অজগর তাঁকে গ্রাস করল ॥ ৩৬ ॥

অনন্তর রিপুবল-বিনাশক তীক্ষ্নস্বভাব এক কিরাত দময়ন্তীর প্রাণ-বিনাশক ও অচিরেই প্রাণপরিত্যাগী সেই অজাগরের মুখে নিজের খড়্গের অগ্রভাগ প্রবেশ করিয়ে তাকে আক্রমণ করল। অজগরের সেই দশা দেখে সকলেই তাকে উপহাস করেছিল ॥ ৩৭ ॥

সেই কিরাত অতিশয় কামাতুর হয়ে নির্জন বনমধ্যে অসহায়া কৃশাঙ্গী দময়ন্তীকে কামনা করল। নির্জনে রমণীকে দেখে কোন্ কামান্ধ না কামনা করে ? ॥ ৩৮ ॥

'দেখ মানিনী ! এই দুর্গম বনে উপস্থিত হয়ে আমি অজগরকে মেরে তোমার প্রাণরক্ষা করেছি। অতএব তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। শরণাগত ব্যক্তি কোথায় না পূজিত হয় ? ॥ ৩৯ ॥

হে সুশোভন-চন্দ্রাননা ! তুমি আমাকে তোমার দাস বলে মনে করো'—কিরাতের এরকম দুর্বাক্য শুনে অত্যন্ত ক্রোধে চপলনয়না দময়ন্তী তাকে শাপ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই কিরাতের মেদ শাপানলে দগ্ধ হতে লাগল। তখন কি সে ভূতলে পড়ে গেল না ? ॥ ৪০ ॥

কামোন্মত্ত শবরকে দগ্ধ করে দময়ন্তী সু-উচ্চ বৃক্ষের দিকে ও পর্বত-কন্দরের দিকে চেয়ে দেখতে দেখতে অন্য-এক ভীষণ বনভূমিতে এসে উপস্থিত হলেন ॥ ৪১ ॥

জলবিরহিত দাবানলপরিশূন্য পর্বতসঙ্কুল বনে পদব্রজে ভ্রমণ করতে করতে দময়ন্তী বিলাপ করতে লাগলেন—'হে ক্লেশবহুল, হে অনন্তদুঃখের আকর, সখা অন্তঃকরণ ! এখন তুমি সত্বর মৃত্যুকেই বরণ করো' ॥ ৪২ ॥

'হে বৃক ! তুমি ক্রোধের সঙ্গে আমাকে আক্রমণ করো। চলে যেও না। তোমার পত্নী বৃকী তোমার সঙ্গে থেকে সুশোভিতা হোক। অশুভদৈবসম্পন্ন নিষ্করুণ প্রাণবল্লভ ব্যতিরেকে আমার কী-ই বা সুখ ? ॥ ৪৩ ॥

'হে রাক্ষস ! তুমি মেদ দিয়ে দেহ আচ্ছাদন করেছ। হে মৃত্যুহীন ! তুমি এত ক্ষুধার্ত, তাই আর বসে থেকো না, আমায় ভক্ষণ করো। এই ব্যক্তির দুঃখ দূর করো। হে করুণার্দ্রহৃদয় ! দুঃখিনীকে দয়া করো। হে উদারদর্শন ! আমি তোমাকে শরীর দান করছি ॥ ৪৪ ॥

"হে লক্ষ্মীপ্রদ ব্রহ্মা ! আমার বিপদকে মকরালয় সমুদ্রের মতো জেনো। হে দেবগণের হিতকারী হরি ! এই মহাদুঃখকর ভয়ের সময়ে আমাকে আশ্বাস-বচন দিয়ে আশ্বস্ত করে রক্ষা করো ॥ ৪৫ ॥

"হে নিষধেশ্বর! তোমার শত্রু (পুষ্কর) নির্ভয়হৃদয়ে অচলা লক্ষ্মীর সঙ্গে কত সুখসমৃদ্ধি ভোগ করছে। আর তুমি সব বাসনা পরিহার করে এত তাড়াতাড়ি আমার সঙ্গে বিপদগ্রস্ত হয়েছ! হায়! কবেই বা আমি শাশ্বত সুখ লাভ করব॥ ৪৬॥

"হে নিষধপতি! তুমি তরুণ মানবগণের গর্ব খর্ব করে থাক। জীবনহরণে তোমার অল্পমাত্র ইচ্ছা দেখে দুর্নীতিপরায়ণ শত্রু দূরে থেকে পলায়ন করে। এই রকম তুমি একবার চরম কোপবহ্নি প্রকাশ করো'॥ ৪৭॥

'হে নীতিজ্ঞ, সম্মানার্হ, সংযমী! হে শুভকারী! তুমি যে-দেশে গিয়েই বাস কর, সেখানকার বিপদগামী দুর্নীতিপরায়ণ শত্রুগণকে তুমি বিনাশ করে থাক॥ ৪৮॥

"হে হিতপ্রদ! নীতিভ্রষ্ট শত্রুগণের উন্মত্ত হস্তিসমূহের কবলে পড়েও যেন তোমার বিপদ না ঘটে। তোমার উপকারী হিতৈষীরা যেখানে আছেন, সেই নিজ-নগরীতে তুমি ফিরে এসো।" এই বলে নীতিপরায়ণা রাজেন্দ্রকন্যা বার বার বিলাপ করতে লাগলেন॥ ৪৯॥

বিরহিবধূরা ও নিরপরাধা সেই কৃশাঙ্গী দময়ন্তী একজায়গায় সমৃদ্ধিশালী একদল বণিক্‌কে রত্নরাশি নিয়ে তাড়াতাড়ি যেতে দেখলেন। তাদের দেখে তাঁর মনঃপীড়ার অবসান হল॥ ৫০॥

প্রতিকূল দৈববশে দময়ন্তী অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতো কার্যসিদ্ধির জন্যে ঐ বণিকদের সঙ্গে চলতে লাগলেন। ঐ বণিক্‌দল তাঁকে সঙ্গে যেতে নিষেধ করলেও অল্পজলবর্তিনী শফরী যেমন জলোচ্ছ্বাসে চলতে থাকে, তেমনি দময়ন্তীও বণিক্‌দের সঙ্গেই চললেন॥ ৫১॥

বহু কষ্ট ভোগ করে দময়ন্তী সুবাহু-নামে রাজার ধনধান্যসমৃদ্ধ রাজধানীতে পৌঁছলেন। সুবাহু ছিলেন অন্যায়-নিবারক রাজা। তাঁর ধনাগমের বহুবিধ সমৃদ্ধিতে রাজধানী বিশেষভাবে শোভিত ছিল॥ ৫২॥

অঙ্গমালিন্যহেতু দময়ন্তীর প্রকৃত সৌন্দর্য ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। রাজমাতা তাঁকে সানন্দে আশ্রয় দিলেন। এখানে তাঁর কোনো ভয় ছিল না। প্রাণধারণের উপযোগী আহারটুকুমাত্র গ্রহণ করে শোকাকুলচিত্তে তিনি এখানে বাস করতে লাগলেন॥ ৫৩॥

অসহায় অবস্থায় থেকে শুধুমাত্র নীতিমার্গ আশ্রয় করে অনাথার মতো পদব্রজে বনে বনে পরিভ্রমণ করে দময়ন্তী এইভাবে নিজের জীবন রক্ষা করেছিলেন॥ ৫৪॥

॥ তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত॥

××××××××××××× চতুর্থ সর্গ ×××××××××××××

এরপর সাম-দান প্রভৃতি উপায়চতুষ্টয়ে সুপণ্ডিত নলের দুর্দশার কথা শুনে ভীম অনুচরদের সঙ্গে দীর্ঘকাল পরিশ্রম করে নলের অন্বেষণের উপায় উদ্ভাবনে মনোনিবেশ করলেন। অন্যান্য রাজন্যবর্গ মহারাজ ভীমের বশীভূত ছিলেন॥ ১॥

তারপর শত্রুর-খড়্গে-অক্ষত ভীমের আদেশে বহু শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, গুরুর আদেশে শিষ্যের-মতো দিনরাত নলের অন্বেষণে বিচরণ করতে লাগলেন॥ ২॥

তারপর সেই ব্রাহ্মণদের মধ্যে নীতিনিপুণ একজন ব্যক্তি অশ্বারোহীপূর্ণ এক

নগরীতে উপস্থিত হলেন। বনের মধ্যে নানাদিকে ভ্রমণের ফলে যিনি ভয় প্রভৃতি দুঃখ পেয়েছিলেন, সেই সুনয়না দময়ন্তী এই নগরীতেই অবস্থান করছিলেন ॥ ৩ ॥

হতভাগিনী দময়ন্তী সেই ব্রাহ্মণের সঙ্গে নিজগৃহে গমন করলেন, আর সেই ব্রাহ্মণও পুরস্কারপ্রাপ্তির লোভে তাঁর সঙ্গে চলতে লাগলেন। সুশোভনা দময়ন্তী ন্যায়নিষ্ঠ ও সৌভাগ্যান্বিত পতিকে পাওয়ার জন্যে চেষ্টা করতে লাগলেন, কিন্তু নিজের প্রাণরক্ষার জন্যে যত্ন নিলেন না ॥ ৪ ॥

"হে বস্ত্রখণ্ডের অপহারক! কোথায় তুমি? আমার এই দুর্গতি তোমার পক্ষে যশস্কর নয়। আপনজনকে ত্যাগ করে তুমি যে ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে—এটাও তোমার যশ প্রকাশ করছে না। তোমার চিরানুগত আমি তোমায় ডাকছি" ॥ ৫ ॥

নলের অন্বেষণের জন্যে পর্বত প্রভৃতি স্থানে ঘুরতে ঘুরতে অন্বেষণকারী ব্যক্তি পূর্বোক্ত কথা বলে বেড়াতে লাগল। উদ্দেশ্য হল ঐ-কথা শুনে যে-ব্যক্তি উত্তর দেবে, তার কথা দময়ন্তীকে এসে বলবে। অন্বেষণকারী ব্যক্তিরা নাগরিক বস্তু ত্যাগ করে ছদ্মবেশে নাগভক্ষক গরুড়ের মতো দ্রুতবেগে ঘুরতে লাগল ॥ ৬ ॥

সেই অন্বেষণকারীদের মধ্যে একজন নীতিজ্ঞ রাজকন্যার কাছে এসে বলল—"ভয় তোমাকে ত্যাগ করবে। চেতনাবতী নারীর পক্ষে যা দুঃসহ, সেরকম কোনো পীড়া আর তোমাকে কষ্ট দেবে না ॥ ৭ ॥

অযোধ্যায় নিজের আবাসে স্থিত ঋতুপর্ণের কাছে গিয়ে আমি তোমার এই কথা উচ্চস্বরে শুনিয়েছি। লক্ষ্মীমন্ত রাজা মন্ত্রীদের সঙ্গে সে-কথা শুনলেন, কিন্তু কোনো উত্তর করলেন না ॥ ৮ ॥

তবে একজন লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। সে রাজা-ঋতুপর্ণের বাড়িতেই থাকে এবং রাজার সারথির কাজে নিযুক্ত আছে। সে অনেক দুষ্কর কাজ করতে পারে। তার হাত দুখানা তত লম্বা নয়। পথে আমাদের ভীষণ দুঃখিত হয়ে আসতে দেখে সে নির্জনে বলল—॥ ৯ ॥

"যিনি ধর্মতত্ত্ব অবগত আছেন, সেই দময়ন্তী বুদ্ধি দিয়ে বিচার না করে এই ব্যক্তির প্রতি যেন কোপ না করেন। এই ব্যক্তি এখন বড়োই দৈন্যদশায় পড়েছে। আয় না থাকায় তার না আছে বসন, না আছে বাহন" ॥ ১০ ॥

'তার এই প্রামাণিক সত্যবাক্যে আমি নিজেকে কৃতকর্মা মনে করে তোমার কাছে ফিরে এসেছি।' ব্রাহ্মণ এই কথা বলার পর, সেই দময়ন্তী তাঁকে নমস্কার করে বহু ধন দান করলেন ॥ ১১ ॥

তারপর ঋতুপর্ণের কাছে কৃতজ্ঞতা-ঋণ পরিশোধ করে সেই অযোধ্যা থেকে গরুড়ের মতো ক্ষিপ্রগতিতে ঋতুপর্ণকে নিয়ে নল যাতে তার কাছে আসতে পারেন, তার জন্যে তপোনিরতা পার্বতীর মতো দময়ন্তী নিজের বুদ্ধিকৌশলের বিস্তারে যত্নবতী হলেন ॥ ১২ ॥

দময়ন্তী নানা সুমিষ্ট কথায় বিমোহিত করে অন্য এক অতি অসাধারণ ব্রাহ্মণকে দিয়ে গোপনে ঋতুপর্ণের কাছে নিজের স্বয়ংবর-বার্তা শোনালেন। মানী ব্যক্তি শীঘ্র পাপ স্মরণ করেন না ॥ ১৩ ॥

তখন ঋতুপর্ণ বর্মে বিভূষিত হয়ে আনন্দসহকারে গোপনে নলকে বললেন—"হে সাধু! আজকের দিন অতিক্রম হতে না পারে, এমনি করে আমাদের অবশ্যই

যেতে হবে। লক্ষ্মীরূপিণী দময়ন্তী আমার কাছে এল বলে॥ ১৪॥

সেই-রমণী আত্মগুণে নিবন্ধ করে আমাকে আকর্ষণ করছে। বধূর দ্বারা পুলকিত হয়ে কোন্ ব্যক্তি না মন হারায়? শোনা যাচ্ছে, স্বয়ংবর মহোৎসব হবে আগামীকাল। আর আমাদের যেতেও হবে শত যোজন পথে॥ ১৫॥

'তাই রাত্রির প্রহরকে চলে যেতে না দিয়ে তুমি যদি তাড়াতাড়ি আমাকে সেখানে নিয়ে যেতে পার, তবেই আমি তার কাছে পৌঁছতে পারি।' নলজায়া দময়ন্তীর ছল বুঝতে না পেরে ঋতুপর্ণ এই কথা বললেন। কামান্ধরা কোথায় কালবিলম্ব করে?॥ ১৬॥

'যদি সে (আমার সারথি) অশ্বগুলোকে ঠিকমতো চালনা করে, তাহলে সেই দময়ন্তী নিশ্চয়ই কাল আমাকে ভজনা করবে।' এই ভেবে দময়ন্তীর পক্ষে কোনো অন্যায় আশঙ্কা না করে (দময়ন্তীলাভ বিষয়ে) ঋতুপর্ণ স্থিরনিশ্চয় হলেন এবং শীঘ্রই বিকৃতচিত্ত হয়ে পড়লেন॥ ১৭॥

তখন নল রথে চড়লেন ও শত্রুবিনাশী রাজা ঋতুপর্ণকে সেই রথে তুলে নিয়ে যাত্রা করলেন। রথটি ছিল দ্রুতগামী, নানা অস্ত্রশস্ত্রে পরিপূর্ণ, শুভ অশ্বযুক্ত এবং ভীষণ শব্দকারী॥ ১৮॥

রথের প্রচণ্ডগতিতে উত্থিত বায়ুতে রাজা ঋতুপর্ণের কাঁধের উত্তরীয়টি উড়ে গিয়ে এক অসনবৃক্ষের উপরে পড়ল। ক্ষণেকের মধ্যে রথ বহুদূরে চলে আসায় তা আর আনা গেল না। রাজা রথের দ্রুতগতি দেখে অতিশয় বিস্মিত হলেন॥ ১৯॥

নল ছিলেন অশ্বচালনায় দক্ষ ও প্রজাপতি দক্ষের মতো তপঃসিদ্ধ। রাজা ঋতুপর্ণ ছিলেন অক্ষক্রীড়ায় নিপুণ ও অক্ষফলগণনায় পারদর্শী। রাজার এই গুণ চিন্তা করে নলের আনন্দ জন্মাল॥ ২০॥

নল ও ঋতুপর্ণ—দুজনেই দেবরাজ ইন্দ্রকে পরাজিত করেছিলেন। যুদ্ধে এঁদের কেউ গতিরোধ করতে পারেন না। এমন দুই বীর অভ্যুদয়বাসনায় একসঙ্গে জলস্পর্শ করে পরস্পরের বিদ্যা বিনিময় করলেন॥ ২১॥

তারপর স্পষ্টতঃই নলের দাহনশক্তি অধিক হওয়ায় কলি তাঁকে ছেড়ে তাড়াতাড়ি এক উচ্চ বিভীতকতরুকে আশ্রয় করল। কিন্তু ঋতুপর্ণের কাছ থেকে কলি-দহন-বিদ্যা শিখে নিয়ে নল কলিকে সেখানেও থাকতে দিলেন না॥ ২২॥

(কলি নলকে বলল—) "হে নল! তোমার হৃদয়মধ্যবর্তিনী সেই দময়ন্তীর অনলসম রোষে পড়ে আমি দগ্ধপ্রায় বলে জেনো। তাই অগ্নিতুল্য পীড়ায় পীড়িত হয়ে আমি তোমার শরণ নিচ্ছি। তুমি আমাকে রক্ষা করো"॥ ২৩॥

এভাবে বিনয় প্রকাশ করায় মহাশয় নল নানাবিধ ছলনার আশ্রয়কারী কলিকে মুক্তি দিলেন। শত্রুদের প্রণতিতে যিনি শত্রুতা ভুলে যান, তিনি অনন্ত কীর্তি লাভ করে থাকেন॥ ২৪॥

শত্রু কলি শীঘ্র ছেড়ে যাওয়ার পর মহাত্মা নল আশ্বস্ত হয়ে অশ্ব-রথ চালনা করে রাজাকে নিয়ে চললেন। 'সেই রমণী কাল তাহলে তোমারই হবে?'—এই কথা চিন্তা করে তিনি মনে মনে হাসতে লাগলেন॥ ২৫॥

নল ছিলেন নিষ্পাপ ও সজ্জনপ্রিয়। দিনের শেষে ঋতুপর্ণকে নিয়ে তিনি প্রিয়তমা দময়ন্তীর আবাসভূমি সেই সমৃদ্ধিশালিনী নগরীতে এসে পৌঁছলেন॥ ২৬॥

'আপনার কষ্ট হয়নি তো ?'—এই কথা বলে রাজা ভীম মহীপতি ঋতুপর্ণকে সম্বর্ধনা করার জন্যে পরম আদরে নিজের আকাশচুম্বী প্রাসাদে নিয়ে গেলেন ॥ ২৭ ॥

ভীম ছিলেন সজ্জনদের পূজ্য ও শত্রুদের বিনাশকারী। তাঁর লোকেরা ব্যগ্র না হয়ে উৎসবের আয়োজন করছিল। ঋতুপর্ণ সেই উৎসবে রাজপুরীর সমৃদ্ধি দেখে তৎক্ষণাৎ মনে মনে ক্লেশ অনুভব করতে লাগলেন ॥ ২৮ ॥

তারপর শুচিশুদ্ধ নল শরীরসৌন্দর্যে প্রখ্যাততমা, প্রাণসমা দময়ন্তীর ছল স্মরণ করে সুপরিসর ও পরম মনোহর বাসগৃহে অবস্থান করতে লাগলেন ॥ ২৯ ॥

নিজের কৌশল প্রয়োগের পর রথ চালনা করে নল অবিলম্বে নিকটে আসছেন দেখে নলপ্রিয়া সেই দময়ন্তীর চিত্ত অনন্ত প্রেমরসে সিক্ত হল। আনন্দে তাঁর মনে নানা সুখ-সম্ভোগের কথা আসতে লাগল ॥ ৩০ ॥

আমার প্রাণবল্লভ শত্রুকুল ধ্বংস করেছিলেন। সুন্দর পদ্মের মতো তাঁর মুখমণ্ডল। এতটুকু পাপ নেই তাঁর। তবে কেন তিনি ঋতুপর্ণের আবাসে বাস করছেন ? এই কথা চিন্তা করে বিষণ্ণা দময়ন্তী তাঁর এক সখীকে নলের কাছে পাঠিয়ে দিলেন ॥ ৩১ ॥

সেই সখী নলের কাছে গিয়ে তাঁকে নানাভাবে বোঝালো। তারপর বার বার পরীক্ষা করে আত্মীয়ের মতো কথা বলে নিজসখী দময়ন্তীর পরম রমণীয় প্রাসাদে নিয়ে এল। কারণ, গুণবান্ ব্যক্তিরা লক্ষ্মীলাভ করেন না কি ? ॥ ৩২ ॥

সুবেশধারী সেই নল কর্কোটক-নাগ-প্রদত্ত বস্ত্রখণ্ডটি পরিধান করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর বিকৃত রূপ পরিহার করলেন। দময়ন্তী অবিচল-চিত্তে অবস্থান করছিলেন। আর স্নেহবৎসল নল রাজপ্রাসাদে স্থানলাভ করে দময়ন্তীর সঙ্গে নানারকম রতিক্রীড়ায় মেতে উঠলেন ॥ ৩৩ ॥

রাজপ্রাসাদে শান্তিলাভ করে অরিন্দম নল এক অতি মনোজ্ঞ কক্ষে দময়ন্তীর সঙ্গে রাত্রি যাপন করলেন। তারপর শ্বশুর ভীমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন ॥ ৩৪ ॥

(প্রভাতে) ঋতুপর্ণ নলকে আত্মসদৃশ দেখে জড়ের মতো হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। শত্রুর সম্মান-খর্বকারী পুরুষশ্রেষ্ঠ নল ধনরত্ন দিয়ে সম্মানিত করে ঋতুপর্ণকে হাসি-মুখে বিদায় দিলেন ॥ ৩৫ ॥

রাজা নল ভীমপুরীতে স্বচ্ছন্দে বাস করতে লাগলেন। প্রাণসমা দময়ন্তী তাঁর সান্ত্বনা ও সুখ বিধান করতে লাগলেন। নল অন্তঃপুরবাসিনীদের বিচ্ছেদজনিত দুঃখ দূর করলেন। চন্দ্রানন নল এই ভাবে এক মাস অতিবাহিত করলেন ॥ ৩৬ ॥

তারপর নল এক মহতী সেনা নিয়ে নিজের রাজধানীতে যাত্রা করলেন। সেই সেনা ছিল শত্রুগণের অপরাজেয় এবং অসি-গদা প্রভৃতি যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত। নল মহাযুদ্ধে (ভ্রাতা) পুষ্করকে আহ্বান করলেন ॥ ৩৭ ॥

(নল পুষ্করকে বললেন—) তুমি আমার উপরে গভীর মায়া বিস্তার করে আমাকে প্রতারিত করেছিলে। আর সেই মায়া বিস্তার করে তুমি কি জ্ঞানী ব্যক্তিদের মনে কষ্ট দাও নি ? এখন তুমি ধনুর্ধারণ করতে পার, অথবা পাশাখেলাতেও বসতে পার। বলো, তুমি কী ইচ্ছা কর ? ॥ ৩৮ ॥

নল এই কথা বলার পর সেই পুষ্কর আবার পাশাখেলায় রাজি হয়ে ভুল করে বসল। এই পাশাখেলায় ইতিপূর্বে সে নলকে রাজ্যভ্রষ্ট করেছিল, আর নল বনে

বনে ঘুরে কত কষ্টই না পেয়েছিলেন ॥ ৩৯ ॥

নলের মধ্যে ছল বা কপটতা ছিল না, আর তাঁর ছিল শুভ অদৃষ্ট। সেই নলের কাছে পুষ্কর প্রাণ পণ রেখে পাশা খেলতে বসল ও দারুণভাবে পরাজিত হল। নল তাকে ছেড়ে দিলেন। ক্রোধাদিশূন্য ব্যক্তি কারও কোনো অপরাধ চিরদিন মনে রাখেন না ॥ ৪০ ॥

হে পুষ্কর তুমি নিজ ভবনে বাস করে আমার দেওয়া ভূমি রক্ষা করো। সেখানকার প্রজাদের আনন্দ বর্ধন করো। তুমি ও আমি—উভয়ে অধিকতর শক্তি লাভ করে প্রীতিপূর্ণ নয়নে ও স্নেহঘন-মনে পূর্বের মতো মিলেমিশে বাস করি ॥ ৪১ ॥

নিজ বলে ইন্দ্র, পবন ও ধর্মরাজের সমতুল্য, নীতিমান্ নল স্নেহার্দ্রহৃদয়ে এইভাবে অনুনয় করলে পুষ্কর তাঁর কাছে নতি স্বীকার করলেন ॥ ৪২ ॥

(পুষ্কর বললেন—) হে আশ্রিতবৎসল। প্রভূত যশে তুমি দশদিক্ পরিব্যাপ্ত করেছ, নিজবলে শত্রুসেনা বিনাশ করেছ। চিরদিন তোমার এই সুবুদ্ধি যেন অব্যাহত থাকে। তোমার কোনো বাসনা কখনও যেন ব্যাহত না হয় ॥ ৪৩ ॥

এইভাবে স্তুতি করতে করতে পুষ্কর নলের চরণে প্রণত হলেন। শত্রুদের কাছে অনলস্বরূপ নলের মুখ বিকশিত শতদলের মতো শোভা ধারণ করল। পুষ্কর তাঁর অনুগমন করলেন ॥ ৪৪ ॥

তারপর মণিমুক্তাখচিত রাজপরিচ্ছদে বিভূষিত হয়ে নল কবচধারী ভ্রাতা পুষ্করের সঙ্গে সুসমৃদ্ধ রাজ্য দীর্ঘদিন ধরে শাসন করতে লাগলেন। তিনি মহাত্মা ব্যক্তিদের কথায় চলতেন। তাঁর রাজ্যে কোনো অশান্তি ছিল না ॥ ৪৫ ॥

এদিকে নলের শত্রুদের দণ্ডশক্তি ছিল না। তাই তারা লক্ষ্মীভ্রষ্ট হল। বনে বনে ঘুরে তারা শোকে আর বিপদে পড়তে লাগল। নল সমস্ত প্রজার সুখসমৃদ্ধি-বিধানে তৎপর হলেন। লক্ষ্মীদেবী তাঁকে শ্রীহরির মতো করে আশ্রয় করলেন ॥ ৪৬ ॥

নলকে আবার ফিরে পেয়ে সেই রাজপুরী পূর্বের মতো শোভা ধারণ করল। নল ছিলেন তেজস্বী ও উৎসবপ্রিয়। তিনি সব সময়ে নানা উৎসবে সমুজ্জ্বল বহুবিধ সম্পদ লাভ করতে লাগলে ॥ ৪৭ ॥

॥ চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত ॥

'নলোদয়' কাব্য সমাপ্ত

প্রথম সর্গ

ঈতি—কৃষিকার্যের ষড়্‌বিধ বিঘ্নকে ঈতি বলে। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, পঙ্গপাল, ইঁদুর, পাখি ও সমাসন্ন রাজা—এই হল ষড়্‌বিধ বিঘ্ন।

'অতিবৃষ্টিরনাবৃষ্টিঃ শলভা মূষিকাঃ খগাঃ।
অত্যাসন্নাশ্চ রাজানঃ ষড়েতা ঈতয়ঃ স্মৃতাঃ॥'

দ্বিতীয় সর্গ

১. সংস্কৃতসাহিত্যে সূর্যের সঙ্গে পদ্মের এবং চন্দ্রের সঙ্গে শতদলের নায়ক-নায়িকা-সম্বন্ধ কল্পনা করার রীতি আছে। এই কারণে পদ্মের কাছে চন্দ্র পরপুরুষ, তাই চন্দ্র-কর-স্পর্শে লজ্জিত হয়ে সে প্রস্ফুটিত হয়নি। সূর্যই তার কিরণ দিয়ে পদ্মকে বিকসিত করে।

২. আমের মঞ্জরী বিরহীদের বিরহব্যথা বাড়িয়ে তোলে। অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের ষষ্ঠ অঙ্কে বিরহ-কাতর দুষ্যন্ত প্রমদবনে আমের মঞ্জরী দেখে তাই বলে ওঠেন—

'মুনিসুতাপ্রণয়স্মৃতিরোধিনা মম চ মুক্তমিদং তমসা মনঃ।
মনসিজেন সখে প্রহরিষ্যতা ধনুষি চূতশরশ্চ নিবেশিতঃ॥'

৩. অর্থাৎ কোনো রমণী তার প্রিয়তমের সঙ্গে কলহ করে না। এই মনোহর বসন্তে প্রিয়তমের সঙ্গে কলহ করলে প্রেমরসটাই যে শুকিয়ে যায়!

৪. তুলনীয়—'ক্ষীণঃ ক্ষীণোঽপি শশী ভূয়ো ভূয়োঽভিবর্ধতে নিত্যম্।
বিরম প্রসীদ সুন্দরি যৌবনমনিবর্তি যাতং তু॥'

তৃতীয় সর্গ

১. এর অর্থ—পত্র-পুষ্পে সুশোভিতা লতা যেমন নব-পল্লবে সজ্জিত তরুর সঙ্গে মিশে থেকে আরও শোভা লাভ করে, তেমনি উদ্ভিন্ন-যৌবনা দময়ন্তী নানা-গুণের আকর নলের সঙ্গে সুখে কালযাপন করুক—এটা কলির অভিপ্রেত নয়। তাই নলের থেকে দময়ন্তীর বিচ্ছেদ ঘটাবার জন্যে কলি চেষ্টা করবে—এ কথাই সে বোঝাতে চায়।

নলোদয়ঃ

প্রথমঃ সর্গঃ

হৃদয় !   সদা যাদবতঃ পাপাটব্যা দূরাসদায়া দবতঃ ।
অরিসমুদায়াদবতাস্ত্রজগম্মা গাঃ স্মরেণ দায়াদবতঃ ॥ ১ ॥

যোঽর্জনি না গোপীতশ্চচার যো বল্লবাঙ্গনাগোপীতঃ ।
ভুর্ষেঽনাগোপীতঃ কংসাদ্ যো দ্বেষমেব নাগোঽপীত ॥ ২ ॥

যদরিষু সন্নামানস্থিতয়ো যন্ন স্নমুদলসন্নামানঃ ।
যত্র সসন্নামানঃ স্যুর্ভবভাজশ্চ পঠিতসন্নামানঃ ॥ ৩ ॥

সমনিন্দানবনা শং জনতালিকুলং যথৈব দানবনাশম্ ।
দ্বিরদাশ্দানবনাশং জগচ্চ লভতে যতঃ সদানবনাশম্ ॥ ৪ ॥

অস্তি স রাজা নীতে রামাখ্যো যে গতীঃ পরা জানীতে ।
যস্য ররাজানীতে রত্নানি জনঃ কুলে ধরাজানীতে ॥ ৫ ॥

যঃ সেনানাবারিপ্রকরনদীঃ শবময়ং ধনুনানা বারি ।
অতরন্না নাবারি ব্যসনৈর্যশ্ভুবি বনঞ্চ নানাবারি ॥ ৬ ॥

অপি যো দায়াদায় ক্ষয়প্রদোঽংহসি সতাং যদায়া দায়ঃ ।
করমাদায়াদায়শ্রিয়োঽধিরাধিরাজমাসিগদায়াদা যঃ ॥ ৭ ॥

অবিদূরাজাদিত্যা কৃতাল্পভেদৈব ভূঃ সরাজাদিত্যা ।
যেন সরাজাদিত্যাং ত্রিদিবাং সংযুক্তশত্রুরাজাদিত্যা ॥ ৮ ॥

খলসেনা নাবেদ্যঃ স্বাংহোঽব্ধৌ ভুবি চ যস্য নানাবেদ্যঃ ।
স্নিগ্ধজনানাবেদ্য প্রযতেঽস্য সুকাব্যবিরচনানাবেঽদ্য ॥ ৯ ॥

অথ নিজরাজ্যস্তেন প্রাশাসি নলেন শত্রুরাজ্যস্তেন ।
যেনারাজ্যস্তেনাশ্রিয়া দিশো যস্য বিহৃতিরাজ্যস্তে ন ॥ ১০ ॥

মূর্তিং মারসমানাং যোঽধদায়ূঃ সহস্রমার সমানাম্ ।
রুদ্রকুমারসমানামজয়দ্ বিষতাশ্পংক্তিমাব্রসমানাম্ ॥ ১১ ॥

সাম্বনিয়ামা ন যতঃ শ্রেষ্ঠা বিদ্যাস্তদাশ্রয়া মানয়তঃ ।
অধিকায়া মা নয়তঃ শত্রাবপি যস্য ধীর্দয়ামানয়তঃ ॥ ১২ ॥

অহিতানামায়স্য ত্রাতা যঃ শরণগামিনামায়স্য ।
গতনানামায়স্য শ্রুতঃ পিতা বীরসেননামা যস্য ॥ ১৩ ॥

ভুব্যতনোদন্তেন দ্বিষতাং স যশাংসি শোভনোদন্তেন।
নীতা নোদন্তেন ক্ষিতিমভজন্মহিতদান্তিনো দন্তেন ॥ ১৪ ॥

সচিবাগরাগোপায়ন্নলঃ স পৃথিবীং নিরন্তরাগোপায়ম্।
শত্রোরাগোপায়ং নীত্বা নেমুর্মহত্তরাগোপায়ম্ ॥ ১৫ ॥

যোঽদন্তী মান্যায়াদধিকোঽথ রিপুর্যমেত্য ভীমান্যায়াৎ।
বৈদর্ভী মান্যা ত্রিজগতি কন্যা বভূব ভীমান্যায়াৎ ॥ ১৬ ॥

মহিতত্মারম্ভাভির্দময়ন্তী সদ্গুমারম্ভাভিঃ।
দধতী মারম্ভাভির্বধে সোরুদ্বয়ে সমা রম্ভাভিঃ ॥ ১৭ ॥

সা রত্নমাবীণাং নলঃ শ্রিয়ামর্জনি নিলয়নন্নারীণাম্।
যস্যাননারীণাং মরুভুবমাপদ্ঘটাবনন্নারীণাম্ ॥ ১৮ ॥

চকমে সা রাজন্যশ্রেষ্ঠস্তস্যাং স তেজসা রাজন্যঃ।
আর্ত্তাবসারা জন্যাশ্রিয়োঽধিত যয়া জিতাঃ সসারা জন্য ॥ ১৯ ॥

নার্তিনোদ্যানেনপ্রভাবিহীনেন শোভনোদ্যানেন।
স্মরজানোদ্যানেন স্ফুটমিতি গতিমিহ নলোঽত নোদ্যানেন ॥ ২০ ॥

সোঽহিতহস্তাপততঃ কাংশ্চপশ্যাশ্বিতায় হস্তাপততঃ।
সস্নেহস্তাপততস্তান্যদমী তোষমাবহস্তাপততঃ ॥ ২১ ॥

তস্তরসারলমানঃ অবিহঙ্গগণোঽব্রবীৎ সসাবসমানঃ।
গতিহংসারসমানস্তুদ লভ্যা নিষ্ক্রয়ঃ স্বসারসমানঃ ॥ ২২ ॥

ত্বং ঝষকেতবঙ্গতনাদধিকো ভৈম্যাঃ স্তুমোঽস্তিকেতবঙ্গতবা।
সা তেঽস্কেতবঙ্গতবাসক্তা নল ত্যসকাশকেতবঙ্গতবা ॥ ২৩ ॥

ইতি হংসা রামায়া নিকটং যাময়কৃতেব সারামায়া।
জগ্মুঃ সারামায়া জগদুশ্চালীভিসসারামায়া ॥ ২৪ ॥

শ্রীসঙ্কাশাস্যস্য তবৈমি নলস্য শশিনিকাশাস্যস্য।
অরিলোকাশাস্যস্য যদি ভার্যা স্যাঃ কুমারিকাসাস্যস্য ॥ ২৫ ॥

ইতি হাংসেনোদিতয়া গণেন ভৈম্যা মুদা রসে নোদিতয়া।
ন বভাসে নোদিতয়া স্মরেণ স পুনর্নলোকসেঽনোদি তয়া ॥ ২৬ ॥

তা বহুধাবাযস্যশ্রেণ্যঃ পুনরস্য সন্নিধাবা যস্য।
তাশ্চ নিধাবায়স্য বানুবংস্তুলনায় ন বিবুধাবাযস্য ॥ ২৭ ॥

ইতি স বিনা মানিতয়া জহে্ ভৈম্যা নলোঽপি নামানিতয়া।
স্বাস্থ্যং নামানিতয়া শিশ্যে চ বিচিন্ত্য তস্যা নামানিতয়া ॥ ২৮ ॥

অথ সসমদ্রাগস্য ক্ষ্মান্তস্যালংকৃতেঃ সমুদ্রাগস্য।
যৌবনমুদ্রাগস্য স্বসুতারত্বস্য সাদমুদ্রাগস্য ॥ ২৯ ॥

দৃষ্টা রাজাতনুতে স্বয়ম্বরং বিধিবদিন্দিরাজাতনুতঃ।
যস্য জরাজাতনুতঃ পৃথগ্ব্যথাসৌ জনাদ্ররাজাতনুতঃ ৩০ ॥

তং হাসেনাপালিঃ স্বয়ম্বরং ক্ষিতিভুজাং সসেনাপালিঃ।
ন বভাষে নাপালিঃ স্রগেষু যৈঃ শিরসি যা রসেনাপালি ॥ ৩১ ॥

তাঃ গাং সেনারাজিঃ স্বর্গসদাং যৈঃ সদা রসেনারাজি।
আয়াসেনারাজিক্ষয়িতারিপো চলতি বিবুধসেনারাজি ॥ ৩২ ॥

সোঽথ পরমহন্তেন প্রাপি নলেনোৎসবঃ পরমহন্তেনঃ।
স্ফুরিতপমহন্তেন প্রবভৌ রবিণেব তৎপুরং পরমহন্তেন ॥ ৩৩ ॥

ক্ষিপ্তলসন্নালীকান্ অহিতেষু মুখেন্দুতুলিতসন্নালীকান্।
রাজ্ঞঃ সন্নালীকান্ কান্তৈর্বর্বুধাংশ্চ নাহসন্নালী কান্ ॥ ৩৪ ॥

অর্জনি কলাপাস্যস্তং স্বযশোঽনিজকমহঃ কলাপাস্যস্তম্।
শত্রুকলাপাস্যস্তং প্রেক্ষ্য নলং স্বরতীতঃ কলাপাস্যস্তম্ ॥ ৩৫ ॥

স্বানিলয়ানামনলস্ক তমপি জেতুস্ততিঃ শ্রিয়ানামলম্।
যমজেয়ানামনলম্প্রোচে শক্রস্তমরিচয়ানামনলম্ ॥ ৩৬ ॥

বদ কামায়াসন্নস্ত্বত্তেমৈ যদ্গুণাঃ শ্রমায়াসন্নঃ।
শ্রেষ্ঠতমা যাসন্নস্ত্বন্দ্রষ্টা ন তু জনঃ স্বমায়াসন্নঃ ॥ ৩৭ ॥

ইতি সরবে কে হান্তন্ন্যস্য স মুকুলং সুরপ্রবেকেঽহান্ত।
তামাবিবেকে হান্তঃ শ্রয়তি স্ত্রী তত্র পার্থিবে কেহান্ত ॥ ৩৮ ॥

হরিপবমানযমান্দুতোঽস্মি নলো মহারমানয়মানান্।
ভবতীং মানয়মানান্ ভৈমি! সুরান্ বিন্ধি মহিমমানয়মানান্ ॥ ৩৯ ॥

তুল্যোঽস্সরসা দেহিপ্রভবো মগ্নাঃ স্মরপ্রসরসাদে হি।
তানভিসর সা দেহি স্রজম্ভ নাকাং সুখম্ভ সরসাদেহি ॥ ৪০ ॥

ইতি কৃতসামারবতঃ সুরলোকাত্তন্মুখেন সা মারবতঃ।
ন রিরংসামার বত স্থলাদিব নলোৎকমানসা মারবতঃ ॥ ৪১ ॥

সা বিররাজায়তা বীক্ষ্য দৃশা তং স্মরাতুরাজায়ত যা।
স্থিতিরত্নরাজায়তয়া দূসদাগুভাষি নিষধরাজায় তয়া ॥ ৪২ ॥

তস্যা দেবাদ্যস্য প্রণম্য চ নলেন ধীঃ পদেঽবাদ্যস্য।
সতি নিনদে বাদ্যস্য স্বরং প্রিয়ায়াঃ পদং মুদেঽবাদ্যস্য ॥ ৪৩ ॥

অথ তরসা সারঙ্গেঽয়ং নৃপতিগণোঽর্থিত পদেষু সারঙ্গেয়ম্।
চঞ্চলসারঙ্গেঽয়ন্ দময়ন্তী চাক্ষিতুলিতসারঙ্গেয়ম্ ॥ ৪৪ ॥

ব্যধুরবনামান্যেষু প্রজা নৃপেষ্বথ নিবেদ্য নামান্যেষু।
সূতৈর্নামান্যেষু প্রকীর্ত্যমানেষু শোভনা মানে৷ষু ॥ ৪৫ ॥

সাঙ্গেন নলসমানাননলসমানানমত্র কতিচিৎ পুরুষান্।
প্রৈক্ষত ন লসমানাননলসমানানভূন্ন তেষাম্ভেদঃ ॥ ৪৬ ॥

রুচিকৃতনাসত্যাগাঃ স্ফুরতু নলো যদি চ বচাংসি নাসত্যা গাঃ।
অপি দীনাসত্যাগান্ন্যায়যুতেনৈব বর্ত্মনা সত্যাগা ॥ ৪৭ ॥

যদি বা ভাবন্যস্য স্থিতাস্মি নল এব নরবিভাবন্যস্য।
দেবসভাবন্যস্য ক্ষিপসা বপুসো ভবেদ্ বিভাবন্যস্য ॥ ৪৮ ॥

কৃতভাবাসাবনিতানিতি ভুবমৈক্ষৎ সুরান্ সুবাসা বনিতা।
স্বপাতং বা সাবনিতাচিহ্নং ধার্মিকজনে ধ্রুবাসাবনিতা ॥ ৪৯ ॥

স্মরিরংসাদেবাল্যাকুলয়া দৃষ্ট্যার্থিতাপি সা দেবাল্যা।
বপুষি সসাদে বাল্যাদবৃত্ত নলমুপস্থিতং রসাদেবাল্যা ॥ ৫০ ॥

সংসদসো মাননয়া রুদ্রসমো যঃ স্বতেজসোমা ন ন যা।
প্রবৃতঃ সোমাননয়া নলো বভৌ ভুবি গুণেন সোমাননয়া ॥ ৫১ ॥

মদদম্ভাবরমস্যাজ্ঞ্জাত্বাথ মনো গুরুপ্রভাবরমস্য।
সুরবৃষভা বরমস্য প্রদিশ্য জগ্মুর্গত প্রভাবরমস্য ॥ ৫২ ॥

গুরুর্মহিমা পরমায়াস্তম্ভী নল এব বসতিমাপ রমায়াঃ।
প্রিয়য়ামা পরমায়াঃ স্বপুরমগুর্যত্র তং ক্ষমাপরমায়াঃ ॥ ৫৩ ॥

শশিনা সমহাসমহা নগরে জনতা সমহা সমহাস্ত মুদম্।
অতিভাস্বরয়া সুরয়া ব্যহরদ্ ব্যতনোৎ সুরয়া সুরযাগমপি ॥ ৫৪ ॥

॥ ইতি শ্রীকালিদাসকৃতে নলোদয়ে সংকাব্যে প্রথমঃ সর্গঃ ॥

× × × × × × × × × × × × দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ × × × × × × × × × × × ×

অথ রতিকান্তেন প্রাপি নলেনাত্র মন্দিরে কান্তেন।
তাং পুনরেকান্তেন প্রাপ্তবতা রিপুমদাতিরেকান্তেন ॥ ১ ॥

বভৌ স সারসাগরশ্চকাস সা রসাদ্র্ধীঃ।
মধুঃ সসারসারবন্তদা সসার সার্ত্তবঃ ॥ ২ ॥

সমুদ্ধিতাশালীনাং করেণ কণিশাগ্রমুচিজিতা শালীনাম।
দিনভর্তা শালীনামেব নলিনীমিথ সমুখিতাশালীনাম্ ॥ ৩ ॥

কুরবাপ চ সারসকাকুরবান্ কুরবাখ্যনগোঽপি তদাঙ্কুরবান্।
কমলং কৃতবদ্গতপঙ্কমলং কমলং ন বিলোভয়িতুঙ্কমলম্ ॥ ৪ ॥

অগুরীত মহিমানীতস্ততো রবিমহাংসি গুরুত্বমহিমানীতঃ।
ভুবনং মহি মানীতঃ স্মরণে পরিতঃ শরাখ্যমহিমানীতঃ ॥ ৫ ॥

স্মরসূচিতয়া জগতঃ ক্ষিতিসূচিতয়াভবধি চম্পকমুকুলম্।
তদসূচিতয়া ব্যথয়া নিরসূচিতয়া যয়া বিযুগম্পতিকৌ ॥ ৬ ॥

বিরলোচ্চপলাশস্য প্রচুরম্পুষ্পং বভুব চপলাশস্য।
সমর-নীচ-পলাশস্য প্রাশ্যাধ্বগপিশিতসারং চপলাশস্য ॥ ৭ ॥

ঋতৌ বভুর্নিশাহ্বয়া বিভাবিভাবিভাবিভাঃ।
কলাশ্চ তেষু সংপতেরদাবদারদা রদাঃ ॥ ৮ ॥

ইহ ললনাশোকালিপ্রদেন যেনাত্মদর্বিনাশোঽকালি।
কামেনাশোকালি স্বনহুংকৃতিভিঃ স দিক্ষুনাশোঽকালি ॥ ৯ ॥

স্মরস্য যুধ্বরঙ্গতাং রসার সারসারসা।
জিতা বিয়োগিনঃ সমুন্নতেন তেন তেন তে ॥ ১০ ॥

নুন্নমনা মধুনা নাশ্রয়তি মতিস্কো বিনাঙ্গনামধুনা না।
ইতি ললনা মধু নানাবিধমধয়ং কিল তদর্থনামধুনানা ॥ ১১ ॥

পিকোঽপি কোপি কোপিকো বিয়োগিনীরভৎসয়ৎ।
বচাংসি ভঙ্গমালপন্নিতানি তানি তানি তাঃ ॥ ১২ ॥

স্ত্রীরপি কলপেন প্রবন্ধমাম্নাবলিষু পিকলাপেন।
ন কলাপিকলাপেন প্রণত্তনমকার বাগপি কলাপে ন ॥ ১৩ ॥

সহকারবৃতে সময়ে সহকা রহণস্য কে ন সম্মার পদম্।
সহকারমুপার কাঙ্ক্ষঃ সহ কা রমণী পুরঃ সকলবর্ণমপি ॥ ১৪ ॥

অধিগতকামধুরাগাদগমেত্য ভ্রমরপটলিকা মধু রাগাৎ।
পীত্বোৎকা মধুরা গা দ্রুতমকৃত ততঃ প্রিয়োহধিকা মধুরোগাৎ ॥ ১৫ ॥

ন সমানসমানসমানসমাগমমাপ সমীক্ষ্য বসন্তনভঃ।
ভ্রমদভ্রমদভ্রমদভ্রমদভ্রমরচ্ছলতঃ খলু কামিজনঃ ॥ ১৬ ॥

গতমত্র চ যেন গৃহাদসমুত্তরতান্তরতান্তরতাম্।
পর এব বিকার ইয়ায় বৃহত্তমসন্তমসন্তমসন্তমসন ॥ ১৭ ॥

রুধি কান্তবশন্নবদামসমাপনয়াপ ন যাপনয়া।
তমৃতেঽনুশয়েন চ তামশনৈররতারবতার বতারবতা ॥ ১৮ ॥

নভসো বিবরং কুসুমেক্ষণভাগতরো গতরো গতরোঽগতরো।
বদ কান্তমবেক্ষ্য যথাদ্য মধাবরমেব রমেব রমে বর মে ॥ ১৯ ॥

শ্রিতেতি গামনাগতস্ববন্ধুকা মনাগতঃ।
পরাপ নাম নাগতস্ততাম কামনাগতঃ ॥ ২০ ॥

কা ললনা দিবসন্তং কুসুমশরমসোঢ় হ্লাদানাদিবসন্তম্।
অলিভিরনাদি বসন্তং দৃষ্টবা যত্রাত্মনোঽর্থনাদিব সন্তম্ ॥ ২১ ॥

স্বয়মথ মন্দারিতয়া যুক্তো যুক্তনলঃ স মন্দারিতয়া।
আরামন্দারিতয়া মদনেন ধিয়াপদুত্তমন্দারিতয়া ॥ ২২ ॥

অনুব্রতা সমাননং সমা ননন্দ ভীমজা।
তমিন্দুনা সমাননং সমাননন্দনে বনে ॥ ২৩ ॥

ইহ রুচিরামাবলয়স্ব দৃশামাত পৃথক্ প্রিয়স্য রামাবলয়ঃ।
প্রাপ্তারামাবলয়স্ফুরো গিরা যদুদরেঽভিরামা বলয়ঃ ॥ ২৪ ॥

নবকুসুমানমনাগা গন্তুং নৈচ্ছৎ সমানমনা গাঃ।
অর্জন পুমানমনাগাশ্রিত্য স সৎকুসুমদানমানমনাগাঃ ॥ ২৫ ॥

রুষিতং সখি! সাদমমুষ্য লসত্তনুতে তনুতে তনু তে তনুতে।
ন ন বাননবাননবাননবাগিহ তে চরণে মৃতিমেষ্যতি সঃ ॥ ২৬ ॥

অপি চৈত্য নগানবতানবতা নবতা ন বতান্তত্রা মধুনা।
ইহ সৌখ্যমগোচরমাচর মা চ রমা চরমাস্য ন রম্যতরা ॥ ২৭ ॥

ইতি লালিকয়ালিকয়াতকচৈরাতিকালিকয়ালিকা কথিতা।
দয়িতং সময়া সময়াদপরা ব্যহরৎ স ময়া সময়া চ তয়া ॥ ২৮ ॥

অতিরুচিমানন্তবকঃ সরন্তটোঽয়ং বিচীয়মানন্তবকঃ।
ইহ খলু মানন্তবকঃ প্রিয়ামিতি পরোঽনয়ং সমানন্তবকঃ ॥ ২৯ ॥

অরুণেতরপরাগস্য প্রসবৈঃপ্রেক্ষিষ্ট ন পুনরপরাগস্য।
হসিতৈরপরাগস্য স্বৈঃস্তস্থৌস্ত্যাপি লবেঽস্মু রূপরাগস্য ॥ ৩০ ॥

অবেক্ষ্য পল্লবালয়ানগান্ শ্রিতালবালয়া।
লতাতয়েব বালয়া বভেঽন্যয়া ববাল যা ॥ ৩১ ॥

ব্রততীনামালীনাং মধ্যেঽন্যো ব্যচিনুতাঙ্গনামালীনাম্।
অপ্যেনামালীনাং স্মিতাচ্ছ জানন্ মদাচ্ছ নামালীনাম্ ॥ ৩২ ॥

কর্মিতুঃ কলুষাক্ষিসুখার্থনভাগপরাগপরাগপরাগপবা।
দ্বিতিমাপ তথেব হৃতঃ স পুমাননয়াননয়াননয়া ন ন যা ॥ ৩৩ ॥

শ্বমনেন সমায়তয়া ব্যাধিতাগঃস্বৈব কশ্চন সমায়তয়া।
ঋজুমানসমায়তয়া তথা তস্মৈ নাক্রোধি জীবনসমায় তথা ॥ ৩৪ ॥

অভবদনেনা না বিস্ময়দোঽন্যো মানিনীজনে নানাবি।
অতিমৃজনেনানাবিস্খলনং যদ্ পবনমনেনানাবি ॥ ৩৫ ॥

জনাদসোঃ সমানতঃ পদাহৃতিং সমানতঃ।
পরো দধৌ সমানতঃ স্বমূর্ধ্নি ভাসমানতঃ ॥ ৩৬ ॥

তনুচ্ছুটোত্তমালয়া তয়া ভুবোত্তমালয়া।
অহ্যার শীতমালয়ানিলাবধূতমালয়া ॥ ৩৭ ॥

শ্রিতলসদারামাভিঃ প্রাপ্যেতি জনো বিহৃতিমুদারামাভিঃ।
আরাদারমাভিস্ফারিতসরোজং সরস্তদারামাভিঃ ॥ ৩৮ ॥

কিমপঃ সরসীমা যা ধাম গুণামৃতপ্রসরসীমায়াঃ।
দ্রুতমিতি সরসী মায়াত্যক্তোভেম্যা নলশ্চ সরসীমায়াৎ ॥ ৩৯ ॥

গতপঙ্কাঃ সারসাঃ শ্রিয়াঽস্য জহ্রুর্মনোঽধিকাঃ সাবস্যঃ।
অশি কেকাঃ সারস্যাস্থিতাঃ কুরর্যশ্চ হংসকাঃ সারস্যঃ ॥ ৪০ ॥

কা ক্ষতিরর্স্তিমিতাভিঃ স্ফুটমাভির্বহ্বীতিরর্স্তিমিতাভিঃ।
অনীতিতরর্স্তিমিতাভিঃ কমেত্য যদশঙ্ক ধূর্তিভিরস্তিমিতাভিঃ ॥ ৪১ ॥

অলিমিলং পরাগতঃ সরোরুহাৎ পরাগতঃ।
মুখং মুদাপরাগতস্তদীয়মাপ রাগতঃ ॥ ৪২ ॥

অথ কামানলিনীনাং স্ত্রীণাং সংঘৈর্মনোরমা নলিনীনাম্।
বিধুতমা নলিনীনাং পংক্তির্বিততান সংভ্রমানলিনীনাম্ ॥ ৪৩ ॥

সরঃ শ্রিয়োঽন্তরঙ্গতঃ সরোজনুত্তরঙ্গতঃ।
ভয়ং মহত্তরঙ্গতস্তনুজনস্তরঙ্গতঃ ॥ ৪৪ ॥

অথ নীরাৎ সারসতঃ ফেনপরীতাদযথাম্ববাৎ সারসতঃ।
অতিমধুরাৎ সারসতস্তীরমিতা স্ত্রীর্তিভিশ্চরাৎ সা রসতঃ ॥ ৪৫ ॥

স চোদয়াবলীনতঃ সমুৎপ্রভাবলীনতঃ।
নয়ন্ যযাবলীনত পদং জনো বলীনতঃ ॥ ৪৬ ॥

দিশ কামানঙ্গেগেহংমন্যো মদনেষুবিকৃতিমানঙ্গেগেঽহম্।
ইতি পরমানঙ্গেগেহং নলঃ প্রিয়ামনয়র্তিবিমানঙ্গেগেহম্ ॥ ৪৭ ॥

অরুণমহস্তেনেন প্রাপি চ সোঽম্বৈর্জগর্নগ্রহস্তেনে ন।
ভাব্যানিহস্তেনেন স্ফুটমস্য হি তস্যাতেংংশুহস্তেনেন ॥ ৪৮ ॥

যতোযতোযতোযতো রবের্মরীচিসঞ্চয়ঃ।
মহান্ধকারসঞ্চয়স্ততস্ততস্ততস্ততঃ ॥ ৪৯ ॥

ছাদিতরবিতানেন প্রাপি চ কালেন সম্বরবিতানেন।
জিতরুধিরবিতানেন ব্যোম্না চ স্ফুরিতমুড়ুভিরবিতানেন ॥ ৫১ ॥

অথোদাতোম্বরাঙ্গতঃ শ্রিয়ঃ খমাপ রাজতঃ।
যথা ঘটো ব্যরাজত স্মরাগ্রগঃ স রাজতঃ ॥ ৫১ ॥

দধতং কালং কালং কালং কালং বিয়োগিনী শশিনস্তম্।
অধ্বগকালং কালং কালং কালং প্রসমীক্ষিতুম্প্রোদ্যন্তম ॥ ৫২ ॥

ক্ষরত্তুষারশীকরাঃ প্রবুদ্ধকৈরবাকরাঃ।
ততো জজৃম্ভিরে করা জগৎসু শার্বরীকরাঃ ॥ ৫৩ ॥

বধুস্তদানুনিন্যিরে নয়েন যেন যেন যে।
বশং নরোঽনয়নু সমুন্নতেন তেন তেন তে ॥ ৫৪ ॥

সহাসহাবমাদরৈঃ সহাসহাঃ স্মরস্য তে।
সুরাসুরা যথামুতে সুরাসু রাগমাদধুঃ ॥ ৫৫ ॥

মধু প্রপীয় চাভবন্নতানতা ন তা ন তাঃ।
রমারমার মারমাকুলে জনেঽত্র হালয়া ॥ ৫৬ ॥

ভ্রমরৈর্দ্রাগস্থানি প্রণীয় চ মধূনি সানুরাগস্থানি।
দত্তানরাগস্থান প্রাপচ্ছয়নঞ্জনস্তরাগস্থান ॥ ৫৭ ॥

সসম্ভ্রমহেলাভিঃ স্ফুরিতগুণাভিস্ততঃ পরমহেলাভিঃ।
শ্রীঃ প্রবরমহেলাভিস্তথেব যুবপঙ্‌ক্তিভিঃ পরমহেলাভি ॥ ৫৮ ॥

তয়ার্দ্ধধীরমায়যা মুদামনারমায়য়া।
নলো বিহারমাযযাবধঃকৃতা রমা যয়া ॥ ৫৯ ॥

সাশঙ্কাময়াসীৎ কৃতিনী ভৈমী নলস্য কামায়াসীৎ।
কামানিকামায়াসী দ্যুতিস্তদিষ্টাং স চাধিকামায়াসীৎ ॥ ৬০ ॥

ইতি না নামায়ানাং নলঃ কলিভুবাং বলেন নানামায়ানাম্।
ব্যসনানামায়ানান্নিধিররমদ্রাজ্যজন্মনায়ানাম্ ॥ ৬১ ॥

স্বয়ংবরাদনন্তরং মহী মহীমহীনধীঃ।
ররক্ষ নৈষধস্তদা ররাজ রাজরাজরাঃ ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীকালিদাসকৃতে নলোদয়ে সৎকাব্যে দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ

× × × × × × × × × × × × × × তৃতীঃ সর্গঃ × × × × × × × × × × × × ×

অথ সুরবৃষভাঃ স্বরতঃ প্রেক্ষ্য কলিং প্রস্থিতা মহাম্ভাস্বরতঃ।
যঃ কৃতবসু শুভাস্বরতঃ পপ্রচ্ছুস্তান্ গাতবর্নানিভাঃ স্বরতঃ ॥ ১ ॥

যশসামায়ামিতয়া হৃতঃ শ্রিয়া ভীমদুহিতৃমায়ামিতয়া।
তদধিগমায়ামতয়া স্পৃহয়াদ্য মনুষ্যমাযাম তয়া ॥ ২ ॥

ইতি বিকলোমায়য়াস্তদুক্তে উচে জনোঽমলো মা যায়াঃ।
শুভগীতোহমায়য়াঃ স্থিতো নলোঽধ্যা বরোঽনুলোমায়য়াঃ ॥ ৩ ॥

বচ ইতি বস্বাদিভ্যঃ শ্রুত্বা কলিরুৎসবাসবস্বাদিভ্যঃ।
মথসর্বস্বাদিভ্যশ্চুকোপ দোষাৎ স মদভুবঃ স্বাদিভ্যঃ ॥ ৪ ॥

প্রবলতমানবলত যা সংযোজ্য নলে স্বরোত্তমানবলতয়া।
তেনামা নবলতয়া তরুণেব তয়াস্যতাং ন মানবলতয়া ॥ ৫ ॥

ইতি বলবানন্তরতঃ কলিঃ কিলৈতজ্জগাদ বানন্তরতঃ।
অবহিতবানন্তরতঃ সমৃদ্ধিষু নলস্য বিবিশবানন্তরতঃ ॥ ৬ ॥

সোঽথ সদারোদরতঃ পুষ্করবিজিতো নলঃ সদা রোদরতঃ।
ব্যাজাদ্দারোদরতঃ স্বপুরান্নির্যাতিবান্দারোদরতঃ ॥ ৭ ॥

অসমানানাহারিঃ স্মৈনং শব্দাংশ্চ কিমমুনা নাহারি।
অপি তেনানাহারি ভ্রান্তস্তৃষণমপাস্য নানাহারি ॥ ৮ ॥

শুচমকরোদন্যস্য ভ্রমন্নলঃ পথি পদং সরোদন্যস্য।
ন চ পুনরোদন্যস্য ত্রাণায়াভূৎ পরস্পরোদন্যস্য ॥ ৯ ॥

নাস্য রমা রমা নাবাসস্তচ্চ খগা জহ্রুরর্থ্যমানা বাসঃ।
অপি মদমানাবাস স্বরোষজলধিস্তরম্ ক্ষমানাবা সঃ ॥ ১০ ॥

তাপশতেন বসা নৌ দ্রবেদিতীমৌ নগাবৃতে নবসানৌ।
চেলান্তেন বসানৌ চেরতুরেকেন পর্বতেঽনবসানৌ ॥ ১১ ॥

তদ্বাসঃ স্বাপায়ান্নীতিরিয়ং চেতি বিপদি সম্বাপায়াম্।
নিজবাসঃ স্বাপায়ান্নিকৃত্য তামমুঞ্চদিহ স স্বাপায়াম্ ॥ ১২ ॥

বভ্রামানন্তেন শ্রমেণ কলিনা বিধূয়মানন্তেন।
স হি রিপুমানন্তেনঃ স্বভাগ্যদোষাঃ ক্ব সমাহিমানন্তেন ॥ ১৩ ॥

মৃগকুলমারসদাবিশ্রমমভিতাপাতুরো মমার সদা বিঃ।
স্ফুরিততমা রদসা বিস্তৃতা নগা যত্র বিপিনমার স দাবি ॥ ১৪ ॥

শোকভরোদন্তেন শ্রুতঃ স চ নলাদ্রবেতি রোদন্তেন।
দ্রুতিমকরোদন্তেন স্বয়মিত্যুচে ভয়ং পুরোঽদন্তে ন ॥ ১৫ ॥

ক্ব ভবান্ শংসত্বস্যাত্বাপদমিত্যাশ্রয়োঽন্‌শংসত্বস্য।
তদ্দেশং সত্বস্য প্রাপ নলঃ সত্বরো ভৃশং সত্বস্য ॥ ১৬ ॥

অথ পবনাশময়ন্তং ক্বাপি দবাগ্নৌ দদর্শ নাশময়ন্তম্।
স্ববলেনাশময়ন্তং রুজমজিঘৃক্ষচ্চ পুনরনাশময়ন্তম্ ॥ ১৭ ॥

স চ ধৃতনাগস্তেন স্ববিষেণ বিরূপিতো মনাগস্তেন।
সহিতোঽনাগস্তেন প্রোক্তশ্চাত্মাস্তু বেদনাগস্তে ন ॥ ১৮ ॥

স্যাত্তরসা কল্যস্তে বপুরমুনাত্তেন বাসসা কল্যস্তে।
যে যশসা কল্যস্তে গুণোদয়ৈর্দধতি ভূতিসাকল্যস্তে ॥ ১৯ ॥

অপি চ বিনামানেন শ্রয়ণীয়ঃ সর্বপর্ণনামানেনঃ।
স্বাঙ্গেনামানেন স্যাবিপদো ন হি নৃণাং ক্ব নামানেন ॥ ২০ ॥

ব্রজ সুখমায়াহীনশ্রীরিত্যস্তর্হিতঃ শমায়াহীনঃ।
স্নিগ্ধো মায়াহীনঃ স্যাজ্জনতায়াঃ ক্ব নোত্তমায়াহীনঃ ॥ ২১ ॥

প্রীতিবশাদবনতঃ কৃত্বা তদ্বসনমাত্মসাদনবনতঃ।
বহুমাংসাদনবনতঃ সোঽস্মাদ্‌ দ্রুতপর্ণমাসসাদ ন বনতঃ ॥ ২২ ॥

অকৃত মুদা যস্তারস্তমমনুত সোঽধ্বনো যদা যস্তারম্‌।
ধ্বনিসমুদায়স্তারন্দধতোঽস্যা হয়াশ্চ তস্তদায়স্তারম্‌ ॥ ২৩ ॥

অথ সহসা দময়ন্ত্যা সাদময়ন্ত্যাশ্রমং নিদ্রা মুমুচে।
জীবিতসাদময়ন্ত্যা সাদময়ন্ত্যাগমকৃত স চ যদা তস্যাঃ ॥ ২৪ ॥

সাত্র সসাদা রামা সীতেব ত্রাসমাসসাদারামা।
যা প্রাসাদারামানুপেত্য ভর্ত্রা রতিং রসাদারামা ॥ ২৫ ॥

তত্র পদে ব্যালীনামথ বিভ্রান্তং বনে চ দেব্যালীনাম্‌।
তরুবৃন্দে ব্যালীনাস্থিতিন্দধানে তয়াম্পদে ব্যালীনাম্‌ ॥ ২৬ ॥

বেগবলাপাসিতয়া বেণ্যা ভৈমী যুতা ললাপাসিতয়া।
নৃপ! সকলাপাসিতয়া হস্তারীন্‌ বান্ধবান্‌ কিলাপাসি তয়া ॥ ২৭ ॥

স কথং মানবনানান্যায়বিদাচরসি সেব্যমানবানানাম্‌।
ধৃতসীমানবনানান্দারাণাস্ত্যাগমনুপম! মানবনানাম্‌ ॥ ২৮ ॥

পরকৃতমেতত্ত্বেনঃ স্মরামি যন্ন স্মৃতোঽসি মে তত্ত্বেন।
দোষসমেতত্ত্বেন প্রদ্বেষ্যে নাত্র সংভ্রমেতত্ত্বেন ॥ ২৯ ॥

হৃদয়ৌকায়ন্তেন স্থীয়েত যথেব পাবকায়ন্তেন।
যাবৎ কায়ন্তেন ত্যজেত স্বহৃদি চাধিকায়ন্তেন ॥ ৩০ ॥

যস্য পদে শঙ্কমিতঃ স্বজনোঽয়ং প্রাপ্য জনপ্রদেশঙ্কমিত।
অরিবৃন্দেঽশঙ্ক! মিতস্মিত! স ত্বমুপাগতোঽসি দেশঙ্কমিতঃ ॥ ৩১ ॥

যদ্‌ দ্বেশসানুরুরোদঃ কুহরং যো দ্বেষ্টুরঞ্জসানুরুরোদঃ।
অদ্রেঃ সানু রুরোহদঃ কিমাপ দয়িতো মমেতি সানুরুরোদ ॥ ৩২ ॥

শ্রয় কলনামানস্তেত্যয়ঞ্জনো দদাতি চাঙ্গনা মানস্তে।
হার্দং নামানস্তে জনমেনমশোক! কুরু সনামানস্তে ॥ ৩৩ ॥

উচ্চশিরোদারাবালপ্যেতি বনে স্থবন্ধুরোদারাবা।
দ্রুতিমকরোদারাবা রুক্ষং মরুতলমথো সরোদারাবা ॥ ৩৪ ॥

মৃগকুলমারব্যাধিপ্রচুরং বিভ্রদ্বনং সমারব্যাধি।
বীথ্যা মারব্যাধিষ্ঠিতভুজগভীমজেয়মারব্যাধি ॥ ৩৫ ॥

সাস্রবনাসারা সাবেগমনা ভীমনন্দনা সারা সা।
সুনয়ননাসারাসাবজগরমগ্রাসি চামুনাসারাসা ॥ ৩৬ ॥

অথ শবরো হাস্যন্তং স্বাসুংশ্চ রিপুতরোহাস্যন্তম্।
সমধিরুরোহাস্যন্তং ন্যাস্য তদাস্যেঽকরোৎ খরোহাস্যন্তম ॥ ৩৭ ॥

তাং পুনরেকাময়তঃ কৃশাং কিরাতঃ স্মরাতিবেকাময়তঃ।
কান্তারেঽকাময়ত স্প্রিয়ং ন কাঙ্ক্ষেদুপহ্বরে কাময়তঃ ॥ ৩৮ ॥

ধৃতবনমহ্যন্তেন ত্রাতাসি ময়া ননু ত্বমহ্যন্তেন।
মানিনি! মহ্যন্তেন প্রসীদ শরণাগতাঃ ক্ব মহ্যন্তে ন ॥ ৩৯ ॥

স্মমুখনিশাপে তে নঃ স্মর দাসানিতি প্রোচ্য বশাপেতেন।
দত্তে শাপে তেন স্থিতয়াসাস্থেন চলদৃশাপেতেন ॥ ৪০ ॥

দগ্ধসরাগাহিতয়া দময়ন্ত্যা বিপিনভূঃ পরাগাহিতয়া।
উচ্চতরাগাহিতয়া দৃষ্ট্যা ঘোরা চ কন্দরাগাহিতয়া ॥ ৪১ ॥

পদবাপদবাপদবাপদবারয়তোদ্রিবনং বিললাপ চ সা।
তরসান্তরসান্তরসান্তরসাম্বয়দুঃখ বৃণীষ্ব সখে মরণম্ ॥ ৪২ ॥

বৃক! কোপপুরঃসরমাসর মা সর মা সরমা ভবতা ননু সা।
কিমুতে দয়িতাদয়তোদয়তোদয়তোঽদয়তোর্গস্ত মুমেহ সুখম্ ॥ ৪৩ ॥

অয়ি রাক্ষস! ভক্ষয় মাং ক্ষুধিতো ন বসানবসান! বসান বসাঃ।
রুজমুগ্ধ জনেঽত্র চ হে করুণান্তর! দান্তবদান্তরদান্তরদাম্ ॥ ৪৪ ॥

ক রমাকর! মাকরমাকরমাকলয় ব্যসনং মম পাহি হরে!।
দরতোদরতোঽদরতোদরতোবিরুতৈর্মৃতাং সুকর ত্বমপি ॥ ৪৫ ॥

ত্বদরিনিষধেশ! সমুদ্ধিমনারময়া রময়ার ময়ারময়াঃ।
ব্যসনন্ত্বমুপৈমি কদা ননু সভীশমনাশমনাশমনাশমনাঃ ॥ ৪৬ ॥

যমনায়মনা যমনায় মনাগভিবীক্ষ্য রতন্দ্রবতীহ পরঃ।
স রুষো নিষধক্ষিতিনাথ! গলন্নবমানবমানবমানবমাঃ ॥ ৪৭ ॥

নয়মানয়মানযমান! যমাবস এত্য নিবাসমমুম্ভবতা।
ভবনীয়মপায়মরীনুদয়ান্নযতানয়তানবতানয়তা ॥ ৪৮ ॥

সনয়াসনয়াসনযাসনযাহ্যসুহৃদ্ঘটয়া বিপদং ত্বপদম্।
হিতদোহিতদোহিতদোহিতদেত্যালপদ্বঽধা নরদেব-সুতা ॥ ৪৯ ॥

সা বিধুরা ধাবন্তং রত্নৌঘং ক্বাপি নিবপবাধাবন্তম্ ।
সার্থং রাধাবন্তং প্রৈক্ষিষ্টাপচ্চ সুতনুরদধাবন্তম্ ॥ ৫০ ॥

ব্যাকুলযেবারিতযা বিধের্গতিবনেন সিন্ধযে বারিতযা ।
অপিচ যযে বাবিতয়া যথা শফর্য জলোদয়ে বাবিতযা ৫১ ॥

প্রতিষিদ্ধান্যায়স্যা প্রাপি স বাহোশ্চ বাজধান্যাযস্য ।
বহুধনধান্যা যস্য প্রবভূবুর্ন্দানি বহুবিধান্যায়স্য ॥ ৫২ ॥

সঙ্গনামাত্রাসানন্দং রাজ্ঞো ভৃতা চ নামাত্রাসা ।
শোকেনামাত্রাসাববসন্ধতদেহযাপনামাত্রাসা ॥ ৫৩ ॥

পদাপদা পবিভ্রমন্নযেন যাপদাপদা ।
বনাবনাবনাথবৎ সজীবনাবনাভবৎ ॥ ৫৪ ॥

॥ ইতি শ্রীকালিদাসকৃতে নলোদযে সৎকাব্যে তৃতীযঃ সর্গঃ ॥

× × × × × × × × × × × × চতুর্থঃ সর্গঃ × × × × × × × × × × × ×

অথ তুঙ্গোপাযস্য শ্রবণেন নলস্য সানুগোপাযস্য ।
বশগা গোপা যস্য স্বমনোভীমশ্চিবং জনুগোপা যস্য ১ ॥

নিশি চ দিবাচার্যস্য ক্ষতস্য নলাবিচিন্তযেঽথ বাচার্যস্য ।
ভৃশমেবাচার্যস্য দ্বিজোত্তমেঃ শিষ্যকৈবিবাচার্যস্য ॥ ২ ॥

অথ নয়নেত্রা সাদিপ্রচুবা পুঃ কেনচিজ্জনেঽত্রাসাদি
যত্র সুনেত্রা সা দিগ ভ্রমেণ দুঃখঙ্গতা বনে ত্রাসাদি ৩ ॥

সহ দীনায়ত তেন স্বগৃহং ভৈমী যযেঽমুনাযততেন ।
স্বনয়েনাযততেন প্রাপ্তৈস্বাসোশ্চ শোভনায়ততেন ॥ ৪ ॥

বসনাংশস্যস্তেন ক্বাসি মমাযং বিধিযর্শস্যস্তেন ।
ছদ্মাবিশস্যস্তেন স্বজনেন ভূতেন ভর্বাস শস্যস্তেন ॥ ৫ ॥

স জনস্তেনাগাদিক্রামীতি জনেন তস্মতে নাগাদি ।
ভর্তুকৃতেনাগাদিস্যাদেন ভুবি বস্তুপরিস্তেনাগাদি ॥ ৬ ॥

কোপন্যচে তনয়ায়াঃ পদমেত্য নৃপস্য তেষু চেতনাযাধাঃ ।
ভীমুঞ্চেত ন যায়াদার্ত্তিস্বাং দুঃসহচেতনয়া যা ॥ ৭ ॥

নিজধামেতং স ময়ামৃতপর্ণং শ্রাবিতোঽর্থমেতং স ময়া।
সচিবসমেতং সময়াগিরোত্তরং নাজনিষ্টমেতাং সময়া ॥ ৮ ॥

দীনানায়তনস্থো নানায়তনক্ষমোঽস্য সৌত্যেধিকৃতঃ।
নানায়তনকরো লীনানায়ত নঃ পথ্যবাচাথ রহঃ ॥ ৯ ॥

দীনায়ানায়তয়া বিবাসসেঽস্মৈ বিহীনযানায় তয়া।
ন খলু ধিয়ানায়তয়া ক্রোধব্যন্ধর্মনিশ্চযানায়তয়া ॥ ১০ ॥

কৃতকর্মানেন স্বাগতোঽস্মি বচসেতি তস্য মানেন ত্বা।
বেদয়মানে নত্বা বিপ্রে চ ধনেষু দীয়মানেনত্বা ॥ ১১ ॥

তত্রাপর্ণায়িততস্বনয়াস্তেমী তপস্যাপর্ণাযিতত।
তুলিতস্বপর্ণায় ততস্তস্যাগমনায় সতর্পণায় ততঃ ॥ ১২ ॥

সা কৃতসামান্যেন শ্রাবিতবত্যমুমনসামান্যেন।
স্বং রহসামান্যেন স্বয়ংবরং স্মরতি নাঞ্জসামান্যেন ॥ ১৩ ॥

রহসি তদানন্নাহাস্থিতঃ স্ম নলং যুতো মুদা সন্নাহ।
স্ত্রীস্তু মদাসন্নাহ স্ফুটং প্রযামো ব্রজেদিতি বন্দাসন্নাহঃ ॥ ১৪ ॥

সা বনিতা বধ্বানঃ স্বগুণৈঃ কর্ষতি কে হৃতাশ্চ বধ্বানঃ।
স মহস্তাবন্ধানঃ শ্ব ইতি যোজনশতং মিতাবধ্বানঃ ॥ ১৫ ॥

তৎ স্বরযামা যামঃ প্রণয়ের্যদি মানিতাত্রিযামাযামঃ।
নলজাযামাযামস্মৃত্বেত্যুচে ক দুর্ধিয়ামায়ামঃ ॥ ১৬ ॥

মাং ভজমানা শ্বঃ স্যান্নুনমসৌ তৎ প্রণোদ্যমানাশ্বঃ স্যাম্।
ইতি মতিমানাশ্বস্যান্যায়মনাশঙ্ক্য বিকৃতিমানাশ্বস্যাম্ ॥ ১৭ ॥

অথ রথমারাবন্তং শস্ত্রাণি নলঃ শুভাশ্বমারাবন্তম্।
স জগামাবাবন্তং নৃপাতিমাবোপ্য চ গুরুন্তমারাবন্তম্ ॥ ১৮ ॥

স্বাংসকৃতাবসনস্য ক্ষণদুবত্বেন সঙ্গতাবসনস্য।
ভর্তুর্বা বসনস্য ব্যস্মযত রথদ্রুতেধুতাবসনস্য ॥ ১৯ ॥

ফলগণনাদক্ষস্য ব্যধিত তদাসোঽশ্বনোদনাদক্ষস্য।
তপসি চ না দক্ষস্য প্রহর্ষণং হৃদয়বোধনাদক্ষস্য ॥ ২০ ॥

বলজিতদেবার্যাভ্যাং বিদ্যাবিনিময়ো যুগপদেবার্যাভ্যাম্।
সংমর্দেবার্যাভ্যাং ব্যধায়ি সংস্পৃশ্য সম্পদেবার্যাভ্যাম্ ॥ ২১ ॥

তদনু দ্রুতমক্ষমতঃ স্বীকৃত্যাম্বদহনেঽধিকতমক্ষমতঃ।
কলিরুন্নতমক্ষমতঃ স্ফুটমেব গতো নলস্তু ন তমক্ষমত ॥ ২২ ॥

পতিতমলসমেতস্যা ভৈম্যা রুষি বিধ্ধি মানলসমেতস্যা।
আর্ত্যমলসমেতস্যাশ্রিতস্য শরণপ্রদোনলসমেতস্যাঃ ॥ ২৩ ॥

কলিমিতি নানামায়ং নমস্তমমুঞ্চন্মহামনা নামায়ম্।
কীর্তিধনানামায়ং স দধাতি হরন্তি রিপুজনানামায়ম্ ॥ ২৪ ॥

অথ নন্নাশবস্তেন প্রাস্থিত রাজা মহাত্মনাশবস্তেন।
সা ললনাশবস্তেন স্যাদিতি হসতাবিরোধিনাশবস্তেন ॥ ২৫ ॥

সোঽয়মমেনাযততামিণ্ট ইতি নলঃ সমস্ত্বনেনাযততাম।
বহতি দিনেনাযততাস্পুরীম্প্রয়েণাশ্রিতাঞ্জননাযততাম্ ॥ ২৬ ॥

কর্তুস্মামস্তেন শ্রম ইতি নীতো ভুবোঽয়মানস্তেনঃ।
স্কন্ধামানস্তেন প্রেম্ণা ভীমেন জিতবিমানস্তেন ॥ ২৭ ॥

সজ্জনতামহিতস্য ব্যগ্রেতরলোকসূচিতামহিতস্য।
স দ্বিষতামহিতস্য দ্রুতং পুরসোক্ষণাত্ততাম হিতস্য ॥ ২৮ ॥

প্রথিততততমায়া মায়াং শুচিরথ বসতাবনুত্তমায়ামায়াম্।
চারুতমায়ামায়ান্নলঃ স্মরস্বাসমস্তুসমাযা মায়াম্ ॥ ২৯ ॥

তং স্বনয়ানন্তরসান্নিধ্যগতং নন্নযানস্তরসা।
অভ্যুদয়ানন্তরসাবধিত মুদা নৈষধপ্রিয়ানন্তরসা ॥ ৩০ ॥

তন্নন্নালী কেন স্থীয়ত ইত্যত্র সুমুখনালীকেন
কিং হীনালীকেন স্বকমিত্রা কৃত্তরিপুজনালীকেন ॥ ৩১ ॥

তং সাম্বামানয়তঃ পরীক্ষ্য বহুধা গুণাভিরামা ন যতঃ।
স্বজনগিরা মানয়তঃ স্ববয়বস্যাবসতির্মপি পরামানয়তঃ ॥ ৩২ ॥

তরসৈবাসাবাস স্বাং বিকৃতিমহেবর্হন্ সুবাসা বাসঃ।
স্থিরভাবাসাবাসস্মিন্ধশ্চারংস্ত নৃপতিবাসাবাসঃ ॥ ৩৩ ॥

নৃপধামনি শাস্তেন ব্যতীত্য ভৈমীসমাগমনিশাস্তেন।
দ্বিষতামনিশাস্তেন শ্বশুরো দৃষ্টঃ শ্রিতোত্তমনিশাস্তেন ॥ ৩৪ ॥

ধৃতজাড়িমা নেহাসীদৃতুপর্ণোঽপি প্রদৃশ্যমানে হাসী।
আত্মসমানেহাসীর্দাভুপজ্যেনং নলোঽরিমানেহাসী ॥ ৩৫ ॥

সাম্বুসমাসামা শ্বেত্রমত্র পুরে নলোঽয়মাসামাস।
স্ত্রীণামাসামাস শ্রমমমুনানায়ি সুমুখমাসা মাসঃ ॥ ৩৬ ॥

অথ মহদারাজিতয়া স্বপুরঞ্চম্বা নলস্তদারাজিতয়া।
সাসিগদারাজিতয়া পুষ্করমভ্যধাদ্দারাজিতয়া ॥ ৩৭ ॥

ময়ি গহনা মায়াসি ত্বয়া মনো মাত্র মানিনামায়াসি।
ধনুরবনামায়াসি দ্যুতায়ালং ক্ব চেতনামায়াসি ॥ ৩৮ ॥

ইত্যুক্তো দেবনতঃ সোঽর্থ্যভবৎ পুষ্করঃ প্রমাদেঽবনতঃ।
যেন স বিভিদে বনতঃ পুরাবনেঃ শ্রমমপি প্রপেদেঽবনতঃ ॥ ৩৯ ॥

স চ রাজাযততেন দ্যুতেঽসুপর্ণে জিতো ব্যজায়ত তেন।
নির্ব্যাজায়ততেন ত্যক্তশ্চাগঃসু গতরজা যততে ন ॥ ৪০ ॥

অয়ি ভবনে ত্রায়স্ব স্বভুবং পুষ্কর! মুদঞ্জনেঽত্রায়স্ব।
যুগবলনেত্রায় স্বস্নেহায় পুরেব বিমলনেত্রায় স্বঃ ॥ ৪১ ॥

হরিপবনয়মানস্য স্ববলাদিতি তুলয়তোঽনুনয়মানস্য।
স্নেহানয়মানস্য প্রণতিমধাৎ পুষ্করঃ সুনয়মানস্য ॥ ৪২ ॥

অরিসেনানাশস্যাশ্রিতবৎসল! তেঽস্তু চেতনানাশস্যা।
পুরিতনানাশস্যাস্তোকযশোভিঃ কদাপি নানাশঃ স্যাঃ ॥ ৪৩ ॥

ইতি স ননাম নলস্য প্রণতোঽঙ্ঘ্রী ফুল্লবক্ত্রনামনলস্য।
অহিতানামনলস্য প্রযযৌ সার্ধং তেন নামনলস্য ॥ ৪৪ ॥

মুদমমুনামুক্তেন প্রাপ সুরাজ্যং মহাত্মনামুক্তেন।
ধুতনানামুক্তেন রাজ্যশ্চিরম্প্রাশাসি বিঘট্টনামুক্তেন ॥ ৪৫ ॥

অরিসংহৃতিরস্য বনেষু শুচোম্পদমাপদমাপদমাপদমা।
সুখদণ্ড যথৈব জনায় হরিং যতমায়তমায়তমায়তমা ॥ ৪৬ ।

নলেন পুর্ভায়তায়তায়তা পুরেব সা।
সদায়মুস্মহা মহামহামহান্তঃসম্পদম্ ॥ ৪৭ ॥

॥ ইতি শ্রীকালিদাসকৃতে নলোদয়ে সৎকাব্যে চতুর্থঃ সর্গঃ ॥

—ঃ সমাপ্তমিদং নলোদয়কাব্যম্ ঃ—

শ্রুতবোধ

ভূমিকা

ছন্দের অর্থ ও তাৎপর্য

বিদ্যার সংখ্যা চোদ্দটি। ছন্দোবিদ্যা তাদের অন্যতম। বিদ্যার সংখ্যাপ্রসঙ্গে বিষ্ণুপুরাণে বলা হয়েছে—

'অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারো মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ।
ধর্মশাস্ত্রং পুরাণঞ্চ বিদ্যা হ্যেতাশ্চতুর্দশ ॥'

ছয় বেদাঙ্গ, চার বেদ, মীমাংসা, ন্যায়, ধর্মশাস্ত্র এবং পুরাণ—এসব মিলে মোট চোদ্দটি বিদ্যা। ছয় বেদাঙ্গের মধ্যে ছন্দ একটি। বেদ সম্পূর্ণভাবে ছন্দের উপরে নির্ভরশীল, তাই ছন্দকে বেদের দুটি পা বলা হয়েছে ('ছন্দঃ পাদৌ তু বেদস্য')। পা-ছাড়া মানুষের যে-অবস্থা, ছন্দছাড়া বেদের অবস্থাও সেরকম। বেদের পঠন, পাঠন এবং বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ছন্দের জ্ঞান অপরিহার্য। ছন্দোবন্ধ বৈদিক মন্ত্র যদি যথাযথ উচ্চারিত না হয়, তবে সেই মন্ত্র যজমানের কাছে বজ্র হয়ে দাঁড়ায়। (স বাগ্‌বজ্রো যজমানং হিনস্তি)।

ছন্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ করতে দিয়ে আচার্য সায়ণ ঋগ্বেদের ভূমিকায় বলেছেন, আবরণার্থ 'ছাদ' ধাতু থেকে ছন্দ শব্দের উৎপত্তি। নিরুক্তকার যাস্কও বলেছেন—ছন্দাংসি ছাদনাৎ। ছন্দ-শব্দটির তিন রকম ব্যাখ্যা করেছেন আচার্য সায়ণ—

১। পাপ কাজ থেকে, দোষত্রুটি থেকে মানুষকে নিবৃত্ত করার আচ্ছাদন স্বরূপ বলে এর নাম ছন্দ (ছাদয়ন্তি হ বা এনং ছন্দাংসি পাপাৎ কর্মণঃ)।

২। জ্বলন্ত অগ্নির উত্তাপকে আচ্ছাদিত করে বলেই এর নাম ছন্দ (চীয়মানাগ্নি-সন্তাপস্যাচ্ছাদকত্বাচ্ছন্দঃ)।

৩। অপমৃত্যু নিবারণ করে মানুষকে আচ্ছাদিত করে বলে ছন্দ নাম। ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে, দেবতারা এক সময় মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে ত্রয়ী বিদ্যায় প্রবেশ করেন এবং ছন্দ দিয়ে নিজেদের ঢেকে রাখেন। এই আচ্ছাদন করার জন্যেই ছন্দের ছন্দত্ব (যদেভিরাচ্ছাদয়ংস্তচ্ছন্দসাং ছন্দস্ত্বম্)।

বেদ অলৌকিক; তাই ছন্দের উক্ত ব্যাখ্যাগুলিও অলৌকিক। লৌকিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে ঐ ব্যাখ্যা নিরর্থক মনে হবে; কিন্তু তাহলেও এর মধ্যে নিশ্চয় কিছু সত্যতা আছে। দোষত্রুটি এবং কুকর্ম থেকে, অগ্নির উত্তাপ থেকে এবং মৃত্যুর ভীতি থেকে ছন্দ মানুষকে রক্ষা করে। আসলে মর্তের সীমানা পার করে ছন্দ মানুষকে নিয়ে যায় ঊর্ধ্ব আকাশে—কল্পনার স্বর্গরাজ্যে,—এক আশ্চর্য আনন্দলোকে। কাব্যিক ছন্দের দোলায় চড়ে মর্তের মরণভীতি, সংসারে অগ্নিসম তীব্র সন্তাপ, আর পাপের কুটিল পথ থেকে অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যেও মানুষ এক অনাবিল অক্ষয় সৌন্দর্যলোকে পাড়ি জমায়। সংসার একটি বিষবৃক্ষ। এর দুটি কেবল মধুর ফল আছে—একটি সজ্জনের সঙ্গ, অন্যটি কাব্যামৃতের রসাস্বাদন। সংসার বিষবৃক্ষস্য দ্বে এব মধুরে ফলে। কাব্যামৃতরসাস্বাদঃ সঙ্গমঃ সজ্জনৈঃ সহ ॥' কাব্যের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে ছন্দ, যেমন শব্দের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে অর্থ। ছন্দোবন্ধ-পদং পদ্যম্' অর্থাৎ ছন্দ দিয়ে পদ বাঁধা না হলে পদ্য হয় না। অতএব ছন্দের সঙ্গে

পদ্যকাব্যের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। তাহলে গদ্যকাব্যের ক্ষেত্রে ছন্দের কি কোনো প্রয়োজন নেই? শাস্ত্রে ছন্দের যে-লক্ষণ আছে, সে-লক্ষণ হয়তো গদ্যকাব্যের ক্ষেত্রে ঠিক মিলবে না; মনে রাখতে হবে "ভাষার মধ্যে ভাষাতীতকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সাহিত্য প্রধানতঃ ভাষার মধ্যে দুটি জিনিষ মিশাইয়া থাকে—চিত্ত এবং সঙ্গীত।" ছন্দ শব্দের একটি অর্থ চিত্তের অভিপ্রায় বা মনের ভাব। অপরটি—তাল, লয়, লঘুগুরু স্বর, যতি, মাত্রা প্রভৃতির নিয়ম বিশেষ (লঘুগুরুস্বরব্যবস্থাবিশেষঃছন্দঃ)'। সঙ্গীতের মধ্যেও জড়িয়ে আছে এই তাল, লয় প্রভৃতি। এতএব শুধু পদ্যে নয়, গদ্যেও ছান্দিক ধারা না থাকলে ভাষাতীত সেই রস বা আনন্দ অনাস্বাদিত থাকায় সে গদ্য শুধু সংবাদই হবে, কাব্য হতে পারে না। তাছাড়া সংস্কৃতে 'বৃত্তগন্ধি' বলে যে যে শ্রেণীর গদ্য কাব্যের কথা বলা হয়েছে, তাতে দেখা যায় আক্ষরিক অর্থে সেখানে বৃত্ত (ছন্দ) না থাকলেও বৃত্তের গন্ধ আছে। পদ্যের ভাগের মতো ভাগযুক্ত গদ্যকে বৃত্তগন্ধি বলে ('পদ্যভাগবদ্বৃত্তগন্ধি'—বামন ১।৩,২৩)।

এখানে ওখানে ছড়ানো বিছানো ফুলগুলোকে যখন একসূত্রে গেঁথে মালা তৈরি করা হয়, তখন তা এক অপূর্ব শ্রী ধারণ করে। সে তখন ঠাঁই পায় মানীজনের গলায়, দেবতার পুজোয়। সেই নীচে পড়ে থাকা ছড়ানো ফুলগুলো তখন হয় সকলের পরম আদরের। সেরকম ছড়ানো কথার ফুল যখন ছন্দের সূত্রে গাঁথা হয়, তখন সেই ভাষা লাভ করে কাব্যের মর্যাদা; বাণীর শতদল কাব্যমালিকায় শোভিত হয়ে তৃপ্ত করে থাকে রসিকজনকে। রবীন্দ্রনাথ 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় বলেছেন—

"মানবের জীর্ণ বাক্যে মোর ছন্দ দিবে নব সুর,
অর্থের বন্ধন হতে নিয়ে তারে যাবে কিছু দূর
ভাবের স্বাধীন লোকে, পক্ষবান অশ্বরাজ সম
উদ্দাম সুন্দরগতি—সে আশ্বাসে ভাসে চিত্ত মম।"

লৌকিক সংস্কৃতে ছন্দ শব্দটি এসেছে আনন্দদায়ক 'চন্দি' ধাতু থেকে। 'ছন্দয়তি আহ্লাদয়তীতি ছন্দঃ' অর্থাৎ যা আনন্দ দেয় তাই ছন্দ। √চন্দি+অসুন্। 'চন্দে রাদেশ্চ ছঃ'—এই সূত্রে চন্দি ধাতুর চকারের জায়গায় ছকার হয়ে শব্দটি হয়েছে 'ছন্দ'। ছন্দোগত—প্রকৃতির জন্যে অর্থাৎ তাল, মাত্রা, যতি প্রভৃতির জন্যে ছন্দগুলি শোনামাত্রই আমাদের মনকে আনন্দ দেয়। বাতাসের তালে তালে নৃত্যরত সবুজ ধানের খেত, অথবা তাল লয় সহযোগে কোন সুন্দরী অঙ্গনার অঙ্গভঙ্গী যেমন মনে আনে অসীম আনন্দ, সেরকম ছন্দের তালে শ্লোকে শ্লোকে বেজে ওঠে তরঙ্গের ঝঙ্কার, সঙ্গীতের মাধুর্য, ছন্দ নীরস বক্তব্যকেও সরস করে তোলে, ভাষাকে করে তোলে নৃত্যময়ী লাস্যময়ী। ধ্বনিহীন স্তব্ধ ধরণীকে মহাসমুদ্র যেমন অনন্ত নৃত্যগীতে চারদিক থেকে ঘিরে আছে, সেইরকম "ছন্দ ভাষারে ঘেরিয়া আলিঙ্গনে

গাবে যুগে যুগে যুগান্তরে সরলগম্ভীর কলস্বনে।" (ভাষা ও ছন্দ)

নাই বা বোঝা গেল কাব্যের অর্থ, তবুও শ্লোকগুলি ধ্বনিপরম্পরায় এক অপূর্ব সঙ্গীত-মাধুর্য সৃষ্টি করে থাকে। এবিষয়ে সাহিত্য সমালোচক কুন্তকের কথাটি এইরকম ঃ—

অপর্যালোচিতেঽপ্যর্থে বন্ধসৌন্দর্যসম্পদা
গীতবৎ হৃদয়াহ্লাদং তদ্বিদাং বিদধাতি যৎ।

অর্থাৎ যদি অর্থ ভালো বোঝান যাও যায়, তবু সৌন্দর্য সম্পদের বিন্যাসে কাব্যরসিকদের

হৃদয়ে সংগীতের মতো আহ্লাদ জন্মায়। তাই 'কুমারসম্ভব' কাব্যের অর্থ বুঝতে না পারলেও তার ধ্বনিমাধুর্যেই কিশোর রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে আবিষ্ট হয়েছিলেন।

ছন্দের সঙ্গে ভাবের এক গভীর যোগসূত্র আছে। 'মেঘদূত' কাব্যটি মন্দাক্রান্তা। ছন্দছাড়া হলে ছন্নছাড়া ছেলের মতোই তার অবস্থা হত;—কামনার মোক্ষধাম অলকা নগরীতে সে-কাব্যের কান্ত পেঁছাত না। বস্তুতঃ ধীর লয়-তালযুক্ত মন্দাক্রান্তার তালে তালে যেন জলভরা বর্ষামেঘের গুরুগম্ভীর ধ্বনি বেজে ওঠে।

ছন্দোবিদ্যার ক্রমবিকাশ

অতি প্রাচীন কাল থেকেই মানুষের মনে স্বভাবতঃ পদ্যের খেলা চলে আসছে। ফলে গদ্যসাহিত্য পদ্যসাহিত্যের চেয়ে অপেক্ষাকৃত আধুনিক। জগতের আদি কবি মহর্ষি বাল্মীকি। ক্রৌঞ্চীর বিয়োগ-দুঃখে তাঁর অন্তরের গভীর শোক সেদিন শ্লোকাকারে বেরিয়ে এসেছিল (ক্রৌঞ্চদ্বন্দ্ববিয়োগোত্থঃ শোকঃ শ্লোকত্বমাগতঃ)। বাণীর বিদ্যুৎদীপ্ত ছন্দোবাণে বিদ্ধ হয়ে মহর্ষি সেই শোককে রামায়ণের শ্লোকে শ্লোকে প্রকাশ করেছিলেন। পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন গ্রন্থ যে ঋগ্বেদ, সেও ঋষি-কবিদের ছন্দোময় আর্যদর্শন। নিখিল বিদ্যার আবির্ভাবও বেদের মধ্যেই। গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দগুলি যাগযজ্ঞে বিনিযুক্ত হত। তাদের স্বরূপটি ভালোভাবে জানা একান্ত দরকার ছিল। সর্বপ্রথম ব্রাহ্মণগুলিতে ছন্দের পদ-সংখ্যা এবং অক্ষরের বিভাগ নির্দিষ্ট হয়। ভগবান্ আশ্বলায়ন, শাংখায়ন এবং আপস্তম্ব প্রভৃতি ঋষিরা ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলি থেকে ইতস্ততঃ পর্যস্ত বিধি এবং অর্থবাদ প্রভৃতি আহরণ করেন, সূত্রাকারে সহজভাবে সংকলন করেন যজ্ঞকর্মগুলি, আর ব্রাহ্মণ এবং আরণ্যকগুলি থেকে সার গ্রহণ করে উপযুক্ত ছন্দগুলির পৃথক পৃথক লক্ষণ করেন। শাংখায়নের শ্রৌতসূত্র থেকে কয়েকটি সূত্র পরবর্তীকালে পিঙ্গল তাঁর 'ছন্দঃসূত্র' গ্রন্থে গ্রহণ করেন। অবশ্য শাংখায়ন সূত্রে বৈদিক ছন্দের লক্ষণই লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া নিদানসূত্রে, প্রাতিশাখ্যে এবং কাত্যায়নের অনুক্রমণীসমূহে বৈদিক ছন্দের লক্ষণ নির্দিষ্ট আছে। ঋগ্বেদে মূলতঃ গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্, বৃহতী, পঙ্‌ক্তি, ত্রিষ্টুপ এবং জগতী—এই সাতটি ছন্দের প্রয়োগ থাকলেও অনেক লৌকিক সংস্কৃত ছন্দের প্রয়োগও দেখা যায়, যথা—প্রমাণী, ইন্দ্রবজ্রা, উপেন্দ্রবজ্রা, উপজাতি, শালিনী, বাতোর্মি, বংশস্থ, ইন্দ্রবংশা প্রভৃতি। অন্য ছন্দগুলির মূলীভূত পাদ এবং অর্ধঋক্ বেদে শত শত লক্ষ্য করা যায়। অতএব লৌকিক ছন্দগুলির মূল বেদের মধ্যেই নিহিত আছে।

পিঙ্গলের 'ছন্দঃসূত্রে' বৈদিক এবং লৌকিক—দুরকমের ছন্দেরই লক্ষণ দেখা যায়। সমস্ত ছন্দোগ্রন্থের মধ্যে আচার্য পিঙ্গলের 'ছন্দঃসূত্র' গ্রন্থই সবচেয়ে প্রাচীন। পিঙ্গলের পূর্বেও যে অনেক ছন্দোবিদ্ ব্যক্তির গ্রন্থ ছিল, তা 'ছন্দঃসূত্র' গ্রন্থ থেকেই জানা যায়। ক্রৌষ্টুকি, যাস্ক, তাণ্ডী, সৈতব, কাশ্যপ রাত এবং মাণ্ডব প্রভৃতি ছন্দোজ্ঞ ব্যক্তিদের কথা আচার্য পিঙ্গল শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। তাছাড়া নাম-গোত্রহীন ছন্দঃশাস্ত্রকারদের মত 'একীয়ম্'—এইভাবে তিনি নির্দেশ করেছেন। পিঙ্গল-কৃত 'ছন্দঃসূত্র' গ্রন্থটি আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত। বৈদিক ছন্দের চেয়ে লৌকিক ছন্দের লক্ষণ এখানে বেশি। পিঙ্গল একজন প্রাচীন ঋষি, মহাভারতেও তাঁর নামের উল্লেখ আছে।

কেউ কেউ বলেন মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি এবং পিঙ্গলনাগ অভিন্ন পুরুষ। বৈদিকেরা তাঁর গ্রন্থটিকে বেদাঙ্গ বলে মনে করে থাকেন। পিঙ্গলাচার্যের ছন্দঃশাস্ত্রের পর ছন্দের উপরে অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে; অনেক সময় আবার অন্য অনেক বিষয়-সম্বলিত গ্রন্থের কিছু অংশ জুড়ে ছন্দের আলোচনা আছে। সেই সমস্ত গ্রন্থের কিছু উল্লেখ করা যেতে পারে—

শৌনকীয় প্রাতিশাখ্য ১৬টি পটলে(=অধ্যায়ে) বৈদিক ছন্দের লক্ষণগুলি তুলে ধরেছে। কাত্যায়নের 'ঋক্‌সর্বানুক্রমসূত্র' গ্রন্থটি প্রাতিশাখ্যেরই অনুরূপ। 'শুক্লযজুঃ-সর্বানুক্রম' গ্রন্থটিতে ছন্দোবিষয়ক আলোচনা আছে। অগ্নিপুরাণে ৩২৮ অধ্যায় থেকে ৩৩৫ অধ্যায় পর্যন্ত—মোট ৮টি অধ্যায়ে ছন্দের আলোচনা দেখা যায়। 'গরুড়পুরাণে' পূর্বখণ্ডে ২০৭—২১২ পর্যন্ত ৬টি অধ্যায়ে ছন্দোগত বিবরণ আছে। নারদীয় পুরাণে পূর্বখণ্ডে ৫৭তম অধ্যায়ে লৌকিক এবং বৈদিক ছন্দের পর্যালোচনা দেখা যায়। এছাড়া বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণে তৃতীয় খণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে ছন্দ সম্পর্কে আলোচনা আছে। ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রে চতুর্দশ এবং পঞ্চদশ অধ্যায়ে লৌকিকছন্দের বিস্তৃত আলোচনা দেখা যায়। নাট্যশাস্ত্রে এবং অগ্নিপুরাণের ছন্দ-আলোচনায় পিঙ্গলাচার্যের বিশেষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তবে শ্লোকছন্দ বা অনুষ্টুপ্‌ ছন্দটি উক্ত সমস্ত গ্রন্থে সঠিক এবং সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা হয় নি।

তারপর ছন্দঃশাস্ত্রের ইতিহাসে শ্রুতবোধ এক উজ্জ্বল নাম। বলার ভঙ্গিতে, লক্ষণ করার পদ্ধতিতে এবং কাব্যিক উপস্থাপনার গুণে শ্রুতবোধ অতুলনীয়। এক ছন্দোজ্ঞ কান্ত মধুর সম্ভাষণে তার কান্তাকে এক এক করে ছন্দের লক্ষণ বুঝিয়ে দিচ্ছে। কান্তার মতো উপদেশ দিয়ে থাকে কাব্য—'কান্তাসম্মিততয়োপদেশযুজে'। শ্রুতবোধের বলার মধ্যে আছে কোমল হৃদয়ের স্পর্শ। গুরুর মতো আদেশভঙ্গি সাধারণতঃ শাস্ত্র থেকে পাওয়া যায়। সেদিক থেকে বিচার করলে মনে হবে, শ্রুতবোধের লেখক আসলে কবি, সম্ভবতঃ কালিদাসই; মোটকথা তিনি ঠিক শাস্ত্রকার নন। গ্রন্থটির নামকরণের সার্থকতা প্রথম শ্লোক থেকেই জানা যায়। 'শ্রুতেন শ্রবণমাত্রেণ ছন্দসাং লক্ষণং বুধ্যতে ইতি শ্রুতবোধঃ'—অর্থাৎ শোনামাত্রই ছন্দগুলির লক্ষণ বোঝা যায়। বইটি কালিদাসের লেখা বলেই চলে আসছে: কিন্তু শ্রুতবোধ কালিদাসের লেখা কিনা—এ বিষয়ে পণ্ডিত-মহল একমত নন। Dr. Keith বলেন—'The Srutabodha is attributed to Kalidasa, but there is no ground for the ascription.' কেউ কেউ বররুচিকেও এই গ্রন্থের রচয়িতা মনে করেন। তবে 'শ্রীনবকুমার বসু এণ্ড কোম্পানী' প্রকাশিত (১৩০২ সাল) মহাকবি কালিদাসের গ্রন্থাবলীতে 'শ্রুতবোধ'কে ধরা হয়েছে। শ্রুতবোধের শ্লোকসংখ্যা (বসু এন্ড কোম্পানী) ৪১টি। তবে সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার থেকে ডঃ হেরম্বনাথ চ্যাটার্জী মহাশয় 'শ্রুতবোধে'র যে সংস্করণটি প্রকাশ করেন, তাতে ৪২টি শ্লোক দেখা যায়। যতির লক্ষণযুক্ত শ্লোকটি 'বসু এণ্ড কোম্পানী'তে না থাকায় এখানে ১টি শ্লোক বেশি। চ্যাটার্জী মহাশয়ের প্রকাশনটি এখানে অবলম্বন করা হয়েছে। শ্রুতবোধে মোট ছন্দের সংখ্যা ৩৭টি। পিঙ্গলের ছন্দঃসূত্রের পদ্ধতিটি এখানে গ্রহণ করা হয় নি। তিনটি অক্ষর নিয়ে যে গণ, সে গণ দিয়ে এখানে ছন্দগুলির সংজ্ঞা দেওয়া হয়নি, যেমন দেওয়া হয়েছে ছন্দঃসূত্রে ও ছন্দোমঞ্জরীতে। সংজ্ঞার

ক্ষেত্রে স্বরগুলির লঘু-গুরু ব্যবস্থা এবং যতি (ক্ষেত্রবিশেষে) গ্রহণ করা হয়েছে। তবে একটি সুন্দর পদ্ধতি সম্ভবতঃ প্রথম এই গ্রন্থে দেখা যায়। ছন্দের লক্ষণ যে শ্লোকে বলা হয়েছে, সেই শ্লোকটি নিজেই ঐ ছন্দের উদাহরণও বটে।

শ্রুতবোধের পর ক্ষেমেন্দ্রের সুবৃত্ততিলক (একাদশ খৃঃ) হেমচন্দ্রের ছন্দোঽনুশাসন (একাদশ শতাব্দী) কেদারভট্টের বৃত্তরত্নাকর, প্রভৃতি গ্রন্থগুলি পঞ্চদশ শতকের পূর্বে রচিত হয়। এর পর ছন্দঃশাস্ত্রের ইতিহাসে গঙ্গাদাসের ছন্দোমঞ্জরী সকলের সপ্রশংস উল্লেখের দাবি রাখে। সর্বাধুনিক প্রকৃষ্ট ছন্দঃশাস্ত্রের নিদর্শন এই গ্রন্থটি। বৃত্ত-রত্নাকরে যেখানে ১৩৬টি ছন্দ, ছন্দোমঞ্জরীতে সেখানে সংখ্যা ২৭৬টি।

সময় যত গড়িয়ে গিয়েছে, লৌকিক ছন্দের সংখ্যাও ততই বেড়ে চলেছে। এই ব্যাপারে কবি এবং শাস্ত্রকার কেউ পিছিয়ে নেই। রামায়নের ১৩টি ছন্দ মহাভারতে গিয়ে ১৮টি হল ; অবশ্য এই দুই মহাকাব্য মূলতঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দেই লেখা। তারপর ভাস, অশ্বঘোষ, কালিদাস, ভট্টি, ভারবি এবং মাঘের পথ ঘুরে ছন্দ তার শিথিল কেশজাল এলায়িত করে দিল শ্রীহর্ষের নৈষধচরিতের শ্লোকে শ্লোকে। আর ছন্দের বৈচিত্র্যে মাঘ ভারবিকে অতিক্রম করার জন্যে কত চেষ্টাই না করেছেন—সেকথা সংস্কৃত-রসিকমাত্রেই জানেন। গোমুখী থেকে বেরিয়ে গঙ্গার ক্ষীণ জলধারা যেমন বিশাল জায়গা জুড়ে সাগরের বুকে আছড়ে পড়েছে, সেই রকম ছন্দের সংখ্যাও মূলতঃ ৭টি থেকে ২৭৬ সংখ্যায় পৌঁছেছে।

ছন্দের নামগুলির মধ্যে অনেক সময় গ্রন্থকারদের রসিকতা জড়িয়ে আছে, জড়িয়ে আছে সেই সেই দেশকালের জীবন ও জীবিকার রহস্য। 'ছন্দঃসূত্র' গ্রন্থের (নির্ণয় সাগর প্রকাশিত) প্রস্তাবনায় এ ব্যাপারে যজ্ঞেশ্বর শর্মা সংক্ষেপে ভারি সুন্দর আলোচনা করেছেন। কয়েকটি ছন্দের নামের উৎপত্তির পিছনে কিছু কারণ অনুমান করা যেতে পারে। যেমন দ্রুত এবং বিলম্বিত লয়ে পাঠ করার জন্যেই ছন্দের নাম দ্রুতবিলম্বিত। তিনটি যতিতে বিশ্রাম করে ধীরে ধীরে চলে বলে সে ছন্দের নাম মন্দাক্রান্তা (মন্দং ক্রামন্তীতি মন্দাক্রান্তা)। শার্দুল অর্থাৎ বাঘের প্রসিদ্ধি আছে। তাই শার্দুলবিক্রীড়িত ছন্দে বারো অক্ষরে যতি।



শ্রুতবোধের ছন্দ

ছন্দের নাম		শ্লোক সংখ্যা	প্রতিপাদে অক্ষর সংখ্যা (সমবৃত্তের)
১. আর্যা	(মাত্রাবৃত্ত)	৫	
২. গীতি	(„)	৬	
৩. উপগীতি	(„)	৭	
৪. অক্ষরপঙ্‌ক্তি	(সমবৃত্ত)	৮	৫
৫. শশিবদনা	(„)	৯	৬
৬. মদলেখা	(„)	১০	৭
৭. পদ্য (বক্ত্রছন্দ)	(„)	১১	৮
৮. মাণবকাক্রীড়	(„)	১২	৮
৯. নগ/নাগস্বরূপিনী	(„)	১৩	৮
১০. বিদ্যুন্মালা	(„)	১৪	৮
১১. চম্পকমালা	(„)	১৫	১০
১২. মণিমধ্য	(„)	১৬	৯
১৩. হংসী	(„)	১৭	১০
১৪. শালিনী	(„)	১৮	১১
১৫. দোধক	(„)	১৯	১১
১৬. ইন্দ্রবজ্রা	(„)	২০	১১
১৭. উপেন্দ্রবজ্রা	(„)	২১	১১
১৮. উপজাতি	(„)	২২	১১
১৯. আখ্যানকী	(„)	২৩	১১
২০. বিপরীতপূর্বা আখ্যানকী	(„)	২৩	১১
২১. রথোদ্ধতা	(„)	২৪	১১
২২. স্বাগতা	(„)	২৫	১১
২৩. তোটক	(„)	২৬	১২
২৪. প্রমিতাক্ষরা	(„)	২৭	১২
২৫. ভুজঙ্গপ্রয়াত	(„)	২৮	১২
২৬. দ্রুতবিলম্বিত	(„)	২৯	১২
২৭. হরিণীপ্লুতা	(অর্ধসমবৃত্ত)	৩০	
২৮. বংশস্থবিল	(সমবৃত্ত)	৩১	১২
২৯. ইন্দ্রবংশ	(„)	৩২	১২
৩০. প্রভাবতী	(„)	৩৩	১৩
৩১. প্রহর্ষিণী	(„)	৩৪	১৩
৩২. বসন্ততিলক	(„)	৩৫	১৪
৩৩. মালিনী	(„)	৩৬	১৫
৩৪. হরিণী	(„)	৩৭	১৭
৩৫. শিখরিণী	(„)	৩৮	১৭
৩৬. পৃথ্বী	(„)	৩৯	১৭
৩৭. মন্দাক্রান্তা	(„)	৪০	১৭
৩৮. শার্দূলবিক্রীড়িত	(„)	৪১	১৯
৩৯. স্রগ্ধরা	(„)	৪২	২১

আমি (কালিদাস) 'শ্রুতবোধ' নামে একটি বই সংক্ষেপে লিখছি। এই বই পড়লে শোনামাত্রই ছন্দসমূহের লক্ষণ বোঝা যাবে ॥ ১ ॥

সংযুক্ত অক্ষরের ঠিক আগের অক্ষরটি এবং দীর্ঘস্বরযুক্ত অক্ষর গুরু বলে জানতে হবে, অনুস্বারযুক্ত অক্ষরটিও গুরু, তাছাড়া বিসর্গযুক্ত অক্ষরও গুরু বলে জানা উচিত। প্রতিপাদের একেবারে শেষ অক্ষরটি লঘু হলেও ছন্দের প্রয়োজনে কখনও কখনও তা গুরু হবে, আবার গুরু অক্ষরও কোনো সময় লঘু হতে পারে ॥ ২ ॥[১]

লঘুস্বরের একটি মাত্রা থাকবে, যার দুটি মাত্রা আছে তাকেই দীর্ঘস্বর বলে। প্লুতস্বরের তিনটি মাত্রা এবং ব্যঞ্জনবর্ণের আধমাত্রা আছে, তা জানা উচিত ॥ ৩ ॥[২]

জিহ্বার বিরাম স্থানকে কবিরা 'যতি' বলে থাকেন। 'যতি'র নামান্তর হচ্ছে বিচ্ছেদ, বিরাম প্রভৃতি—একথা (কবিরাই) নির্দেশ করেন ॥ ৪ ॥[৩]

যে ছন্দের প্রথম পাদে ১২টি মাত্রা, তৃতীয় পাদেও ঐ একই মাত্রা, দ্বিতীয়পাদে ১৮টি মাত্রা এবং চতুর্থপাদে ১৫টি মাত্রা, সেই ছন্দকেই আর্যা-ছন্দ বলে ॥ ৫ ॥[৪]

হে হংসগামিনী, অমৃতভাষিণী! যে ছন্দের শেষার্ধ আর্যা ছন্দের পূর্বার্ধের সমান হয়, সেই ছন্দকেই ছন্দোবিদ্‌রা 'গীতি'[৫] বলে থাকেন ॥ ৬ ॥

[অর্থাৎ গীতিছন্দের প্রথমপাদে ১২টি মাত্রা, দ্বিতীয়পাদে ১৮টি মাত্রা, তৃতীয়পাদে ১২টি মাত্রা এবং চতুর্থপাদে ১৮টি মাত্রা থাকবে]।

অয়ি কামিনী! যদি আর্যার প্রথমার্ধ শেষার্ধের সমান হয়, তবে সেই ছন্দকে মহাকবিরা 'উপগীতি'[৬] বলেন ॥ ৭ ॥

[অর্থাৎ উপগীতি ছন্দের প্রথমপাদে ১২টি মাত্রা, দ্বিতীয়পাদে ১৫টি মাত্রা, তৃতীয়-পাদে ১২টি এবং চতুর্থপাদে ১৫টি মাত্রা থাকবে]।

যে-বৃত্তের প্রতিপাদে প্রথম, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ গুরু হয়, তাকে অক্ষরপঙ্‌ক্তি ছন্দ বলে ॥ ৮ ॥[৭]

[এই ছন্দের প্রত্যেকটি পাদে ৫টি করে অক্ষর থাকে, সমস্ত শ্লোকে থাকে মোট ২৮টি বর্ণ বা অক্ষর। প্রতিপাদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ণ লঘু হবে। গণ—ভ, গ, গ]

ওগো ঘনকুচযুগশালিনী! যে-ছন্দের প্রথম চারটি অক্ষর লঘু এবং শেষ দুটি অক্ষর গুরু, সেই ছন্দ শশিবদনা ॥ ৯ ॥[৮]

[এই ছন্দের প্রতিপাদে থাকে ৬টি করে অক্ষর, তারমধ্যে প্রথম চারটি অক্ষর লঘু-স্বরযুক্ত এবং বাকি দুটি হবে গুরুস্বরবিশিষ্ট। গণ—ন, য]

অয়ি এণাক্ষী, বালিকা! যে ছন্দের চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ লঘু (অন্যগুলি গুরু) পণ্ডিতগণ তকে মদলেখা ছন্দ বলেন ॥ ১০ ॥[৯]

[এই ছন্দের প্রতিপাদে ৭টি করে অক্ষর থাকে, তার মধ্যে প্রথম ৩টি অক্ষর, ৬ষ্ঠ এবং ৭ম অক্ষর হবে গুরু। গণ—ম, স, গ]।

পদ্য[১০] ছন্দের লক্ষণে সমস্ত পাদে পঞ্চম অক্ষর লঘু এবং ষষ্ঠ অক্ষর গুরু আর দ্বিতীয় ও চতুর্থপাদের সপ্তম অক্ষরটি—লঘু হয় (প্রথম ও তৃতীয়পাদে সপ্তম অক্ষর গুরু হয়) ॥ ১১ ॥

[ছন্দোমঞ্জরী গ্রন্থে পদ্য ছন্দের নাম অনুষ্টুপ্। এর অক্ষর সংখ্যা প্রতিপাদে ৮টি]।

যে ছন্দের প্রতিপাদের প্রথম, চতুর্থ ও পঞ্চম অক্ষর গুরু (অন্যগুলি লঘু), তাকেই **মাণবকক্রীড়** ছন্দ বলে ॥ ১২ ॥

['ছন্দঃসূত্র' গ্রন্থে এই ছন্দের নাম মাণবকাক্রীড়িতক এবং 'ছন্দোমঞ্জরী'তে এর নাম মাণবক।[১১] অক্ষর সংক্ষা প্রতিপাদে ৮টি। গণ—ভ, ত, ল, গ]।

পণ্ডিতেরা সেই ছন্দকেই (নগ) **নাগস্বরূপিণী** বলে থাকেন, যে-ছন্দের প্রতিপাদের দ্বিতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ এবং অষ্টম অক্ষর গুরু (অবশিষ্টগুলি লঘু) হয় ॥ ১৩ ॥

['ছন্দোমঞ্জরীতে' এই ছন্দের ন্যাম প্রমাণিকা[১২]। অক্ষর সংখ্যা প্রতিপাদে ৮টি গণ—জ, র, ল, গ]।

হে বীণাপাণি! যে ছন্দে প্রতিপাদে সমস্ত বর্ণই দীর্ঘ, আর যতি পড়ে বেদ ও বেদের সংখ্যা দিয়ে, কবিরা সেই ছন্দকে বলে থাকেন **বিদ্যুন্মালা** ॥ ১৪ ॥

[বেদের সংখ্যা চার। দুবার বেদ শব্দটি থাকায় প্রতি চার অক্ষর অন্তর যতি হয়। এই ছন্দের প্রতিপাদে অক্ষর সংখ্যা ৮টি। গণ—ম, ম, গ, গ[১৩]।]

অয়ি তন্বী, যে ছন্দের প্রতিপাদে প্রথম, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, নবম এবং দশম অক্ষর হয় গুরু (অন্যগুলি লঘু), আর যদি যতি হয় ইন্দ্রিয় ও বাণের সংখ্যা দিয়ে, তাহলে সে ছন্দকে বলা হয় **চম্পকমালা** ॥ ১৫ ॥

[ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা পাঁচ; আর কামদেবের বাণও পাঁচ। অতএব প্রতি পাঁচ অক্ষর অন্তর যতি পড়ে। এই ছন্দে প্রতিচরণে অক্ষরসংখ্যা ১০টি। গণ—ভ, ম, স, গ। ছন্দঃসূত্র এবং ছন্দোমঞ্জরী গ্রন্থে এই ছন্দের নাম রুক্মবতী[১৪]।

ওগো প্রেমনিধি, যেখানে চম্পকমালার শেষ অক্ষর (অর্থাৎ দশম অক্ষর) থাকে না, ছন্দোনিপুণ কবিরা তাকে **মণিমধ্য**[১৫] ছন্দ বলেন ॥ ১৬ ॥

[এই ছন্দে প্রতিপাদে অক্ষর সংখ্যা ৯টি; এর মধ্যে প্রথম, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং নবম অক্ষর গুরু, অন্যগুলি লঘু। গণ—ভ, ম, স।]

অয়ি অলঙ্কারশোভিতা, যদি মন্দাক্রান্তা ছন্দের শেষ যতিটি না থাকে (অর্থাৎ শেষের সাতটি অক্ষর বাদ যায়), তাহলে যে ছন্দের উদয় হয়, ওগো কমলবদনা, সেই ছন্দকে পণ্ডিতরা **হংসী**[১৬] বলেন—এটা তুমি নিশ্চিত জেনো ॥ ১৭ ॥

[মন্দাক্রান্তা ছন্দ ১৭ অক্ষরের; তার ৭টি অক্ষর বাদ গেলে, থাকে ১০টি; অতএব হংসী ছন্দটির প্রতিপাদের অক্ষর সংখ্যা ১০টি। তার মধ্যে প্রথম চারটি অক্ষর এবং দশম অক্ষর গুরু, অন্যগুলি লঘু। গণ—ম, ভ, ন, গ।]

হে কম্বুগ্রীবা, যে ছন্দের ষষ্ঠ ও নবম বর্ণ লঘু হয় এবং প্রত্যেক বেদ ও অশ্ব-সংখ্যক অক্ষরে যতি পড়ে, অয়ি তন্বি, ছন্দোবিদ্‌গণ তাকে **শালিনী**[১৭] বলে থাকেন ॥ ১৮ ॥

[এই ছন্দের প্রতিপাদের অক্ষর সংখ্যা ১০টি। শ্লোকে বেদ শব্দটি—'চার' এবং তুরঙ্গ শব্দটি সাত সংখ্যার প্রতীক। গণ—য, ত, ত, গ, গ।]

ওগো বিপুলনিতম্বিনী, যে ছন্দে প্রতিচরণের প্রথম, চতুর্থ, সপ্তম, দশম এবং অন্ত্য অক্ষর অর্থাৎ একাদশ বর্ণ গুরু হয়, অয়ি উৎকটকামুকা, সেই ছন্দের নাম **দোধক**[১৮] ॥ ১৯ ॥

[প্রতিপাদের অক্ষর সংখ্যা ১১টি। গণ—ভ, ভ, ভ, গ, গ।]

তোমার গমনভঙ্গী হংসকে লজ্জা দেয়—অয়ি সুজঘ্নে, যে বৃত্তের তৃতীয়, ষষ্ঠ সপ্তম ও নবম অক্ষর লঘু (অন্যগুলি গুরু হয়, উত্তম কবিরা তাকে **ইন্দ্রবজ্রা**[১৯] ছন্দ বলেন ॥ ২০ ॥

[এগারো অক্ষরের ছন্দ ; প্রতিপাদে ত, ত, জ, গ, গ গণ থাকে।]

হে সুবর্ণা! যদি ইন্দ্রবজ্রার প্রত্যেক পাদের প্রথম বর্ণ লঘু হয়, তাহলে, ওগো উদ্বেলমদনা, সেই ছন্দকে শ্রেষ্ঠ কবিরা **উপেন্দ্রবজ্রা**[২০] বলে থাকেন ॥ ২০ ॥

[এগারো অক্ষর থাকে প্রতিপাদে। গণ—জ, ত, জ, গ, গ]।

অয়ি সীমন্তিনী, উক্ত ইন্দ্রবজ্রা এবং উপেন্দ্রবজ্রা—এই উভয় ছন্দেরই পাদ যে-বৃত্তে থাকে, চন্দ্রমনোরমে, সেই বৃত্তকে পণ্ডিতেরা **উপজাতি**[২১] আখ্যা দিয়ে থাকেন, আর তুমি এভাবেই এই বৃত্তের প্রয়োগ করবে ॥ ২২ ॥

[ইন্দ্রবজ্রা এবং উপেন্দ্রবজ্রার মিশ্রণে যে ছন্দ তাকেই উপজাতি বলে, তবে মনে রাখতে হবে, শ্লোকে প্রথমপাদ উপেন্দ্রবজ্রা এবং বাকি তিনটি পাদ ইন্দ্রবজ্রা অথবা প্রথমপাদ ইন্দ্রবজ্রা এবং বাকি তিনটি উপেন্দ্রবজ্রা হলে অন্য ছন্দের আবির্ভাব ঘটে, সেক্ষেত্রে উপজাতিবৃত্ত হবে না]।

হে বাক্যাভিলাষা, যে-ছন্দের প্রথম চরণটি ইন্দ্রবজ্রা এবং বাকি তিনটি চরণ উপেন্দ্রবজ্রা, সেই ছন্দকে মনীষীরা **আখ্যানকী** বলেন ; আর তাঁরা বিপরীতপূর্বা আখ্যানকী তাকেই বলেন, যে-বৃত্তের প্রথম চরণ উপেন্দ্রবজ্রার এবং বাকি তিনটি ইন্দ্রবজ্রার ॥ ২৩ ॥

অয়ি বিধুমুখী, যদি বৃত্তের প্রতিচরণে প্রথম, তৃতীয়, নবম এবং শেষ অর্থাৎ একাদশ অক্ষর দীর্ঘ হয়, তাকেই—কবিরা **রথোদ্ধতা**[২২] বলেন ॥ ২৪ ॥

[এগারো অক্ষরের ছন্দ। গণ—র, ন, র, ল, গ]।

অয়ি বিনীতা মৃগনেত্রা! যদি রথোদ্ধতার প্রতিচরণের নবম ও দশম অক্ষরের বিপর্যয় হয় (অর্থাৎ নবম বর্ণ লঘু এবং দশম বর্ণ গুরু হয়) তাহলে সেই বৃত্তকে প্রাচীন কবিরা **স্বাগতা**[২৩] বলে থাকেন ॥ ২৫ ॥

[এগারো অক্ষরের বৃত্ত। গণ—র, ন, ভ, গ, গ]।

হে অনল্পকামা, যদি প্রতিপাদের তৃতীয়, ষষ্ঠ, নবম এবং দ্বাদশ অক্ষর গুরু হয় (অন্যগুলি লঘু হয়), তাহলে ওগো নিবিড়পীনস্তনভারানতা, সেই বৃত্তকে **তোটক**[২৪] বলা হয় ॥ ২৬ ॥

['বিরতিপ্রভব' শব্দের অর্থ বিশ্রামস্থল অর্থাৎ দ্বাদশ অক্ষর। বারো অক্ষরের ছন্দ। গণ—স, স, স, স]।

অয়ি বিলাসিনী! যদি তোটকছন্দের পঞ্চম বর্ণ গুরু হয় এবং ষষ্ঠ অক্ষর গুরু না হয়ে লঘু হয়, তাহলে, ওগো অবলা, কবিরা সে-ছন্দকে **প্রমিতাক্ষরা**[২৫] বলে থাকেন ॥ ২৭ ॥

[শ্লোকে 'রসসংখ্যাক' পদের অর্থ এখানে ছয় বা ষষ্ঠ ; কটু, তিক্ত, কষায় প্রভৃতি ভেদে আস্বাদনীয় রস ছয় প্রকার। তাই 'রসসংখ্যাক গুরু' পদের অর্থ হল, ষষ্ঠ অক্ষর হবে দীর্ঘ। 'তোটকের পঞ্চম বর্ণ লঘু এবং ষষ্ঠ বর্ণ গুরু ; কিন্তু এই ছন্দে প্রতিপাদের পঞ্চম বর্ণ গুরু এবং ষষ্ঠটি হয় লঘু। গণ—স, জ, স, স]।

অয়ি শারদচন্দ্রানিন্দিতমুখকমলা, যে-বৃত্তের প্রতিপাদের প্রথম, চতুর্থ, সপ্তম ও দশম বর্ণ লঘু হয়, উত্তম কবিরা তাকেই ভুজঙ্গপ্রয়াত[২৬] ছন্দ বলেন ॥ ২৮ ॥

[শ্লোকে 'একাদশাদ্যম্' শব্দের অর্থ একাদশস্য আদ্যম্ অর্থাৎ একাদশ অক্ষরের আগের অক্ষর, তার মানে দশম অক্ষর। ছন্দের প্রতি চরণে অক্ষরের সংখ্যা ১২টি। গণ—য, য, য, য।

হে কৃশোদরী, যে বৃত্তে প্রতিপাদের চতুর্থ সপ্তম, দশম ও দ্বাদশ অক্ষর (শেষ অক্ষর) গুরু হয়, অয়ি সুমধ্যে, সেই বৃত্তকে দ্রুতবিলম্বিত[২৭] বলা হয় ॥ ২৯ ॥

[প্রতিপাদের অক্ষরসংখ্যা ১২টি। গণ—ন, ভ, ভ, র]।

ওগো কমলনয়না, দ্রুতবিলম্বিত ছন্দের যদি প্রথম ও তৃতীয় পাদের প্রথম অক্ষর না থাকে, তবে অয়ি সুন্দরী, সে বৃত্ত হবে হরিণীপ্লুতা ॥ ৩০ ॥

[এটি অর্ধসমবৃত্ত। প্রথম ও তৃতীয় পাদ এগারো অক্ষরের। দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদ ১২ অক্ষরের। প্রথম ও তৃতীয় পাদে গণ—স, স, স, ল, গ। দ্বিতীয় ও চতুর্থপাদে গণ—ন, ভ, ভ, র। ছন্দঃসূত্রে এবং ছন্দোমঞ্জরীতে এই বৃত্তের নাম হরিণপ্লুতা[২৮]]।

অয়ি মদভরে উল্লাসিত ভ্রূসহায়ে কামের কার্মুকবিজয়িনী! উপেন্দ্রবজ্রার চরণ-চতুষ্টয়ে যদি উপান্ত্য বর্ণগুলি অর্থাৎ একাদশ অক্ষরগুলি লঘু হয় এবং শেষ অর্থাৎ দ্বাদশ অক্ষরগুলি গুরু হয়, তাহলে পণ্ডিতগণ সেই বৃত্তকে বংশস্থবিল[২৯] বলেন ॥ ৩১ ॥

[উপেন্দ্রবজ্রা এগারো অক্ষরের বৃত্ত ; কিন্তু এই বৃত্তটি বারো অক্ষরের। উপেন্দ্র-বজ্রার তিন অক্ষরের প্রথম তিনটি গণ, যথা—জ, ত, জ ; শেষ অক্ষরটি অর্থাৎ এগারো সংখ্যকটি গুরু। এই ছন্দে উপেন্দ্রবজ্রার প্রথম তিনটি গণ ঠিকই আছে, তবে একাদশ অক্ষরটি লঘু এবং দ্বাদশ অক্ষরটি, যেটা এ ছন্দের বাড়তি অক্ষর, সেটি হবে গুরু। তাই এ ছন্দের গণ দাঁড়ায়—জ, ত, জ, র]।

অয়ি অশোকাঙ্কুরকরপল্লবা, বংশস্থবিলের পাদগুলির প্রথম বর্ণ যে-ছন্দে গুরু হয়ে যায়, ওগো যৌবনলীলায় রতিরঙ্গলালসা, কবিরা সে ছন্দকে ইন্দ্রবংশা[৩০] বলেন ॥ ৩২ ॥

[এই ছন্দের প্রতিপাদে অক্ষর সংখ্যা ১২টি। গণ—ত, ত,, জ, র]।

হে প্রিয়ে, অমৃতভাষিণী, যে-বৃত্তে প্রতি চরণের প্রথম দুটি অক্ষর অর্থাৎ প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ, চতুর্থ, নবম, একাদশ এবং ত্রয়োদশ বর্ণ গুরু আর যুগ এবং গ্রহসংখ্যক অক্ষরের যতি পড়ে, সেই বৃত্তকে প্রভাবতী[৩১] নামে দেখো ॥ ৩৩ ॥

প্রতিপাদের অক্ষর সংখ্যা—১৩টি। গণ—ত, ভ, স, জ, গ। 'যুগগ্রহৈঃ'—শ্লোকের পদটির দ্বারা সত্যত্রেতাদি ভেদে চারটি যুগ ও নয়টি গ্রহ বোঝানোর ফলে এই যতি—চতুর্থ ও নবম অক্ষরে দেখানো হয়েছে]।

সুদশনশালিনী, ওগো সুভাষিণী, যে-বৃত্তের প্রথম তিনটি অক্ষর (প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয়), অষ্টম, দশম এবং শেষের দুটি অক্ষর (দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ) গুরু হয়, আর যতি থাকে মহেশের নেত্র ও দিকের সংখ্যা দিয়ে, তবে সে-বৃত্তকে প্রহর্ষিণী[৩২] বলে জানবে ॥ ৩৪ ॥

তের অক্ষরের ছন্দ। গণ—ম, ন, জ, র, গ। শ্লোকের 'মহেশনেত্রদিগ্‌ভিঃ' পদ দিয়ে যতি ঠিক করা হয়েছে। মহেশনেত্র তিনটি এবং দিকের সংখ্যা দশটি। তাই যতিও

হবে তিন এবং দশ অক্ষরের পর]।

প্রিয়ে, অয়ি বিধুমুখী, 'বসন্ততিলক'[৩৩] বৃত্ত তাকেই বলে, যে-বৃত্তের প্রথম, দ্বিতীয়, চতুর্থ, অষ্টম, একাদশ এবং চতুর্দশ বর্ণ গুরু হয় এবং প্রত্যেক ছয় ও আট অক্ষরের পর যতি হয় ॥ ৩৫ ॥

[চোদ্দ অক্ষরের ছন্দ। গণ—ত, ভ, জ, জ, গ, গ]।

অয়ি প্রিয়ে, হে বালা, যে-বৃত্তের প্রথম ছয়টি অক্ষর হবে লঘু, দশম এবং ত্রয়োদশও তাই (লঘু), এবং গিরি আর তুরঙ্গের সংখ্যায় যার যতি তাকেই বলে মালিনী[৩৪], প্রসিদ্ধা সে কবিচিত্তহারিণী ॥ ৩৬ ।

[মহেন্দ্রাদি কুলপর্বতের সংখ্যানুসারে গিরিশব্দের দ্বারা ৮ সংখ্যা বোঝায়; আর তুরঙ্গ শব্দটি সূর্যের সাতটি অশ্বকে বোঝানোর জন্যে ৭ সংখ্যার দ্যোতক। সুতরাং মালিনীবৃত্তের প্রতি চরণে আট ও সাত অক্ষরের পর যতি হবে। প্রতিপাদে অক্ষর সংখ্যা—১৫টি। গণ—ন, ন, ম, য, য।]

অয়ি সুমুখী যে-বৃত্তের প্রতিপাদে প্রথম পাঁচটি অক্ষর (প্রথম থেকে পঞ্চম অক্ষর পর্যন্ত), তারপর একাদশ, ত্রয়োদশ, চতুর্দশ এবং ষোড়শ অক্ষর লঘু হয়, আর যদি যতি পড়ে রস, বেদ এবং অশ্বের সংখ্যা দিয়ে, তবে ওগো মঞ্জুভাষিণী, জেনো সেই বৃত্ত হবে 'হরিণী'[৩৫] ॥ ৩৭ ॥

[মধুর, লবণ, কটু প্রভৃতি ভেদে রস ছয় প্রকার, বেদের সংখ্যা চার এবং অশ্বের সংখ্যা সাত। তাই এ ছন্দে প্রত্যেক পাদে ৬, ৪ এবং ৭ অক্ষরের পর যতি পড়বে। প্রতিপাদের অক্ষর সংখ্যা ১৭টি। গণ—ন, স, ম, র, স, ল, গ।]

অয়ি কমলধারিণী, অব্যাজমনোহরতনু! যে-ছন্দে প্রতি চরণের প্রথম বর্ণ লঘু এবং অন্ত্যবর্ণের পূর্বের তিনটি বর্ণও (অথাৎ চতুর্দশ, পঞ্চদশ এবং ষোড়শ বর্ণ) লঘু হয়; আর যদি প্রতিপাদে রস ও ঈশের সংখ্যায় যতি হয়; তাহলে ওগো শোভনাঙ্গজঘনশালিনী, ভোগসুভগা, সে-বৃত্ত হয় শিখরিণী[৩৬] ॥ ৩৮ ॥

[রসের সংখ্যা ছয় এবং রুদ্রানুসারে ঈশের সংখ্যা এগারো। অতএব ছয় ও এগারো অক্ষরের পর প্রতিপাদে যতি পড়ে। প্রতিপাদে অক্ষর সংখ্যা ১৭ টি। গণ—য, ম, ন, স, ভ, ল, গ।]

হে ভ্রমরনীলকুন্তলা, প্রিয়ে, কোনো বৃত্তে যদি প্রতিচরণের দ্বিতীয়, ষষ্ঠ, অষ্টম, দ্বাদশ, তারপর চতুর্দশ, পঞ্চদশ এবং শেষ অক্ষর অর্থাৎ সপ্তদশ বর্ণ গুরু হয়; আর যদি গিরীন্দ্র এবং সর্পকুলের সংখ্যা দিয়ে যতি হয়ে থাকে, তাহলে অয়ি গভীরনাভিহ্রদা, সুভ্রূ, কান্তে, সে বৃত্তের নাম পৃথ্বী[৩৭] ॥ ৩৯ ॥

[গিরীন্দ্রের সংখ্যা ধরা হয় ৮টি এবং সর্পকুলের সংখ্যা ৯টি। অতএব প্রতি আট এবং নয় অক্ষরে যতি হয়। প্রতিচরণে অক্ষরের সংখ্যা ১৭টি।

গণ—জ, স, জ, স, য, ল, গ।]

অয়ি সতনু, মুগ্ধে, ওগো কুমুদামোদিনী, যে-ছন্দের প্রথম চারটি অক্ষর, দশ, একাদশ, ত্রয়োদশ, চতুর্দশ, ষোড়শ এবং সপ্তদশ অক্ষর গুরু হয়, আর যদি যুগ, রস এবং অশ্বের সংখ্যায় প্রতি পাদে যতি পড়ে, তাহলে, ওগো তন্বী; কান্তে, উত্তম কবিরা সে-বৃত্তকে মান্দাক্রান্তা বলে থাকেন[৩৮] ॥ ৪০ ॥

[যুগের সংখ্যা চার, রসের সংখ্যা ছয় এবং অশ্বের সংখ্যা সাত। অতএব এইছন্দে

প্রতিপাদে চার, ছয় এবং সাত অক্ষরে যতি পড়ে। প্রতিচরণে অক্ষর সংখ্যা ১৭টি। গণ—ম, ভ, ন, গ, গ, য, য।]

হে প্রিয়তমা, প্রথম তিনটি বর্ণ, ষষ্ঠ অষ্টম, তারপর একাদশ, তারপর ত্রয়োদশ, চতুর্দশ, ষোড়শ, সপ্তদশ এবং ঊনবিংশ অক্ষর যে-বৃত্তে গুরু হয়, আরও যদি সূর্য এবং মুনির সংখ্যায় প্রতিপাদে যতি পড়ে, তাহলে ওগো পূর্ণেন্দুবদনা, সে-বৃত্তকে কাব্যরসিকেরা শার্দূলবিক্রীড়িত[৩৯] বলেন ॥ ৪১ ॥

[সূর্যের সংখ্যা বারো (দ্বাদশাদিত্য) এবং মুনির সংখ্যা সাত (সপ্তর্ষি) । অতএব এই ছন্দের প্রতিপাদে—বারো এবং সাত অক্ষরে যতি পড়ে। প্রতিপাদের অক্ষর সংখ্যা ১৯টি। গণ—ম, স, জ, ত, ত, গ।]

অয়ি মৃগমদতিলকযুক্তা, রম্ভাস্তম্ভের মত ঊরুশোভিতা, যে-বৃত্তের প্রতিচরণে প্রথম চারটি বর্ণ, সপ্তম, চতুর্দশ, পঞ্চদশ, সপ্তদশ, অষ্টাদশ এবং শেষ দুটি বর্ণ অর্থাৎ বিংশ এবং একবিংশ অক্ষর গুরু আর যদি মুনি, মুনি, এবং মুনি - এই তিন বার মুনি সংখ্যায় যতি দেখা যায়, হে সুতনু বালা, তখন সেই প্রসিদ্ধ বৃত্তকে শ্রেষ্ঠ কবিরা স্রগ্ধরা[৪০] বলে থাকেন ॥ ৪২ ॥

[মুনির সংখ্যা সাত। তিনবার মুনি শব্দটি লিখিত হওয়ায় প্রত্যেক সাত, সাত এবং সাত অক্ষরে যতি হবে। প্রতিপাদে অক্ষর সংখ্যা ২১টি। গম—ম, র, ভ, ন, য, য, য]

॥ কালিদাস রচিত 'শ্রুতবোধ' সমাপ্ত ॥

১ শ্রুতবোধের এই শ্লোকের সমার্থক শ্লোক গঙ্গাদাসের ছন্দোমঞ্জরী গ্রন্থে এইরকম :—

সানুস্বারশ্চ দীর্ঘশ্চ বিসর্গী চ গুরুর্ভবেৎ।
বর্ণঃ সংযোগপূর্বশ্চ তথা পাদান্তগোঽপি বা ॥ ১.১১ ॥

স্বরগুলি পাঁচ প্রকারে গুরু হতে পারে। (১) সংযুক্তবর্ণের ঠিক পূর্বের বর্ণটি লঘু হলেও গুরু হবে। যেমন 'মুক্ত' শব্দটির 'মু' লঘুস্বর, কিন্তু 'ক্ত' এই সংযুক্তবর্ণের ঠিক পূর্বে থাকায় 'মু' গুরু হবে। (২) দীর্ঘস্বর এবং যে-ব্যঞ্জনবর্ণকে এই দীর্ঘস্বর আশ্রয় করে থাকে তা গুরু হয়। দীর্ঘস্বর বলতে বোঝায় আ, ঈ, ঊ, ৠ, এ, ঐ, ও, ঔ। (৩) অনুস্বারযুক্ত অক্ষর লঘু হলেও গুরু হয়। যেমন—কং। ক্+অ='ক' অক্ষরটি লঘু হলেও অনুস্বার যুক্ত হওয়ায় গুরু হবে। (৪) এভাবে বিসর্গযুক্ত স্বর যদি লঘুও হয়, তবু সে গুরু হবে। (৫) কোনো পদের শেষ অক্ষর লঘু হলেও ছন্দের খাতিরে গুরু হয়ে যায়। যেমন—

ইদং কিলাব্যাজমনোহরং বপুস্-
তপঃক্ষমং সাধয়িতুং য ইচ্ছতি।

এখানে দ্বিতীয় পাদের 'ইচ্ছতি' পদটির শেষ অক্ষর 'তি' লঘুস্বর হলেও গুরু হয়ে গিয়েছে। আবার কোন পদের শেষ অক্ষর গুরু হলেও ছন্দের অনুরোধে তা লঘু হতে পারে। এছাড়া, গঙ্গাদাসের ছন্দোমঞ্জরীতে 'প্র হ্রে বা' বলে একটি সূত্র পিঙ্গলমুনির সূত্র বলে উল্লিখিত আছে। সূত্রটির অর্থ—'প্র' অথবা 'হ্র' অক্ষরের ঠিক পূর্ববর্তী অক্ষরটি গুরু হলেও তা কখনো কখনো ছন্দের অনুরোধে বিকল্পে লঘু হতে পারে। উদাহরণ—সা মঙ্গলস্নানবিশুদ্ধগাত্রী গৃহীতপ্রত্যুদ্গমনীয়বস্ত্রা ইত্যাদি (কুমারসম্ভব, ৭/১১)। এখানে 'গৃহীত-প্রত্যুদ্'—এই অংশে 'প্র' এই সংযুক্তবর্ণের পূর্ববর্ণ 'ত'টি নিয়ম অনুসারে গুরু হলেও 'প্রহ্রেবা' সূত্রানুসারে তা লঘু হবে। তবে প্রচলিত পিঙ্গলের 'ছন্দঃ সূত্রে' এই সূত্রটি দেখা যায় না।

২ পদ্য মানেই তার চারটি পদ বা চরণ থাকবে (পদ্যং চতুষ্পদী)। আর এই পদ্য বৃত্ত ও জাতিভেদে দু রকম। অক্ষরের সংখ্যা-অনুসারে রচিত পদ্যের নাম বৃত্ত এবং মাত্রার সংখ্যা অনুসারে রচিত পদ্যের নাম জাতি (বৃত্তমক্ষরসংখ্যাতং জাতির্মাত্রাকৃতা ভবেৎ)। 'বাগ্‌যন্ত্রের স্বল্পতম প্রয়াসে যে-ধ্বনি উৎপন্ন হয় তার নাম অক্ষর। এই অক্ষর বুঝতে আমাদের অসুবিধা হয় না। কিন্তু 'মাত্রা' বলতে কী বোঝায়? মাত্রার লক্ষণ, 'বামজানুনি তদ্ধস্তভ্রমণং যাবতা ভবেৎ। কালেন মাত্রা সা জ্ঞেয়া মুনিভির্বেদপারগৈঃ॥'—(তন্ত্রসার) আবার কোথাও বলা হয়েছে—'কালেন যাবতা পাণিঃ পর্যেতি জানুমণ্ডলে (সা মাত্রা)'। এই লক্ষণ দু-টোর আসল কথা হল যে, জানুতে হাত ঠেকাতে যেটুকু সময় লাগে সেই সময়কে মাত্রা বলে এবং সেই অনুসারেই প্রতিটি অক্ষরের মাত্রা স্থির করা হয়। 'মাত্রা কথাটির মূল তাৎপর্য হচ্ছে কালপরিমাণ। তৈত্তিরীয়

প্রাতিশাখ্যে বলা হয়েছে, চাষপক্ষীর রবকালই মাত্রা (চাষস্তু বদতে মাত্রাম্)'। হ্রস্ব স্বর উচ্চারণ করতে একমাত্রা লাগে, দীর্ঘস্বরের দ্বিমাত্রা, ব্যঞ্জনের আধমাত্রা এবং প্লুতস্বর অর্থাৎ দূর থেকে আহ্বান প্রভৃতির ক্ষেত্রে ত্রিমাত্রার প্রয়োজন হয়। তবে বৈদিক ছাড়া লৌকিক সংস্কৃতের ছন্দে আধমাত্রা এবং ত্রিমাত্রার প্রয়োগ নেই।

৩. 'যতি' জিনিসটা খানিকটা চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার নতুন উদ্যমে চলার মতো। জিহ্বা তর্ তর্ করে উচ্চারণের পর আপনিই একটু বিশ্রাম নিতে চায়। এই বিশ্রামস্থলই 'যতি'। এই যতি শ্লোকের অর্থ বুঝতে, সুন্দর সুস্পষ্ট উচ্চারণের ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক। পাদান্তে যতি শ্লোকের সৌকর্য বাড়ায়, পদের মধ্যে শোভা নষ্ট করে, আর স্বরসন্ধিযুক্ত যদি যতি হয় তবে তা উৎকর্ষই বাড়ায় (দ্রষ্টব্য ছন্দোমঞ্জরী, ১/১০)।

৪. শ্লোকের আকারে আর্যা ছন্দের যে লক্ষণ বলা হল, এখন এই শ্লোকটিই এই ছন্দের উদাহরণও বটে। শুধু এক্ষেত্রেই নয়, শ্রুতবোধে যে যে শ্লোকে যে যে ছন্দের লক্ষণ বলা হয়েছে, প্রত্যেকটি শ্লোক সেই সেই ছন্দেরই উদাহরণ। এখানে শ্লোকটি আর্যা ছন্দ কিনা, দেখা যাক্—'যস্যাঃ' পদটিতে 'য' সংযুক্তবর্ণের পূর্ববর্ণ বলে গুরু, অতএব দীর্ঘ হওয়ায় মাত্রা—২, স্যাঃ—২। 'পাদে' পদটিতে পা—২, দে—২। 'প্রথমে' পদটিতে প্র—১, থ—১, মে—২। 'প্রথমে' পর্যন্ত প্রথম পাদ, মাত্রা—২+২+২+২+১+১+২=১২।

'দ্বাদশ—তৃতীয়েঽপি' এই শ্লোকের দ্বিতীয়পাদ। মাত্রা—দ্বা—২, দ—১, শ—১, মা—২, স্ত—১, থা—২, তৃ—১, তী—২, য়ে—২, পি—২ (পাদান্ত গুরু)= ২+১+১+২+২+১+২+১+২+২+২=১৮। এইরূপ তৃতীয় পাদে ১২ এবং চতুর্থ পাদে ১৫ মাত্রা।

ছন্দোমঞ্জরীতে আর্যা ছন্দটি নয় প্রকার। যথা—(১) পথ্যা, (২) বিপুলা, (৩) চপলা, (৪) মুখচপলা, (৫) জঘনচপলা, (৬) গীতি, (৭) উপগীতি, (৮) উদ্গীতি এবং (৯) আর্যাগীতি (ছন্দঃ মঃ ৬/৩)।

৫ গীতির লক্ষণ ছন্দোমঞ্জরীতে এইরূপঃ 'আর্যাপ্রথমার্ধসমং যস্যা অপরার্ধমাহ তাং গীতিম্।' অর্থাৎ যার প্রথমার্ধের সমান অপরার্ধ—এরকম আর্যাকে 'গীতি' বলে।

৬. ছন্দোমঞ্জরীতে উপগীতির লক্ষণ এইরূপঃ—আর্যাপরার্ধতুল্যে দলদ্বয়ে প্রাহুরুপগীতিম্॥' অর্থাৎ আর্যার শেষার্ধ যদি প্রথমার্ধের সমান এবং শেষার্ধ একই রকম হয়ে থাকে তবে তা হবে উপগীতি।

৭. এই অক্ষরপঙ্‌ক্তি ছন্দ থেকে বাকি সমস্ত ছন্দ গুলি অক্ষরের সংখ্যা অনুসারে রচিত। অর্থাৎ এগুলি মাত্রা বা জাতিছন্দ নয়, এগুলি বৃত্তছন্দ (বৃত্তমক্ষর-সংখ্যাতম্)। এই ছন্দ তিন ভাগে বিভক্ত—সমবৃত্ত, অর্ধসমবৃত্ত এবং বিষমবৃত্ত। সমবৃত্তের প্রতিপাদে লঘু-গুরুক্রমে সংখ্যা সমান। অর্ধসমবৃত্তের প্রথম ও তৃতীয়পাদের লঘু-গুরুক্রমে সংখ্যা সমান এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থপাদের অক্ষর-সংখ্যা একই থাকে। বিষমবৃত্তের প্রতিপাদেই অক্ষরসংখ্যা ও লঘু-গুরুক্রম পাদগুলির পরস্পরের মধ্যে কোনো মিল থাকে না। শ্রুতবোধে বিষমবৃত্তের

কোনো উল্লেখ নেই। একটি মাত্র অর্ধসমবৃত্ত আছে, তার নাম 'হরিণীপ্লুতা'। ছন্দোমঞ্জরীতে এই বৃত্তছন্দগুলির লক্ষণ বেশ সুন্দর এবং মনে রাখা সহজ। সমস্ত ছন্দগুলির লক্ষণ পিঙ্গলের ছন্দঃসূত্রের কতকগুলি 'গণের' সাহায্যে করা হয়েছে। ছন্দোমঞ্জরীতে দশটি গণের উল্লেখ আছে। তিনটি তিনটি অক্ষর নিয়ে এক-একটি গণ করা হয়েছে; কেবলমাত্র দুটি গণে একটি করে অক্ষর। কল্পনা করা হয়েছে। বাকি আটটি গণে তিনটি করে অক্ষর। এই দশ গণকে দশ অক্ষর বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। বিষ্ণু যেমন ত্রিভুবন ব্যাপ্ত হয়ে আছেন; সেরূপ এই দশটি গণ-রূপী অক্ষর সমস্ত বাঙ্ময় ছন্দে পরিব্যাপ্ত। এ প্রসঙ্গে ছন্দোমঞ্জরীতে বলা হয়েছে—

ম্যরস্তজভ্নগৈর্লান্তৈরেভির্দশভিরক্ষরৈঃ।
সমস্তং বাঙ্ময়ং ব্যাপ্তং ত্রৈলোক্যমিব বিষ্ণুনা ॥ ১/৭ ॥

দশটি অক্ষর, যথা—ম, য, র, স, ত, জ, ভ, ন, গ, ল। এর মধ্যে শেষ দুটি অর্থাৎ 'গ' এবং 'ল' গণ এক অক্ষরের, অন্যগুলি তিন অক্ষরের।
লঘু চিহ্নের প্রতীক ঃ—'⌣' অথবা '।' (একদাঁড়ি)।
গুরু চিহ্নের প্রতীক ঃ—'—' অথবা '॥' অথবা 'ʃ'।
উক্ত দশটি গণের লক্ষণ প্রসঙ্গে ছন্দোমঞ্জরী বলে ঃ—

মস্ত্রিগুরুস্ত্রিলঘুশ্চ নকারো
ভাদিগুরুঃ পুনরাদিলঘুর্যঃ।
জো গুরুমধ্যগতো রলমধ্যঃ
সোঽন্তগুরুঃ কথিতোঽন্তলঘুস্তঃ ॥
গুরুরেকো গকারস্তু লকারো লঘুরেককঃ।
ক্রমেণ চৈষাং রেখাভিঃ সংস্থানং দর্শ্যতে যথা ॥

রেখা দিয়ে গণগুলির গুরু-লঘুর সংস্থান এইরূপ ঃ—

ম — — — (তিনটি গুরু)
ন ⌣ ⌣ ⌣ (তিনটি লঘু)
ভ — ⌣ ⌣ (প্রথমটি গুরু, বাকী দুটি লঘু)
য ⌣ — — (প্রথমটি গুরু, অন্য দুটি গুরু)
জ ⌣ — ⌣ (মধ্যে গুরু, প্রথম ও শেষ লঘু)
র — ⌣ — (মধ্যে লঘু, প্রথম ও শেষ গুরু)
স ⌣ ⌣ — (শেষ গুরু, প্রথম দুটি লঘু)
ত — — ⌣ (শেষ লঘু, প্রথম দুটি গুরু)
গ — (একটি মাত্র গুরু)
ল ⌣ (একটি মাত্র লঘু)

অপরপঙ্‌ক্তি ছন্দের লক্ষণটি পরীক্ষা করে দেখা যাক্ গুরু-লঘু ক্রমে এবং অক্ষর সংখ্যায় শ্লোকটি ঐ ছন্দের কিনা—

ভ | গ | গ ভ | গ | গ
— ⌣ ⌣ | — | — — ⌣ ⌣ | — | —
আদ্য চতুর্থং • পঞ্চমকং চেৎ।

ভ | গ | গ | গ

যত্র গুরুঃ সাক্ষর পঙ্‌ক্তিঃ

অতএব এখানে প্রতিপাদে লঘু-গুরুক্রম সমান, অক্ষর সংখ্যা ও প্রতিপাদে পাঁচটি। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে, প্রতিপাদে, গণ ভ, গ, গ। ছন্দোমঞ্জরীতে 'অক্ষরপঙ্‌ক্তি'কে শুধু 'পংক্তি' বলা হয়েছে। ভগৌ গতি পঙ্‌ক্তিঃ।

৮. ছন্দোমঞ্জরীর মতে সংজ্ঞা—শশিবদনা ন্যৌ (ন, য ২/১০)

৯. ম্‌সৌ গঃ স্যান্‌ মদলেখা ॥ (ছন্দঃ মঃ ২/১৫)

১০. অনুষ্টুব্‌ গায়ত্রৈঃ ॥ (ছন্দঃ সূঃ ৩/২৩)

> পঞ্চমং লঘু সর্বত্র সপ্তমং দ্বিচতুর্থয়োঃ।
> গুরু ষষ্ঠঞ্চ জানীয়াৎ শেষেষ্বনিয়মো মতঃ ॥
> প্রয়োগে প্রায়িকং প্রাহুঃ কেঽপ্যেতদ্বক্ত্রলক্ষণম্‌।
> লোকেঽনুষ্টুবিতি খ্যাতং তস্যাষ্টাক্ষরতা মতা ॥ (ছন্দঃ মঃ ৫/৪-৫)

রামায়ণ এবং মহাভারত মূলত এই ছন্দেই রচিত। ছন্দোমঞ্জরীর মতে বক্ত্র-ছন্দই লোকে অনুষ্টুপ্‌ নামে খ্যাত।

১১. মাণবকাক্রীড়িতকং ভ্‌তৌ ল্‌গৌ ॥ (ছন্দঃ সূঃ ৬/৪)
ভাত্তলগা মাণবকম্‌ (ছন্দঃ মঃ)

১২. প্রমাণিকা জরৌ লগৌ ॥ (ছন্দঃ মঃ ২/২০)

১৩ বিদ্যুন্মালা মৌ গৌ ॥ (ছন্দঃ সূঃ ৬/৬)
মো মো গো গো বিদ্যুন্মালা ॥ (ছন্দঃ মঃ ২/১৮)

১৪. রুক্মবতী ভ্‌মৌ সগৌ ॥ (ছন্দঃ সূঃ ৬/১১)
রুক্মবতী সা যত্র ভমস্‌গাঃ ॥ (ছন্দঃ মঃ ২/৩১)

১৫ স্যান্‌ মণিমধ্যং চেদ্ভমসাঃ ॥ (ছন্দঃ মঃ ২/২৫)

১৬. জ্ঞেয়া হংসী মভনগযুতা ॥ (ছন্দঃ মঃ ২/৪০)

১৭. মাত্তৌ গো চেচ্ছালিনী বেদলোকৈঃ ॥ (ছন্দঃ মঃ ২/৪৫)

১৮. দোধকমিচ্ছতি ভত্রিতয়াদ্‌ গৌ (ভ গণ তিনটি এবং দুটি গ গণ অর্থাৎ ভ, ভ, ভ, গ, গ) (ছন্দঃ মঃ ২/৫১)

১৯. ইন্দ্রবজ্রা তৌ জ্‌গৌ গ্‌ ॥ (ছন্দঃ সূঃ ৬/১৫)
স্যাদিন্দ্রবজ্রা যদি তৌ জগৌ গঃ ॥ (ছন্দঃ মঃ ২/৪১)

২০. উপেন্দ্রবজ্রা জ্‌তৌ জ্‌গৌ গ্‌ ॥ (ছন্দঃ সূঃ ৬/২৬)
উপেন্দ্রবজ্রা প্রথমে লঘৌ সা ॥ (ছন্দঃ মঃ ২/৪২)
অর্থাৎ প্রতি চরণের প্রথম অক্ষর লঘু হলে এবং ইন্দ্রবজ্রার বাকি লক্ষণ থাকলে উপেন্দ্রবজ্রা হবে। ইন্দ্রবজ্রার প্রথম গণটি যেখানে 'ত' ছিল, উপেন্দ্রবজ্রার সেখানে প্রথম গণটি হবে 'জ'—এই মাত্র তফাৎ।

২১. আদ্যন্তাবুপজাতয়ঃ ॥ (ছন্দঃ সূঃ ৬/১৭)

> অনন্তরোদীরিতলক্ষ্মভাজৌ
> পাদৌ যদীয়াবুপজাতয় স্তাঃ।

ইত্থং কিলান্যাস্বপি মিশ্রিতাসু
বদন্তি জাতিষ্বিদমেব নাম ॥ (ছন্দঃ মঃ ২/৪৩)

ছন্দোমঞ্জরীর এই শ্লোকের শেষার্ধ থেকে জানা যায় যে, কেবলমাত্র ইন্দ্রবজ্রা ও উপেন্দ্রবজ্রার মিশ্রণেই উপজাতি ছন্দ হয় না, অন্য ছন্দের মিশ্রণেও উপজাতি হতে পারে। যথা—

ইত্থং রথাশ্বেভনিষাদিনাং প্রগে গণো নৃপাণামথ তোরণাদ্বহিঃ।
প্রস্থানকালক্ষমবেশকল্পনাকৃতক্ষণক্ষেপমুদৈক্ষতাচ্যুতম্ ॥

এই শ্লোকে প্রথম এবং তৃতীয়পাদটি 'ইন্দ্রবংশা' ছন্দের এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ-পাদটি 'বংশস্থবিল' ছন্দের। এই দুই ছন্দের সংমিশ্রণে এখানে 'উপজাতি' ছন্দ হয়েছে।

২২ রাৎপরৈর্নরলগৈ 'রথোদ্ধতা' ॥ (ছন্দঃ মঃ ২/৪৯)

২৩. স্বাগতা রনৌ ভগৌ গ্ ॥ (ছন্দ সূঃ ৬/২৩)
স্বাগতা রনভগৈর্গুরুণা চ ॥ (ছন্দঃ মঃ ২/৫০)

২৪. তোটকং সঃ ॥ (ছন্দঃ সূঃ ৬/৩২)
বদ তোটকমব্ধিসকারযুতম্ (ছন্দঃ মঃ ২/৭০)

২৫ প্রমিতাক্ষরা সজৌ সৌ ॥ (ছন্দঃ সূঃ ৬/৩৯)
প্রমিতাক্ষরা সজসসৈঃ কথিতা ॥ (ছন্দঃ মঃ ২/৭৩)

২৬. ভুজঙ্গপ্রয়াতং যঃ ॥ (ছন্দঃ সূঃ ৬/৩৭)
ভুজঙ্গপ্রয়াতং চতুর্ভির্যকারৈঃ ॥ (ছন্দঃ মঃ ২/৬৯)

২৭ দ্রুতবিলম্বিতং নভৌ ভরৌ ॥ (ছন্দঃ সূঃ ৬/৩০)
দ্রুতবিলম্বিতমাহ নভৌ ভরৌ ॥ (ছন্দঃ মঃ ২/৭৪)

২৮. হরিণপ্লুতা সৌ সলৌ গ্, নভৌভ্রৌ ॥ (ছন্দঃ সূঃ ৫/৩৯)
অযুজি প্রথমেন বিবর্জিতং দ্রুতবিলম্বিতকং হরিণপ্লুতা ॥ (ছন্দঃ মঃ ৩,৩)
এটি অর্ধসমবৃত্ত; কিন্তু ছন্দোমঞ্জরীতে সমবৃত্তরূপে আরও একটি 'হরিণপ্লুতা' ছন্দের লক্ষণ আছে। যথা—
মাৎ সো জো ভরসংযুতো করিবাণখৈর্হরিণপ্লুতা ॥ ২/১৮১
অর্থাৎ প্রতিপাদে গণ থাকে—ম, স, জ, জ, ভ,র। মোট প্রতিচরণে অক্ষর-সংখ্যা ১৮টি। অষ্টম, পঞ্চম ও পরে দশম অক্ষরে যতি হয়।

২৯. বংশস্থা জতৌ জরৌ ॥ (ছন্দঃ সূঃ ৬/২৮)
বদন্তি বংশস্থবিলং জতৌ জরৌ ॥ (ছন্দঃ মঃ ২/৬৬)

৩০. ইন্দ্রবংশা তৌ জরৌ ॥ (ছন্দঃ সূঃ ৬/২৯)
তচ্চেন্দ্রবংশা প্রথমাক্ষরে গুরৌ ॥ (ছন্দঃ মঃ ২/৬৭)

৩১ এতে ক্রমাত্তভজসংজ্ঞকা গণা
গশ্চান্ততো যদি নিহিতো মহীপতে!
বেদৈর্গ্রহৈর্ভবতি যতিশ্চ শোভনা
নাগাধিপো বদতি তদা প্রভাবতীম্ ॥ (ছন্দঃ মঃ ২/১১০)

৩২. প্রহর্ষিণী ম্নৌ জরৌ গ্ ত্রিকদশকৌ ॥ (ছন্দঃ সূঃ ৭/১)
ত্র্যাশাভির্মনজরগা প্রহর্ষিণীয়ম্ ॥ (ছন্দঃ মঃ ২/৯৫)

৩৩. বসন্ততিলকা ত্ভো জো গৌ ॥ (ছন্দঃ সূঃ ৭/৮)
জ্ঞেয়ং বসন্ততিলকং তভজা জগৌ গঃ ॥ (ছন্দঃ মঃ ২/১১২)

৩৪. মালিনী নৌ ম্ যৌ য্ ॥ (ছন্দঃ সূঃ ৭/১৪)
নমমযযযুতেয়ং মালিনী ভোগিলোকৈঃ ॥ (ছন্দঃ মঃ ২/১৩৪)

৩৫ হরিণী ন্সৌ ম্রৌ স্লৌ গ্তু সমুদ্রঋক্ষয়ঃ ॥ (ছন্দঃ সূঃ ৭/১৬)
নসমরসলা গঃ ষড্‌বেদৈর্হয়ৈর্হরিণী মতা ॥ (২/১৬৭)

৩৬. শিখরিণী যমৌ ন্সৌ ভ্লৌ গ্তুরুদ্রাঃ ॥ (ছন্দঃ সূঃ ৭/২০)
রসৈ রুদ্রৈশ্ছিন্না যমনসভলা গঃ শিখরিণী ॥ (ছন্দঃ মঃ ২/১৬৩)

৩৭. পৃথ্বী জ্সৌ জ্সৌ যলৌ গ্ বসুনবকৌ ॥ (ছন্দঃ সূঃ ৭/১৭)
জসৌ জসযলা বসুগ্রহযতিশ্চ পৃথ্বী গুরুঃ (ছন্দঃ মঃ ২/১৬৪)

৩৮, মন্দাক্রান্তা ম্ভৌ ন্তৌ ত্গৌ গ্ সমুদ্রর্তুস্বরাঃ ॥ (ছন্দঃ সূঃ ৭/২১)
মন্দাক্রান্তাম্বুধিরসনগৈর্মোভনৌ গৌ যযুগ্মম্ ॥ (ছন্দঃ মঃ ২/১৬৬)

৩৯ শার্দূলবিক্রীড়িতং ম্সৌ জ্সৌ তৌ গাদিত্যঋষয়ঃ ॥ (ছন্দঃ সূঃ ৭/২২)
সূর্যাশ্বৈর্মসজস্ততাঃ সগুরবঃ শার্দূলবিক্রীড়িতম্ ॥ (ছন্দঃ মঃ ২/১৯৮)

৪০ স্রগ্ধরা ম্রৌ ভ্নৌ যৌ য্ ত্রিঃসপ্তকাঃ ॥ (ছন্দঃ সূঃ ৭/২৫)
ম্রভ্নৈর্যানাং ত্রয়েণ ত্রিমুনিযতিযুতা স্রগ্ধরা কীর্তিতেয়ম্ ॥ (ছন্দঃ মঃ ২/২১২)

শ্রুতবোধঃ

ছন্দসাং লক্ষণং যেন শ্রুতমাত্রেণ বুধ্যতে।
তমহং সংপ্রবক্ষামি শ্রুতবোধমবিস্তরম্ ॥ ১ ॥

সংযুক্তাদ্যং দীর্ঘং সানুস্বারং বিসর্গসংমিশ্রম্।
বিজ্ঞেয়মক্ষরং গুরু পাদান্তস্থং বিকল্পেন ॥ ২ ॥

একমাত্রো ভবেদ্ হ্রস্বো দ্বিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে।
ত্রিমাত্রস্তু প্লুতো জ্ঞেয়ো ব্যঞ্জনঞ্চার্ধমাত্রকম্ ॥ ৩ ॥

রসজ্ঞাবিরতিস্থানং কবিভির্যতিরুচ্যতে।
সা বিচ্ছেদবিরামাদিসংজ্ঞাভিরুপদিশ্যতে ॥ ৪ ॥

যস্যাঃ পাদে প্রথমে দ্বাদশমাত্রাস্তথা তৃতীয়েঽপি।
অষ্ট দশ দ্বিতীয়ে চতুর্থকে পঞ্চদশ সার্যা ॥ ৫ ॥

আর্যাপূর্বার্ধসমং দ্বিতীয়মপি ভবতি যত্র হংসগতে।
ছন্দোবিদস্তদানীং গীতিং তামমৃতবাণি ভাষন্তে ॥ ৬ ॥

আর্যোত্তরার্ধতুল্যং প্রথমার্ধমপি প্রযুক্তঞ্চেৎ।
কামিনি, তামুপগীতিং প্রতিভাষন্তে মহাকবয়ঃ ॥ ৭ ॥

আদ্যচতুর্থং পঞ্চমকঞ্চেৎ।
যত্র গুরু স্যাৎ সাক্ষরপঙ্ক্তিঃ ॥ ৮ ॥

অগুরু চতুষ্কং ভবতি গুরু দ্বৌ।
ঘন কুচযুগ্মে শশিবদনাসৌ ॥ ৯ ॥

তুর্যপঞ্চমকঞ্চেদ্ যত্র স্যাল্লঘু বালে।
বিদ্ধি ভর্মুগনেত্রে প্রোক্তা সা মদলেখা ॥ ১০ ॥

পঞ্চমং লঘু সর্বত্র সপ্তমং দ্বিচতুর্থয়োঃ।
ষষ্ঠং গুরু বিজানীয়াদেতৎ পদ্যস্য লক্ষণম্ ॥ ১১ ॥

আদিগতং তুর্যগতং পঞ্চমকঞ্চান্ত্যগতম্।
স্যাদ্ গুরু চৈতৎ কথিতং মাণবকক্রীড়মিদম্ ॥ ১২ ॥

দ্বিতুর্যষষ্ঠমষ্টমং গুরুপ্রযোজিতং যদা।
তদা নিবেদয়ন্তি তাং বুধা নগস্বরূপিণীম্ ॥ ১৩ ॥

সর্বে বর্ণা দীর্ঘা যস্যাং বিশ্রামঃ স্যাদ্বেদৈর্বেদৈঃ।
বিদ্বদ্বৃন্দৈর্বীণাপাণে ব্যাখ্যাতা সা বিদ্যুন্মালা ॥ ১৪ ॥

তস্মিন্ গুরু স্যাদাদ্যচতুর্থং পঞ্চমং ষষ্ঠগন্তান্ত্যমুপান্ত্যম্ ।
ইন্দ্রিয়বাণৈর্যত্র বিরামঃ সা কথনীয়া চম্পকমালা ॥ ১৫ ॥

চম্পকমালা যত্র ভবেদন্তবিহীনা প্রেমনিধে।
ছন্দসি দক্ষা যে কবয়স্তন্মণিমধ্যং তে ব্রুবতে ॥ ১৬ ॥

মন্দাক্রান্তান্ত্যযতিরহিতা সালঙ্কারে, যদি ভবতি সা ।
তদ্ বিদ্বদ্ভিধ্রুবমভিহিতা জ্ঞেয়া হংসী কমলবদনে ॥ ১৭ ॥

হ্রস্বো বর্ণো জায়তে যত্র ষষ্ঠঃ কম্বুগ্রীবে তদ্বদেবাষ্টমান্ত্যঃ ।
বিশ্রামঃ স্যাত্তস্মিন্ বেদৈস্তুরঙ্গৈ স্তাং ভাষন্তে শালিনীং ছন্দসীয়াঃ ॥ ১৮ ।

আদ্যচতুর্থমহীননিতম্বে সপ্তমকং দশমঞ্চ তথান্ত্যম্ ।
যত্র গুরু প্রকটস্মরসারে। তত্ কথিতং ননু দোধকবৃত্তম ॥ ১৯ ॥

যস্যাংস্ত্রিষট্‌সপ্তমমক্ষরং স্যাদ্ হ্রস্বং সুজঙ্ঘে, নবমঞ্চ তদ্বত্ ।
গত্যা বিলজ্জীকৃতহংসকান্তে তামিন্দ্রবজ্রাং ব্রুবতে কবীন্দ্রাঃ ॥ ২০ ॥

যদীন্দ্রবজ্রাচরণেষু পূর্বে ভবন্তি বর্ণাঃ লঘবঃ সুবর্ণে।
অমন্দমাদ্যন্মদনে তদানীমুপেন্দ্রবজ্রা কথিতা কবীন্দ্রৈঃ ॥ ২১ ॥

যত্র দ্বয়োরপ্যনয়োস্তু পাদা ভবন্তি সীমন্তিনি! চন্দ্রকান্তে।
বিদ্বদ্ভিরাদ্যৈঃ পরিকীর্তিতা সা প্রযুজ্যতামিত্যুপজাতিরেষা ॥ ২২ ॥

আখ্যানকী সা প্রকটীকৃতার্থে! যদীন্দ্রবজ্রাচরণঃ পুরস্তাত্ ।
উপেন্দ্রবজ্রা চরণাস্ত্রয়োঽন্যে মনীষিণোক্তা বিপরীতপূর্বা ॥ ২৩ ॥

আদ্যমক্ষরমতস্তৃতীয়কং সপ্তমঞ্চ নবমং তথান্তিমম্ ।
দীর্ঘমিন্দুমুখি! যত্র জায়তে তাং বদন্তি কবয়ো রথোদ্ধতাম্ ॥ ২৪ ॥

অক্ষরঞ্চ নবমং দশমঞ্চ ব্যত্যয়াদ্ ভবতি তত্র বিনীতে।
প্রাক্তনৈর্যদি মৃগীক্ষণযুগ্মে স্বাগতেতি কবিভিঃ কথিতাসৌ ॥ ২৫ ॥

সতৃতীয়ক-ষষ্ঠমমন্দরতে। নবমং বিরতিপ্রভবং গুরু চেত্ ।
ঘনপীনপয়োধরভারনতে! ননু তোটকবৃত্তমিদং কথিতম্ ॥ ২৬ ॥

যদি তোটকস্য গুরু পঞ্চমকং,
বিহিতং বিলাসিনি তদক্ষরকম্ ।
রসসংখ্যকং গুরু ন চেদবলে!
প্রমিতাক্ষরেতি কবিভিঃ কথিতা ॥ ২৭ ॥

যদাদ্যং চতুর্থং তথা সপ্তমং স্যাত্
তথৈবাক্ষরং হ্রস্বমেকাদশাদ্যম্ ।
শরচ্চন্দ্রবিধ্বংসিবক্ত্রারবিন্দে
তদুক্তং কবীন্দ্রৈর্ভুজঙ্গপ্রয়াতম্ ॥ ২৮ ॥

অয়ি কৃশোদরি যত্র চতুর্থকং
গুরু চ সপ্তমকং দশমং তথা ।
বিরতিগতশ্চ তথৈব সুমধ্যমে
দ্রুতবিলম্বিতমিত্যুপদিশ্যতে ॥ ২৯ ॥

প্রথমাক্ষরমাদ্যতৃতীয়য়ো-
র্দ্রুতবিলম্বিতকস্য হি পাদয়োঃ ।
যদি নাস্তি তদা কমলেক্ষণে !
ভবতি সুন্দরি সা হরিণীপ্লুতা ॥ ৩০ ॥

উপেন্দ্রবজ্রাচরণেষু সন্তি চে-
দুপান্ত্যবর্ণা লঘবঃ পরে কৃতাঃ ।
মদোল্লসদ্ভ্রূজিতকামকার্মুকে !
বদন্তি বংশস্থবিলং বুধাস্তদা ॥ ৩১ ॥

যস্যামশোকাঙ্কুরপাণিপল্লবে !
বংশস্থপাদা গুরুপূর্ববর্ণকাঃ ।
তারুণ্যলীলারতিরঙ্গলালসে !
তামিন্দ্রবংশাং কবয়ঃ প্রচক্ষতে ॥ ৩২ ॥

যস্যাং প্রিয়ে ! প্রথমকমক্ষরদ্বয়ং
তুর্যং তথা গুরু নবমং দশান্তিমম্ ।
সান্ত্যং ভবেদ্ যতিরপি চেদ্ যুগগ্রহৈঃ
সা লক্ষ্যতামমৃতরুতে ! প্রভাবতী ॥ ৩৩ ॥

আদ্যন্ত্যোত্রিতয়মথাষ্টমং নবাস্ত্যং
দ্বৌ বর্ণৌ গুরু বিরতৌ সুভাষিতে ! স্যাত্ ॥
বিশ্রামো ভবতি মহেশনেত্রদিগ্ভি-
র্বিজ্ঞেয়া ননু সুদতি ! প্রহর্ষিণী সা ॥ ৩৪ ॥

আদ্যং দ্বিতীয়মপি চেদ্ গুরু তচ্চতুর্থং
যত্রাষ্টমঞ্চ দশমান্ত্যমুপান্ত্যমন্ত্যম্ ।
অষ্টাভিরিন্দুবদনে ! বিরতিশ্চ ষড়্ভিঃ
কান্তে ! বসন্ততিলকং কিল তং বদন্তি ॥ ৩৫ ॥

প্রথমমগুরুষট্‌কং বিদ্যতে যত্র কান্তে !
তদনু চ দশমস্তেদক্ষরং দ্বাদশান্ত্যম্‌ ।
গিরিভিরথ তুরঙ্গৈর্যত্র বালে ! বিরামঃ
সুকবিজনমনোজ্ঞা মালিনী সা প্রসিদ্ধা ॥ ৩৬ ॥

সুমুখি ! লঘবঃ পঞ্চ প্রাচ্যাস্ততো দশমস্তিমঃ ।
তদনু ললিতালাপে ! বর্ণৌ তৃতীয়চতুর্থকৌ ।
প্রভবতি পুনর্যত্রোপান্ত্যঃ স্ফুরত্‌কনকপ্রভে
যতিরপি রসৈর্বেদৈরশ্বৈঃ স্মৃতা হরিণীতি সা ॥ ৩৭ ॥

যদি প্রাচ্যো হ্রস্বস্তুলিতকমলে৽ পঞ্চ গুরব-
স্ততো বর্ণাঃ পঞ্চ প্রকৃতিসুকুমারাঙ্গি ! লঘবঃ ।
ত্রয়োঽন্যো চোপান্ত্যাঃ সুতনুজঘনে ! ভোগসুভগে !
রসৈ রুদ্রৈর্যস্যাং ভবতি বিরতিঃ সা শিখরিণী ॥ ৩৮ ॥

দ্বিতীয়মলিকুন্তলে গুরু ষড়ষ্টমদ্বাদশং
চতুর্দশমথ প্রিয়ে ! গুরু গভীরনাভিহ্রদে ।
সপঞ্চদশমন্তিমং তদনু যত্র কান্তে, যতি-
র্গিরীন্দ্রফণভৃত্‌ কুলৈর্ভবতি সুভ্রু, পৃথ্বীতি সা ॥ ৩৯ ॥

চত্বারঃ প্রাক্‌ সুতনু ! গুরবো দ্বৌ দশেকাদশৌ চে-
স্মুগ্ধে, বর্ণৌ তদনুকুমুদামোদিনি, দ্বাদশান্ত্যৌ ।
তদ্বচ্চান্ত্যৌ যুগরসহয়ৈর্যত্র কান্তে বিরামো
মন্দাক্রান্তাং প্রবরকবয়স্তন্বি, তাং সংগিরন্তে ॥ ৪০ ॥

আদ্যাশ্চেদ্‌ গুরবস্ত্রয়ঃ প্রিয়তমে, ষষ্ঠস্তথা চাষ্টমঃ ।
সন্ত্যেকাদশতস্ত্রয়স্তদনু চেদষ্টাদশাদ্যৌ পরম্‌ ।
মার্তণ্ডৈর্মুনিভিশ্চ যত্র বিরতিঃ পূর্ণেন্দুবিম্বাননে
তদ্‌বৃত্তং প্রবদন্তি কাব্যরসিকাঃ শার্দূলবিক্রীড়িতম্‌ ॥ ৪১ ॥

চত্বারো যত্র বর্ণাঃ প্রথমলঘবঃ ষষ্ঠকঃ সপ্তমোঽপি,
দ্বৌ তদ্বত্‌ ষোড়শাদাদ্যৌ মৃগদতিলকে, ষোড়শান্তৌ তথান্ত্যৌ ।
রম্ভাস্তম্ভোরু কান্তে, মুনিমুনিমুনিভিশ্চ্যতে চৌদ্বিরামো,
বালে, বন্দ্যৈঃ কবীন্দ্রৈঃ সুতনু, নিগদিতা স্রগ্ধরা সা প্রসিদ্ধা ॥ ৪২ ॥

॥ সমাপ্তমিদং শ্রুতবোধকাব্যম্‌ ॥

শ্রীহর্ষ

প্রিয়দর্শিকা

ভূমিকা

কাহিনী

প্রিয়দর্শিকা একটি চার অঙ্কের নাটিকা। নায়ক বৎসরাজ উদয়ন এবং নায়িকা অঙ্গরাজ দৃঢ়বর্মার কন্যা প্রিয়দর্শিকা। পরিচয় প্রকাশের আগে নায়িকা আরণ্যিকা নামেই পরিচিতা। মুখ্যরস শৃঙ্গার; নায়ক-নায়িকার আনন্দময় মিলনের মধ্যে নাটিকাটির পরিসমাপ্তি। শাস্ত্রীয় নিয়মে নায়িকা প্রিয়দর্শিকার নামেই নাটিকাটির নামকরণ হয়েছে। সংক্ষেপে অঙ্ক-অনুযায়ী নাটিকার কাহিনীটি এই রকম ঃ—

প্রথম অঙ্ক

প্রথমেই মঞ্চে উপস্থিত অঙ্গরাজ দৃঢ়বর্মার কঞ্চুকী, তার নাম বিনয়বসু। চোখে তাঁর ক্লান্তি ও বিষাদের ছায়া। প্রভু দৃঢ়বর্মার নিদারুণ ভাগ্যবিপর্যয়ের কথা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে চললেন। দৃঢ়বর্মার এক পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল। তাকে বিয়ে করার বড়ো ইচ্ছে কলিঙ্গরাজার; কিন্তু পাপিষ্ঠ ঐ রাজার ইচ্ছেয় বাধ সাধলেন স্বয়ং অংগরাজ। পিতা হয়ে কন্যাকে এরকম রাজার হাতে তুলে দিতে তাঁর মোটেই মত ছিল না। কৌশাম্বীর রাজা উদয়নের হাতে কন্যাকে সমর্পণ করার প্রতিশ্রুতি দিলেন তিনি। এতে অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে কলিঙ্গরাজ প্রতিশোধ নেবার সুযোগ খুঁজছিলেন। দৃঢ়বর্মার আত্মীয় বৎসরাজ তখন প্রদ্যোতের কারাগারে বন্দী; দৃঢ়বর্মা একা; সুতরাং প্রতিশোধ নেবার এই তো সুবর্ণ সুযোগ। হঠাৎ একদিন সসৈন্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন দৃঢ়বর্মার উপরে; কেড়ে নিলেন তাঁর রাজ্য, আর বন্দী করলেন তাঁকে।

কঞ্চুকী বিনয়বসুই সেদিন সেই আক্রমণ থেকে রক্ষা করে প্রভুকন্যাকে নিয়ে চললেন নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে। এলেন দৃঢ়বর্মার পরম বন্ধু বিন্ধ্যারণ্যের রাজা বিন্ধ্যকেতুর কাছে। রাজকন্যাকে তাঁর কাছে গচ্ছিত রেখে অদূরে অগস্ত্যতীর্থে স্নান করতে গেলেন। সেখানে ফিরে এসে দেখলেন—অজ্ঞাতশত্রুর আক্রমণে বিন্ধ্যকেতু আর ইহলোকে নেই, শুধু তাই নয়, সমস্ত স্থানটি আগুনের তাণ্ডব-লীলায় পুড়ে ছাই; রাজকন্যার কোনো পাত্তা নেই। তন্নতন্ন করে খুঁজেও তিনি তার কোনো সন্ধান পেলেন না। এই গভীর দুঃখ ও হতাশার অন্ধকারে একটু আনন্দের আলো দেখা গেল। বৎসরাজ উদয়ন প্রদ্যোতের কারাগার থেকে পালিয়ে স্বরাজ্যে ফিরেছেন, সঙ্গে এনেছেন নারীরত্ন প্রদ্যোততনয়া বাসবদত্তাকে। তবে কঞ্চুকী বৎসরাজের আশ্রয়ে যাচ্ছেন না, বাকি জীবনটা প্রভু দৃঢ়বর্মার সেবায় কাটাবেন। এই ভেবে সেই পথেই তিনি পা রাখলেন।

পরের দৃশ্যে—কৌশাম্বীর রাজপ্রাসাদ। বৎসরাজ ও বিদূষকের প্রবেশ। প্রদ্যোতের কারাগার প্রসঙ্গে উভয়ের মধ্যে কিছু আলাপ থেকে ফুটে উঠল বাসবদত্তার প্রতি রাজার গভীর ভালোবাসা। এ প্রসঙ্গের দ্রুত বিরতি ঘটিয়ে সেখানে আনা হল মন্ত্রী রুমন্বান এবং সেনাপতি বিজয়সেনকে। বিন্ধ্যকেতুকে আক্রমণের ভার ছিল বিজয়সেনের উপরে। সে-খবর রাজা জানতে চাইলেন। বিন্ধ্যকেতুবিজয়ী বিজয়সেন যা বললেন তাতে বিন্ধ্যকেতুর শোচনীয় মৃত্যুর কথা থাকলেও তাঁর অপূর্ব বীরত্ব

এবং সাহসিকতার প্রশংসাও বাদ পড়ে নি। তিনি আরও জানালেন যে, বিন্ধ্যকেতুর কন্যা মনে করে এক সুন্দরী বালিকাকে তিনি বন্দী করে এনেছেন। বৎসরাজ তৎক্ষণাৎ আদেশ দিলেন যে, এই বালিকাকে যেন রানী বাসবদত্তার তত্ত্বাবধানে রাখা হয় এবং তার উচ্চবংশের অনুরূপ শিক্ষাদীক্ষাও দেওয়া হয়; তারপর সেই বালিকা বিবাহ-যোগ্যা হলে যেন তাঁকে জানানো হয়। অঙ্কের একেবারে শেষ অংশে রাজা ঘোষণা করলেন যে, বিজয়সেন তাঁর যুদ্ধবিজয়ের জন্যে পুরস্কৃত করা হবে এবং তাঁকে কলিঙ্গরাজকে বধের জন্য পাঠানো হবে।

দ্বিতীয় অংক

মহারানী বাসবদত্তা ব্রতের উপবাস পালন করছেন। সেজন্যে রাজা সাময়িকভাবে তাঁর সঙ্গসুখ থেকে বঞ্চিত। এ সময় একদিন চিত্তবিনোদনের জন্যে রাজা বিদূষকের সঙ্গে প্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যানের সৌন্দর্য দেখে বেড়াচ্ছেন। তাঁদের নয়নপথে উদিত হল আরণ্যিকা; সঙ্গে তার এক দাসী, ইন্দীবরিকা। মহারানীর আদেশে রাজকন্যা এসেছে পদ্মফুল তুলতে, মহারানী অর্ঘ্য রচনা করবেন মহর্ষি অগস্ত্যের উদ্দেশে। আরণ্যিকার অতুল সৌন্দর্য দেখে রাজা মুগ্ধ হলেন এবং বিদূষকের সঙ্গে ঝোপের আড়াল থেকে দুই যুবতীর নিভৃত আলাপ শোনার লোভ সামলাতে পারলেন না। তাদের আলাপ থেকে রাজা বুঝলেন যে, এই সুন্দরী তরুণী বিন্ধ্যকেতুর সেই বালিকা কন্যা এবং এখন বিবাহযোগ্যা। ইত্যবসরে সে দীঘিতে নেমে যখন পদ্মফুল তুলছিল, তখন কতকগুলো ভ্রমর তার দিকে তেড়ে এল। কাপড়ে মুখ ঢেকে সে ইন্দীবরিকার সাহায্যের জন্যে চীৎকার করল। দাসীটি তখন তার কাছে ছিল না, নিজের কাজে একটু দূরে গিয়েছিল। চতুর বিদূষক রাজার প্রেমাসক্তির কথা বুঝে এই সুবর্ণ সুযোগের সদ্ব্যবহার করার উপদেশ দিল। উপদেশ মতো রাজা চুপি চুপি এগিয়ে গেলেন আরণ্যিকার দিকে। জলের মধ্যে তাঁর চলার শব্দ শুনে রাজকুমারী মনে করল ইন্দীবরিকাই আসছে, তার মুখ কাপড়ে ঢাকা, সভয়ে জড়িয়ে ধরল রাজাকেই। কিন্তু রাজা উপদেশ মতো চুপচাপ থাকতে পারলেন না। ভাবে বিহ্বল হয়ে প্রিয়াকে আশ্বস্ত করার জন্যে কথা বলতেই আরণ্যিকার ভুল ভেঙ্গে গেল। ভয়ে সে একটু দূরে সরে গেলেও স্বয়ং বৎসরাজকে উদ্ধারকর্তা জেনে মনে মনে তার প্রতি আসক্তা হল। মনে পড়ল যে, পিতা তাঁর হাতেই তাকে তুলে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন; ফলে অনুরাগ আরও গভীর হল। এদিকে ইন্দীবরিকার কানে এল আরণ্যিকার কাতর আর্তনাদ। দূর থেকে তার আসার আভাস পেয়ে রাজা ও বিদূষক ভয়ে সরে পড়ল। ইন্দীবরিকার সঙ্গে পরিশেষে প্রাসাদের অন্তঃপুরে চলে গেল আরণ্যিকা, কিন্তু তার মন পড়ে রইল রাজার দিকে। সন্ধ্যে হয়ে আসে, রাজাও প্রাসাদে চললেন; আরণ্যিকার অভাবে তাঁর জীবন অন্ধকার হয়ে উঠল; নূতন প্রেমিকাকে আবার দেখার জন্যে ব্যাকুল হল তাঁর চিত্ত।

তৃতীয় অঙ্ক

এই অঙ্কের প্রথমেই বাসবদত্তার পরিচারিকা মনোরমার আবির্ভাব। তার স্বগতোক্তি থেকে জানা যায়—মহারানীর শিক্ষিত বান্ধবী সাংকৃত্যায়নী একটি নাটক

লিখেছেন। এ কাহিনীর নায়ক নায়িকা বৎসরাজ এবং বাসবদত্তা। কৌমুদী-মহোৎসবে এই নাটকের অভিনয় চলছে। অভিনয়ে নায়কের ভূমিকায় মনোরমা স্বয়ং এবং নায়িকার ভূমিকায় আছে আরণ্যিকা। মনোরমা আরণ্যিকার খোঁজে বেরিয়ে অবশেষে তাকে দেখল উদ্যানে, তার শরীরে কামনার চিহ্ন; আড়ি পেতে শুনল হৃদয়ের রাজাকে না পাওয়ায় তার গভীর মনোবেদনা। মনোরমা তার মনোরথ সফল করার আশ্বাস দিল; কিন্তু তীব্র কামসন্তাপে আরণ্যিকা তখন বেশ পীড়িতা। ঠিক এই সময় রাজার আদেশে আরণ্যিকার খোঁজে বিদূষক সেখানে হাজির। রাজার মনের কথা বিদূষক মনোরমাকে জানালো, আর আরণ্যিকার গোপন ব্যথার কারণ মনোরমাও বিদূষককে বলল। এবার তারা দু'জনে সলাপরামর্শ করতে লাগল যাতে বৎসরাজ ও আরণ্যিকার মিলন ঘটে। ঠিক হয়ে গেল মিলনের পরিকল্পনা।

এরপর গর্ভ নাটকের দৃশ্য। রাজপ্রাসাদের সংলগ্ন রঙ্গমঞ্চ। বাসবদত্তা পরিবার-পরিজনের সঙ্গে এলেন, নাটক দেখতে এলেন সাঙ্কৃত্যায়নীও। আরণ্যিকা বাসবদত্তার ভূমিকায় মঞ্চে অবতীর্ণ হল; কিন্তু রাজার ভূমিকায় মনোরমা অবতীর্ণ হল না। মনোরমা এবং বিদূষকের পরিকল্পনা-মতো রাজা স্বয়ং বৎসরাজ অবতীর্ণ হলেন। দর্শকরূপে উপস্থিতা বাসবদত্তা মনে করলেন মনোরমাই রাজার অভিনয় করছে; কিন্তু বৎসরাজ তাঁর অভিনয়ের সময় যেভাবে আরণ্যিকার কাছে এগিয়ে গেলেন তাতে বাসবত্তার মনে সন্দেহ হল। তারপর আরও লজ্জাকর ব্যাপার দেখে তিনি বিরক্তিতে আসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন এবং প্রেক্ষাগৃহের বাইরে চলে এলেন। সেখানে দেখলেন বিদূষক ঘুমোচ্ছে, ভাবলেন তার নিয়ত সঙ্গী মহারাজও হয়তো এখানেই কোথায় আছেন; খবরটা বলতে পারবে বিদূষকই; তাই তাকে ওঠালেন। বিদূষক উঠে ঘুমজড়ানো অবস্থায় আসল ব্যাপার সব ফাঁস করে দিল। বাসবদত্তা বুঝতে পারলেন পুরো ব্যাপারটাই সাজানো। ক্রোধে বন্ধ করে দিলেন অভিনয়। বন্দী করলেন তিনি আরণ্যিকা এবং নাটের গুরু বিদূষককে, কর্ণপাত করলেন না রাজার ক্ষমা প্রার্থনায়।

চতুর্থ অঙ্ক

অঙ্কের প্রথমে মনোরমার প্রবেশ। সে নিজে বেচারা আরণ্যিকার জন্যে বেশ উদ্বিগ্না। মহারানী বাসবদত্তার ক্রোধ দীর্ঘদিনেও শান্ত হয়নি। আরণ্যিকা এখনও অন্তঃপুরে বন্দীদশায় কাল কাটাচ্ছে। প্রিয় সন্দর্শনের কোনো আশা না থাকায় সে আরও মর্মাহত। আজই সে অতিকষ্টে আরণ্যিকাকে আত্মহত্যা থেকে নিবৃত্ত করেছে। এই সময় বাসবদত্তার পরিচারিকা কাঞ্চমমালার প্রবেশ। মনোরমাকে জানালো—মহারানী এখন অত্যন্ত দুঃখিতা, কেননা, তাঁর মাতা অঙ্গারবতীর কাছ থেকে তিনি একটি বড়ো দুঃখের চিঠি পেয়েছেন। পত্রের বিষয়বস্তু হল—মহারানীর মেসোমশাই অঙ্গরাজ দৃঢ়বর্মা কলিঙ্গরাজের হাতে এক বছরেরও উপর বন্দী; আর এই দুঃসংবাদ শুনেও অঙ্গরাজের প্রতিবেশী তাঁর স্বামী বৎসরাজ এখনও কেমন করে উদাসীন আছেন? তারপর প্রবেশ করলেন বিষণ্ণা বাসবদত্তা, তাঁর সঙ্গে সাঙ্কৃত্যায়নী ও অন্যান্য সহচরী। সাঙ্কৃত্যায়নী বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে, বৎসরাজ এখনও তাঁর প্রতি প্রেমে অবিচল এবং কলিঙ্গরাজের এই অন্যায় আচরণ

কোনোক্রমে সহ্য করবেন না। এই সময় বৎসরাজ ও বিদূষক প্রবেশ করলেন। তাঁদের কথাবার্তার মুখ্য উদ্দেশ্য হল, কেমন করে বাসবদত্তার ক্রোধ দূর করে আরণ্যিকাকে মুক্ত করা যায়। রাজা স্বয়ং বাসবদত্তার কাছে এগিয়ে গেলেন এবং তাঁকে তুষ্ট করার জন্যে নানা চেষ্টা করেন; কিন্তু বাসবদত্তার প্রকৃত দুঃখের কারণ এখন যে রাজা নয়, মায়ের লেখা ঐ চিঠিই—একথা বৎসরাজ জানতেন না। তাঁকে এ বিষয়ে আলোকপাত করলেন সাঙ্কৃত্যায়নী। পত্রের বিষয় রাজার আগেই জানা ছিল; সাঙ্কৃত্যায়নীকে তিনি জানালেন যে, পাপিষ্ঠ কলিঙ্গরাজের বিরুদ্ধে সেনাপতি বিজয়সেনকে পাঠানো হয়েছে; তিনি দু' একদিনের মধ্যেই কলিঙ্গরাজকে বন্দী অথবা বধ করে ফিরে আসবেন। ঠিক সেই সময় বিজয়সেন দৃঢ়বর্মার কঞ্চুকী বিনয়বসুকে সঙ্গে নিয়ে রাজার সঙ্গে দেখা করলেন। কঞ্চুকী জানালেন—বিজয়সেনের অপূর্ব বিজয়বার্তা। যুদ্ধে কলিঙ্গরাজ নিহত এবং তাঁর প্রভু দৃঢ়বর্মা মহারাজের কৃপায় স্বরাজ্যে অধিষ্ঠিত; তবে দুঃখের কথা এই যে, দৃঢ়বর্মার কন্যা প্রিয়দর্শিকার কোনো সন্ধান আজও মেলেনি। এ সংবাদে বাসবদত্তা ভগ্নীস্নেহে কাতরা হলেন। অকস্মাৎ মনোরমা দ্রুত প্রবেশ করে এক গুরুতর দুঃসংবাদ দিয়ে গেল। আরণ্যিকা বিষ পান করেছে, তার অবস্থা বড়ো সাংঘাতিক। বাসবদত্তা আরণ্যিকাকে মহারাজের কাছে আনতে আদেশ দিলেন, কেননা, বৎসরাজ নাগলোক থেকে বিষবিদ্যা শিখেছেন এবং একজন অত্যন্ত দক্ষ বিষবৈদ্য। বিষের বিকারে মরণাপন্ন অবস্থায় আরণ্যিকাকে রাজার কাছে আনা হল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন কঞ্চুকী। আরণ্যিকাকে দেখেই তিনি চিনতে পারলেন যে এই সেই দৃঢ়বর্মার কন্যা প্রিয়দর্শিকা। রাজার চিকিৎসায় সেরে উঠল তাঁর প্রেমিকা প্রিয়দর্শিকা। তাকে সুস্থ দেখে বাসবদত্তা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন, আনন্দে জড়িয়ে ধরলেন তাঁর বোনকে। মেসোমশাই এর ইচ্ছানুসারে সানন্দে নিজের হাতে তিনি প্রিয়দর্শিকাকে তুলে দিলেন বৎসরাজের হাতে। এভাবে মধুর মিলনের মধ্যে নাটিকাটির সমাপ্তি ঘটেছে।

প্রিয়দর্শিকা—একটি নাটিকা

আলঙ্কারিক বিধানে নাটিকার বিষয়বস্তু কল্পিত হতে পারে, আবার রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ বা প্রসিদ্ধ লোকগাথা থেকেও নেওয়া যেতে পারে (বস্তু প্রকরণান্ নাটকাৎ—দশরূপক ৩/৪৩)। আবার কারও মতে কাহিনী শুধু কল্পিতই হবে (নাটিকাক্লৃপ্তবৃত্তা-সাহিত্যদর্পণ)। তবে প্রিয়দর্শিকার কাহিনী লোক-প্রচলিত প্রসিদ্ধ উদয়ন কাহিনীকে অবলম্বন করে রচিত। নায়ক হবেন ধীরললিত প্রকৃতির প্রখ্যাত রাজা (নায়কো নৃপঃ। প্রখ্যাতো ধীরললিতঃ)। এই নাটিকার নায়কও ধীরললিত প্রখ্যাত বৎসরাজ। মুখ্য রস শৃঙ্গার (শৃঙ্গারোঽঙ্গী)। শৃঙ্গারের বৈচিত্র্য এই নাটিকায় পূর্ণতা লাভ করতে পারে নি। সম্ভোগের বা বিরহের তেমন কোনো বিশ্বস্ত চিত্র এখানে পাওয়া যায় না। তবে শৃঙ্গারই এই নাটিকার মুখ্য রস। নায়িকা হবেন অতীব সুন্দরী মুগ্ধা প্রকৃতির। নবযৌবনসম্পন্না নবানুরাগা, রতিসম্ভোগে বিমুখা এবং প্রণয়কোপে কোমলস্বভাবা নায়িকাকে মুগ্ধা বলা হয় (মুগ্ধা নববয়ঃকামা রতৌ বামা মৃদুঃ ক্রুধি)। রাজার অন্তঃপুরে তিনি থাকবেন (অন্তঃপুরসম্বন্ধা), অথবা নৃত্যগীত এবং বাদ্যে ব্যাপৃতা হবেন (সংগীতব্যাপৃতাথবা), আর তিনি

হবেন রাজকন্যা (নৃপবংশজা)। এখানে নায়িকা আরণ্যিকা অঙ্গরাজ দৃঢ়বর্মার কন্যা হয়েও ভাগ্যচক্রে বৎসরাজের অন্তঃপুরে আশ্রিতা। তাকে যখন বিজয়সেন রাজার কাছে নিয়ে আসেন, তখন রাজা আদেশ দেন যে, বাসবদত্তার আশ্রয়ে তাকে যেন নাচ-গান এবং বাজনা শিক্ষা দেওয়া হয়। তবে এই নাটিকার কোথাও তার সঙ্গীত-বিদ্যার পরিচয় পাওয়া যায় না। নাটিকায় স্ত্রী-চরিত্র সংখ্যায় বেশি থাকবে (স্ত্রীপ্রায়া)। এখানে পুরুষ-চরিত্র পাঁচটি এবং স্ত্রী-চরিত্র সাতটি। 'স্ত্রীপ্রায়া' শব্দের অর্থ স্ত্রীবহুল অর্থাৎ স্ত্রী-চরিত্রগুলোই নাটিকায় প্রাধান্য পাবে। এই নাটিকায় তার ব্যতিক্রম হয়নি। দেবী বা রাজার প্রধানা মহিষী নাটিকায় একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করবেন। তিনি বয়সে নায়িকার চেয়ে বড়ো হবেন, রাজকন্যা হবেন, তাঁর প্রকৃতি প্রগলভা, গম্ভীরা এবং মানিনী , নায়ক-নায়িকার প্রেম-কলাপের লাগামটি তিনিই টেনে রাখবেন। তাঁর অনুমতি ছাড়া মিলনের স্বীকৃতি পাবে না যুগলপ্রেম (দেবী তত্র ভবেজ্জ্যেষ্ঠা প্রগল্ভা নৃপবংশজা। গম্ভীরা মানিনী···)। পূর্ণযৌবনবতী, কামাবেশে মূর্ছিতা, রতিসম্ভোগে অতীব নিপুণা, ভ্রূভঙ্গাদি ব্যাপারে চতুরা, অল্প লজ্জাবতী এবং স্বামীসঙ্গ কামুকা নারীই প্রগল্ভা প্রকৃতির (সাহিত্যদর্পণ, ৩/৭৩)। বাসবদত্তা এই নাটিকার জ্যেষ্ঠা বা প্রধানা মহিষীর ভূমিকায় অবতীর্ণা। তিনি পূর্ণযৌবনবতী, ভ্রূভঙ্গাদিতে বেশ নিপুণা ; তবে অন্য বিষয়গুলি যা প্রগল্ভা নায়িকায় থাকার কথা তার পরিচয় এখানে নেই। তবে তিনি যে মানিনী এবং গম্ভীরা এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তিনি বৎসরাজের দোষ দেখে তাঁকে বিদ্রূপ ও বক্রোক্তিতে তিরস্কার করতে ছাড়েন নি। বৎসরাজ ও প্রিয়দর্শিকার মিলনে এই নাটিকায় তাঁর ছাড়পত্র লেগেছে। নাটিকার আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, দেবীর ভয়ে নায়ক নূতনপ্রেমে শঙ্কিত হয়ে উঠবেন (নেতা তত্র প্রবর্ততে দেবীত্রাসেন শঙ্কিতঃ)। এখানে নায়ক বৎসরাজেরও সেই অবস্থা।

নাটিকার মূল বৃত্তি হবে কৈশিকী। ভারতী, সাত্বতী এবং আরভটী বৃত্তি হবে গৌণ ; অবশ্য ভারতী বাগব্যাপার বলে তাকে অস্বীকার বা গৌণ করার কোনো কারণ নেই। যেখানে বাক্য বা কথা সেইখানেই ভারতীবৃত্তি (ভারতী সংস্কৃতপ্রায়ো বাগ্‌ব্যাপারো নরাশ্রয়ঃ)। সংস্কৃত আলঙ্কারিকরা ভারতীবৃত্তির কোনো স্পষ্ট ভাষ্য দিতে পারেন নি। যাই হোক্, কৌশিকী বা কৈশিকীবৃত্তি বলতে বোঝায়— উজ্জ্বল বেশভূষা, অনেক নাচ-গানের প্রয়োগ, বহুনারীচরিত্রের সমাবেশ, কাম এবং উপভোগের বহুল উপকরণের চিত্র প্রভৃতি (সাহিত্যদর্পণ, ৬/১৪৪)। এই নাটিকায় মোটামুটি এই চিত্র দেখা যায়। নাটিকায় অঙ্ক থাকবে চারটি ; এখানেও চারটি অঙ্ক। তবে ধনঞ্জয়ের দশরূপকের মতে চার অঙ্কের কম হলেও ক্ষতি নেই।

নাটিকায় সন্ধি থাকবে মূলতঃ চারটি—মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ এবং উপসংহৃতি বা নির্বহণ ; তবে অবমর্শ বা বিমর্শ সন্ধি অল্প থাকলেও থাকতে পারে (স্বল্পবিমর্শাঃ সন্ধয়ঃ)। এই নাটিকায় মুখসন্ধির আরম্ভ হয় তখনই যখন রাজা আরণ্যিকাকে অন্তঃপুরে বাসবদত্তার তত্ত্বাবধানে রাখার নির্দেশ দিলেন এবং দ্বিতীয় অঙ্কের সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে এই সন্ধিরও সমাপ্তি ঘটে। প্রতিমুখসন্ধি আরম্ভ হয় তৃতীয় অঙ্ক থেকে এবং এই অঙ্কেই গর্ভসন্ধিও প্রকাশ পায় : গর্ভনাটকের মধ্যে নাটিকার ফলও গর্ভীকরণ করা হয়েছে। তৃতীয় অঙ্কের শেষে গর্ভনাটকের রহস্য ফাঁস হলে রানী বাসবদত্তা

নায়ক-নায়িকার মিলনে বাধা দেওয়ায় অবমর্শ সন্ধির যে সূত্রপাত হয় তা চতুর্থ অঙ্কেও চলতে থাকে। চতুর্থ অঙ্কে অবমর্শ ও নির্বহণ—দুই সন্ধি একত্রে মিশে গিয়েছে। আসল কথা এই নাটিকায় সন্ধিগুলোর পারস্পরিক ভেদ স্পষ্ট নয়। তবু প্রিয়দর্শিকা একটি নাটিকা।

উৎস

উদয়ন ও বাসবদত্তার বিচিত্র কাহিনী নিয়ে প্রথম লেখা বই গুণাঢ্যের 'বৃহৎকথা'। পৈশাচী ভাষায় এক লক্ষ শ্লোকে লেখা এই বই-এর হদিশ আজও মেলে নি। ভারতবর্ষে এক সময় গুণাঢ্যের 'বৃহৎকথা' ছিল গল্প-সাহিত্যের উৎস। পরে এই গ্রন্থেরই সংক্ষিপ্ত-সার দেখা যায় সোমদেবভট্টের 'কথাসরিৎসাগরে', ক্ষেমেন্দ্রের 'বৃহৎকথামঞ্জরীতে' এবং বুধস্বামীর 'বৃহৎকথাশ্লোকসংগ্রহে'। অবশ্য শেষোক্ত বইটি অসম্পূর্ণ; বর্তমানে কেবল ২৮টি সর্গ পাওয়া যায়। উদয়নের কাহিনী এতই জনপ্রিয় ছিল যে, পরবর্তীকালে অনেক সময় উপমা বা দৃষ্টান্তরূপেও এ কাহিনীর উল্লেখ দেখা যায়। মৃচ্ছকটিকে তাই বলা হয়েছে—'যৌগন্ধরায়ণ ইবোদয়নস্য রাজ্ঞঃ'। প্রদ্যোতের প্রিয়দুহিতা বাসবদত্তাকে বৎসরাজ যে অপহরণ করেছিলেন, সে-কথা কালিদাসেরও অজানা ছিল না; তার প্রমাণ রয়েছে মেঘদূতেই—'প্রদ্যোতস্য প্রিয়দুহিতরং বৎস-রাজোঽত্র জহ্রে' (পূর্বমেঘ)। তারও আগে ভাসের 'স্বপ্নবাসবদত্তা' এবং প্রতিজ্ঞা-যৌগন্ধরায়ণ'—এই দুই নাটকে উদয়ন-বাসবদত্তার কাহিনীই রূপায়িত হয়েছে। একাদশ শতকে লেখা সোমদেবের 'কথাসরিৎসাগরে' কথিত উদয়ন কাহিনীটি প্রিয়-দর্শিকা নাটিকার উৎস প্রসঙ্গে জানা দরকার।

বৎসরাজ উদয়ন ছিলেন চন্দ্রবংশীয় নৃপতি সহস্রানীকের পুত্র। তাঁর মাতা ছিলেন অযোধ্যার রাজা কৃতবর্মার কন্যা মৃগাবতী। গর্ভাবস্থায় একদিন তিনি স্নান করতে গেলেন; আর গরুড়ের বংশধর এক পাখি তাঁকে নিয়ে এল উদয়গিরির উপরে। এক তরুণ সন্ন্যাসী তাঁকে সেখানে কাঁদতে দেখে নিয়ে এলেন মহর্ষি জামদগ্ন্যের আশ্রমে। সেখানে তিনি এক সন্তান প্রসব করেন, তার নাম রাখা হল উদয়ন। জামদগ্ন্যই সে পুত্রের দেখাশোনার ভার নিলেন। বাল্যকালে উদয়ন এক সাপুড়ের হাত থেকে বাসুকির বড়ো ভাই 'বসুনেমি' সাপকে রক্ষা করলেন। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে সে তাঁকে পাতালে নাগলোকে নিয়ে গেল; তারপর আবার দিয়ে গেল জামদগ্ন্যের আশ্রমে, তবে প্রীতির উপহাররূপে সঙ্গে ছিল একটি বীণা, আর কতকগুলো চির-অম্লান পুষ্পমালা। পরে উদয়ন একদিন বৎসদেশের সিংহাসনে আরোহন করেন। কিন্তু রাজকাজের চেয়ে বনে বনে ঘুরে মৃগয়া করাটাকেই তিনি বেশি পছন্দ করতেন; বীণার সুরে বন্য হাতিকে পোষ মানাতে তিনি ভালোবাসতেন। উজ্জয়িনীর রাজা চণ্ডমহাসেন, । তাঁর এক পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল, তার নাম বাসবদত্তা; রাজমহিষী অঙ্গারবতী এবং রাজা প্রদ্যোতের ইচ্ছা ছিল যে, রূপবান এবং গুণবান বৎসরাজের সঙ্গে বাসবদত্তার বিয়ে দেবেন। কিন্তু তাঁদের ইচ্ছায় বাধা হয়ে দাঁড়াল দু' রাজার মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা। অবশেষে কৌশলে প্রদ্যোত উদয়নকে বন্দী করেন এবং কন্যা বাসবদত্তার সঙ্গীতশিক্ষক নিযুক্ত করেন। ক্রমে ক্রমে শিষ্যা ও শিক্ষকের মধ্যে সঙ্গীতালাপ থেকে প্রেমালাপ গড়ে উঠল। এদিকে

উদয়নের বিশ্বস্ত মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ বৎসরাজের মুক্তির জন্যে এক উপায় উদ্ভাবন করেন। সেইমতো একদিন রাত্রে বাসবদত্তাকে নিয়ে বৎসরাজ প্রদ্যোতের কারাগার থেকে পালিয়ে গেলেন এবং নিরাপদে নিজের রাজধানী কৌশাম্বীতে উপস্থিত হলেন।

উদয়ন এবং বাসবদত্তার যে-প্রণয়কাহিনী 'প্রিয়দর্শিকা' নাটিকার-'গর্ভনাটকে রূপায়িত হয়েছে, তা কথাসরিৎসাগরের কাহিনীর সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। কিন্তু আসল নাটিকার কাহিনী 'কথাসরিৎসাগরে' উদয়ন কাহিনীর মধ্যে নেই। উদয়নের সঙ্গে আরণ্যিকার প্রণয়, অরণ্যরাজ বিন্ধ্যকেতুর কন্যারূপে আরণ্যিকার পরিচিতি—মূল নাটিকার এই কাহিনীটি কথাসরিৎসাগরে নেই। তবে বন্ধুমতী নামে এক বন্দী রাজকুমারীর সঙ্গে উদয়নের প্রণয়কাহিনীর অতি সংক্ষেপ উল্লেখ কথাসরিৎসাগরে আছে। এই বন্ধুমতী কাহিনীর সঙ্গে প্রিয়দর্শিকা-নাটিকার মূল বিষয়বস্তুর বিশেষ মিল আছে। উদয়ন, বৎসরাজ, বসন্তক, বাসবদত্তা, সাংকৃত্যায়নী- এই নামগুলো দু-পক্ষেই এক। (দ্রষ্টব্য : কথাসরিৎ—২।৬।৬৭ ৭৩)

তবে 'কথাসরিৎসাগর' বা 'বৃহৎকথামঞ্জরীর' কোনোটিকেই—নাটিকা 'প্রিয়দর্শিকা'র উৎসরূপে গ্রহণ করা যায় না। দু-টি গ্রন্থই—একাদশ শতকের, আর প্রিয়দর্শিকা সপ্তম শতকের। তাছাড়া, ভাস, কালিদাস, সুবন্ধু, শূদ্রক প্রভৃতি যাঁরা একাদশ শতকের অনেক আগে আবির্ভূত হয়েছিলেন তাঁরাও উয়য়নকাহিনীর সঙ্গে সম্পূর্ণ পরিচিত ছিলেন। সুতরাং সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় প্রথম শতকে পৈশাচী ভাষায় লেখা গুণাঢ্যের বৃহৎকথাই—'প্রিয়দর্শিকা' নাটিকার উৎস। বন্ধুমতীর কাহিনীটিও বোধ হয়, বেশ বিস্তৃত আকারেই বৃহৎ কথায় ছিল ; আর তা শ্রীহর্ষকে এই নাটিকার মূল ঘটনা বা ইতিবৃত্ত রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছে।

প্রিয়দর্শিকা-নাটিকাটি 'বৃহৎকথার' উদয়ন কাহিনীকে অবলম্বন করে রচিত হলেও নাটিকাটির ঘটনা বিন্যাসে কালিদাসের 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকের প্রভূত প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

চরিত্র লিপি

বৎসরাজ উদয়ন

প্রিয়দর্শিকা নাটিকার নায়ক বৎসরাজ উদয়ন। তিনি ধীরললিত প্রকৃতির নায়ক। এইরকম নায়ক রাজ্যের ভার মন্ত্রীদের হাতে দিয়ে নিজে নিশ্চিন্ত থাকেন, রাজ্য দেখাশোনার দুর্বহ ভার না থাকায় তিনি স্বভাবতই সুখী। তাঁর আচার ব্যবহারে ফুটে ওঠে কোমল হৃদয়ের বৃত্তি, নাচ গান বাজনা এবং প্রেমকলায় থাকে তার বিশেষ আসক্তি। ধীরললিত নায়কের লক্ষণে• বলা হয়েছে—'নিশ্চিন্তো ধীরললিতঃ কলাসক্তঃ সুখী মৃদুঃ (দশরূপক, ২/৩)। তবে সব রকমের নায়কই হবেন ধীর ; ধীরত্ব বা মহত্ব বা আত্মসংযম তাঁদেয় সাধারণ ধর্ম। এ ছাড়া সব নায়কের মধ্যেই ফুটে উঠবে বিনয়, মাধুর্য, তেজ, দক্ষতা, প্রিয়বাদিতা, লোকরঞ্জকতা প্রভৃতি বারোটি গুণে (দশরূপক ২/১২)। আলঙ্কারিকরা নায়কচরিত্রে আরও আটটি সাত্ত্বিকগুণের দাবি করেন যেমন—শোভা, বিলাস, মাধুর্য, গাম্ভীর্য, স্থৈর্য, তেজ, লালিত্য এবং ঔদার্য

(নাট্যশাস্ত্র ২৪/৩৪, দশরূপক ২/১০)। ধীরললিত নায়কের যে বিশেষ লক্ষণ আছে মূলতঃ সেই লক্ষণের আলোকেই নায়ক উদয়নকে বিচার করতে হবে।

নিঃসন্দেহে—প্রাচীন ভারতে উদয়ন ছিলেন জনগণ-মন-অধিনায়ক। প্রস্তাবনায় সূত্রধার জানালেন—'লোকে হারি চ বৎসরাজচরিতম্।' অবশ্য এই নাটিকায় বৎসরাজের লোকচিত্ত জয় করার মতো তেমন গুণাবলীর প্রকাশ ঘটে নি।

প্রথমে কঞ্চুকীর কথায় কেবল তাঁর তেজস্বিতার প্রকাশ আছে। প্রদ্যোতের কারাগার থেকে বাসবদত্তাকে অপহরণ করে তিনি কৌশাম্বীতে এসেছেন এবং শারদ-তপনের মতো তেজ বিস্তার করছেন। তবে তাঁর তেজস্বিতা ও বীরত্বের কিছু প্রকাশ আছে সেনাপতি বিজয়সেনের নেতৃত্বে। তিনি বিন্ধ্যকেতুকে পরাজিত ও নিহত করেছেন আর সেভাবেই বিজয়সেনের নেতৃত্বে তাঁর সেনাবাহিনী পাপিষ্ঠ কলিঙ্গরাজকে হত্যা ও পরাজিত করেছে। শেষোক্ত আক্রমণে আত্মীয় দৃঢ়বর্মার প্রতি বৎসরাজের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার পরিচয় পাওয়া যায়। আত্মীয়বৎসলতার সঙ্গে মিশে আছে পরোক্ষভাবে তাঁর বীরত্বও, কিন্তু অরণ্যরাজ বিন্ধ্যকেতুর উপর তাঁর অভিযানে প্রকাশ পেয়েছে কাপুরুষতাই। অকস্মাৎ আরণ্যকরাজের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল তাঁর সেনাবাহিনী। সিংহবিক্রমে যুদ্ধ করলেন বিন্ধ্যকেতু, রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়ল তাঁর প্রাণহীন দেহ। যুদ্ধের কারণও কিছু জানা যায় না। অবশ্য বিন্ধ্যকেতুর করুণ মৃত্যুসংবাদে দুঃখ ও লজ্জা প্রকাশ করে এবং তাঁর বীরত্বের প্রশংসা করে তিনি মহত্বের পরিচয় রেখেছেন। ধীরললিত নায়করূপে তাঁর সিদ্ধি সচিবায়ত্ত। তাই তিনি প্রদ্যোতের কারাগারে বন্দী থাকলেও, বনে বনে শিকার করে ফিরলেও প্রজাদের মধ্যে কোনো অসন্তোষ দেখা যায় না কেননা তাদের দেখাশোনার পুরো দায়িত্ব নিয়েছেন মন্ত্রীরা ফলে কারাগার থেকে ফিরে এসেও বৎসরাজ প্রজাদের, পুরবাসীদের এবং ভৃত্যদের প্রভুভক্তি দেখতে পান এবং পরিচয় পান মন্ত্রীদের মন্ত্রণা-শক্তির। তাই সুখী জীবনের চিত্র আঁকতে তাঁর কোনো অসুবিধা হয় না, অচ্ছল ধর্মাচরণের মতোই তিনি সব কিছু পেয়ে যান (নিব্যাজাদিব ধর্মতঃ কিমিব ন প্রাপ্তং ময়া বন্ধনাত্)। কাব্যকলায় তাঁর দক্ষতার পরিচয় আছে উদ্যানের বর্ণনায়, আরণ্যিকার সৌন্দর্য-চিত্রণে এবং অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে। মূল নাটকে তাঁর সঙ্গীত-কলার পরিচয় না থাকলেও গর্ভনাটকে দেখানো হয়েছে তিনি বাসবদত্তার সঙ্গীত শিক্ষক, আর আসল নাটকে তিনি একজন ওস্তাদে ওঝা (বিষবৈদ্য)।

এই নাটিকায় উদয়নের প্রেমিকচিত্র আমাদের হতাশ করে। বাসবদত্তার প্রতি তাঁর ভালোবাসা আছে বটে, তবে 'স্বপ্নবাসবদত্তায়' (ভাসের) উদনের যে প্রেমিকসত্তা, তার নামগন্ধও এখানে নেই। বাসবদত্তার প্রতি তাঁর ভালোবাসা এ নাটিকায় গভীর নয়, এখানে ভয়ের ভাবটাই বেশী, তবে তাঁকে প্রসন্ন না করলেও তিনি শান্তি পান না, স্বস্তি অনুভব করেন না। রূপজ মোহই রাজার বেশি, তারই আকর্ষণে তিনি মান সম্মান বিসর্জনের ঝুঁকি নিতেও রাজী, নির্বোধ পতঙ্গের মতোই রূপবহ্নির দিকে তিনি ছুটে যান।

আরণ্যকা (প্রিয়দর্শিকা)

প্রিয়দর্শিকা নাটিকার নায়িকা অঙ্গরাজ দৃঢ়বর্মার কন্যা প্রিয়দর্শিকা: কিন্তু অল্প

বয়সেই তার জীবনে ঘটে চরম ভাগ্যবিপর্যয়! পিতা দৃঢ়বর্মা পাপিষ্ঠ কলিঙ্গরাজের হাতে বন্দী হন, তারপর রাজকন্যাকে নিয়ে যাওয়া হয় দৃঢ়বর্মার বন্ধু বিন্ধ্যকেতুর আশ্রয়ে। সেখানেও অকস্মাৎ বৎসরাজের আক্রমণে বিন্ধ্যকেতুর মৃত্যু হয় এবং বৎসরাজের সেনাপতি বিজয়সেন তার ক্রন্দনধ্বনি শুনে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসেন বৎসরাজের কাছে। সেই থেকে তার ঠাঁই হল রাজার অন্তঃপুরে বাসবদত্তার তত্ত্বাবধানে। তার আসল পরিচয় প্রকাশ পাবার আগে পর্যন্ত সে আরণ্যিকা নামেই পরিচিতা। সত্যিই বড়ো হতভাগিনী এই আরণ্যিকা। পিতার বন্দীত্ব তার জন্যেই, হয়তো বা তারই পাপে পিতৃবন্ধু বিন্ধ্যকেতুর মৃত্যু; আর রাজকন্যা হয়েও তাকে মহারানী বাসবদত্তার দাসীত্ব করতে হচ্ছে। প্রথম আবির্ভাবে অশ্রুসজল চোখে স্বগতোক্তিতে প্রকাশ পেয়েছে তার জীবনের গভীর দুঃখ। 'সেইরকম উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করে যে একদিন লোককে আদেশ করত, আর আজ কিনা সেই পরের দাসীত্ব করছে! সত্যিই অদৃষ্টের কাছে দুষ্কর বলে কিছু নেই'—আরণ্যিকার এই উক্তিতে তার জীবনে দুর্দৈবের প্রভাবটাই বড়ো হয়ে উঠেছে। নবযৌবনা এই নারীর প্রতি-অঙ্গে দুর্লভ সৌন্দর্যের প্রকাশ। দেখা মাত্রই বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হলেন সৌন্দর্যবিলাসী রাজা। করতলে কলস নিয়ে পদ্মবনে দাঁড়িয়ে এই নারী ভূতলের, না পাতালের, না স্বর্গের তা বলা কঠিন। (পাতালাম্ভুবনাবলোকনপরা কিং নাগকন্যোত্থিতা ইত্যাদি, ২য় অঙ্ক/৬)। অন্যদিকে উদয়নের সৌন্দর্য ও ব্যবহারে আরণ্যিকাও মুগ্ধা, বলল—'অয়ং স মহারাজঃ! যস্যাহং তাতেন দত্তা। স্থানে খলু তাতস্য পক্ষপাতঃ' অর্থাৎ ইনিই সেই মহারাজ, যাঁর হাতে পিতা আমায় দিয়ে গেছেন, এই রাজার প্রতি পিতার পক্ষপাতিত্ব যথার্থ। এই ইচ্ছাকে, পিতার প্রতিশ্রুতিকে ফলবতী করার প্রয়াস তার কোথায়? সে অত্যন্ত ভীরু ও লজ্জাশীলা। শুধু তাই নয় আরণ্যিকা এক মুগ্ধা নায়িকা হওয়ায় প্রেমকলাপে অনভিজ্ঞা। অধিক লজ্জাই তার হৃদয়ের কথা প্রিয়সখী মনোরমাকে পর্যন্ত বলতে দেয় নি। মনোরমা তাকে রাজার সঙ্গে মিলনের আশ্বাস দিল, এতে সে হয়তো একটু আশার আলো দেখেছিল; কিন্তু গর্ভ নাটকে যে বিশ্রী কান্ড ঘটে গেল, তার কিছুই সে জানে না, তবু তাকে বন্দী করলেন রানী, আর শোনালেন তীব্র বিদ্রূপবাক্য। সকলের কাছে ফাঁস হয়ে গেল লজ্জায়-না-বলা সেই অতিগোপন কথা। জীবনের অসহ্য জ্বালা তাকে আত্মহত্যার পথে ঠেলে দিল। একবার মনোরমা তার সে প্রয়াসকে ব্যর্থ করে দেয়; কিন্তু দ্বিতীয়বার বিষপান করা থেকে তাকে কেউ বিরত করতে পারে নি। জীবনের ঈপ্সিত দেবতা উদয়নের ধ্যানে কেটেছে তার কারাবাস; মরণের দ্বারে দাঁড়িয়ে শেষবারের মতো একটিবার তাকে দেখার আশায় বিষাচ্ছন্ন অবস্থায় অতি কষ্টে প্রাণটা ঠোঁটে এনে বলেছে—'যদেতংবস্থয়াপি ময়া ন মহারাজো দৃষ্টঃ।' এমন অবস্থায় পৌঁছেও মহারাজের দেখা পেলাম না। সত্যিই বড়ো করুণ এ দৃশ্য। ইন্দীবরিকা এবং মনোরমা ছিল আরণ্যিকার অতি প্রিয়বান্ধবী। ইন্দীবরিকার উদ্দেশে সে বলে—'তোমাকে ছাড়া আমি থাকতে পারব না, আর অত্যন্ত গোপন মনের কথা সে কেবলমাত্র মনোরমার কাছেই বলতে পারে। এই দুই সখীই ছিল তার দাসী-জীবনের হাসিকান্নার দরদী সাথী। অতএব বলা যায় যে, মহৎ চরিত্রের বড়ো একটা সন্ধান আরণ্যিকা বা প্রিয়দর্শিকার চরিত্রে পাওয়া যাবে না। তবে বংশের সম্মান রক্ষার জন্যে প্রিয়সখী মনোরমার

কাছেও সে নিজের বংশ-পরিচয় দেয় নি। 'ন পুনরাত্মনো মহার্ঘং বংশং প্রকাশয়ন্ত্যা ময়া লঘূকৃত আত্মা।' অর্থাৎ নিজের মহান বংশ প্রকাশ করে নিজেকে ছোটো করব না' – এই উক্তি সে জীবনে বর্ণে বর্ণে পালন করে গিয়েছে, এখানে তার মহত্ব অবশ্যই প্রশংসনীয়।

বাসবদত্তা

মহারাজ প্রদ্যোতের প্রিয়তনয়া বাসবদত্তা বৎসরাজের প্রধানমহিষী, চালচলনে তার রাজকীয়ভাব স্পষ্ট। প্রদ্যোতের কারাগারে উদয়নের বন্দীজীবনে বিধাতার পরম আশীর্বাদরূপে দেখা দেয় এই নারীরত্ন। তাঁর মুখেন্দুর দ্যুতি বৎসরাজের বন্দী জীবনের অন্ধকারময় দিনগুলোতে ছিল যেন আশার আলো, তাঁর সুমধুর কণ্ঠধ্বনি মধুবর্ষণ করত রাজার কর্ণে, স্নিগ্ধ ভ্রূবিলাস রাজার চিত্তে এক অক্ষয় সম্পদ। প্রদ্যোততনয়ার গুণের যেন শেষ নেই (১৭)। 'স্বামীর মঙ্গল চিন্তায়' সতত নিরতা, ব্রতোপবাসে ম্লানমুখী, ক্ষীণকণ্ঠা, মাঙ্গলিক অলঙ্কারমাত্রে ভূষিতা (২।১)— রূপবতী, গুণবতী কল্যাণকামিনী এবং ধর্মপরায়ণা মহিষীর জন্যে কার চিত্তই না ব্যাকুল হয়? সুতরাং রানীর ব্রতপালনের জন্যে রাজা তাঁর সঙ্গসুখ থেকে বঞ্চিত হয়ে ব্যাকুল হবেন—এটাই স্বাভাবিক। সঙ্গীত অভিনয় কলায় তাঁর দক্ষতার পরিচয়ও আছে। তাই গর্ভনাটকের প্রথমদিনে বাসবদত্তার ভূমিকায় আরণ্যিকা যে ভালো অভিনয় করতে পারে নি, তা তিনি স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন। সাংকৃত্যায়নীর নাট্য-প্রতিভার প্রভূত প্রশংসার মধ্যেও তাঁরা বোদ্ধা মনের পরিচয় আছে। চতুর্থ অঙ্কে সাংকৃত্যায়নীকে তিনি স্পষ্ট বলেছেন—'তথা হাসিতাস্মি যেন ভগবত্যাঃ পুরতো লজ্জয়া কথমপি তিষ্ঠামি।' বাসবদত্তা বেশ বুদ্ধিমতী ও বিচক্ষণা। তিনি জানেন যে, গর্ভনাটকে বৎসরাজের ভূমিকায় অভিনয় করছে মনোরমা এবং বাসবদত্তার ভূমিকায় আরণ্যিকা। প্রেমের দৃশ্যে কামনার এমন নির্লজ্জ প্রকাশ, এমন অসংযত উন্মাদতা একজন মেয়ের পক্ষে তুলে ধরা সম্ভব নয়। অতএব এর পিছনে আছে কোনো গভীর রহস্য। হলও তাই। প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে মণ্ডগৃহের বাইরে এসে তিনি সুপ্ত বিদূষককে দেখলেন; কিন্তু রাজা কোথায়? বলতে পারবে বিদূষকই। তাকে ঘুম থেকে ওঠানো হল। তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় রাজার মুখোশ যে খুলে দিল। হায়, যে রাজাকে সকলের সামনে সার্থকভাবে তুলে ধরতে—পিতার দেওয়া আর্য-পুত্রের প্রিয় অলঙ্কারগুলি মনোরমার হাতে তিনি তুলে দিলেন, নিজের অলঙ্কারগুলি দিলেন আরণ্যিকাকে, প্রতিফলে পেলেন বঞ্চনা লজ্জা আর অপমান। সুতরাং ক্রোধে জ্বলে ওঠা স্বাভাবিক। ভেঙে দিলেন অভিনয়। বন্দী করলেন বিদূষককে, রেহাই পেল না আরণ্যিকাও, কর্ণপাত করলেন না আর্যপুত্রের তোষামদী চাটুবাক্যে। রাজার প্রতি তাঁর ভালোবাসা আন্তরিক ও সুগভীর। তাই আরণ্যিকার সঙ্গে রাজার গোপন প্রণয়ে তিনি নিদারুণ আঘাত পেলেন। দীর্ঘদিন বন্দী করে রাখেন আরণ্যিকাকে, যাতে আর্যপুত্রের সঙ্গে আর দেখা না হয়। রাজার সঙ্গেও তাঁর কথা বন্ধ। তারপর মাতা অঙ্গারবতীর পত্রে মেসোমশাই দৃঢ়বর্মার ভাগ্যবিপর্যয়ের সংবাদ পেলেন। তখন আরণ্যিকার বিষয় থেকে তাঁর চিত্ত কিছুটা সরে এল। সত্যি তাঁর স্বজনপ্রীতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পরিজনদের প্রতিও তাঁর ছিল স্নিগ্ধ দৃষ্টি

তবে দৃঢ়বর্মার দুর্দশায় এবং মাসতুতো বোন প্রিয়দর্শিকার নিখোঁজসংবাদে যখন তিনি বেশ চিন্তিতা, সে সময় আরণ্যিকার বিষপানের সংবাদে তিনি বেশ বিব্রত হলেন। প্রিয়দর্শিকার জন্যে তাঁর গভীর দুঃখ, সে দুঃখও চাপা পড়ে গেল আরণ্যিকার আকস্মিক বিষপানে (প্রিয়দর্শনাদুঃখমপি মেঽন্তরিতমারণ্যিকাবৃত্তান্তেন) এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রখ্যাত বিষবৈদ্য আর্যপুত্রের কাছে আরণ্যিকাকে আনার আদেশ দিলেন। যে-আরণ্যিকা আর্যপুত্রকে তাঁর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে চায় তাকে বাঁচানোর জন্যে এই উপদেশ তাঁর চরিত্রকে মহিমান্বিত করেছে। অবশেষে আরণ্যিকার আসল পরিচয় যখন উদ্ঘাটিত হল তখন সে বিষক্রিয়ায় আচ্ছন্ন। তখন বাসবদত্তার অশ্রুসজল উক্তিগুলো যেন ভগ্নীপ্রীতির অজস্র ধারারূপে প্রবাহিত। তাঁরই জন্যে প্রিয়দর্শিকা আজ মৃত্যুর পথ বেছে নিয়েছে এ অপরাধ তিনি রাখবেন কোথায় ? নিজেকে কী বলেই বা সান্ত্বনা দেবেন ? তারপর রাজা যখন বাঁচিয়ে তুললেন প্রিয়দর্শিকাকে, তখন স্বভাবতঃ তিনি সবচেয়ে বেশি আনন্দিত হয়েছিলেন। নিজের হাতে প্রিয়দর্শিকাকে রাজার হাতে সমর্পণ করলেন। সার্থক করলেন দৃঢ়বর্মার প্রতিশ্রুতি। এখানে সত্যিই তিনি মহীয়সী নারী। যদিও মালবিকাগ্নিমিত্রের ধারিণী চরিত্র এই নাটিকার বাসবদত্তার চরিত্রের চেয়ে অনেক উন্নত তবুও নাটিকায় প্রয়োজনের সঙ্গে বাসবদত্তার চরিত্রটি খাপ খেয়ে যায়। নিঃসন্দেহে এই নাটিকায় এই চরিত্রটি নাট্যকারের কৃতিত্বের স্বাক্ষর বহন করে।

বিদূষক

'বিকৃতাঙ্গবচোবেষৈর্হাস্যকৃচ্চ বিদূষকঃ'—অর্থাৎ বিকৃত অঙ্গভঙ্গী, অপ্রাসঙ্গিক অর্থহীন বাক্য এবং অদ্ভুত বেশভূষার সাহায্যে যে হাসায় সেই বিদূষক। নাট্য-শাস্ত্রকার ভরতমুনি বলেন—'অঙ্গবাক্যকৃতং হাস্যং হাস্যং নেপথ্যজং তথা'—অতএব দর্শকদের হাসানোই বিদূষকের প্রধান কাজ। এই নাটিকায় বিদূষক হাসিয়েছে শুধু তার বাক্যে, তার কথা বলার ঢঙে, চার অঙ্কেই তার আবির্ভাব। সব অঙ্গেই সে কিছু না কিছু হাস্যরস দর্শকের হৃদয়ে উদ্রেক করেছে। প্রথম অঙ্কে বৎসরাজের মুখে প্রদ্যোতের কারাগারে থাকায় প্রশংসা শুনে, সে রীতিমত রুষ্ট হয়ে 'খলখলায়মানলোহশৃঙ্খলবন্ধ—' ইত্যাদি বাক্য বলে গেল, ঐ পরিবেশে হয়তো দর্শকরা খল্ খল্ করে হাসতে পারে। স্বস্তিবাচনের পর্বটা কুক্কুটবচনে সারতে চায়—একথার মধ্যেও হাসি পায়। অথবা যখন পদ্মবনে আরণ্যিকার কন্ঠাশ্লেষে বৎসরাজ তার উপদেশ বিস্মৃত হলেন এবং ভাবের উচ্ছ্বাসে কাব্য ফলাতে গিয়ে ব্যাপারটা বিশ্রী করে তুললেন, তখন রাজাকে সে 'অলীকপাণ্ডিত্যদুর্বিদগ্ধতয়া সাম্প্রতং কিং রোদিষি' ইত্যাদি বাক্য বলল, তাতে প্রচুর হাস্যরসের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে ; কিংবা দেবী বাসবদত্তাকে প্রসন্ন করার যে-উপায় সে উদ্ভাবন করল, যেমন সসৈন্যে অন্তঃপুর আক্রমণ, 'মাসোপবাসং কৃত্বা জীবিতং ধারয়' ইত্যাদি তার মধ্যেও হাসির খোরাক আছে। তার একটি বাক্য সত্যই অপূর্ব নির্মল হাস্যরসের সৃষ্টি করে। মনোরমা যখন রাজাকে বাসবদত্তার দেওয়া অলংকারে অলংকৃত হয়ে অভিনয় করতে বলল তখন তার উক্তিটি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভারি সুন্দর—"এতে খলু রাজানো দাস্যাপি এবং নর্ত্যন্তে।" বিদূষক রাজার সুখদুঃখের সাথী।

নব প্রেমিকার সঙ্গে মিলিত করার ক্ষেত্রে তার একটি বিশেষ ভূমিকা থাকে। মৌমাছির আক্রমণ থেকে আরণ্যিকাকে রক্ষা করার ছলনায় রাজা এগিয়ে গিয়েছেন বিদূষক বসন্তকের উপদেশে। আর এই ঘটনা থেকেই পরস্পর পরস্পরকে কাছে টানার চেষ্টা করে। আবার গর্ভনাটকে নায়ক-নায়িকাকে পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ করার, ক্ষণিক মিলিত করার মতলবটি মূলতঃ তারই সুবুদ্ধির পরিচয়। তবুও তার বোকামিই শেষ পর্যন্ত গর্ভনাটকের পরিকল্পনা বানচাল করে দেয়। আর এরই ফলে নাটিকাটির ঘটনার মোড় ঘুরে যায়। বিদূষক স্বভাবতঃ একটু লোভী; ভালো ভালো খাবারে এবং ভালো জিনিসপত্রে তার লোভ প্রায় সব নাটকেই এই চরিত্রের মধ্যে দেখা যায়। অলংকারশাস্ত্রের বিধানে সে একজন শাস্ত্রজ্ঞানহীন ব্রাহ্মণ—এক কথায় মহাব্রাহ্মণ। এই মহাব্রাহ্মণ এখানে বেদের সঠিক সংখ্যাটাই বলতে পারে না। তবে নাটিকাটির শেষাংশে তার চতুরতা এবং বুদ্ধিদীপ্ত কথাও লক্ষ্য করার মতো। যখন দৃঢ়বর্মার কঞ্চুকী জানালেন যে, যুদ্ধে কলিঙ্গরাজ নিহত এবং দৃঢ়বর্মা স্বরাজ্যে পুনঃস্থাপিত, তা শুনে বিদূষক অত্যন্ত চাতুর্যের সঙ্গে বলল—ঈদৃশে অভ্যুদয়ে অস্মিন্ রাজকুলে এতত্ করণীয়ম্। গুরুপূজা, ব্রাহ্মণস্য সংকারঃ, সর্ববন্ধনমোক্ষ ইতি। তাৎপর্য এই যে, বাসবদত্তার পূজনীয় যে বৎসরাজ তার প্রসাদন, এবং আরণ্যিকাকে যখন রাজা মন্ত্রশক্তির সাহায্যে বিষক্রিয়া থেকে সুস্থ করে তোলেন তখন বিদূষক অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে বাসবদত্তাকে জানায়—'ভবতি! বৈদ্যস্য পারিতোষিকং বিস্মৃতম্।' আসল কথা বৈদ্য বৎসরাজের পারিতোষিক যদি কিছু থাকে তা প্রিয়দর্শিকা (আরণ্যিকা)। অতএব মৃত্যুর মুখ থেকে যে-বৈদ্য তার প্রেমিকাকে ছিনিয়ে আনল, পারিতোষিকরূপে সে তাঁরই প্রাপ্য।' বিদগ্ধা বাসবদত্তা তার বক্তব্য বুঝতে পেরেছেন। অতএব নায়ক-নায়িকার মিলনে বিদূষক এক গুরুদায়িত্ব পালন করেছে।

অন্যান্য চরিত্র

মনোরমা এবং ইন্দীবরিকা—বাসবদত্তার এই দুই চেটী আরণ্যিকার সুখদুঃখের সাথী। মনোরমা অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমতী এবং চতুরা। এ ব্যাপারে শকুন্তলার সখী প্রিয়ংবদার সঙ্গে তার কিছু সাদৃশ্য আছে, তবে কালিদাসের প্রিয়ংবদা নিঃসন্দেহে মনোরমার চেয়ে অনেক মনোরমা। আরণ্যিকা তার গোপন কথা একমাত্র মনোরমার কাছেই প্রকাশ করতে পারে। মনোরমা অভিন্নহৃদয়া প্রিয়সখী (অস্তি মে হৃদয়ানির্বিশেষা প্রিয়সখী মনোরমা)। আরণ্যিকাকে একবার আত্মহত্যা থেকে সে নিবৃত্ত করতে পেরেছে, আবার হয়তো সে এ পথ বেছে নেবে এই আশঙ্কায় মনোরমার যেন উদ্বেগের অন্ত নেই। তারপর আরণ্যকা যখন দ্বিতীয়বার আত্মহত্যার জন্যে বিষপান করল, তখন যেভাবে হন্তদন্ত হয়ে সে ছুটে এসে মহারানী বাসবদত্তাকে জানালো—'ত্বং পরিত্রায়তাং ভট্টিণী।' তাতে সখীর প্রতি তার অসাধারণ ভালোবাসা ফুটে উঠেছে। সেই প্রিয়সখীই আরণ্যিকাকে ধরে নিয়ে এল মূর্ছিত অবস্থায় রাজার কাছে। তার গুরুতর অবস্থা দেখে করুণভাবে আবার মহারানীকে বলল—

'ভট্টিণী লঘু পরিত্রায়স্ব লঘু পরিত্রায়স্ব।' সখীর এই মর্মান্তিক পরিণতি তাকে যে কতখানি বিচলিত করেছিল তা তার কথায় এবং আচরণে সুন্দর ফুটে উঠেছে।

গর্ভনাটকে সখীর সঙ্গে রাজার দেখা এবং মিলনের ব্যাপারে মনোরমার প্রত্যক্ষ হাত ছিল। প্রিয়সখীকে সুখী করতে বিপদের ঝুঁকি নিতেও সে রাজী। বিদূষক গর্ভনাটকের আসল ব্যাপার ফাঁস করে দিলে মনোরমা যেভাবে মহারানীর কাছে জবাবদিহি করে, তাতে তার বুদ্ধিমত্তা ও চতুরতার পরিচয় পাওয়া যায়। বিচক্ষণা মহারানী তাঁর ফলে তার কোনো দোষ ধরতে পারেন নি। সমস্ত দোষ বিদূষকের ঘাড়ে চাপিয়ে সে নিজেকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করে।

ইন্দীবরিকা সরল প্রকৃতির। আরণ্যিকার নানা কাজে সাহায্য করে এই সুন্দরী সখীর দুঃখ কষ্ট লাঘবের জন্যে সে চেষ্টা করে। আরণ্যিকা যে দাসীবৃত্তির অনুপযুক্তা তার জীবনে যে ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে গেছে, সে কথা হয়তো ইন্দীবরিকাও জানে। তাই সে বলেছে—"এষা তপস্বিনী তাং দীর্ঘিকাং ন জানাতি।" আরণ্যিকার এই দাসীজীবনের পক্ষে ইন্দীবরিকা ইন্দীবরের মতোই আনন্দের উৎস। আরণ্যিকার সঙ্গে তার সখীত্বের গভীরতা কতটা তা আরণ্যিকার মুখেই শোনা যাক—'ন শক্নোমি ত্বয়া বিনা মুহূর্তমপ্যত্রাসিতুম্'—অর্থাৎ তোমাকে ছাড়া এক মুহূর্ত আমি এখানে থাকতে পারব না।

সাংকৃত্যায়নীর কথা কথাসরিৎসাগরে বন্ধুমতীর উপাখ্যানে আছে। তিনি মহারানী বাসবদত্তার পিতৃগৃহের বান্ধবী। বৎসরাজের সঙ্গে বাসবদত্তার বিবাহের পর তিনিও এসেছেন কৌশাম্বীতে। এই নাটিকায় তিনি একজন কবি ও নাট্যকার, শিক্ষিতা ও মার্জিতরুচির রমণী। তাঁর নাট্যপ্রতিভায় বাসবদত্তা মুগ্ধা হয়ে বলেছেন—'ভগবতী অহো তে কবিত্বম্।··অপূর্বমিব দৃশ্যমানমধিকতরং কৌতূহলং বর্ধয়তি' তৃতীয় অঙ্ক)। গর্ভনাটক দেখতে দেখতে প্রেমের দৃশ্যে লজ্জার পরিচয় পেয়ে বাসবদত্তা বাড়াবাড়ির অভিযোগ আনলে পাশে উপস্থিতা সেই বিদুষী নারী কাব্যের জ্ঞানে তাঁকে কিছুক্ষণ শান্ত রাখেন। এখানে তাঁর উদারতার পরিচয় পাওয়া যায়। গর্ভনাটকের আসল ঘটনা প্রকাশ পেলে যে-গোলমালের সৃষ্টি হয়, তার মধ্যে নিজেকে না জড়িয়ে তিনি সে-স্থান ত্যাগ করলেন, উপলব্ধি করলেন এ স্থান আমাদের মতো লোকের পক্ষে যোগ্য নয় (অভূমিরিয়মস্মাদ্বিধানাম্)। নিজের সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে তিনি বেশ সচেতন। তিনি ছিলেন বৎসরাজের একান্ত ভক্ত, তাঁর প্রতি তাঁর অন্ধ পক্ষপাতিত্ব ছিল। তিনি মনে করতেন বৎসরাজ কোনো অন্যায় কাজ করতে পারেন না। তাই গর্ভনাটকে মনোরমার পরিবর্তে রাজার অভিনয়ের মধ্যে তিনি কোনো দোষ দেখেন না। তিনি মনে করেন, শুধু বাসবদত্তার সন্তুষ্টির জন্যেই রাজার এ অভিনয়। তিনি নিজমুখে বলেছেন—'বৎসরাজপক্ষপাতিনী খল্বহং···' অর্থাৎ আমি সত্যিই বৎসরাজের পক্ষপাতিনী। 'ধর্মশাস্ত্রবিহিত এষ গন্ধর্ববিবাহঃ"—গর্ভনাটকের দর্শক হিসাবে সাংকৃত্যায়নীর এই উক্তির মধ্যে মনু প্রভৃতির ধর্মশাস্ত্রে তাঁর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর নানাগুণে মুগ্ধা হয়ে বাসবদত্তা তাঁকে অশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মান করতেন। দৃঢ়বর্মার রাজ্যলাভ এবং কলিঙ্গরাজের মৃত্যুর সংবাদে যখন সবাই আনন্দিত তখন তাঁর মনে পড়ে মন্দভাগ্যা আরণ্যিকার বিষাদমলিন মুখ। কারাগারে আজও সে বন্দিনী। তখন সাংকৃত্যায়নী তাঁর হয়ে বলেন—'কিং বা তপস্বিন্যানয়া বন্ধয়া।' তারপর রানীর আদেশ পেয়ে তিনি নিজে আরণ্যিকাকে মুক্ত করতে চলে গেলেন। সত্যিই অল্প পরিসরে

সাঙ্কৃত্যায়নীর চরিত্রটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

বৎসরাজের সেনাপতি বিজয়সেন একজন সার্থকনামা মহাবীর। রাজার প্রতি তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা ও ভক্তি তাঁর কথায় ও আচরণে সদা প্রকাশ পায়। বৎসরাজেরও তাঁর প্রতি অগাধ বিশ্বাস। অরণ্যরাজ বিন্ধ্যকেতুর বিরুদ্ধে তিনি তাঁকে সেনাপতির দায়িত্ব দিয়েছেন, সে-দায়িত্ব বিজয়সেন যথার্থ পালন করে প্রভুর কাছে—তাঁর যোগ্যতার প্রমাণ রেখেছেন। তাঁর অপূর্ব বীরত্বের জন্যে রাজা তাঁকে পুরস্কৃত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। পুনরায় তাঁকেই পাঠিয়েছেন পাপিষ্ঠ কলিঙ্গরাজের বিরুদ্ধে। তিনি অসম সাহসিকতায় কলিঙ্গরাজকে শেষে পরাজিত ও হত্যা করে প্রভুর নির্দেশ সার্থক মনে করেছেন, দৃঢ়বর্মাকে স্বরাজ্যে পুনঃস্থাপিত করে প্রভুর কাছে ফিরে এসেছেন বিজয় গৌরবে। সম্মান বা পুরস্কারের লোভ তাঁর নেই, বরং দীর্ঘদিন প্রভুর দর্শন না পেয়ে তাঁর চিত্ত ব্যাকুল হয়ে উঠেছে, তাই রাজপ্রাসাদে এসে প্রভুর দর্শন পাবার আনন্দে তিনি বলেছেন—'অদ্য স্বামিপাদা দ্রষ্টব্যা ইতি যৎসত্যমনুপমং কমপি সুখাতিশয়মনুভবামি।' অর্থাৎ আজ আমি প্রভুর শ্রীচরণের দেখা পাব, এই জন্যে সত্যিই এক অতুল আনন্দের আতিশয্য অনুভব করছি। বীরত্বের এবং প্রভুভক্তির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই সেনাপতি বিজয়সেন।

দর্শকের দৃষ্টিতে

প্রিয়দর্শিকা আলঙ্কারিক পরিভাষায় একটি নাটিকা। দর্শক-আসনে বসে এর নান্দী-শ্লোকে হরগৌরীর স্তুতিটি বুঝতে অসুবিধা হয় না; তবে নান্দীশ্লোক দুটির অন্তর্নিহিত অর্থ সহৃদয়ের হৃদয়ঙ্গম হবে সম্পূর্ণ নাটিকা দেখা শেষ হলে। প্রস্তাবনা দেখে মনে পড়বে ভাসের রূপকগুলির স্থাপনা'র কথা। সূত্রধার একাই বেশ ভালো-ভাবে প্রস্তাবনা পর্বটি সম্পন্ন করেছেন। প্রথম অঙ্কের প্রথমেই বিষ্কম্ভকে অঙ্গরাজ দৃঢ়বর্মার কঞ্চুকী নাটিকার অংশবিশেষ সংক্ষেপে দর্শকদের জানালেন। নাটকীয় কাহিনী বোঝার পক্ষে তা নিশ্চয়ই অপরিহার্য। অতএব ঘটনার সূত্রপাতটি নিপুণ-ভাবেই করা হয়েছে; তবে কঞ্চুকী একাই দীর্ঘক্ষণ কথা বলায় প্রকাশভঙ্গীটি একটু অনাটকীয় বলে মনে হবে। এছাড়া, কঞ্চুকীর কথায় কয়েকটা দীর্ঘসমাসবদ্ধ পদ থাকায় দর্শকদের একটু অসুবিধা হতে পারে। আরও একটু অবাক হতে হয় যখন কঞ্চুকী ঘোষণা করলেন যে, তিনি বৎসরাজের আশ্রয়ে না গিয়ে প্রভু দৃঢ়বর্মার কাছে যাচ্ছেন এবং তাঁর সেবায় বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবেন। দৃঢ়বর্মা তখন কলিঙ্গরাজের কারাগারে বন্দী। জানি না, তখনকার দিনে শত্রুরাজ্যে প্রবেশ করে অনুচরদের এভাবে কারাগারে প্রভুসেবায় অনুমতি দেওয়া হত কি না। তবে কঞ্চুকীর আসল বক্তব্যটা অন্যরকমও হতে পারে। কারাগারের বাইরে থেকেও কঞ্চুকী প্রভুর ঈপ্সিত কাজ করে সেবা করতে পারেন। পরিশেষে 'ঘনবন্ধনমুক্তোঽয়ং' ইত্যাদি শ্লেষমূলক উপমা অলঙ্কারটির প্রয়োগ করার লোভ সামলাতে পারলেন না কবি; তবে এর ফলে এক ঢিলে দু' পাখি মারা হয়েছে। একদিকে শারদতপনের অসহ্য তাপ সহ্য করতে না পেরে কঞ্চুকীর প্রস্থানটি যুক্তির উপরে স্থাপিত হয়েছে; অন্যদিকে বৎসরাজ এখন সূর্যের মতো তেজোদীপ্ত এবং বাসবদত্তাকে অপহরণ করে কৌশাম্বীতে এসে প্রভুত সমৃদ্ধি লাভ করেছেন। এর পরেই প্রকৃত অঙ্কের মধ্যে তাঁর তেজস্বিতা ও উৎকর্ষের

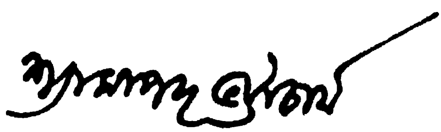
দৃশ্যটি যুক্তিসঙ্গত হয়েছে। প্রথম অঙ্কের প্রারম্ভেই দেখা যায় যে, রাজা স্বয়ং প্রদ্যোতের কারাগারে বন্দী থাকার ফলে বর্তমানে নিজের যে-সৌভাগ্যোদয় ঘটেছে, তাতে বেশ আনন্দিত। বন্দীজীবনের এই প্রশংসা অতি ন্যায়সঙ্গতভাবেই বিদূষকের ভালো লাগে নি। তাই ক্রুদ্ধ হয়ে যে-কথাগুলো সে বলেছে তা থেকে বন্দীজীবনের একটি নিখুঁত বাস্তব চিত্র ফুটে উঠে। তবে এখানেও অত বড়ো বড়ো সমাসবদ্ধ কয়েকটি পদ না দিলেই ভালো হত। কারাগার প্রসঙ্গে বিরতি ঘটিয়ে মন্ত্রী রুমণ্বান ও সেনাপতি বিজয়সেনকে যেভাবে মঞ্চে রাজার সামনে আনা হল তা সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে। নাটকে একটা প্রশ্ন থেকে যায়—বিন্ধ্যকেতুর বিরুদ্ধে বৎসরাজ সেনাপতি বিজয়সেনকে পাঠালেন কেন? যেখানে দৃঢ়বর্মার কঞ্চুকী বৎসরাজের মুক্তিতে আনন্দিত, যেখানে বৎসরাজের সঙ্গে দৃঢ়বর্মার আত্মীয়তা, সেখানে দৃঢ়বর্মার বন্ধু অরণ্যরাজ অর্থাৎ মিত্রের বিরুদ্ধে এই অভিযান কেন? এ প্রশ্নের কোনো সদুত্তর পাওয়া গেল না। প্রথম অঙ্কের একেবারে শেষে বিজয়সেনকে কলিঙ্গরাজের বিরুদ্ধে পাঠানোর সিদ্ধান্তটি নাটকীয় পরিণতিকে পক্ষে অত্যন্ত সংগতিপূর্ণ। চতুর্থ অঙ্কে এই সিদ্ধান্তের ফল অবিকল ফলেছে।

দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথমেই বিদূষকের উক্তিতে বেশ হাসির খোরাক আছে। তবে পরিহাসবাদিন্ এই ব্রাহ্মণ যে উদ্যানের বর্ণনায় একেবারে কাব্যরসিক হয়ে উঠল—এটাই একটু অবাক লাগে। তাছাড়া, বেদের সংখ্যা গণনায় যার পাণ্ডিত্য ধরা পড়েছে, এ রকম এক আকাট মূর্খের মুখ দিয়ে বড়ো বড়ো সমাসবদ্ধ পদ বলানোটাও বড়ো বেমানান নয় কি? এরপর ইন্দীবরিকা ও মনোরমার সঙ্গে আরণ্যিকার সখীত্বটি শকুন্তলা এবং তার সখীদ্বয়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। 'যে সকলকে আজ্ঞা করত আজ সে অপরের আজ্ঞাধীন'—আরণ্যিকার এই অশ্রুসজল খেদোক্তি সত্যিই করুণ। নায়িকার প্রথম আবির্ভাবে সার্থকভাবেই নাট্যকার কারুণ্যের অবতারণা করেছেন। বেশ ভালো লাগে ভ্রমরের আক্রমণ থেকে আরণ্যিকাকে রক্ষা করার কৌশলটি।

তৃতীয় অঙ্কের উপস্থাপনায় নাট্যকারের প্রয়োগ নৈপুণ্যের যথেষ্ট পরিচয় আছে। বিশেষতঃ গর্ভনাটকে বিদূষক বসন্তক এবং চেটী মনোরমা যে-কৌশল অবলম্বন করেছে, তা সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে। এ পর্যন্ত আমরা বিদূষককে উপায় উদ্ভাবনে বেশ দক্ষ দেখেছি। তবে বেচারা ঘুমিয়ে পড়েই সব মাটি করে দিল। নিদ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় দেবী বাসবদত্তার কাছে যেভাবে সে আসল ব্যাপার ফাঁস করে দিল, তা সুন্দর, আসল ব্যাপার প্রকাশ পেলে বাসবদত্তার কাছে মনোরমা যেভাবে নিজের দোষ ঢাকার জন্যে সাফাই গেয়েছে তাও উপভোগ্য। ক্রুদ্ধা বাসবদত্তার বর্ণনায়, ভাবভঙ্গী এবং ভাষায় নাট্যকারের আসধারণ দক্ষতার ছাপ আছে। 'স্নিগ্ধং যদ্যপি বীক্ষিতং'—ইত্যাদি (৩/১৩) শ্লোকে, তাছাড়া ৩/১৪, ১৫ এই শ্লোক দু'টিতে মানিনী বাসবদত্তার একটি জীবন্ত চিত্র ফুটে উঠেছে। ক্রুদ্ধা অবস্থায় তিনি আরণ্যিকাকে যেভাবে তীব্র বিদ্রূপাত্মক ভাষায় আক্রমণ করেছেন, তা অনবদ্য—'আরণ্যিকে ত্বং কুপিতেতি সংভাবয়ন্নার্যপুত্রঃ প্রিয়ে প্রসীদেতি প্রসাদয়তি। তদুপসর্প।'

চতুর্থ অঙ্কের প্রবেশক নাটকীয় ঘটনার সঙ্গতি রাখার পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বাসবদত্তার বিষাদের কারণ শুধু আরণ্যিকার বিষয় নয়, এছাড়া আরও গুরুতর কারণ আছে এবং এই দ্বিতীয় কারণেই তিনি এখন দুঃখিতা, অন্যদিকে আরণ্যিকার বন্দীদশা

এখনো ঘোচে নি, জীবনের প্রতি এখন তার ভীষণ বিরক্তি। প্রদ্যোতমহিষী বাসবদত্তার মাতা অঙ্গারবতীর পত্র ঘটনার মোড় অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে। তাহলে ক্রুদ্ধা বাসবদত্তার ক্রোধ দূরে করার পক্ষে তিনটি কারণ এখন দেখা গেল। প্রথমতঃ রাজা নিজের দোষ স্বীকার করে রানীর কাছে আগে থেকেই ক্ষমাপ্রার্থী, দ্বিতীয়তঃ রানীর চিত্ত এখন আরণ্যিকার বিষয় থেকে সরে গিয়ে দৃঢ়বর্মার বিপন্মুক্তির দিকে ঝুঁকেছে, আর তৃতীয়তঃ রানীর বিশ্বস্তা সম্মানীয়া বান্ধবী সাঙ্কৃত্যায়নী রাজার হয়ে রানীর কাছে দরবার করে চলেছে কবে থেকে? সুতরাং ক্রোধ কি শান্ত হবে না? চতুর্থ অঙ্কে কঞ্চুকী বিনয়বসু ও সেনাপতি বিজয়সেনের প্রবেশ এক পরিচ্ছন্ন নাটকীয় প্রয়োগ-চাতুর্যের পরিচয় বহন করে। আরণ্যিকার বিষপান, মনোরমার ব্যস্তব্যাকুল ভাব, বাসবদত্তার মাসতুতো বোনের জন্যে গভীর স্নেহ, বিদূষকের চাতুর্য, শেষে মহারানীর নিজের হাতে আরণ্যিকাকে বৎসরাজের হাতে সমর্পণ প্রভৃতির চিত্র শ্রীহর্ষের নাট্যপ্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে। আরণ্যিকার বিষপানে আচ্ছন্ন অবস্থায় ভয়ানক এবং করুণরস প্রকাশের অবকাশ থাকলেও কবি সে সুযোগের পুরো সদ্ব্যবহার করেন নি। মন্ত্রশক্তির সাহায্যে আরণ্যিকার বিষ দূর করার মধ্যে কিছু অদ্ভুত রসের প্রকাশ আছে। 'এষা মীলয়তীদমীক্ষণযুগং—' ইত্যাদি (৪/৯) শ্লোকটির প্রকাশভঙ্গীটি বেশ সহজ সরল এবং সাবলীল। ডঃ কীথের মতে—the intrigne in Act IV is neatly conducted so as to show us Vasavdatta in the light of an affectionate niece.' নাটিকার মুখ্য রস শৃঙ্গার। এক্ষেত্রে সেই শৃঙ্গার রস বেশ পুষ্টিলাভ করে নি। সম্ভোগ এবং বিপ্রলম্ভ—শৃঙ্গারের এই দুই ভেদের মধ্যে একটিও তেমন পুষ্ট নয়। সম্ভোগের চিত্র দ্বিতীয় অঙ্কে ক্ষণিকের জন্য দেখা যায়, তবে তাও নিঃশঙ্ক নয়। আর অনুরাগের চিত্র যা ধাপে ধাপে ঘটনার মধ্যে ফুটে ওঠার কথা, তা এখানে কেবলমাত্র কথাতেই ফুটে উঠেছে—বদ্ধমূল, রূঢ়-রাগপ্রবাল, মুকুলিত (পুষ্পিত) এবং ফলিত (৪/১)। সন্ধি এবং সন্ধ্যঙ্গগুলো এই নাটিকায় ভালোভাবে ফুটে ওঠে নি। তবু বলা যায়, কালিদাসের ভাব, কল্পনা এবং মাধুর্য শ্রীহর্ষের নেই, নেই ভবভূতির মতো উন্নত চিন্তাশক্তি ও ভাবের গভীরতা, তা সত্ত্বেও ঘটনা এবং পরিবেশ সৃষ্টিতে তাঁর দক্ষতার ছাপ পাওয়া যায়। অবক্ষয়যুগের কিছু চিহ্ন তাঁর রচনায় থাকলেও নাট্যকুশলতা এবং ভাষার আধিপত্যে শ্রীহর্ষ যে একজন 'নিপুণঃ কবিঃ' এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।



সূক্তিরত্নাবলী

১. তৎক্ষণমপি নিষ্ক্রান্তা কৃতদোষা ইব বিনাপি দোষেণ।
প্রবিশন্তি শঙ্কমানা রাজকুলং প্রায়শো ভৃত্যাঃ ॥ (প্রথম অঙ্ক)
ভৃত্যেরা মুহূর্তের মধ্যেই প্রভুর আজ্ঞায় কর্তব্যসাধনের জন্যে প্রভুর কাছ থেকে

বিদায় নেয়। আবার যখন তারা ফিরে আসে, তখন নির্দোষ হলেও তারা প্রায়শই রাজপ্রাসাদে দোষীর মতো প্রবেশ করে।

২. নাস্তি খলু দুষ্করং দৈবস্য। (দ্বিতীয় অঙ্ক)
অদৃষ্টের কাছে দুষ্কর বলে কিছু নেই।

৩. ন খল্ববিঘ্নমভিলষিতমধন্যৈঃ প্রাপ্যতে। (দ্বিতীয় অঙ্ক)
ভাগ্যহীন ব্যক্তিরা তাদের ঈপ্সিত বস্তু কখনো বিনা বাধায় পায় না।

৪. আশ্রয়গুণ এবায়মীদৃশো যদসারমপি কাব্যমবশ্যমেব শৃণ্বতাং শ্রবণসুখমুৎপাদয়তি। (তৃতীয় অঙ্ক)
আশ্রিতবস্তুর গুণে নীরসকাব্যও শ্রোতাদের শ্রুতিমধুর হয়।

৫. প্রায়ো যৎ কিঞ্চিদপি প্রাপ্নোত্যুৎকর্ষমাশ্রয়ান্ মহতঃ। (তৃতীয় অঙ্ক)
সাধারণতঃ যে-কোনো বস্তুই মহতের আশ্রয়ে উৎকর্ষ লাভ করে।

৬. সর্বস্য বল্লভো জামাতা ভবতি। (তৃতীয় অঙ্ক)
জামাতা সকলেরই প্রিয় হয়।

৭. সদৃশাঃ সদৃশে রজন্তে। (তৃতীয় অঙ্ক)
যে যেমন সে তেমন ব্যক্তিকে পেয়েই আনন্দ পায়।

৮. সুখানুচিতোঽন্যথাপি স্বামিনমবলোক্য ভবতি ভৃত্যজনঃ। (চতুর্থ অঙ্ক)
প্রভুর কোনো কাজ সম্পন্ন না করেও (দীর্ঘদিন পরে) প্রভুর দর্শনে ভৃত্যজন অত্যন্ত আনন্দিত হয়।

৯. অতিদুর্জনঃ খলু লোকঃ। (চতুর্থ অঙ্ক)
(বাক্যের সাধুতায়) মানুষ স্বভাবতঃ অতিদুর্জন।

১০. বামে বিধৌ ন হি ফলন্ত্যভিবাঞ্ছিতানি। (চতুর্থ অঙ্ক)
বিধাতা প্রতিকূল হলে মনোবাঞ্ছা সফল হয় না।

কুশীলব

পুরুষ-চরিত্র

সূত্রধার	—	মঞ্চব্যবস্থাপক।
বৎসরাজ (উদয়ন)	—	নায়ক, কৌশাম্বীর রাজা।
বিদূষক (বসন্তক)	—	একজন ব্রাহ্মণ, রাজার বিশ্বস্ত বয়স্য।
রুমণ্বান্	—	বৎসরাজের মন্ত্রী।
বিজয়সেন	—	ঐ সেনাপতি।
বিনয়বসু	—	অঙ্গরাজ দৃঢ়বর্মার কঞ্চুকী।

স্ত্রী-চরিত্র

আরণ্যিকা	—	আসল নাম প্রিয়দর্শিকা, অঙ্গরাজ দৃঢ়বর্মার কন্যা, নায়িকা।
বাসবদত্তা	—	উজ্জয়িনীর রাজা মহাসেন বা প্রদ্যোতের কন্যা এবং বৎররাজের প্রধানা মহিষী।
কাঞ্চনমালা	—	বাসবদত্তার পরিচারিকা।
মনোরমা	—	আরণ্যিকার বিশ্বস্ত সখী এবং বাসবদত্তার পরিচারিকা।
ইন্দীবরিকা	—	বাসবদত্তার পরিচারিকা।
প্রতীহারী (যশোধরা)	—	বৎসরাজের দ্বাররক্ষিণী।
সাংকৃত্যায়নী	—	বাসবদত্তার বান্ধবী।

—ঃ দৃশ্যপট ঃ—

প্রবেশক (প্রথম অঙ্ক)	—	বিন্ধ্যারণ্যের এক স্থান।
অবশিষ্ট ঘটনা	—	বৎসরাজের রাজধানী কৌশাম্বী।

বিবাহের প্রজ্বলিত অগ্নির ধূমে গৌরীর নেত্র আবৃত[১] হল; শিবের শিরস্থ শশাঙ্কের কিরণে তাঁর নয়ন আনন্দে সমুজ্জ্বল হল। তিনি সাগ্রহে দেখতে লাগলেন তাঁর বর শিবকে; কিন্তু পুরোহিত ব্রহ্মা[২] সামনে থাকায় তাঁর মুখ লজ্জায় আনত হল। তাঁর পায়ের নখগুলো ছিল চাঁদের মতো স্বচ্ছ আর সুন্দর—ঠিক যেন আয়না। তাতে প্রতিবিম্ব পড়ল শিবের। তিনি সপত্নী গঙ্গাকে মাথায় করে রেখে দেওয়ায় উমা ঈর্ষাকাতর হলেন; কিন্তু বিয়ের নিয়মে হরের করস্পর্শে গৌরীর শরীরে রোমাঞ্চ দেখা দিল। সেই গৌরী তোমাদের মঙ্গল বিধান করুন[৩]। ॥ ১ ॥

রাবণ কৈলাস পর্বতকে তুলতে গেলে পর্বত কেঁপে উঠল[৪], সেখানে ছিল শিবের অনুচর প্রমথগণ; তারা এতে বিস্মিত হল। কুমার কার্তিকেয় ভয়ে মায়ের কোলে প্রবেশ করল। শিবের ভূষণ সাপেরা ('এটা কী রকম') এই ভেবে চারদিক সরোষে দেখতে লাগল। (অভয়দাতা) ভবের দৃঢ়পদক্ষেপে নিষ্পিষ্ট হল দশাননের শরীর। তিনি গভীর রসাতলে প্রবেশ করলেন। রাবণের এ-কাজে মহাদেব ক্রুদ্ধ হলেন ও উমা সভয়ে তাঁকে সুদৃঢ় আশ্লেষ করায় তুষ্ট হলেন। সেই উমা-আলিঙ্গিত-মূর্তি মহাদেব আমাদের রক্ষা করুন[৫] ॥ ২ ॥

(নান্দীর শেষে)

সূত্রধার—(পরিক্রমণ করে) আজ বসন্তোৎসব[৬]। মহারাজ শ্রীহর্ষদেবের চরণকমলে আশ্রিত রাজারা নানাদিক ও নানাদেশ থেকে এখানে জড়ো হয়েছেন। তাঁরা আমাকে সসম্মানে ডেকে বলেছেন—"আমরা মুখে মুখে শুনেছি যে, আমাদের প্রভু শ্রীহর্ষদেব 'প্রিয়দর্শিকা' নামে এক নাটিকা রচনা করেছেন। তার বিষয়-বস্তু নাকি এক কথায় অপূর্ব; কিন্তু তার অভিনয় তো আমরা দেখি নি। সুতরাং সকল লোকের হৃদয়ানন্দকর সেই মহারাজেরই সম্মানে এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করে যথাযথ অভিনয়ের সাহায্যে আপনি তা মঞ্চস্থ করুন।"

সেজন্যে প্রথমেই আমি অভিনয়ের বেশভূষার ব্যবস্থা করে (আপনাদের) মর্জি-মাফিক কাজ করছি। [চারদিক দেখে] সহৃদয়দের হৃদয় (নাটক দেখার আগেই) যে জয় করা হয়েছে—এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত, কেননা—শ্রীহর্ষ একজন নিপুণ নাট্যকার, এই শ্রোতৃমণ্ডলী গুণগ্রাহী, বৎসরাজ উদয়নের কাহিনী[৭] এ সংসারে সকলের প্রিয় এবং আমরা সকলে অভিনয়ে বেশ দক্ষ। বস্তুত ঈপ্সিত ফল-লাভের পক্ষে এদের এক একটি বিষয় যথেষ্ট, আর যেখানে আমাদের সৌভাগ্যের আধিক্যে এই সমস্ত গুণগুলোই সমুপস্থিত হয়েছে, সেখানে আর কী বলার আছে? ॥ ৩ ॥

(সাজঘরের দিকে তাকিয়ে) আরে, একী! আমাকে প্রস্তাবনার কাজে নিযুক্ত দেখে আমার ভাই, আমার অভিপ্রায় বুঝতে পেরেছে, আর সে স্বয়ং অঙ্গরাজ দৃঢ়বর্মার কঞ্চুকীর ভূমিকা গ্রহণ করে এইদিকেই তো আসছে। সুতরাং যাই, আমিও অন্য ভূমিকা গ্রহণের জন্যে প্রস্তুত হই। [প্রস্থান]

(প্রস্তাবনা)

(কণ্চুকীর[১] প্রবেশ)

কঞ্চুকী—[দুঃখ ও ক্লান্তির অভিনয় করে এবং নিঃশ্বাস ফেলে] হায়, কী কষ্ট ! কী দারুণ দুঃখ ! আমার প্রভু দৃঢ়বর্মার বিপদ্, আত্মীয়-স্বজনদের বিচ্ছেদদুঃখ, দেশ থেকে তাদের বিতাড়ন, দুর্গম রাস্তা চলার ক্লান্তি—এ সমস্তই আজ এই বুড়ো বয়সে আমাকে সহ্য করতে হচ্ছে। তাই বলি—দীর্ঘজীবন শুধু রুক্ষ, ফলহীন (মরুভূমির মতো) হাহাকারে ভরা ॥ ৪ ॥

[শোক ও বিস্ময়ের অভিনয় করে] বলতে কী, এ ঘটনা সত্যি হলেও আমি বিশ্বাস করতে পারছি না যে, আমার সেই রকম প্রভু দৃঢ়বর্মা, যিনি তিন শক্তিতে[২] (প্রভুশক্তি, উৎসাহশক্তি এবং মন্ত্রশক্তি) অপ্রতিহত, সবদিক থেকে রঘু[৩], দিলীপ এবং নলের[৪] সমান, তাঁর কিনা এ রকম বিপদ ঘটল, তাও আবার পাপিষ্ঠ কলিঙ্গরাজার হাতে ! প্রভুর আমার দোষ কী ? না কলিঙ্গ-রাজ তাঁর কন্যার পাণিপ্রার্থী হলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং মেয়েকে বৎসরাজ উদয়নের হাতে তুলে দেবার প্রতিশ্রুতি দেন। এতে ঐ নরপিশাচ ভয়ানক ক্রুদ্ধ হল। এদিকে (ভাবী জামাতা) বৎসরাজ তখনও পর্যন্ত প্রদ্যোত মহাসেনের বন্দীত্ব থেকে মুক্ত হন নি। তাই (আমার প্রভুকে) আক্রমণের স্বর্ণ সুযোগ সে পেয়ে গেল, আর অকস্মাৎ আক্রমণ করে প্রভুর এমন বিপদ ঘটালো। জানি না, আমাদের প্রতি অদৃষ্ট আরও বেশি নিষ্ঠুর কেন ? কেননা, আমি ভাবলাম—সেই রাজকুমারীকে (দৃঢ়বর্মার কন্যা) কোনো রকমে বৎসরাজের কাছে হাজির করে প্রভুর ঋণ থেকে মুক্ত হব ; তাই সেই প্রলয়কালের মতো ভয়ঙ্কর অকস্মাৎ আক্রমণের ভয় থেকে তাকে মুক্ত করলাম, নিয়ে গেলাম মহারাজ দৃঢ়-বর্মার বন্ধু অরণ্যরাজ (আটবিক) বিন্ধ্যকেতুর ঘরে। তারপর স্নানের জন্যে যখন অদূরে অগস্ত্যতীর্থে[৫] যাই, তখন মুহূর্তের মধ্যে কতকগুলো লোক রাক্ষসের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল বিন্ধ্যকেতুর উপর, হত্যা করল তাঁকে। তারপর সেখানের সমস্ত মানুষই তাদের হত্যালীলার শিকার হল আর তারা সেই স্থানটাকে জ্বালিয়ে দিল। জানি না,—সেই রাজকুমারী কী অবস্থায় আছে ? তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম সে জায়গা ; (কিন্তু কোথাও তাকে পেলাম না)। বলতে পারব না—সেই দস্যুরাই কি তাকে অপহরণ করল ? নাকি সে আগুনে পুড়ে মরে গেল ? তাই বলি—আমার ভাগ্য বড়োই খারাপ, কী করি এখন ? তবে একটু স্বস্তি এই যে, শুনলাম, বৎসরাজ বন্দীদশা থেকে মুক্ত হয়েছেন এবং প্রদ্যোতের[৬] কন্যাকে অপহরণ করে কৌশাম্বীতে[৭] এসেছেন। তবে কি সেখানেই যাব ? [নিঃশ্বাস ফেলে নিজের অবস্থা দেখে] রাজপুত্রীকে সঙ্গে করে নিয়ে না গেলে সেখানে কীই বা বলব ? আহা, বিন্ধ্যকেতু আজ আমায় বলেছিলেন,—'তুমি ভয় কোরো না, মহারাজ দৃঢ়বর্মা বেঁচে আছেন ; তবে ভীষণপ্রহারে তিনি জর্জরিত এবং বন্দী।' সুতরাং প্রভুর কাছেই যাই, তাঁর পদসেবা করে নিজের বাকি জীবনটা সফল করি। [পরিক্রমণ করে উপরের দিকে তাকিয়ে] ওঃ ! শরতের কী দারুণ রোদ ! কেননা,

অনেক দুঃখের তাপে যে জ্বলছে, সেই আমার কাছেও তা অত্যন্ত প্রখর মনে হচ্ছে। মেঘের পাশ ছিঁড়ে, কন্যারাশি ছেড়ে, নিজের ঘর তুলারাশিতে এখন এসেছে সূর্য। বৎসরাজের মতোই সে আপনতেজে (পৃথিবীকে) ভীষণ দহন করছে ॥ ৫ ॥

দ্বিতীয় অর্থ ঃ প্রদ্যোতের দৃঢ়বন্ধনপাশ থেকে মুক্ত হয়েছেন বৎসরাজ। তিনি প্রদ্যোতকন্যা বাসবদত্তাকে অপহরণ করে উৎকর্ষ লাভ করেছেন এবং স্বগৃহ কৌশাম্বীতে এসে সূর্যের মতো তেজ বিস্তার করছেন ॥ ৫ ॥ [প্রস্থান]

॥ বিষ্কম্ভক ॥

[তারপর রাজা ও বিদূষকের প্রবেশ]

রাজা—ভৃত্যদের প্রভুভক্তি জেনেছি, দেখেছি মন্ত্রীদের মন্ত্রণাশক্তি, বন্ধুদের প্রীতিও আমার অজানা নয়, আর ভালোভাবেই জানা আছে আমার প্রতি পুরবাসীদের অনুরাগ। সমরে সাহসের সাধ এখন সম্পূর্ণ শেষ, ঘরে আমার শ্রেষ্ঠ নারী-রত্ন। অকপট ধর্মানুষ্ঠানের মতোই (প্রদ্যোতের) বন্ধন আমায় কী না দিয়েছে ? ॥ ৬ ॥

বিদূষক—[ক্রোধের সঙ্গে] বয়স্য ! আপনি কী করে সেই বাঁদীর ছেলেটার. আর তার পাপবন্ধনের প্রশংসা করছেন ? সে-সব আপনি এখন ভুলে গেছেন ? যেমন—আপনি ছিলেন সবেমাত্র-ধরা গজরাজের মতো। লোহার বেড়ি আপনার পায়ে খল্ খল্ করে বাজত, চলার বাধা হত, আর আপনি হোঁচট খেতে খেতে ঐ হাতির মতো যেতেন। হাতির মনের দুঃখ যেমন শুঁড়ের ডগায় ফোটে, তেমন আপনার সে-দুঃখ উঁকি মারত আপনার শুক্‌নো মুখপদ্মে, গজরাজের মতো ক্রোধে বিস্ফারিত হত আপনার চোখ দুটো, আর গজপতি যেমন বিরাট শুঁড় দিয়ে রাস্তার মাটি খোঁড়ে, সেরকম আপনিও বড়ো বড়ো হাত দিয়ে রাস্তাজোড়া জায়গা পরিষ্কার করতেন।—(এসব কি ভুলে গেলেন ?)

রাজা—বসন্তক, তুমি সত্যিই দুর্জন। দেখো—

তুমি শুধু কারাগৃহের গহন অন্ধকারই দেখলে, দেখলে না তার (বাসবদত্তার) মুখচন্দ্রের দ্যুতি। শৃঙ্খলের শব্দে তুমি শুধু ব্যথাই পেলে, শুনলে না তার মধুর বাক্যধ্বনি। তোমার মনে পড়ল আজ কারারক্ষীদের ক্রূরতা, মনে পড়ল না শুধু তার স্নিগ্ধ কটাক্ষ। তুমি দেখ কেবল বন্ধনের দোষ, কিন্তু সেই প্রদ্যোততনয়ার গুণাবলী দেখ না ॥ ৭ ॥

বিদূষক—[গর্বের সঙ্গে] ওহে ! সেই বন্বন যদি সুখনিবন্ধনই হয়, তাহলে দৃঢ়বর্মাকে বন্দী করায় কলিঙ্গরাজের প্রতি আপনি ক্রুদ্ধ হলেন কেন ?

রাজা—[হেসে] মূর্খ, তোমায় ধিক্। প্রত্যেকে তো আর বৎসরাজ নয় যে, এভাবে বাসবদত্তাকে নিয়ে কারাগার থেকে পালিয়ে যাবে। অতএব এ প্রসঙ্গ এখন থাক্। বিন্ধ্যকেতুর বিরুদ্ধে অনেকদিন হল বিজয়সেনকে পাঠানো হয়েছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত তাঁর কাছ থেকে কেউ এল না। অতএব মন্ত্রী রুমন্বানকে একবার শীঘ্র ডাকো, তাঁর সঙ্গে কিছু আলাপ করতে চাই।

[প্রবেশ করে]

প্রতিহারী—জয় হোক, মহারাজের জয় হোক। এই তো স্বয়ং বিজয়সেন এবং মন্ত্রী

রুমন্বান্—দুজনেই দ্বারদেশে হাজির হয়েছেন।

রাজা—তাঁদের তাড়াতাড়ি প্রবেশ করাও।

প্রতিহারী—যে আজ্ঞা, মহারাজ। [প্রস্থান]

[তারপর রুমন্বান্ ও বিজয়সেনের প্রবেশ]

রুমন্বান্—[চিন্তা করে] ভৃত্যেরা মুহূর্তের মধ্যেই রাজার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যায় প্রভুর কর্তব্য সাধনে। আবার যখন তারা কাজ শেষে ফিরে আসে তখন নির্দোষ হলেও রাজপ্রাসাদে সাধারণতঃ দোষীর মতোই তারা প্রবেশ করে ॥ ৮ ॥

[এগিয়ে গিয়ে] মহারাজের জয় হোক।

রাজা—[আসন দেখিয়ে] রুমন্বান্, এখানে বসুন।

রুমন্বান্—[স্মিতহেসে বসলেন] বিন্ধ্যকেতুবিজয়ী বিজয়সেন এই আপনাকে প্রণাম করছেন।

[বিজয়সেন প্রণাম করলেন]

রাজা—[সাদরে আলিঙ্গন করে] আপনার কুশল তো?

বিজয়সেন—প্রভু, আজ আপনার অনুগ্রহেই (আমার কুশল)।

রাজা—বিজয়সেন, আসন গ্রহণ করুন।

[বিজয়সেন বসলেন]

রাজা—বিজয়সেন, বিন্ধ্যকেতুর খবর বলুন।

বিজয়সেন—কী আর বলব, মহারাজ! যেখানে প্রভু আপনি স্বয়ং কুপিত, সেখানে যা আশা করা যায় তাই!

রাজা—তাহলেও সবিস্তারে শুনতে চাই।

বিজয়সেন—তাহলে শুনুন, মহারাজ! মহারাজের আদেশ পেয়ে সেইমতো আমরা গজ, অশ্ব এবং পদাতিক সৈন্য নিয়ে এখান থেকে রওনা হলাম। সুদীর্ঘ সে পথ। তাহলেও মাত্র তিনদিনে আমরা তা অতিক্রম করলাম। আর সকাল-বেলাতেই অকস্মাৎ ঝাঁপিয়ে পড়লাম বিন্ধ্যকেতুর উপর।

রাজা—তারপর তারপর!

বিজয়সেন—তারপর তিনিও আমাদের সৈন্যদের তুমুল কোলাহল শুনে গর্জে উঠলেন। সিংহের মতো বেরিয়ে এলেন বিন্ধ্যকেতু বিন্ধ্যপর্বতের কন্দর থেকে। তিনি সৈন্য এবং অশ্বাদি বাহনের জন্যে অপেক্ষা করলেন না। সামনে হাতের কাছে যে ক'জনকে পেলেন তাদের সাহায্যেই নিজের নাম ঘোষণা করে সহসা আমাদের আক্রমণের মোকাবিলা করতে এলেন।

রাজা—[রুমন্বান্‌কে দেখে স্মিত হেসে] বিন্ধ্যকেতু ভালো কাজই করেছেন। তারপর, তারপর।

বিজয়সেন—তারপর 'এখানে সে' (অর্থাৎ 'দেখলেই মার') এই ভাবে আমাদের হিংসা আর উৎসাহ দ্বিগুণ বেড়ে গেল। আমদের ভয়ঙ্কর আক্রমণের মুখে তার সঙ্গীরা সকলেই ধরাশায়ী হলেন। তাদের বিনাশ দেখে তিনি একাই তেজে ও ক্রোধে ভীষণ জ্বলে উঠলেন এবং আগের চেয়েও কঠিন সংগ্রাম করতে লাগলেন।

রাজা—বিন্ধ্যকেতু! সাধু সাধু।

বিজয়সেন—কী আর বর্ণনা করব ? মহারাজ ! তাই সংক্ষেপে জানাই—

একা মাটিতে দাঁড়িয়ে বিন্ধ্যকেতু যুদ্ধ করলে ও সর্বপ্রথম নিজের বুকের আঘাতেই আমাদের পদাতিক সৈন্যদের বিধ্বস্ত করতে থাকেন। দূর থেকে তিনি বাণ বর্ষণ করতে লাগলেন, আর আমাদের অশ্বারোহী সৈন্যরা মৃগ-কুলের মতো ভীত হয়ে পড়ল ; তখন তিনি তাদের দূরে তাড়িয়ে নিয়ে চললেন। তাঁর যত বাণ ছিল, তা তিনি সবদিকে ছুঁড়তে লাগলেন। কখনও খাপ থেকে অতি শীঘ্র খড়্গ তুললেন, তারপর হাতীর শুঁড়গুলোকে কলাবনের মতো কাটার খেলায় মেতে উঠলেন ॥ ৯ ॥

এভাবে একাই তিনি আমাদের গজ, অশ্ব এবং পদাতিক সেনাদের আকুল করে তুললেন। তাঁর কৃপাণের কিরণ-ঝলকে ঝলসে উঠল তাঁর চূড়াকার স্কন্ধ। অজস্র শস্ত্রের প্রহারে জর্জরিত হল তাঁর বিশাল বক্ষ। অবশেষে দীর্ঘ যুদ্ধে ক্লান্ত বিন্ধ্যকেতু সমরে নিহত হলেন ॥ ১০ ॥

রাজা—রুমন্বান্ ! সজ্জনের পথই অনুসরণ করেছেন বিন্ধ্যকেতু। সত্যি বলতে কি, তাঁর মৃত্যুতে আমরা সবাই লজ্জিত।

রুমন্বান্—মহারাজ, গুণকেই যিনি একমাত্র গ্রহণীয় মনে করেন, সেই আপনার মতো ব্যক্তির পক্ষে শত্রুরও গুণাবলী আনন্দদায়ক।

রাজা—বিজয়সেন ! বিন্ধ্যকেতুর কি কোনো সন্তান আছে ? যেখানে আমার সন্তোষের ফল দেখাতে পারি।

বিজয়সেন—মহারাজ, এ বিষয় অবশ্যই জানাব। এভাবে (সেই যুদ্ধে) আত্মীয়-স্বজন ও অনুচরবর্গ সহ বিন্ধ্যকেতু মারা গেলেন। তাঁর পত্নীরা মৃত্যুতে তাঁকে অনুসরণ করলেন। সাধারণ লোকেরা বিন্ধপর্বতের চূড়ায় আশ্রয় নিল। ফলে জনশূন্য সে-স্থান। তারপর বিন্ধ্যকেতুর ঘর থেকে এক কন্যা 'হায় পিতা ! হায় মাতা !' এই বলে করুণভাবে কাঁদতে লাগল। তাঁর সৌন্দর্য অভিজাত বংশের যোগ্য। তাঁকে বিন্ধ্যকেতুর কন্যা মনে করে আমরা এখানে এনেছি, সে দ্বারদেশেই আছে। এ বিষয়ে মহারাজ, যা করার করুন।

রাজা—যশোধরা ! যাও। তুমি নিজে বাসবদত্তার কাছে তাকে অর্পণ করো, এবং দেবীকে বোলো যে, নিজের বোনের মতোই সব সময় যেন তাকে দেখে, অভিজাত ঘরের মেয়ের মতোই তাকে নাচ, গান, বাজনা এবং অন্য যা কিছু তা যেন শেখায়, এবং যখন সে বিয়ের যোগ্যা হবে, তখন যেন আমাকে স্মরণ করে।

প্রতীহারী—যে আজ্ঞা, মহারাজ ! [প্রস্থান]

[নেপথ্যে বৈতালিক]

আপনার সকেলি স্নানের জন্য মাঙ্গলিক সুগন্ধ ও চূর্ণ দ্রব্যাদির উপকরণ রচনায় অন্তঃপুরের সমস্ত বারবনিতারা এখন ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। পরিশ্রমে খসে পড়েছে তাদের স্তনবস্ত্র। আবরণের অভাবে স্তনদেশ স্বভাবকান্তিতে সমুজ্জ্বল। মনে হচ্ছে, যেন আপনার স্নানাগার অপর (স্তনরূপ) স্বর্ণকলসে অলঙ্কৃত ॥ ১১ ॥

রাজা—[উপরের দিকে তাকিয়ে] আরে, এ কী ! ভগবান্ সূর্যদেব যে মধ্যগগনে বিদ্যমান ! কেননা, এখন—উদ্যানে দীঘির জলে পুঁটিমাছগুলো ফুট্ ফেটে

খেলা করছে। জলে সূর্যের আলো এসে পড়েছে তার তাপে মনে হচ্ছে, যেন জল ফুটছে। ময়ূর নৃত্যলীলায় শিথিল পুচ্ছটিকে (রোদ থেকে নিজেকে রক্ষার জন্যে) ছত্রের মতো ছড়াচ্ছে। হরিণশিশুটি আলবালের জলপানে লুব্ধ হয়ে গাছের ছায়ায় আশ্রয় নিচ্ছে। মৌমাছি হাতির গণ্ডদেশ সবেমাত্র ছেড়ে তার কানের পাতার কাছে ঘোরাফেরা করছে ॥ ১২ ॥

রুমণ্বান্, উঠুন, উঠুন। আমরা অন্তঃপুরে প্রবেশ করে স্নানাদি প্রাত্যহিক কাজ শেষ করি। তারপর বিজয়সেনকে সম্মানিত করে তাঁকে কলিঙ্গরাজকে বধ করতে পাঠাব।

[সকলের প্রস্থান]

॥ প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × দ্বিতীয় অংক × × × × × × × × × × × ×

[বিদূষকের প্রবেশ]

বিদূষক—ইন্দীবরিকা আমাকে বলেছে,—আর্য, বাসবদত্তা ব্রতোপবাস পালন করছেন। তাই স্বস্তিবাচনের[১] জন্যে আপনাকে ডেকেছেন।" তাহলে আমি ধারাগৃহের সংলগ্ন উদ্যানের দীঘিতে স্নান সেরে দেবীর কাছে যাই। আর স্বস্তিবাচন? মোরগের মতো ক্রমশঃ জোরে জোরে যা হোক কিছু একটা করলেই হবে। আরে, তা না হলে আমার মতো বামুনরা কেমন করে রাজরাজড়াদের দান পাবে? [নেপথ্যের দিকে তাকিয়ে] আরে,— একী! প্রিয়বয়স্য দেখছি এখন রানীর বিরহবেদনা ভোলার জন্যে ধারাগৃহের উদ্যানের দিকেই যাচ্ছেন। তাহলে বয়স্যের সঙ্গেই যাই এবং (রানীর) কথামতো—কাজ করি।

[উৎকণ্ঠিত রাজার প্রবেশ)

রাজা—প্রিয়াকে দেখার জন্যে আমার চিত্ত আজ উৎকণ্ঠিত। ব্রতোপবাসের নিয়ম পালনে আমার প্রিয়া আজ ক্ষীণা, মাঙ্গলিক অলঙ্কারগুলোই[১] শুধু অঙ্গে ধারণ করছে, সে এখন কষ্ট করে আস্তে আস্তে কথা বলে, মুখকান্তি ঈষৎ পাণ্ডুর; তবে তা সৌন্দর্যে ম্লান করে দেয় প্রভাতের শশাঙ্ককে। মনে হয়, আজ যেন সে প্রথম ভালোবাসার দশায় এসে পৌঁছেছে ॥ ১ ॥

বিদূষক—[এগিয়ে গিয়ে] আপনার কল্যাণ হোক। বৃদ্ধি হোক আপনার।

রাজা—আরে বসন্তক যে, এত আনন্দিত কী জন্যে?

বিদূষক—আরে, রানীমা যে বামুনের পুজো করছেন।

রাজা—যদি তাই করেন, বলি তাতে হলটা কী?

বিদূষক—[গর্বের সঙ্গে] মহারাজ! যেখানে চারটি বেদে, পাঁচটি বেদে এমনকি ছ'টি বেদে সুপণ্ডিত সব বামুন আপনার রাজসভায় গিজ গিজ করছে, সেখানে আমি এই রকম ব্রাহ্মণ, যিনি একমাত্র মহারানীর কাছ থেকে স্বস্তিবাচনের পুরস্কার পেয়েছেন।

রাজা—[হেসে] তোমার ব্রাহ্মণত্ব বেদের সংখ্যাতেই বোঝা গিয়েছে। অতএব হে মহাব্রাহ্মণ,[৩] এসো। ধারাগৃহ-সংলগ্ন উদ্যানেই আমরা যাই।

বিদূষক—যে-আজ্ঞা, মহারাজ।

রাজা—আগে আগে চলো।

বিদূষক - ওহে, আসুন, যাওয়া যাক্ [পরিক্রমণ করে এবং দেখে] হে বয়স্য দেখুন। ধারাগৃহ-উদ্যানের সৌন্দর্য দেখুন! নানা কুসুম নিরন্তর ঝরে পড়ায় উদ্যানের শিলাতলগুলো নরম হয়েছে। গন্ধ নিতে গিয়ে ভ্রমরগুলো ফুলে লীন হয়ে আছে, তাদের ভারে খসে পড়ছে বকুল আর মালতীলতার ফুলগুলিও। পদ্মের গন্ধ নিয়ে মাতাল হয়েছে বাতাস, সে খুলে দিচ্ছে বন্ধুককুসুমের বন্ধন (বোঁটা), ঘনতমালের বনে রুদ্ধ হয়েছে সূর্যের আলো।

রাজা বয়স্য! তুমি ঠিকই বলেছ। কেননা, এখানে শিউলিফুলের বৃন্ত বিছানো উদ্যানভূমিকে মনে হচ্ছে যেন ছোটো ছোটো প্রবালে আচ্ছাদিত। ছাতিমফুলের গন্ধ, গজের মদবারির গন্ধ বলে মুহূর্তে ভ্রম হয়। ফুটন্ত পদ্ম থেকে ছড়িয়ে পড়া অজস্র পরাগপুঞ্জে ভ্রমরদের অঙ্গগুলো হলুদ বর্ণ। তারা ফুলের মধু খেয়ে, মাতাল হয়েছে আর অব্যক্তধ্বনিতে কী সব গান করছে ॥ ২ ॥

বিদূষক—বয়স্য, দেখুন, এটাও দেখুন। এই ছাতিমগাছটা থেকে আজও অবিরত ফুল ঝরে পড়ছে; মনে হচ্ছে, বৃষ্টি থেমে গেলেও পাতার মধ্যে দিয়ে যেন বিন্দু বিন্দু জল ঝরছে।

রাজা—বয়স্য, ঠিকই দেখেছ তুমি, তবে অনেক কিছুই (আজও) বর্ষাকালের মতো। দেখছি, উদ্যানভূমি শিরীষের শ্রীহরণকারী শ্যামলাঙ্গের কোমলতা ধারণ করছে। তাতে মনে হচ্ছে এর মেঝে যেন পরিষ্কার মকরতমণির খণ্ড দিয়ে সদ্য নির্মিত হয়েছে। বৃন্ত থেকে খসে পড়া অজস্র বন্ধুক ফুলে ছেয়ে গেছে এই ভূমি: তাতে মনে হচ্ছে, যেন বর্ষাকালের শত শত 'ইন্দ্রগোপক' কীট আজও মাটিকে ঢেকে রেখেছে ॥ ৩ ॥

[চেটীর প্রবেশ]

চেটী—মহারানী বাসবদত্তা আমায় আদেশ করেছেন—ওলো ইন্দীবরিকা! আমি আজ মহর্ষি অগস্ত্যকে অর্ঘ্য দেব। অতএব যাও, শিউলি ফুলের মালা নিয়ে তাড়াতাড়ি এসো। এই আরণ্যিকাও সূর্য অস্ত যাওয়ার আগে, ধারাগৃহ উদ্যানের দীঘি থেকে ফুটন্ত কমল তুলে তাড়াতাড়ি আসুক, কেননা সূর্য অস্ত গেলে কমলও চোখ বুঝবে। কিন্তু বেচারা জানে না—দীঘিটা কোথায়। সুতরাং ওকে সঙ্গে নিয়েই যাব। (নেপথ্যের দিকে তাকিয়ে) আরণ্যিকা, এদিকে—এদিকে এসো।

[আরণ্যিকার প্রবেশ]

আরণ্যিকা—[চোখের জল ফেলে, মনমরা হয়ে স্বগত] সেই-আমি, সেই রকম উচ্চবংশে যার জন্ম, যে অন্যকে আজ্ঞা করে থাকত, সে কিনা আজ অপরের দাসত্ব করছে! তাই বলতে হয়—অদৃষ্টের কাছে দুষ্কর বলে কিছু নেই। অথবা আমারই তো দোষ; কেননা, এসব জেনেও কেন আত্মহত্যা করিনি? তাহলে এখন কী করি? অথবা আমি যা চিন্তা করেছি, তা এখন করা কঠিন।

নিজের সেই মহান বংশ প্রকাশ করে নিজেকে ছোটো করার চেয়ে এই অবস্থাই বরং ভালো। অতএব কী আর উপায়! আদেশমতোই কাজ করি।

চেটী—আরণ্যিকা, এদিকে এসো।

আরণ্যিকা—এই আমি যাচ্ছি [ক্লান্তির অভিনয় করে] হ্যাঁরে, দীঘি কি এখনো দূরে?

চেটী—এই শিউলিবনের মধ্যেই তো দীঘি। তাহলে এসো, আমরা এতে নামি।

[অবতরণের অভিনয়]

রাজা—বয়স্য, মনে হচ্ছে, যেন অন্যকিছু চিন্তা করছ। আমি কি বলিনি এখন অনেক কিছুই বর্ষাকালের মতো।

বিদূষক—(ক্রোধের সঙ্গে) ওহে, এটা দেখে, ওটা দেখে, আপনি তো বেশ প্রেমে বিভোর হৃদয়টাকে প্রশান্ত করছেন। কিন্তু এদিকে আমি যে ব্রাহ্মণ, তার যে স্বস্তিবাচনের বেলা চলে যাচ্ছে। অতএব, আমি তাড়াতাড়ি দীঘিতে স্নান সেরে রানীমার কাছে যাই।

রাজা—মূর্খ, আমরা তো দীঘি পেরিয়ে এসেছি। সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলো এত অধিক পরিতৃপ্ত জেনেও কি তুমি তা বুঝতে পারছ না? দেখো—

কান্তার নূপুরধ্বনির মতো মরালদের এই কলধ্বনি কর্ণকে তৃপ্ত করছে। তীরস্থিত তরুর অন্তরালে দৃশ্যমান অট্টালিকাশ্রেণী নন্দিত করছে নয়নকে। পদ্মের অতিশয় গন্ধে আঘ্রাণের সুখ অনুভূত হচ্ছে। জলস্পর্শে শীতল এই বাতাস শরীরকে দিচ্ছে স্পর্শসুখ ॥ ৪ ॥

অতএব এসো, দীঘির পাড়ে যাই। [পরিক্রমণ করে দেখে] সখা, দেখো, দেখো—উদ্যানদেবতার দৃষ্টি প্রস্ফুটিত কমলের কান্তির মতোই সুন্দর। আর এই সরোবর সদ্যফোটা পদ্মের কান্তিতে মনোরম ও স্বচ্ছ; উদ্যানদেবতার দৃষ্টির মতো দর্শনমাত্রেই আমাকে তৃপ্ত করছে ॥ ৫ ॥

বিদূষক—[কৌতূহলের সঙ্গে] বয়স্য, দেখুন—দেখুন—কে এই নারী! বেণীতে ফুল বাঁধা, তার গন্ধে চারদিক আকুল, বেণীর চারপাশে ঘুরঘুর করছে ভ্রমরের দল, প্রবাললতার মতো লাল করপল্লব, উজ্জ্বল দেহ, কোমল বাহুলতা; সত্যিই এই নারী সাক্ষাৎ উদ্যানদেবতার মতো দেখতে।

রাজা—[কৌতূহলের সঙ্গে দেখে] সখা, নিজের রূপ ও সৌন্দর্যের আতিশয্যে এই নারী অনেক কল্পনার আশ্রয়স্থল! সত্যি বলতে কি আমিও কিছু বুঝতে পারছি না।

দেখো—নাগকন্যা কি পৃথিবী দেখার ইচ্ছায় পাতাল থেকে উঠে এসেছে? বস্তুতঃ এটা মিথ্যে, কেননা পাতাল তো আমি দেখেছি[৪], এরকম তরুণী সেখানে কোথায়? তবে কি এই তরুণী মূর্তিমতী জ্যোৎস্না? না, তাও তো নয়, দিনের বেলায় তাকে তো দেখা যায় না। করতলে কমল নিয়ে দেবী লক্ষ্মীর মতো দেখতে, কে এই নারী? ॥ ৬ ॥

বিদূষক—[ভালো করে দেখে] আরে, এ তো মহারানীর পরিচারিকা ইন্দীবরিকা। তাহলে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে আমরা দেখি।

[দুজনে তাই করল]

চেটী—[পদ্মপাতা তোলার অভিনয় করে] আরণ্যিকা, তুমি পদ্মফুল তোলো। আমিও

এই পদ্মপাতায় শিউলিফুল নিয়ে মহারানীর কাছে যাব।

রাজা—সখা, মনে হচ্ছে, যেন কথাবার্তা হচ্ছে। তাহলে মন দিয়ে শোনা যাক কোনো সময় এ থেকেই (কথাবার্তা থেকে) 'এ কে ?'—তা প্রকাশ পাবে।

[চেটী গমনের অভিনয় করতে লাগল]

আরণ্যিকা—ওলো ইন্দীবরিকা, তোমাকে ছাড়া আমি এক মুহূর্তও এখানে থাকতে পারব না!

চেটী—[হেসে] আজ মহারানীর যে-কথা শুনলাম, তাতে আমাকে ছাড়াই তোমাকে অনেকদিন থাকতে হবে।

আরণ্যিকা—[বিষাদের সঙ্গে] মহারানী কী বলেছেন ?

চেটী- এই কথা বলেছেন—'মহারাজ আমায় বলেছেন, "যখন এই বিন্ধ্যকেতুর কন্যা বিবাহযোগ্যা হবে, তখন যেন আমি তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিই, যাতে তিনি এর বরের জন্যে এখন থেকে চিন্তাকুল হন।'

রাজা—[সানন্দে] এই সেই বিন্ধ্যকেতুর কন্যা ! [অনুতাপের সঙ্গে] হায়, দীর্ঘদিন আমাদের দৃষ্টি এর দর্শনে ব্যর্থ। সখা, এই কন্যার রূপে এতটুকুও ত্রুটি নেই। এখন নিশ্চিন্তে দেখি।

আরণ্যিকা—[ক্রোধের সঙ্গে কাণদু'টো ঢেকে] যাও, তুমি যাও। যা-নয়-তাই বলছ, তোমাকে আমার কোনো দরকার নেই।

[চেটী এগিয়ে গিয়ে ফুল তোলার অভিনয় করছে]

রাজা—আহা। মনের দৃঢ়তায় বংশের গৌরব দারুণভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। বয়স্য, যিনি এর অঙ্গের স্পর্শসুখ অনুভব করবেন, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই ধন্য।

[আরণ্যিকা পদ্মফুল তোলার অভিনয় করছে]

বিদূষক—বয়স্য দেখুন—দেখুন। কী আশ্চর্য ! কী আশ্চর্য ! ইনি ফুল তুলতে-তুলতে জলের মধ্যে দিয়ে চলেছেন, আর তাঁর পল্লবের মতো হাতের শোভা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। সেই শোভা পদ্মবনের শোভাকে উপহাস করছে।

রাজা—সখা, তুমি ঠিকই বলেছ। দেখো—

শশাঙ্কের শরীরের মতো এই কন্যার তনুদেহ। সুধাকর যেমন অমৃতসমান কিরণবিন্দু নিরন্তর বর্ষণ করে নয়নকে নন্দিত করে, তেমনি এর দৃষ্টিসুধা দর্শকদের তৃপ্তি দেয়। মেঘের আবরণ সরে গেলে চন্দ্র যেমন অদ্ভুত সৌন্দর্যময় হয়ে উঠে, সেরূপ স্তনবাস খসে পড়ায় এই কন্যাও অদ্ভুত রূপ ধারণ করছে। তবে নিশাকরের করস্পর্শের সঙ্গে সঙ্গেই পদ্মদল নিমীলিত হয় ; কিন্তু এই কন্যার করস্পর্শে তা হয় নি, এটাই আশ্চর্যের ॥ ৭ ॥

আরণ্যিকা—[ভ্রমরের আক্রমণের অভিনয় করে] হায় ধিক্, হায় ধিক্। অন্যদের এইসব দুষ্ট ভ্রমরেরা আমায় বড্ড বিরক্ত করছে। কমলিনী ছেড়ে নীলোৎপলের বনে উড়ে পড়ার সময় আমাকে কষ্ট দিচ্ছে। [উত্তরীয় দিয়ে সভয়ে মুখ ঢেকে] ওগো ইন্দীবরিকা ! আমাকে রক্ষা করো, রক্ষা করো। এইসব দুষ্টু মধুকর আমায় আক্রমণ করতে আসছে।

বিদূষক—ওহে বয়স্য, এখন আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল। ঐ জন্মদাসীর বেটী

আসার আগে আপনিই চুপি চুপি এগিয়ে যান। আপনার জলের মধ্য দিয়ে চলার শব্দ শুনে এও মনে করবে যে, ইন্দীবরিকা আসছে। এই ভেবে সে আপনাকেই জড়িয়ে ধরবে।

রাজা—সাধু বয়স্য, সাধু! ঠিক সময়ে ঠিক উপদেশই তুমি দিয়েছ।

[আরণ্যিকার দিকে চললেন]

আরণ্যিকা—[পায়ের শব্দ শোনার অভিনয় করে] ইন্দীবরিকা, তাড়াতাড়ি এসো, তাড়াতাড়ি এসো। দুষ্টু ভ্রমরেরা আমায় উৎপীড়ন করছে।

[রাজাকে জড়িয়ে ধরল]

[রাজা তার কণ্ঠ গ্রহণ করলেন। আরণ্যিকা মুখ থেকে উত্তরীয় খুলে ফেলল এবং রাজাকে না দেখে ভ্রমর দেখার অভিনয় করছে।]

রাজা—[নিজের উত্তরীয় দিয়ে ভ্রমর দূর করে] অয়ি ভীরু, বিষাদ ত্যাগ করো গন্ধ আঘ্রাণে লুব্ধ এই ভ্রমরেরা তোমার মুখপদ্মের চারপাশে উড়ছে। আবার যদি ভয়ে নেত্র চঞ্চল আর বিস্ফারিত করে নীলপদ্মের শোভা বিস্তার কর তাহলে তারা (ভ্রমরেরা) তোমায় কেন ছেড়ে দেবে? ॥ ৮ ॥

আরণ্যিকা—[রাজাকে দেখে সভয়ে] একী এ তো ইন্দীবরিকা নয়। [রাজাকে ছেড়ে ভয়ে দূরে গিয়ে] ইন্দীবরিকা! তাড়াতাড়ি এসো, তাড়াতাড়ি এসো। আমার রক্ষা করো।

বিদূষক—ভদ্রে, সমস্ত পৃথিবী রক্ষা করতে যিনি সমর্থ, সেই বৎসরাজ স্বয়ং আপনাকে রক্ষা করছেন। আর আপনি কি না দাসী ইন্দীবরিকাকে ডাকছেন!

[রাজা 'অয়ি বিসৃজ' ইত্যাদি পূর্বোক্ত শ্লোকটি আবার বলতে লাগলেন]

আরণ্যিকা—[রাজাকে দেখে অভিলাষ ও লজ্জার সঙ্গে মনে মনে] ইনিই সেই মহারাজ! যাঁর হাতে পিতা আমায় সমর্পণ করে গেছেন! যথার্থই পিতার (এঁর প্রতি) পক্ষপাতিত্ব। [আকুলতার অভিনয় করে]

চেটী—দুষ্টু ভ্রমরেরা আরণ্যিকাকে সত্যই কষ্ট দিচ্ছে। অতএব আমি এখনই যাচ্ছি। তাকে আশ্বস্ত করি। ওলো আরণ্যিকা, ভয় পেয়ো না। এই আমি এসে গেছি।

বিদূষক—ওহে বয়স্য, সরে পড়ো সরে পড়ো। এই ইন্দীবরিকা এসে গেছে। এসব ব্যাপার দেখে মহারানীকে জানিয়ে দেবে। [আঙুল দিয়ে নির্দেশ করে] অতএব এই সামনে কলাবনে ঢুকে কিছুক্ষণ থাকা যাক্।

[দুজনে তাই করল]

চেটী—[এগিয়ে গিয়ে তার দুটো গাল স্পর্শ করে] ওলো আরণ্যিকা, দোষ তোমার এই পদ্মের মতো মুখেরই, সেজন্যে ভ্রমরেরা এ রকম দোষ করেছে (তোমাকে কষ্ট দিয়েছে)। [হাত দুটো ধরে] অতএব এসো, আমরা যাই। (এদিকে বেলাও শেষ।

[যাওয়ার অভিনয়]

আরণ্যিকা—[কলাবনের দিকে তাকিয়ে] ওগো ইন্দীবরিকা, জল বড়ো শীতল হওয়ায় আমার উরু দুটো অসাড় হয়ে গেছে। অতএব ধীরে ধীরে চলো।

চেটী—তাই হোক। [প্রস্থান]

বিদূষক—ওহে, আসুন, আমরা বেরিয়ে পড়ি। তাকে নিয়ে এই দাসীর বেটী ইন্দী-বরিকা তো চলে গেল।

রাজা—[নিঃশ্বাস ফেলে] কী, চলে গেল! সখা বসন্তক, ভাগ্যহীন লোকেরা তাদের ঈপ্সিত বস্তু কখনও নির্বিঘ্নে পায় না। (তাকিয়ে) সখা, দেখো, দেখো—কমল-বনের পদ্মগুলোর মুখ বন্ধ হলেও রোমাঞ্চিত হয়ে যেন তারা তার কোমল করপল্লবের স্পর্শসুখের কথা বলে বেড়াচ্ছে ॥ ৯ ॥

(নিঃশ্বাস ফেলে) সখা, তাকে আবার দেখার এখন কী উপায় ?

বিদূষক—ওহে, নিজে পুতুল ভেঙে এখন নিজেই কাঁদছেন। আরে, আমি একজন ব্রাহ্মণ, কই তার কথামতো তো আর কাজ করলেন না।

রাজা—কী! কাজ করি নি ?

বিদূষক—সে তো এখন ভুলে গেছেন। কেননা, আমি বললাম—চুপি চুপি এগিয়ে যান তার কাছে। তারপর যখন এক অতি সংকটজনক অবস্থায় পৌঁছলেন, তখন নিজের তো কিছু পাণ্ডিত্য নেই, তবু তাকে দেখে একেবারে পণ্ডিতম্মন্য হয়ে উঠলেন। 'আয় বিষাদ ত্যাগ করো' ইত্যাদি আরও কত কী কটুবাক্যে তাকে তিরস্কার করতে লাগলেন। এখন আর কাঁদলে কী হবে ? আবার আমাকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে- উপায় কী ?

রাজা—মূর্খটা আশংস্ত করাকেও কিনা তিরস্কার বলছে।

বিদূষক—এক্ষেত্রে কে মূর্খ তা জানাই গেছে। তাহলে এ নিয়ে আর কেন ? ভগবান সূর্যদেব তো প্রায় অস্তাচলে। অতএব আসুন, প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করি।

রাজা—আঃ দিন প্রায় শেষ। হায়! কেননা, এখন—এই দিবসের শোভা, আমার প্রিয়তমার (আরণ্যকার) মতো পদ্মবনের সৌন্দর্য হরণ করে চলে গেছে। ঐ সূর্যাবশেষে দেখা যাচ্ছে অধিক রক্তিম আভা, যেমন আমার চিত্তে দেখা দিয়েছে (প্রিয়তমার জন্যে) অধিক অনুরাগ। আমারই মতো চক্রবাকপাখি তার সহচরীর চিন্তায় পদ্মবনের তীরে দাঁড়িয়ে। হায়, আমার আশার মতো পৃথিবীর দিঙ্মণ্ডল অকস্মাৎ অন্ধকারে ঢেকে গেল ॥ ১০ ॥

(সকলে নিষ্ক্রান্ত)

॥ দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × ততীয় অঙ্ক × × × × × × × × × × × × ×

[মনোরমার প্রবেশ]

মনোরমা—মহারানী বাসবদত্তা আমাকে আদেশ করেছেন—'ওলো মনোরমা, আজ কৌমুদী-মহোৎসব[১]। এই উৎসবে আর্যপুত্র এবং আমার কাহিনী নিয়ে সাঙ্-কৃত্যায়নী যে[২]-নাটক লিখেছেন তার বাকিটা তোমরা অভিনয় করো।' গতকাল আমার প্রিয়সখী আরণ্যকা অন্যমনস্ক হওয়ায় অভিনয়ে ভুল করেছে। আজকে আবার যদি বাসবদত্তার ভূমিকায় ঐরকম ভুল করে, তবে মহারানী ক্রুদ্ধ হবেন। অতএব আজ তাকে কোথায় পাব ? আর (তার ভুলের জন্যে) তিরস্কার করব ?

[চারিদিক দেখে] আরে এই তো আরণ্যিকা ! নিজের মনেই কী-সব বলতে বলতে দীঘির পাড়ে কলাবনে ঢুকছে। তাহলে ঝোপের আড়াল থেকে এর মনের কথা শোনা যাক্।

[তারপর কামাবস্থার অভিনয় করতে করতে উপবিষ্টা আরণ্যিকার প্রবেশ]

আরণ্যিকা—[নিঃশ্বাস ফেলে] রে হৃদয়, দুর্লভব্যক্তির প্রার্থনা করে কেন আমায় কষ্ট দিচ্ছিস্।

মনোরমা—অতএব এটাই হচ্ছে এর অন্যমনস্কতার কারণ। কিন্তু, এ কী প্রার্থনা করছে ?

আরণ্যিকা—[চোখের জল ফেলে] সেই রকম সৌম্যদর্শন হয়েও মহারাজ এভাবে আমাকে কেন দুঃখ দিচ্ছেন ?৩ আশ্চর্য, সত্যিই আশ্চর্য ! [নিঃশ্বাস ফেলে] অথবা আমারই মন্দভাগ্য। মহারাজের আবার দোষ কোথায় ?

মনোরমা—[উদ্বেগের সঙ্গে] একী ! মহারাজই এর প্রার্থনার বিষয় ! ধন্য, প্রিয়সখী, তুমি ধন্য। এ অভিলাষ তোমার উচ্চবংশের যোগ্য।

আরণ্যিকা—তাহলে এ-বিষয় কাকে জানিয়ে আমার এ দুঃখ কিছুটা লাঘব করি ? [চিন্তা করে] ও কেন। আমার অভিন্নহৃদয়া প্রিয়সখী মনোরমা তো রয়েছে। না, তার কাছেও তো লজ্জায় তা বলতে পারব না। সব কিছু ভাবলে, মরণ ছাড়া আমার হৃদয়ের শান্তি কোথায় ?

মনোরমা—(চোখের জল ফেলে) হায়, হায় ! এই মন্দভাগিনীর অনুরাগ এখন চরমে পৌঁছেছে। অতএব এখন ?

আরণ্যিকা—(কামনার সঙ্গে) এই সেই স্থান, যেখানে ভ্রমরের দল আমাকে আক্রমণ করলে মহারাজ আমায় রক্ষা করেন এবং আশ্বাস দিয়ে বলেন... ওগো ভীরু, ভয় কোরো না।

মনোরমা—(সানন্দে) একী, মহারাজ একেও দেখেছেন ! তাহলে তো সবদিক থেকে এর বাঁচার উপায় রয়েছে। তাহলে এগিয়ে যাই, একে সান্ত্বনা দিই। (এগিয়ে গিয়ে) সত্যিই হৃদয়ে লজ্জা পাবারই কথা।

আরণ্যিকা—[লজ্জার সঙ্গে স্বগতোক্তি] হায় ! ধিক্ আমাকে ধিক্। এ সবকিছুই শুনে ফেলেছে। তাহলে এখন সবই প্রকাশ করা উচিত।

[হাত ধরে প্রকাশ্যে] প্রিয়সখী, রাগ কোরো না ভাই, রাগ কোরো না। এক্ষেত্রে লজ্জারই দোষ।

মনোরমা—[সানন্দে] সখী, ভয় কোরো না। আমাকে বলো সত্যিই মহারাজ তোমাকে দেখেছেন কি না।

আরণ্যিকা—[লজ্জার সঙ্গে নতমুখে] প্রিয়সখী, তুমি তো সবই শুনেছ।

মনোরমা—যদি মহারাজ তোমাকে দেখে থাকেন, তাহলে দুঃখের কোনো কারণ নেই। তিনি নিজেই তোমাকে দেখার জন্যে ব্যাকুল হবেন।

আরণ্যিকা—সখি, ওগো সখীর অন্ধ প্রেমিকা, তুমি সখীর মতোই আমার পক্ষে কথা বলছ ; কিন্তু মহারানীর গুণাবলীর নিগড়ে নিবদ্ধ সেই ব্যক্তির (মহারাজের) পক্ষে এ কেমন করে সম্ভব ?

মনোরমা—[হেসে] আরে নির্বোধ বালিকা, কমলিনীতে মধুকরের যতই আসক্তি থাক

না কেন, মালতীফুল দেখলে তার নতুন রস আস্বাদনের জন্যে সে লোলুপ হয়ে ওঠে ; আর যতক্ষণ না তা আস্বাদ করছে ততক্ষণ তার স্বস্তি কোথায় ?

আরণ্যিকা—এ অসম্ভব বিষয় বলার দরকার নেই। অতএব এসো। শরতের তাপে সন্তপ্ত আমার শরীর, আজও তা সন্তাপ ত্যাগ করে নি।

মনোরমা—ওগো লজ্জাশীলা, এ রকম দশায় এসে নিজেকে আর ঢেকে রাখা ঠিক নয়।

[আরণ্যিকা মুখ নত করল]

মনোরমা—অয়ি স্বভাবত অবিশ্বাসিনী, কেন এখনও (নিজেকে) গোপন করছ ? নিঃশ্বাসের ছলে নিঃসৃত হচ্ছে তোমার অনুরাগ, কামদেবের শরসমূহ নিয়ত নিক্ষিপ্ত হচ্ছে তোমাতে। তার হুঙ্কারশব্দের মতোই তোমার অনুরাগও কি কথা বলছে না ?

[স্বগত অথবা এটা তিরস্কারের সময় নয় তাই আগে এর বুকে পদ্মপাতা দিই।

[উঠে দীঘি থেকে পদ্মপাতা নিয়ে এসে আরণ্যিকার বুকে দিল] সখী আমার আশ্বস্ত হোক্ আশ্বস্ত হোক্।

[বিদূষকের প্রবেশ]

বিদূষক—সত্যিই, আরণ্যিকার প্রতি প্রিয়বয়স্যের সুগভীর অনুরাগ। কেননা, রাজকার্য ছেড়ে কেবলমাত্র তাকে (পুনরায়) দেখার উপায় চিন্তা করতে করতে—তিনি নিজেকে আশ্বস্ত করেছেন। [চিন্তা করে] আচ্ছা কোথায় এখন তাকে (আরণ্যিকাকে) দেখতে পাই ? অথবা সেখানে—সেই দীঘির কাছেই তার খোঁজ করি।

মনোরমা— শুনে] কার যেন পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। তাহলে কলাবনের আড়াল থেকে দেখি—লোকটি কে ?

[উভয়ে সেইভাবে দেখতে লাগল]

আরণ্যিকা -আরে মহারাজের পার্শ্বচর সেই ব্রাহ্মণ না ?

মনোরমা—একী, বসন্তক নিজে। [সানন্দে মনে মনে] আমি যা ভেবেছিলাম তাই।

বিদূষক—[চারিদিক দেখে এ কী ! আরণ্যিকা সত্যিই কি এখন আরণ্যিকা ![৪]

মনোরমা—[স্মিত হেসে] সখি, রাজার বয়স্য এই ব্রাহ্মণ, তোমাকে উদ্দেশ্য করেই কথা বলছে। অতএব মন দিয়ে শোনা যাক্।

[আরণ্যিকা স্পৃহা ও লজ্জার সঙ্গে শুনতে লাগল]

বিদূষক—[উদ্বেগের সঙ্গে] প্রিয়বয়স্যের শরীর এখন দুর্ভর কামসন্তাপে দুর্বল। তাঁর আজ্ঞায় প্রথমেই দেবী বাসবদত্তা, পদ্মাবতী[৫] এবং অন্যান্য দেবীদের ঘরে তার খোঁজ করলাম ; কিন্তু সেখানে তাকে দেখা গেল না। তাই যেখানে দীঘিতে তাকে দেখেছিলাম সেই স্থানটাও খোঁজ করা উচিত -এই ভেবে এখানে এসেছি। কিন্তু এখানেও তো সে নেই। তাহলে এখন কী করি ?

মনোরমা—প্রিয়সখী, শুনেছ তো ?

বিদূষক—[চিন্তা করে] অথবা বয়স্য আমাকে বলেছেন—'যদি তাকে খুঁজে না পাও তাহলে অন্তঃত সেই দীঘি থেকে তার করতলের স্পর্শে দ্বিগুণ সুখকর ও শীতল

পদ্মপাতাগুলো ছিঁড়ে নিয়ে এসো।" কিন্তু কেমন করে চিনব সেই পাতাগুলো ?

মনোরমা—এই তো আমার সুযোগ। [বিদূষকের কাছে গিয়ে হাত ধরে] বসন্তক, এসো। আমি তোমায় জানিয়ে দেব।

বিদূষক—[সভয়ে] কাকে জানাবে ? দেবীকে ? না, না, আমি তো কিছুই বলি নি।

মনোরমা—বসন্তক, ভয় কোরো না। আরণ্যিকার জন্যে তোমার প্রিয়বয়স্যের যে-অবস্থার কথা তুমি বলেছ, তা থেকে দ্বিগুণ অধিক অবস্থা আমার প্রিয়সখীর, আর তা মহারাজেরই জন্যে। সুতরাং দেখো, দেখো—

[এগিয়ে গিয়ে আরণ্যিকাকে দেখালো]

বিদূষক—[দেখে সানন্দে] আমার পরিশ্রম (এখন) সফল হল। আপনার মঙ্গল হোক।

[আরণ্যিকা লজ্জার সঙ্গে পদ্মপাতাগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উঠে পড়ল]

মনোরমা—আর্য বসন্তক, তোমার দর্শনমাত্রেই আমার প্রিয়সখীর সন্তাপ দূর হয়েছে, কেননা, নিজেই সে পদ্মপাতাগুলো ফেলে দিচ্ছে। অতএব আর্য, এই পাতাগুলো গ্রহণ করে অনুগ্রহ করো।

আরণ্যিকা—[ক্ষোভের সঙ্গে] ওগো পরিহাসশীলা, আমায় লজ্জা দিচ্ছ কেন ?

বিদূষক—[দুঃখের সঙ্গে] তাহলে পদ্মপাতাগুলো থাক। তোমার প্রিয়সখী বড়োই লাজুক, অতএব এদের দুজনের মিলন কেমন করে সম্ভব ?

মনোরমা—[মুহূর্তের জন্যে চিন্তা করে সানন্দে] বসন্তক, মনে হয় এই ভাবেই হবে [কানে ফিস্ ফিস্ করে বলল]

বিদূষক—সাধু, প্রিয়সখী সাধু। [আড়ালে] এ সময়ে তোমরা এদিকে সাজসজ্জা করে নাও, ওদিকে আমিও বয়স্যকে সঙ্গে নিয়ে আসছি।

[প্রস্থান]

মনোরমা - ওগো অতিকোপনা, ওঠো, ওঠো। সেই নাটকের বাকিটা আমাদের অভিনয় করতে হবে। অতএব এসো, আমরা রঙ্গশালায় যাই। । [পরিশ্রম করে চারদিক দেখে।] এই তো রঙ্গশালা। তাহলে এসো প্রবেশ করি। [প্রবেশের অভিনয় করে চারদিক দেখে] ঠিক আছে, ঠিক আছে ; সবকিছুই প্রস্তুত। মহারানীও অবশ্যই এসে থাকবেন।

[মহারানী, সাংকৃত্যায়নী এবং মর্যাদা অনুসারে অন্যান্য অনুচরের প্রবেশ]

বাসবদত্তা—সম্মানীয়া ভদ্রমহোদয়া, আহা! আপনার কী অপূর্ব কবিপ্রতিভা! কেননা, অর্থপুত্রের এই চরিত গূঢ় ঘটনাময়, আর তা অনুভবের বিষয়। তা সত্ত্বেও আপনি তাকে নাটকে রূপ দিয়েছেন। যেন পূর্বে কখনও দেখা হয়নি এইভাবে তা দৃশ্যমান হওয়ায় আপনি এবিষয়ে আমাদের কৌতূহল অধিক বৃদ্ধি করেছেন।

সাংকৃত্যায়নী—আয়ুষ্মতী, আশ্রিত বস্তুর গুণে নীরস কাব্যও শ্রোতাদের শ্রবণসুখ সম্পাদন করে। দেখুন—সাধারণতঃ যে কোনো বস্তুই মহতের আশ্রয়ে উৎকর্ষ লাভ করে ; এমনকি ভস্মও মত্তহস্তীর মস্তকস্থ মাংসপিণ্ডদ্বয়ে সংলগ্ন হলে তা গজের ভূষণ হয়॥ ১॥

বাসবদত্তা—[স্মিতহেসে] ভগবতী, একথা সবারই জানা যে, জামাতা সকলেরই প্রিয়। সুতরাং এরূপ কথাবার্তায় আর প্রয়োজন নেই। বরং সেই অভিনয় দেখাই ভালো।

সাঙ্কৃত্যায়নী—তাই হোক। ইন্দীবরিকা, রঙ্গগৃহের পথ দেখাও।

চেটী—আসুন ভাট্টনী, আসুন।

সাঙ্কৃত্যায়নী—[চারদিক দেখে] আহা! কী সুন্দর এই প্রেক্ষাগৃহ! স্বর্ণস্তম্ভগুলো শত শত রত্নে শোভিত, তাতে প্রলম্বিত রয়েছে বড়ো বড়ো মুক্তামালা, ফলে, এ প্রেক্ষাগৃহ সুন্দর। অপ্সরার চেয়ে রূপসী যুবতীরা এখানে সমাগত; দেবতাদের সুবিশাল গৃহ বা বিমানের মতো এই প্রেক্ষাগৃহ শোভা পাচ্ছে॥ ২।

মনোরমা এবং আরণ্যিকা—[এগিয়ে গিয়ে] জয় হোক, ভাট্টনীর জয় হোক।

বাসবদত্তা—মনোরমা, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। অতএব যাও, শীঘ্র তোমরা সেজে নাও।

উভয়ে—যে আজ্ঞা, মহারানী। [প্রস্থানোদ্যত]

বাসবদত্তা—আরণ্যিকা, সাজঘরে যাও এবং আমার অঙ্গে যে সমস্ত অলঙ্কার দেখছ, এই অলঙ্কারে নিজেকে সজ্জিত করো।

[অলঙ্কারগুলি খুলে আরণ্যিকাকে দিল]

আর মনোরমা, তুমিও—আমার পিতা আর্যপুত্রের নলাগিরি গ্রহণে[৬] সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে যে-সব অলঙ্কার দিয়েছিলেন, সেইগুলি ইন্দীবরিকার কাছ থেকে নাও; নিয়ে সাজঘরে যাও। সেই সমস্ত অলঙ্কারে নিজেকে সজ্জিত করো, যাতে তোমাকে দেখতে ঠিক মহারাজের মতোই হয়।

ইন্দীবরিকা—এই আসনে বসুন ভাট্টনী।

বাসবদত্তা—[আসন দেখিয়ে] ভগবতী উপবেশন করুন॥ [উভয়ে উপবেশন করল]

[তারপর সজ্জিত কঞ্চুকীর প্রবেশ]

কঞ্চুকী—এখন এই বার্ধক্যপীড়িত অবস্থায় আমি রাজার সমস্ত কাজের অনুকরণ করে থাকি। দণ্ডনীতির[৭] সাহায্যে রাজা যেমন নগরের মধ্যে শান্তিশৃঙ্খলার ব্যবস্থা করেন, প্রজাদের পদে পদে রক্ষা করেন প্রমাদ থেকে, আমিও তেমনি যষ্টি অবলম্বন করে অন্তঃপুরিকাদের দেখাশোনার ব্যবস্থা করি, তাদের প্রতিপদে (চারিত্রিক) স্খলন থেকে রক্ষা করে থাকি॥ ৩॥

ওহে, সার্থকনামা নিখিল শত্রুসৈন্যের বিজেতা মহাসেন অন্তঃপুরিকাদের উদ্দেশে আমাকে একথা জানাতে আদেশ করেছেন—'আগামীকাল আমরা উদয়নের উৎসব (অর্থাৎ বাসবদত্তার সঙ্গে বিবাহোৎসব) অনুষ্ঠান করব। অতএব উৎসবের যোগ্য উজ্জ্বল পোষাকে সজ্জিত হয়ে তোমরা পরিজনের সঙ্গে কামোদ্যানে যাও।'

সাঙ্কৃত্যায়নী—[কঞ্চুকীকে উদ্দেশ করে] রাজপুত্রীর নাটক আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। দেখুন—

কঞ্চুকী—অতএব (মহাসেনের) সেই জানাতে হবে যে, সপরিজনে যেন তারা গমন করেন; কিন্তু পরিজনরা যেন আর সজ্জিত না হয়। কেননা—

এমনকি অন্তঃপুরিকাদের মধ্যে দেবীর যে-সমস্ত পরিচারিকা তাদের সহচরীদেরও দেখা যাচ্ছে যে, তারা পায়ে নূপুর পরেছে তাদের প্রশস্ত নিতম্বে শিঞ্জিত হচ্ছে মেখলাদাম, স্তনদেশ হারের কান্তিতে শোভিত, বাহুতে তাদের অঙ্গদ-আভরণ, কর্ণে শোভা পাচ্ছে কুণ্ডল, হস্তে বলয় এবং স্বস্তিক অলঙ্কারে[৮] ভূষিত তাদের কেশপাশ। (অতএব পূর্বেই তারা সজ্জিত হওয়ায় আর সাজসজ্জার দরকার নেই)॥ ৪॥

বস্তুতঃ এখানে নতুনত্ব এমন কিছুই নেই, যা আমাকে করতে হবে। প্রভুর আদেশ - এই কথা চিন্তা করে আমি রাজকুমারীর উদ্দেশে কেবলমাত্র তাঁর (প্রভুর) আদেশের বাকি অংশটা জানিয়ে দিই। [পরিক্রমণ করে এবং দেখে] আরে এই তো সেই বাসবদত্তা (রাজকুমারী) সঙ্গীতশালায় প্রবেশ করছেন, আর বীণা হাতে নিয়ে কাঞ্চনমালা তার অনুগমন করছে। যাই আমি তাকেই বলি। (তার দিকে গেল)

[বাসবদত্তার বেশে আরণ্যিকার প্রবেশ, তার সঙ্গে বীণাহাতে কাঞ্চনমালা]

আরণ্যিকা—সখী কাঞ্চনমালা, আজও কেন আবার সঙ্গীতাচার্য বিলম্ব করছেন ?

কাঞ্চনমালা—রাজকুমারী, তিনি একটি পাগলকে রেখেছেন। তার কথা শুনে আচার্য অভিভূত হয়ে সেখান থেকে মজা দেখছেন।

আরণ্যিকা—ওলো, সে তাকে ভালোই জিজ্ঞাসা করেছে। দু'জনেই পাগল, তাই বলে না, যে যেমন সে তেমন ব্যক্তিকে পেয়েই আনন্দ পায়।

সাংকৃত্যায়নী—দেখছি রাজকুমারীর মতোই তার আকৃতি। এই রকম আকৃতি থাকায় সে আপনার ভূমিকায় অবশ্যই ভালো করবে।

কঞ্চুকী—[এগিয়ে গিয়ে] রাজপুত্রী, মহারাজ আপনাকে জানাচ্ছেন—'আগামীকাল অবশ্যই আমরা তোমার বীণাবাদন শুনব, তাই তুমি ঘোষবতীকে[৯] নূতন তারে সজ্জিত করে প্রস্তুত থাকো।

আরণ্যিকা—আর্য, যদি তাই হয়, তাহলে শীঘ্র বীণার শিক্ষককে পাঠান।

কঞ্চুকী—এই আমি বৎসরাজকে পাঠাচ্ছি। [প্রস্থান]

আরণ্যিকা—কাঞ্চনমালা, আমার ঘোষবতী-বীণা নিয়ে এসো, তার তারগুলো ততক্ষণ পরীক্ষা করা যাক্।

[বৎসরাজের বেশে মনোরমার প্রবেশ]

মনোরমা—[স্বগত] মহারাজ তো বিলম্ব করছেন। বসন্তক কি তাঁকে বলে নি ? অথবা তিনি কি দেবীকে ভয় পাচ্ছেন ? যদি এসময় আসেন তাহলে বড়ো ভালো হয়।

[রাজার শরীর আচ্ছাদিত করে বিদূষকের প্রবেশ]

রাজা—হিমাংশু যেমন পূর্বে আমায় সন্তাপ দিত, আজকে তা দেয় না। পূর্বে যেমন উষ্ণ নিশ্বাস নিয়ত আমার অধর শুষ্ক করত, এখন ঠিক তা করে না। আগের মতো এখনই আমার মন শূন্য নয় এবং শরীরও শিথিল নয়। হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা প্রায় সম্পূর্ণ এই চিন্তাতেই আমার দুঃখ কমে এসেছে॥ ৫॥

বয়স্য, মনোরমা ঠিক কথাই বলেছে—'যেহেতু মহারানী, আমার প্রিয়সখীকে মহারাজেরও দর্শনপথ থেকে দূরে রেখেছেন' সেইজন্যে এটাই হচ্ছে (উভয়ের) মিলনের উপায়। আজ রাত্রে মহারানীর সম্মুখে আমরা 'উদয়নচরিত'-

নাটক অভিনয় করব। এতে বাসবদত্তার ভূমিকায় থাকবে আরণ্যিকা আর আমি হব বৎসরাজ। সবকিছুই জানা যাবে তাঁর নিজের চরিত থেকেই। অতএব নিজেই এসে নিজের ভূমিকায় অভিনয় করে তিনি মিলনের আনন্দ অনুভব করুন।'

বিদূষক—আপনি যদি আমায় বিশ্বাস না করেন, তাহলে এখানে মনোরমা আপনার বেশ ধারণ করে অপেক্ষা করছে। সুতরাং তার কাছে যান এবং নিজেই তাকে জিজ্ঞাসা করুন।

রাজা—[মনোরমার কাছে এগিয়ে গিয়ে] মনোরমা, বসন্তক যা বলছে, তা কি সত্যি ?

মনোরমা—প্রভু, হ্যাঁ, সম্পূর্ণ সত্যি। এই অলঙ্কারে নিজেকে অলংকৃত করুন।

[অলঙ্কারগুলো খুলে রাজাকে দিল]

[রাজা সেগুলি পরিধান করলেন]

বিদূষক—সত্যিই, দাসীরাও এভাবে রাজাদের নাচাচ্ছে ! হায় ! (ঈপ্সিত) কার্যের কী গুরুত্ব !

রাজা—[হেসে] মূর্খ, এটা পরিহাসের সময় নয়। যাও, নীরবে চিত্রশালায় প্রবেশ করো এবং সেখানে মনোরমার সঙ্গে থেকে আমাদের অভিনয় দেখো।

[উভয়ে তাই করল]

আরণ্যিকা—ওলো কাঞ্চনমালা, বীণা এখন থাক ; আমি তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাই।

রাজা—তাহলে শুনি এখন নাটকের কোন্ অংশের অভিনয় হচ্ছে।

[মন দিয়ে শুনতে লাগলেন]

কাঞ্চনমালা—রাজকুমারী জিজ্ঞাসা করুন।

আরণ্যিকা – সত্যিই কি আমার পিতা এই কথা বলেছেন—'যদি বৎসরাজ বীণা বাজাবার সময় আমাকে অপহরণ করেন, তাহলে আমি অবশ্যই তাকে বন্ধন থেকে মুক্ত করব ?

রাজা—[পর্দা সরিয়ে প্রবেশ করলেন এবং সানন্দে কাপড়ের আঁচলে গিঁট বাঁধলেন] এই রকমই যদি হয়, তাহলে আর সন্দেহ কোথায়। দেখছি,—বীণা বাজিয়ে পরিজনের সঙ্গে প্রদ্যোতকে বিস্মিত করে অচিরেই আমি বাসবদত্তাকে অপহরণ করতে পারব ॥ ৬ ॥

কেননা, (মন্ত্রী) যৌগন্ধরায়ণ সবকিছুরই সুবন্দোবস্ত করেছে।

বাসবদত্তা—[হঠাৎ উঠে] জয় হোক, আর্যপুত্রের জয় হোক।

রাজা—[স্বগত] এ কী ! দেবী কি আমায় চিনতে পেরেছেন ?

সাংকৃত্যায়নী—[মৃদু হেসে] রাজপুত্রী, ব্যাকুল হয়ো না, এটা যে নাটক।

রাজা—[মনে মনে সানন্দে] এখন বাঁচলাম।

বাসবদত্তা—[লজ্জার সঙ্গে মৃদু হেসে উপবেশন করে] এ কী ! এ তো মনোরমা। আমি কিন্তু মনে করলাম এ আর্যপুত্র। চমৎকার ! মনোরমা, চমৎকার ! সুন্দর অভিনয় করেছ।

সাংকৃত্যায়নী—রাজপুত্রী, মনোরমা যথার্থই আপনার ভ্রান্তি উৎপাদন করেছে, দেখুন—বৎসরাজের মতোই এই সেই নয়নানন্দকর রূপ, সেই উজ্জ্বল বেশ, মত্ত হস্তীর

মতো সেই গমনভঙ্গী, অতিমহান সেই গাম্ভীর্য, সেই বিলাস; সজল জলদের নিনাদের মতো সেই কণ্ঠস্বর ; এভাবে অভিনয়কুশলতায় মনোরমা আমাদের সম্মুখে সাক্ষাৎ বৎসরাজকেই উপস্থাপিত করেছে ॥ ৭ ॥

বাসবদত্তা—ওলো ইন্দীবরিকা, আর্যপুত্র শৃঙ্খলিত অবস্থায় আমাকে বীণা বাজানো শিখিয়েছিলেন, তাই (আজ) তাঁকে নীলোৎপলের মালা দিয়ে শৃঙ্খলিত করো ।

[ইন্দীবরিকা তাই করল এবং আবার সেখানেই উপবেশন করল]

আরণ্যিকা—কাঞ্চনমালা, বলো বলো ; সত্যিই কি পিতা বলেছেন—'যদি বীণা বাজাবার সময় বৎসরাজ আমায় অপহরণ করেন তাহলে অবশ্যই আমি তাঁকে বন্ধনমুক্ত করব' ?

কাঞ্চনমালা—রাজকুমারী, এ কথা সত্যি । আপনি সেই রকম কাজই করুন, যাতে নিশ্চিতভাবে বৎসরাজের আদরের পাত্রী হতে পারেন ।

রাজা—আমার যা অভিলাষ, কাঞ্চনমালা তাই প্রকাশ করেছে ।

আরণ্যিকা—যদি তাই হয়, তাহলে সযত্নে বাজাই ।

[গান করতে করতে বাজাতে লাগল]

মেঘবন্ধনে ব্যাপ্ত গগন নিরখি
দয়িতারে লয়ে সাথে
আপন আবাস মানসে আসার
মরালের সাধ জাগে ॥ ৮ ॥

দ্বিতীয় অর্থ—নৃপশ্রেষ্ঠ বৎসরাজ নিবিড় বন্ধনে নিরুদ্ধ কারাগার দেখে দয়িতা (বাসবদত্তা)কে অপহরণ করেন এবং তার মন পাবার জন্যে আপনার গৃহে আসতে ইচ্ছে করেন ॥ ৮ ॥

[বিদূষক নিদ্রার অভিনয় করতে লাগল]

মনোরমা—[হাত দিয়ে ঠেলে] বসন্তক, দেখো দেখো, আমার প্রিয়সখীর অভিনয় দেখো ।

বিদূষক—[ক্রোধের সঙ্গে] বাঁদীর বেটী, তুইও আমাকে ঘুমোতে দিবি না ? যে-দিন থেকে মহারাজ আরণ্যিকাকে দেখেছেন সেই থেকে তাঁর ঘুম তো নেইই, তাঁর সঙ্গে আমিও দিনরাত্রি চোখে ঘুম দেখিনি । অতএব যাই, অন্য জায়গায় গিয়ে ঘুমোই । [বাইরে গিয়ে শুয়ে পড়ল]

[আরণ্যিকা আবার গান করতে লাগল]

হে কুটিল মনোভব, অভিনব অনুরাগে যখন ভ্রমরীকে ফেল তার চিত্ত প্রিয়দর্শন প্রেমিককে প্রার্থনা করে—ব্যাকুল হয় ॥ ৯ ॥

রাজা—[গান শুনে হঠাৎ এগিয়ে গিয়ে] চমৎকার ! রাজকুমারী, চমৎকার ! আহা, কী সুন্দর গান, কী সুন্দর বাজনা ! কেননা—

এখানে বাদ্যসংগীতে দশরকমের ব্যঞ্জনাধাতুই[১০] স্পষ্ট পরিস্ফুট হয়েছে ; দ্রুত, মধ্য ও বিলম্বিত—এই তিন প্রকার লয়ের ভেদ এখানে সুস্পষ্ট ; গোপুচ্ছা প্রভৃতি[১১] তিন রকমের যতিও যথাবিধি সম্পন্ন হয়েছে, আর তত্ত্ব, ওঘ এবং অনুগত—এই ত্রিবিধ বাদ্যবিধিও[১২] যথাবিধি দেখানো হয়েছে ॥ ১০ ॥

আরণ্যিকা—[বীণা হাতে উঠে রাজাকে অভিলাষের সঙ্গে দেখতে লাগল] উপাধ্যায়, প্রণাম গ্রহণ করুন।

রাজা—[মৃদু হেসে] আমি যা চাই, তোমার তাই যেন হয়।

কাঞ্চনমালা—[আরণ্যিকার আসন দেখিয়ে] উপাধ্যায়, এই আসনে উপবেশন করুন।

রাজা—[উপবেশন করে] রাজপুত্রী এখন কোথায় বসবে ?

কাঞ্চনমালা—[মৃদু হেসে] আপনি এইমাত্র সঙ্গীতবিদ্যার প্রশংসা করায় রাজকুমারী এখন পরিতৃপ্ত। অতএব তিনি উপাধ্যায়ের এই আসনেই অংশ গ্রহণের যোগ্য।

রাজা—তাহলে বসুক, সে তো অর্ধাসনের যোগ্যা রাজপুত্রী, উপবেশন করো।

[আরণ্যিকা কাঞ্চনমালার দিকে তাকাল]

কাঞ্চনমালা—[মৃদু হেসে] রাজকুমারী, বসুন। এক্ষেত্রে দোষ কোথায় ? আপনি তো এঁর শিষ্যা। [আরণ্যিকা লজ্জার সঙ্গে উপবেশন করল]

বাসবদত্তা—[লজ্জার সঙ্গে] ভগবতী, নাটকে বড়ো বাড়াবাড়ি হয়েছে। আমি কিন্তু এসময়ে আর্যপুত্রের সঙ্গে একাসনে বসতে পারতাম না।

রাজা—রাজপুত্রী, বাজাও তোমার বীণা, আমি আবার শুনতে চাই।

আরণ্যিকা—[মৃদু হেসে] কাঞ্চনমালা, বহুক্ষণ বীণা বাজিয়ে আমি এখন ক্লান্ত। এখন আমার শরীর অবসন্ন ; তাই বলছি, এখন আর বাজাতে পারছি না।

কাঞ্চনমালা—উপাধ্যায়, রাজকুমারী সত্যিই বড়ো ক্লান্ত। দেখুন, এর গালে স্বেদবিন্দু জমেছে, আর হাতের আঙুলগুলো কাঁপছে। অতএব কিছুক্ষণের জন্যে ইনি বিশ্রাম নিন।

রাজা—কাঞ্চনমালা, তুমি ঠিকই বলেছ। [হাত দিয়ে রাজা ধরতে গেলে আরণ্যিকা হাত সরিয়ে নিল]

বাসবদত্তা—[ঈর্ষার সঙ্গে] ভগবতী, এখানেও বাড়াবাড়ি করেছেন। আমি নিশ্চয়ই কাঞ্চনমালা নই যে, এই রকম রচনায় বঞ্চিত হব।[১৩]

সাংকৃত্যায়নী—[হেসে] আয়ুষ্মতী, কাব্য এইরকমই হয়।

আরণ্যিকা—[ক্রোধের সঙ্গে] দূর হও, দূর হও, কাঞ্চনমালা, আমি তোমায় পছন্দ করি না।

কাঞ্চনমালা—[মৃদু হেসে] আমার এখানে থাকা যদি তোমার পছন্দ না হয়, তাহলে এই আমি চললাম। [প্রস্থান]

আরণ্যিকা—[ব্যাকুল হয়ে] কাঞ্চনমালা, যেও না, যেও না। আমি হাতের অগ্রভাগ এঁকে সমর্পণ করলাম।

রাজা—[আরণ্যিকার হাত ধরে] সদ্য শিশিরকণার সংস্রবে শীতল এটা (হাত) কি পদ্মের কোরক ? কিন্তু এখন সূর্যকিরণ না থাকায় এর তো বিকাশের সময় নয়, প্রত্যূষই পদ্মকোরকের আনন্দের (বিকাশের) যোগ্যকাল। নখরূপ পাঁচটি চন্দ্র কি শীতলতা বর্ষণ করছে। কিন্তু এ বর্ষণও আমায় যে দগ্ধ করছে। আমি স্পষ্ট বুঝছি যে, ঘর্মের জলে নিয়ত অমৃত ক্ষরিত হচ্ছে॥ ১১॥ অধিকন্তু, তোমার এই হাত কোমল কিশলয়-পল্লবের শোভাহরণে নিপুণ। নিজ হাতে আমার হৃদয়ে এই অনুরাগ তুমি রোপণ করেছ॥ ১২॥

আরণ্যিকা—[স্পর্শবিশেষের অভিনয় করে] হা ধিক্, হা ধিক্, এই মনোরমাকে স্পর্শ

করার অভ্যাসে এখন আমার শরীর কী দুঃসহ মনোবিকারে অনর্থ সৃষ্টি করছে।

বাসবদত্তা—[হঠাৎ উঠে] ভগবতী, আপনি দেখুন। আমি কিন্তু এরকম অবাস্তব কিছু দেখতে পারি না।

সাংকৃত্যায়নী—রাজপুত্রী, এই গান্ধর্ববিবাহ ধর্মশাস্ত্রসম্মত। এ বিষয়ে লজ্জার কী আছে? এটা নাটকীয় অভিনয়, অতএব অস্থানে রসভঙ্গ করে আপনার যাওয়া ঠিক নয়। [বাসবদত্তা পরিক্রমণ করতে লাগলেন]

ইন্দীবরিকা—[দেখে] মহারানী, বসন্তক চিত্রশালার দরজায় দারুণ ঘুমোচ্ছে।

বাসবদত্তা—[ভালো করে দেখে] ঠিক বসন্তকই তো! [চিন্তা করে] রাজাও তাহলে এখানেই আছেন। অতএব একে জাগিয়ে জিজ্ঞাসা করে দেখি।

[তাকে জাগালো]

বিদূষক—[ঘুম জড়ানো অবস্থায় উঠল এবং হঠাৎ দেখে] মনোরমা, প্রিয়বয়স্য কি অভিনয় করে ফিরেছেন? না কি এখনও অভিনয় করছেন?

বাসবদত্তা—[বিষাদের সঙ্গে] কী, আর্যপুত্র অভিনয় করছেন? তাহলে মনোরমা এখন কোথায়?

বিদূষক—সে তো চিত্রশালায় আছে।

মনোরমা [সভয়ে মনে মনে] আচ্ছা, এ কী করে হল যে, দেবী ঘটনাটা অন্যরকমই মনে করলেন এবং তাকে জিজ্ঞাসা করতে গেলেন। আর এই মূর্খ কুৎসিত বামুনটাও তাঁকে (দেবীকে) সম্পূর্ণ অন্যরকম জেনেও সমস্ত ব্যাপারটাই মাটি করে দিল।

বাসবদত্তা— ক্রোধের সঙ্গে হেসে] ধন্য মনোরমা, তুমি ধন্য। তুমি ভালোই অভিনয় করেছ।

মনোরমা - [ভয়ে কেঁপে পায়ে পড়ে] মহারানী, এক্ষেত্রে সত্যি সত্যি আমার কোনো দোষ নেই। এই মূর্খটা জোর করে আমার কাছ থেকে অলঙ্কারগুলো নিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে রইল, আর আমি এখানে আটকে পড়লাম। আমি কাঁদতে লাগলাম, কিন্তু কান্নার শব্দ মুরজের ধ্বনিতে ডুবে যাওয়ায় কেউ তা শুনতে পেল না।

বাসবদত্তা—ওলো, ওঠো। সব বুঝেছি, তাহলে বসন্তকই হচ্ছে 'আরণ্যকা'-নাটকের সূত্রধার।

বিদূষক—আপনি নিজেই চিন্তা করুন—কোথায় আরণ্যকা আর কোথায় বসন্তক।

বাসবদত্তা - মনোরমা একে ভালো করে বেঁধে নিয়ে এসো। তারপর তাঁর (রাজার) অভিনয় আমি দেখছি।

মনোরমা—[স্বগত] এখন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। [বিদূষকের হাত বাঁধল এবং প্রকাশ্যে] ওরে দুষ্টু! এখন নিজের দুর্নীতির ফল ভোগ করো।

বাসবদত্তা—[ব্যাকুল হয়ে এগিয়ে গিয়ে] আর্যপুত্র, এই অমঙ্গল দূরে হোক। [এই বলে দু'পা থেকে নীলোৎপলের মালা খুলে ফেলে উপহাসের সঙ্গে] আর্যপুত্র ক্ষমা করুন, কেননা আমি আপনাকে মনোরমা মনে করে নীলোৎপলের মালা দিয়ে বেঁধেছিলাম। [আরণ্যকা সভয়ে দূরে সরে গেল]

রাজা—[হঠাৎ উঠে বিদূষক এবং মনোরমাকে দেখে মনে মনে] দেবী আমায় কেমন করে চিনল ? [লজ্জার অভিনয় করতে লাগলেন]

সাংকৃত্যায়নী—[সবকিছু দেখে স্মিতহাস্যে] কী করে নাটকটি সম্পূর্ণ ভিন্নপথে মোড় নিল ? না, আমার মতো লোকের এখানে থাকা ঠিক নয়। [প্রস্থান]

রাজা—[স্বগত] দেবীর ক্রোধ প্রকাশের এ এক অপূর্ব কৌশল। এ ক্ষেত্রে দেখছি ক্রোধ প্রশমিত করা বেশ কঠিন। [চিন্তা করে] তাহলে এই কার। [প্রকাশ্যে] দেবী, ক্রোধ ত্যাগ করো।

বাসবদত্তা—আর্যপুত্র, ক্রোধ আবার কে করেছে ?

রাজা—কেন ? তুমি ক্রুদ্ধ হওনি ? যদিও তোমার দৃষ্টি স্নিগ্ধ, তবু দু'নয়নে তাম্রের দ্যুতি। কথা বলায় মাধুর্য থাকলেও পদে পদে স্খলিত হচ্ছে তোমার অস্ফুট এই বাক্য। নিঃশ্বাস চাপা থাকলেও স্ফীতস্তনের কম্পনে তা পরিস্ফুট। অনেক আয়াসে ক্রোধ রুদ্ধ করলেও তা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে ॥ ১৩ ॥
[পায়ে পড়ে] প্রসন্ন হও প্রিয়ে, প্রসন্ন হও।

বাসবদত্তা—আরণ্যিকা, তোমাকে কুপিত মনে করে আর্যপুত্র 'প্রসন্ন হও প্রিয়ে, প্রসন্ন হও' —এভাবে তোমাকে প্রসন্ন করছেন। অতএব যাও, এগিয়ে যাও।

[এই বলে হাত ধরে টানতে লাগল ।

আরণ্যিকা—[সভয়ে] মহারানী, আমি তো কিছুই জানি না।

বাসবদত্তা—আরণ্যিকা, তুমি জান না কেমন ? তাহলে এবার তোমায় শিক্ষা দিচ্ছি। ইন্দীবরিকা, যাও, একে নিয়ে যাও।

বিদূষক—মাননীয়ে, আজ কৌমুদী-মহোৎসবে বয়স্য আপনার চিত্ত প্রসন্ন করার জন্যে এই অভিনয়ের ব্যবস্থা করেছেন।

বাসবদত্তা—তোমাদের এই ভ্রষ্টাচার দেখে আমার হাসি পায়।

রাজা—দেবী, ভুলবোঝাবুঝির অবসান হোক্। দেখো—কেন (ক্রোধে) ভ্রূবিকারে বৃথাই কলঙ্কিত করছ তোমার ললাটচন্দ্রমা ? কেন কোপকম্পিত অধরটিকে বাতাসে চঞ্চল বন্ধুজীবকুসুমের মতো করেছ ? আর কেনই বা অত্যন্ত কম্পিত স্তনদ্বয়ের ভারে ক্লিষ্ট হচ্ছে তোমার কটিদেশ ? ক্রোধ ত্যাগ করো তোমারই চিত্ত-বিনোদনের জন্যে আমার এই অভিনয় ॥ ১৪ ॥
প্রসন্ন হও, দেবী, প্রসন্ন হও। [দু'পায়ে পড়লেন]

বাসবদত্তা—ওলো, অভিনয় শেষ। তাহলে এসো, অভ্যন্তরে প্রবেশ করা যাক্।

[প্রস্থান]

গর্ভনাটক[১৪] সমাপ্ত

রাজা—[দেখে] একী, দেবী যে কৃপা না করেই চলে গেল ! একদিকে আমার সামনে যখন ভেসে ওঠে দেবীর সেই ঘর্মজলকণায় আকীর্ণ এবং (ক্রোধে) অতি ভয়ঙ্কর ভ্রূভঙ্গীপূর্ণ মুখ, তখন আমি ভীত ; আর

অন্যদিকে যখন ভয়ে বেগে ধাবমান মৃগের অতিচঞ্চল উৎপলের মতো নয়ন-সম্পন্ন প্রিয়ার সেই মুখ মনে পড়ে তখন আমার চিত্ত উৎকণ্ঠিত। সত্যিই আমি মহা সঙ্কটে পতিত ॥ ১৫ ॥

অতএব এখন শয়নকক্ষে যাই এবং দেবীর কৃপালাভের উপায় চিন্তা করি।

[সকলের প্রস্থান]

॥ তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × চতুর্থ অংক × × × × × × × × × × × × ×

[মনোরমার প্রবেশ]

মনোরমা—[উদ্বেগের সঙ্গে] ওঃ দীর্ঘদিনেও মহারানীর ক্রোধ শান্ত হল না। এতদিন বন্দী থাকা সত্ত্বেও প্রিয়সখী আরণ্যিকার উপর তাঁর অনুকম্পা হল না। আহা বেচারা, নিজের বন্দীত্বের কষ্টে যতটা না দুঃখিত, তার চেয়ে বেশী দুঃখিত প্রিয়দর্শনের আশা না থাকায়। আর এমনই দুঃখ যে আমি আজকেই আত্মহত্যা থেকে তাকে অতিকষ্টে নিবৃত্ত করি। এ খবর মহারাজকে জানাবার জন্যে বসন্তককে বলে, তারপর এখানে এসেছি।

[কাঞ্চনমালার প্রবেশ]

কাঞ্চনমালা—আশ্চর্য! পূজনীয়া সাংকৃত্যায়নীকে খুঁজছি, তবু দেখা পেলাম না। [দেখে] যাই, তাহলে এই মনোরমাকেই জিজ্ঞাসা করি [এগিয়ে গিয়ে] মনোরমা, তুমি কি জান, মাননীয়া সাংকৃত্যায়নী কোথায়?

মনোরমা—[তাকে দেখে চোখের জল মুছে] ওলো কাঞ্চনমালা, তাঁকে আমি দেখেছি; কিন্তু তাঁকে তোমার কী দরকার?

কাঞ্চনমালা—মনোরমা, আজ দেবী অঙ্গারবতী একটা চিঠি পাঠিয়েছেন। তা পড়া হলে মহারানীর চোখ জলে ভরে গেল, আর তিনি অত্যন্ত দুঃখ করতে লাগলেন। তাই তাঁর বিনোদনের জন্যে মাননীয়া (সাংকৃত্যায়নীর) খোঁজ করছি।

মনোরমা—সখী, কিন্তু সেই চিঠিতে কী লেখা ছিল?

কাঞ্চনমালা—'যে আমার বোন সে তোমার মায়ের মতো। তার স্বামী দৃঢ়বর্মা তোমার পিতৃতুল্য। সুতরাং তোমার কাছে এ বিষয়ে আর কী বলার আছে? পাপিষ্ঠ কলিঙ্গরাজার হাতে তিনি এক বছরেরও বেশি বন্দী আছেন। অতএব এই অনিষ্ট সংবাদ শুনে শক্তিশালী প্রতিবেশী তোমার স্বামীর এখন উদাসীন থাকা ঠিক নয়।'

মনোরমা—ওলো কাঞ্চনমালা, যেখানে মহারাজ আদেশ দিয়েছিলেন যে, এই সংবাদ যেন মহারারানীকে কেউ না জানায়, সেক্ষেত্রে এখন কে সেই চিঠি তাঁকে (পড়ে) শোনালো?

কাঞ্চনমালা—আমি যখন (চিঠিটি) নিজে পড়ে নীরব রইলাম, তখন মহারানী নিজেই আমার হাত থেকে চিঠিটি নিয়ে পড়লেন।

মনোরমা—তাহলে তুমি যাও। গজদন্ত নির্মিত কক্ষে মহারানী তাঁর (সাংকৃত্যায়নীর) সঙ্গেই রয়েছেন।

কাঞ্চনমালা—তবে মহারানীর কাছেই যাই। [প্রস্থান]

মনোরমা—আরণ্যিকার কাছ থেকে অনেকক্ষণ এসেছি। আহা বেচারা, নিজের জীবনের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত। যে-কোনো সময় কিছু অনর্থ ঘটতে পারে। অতএব তার কাছে যাই। [প্রস্থান]

প্রবেশক সমাপ্ত

[উদ্বেগের সঙ্গে উপবিষ্টা বাসবদত্তা, সাংকৃত্যায়নী এবং মর্যাদা অনুসারে সহচরীদের প্রবেশ]

সাংকৃত্যায়নী—রাজকুমারী, উদ্বেগের কী প্রয়োজন? বৎসরাজ সেরকম নন। আপনার মাসিমার স্বামীর এমন অবস্থা ভালোভাবে জেনেও বৎসরাজ কেমন করে নিশ্চিন্তে থাকবেন?

বাসবদত্তা—[সজলনয়নে] ভগবতী, আপনি এ বিষয়ে অতি সরলা। যাঁর সঙ্গে আপনার এখন কোনো সম্পর্ক নেই, তিনি কেন আমার জন্যে কোনো কাজ করবেন? মায়ের উচিত ছিল এ বিষয়ে আমাকে লেখা। তিনি তো আর জানেন না যে, বাসবদত্তা আজ আর আগের মতো নেই। আপনি তো নিজের চোখেই আরণ্যিকার ব্যাপার দেখলেন। তাহলে একথা কী করে বলছেন?

সাংকৃত্যায়নী—আমি যতটা দেখেছি তা থেকেই বলছি যে, তিনি কৌমুদী-মহোৎসবে আপনাকে হাসাবার জন্যেই সেরকম করেছিলেন।

বাসবদত্তা—ভাগবতী, এখানে এ পর্যন্তই সত্য। তাতে হল কী? না, না আমি উপহাসের পাত্রী হয়ে গেলাম, কেননা, মাননীয়া আপনার সামনে লজ্জায় তখন কোনোরকমে দাঁড়িয়েছিলাম। সুতরাং এ কথায় আর দরকার কী? এই পক্ষপাতের ফলেই আমি আজ এই অবস্থায় এসেছি। [কাঁদতে লাগলেন]

সাংকৃত্যায়নী—রাজপুত্রী, কাঁদবেন না। বৎসরাজ সেরকম নন। [দেখে] অথবা, তিনি স্বয়ং এখানে এসে আপনার ক্রোধ প্রশমিত করবেন।

বাসবদত্তা—এসব আপনার কল্পনা। [তারপর রাজা এবং বিদূষকের প্রবেশ]

রাজা—বয়স্য, প্রিয়াকে মুক্ত করার এখন উপায় কী?

বিদূষক—সখা, দুঃখ ছাড়ুন। আমি আপনাকে উপায়ের কথা বলছি।

রাজা—[সানন্দে] বয়স্য, শীঘ্র বলো।

বিদূষক—মহারাজ অনেক যুদ্ধে শত্রুদের সঙ্গে সংঘর্ষে পরাক্রান্ত আপনার দু'বাহু এখনও শোভা পাচ্ছে, আরও রয়েছে আপনার দুর্ধর্ষ বহু গজ, অশ্ব এবং পদাতিক সৈন্য। এই সমস্ত সৈন্য নিয়ে অন্তঃপুরে কঠিন আঘাত হেনে আরণ্যিকাকে উদ্ধার করুন।

রাজা—বয়স্য, তোমার এই উপদেশ অসম্ভব।

বিদূষক—কেন? এখানে অসম্ভব কেন? কেন না, সেখানে কুঁজো, বামন আর বুড়ো কঞ্চুকী ছাড়া অন্য কোনো মানুষ তো নেই।

রাজা—[অবজ্ঞার সঙ্গে] মূর্খ, কী যা তা বকছ? দেবীর অনুগ্রহ ছাড়া তার (প্রিয়ার) মুক্তিলাভের অন্য কোনো উপায় নেই। অতএব বলো, দেবীকে

কেমন করে প্রসন্ন করি।

বিদূষক—ওহে, এক মাস উপোস করে জীবন ধারণ করুন। এরকম করলে দেখবেন, দেবী চণ্ডী আপনিই প্রসন্ন হয়েছেন।

রাজা—[হেসে] পরিহাস না করে বলো—কেমন করে দেবীর প্রসাদ পাব ?

আমি কি ধৃষ্ট[১] নায়ক হয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে, গতি রুদ্ধ করে, স্মিতহাস্যে প্রিয়ার কণ্ঠে আলিঙ্গন করব ? অথবা তাকে কি অজস্র চাটুবাক্যে তুষ্ট করব ? অথবা দেবীর সামনে পায়ে পড়ে কৃতাঞ্জলি হয়ে থাকব ? হায় ! সত্যি সত্যিই জানি না, কেমন করে দেবী প্রসন্ন হবেন ॥ ১ ॥

অতএব এসো, দেবীর কাছেই যাই।

বিদূষক—ওহে, আপনি নিজেই যান। আমি কিন্তু এইমাত্র কারাগার থেকে পালিয়ে এখানে এসেছি। সুতরাং আমি যাচ্ছি না।

রাজা— হেসে ঘাড় ধরে জোর করে ফেরাল] মূর্খ, এসো, এসো। [পরিক্রমণ করে, দেখে] এই যে দেবী গজদন্ত নির্মিত কক্ষে আছেন। তার কাছে এগিয়ে যাই। [লজ্জার সঙ্গে এগিয়ে চললেন]

বাসবদত্তা খেদের সঙ্গে আসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন]

রাজা—কেন উঠলে আসন থেকে ? আমাকে সম্মানই বা কেন ? ওগো আমার কৃশোদরী, এভাবে তোমার ওঠা উচিত হয় নি। আমার প্রতি দৃষ্টিপাতই তোমার অনুগ্রহ, এতেই এই অধমের চিত্ত হরণ হয়েছে। অতি সম্মানের কী প্রয়োজন ? কেন আমায় লজ্জা দিচ্ছ ? ॥ ২ ॥

বাসবদত্তা—[মুখ নিরীক্ষণ করে] আর্যপুত্র, সত্যিই এখন আপনি লজ্জিত ?

রাজা—হ্যাঁ প্রিয়ে,, সত্যিই আমি লজ্জিত। কেননা, আমার অপরাধ তুমি প্রত্যক্ষ করেছ, তাইতো তোমাকে প্রসন্ন করতে আমি চেষ্টা করছি।

সাংকৃত্যায়নী—[আসন দেখিয়ে] মহারাজ, আসন গ্রহণ করুন।

রাজা—[আসন দেখিয়ে] এখানে দেবী উপবেশন করুন। বাসবদত্তা মেঝেয় বসল]

রাজা—আঃ, দেবী, তুমি কেন মাটিতে বসলে ? আমিও তাহলে এখানেই বসি। [মেঝেয় বসে কৃতাঞ্জলি হয়ে] প্রসন্ন হও, প্রিয়ে, প্রসন্ন হও দেবী। আমি এভাবে প্রণত হলেও, আমার প্রতি এত ভীষণ ক্রুদ্ধ হচ্ছ কেন ?

তুমি আজ ভ্রূভঙ্গী করছ না ঠিকই, কিন্তু বারবার কাঁদছ কেবল। তোমার অধর যদিও অধিক কম্পিত নয়, তবু অনবরত নিঃশ্বাস ফেলছ। কোনো কথার উত্তর না দিলেও গভীর চিন্তায় তোমার আনন নত। তোমার অন্তরের ক্রোধ গুপ্ত ক্ষতের মতোই আমায় পীড়িত করছে ॥ ৩ ॥

প্রসন্ন হও, প্রিয়ে, প্রসন্ন হও। [পায়ে পড়লেন]

বাসবদত্তা—আপনি নিশ্চয়ই খুব সুখী, এখন কেন এই দুঃখিনীকে দুঃখ দিচ্ছেন ? উঠুন, কে ক্রুদ্ধ হয়েছে ?

সাংকৃত্যায়নী—উঠুন মহারাজ, এতে কী আছে ? এঁর উদ্বেগের কারণ অন্য।

রাজা—[সভয়ে] ভগবতী, অন্য কী কারণ ? [সাংকৃত্যায়নী কানে কানে বললেন]

রাজা—[হেসে] যদি তাই হয়, তাহলে উদ্বেগের কোনো কারণ নেই। আমিও তা জানি। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলেই সৌভাগ্যবশতঃ দেবীকে অভিনন্দিত করব এই

ভেবেই সে কথা বলি নি। তা না হলে দৃঢ়বর্মার ঘটনায় আমি কেমন করে নিশ্চিন্ত আছি ? তাঁর সংবাদ কয়েকদিন হল এখানে পৌঁছেছে। বর্তমানে সেখানকার খবর এইরকম—আমার সেনাবাহিনীর পুরোভাগে আছেন বিজয়সেন। তারা পাপিষ্ঠ কলিঙ্গরাজের রাজ্য আক্রমণ করে তার প্রতাপ খর্ব করেছে। সেই পাপিষ্ঠ রাজা অনন্যোপায় হয়ে অকস্মাৎ দুর্গে প্রবেশ করে দুর্গপ্রাচীরকেই একমাত্র রক্ষকরূপে গ্রহণ করেছেন ॥ ৪ ॥

এবং এই অবস্থায় সেই কলিঙ্গরাজকে আমার সৈন্যরা পূর্বকল্পিত উপায়ে আক্রমণ করে শক্তি ক্ষীণ করেছে. দিনে দিনে তাঁর বীরযোদ্ধা ও অনুচরদের কর্মক্ষমতা ক্ষীণ করেছে, নানাভাবে গজ, অশ্ব এবং পদাতিক সৈন্যরা বিধ্বস্ত হওয়ায় তাঁর সৈন্য প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছে। হে ভগবতী, আপনি অচিরেই শুনবেন যে আমার সৈন্যরা আজ অথবা কাল তাঁর সেই দুর্গের সর্বদিক শীঘ্র চূর্ণ করে সেই কলিঙ্গরাজকে বন্দী অথবা হত্যা করেছে ॥ ৫ ॥

সাংকৃত্যায়নী—রাজপুত্রী, আমি তো প্রথমেই বলেছি যে, বৎসরাজ এর প্রতিবিধানের ব্যবস্থা না করে কেমন করে থাকবেন ?

বাসবদত্তা—যদি তাই হয়, তাহলে এ আমার পক্ষে প্রিয়।

প্রবেশ করে]

প্রতিহারী—জয় হোক, মহারাজের জয় হোক। এই বিজয়সেন প্রিয় সংবাদ জানাবার ইচ্ছায় দ্বারদেশে অপেক্ষা করছেন ; আনন্দে তাঁর চোখ দুটো উজ্জ্বল, সঙ্গে আছেন দৃঢ়বর্মার কঞ্চুকী।

বাসবদত্তা—[মৃদু হেসে] ভগবতী, আমি যেমন মনে করেছিলাম, আর্যপুত্র তেমন করেই আমাকে তুষ্ট করেছেন।

সাংকৃত্যায়নী—আমি বস্তুতঃ বৎসরাজের পক্ষেই আছি, তাই আমি কিছুই বলতে চাই না।

রাজা—তাঁদের দুজনকে শীঘ্র প্রবেশ করাও।

প্রতিহারী—যে-আজ্ঞা, মহারাজ। [প্রস্থান]

[বিজয়সেন এবং কঞ্চুকীর প্রবেশ]

বিজয়সেন—ওহে কঞ্চুকী, আজ প্রভুর শ্রীচরণ দর্শন করব এই চিন্তায় সত্যি সত্যিই কী এক অতুল আনন্দের আতিশয্য অনুভব করছি।

কঞ্চুকী—বিজয়সেন, সত্যিই তাই ; দেখুন—

প্রভুর কোনো কার্য সম্পন্ন না করলেও প্রভুর দর্শনে ভৃত্যজন অত্যন্ত আনন্দিত হয়, আর যে-সেবক শত্রুসৈন্য মর্দন করে প্রভুর দেওয়া কার্যভার সুসম্পন্ন করেছেন তাঁর সম্পর্কে কীই বা বলার আছে ? ॥ ৬ ॥

উভয়ে—[এগিয়ে গিয়ে] জয় হোক, প্রভুর জয় হোক।

[রাজা দুজনকেই আলিঙ্গন করলেন]

কঞ্চুকী—মহারাজ, আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন। পাপিষ্ঠ কলিঙ্গরাজকে হত্যা করে, আমাদের প্রভু দৃঢ়বর্মাকে সিংহাসনে স্থাপন করে, বিজয়সেন মহারাজের আদেশ যথাযথ পালন করেছেন ॥ ৭ ॥

বাসবদত্তা—ভগবতী, আপনি কি এই কঞ্চুকীকে জানেন ?

সাঙ্কৃত্যায়নী—কেন জানব না? ইনি তো সেই, যাঁর হাত দিয়ে আপনার মাসিমা আপনাকে পত্র পাঠিয়েছিলেন।

রাজা—বিজয়সেন এক মহান্ কার্যভার সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেছেন।

[বিজয়সেন পায়ে পড়লেন]

রাজা—দেবি, তোমাকে অভিনন্দন জানাই। দৃঢ়বর্মা স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

বাসবদত্তা—[সানন্দে] আমি অনুগৃহীত হলাম।

বিদূষক—এই রকম সৌভাগ্যের উদয়ে, এই রাজপ্রাসাদে এটা অবশ্যই করা উচিত [রাজাকে দেখিয়ে এবং বীণা বাজানোর অভিনয় করে], যেমন—গুরুজনদের পূজা, ব্রাহ্মণের সৎকার [আরণ্যিকাকে সূচিত করে] এবং সকল বন্দীর মুক্তি।

রাজা—[বাসবদত্তার উদ্দেশে অপবারিত ভঙ্গীতে, তুড়ি মেরে] সাধু, বয়স্য, সাধু।

বিদূষক—মহারানী, এ কী। আপনি এক্ষেত্রে কোনো আদেশ দিচ্ছেন না যে?

বাসবদত্তা—[সাঙ্কৃত্যায়নীর দিকে তাকিয়ে, মৃদু হেসে] এই দুষ্টুটাই আরণ্যিকাকে মুক্ত করল।

সাঙ্কৃত্যায়নী—এই মন্দভাগিনীকে বন্দী করেই বা কী লাভ?

বাসবদত্তা—ভগবতীর যা অভিরুচি।

সাঙ্কৃত্যায়নী—যদি তাই বলেন, তাহলে আমি নিজে গিয়ে তাকে বন্ধনমুক্ত করি।

[প্রস্থান]

কঞ্চুকী—মহারাজ দৃঢ়বর্মা অন্য একটি সংবাদও পাঠিয়েছেন—'আপনার অনুগ্রহে আপনার ইচ্ছামতো সবকিছুই সম্পন্ন হয়েছে। আমার এই জীবন আপনারই; সুতরাং এ জীবনকে ইচ্ছেমতো নিয়োগ করার অধিকার আপনারই আছে।'

[রাজা লজ্জায় মুখ নত করলেন]

বিজয়সেন—মহারাজ, আপনার প্রতি দৃঢ়বর্মার যে গভীর প্রীতি তা আপনার পক্ষে বলা সম্ভব নয়।

কঞ্চুকী—'যদিও এটা দুঃখের বিষয় এই যে, আমার কন্যা প্রিয়দর্শিকাকে আপনার সঙ্গে বিবাহের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, কিন্তু সে হারিয়ে যাওয়ায় আপনার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি, তবু আপনি বাসবদত্তার পতি জেনে সে-দুঃখ দূর হল।'

বাসবদত্তা—[সজল নয়নে] আর্য কঞ্চুকী, আমার ভগ্নী কেমন করে হারিয়ে গেল?

কঞ্চুকী—রাজপুত্রী, সেই পাপিষ্ঠ কলিঙ্গরাজ যখন আক্রমণ করল, তখন অন্তঃপুরের অধিবাসীরা সব এদিক-ওদিক পালিয়ে গেল; সৌভাগ্যক্রমে আমি তাকে দেখলাম। এখানে এখন থাকা ঠিক হবে না ভেবে, তাকে বৎসরাজের কাছে নিয়ে চললাম। তারপর ভালো করে চিন্তা করে তাকে বিন্ধ্যকেতুর কাছে গচ্ছিত রেখে চলে গেলাম। যখন আবার ফিরে আসি, তখন দেখি যে, তারা বিন্ধ্যকেতুর সঙ্গে সেই স্থানটিকেও যেন স্মরণের বিষয় করে গেছে।[২]

রাজা—[মৃদু হেসে] বিজয়সেন, কিছু বলবেন?

কঞ্চুকী—সেখানে যদিও আমি খুঁজলাম, তবু তাকে পেলাম না। সেই থেকে আজও জানি না, সে কোথায়?

[মনোরমার প্রবেশ][৩]

মনোরমা—মহারানী, সেই হতভাগিনীর এখন প্রাণসংশয়।

বাসবদত্তা—[সাশ্রুনয়নে] কী! তুমি কি প্রিয়দর্শনার খবর জান?

মনোরমা—না, প্রিয়দর্শনার খবর আমি কিছুই জানি না। তবে মদের ছলে আনা বিষ খেয়ে আরণ্যিকার এখন জীবন সংশয়—এই সংবাদটুকু জানালাম। দেবী, বাঁচান, তাকে বাঁচান।

বাসবদত্তা—[স্বগত] হায় ধিক্! হায়, ধিক্! আরণ্যিকার এই সংবাদে প্রিয়দর্শনার জন্যে দুঃখও চাপা পড়ে গেল। সাধারণ লোকে (বাক্যের সাধুতায়) সত্যিই অতি দুর্জন।[৩] তারা আমায় অন্যরকম ভাবতে পারে, অতএব এক্ষেত্রে এই করাই ভালো [উদ্বেগের সঙ্গে প্রকাশ্যে] মনোরমা, ওকে শীঘ্র এখানে আনো। নাগলোক থেকে যিনি বিষ-বিদ্যা শিখেছেন সেই দক্ষ বিষ-বৈদ্য[৪] আর্যপুত্রও এখানে আছেন।

[মনোরমার প্রস্থান। তারপর বিষক্রিয়া অভিনয় করছে এরকম আরণ্যিকাকে ধরে ধরে মনোরমার প্রবেশ]

আরণ্যিকা—ওলো মনোরমা, এখন আমাকে অন্ধকারে নিয়ে যাচ্ছ কেন?

মনোরমা—[বিষাদের সঙ্গে] হায়, ধিক্! হায়, ধিক্! বিষেতে এর দৃষ্টিও আচ্ছন্ন। [বাসবদত্তাকে দেখে] বাঁচান মহারানী, তাড়াতাড়ি বাঁচান—তাড়াতাড়ি বাঁচান। এর বিষক্রিয়া এখন সাংঘাতিক।

বাসবদত্তা—[উৎকণ্ঠিত হয়ে হাত ধরে] আর্যপুত্র, উঠুন উঠুন। এই হতভাগিনী এখানে মরতে চলেছে।

কঞ্চুকী—[তাকে দেখে] আশ্চর্য! আমাদের রাজকুমারী প্রিয়দর্শনার সঙ্গে এর কী গভীর সাদৃশ্য! [বাসবদত্তাকে উদ্দেশ্য করে] রাজপুত্রী, এই কন্যাকে কোথা থেকে পেলেন?

বাসবদত্তা—আর্য, এ বিন্ধ্যকেতুর কন্যা। তাঁকে হত্যা করে বিজয়সেন একে এনেছেন।

কঞ্চুকী—তাঁর আবার কন্যা কোথায়? তাহলে এই আমাদের সেই রাজপুত্রী। হায়, এ কী সর্বনাশ! হায়, আমার পোড়া কপাল। [ভূমিতে পড়ে উঠে] রাজপুত্রী, এই সেই প্রিয়দর্শিকা, আপনার ভগিনী।

বাসবদত্তা—আর্যপুত্র বাঁচান—বাঁচান। আমার ভগিনী মরতে চলেছে।

রাজা—আশ্বস্ত হও, আশ্বস্ত হও। আমি দেখছি। হায় কী কষ্ট!

ভ্রমর ঘুরতে ঘুরতে কমলকলিকার প্রচুর পুষ্পরস পান করতে গেল; (কিন্তু গিয়ে দেখল) অকস্মাৎ হিম এসে সেই কলিকাকে দগ্ধ করেছে। সত্যিই, বিধাতা বাম হলে মনোবাঞ্ছা সফল হয় না॥ ৮॥

মনোরমা, একে জিজ্ঞাসা করো, দেখো, এর জ্ঞান আছে কি না।

মনোরমা—সখী, তোমার জ্ঞান আছে তো?

[তাকে নাড়া দিয়ে চোখের জল ফেলে] সখী, আমি বলছি, তোমার জ্ঞান আছে কি?

প্রিয়দর্শিকা—[অস্পষ্টভাবে] এই অবস্থায় পৌঁছেও তো আমি মহারাজকে দেখছি না।

[অর্ধ উচ্চারণের পর ভূমিতে পড়ে গেল]

রাজা—[সাশ্রুনয়নে] এ নয়নযুগল মুদিত করল, আর আমার সব দিক অন্ধকারে ঢেকে গেল ; এর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ আর অতিকষ্টে বেরিয়ে আসছে আমার এই বাক্য। এর শ্বাস বন্ধ, এদিকে আমার শরীর হয়ে আসছে অসাড়। মনে হচ্ছে শুধু বিষের ক্রিয়াটাই এর, আর সমস্ত বেদনাই আমার ॥ ৯ ॥

বাসবদত্তা—[অশ্রুসিক্ত নয়নে] ওঠো, প্রিয়দর্শনা, ওঠো ; উঠে দেখো—এই তো মহারাজ বসে আছেন। এ কী ! এ যে আবার জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। না জেনে তোমার উপর কত অত্যাচার করেছি, সেই জন্যেই কি তুমি আমার উপর ক্রুদ্ধ হয়ে আমার সঙ্গে কথা বলছ না ? অতএব প্রসন্ন হও, বোন, প্রসন্ন হও। ওঠো, ভগিনী, ওঠো। আর আমি কখনও অপরাধ করব না।

[উপরের দিকে তাকিয়ে] হায়, নির্দয় দৈব। আমি কী এমন অপরাধ করেছি যে, আমার চোখের সামনে আমারই ভগিনী আজ এরকম অবস্থায় এসেছে ?

বিদূষক—সখা আপনি কেন হতভম্বের মতো রয়েছেন ? এটা দুঃখের সময় নয়। বিষের ক্রিয়া সত্যি বড়ো সাংঘাতিক। সুতরাং আপনার বিদ্যার শক্তি দেখান !

রাজা—হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ। [প্রিয়দর্শিকাকে দেখে] আমি এখনও হতবুদ্ধি হয়ে আছি ? না, তাহলে একে বাঁচাই। জল—জল নিয়ে এসো।

বিদূষক—[প্রস্থানের পর পুনরায় প্রবেশ করে]

ওহে, এই জল।

[রাজা এগিয়ে গিয়ে প্রিয়দর্শিকার উপর হাত রেখে মন্ত্রোচ্চারণের অভিনয় করতে লাগলেন। প্রিয়দর্শিকা ধীরে ধীরে উঠতে লাগল।]

বাসবদত্তা—আর্যপুত্র সৌভাগ্যবশতঃ আমার ভগিনী পুনর্জীবন লাভ করেছে।

বিজয়সেন—আহা ! মহারাজের কী অপূর্ব বিদ্যার প্রভাব !

কঞ্চুকী—আহা, নরেন্দ্রের নরশ্রেষ্ঠত্ব সর্বত্রই অপ্রতিহত !

প্রিয়দর্শিকা—[ধীরে ধীরে উঠে বসল এবং হাই তোলার অভিনয় করে দুঃখের সঙ্গে অস্পষ্টভাবে] মনোরমা, আমি সত্যিই অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

বিদূষক—সখা, আপনার চিকিৎসা এখন ভালোভাবেই প্রমাণিত।

[প্রিয়দর্শিকা অভিলাষের সঙ্গে রাজার দিকে তাকিয়ে লজ্জিত হল এবং মুখ একটু নত করল]

বাসবদত্তা—[সানন্দে] আর্যপুত্র, এখনও এ অন্যরকম করছে কেন ?

রাজা—[মৃদু হেসে] এর দৃষ্টি এখনও স্বাভাবিক হয় নি, বাক্য অতি স্পষ্ট নয়, আর এই শরীরও রোমাঞ্চ এবং ঘর্মবিন্দু দেখা দেওয়ায় কাঁপছে ; এবং এই যে কম্পন তা স্তনভারের ক্লেশের জন্যে, তাছাড়া এর সমস্ত বিষ এখনও সম্পূর্ণ দূর হয় নি ॥ ১০ ॥

কঞ্চুকী—[প্রিয়দর্শিকাকে দেখে] রাজপুত্রী, এই তো আমি, তোমার পিতার আজ্ঞাবাহী। [পায়ে পড়ল]

প্রিয়দর্শিকা—[তাকিয়ে] এ কী ! আপনি সেই মাননীয় কঞ্চুকী বিনয়বসু !

[কেঁদে] হায় পিতা ! হায় মাতা !

কঞ্চুকী—কেঁদো না, রাজপুত্রী, কেঁদো না। তোমার বাবা এবং মা দুজনেই কুশলে আছেন। বৎসরাজের কৃপায় তোমাদের রাজ্য আবার সেই আগের মতোই আছে।

বাসবদত্তা—[অশ্রুসজল নয়নে] এসো, এসো, ওরে মিথ্যাচারিণী। এখন অন্তত একবার আমার প্রতি তোমার ভগ্নীপ্রীতি দেখাও।
[গলা জড়িয়ে ধরে] আঃ, এখন আমি আশ্বস্ত হলাম।

বিদূষক—মহারানী, আপনি তো বোনের গলা জড়িয়ে ধরে বেশ তৃপ্ত হলেন, এখন বৈদ্যের পুরস্কার কি ভুলে গেলেন ?

বাসবদত্তা—না, ভুলি নি, বসন্তক !

বিদূষক—[রাজাকে লক্ষ্য করে মৃদু হেসে]
বৈদ্যমশাই, এবার তাহলে হাত বাড়ান। পুরস্কারস্বরূপ ভগ্নীর হাত আপনাকে দেওয়াচ্ছি। রাজা হাত বাড়ালে বাসবদত্তা প্রিয়দর্শিকার হাত অর্পণ করলেন

রাজা—[হাত গুটিয়ে] একে নিয়ে কী করব ? তুমি এখনই কেবলমাত্র কোনোরকমে প্রসন্ন আছ।

বাসবদত্তা—আপনি একে গ্রহণ করার কে ? এর পিতা পূর্বেই একে আপনার হাতে সমর্পণ করে গিয়েছেন।

বিদূষক—হে বয়স্য, মহারানীকে নিশ্চয়ই আপনার সম্মান করা উচিৎ। এঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধে কাজ করবেন না।

রাজা—[মৃদু হেসে] দেবীই সর্বশক্তিমতী, এর বিরুদ্ধাচরণ করার শক্তি আমাদের কোথায় ?

বাসবদত্তা—আর্যপুত্র, এ ছাড়াও আপনার আর কী প্রিয় কাজ করতে পারি ?

রাজা—এ ছাড়া আর কী-ই বা প্রিয় আছে ? দেখো—দৃঢ়বর্মাও আবার তাঁর সমগ্র নিজরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত; ক্রোধ তোমাকে আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখলেও এখন তুমি আমার প্রতি প্রসন্না; তোমার ভগিনী প্রিয়দর্শনা জীবিত এবং তোমার সঙ্গে মিলিত। অতএব প্রিয়তমা, অপর আর কী প্রিয় বস্তু আছে, যা এখন আমি প্রার্থনা করব ? ॥ ১১ ॥
তবুও এমন হোক—
ঈপ্সিত বৃষ্টি বর্ষণ করে বাসব বসুধাকে প্রভূত শস্যশালিনী করুন; দ্বিজশ্রেষ্ঠরা যথাবিধি যজ্ঞ সম্পন্ন করে দেবতাদের প্রীতি বিধান করুন; সজ্জনদের সঙ্গ প্রলয় পর্যন্ত স্থায়ী হোক ও বৃদ্ধি লাভ করুক। খলজনদের অসহ্য বজ্রলেপের মতো বাক্য সম্পূর্ণ শান্ত হোক ॥ ১২ ॥

॥ চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত ॥

॥ 'প্রিয়দর্শিকা' নাটিকা সমাপ্ত ॥

প্রসঙ্গকথা

প্রস্তাবনা

১. ভারতবর্ষে বিবাহের সময় অগ্নি জ্বালানোর প্রথা কোন্ সুদূর অতীত কাল থেকে চলে অসছে। অজ ও ইন্দুমতীর বিবাহদৃশ্যে কালিদাস রঘুবংশে বলেছেন—হবিঃশমীপল্লব-লাজগন্ধী পুন্যঃ কৃশানোরুদিয়ায় ধূমঃ। ৭/ ২৬। —আচারধূমগ্রহণাদ্ বভূব। ৭/২৭। কুমার সম্ভবে উমার পরিণয় দৃশ্যেও কবি এ চিত্র তুলে ধরেছেন—সা লাজধূমাঞ্জলিমিষ্টগন্ধং গুরুপদেশাম্বদনং নিনায়। ৭ / ৮১

২. ব্রহ্মা স্বয়ং এখানে জগতের মাতাপিতা হরপার্বতীর বিবাহানুষ্ঠানে পুরোহিত রূপে উপস্থিত। শিবপুরাণে বলা হয়েছে যে, আবাহন, পাদ্য এবং বিধিপূর্বক যা কিছু করণীয় তা সবই ব্রহ্মা করিয়ে থাকেন। তিনিই আবার অগ্নি সংস্থাপিত করে বৈবাহিক বিধি সম্পন্ন করেন (ব্রহ্মা সর্বং চ তত্রত্যং কারয়মাস যে তদা। আবাহনং তথা পাদ্যং সর্বং বিধিপূর্বকম্ ।—সংস্থাপ্যাগ্নিং পুনস্তত্র বৈবাহমকরোদ্বিধিম্ ।)। কালিদাস রঘুবংশে অজ ও ইন্দুমতীর বিবাহের যিনি যাজক তাকে বিধাতাতুল্য —বলেছেন—'বিধাতৃপ্রতিমেন তেন (গুরুণা)। ৭/২৫ অভিজ্ঞান শকুন্তলা নাটকেও দুষ্যন্ত শকুন্তলার অপূর্ব মিলন সম্পর্কে বলতে গিয়ে কবি বললেন—'চিরস্য বাচ্যং ন গতঃ প্রজাপতিঃ।

৩. এই নান্দী শ্লোকে অপূর্ব কৌশলে নাট্যকার নাটকীয় বিষয়বস্তুর প্রতিও ইঙ্গিত করেছেন। শ্লোকের 'গৌরী' শব্দের মধ্যে নায়িকা আরণ্যিকা ধূমাকুল দৃষ্টির মধ্যে কলিঙ্গ রাজের হাতে, আরণ্যিকার পিতা দৃঢ়বর্মার কঞ্চুকীর সাহায্যে আরণ্যিকাকে কলিঙ্গ রাজের আক্রমণ থেকে রক্ষা এবং বন্ধুরাজা বিন্ধ্যকেতুর আশ্রয়লাভের জন্যে আপাতঃ আনন্দ সূচিত হয়েছে। উমার শিবকে দেখার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে আরণ্যিকার বৎসরাজকে দর্শন এবং তাঁর সঙ্গে মিলনের জন্যে ঔৎসুক্য। ব্রহ্মার সামনে লজ্জায় আনত উমার আননের সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে রাজা, রানী এবং পরিজনের সামনে রাজার প্রতি গোপন অনুরাগের জন্যে আরণ্যিকার লজ্জা। সপত্নী গঙ্গাকে শিব মাথায় করে রাখায় উমার ঈর্ষার মধ্যে নিহিত আছে গর্ভনাটকে আরণ্যিকার প্রতি বৎসরাজের গভীর প্রণয়ের জন্যে বাসবদত্তার ঈর্ষা ও ক্ষোভ, আর হরের করস্পর্শে উমার শরীরে রোমাঞ্চের মধ্যে ইঙ্গিত করা হয়েছে—দ্বিতীয় অঙ্কে 'কণ্টকিতং কমলকাননং তস্যাঃ' ইত্যাদি শ্লোকে রাজার করস্পর্শে আরণ্যিকার রোমাঞ্চও।

৪ রাবণের কৈলাসপর্বত উত্তোলনের বিষয়টি রামায়ণের উত্তর কাণ্ডে ষোড়শসর্গে বর্ণিত আছে। সেখানের ঘটনাটি এইরূপ—রাবণ কুবেরকে পরাজিত করে তাঁর পুষ্পকরথে আরোহণ করে কৈলাসপর্বতের উপর দিয়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময় হঠাৎ তাঁর রথের গতি রুদ্ধ হয়। মহাদেবের অনুচর মহাবল নন্দী জানালেন যে, ভগবান মহাদেব দেবী পার্বতীর সঙ্গে এই পর্বতে ক্রীড়া করছেন, এসময় এখানে সকলের সঞ্চরণ নিষিদ্ধ, অতএব তিনি যেন ফিরে যান। এতে রাবণ ক্রুদ্ধ হলেন; তিনি বাহুপ্রসারিত করে পর্বত উৎপাটন করতে প্রয়াসী হলেন।

সমস্ত পর্বত কেঁপে উঠল সেই বলবানের বাহুর টানে। প্রমথগণ কাঁপতে লাগল এবং দেবী পার্বতী কম্পিত দেহে রুদ্রকে আলিঙ্গন করলেন। রুদ্র পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে সেই পর্বতকে টিপে ধরলে, রাবণের হাত নিষ্পেষিত হল এবং পরে মহাদেবের স্তব করায় তিনি তুষ্ট হয়ে রাবণকে ইচ্ছেমতো গমনের অনুমতি দিলেন। এই কাহিনীটি প্রায়শই পরবর্তী কাব্যে উল্লিখিত হয়েছে, যথা 'কৈলাসগিরিমিব দশমুখোন্মূলনং ক্ষোভ নিপাতিতাং (কাদম্বরী) শিশুপাল বধে—এতত্তুষারাদ্রিসুতাসসংভ্রমস্বয়ংগ্রহাশ্লেষসুখেন নিষ্ক্রয়ম্। ১/৫০। কালিদাসের মেঘদূতেও এই কাহিনীর উল্লেখ আছে. যথা—'গত্বা চোর্ধ্বং দশমুখ-ভুজোচ্ছ্বাসিতপ্রস্থসন্ধেঃ কৈলাসস্য' (পূর্বমেঘ, ৬১)

৫. এই দ্বিতীয় নান্দী শ্লোকেও নাট্যকার সুকৌশলে নাটকীয় বস্তুর সূচনা করেছেন। রাবণের কৈলাসপর্বত উত্তোলনের মধ্যে নিহিত আছে কলিঙ্গরাজার হাতে অঙ্গরাজ দৃঢ়বর্মার রাজ্য থেকে উৎখাত ; মহাদেবের পদক্ষেপে দশাননের নিষ্পেষণের মধ্যে সূচিত হয়েছে তেজস্বী বৎসরাজের আক্রমণে রাবণের মতো পাপিষ্ঠ কলিঙ্গ-রাজের নিপীড়ন ও মৃত্যু এবং উমালিঙ্গিত মূর্তি মহাদেবের মধ্যে নিহিত আছে দৃঢ়বর্মার পুনরায় রাজ্যলাভ এবং পরিশেষে পরিতুষ্টা রানী বাসবদত্তার নিজের হাতে প্রিয়দর্শিকাকে রাজার হাতে তুলে দেওয়ার ঘটনা। যেখানে নান্দীশ্লোকে এইভাবে ইষ্টদেবাদির স্তুতির মাধ্যমে নাটকীয় বিষয়বস্তু ও সুকৌশলে বিন্যস্ত থাকে, সেই নান্দীকে পত্রাবলী-নান্দী বলে। কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলার নান্দীটিও এপ্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে।

৬. বসন্তকালেই মানুষের প্রিয়মিলনের প্রবল বাসনা জেগে ওঠে। তাই এই ঋতুতে মহাসমারোহে প্রেমের দেবতা মদনের পূজা করা হত। সাধারণতঃ বসন্তের পুনরাগমনের জন্য চৈত্রের মাঝামাঝি শুক্লাতিথিতে পূর্ণিমায় বসন্তোৎসবের অনুষ্ঠান করার প্রাচীন প্রথা ছিল। আবার কারও মতে মাঘমাসের ৫ই থেকে এই উৎসব আরম্ভ হত এবং প্রায় দু'মাস ধরে চলত। বর্তমানে দোলযাত্রা বা হোলি উৎসবের সঙ্গে ঐ উৎসব মিশে গেছে। সংস্কৃত রূপকগুলির অভিনয় অধিকাংশক্ষেত্রেই কোনো না কোনো উৎসবে অনুষ্ঠিত হত। ভরতের নাট্যশাস্ত্রেও দেখা যায় যে, ইন্দ্রধ্বজ উৎসবে, ভরতমুনি একশ'জন শিষ্য নিয়ে সর্বপ্রথম ব্রহ্মাবিরচিত নাটক অভিনয় করেছিলেন।

৭. বৎসরাজ বলতে উদয়নকে বোঝানো হয়েছে, তিনি ছিলেন বৎস দেশের রাজা। কথাসরিৎসাগরে এই বংশের নৃপতিদের যথাক্রমে এইরূপ উল্লেখ আছে—পাণ্ডু-অর্জুন-অভিমন্যু-পরীক্ষিৎ-জনমেজয়-শতানীক-সহস্রানীক-উদয়ন। বিষ্ণুপুরাণের মতে উদয়ন ছিলেন দ্বিতীয় সহস্রানীকের পুত্র এবং জনমেজয়ের ১৯তম উত্তরাধিকারী ; সম্ভবতঃ এই মত অধিক গ্রহণযোগ্য।

প্রথম অঙ্ক

১. কঞ্চুক নামে ঢিলেঢালা পোষাক তার পরনে থাকায় তাকে কঞ্চুকী বলা হয়।

২. এই তিন শক্তি রাজার শৌর্যের প্রতীক।

৩. সূর্যবংশের প্রখ্যাত নৃপতি মহারাজ দিলীপের পুত্র এবং দশরথের পিতামহ।
৪. নিষধরাজ নলের সঙ্গে ভারতবাসীমাত্রের পরিচয় আছে। মহাভারতে প্রখ্যাত 'নল-দময়ন্তীর' উপাখ্যান কে না জানে ?
৫. বিন্ধ্যাঞ্চলের একটি পবিত্র তীর্থস্থান। বাণের কাদম্বরীর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে,মহর্ষি অগস্ত্যের আশ্রমের নিকটেই এই তীর্থস্থান। ভারতে একেবারে দক্ষিণে তিনুভেলি (Tinuevelly) প্রদেশে এখনও এক অগস্ত্যতীর্থ আছে।
৬ প্রস্তাবনায় ৫নম্বর টীকা দ্রষ্টব্য।
৭. বৎসদেশের রাজধানীর নাম কৌশাম্বী, একদা খুব সমৃদ্ধ নগর ছিল ; এখন এক অখ্যাত পল্লীবিশেষ।

দ্বিতীয় অঙ্ক

১ স্বস্তি (সু—অস্তি) শব্দের অর্থ শুভ, মঙ্গল, শুভকর্ম প্রভৃতি। 'স্বস্তি বাচ্যতে অনেন' অর্থাৎ যার দ্বারা স্বস্তির (শুভের) পাঠ বা উচ্চারণ তাকে 'স্বস্তিবাচন' বলে।
দ্বিতীয়তঃ কিছু চাল, একটি নারকেল, উত্তরীয় বস্ত্র, একটি চিরুণী ইত্যাদি দিয়ে কোনো নারী ব্রাহ্মণকে যে উপহার দেয় তাকেও স্বস্তিবাচন বলে, কখনও শুধু মিষ্টান্নও উপহারস্বরূপ দেওয়া হয়।
২. ব্রতোপবাসাদির সময় অন্য জাঁকজমকপূর্ণ অলঙ্কার খুলে ফেললেও রানী বাসবদত্তা সৌভাগ্যসূচক মাঙ্গলিক অলঙ্কারগুলি শরীরে ধারণ করেছেন।
৩. 'মহাব্রাহ্মণ' শব্দটির অর্থ কুৎসিত বা খারাপ ব্রাহ্মণ। 'শঙ্খে তৈলে তথা মাংসে বৈদ্যে জ্যোতিষকে দ্বিজে। যাত্রায়াং পথি নিদ্রায়াং মহচ্ছব্দো ন দীয়তে।'
৪. বৎসরাজ উদয়ন বাল্যকালে সর্পরাজ বাসুকির অগ্রজ বসুনেমিকে এক সাপুড়ের হাত থেকে রক্ষা করেন। এতে কৃতজ্ঞ বসুনেমি তাঁকে পাতালে নাগলোকে নিয়ে যায়, সুতরাং নাগলোক যাওয়ায় রাজার সেখানকার সুন্দরীদের দর্শন করার সৌভাগ্য ঘটেছিল।
৫. একটি সুন্দর কবিত্বময় শ্লোক। সন্ধ্যায় সূর্যাস্তরাগরঞ্জিত আকাশের দিকে তাকিয়ে বাহ্যপ্রকৃতির সঙ্গে অন্তর প্রকৃতির এক আশ্চর্য মিল অনুভব করলেন রাজা। এই ভাব রত্নাবলী নাটিকাতেও দেখা যায়—দেবি ত্বম্মুখপঙ্কজেন শশিনঃ শোভাতিরস্কারিণা পশ্যাব্জানি বিনির্জিতানি সহসা গচ্ছন্তি বিচ্ছায়তাম্। (১ম অঙ্ক/২৫)।

তৃতীয় অঙ্ক

১. 'কৌমুদীমহোৎসব' শরতের আবির্ভাবে আশ্বিনমাসে পূর্ণিমা তিথিতে অনুষ্ঠিত হত। বর্তমানে শরতে কোজাগরী পূর্ণিমার অনুষ্ঠানের মতোই ছিল সেকালে কৌমুদীমহোৎসব। মুদ্রারাক্ষস নাটকে (৩য় অঙ্ক) এই উৎসবের উল্লেখ আছে। বসন্তোৎসবের পূর্ববর্তী উৎসব রূপে এই কৌমুদী মহোৎসবের কথা রত্নাবলী নাটিকাতে শ্রীহর্ষ উল্লেখ করেছেন।

২. সাংকৃত্যায়নী যে একজন বেশ শিক্ষিত মহিলা এবং উচ্চপদমর্যাদাসম্পন্না সে-কথা জানা যায় তাঁর সংস্কৃত ভাষায় কথা বলার মধ্যেই। ভবভূতির 'মালতী-মাধব' প্রকরণে পরিব্রাজিকার চরিত্রের সঙ্গে সাংকৃত্যায়নীর চরিত্রগত সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। কথাসরিৎসাগরে তাঁকে বাসবদত্তার বান্ধবীরূপে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তিনি বাসবদত্তার পিতৃগৃহ থেকে বিবাহের পর তাঁর সঙ্গে কৌশাম্বীতে আসেন।

(ততঃ প্রব্রাজিকাং তস্যাঃ সখীং পিতৃকুলাগতাম্।
স সাংকৃত্যায়নীং নাম কারণং শরণং শিশ্রিয়ে নৃপঃ ॥)

৩. মহারাজের শান্ত সৌম্যরূপ দর্শন করে সাধারণ লোক নিজেদের দুঃখ ও বেদনা ভুলে যায়; কিন্তু আরণ্যিকার ক্ষেত্রে এর বিপরীত অবস্থা। মহারাজকে দেখে তার দুঃখবেদনা বেড়ে গেল।

৪. আরণ্যিকা সত্যিই কি অরণ্যসম্ভূতা? অরণ্যে তার জন্ম বলেই আচরণের মধ্যে নগরযুবতীর কোনো ছাপ নেই। তা না হলে মহারাজ স্বয়ং যার প্রেমে পড়েছেন সে কি আর তা জানতে পারত না? নির্বোধ আরণ্যিকার (অরণ্য + বুঞ্ = আরণ্যক + স্ত্রীলিঙ্গে টাপ্ = আরণ্যিকা) ইঙ্গিত।
দ্বিতীয় অর্থ—আরণ্যিকা সত্যিই কি অরণ্যে গিয়েছে? কেননা, প্রাসাদের কোথাও তাকে পাওয়া যাচ্ছে না। তাই বিদূষক হয়রান হয়ে বলছে—আরণ্যিকা বনে চলে গেল নাকি?

৫. পদ্মাবতী বৎসরাজের দ্বিতীয় পত্নী তিনি ছিলেন মগধরাজ দর্শকের (নামান্তর হর্ষক) ভগিনী। পদ্মাবতী ও বৎসরাজ উদয়নের পরিণয় কাহিনী নাট্যকার ভাস তাঁর 'স্বপ্নবাসবদত্তা' নাটকে সুন্দর দেখিয়েছেন।

৬. নলাগিরি ছিল মহাসেনের অতি শক্তিশালী একটি হস্তী। কথাসরিৎসাগরে এর নামান্তর নডাগিরি। কথিত আছে যে, এই হাতি একবার বন্ধন ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়ে এবং নগরে ভয়ানক ধ্বংসলীলায় মেতে ওঠে। তখন তাকে বাঁধবার জন্যে বন্দী উদয়নকে ডাকা হয়; বাঁশির অপূর্ব সংগীতে বৎসরাজ তাকে বাঁধতে সক্ষম হন। তারপর রাতের অন্ধকারে বাসবদত্তাকে অপহরণ করে উদয়ন যখন পালিয়ে যান তখন মহাসেনের পুত্র এই নলাগিরি হাতির পিঠে চড়েই বৎসরাজের পশ্চাদ্ধাবন করেন।

৭. চার রকমের বিদ্যার কথা মন্বাদি অর্থশাস্ত্রে বলা হয়েছে, যথা আন্বীক্ষিকী, ত্রয়ী, বার্তা এবং দণ্ডনীতি। ন্যায় এবং অন্যায়ের বিচার দণ্ডনীতির বিষয় (দণ্ডনীত্যাং নয়ানয়ৌ)। দুষ্কৃতকারীদের শাস্তিদান দণ্ডনীতির উপর নির্ভরশীল। রাজের শান্তি ও শৃঙ্খলা এবং প্রজাদের স্বাধিকার রক্ষা এই দণ্ডনীতির সাহায্যেই সম্ভব হয়।

৮. একটি শুভ চিহ্ন বিশেষকে স্বস্তিক অলঙ্কার বলা হয়। অথবা 'স্বস্তিক' বলতে বোঝায় একধরণের ত্রিকোণাকৃতি চিহ্নবিশেষ যা পবিত্র তণ্ডুলচূর্ণ দিয়ে তৈরি ('স্বস্তিকং মঙ্গলদ্রব্যং তত্তু তণ্ডুলচূর্ণনির্মিত-ত্রিকোণাকারাধিবাসদ্রব্যমিতি কল্পদ্রুমঃ।')।

৯. নাগলোকে বাসুকি উদয়নকে ঘোষবতী-বীণা উপহার দিয়েছিলেন।

১০. বাদ্যযন্ত্র বাজালে তা থেকে যে স্বর ওঠে তাকেই ধাতু বলে (বাদ্যবাদনোত্থস্বরো ধাতুঃ)। বিস্তার, করণ, আবিদ্ধ এবং ব্যঞ্জন ভেদে এই ধাতু চার প্রকার। বীণা বাজাবার বিশেষ ধরণকে ব্যঞ্জন ধাতু বলে (ব্যঞ্জনধাতুর্বীণাবাদনপ্রকারঃ)। নানাভাবে বীণার তারে আঙ্গুলের আঘাতে দশরকম ব্যঞ্জন ধাতুর সৃষ্টি হয়।

১১. গোপুচ্ছা, সমা এবং স্রোতোগতা—এই তিন রকমের যতি মানে বিরতি বা বিশ্রাম বা ছেদ। গোপুচ্ছা যতিতে প্রথমে লঘু, মধ্যে দীর্ঘ এবং পুনরায় ক্রমশঃ লঘু হয়। গোরুর লেজের যেমন প্রথমভাগ সরু, মধ্যভাগ স্থূল এবং তারপর ক্রমশ সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর, সেরূপ গোপুচ্ছ নামক যতি (গোপুচ্ছা পূর্বং লঘু মধ্যে দীর্ঘা পুনঃ ক্রমেণ লঘুতাং প্রাপ্য ইত্যেবং গোপুচ্ছস্বরূপা গোপুচ্ছা)।

১২. বীণা বাজানোর তিনরকম নিয়ম আছে ; তত্ত্ব, অনুগত এবং ওঘ।
তত্ত্বের লক্ষণ—'লয়তালবর্ণপদযতিগীতাক্ষরবাদকং ভবেত্তত্ত্বম্।'
অনুগতের লক্ষণ—গীতং তু যদনুগচ্ছত্যনুগতমিতি তম্ভবেদ্বাদ্যম্।
ওঘের লক্ষণ—আবিদ্ধকরণবহুলং হ্যুপর্যুপরিপাণিকং দ্রুতলয়ং চ। অনপেক্ষিতগীতার্থং বাদ্যমোঘো বিধাতব্যম্॥

১৩. এখানে বাসবদত্তার আসল বক্তব্য এই যে কাঞ্চনমালা একজন দাসী, তার বুদ্ধি আর কত হবে ? সুতরাং তাকে যা শেখানো যায়, যা বোঝানো যায়, সে তাই শিখবে এবং বুঝবে ; কিন্তু তিনি বুদ্ধিমতী রাজকন্যা তাকে মিথ্যা অভিনয়ে ঠকানো যাবে না। কেউ আবার 'কাঞ্চনমালা কাব্যেন' এইভাবে না পড়ে দুটো পদকে সমাস করে 'কাঞ্চনমালাকাব্যেন' এইভাবেও পড়েন। তখন মানে দাঁড়ায় যে, বাসবদত্তা কাঞ্চনমালার কথায় ঠকবার পাত্রী নয়। অবশ্য মহারানী তখনও কোনো ষড়যন্ত্রের আভাস পান নি।

১৪. গর্ভনাটক বলতে এখানে গর্ভাঙ্ককেই বোঝানো হয়েছে। গর্ভাঙ্কের লক্ষণে বলা হয়েছে যে, অঙ্কের মধ্যেই এটি অপর একটি অঙ্ক বিশেষ। তবে নাটকের আদিতে যেমন রঙ্গদ্বার, প্রস্তাবনাদি থাকে এই বিশেষ অঙ্কেও সেগুলো থাকবে। আর নাটকে যেমন বীজ ও ফল থাকে এই গর্ভাঙ্কেও তা থাকবে। সাহিত্যদর্পণে এর লক্ষণ সম্পর্কে বলা হয়েছে—
'অঙ্কোদরপ্রবিষ্টো যো রঙ্গদ্বারামুখাদিমান্। অঙ্কোঽপরঃ স গর্ভাঙ্কঃ সবীজঃ ফলবানপি' অবশ্য এই নিয়ম নাট্যকারেরা সব সময় সম্পূর্ণ মানেন নি। উত্তররামচরিতের ৭ম অঙ্কে ভবভূতি গর্ভাঙ্কের কৌশল অবলম্বন করেছেন ; তাছাড়া রাজশেখরের বালরামায়ণেও এই পদ্ধতি দেখা যায়।

চতুর্থ অঙ্ক

১ প্রিয়ার নিকট অপরাধ করেও যে ভয় পায় না, প্রিয়া অপমান করলেও যে লজ্জা পায় না, এ রকম নায়ককে ধৃষ্ট বলে। অথবা প্রিয়তমা দেখল যে, নায়ক অন্য নারীতে আসক্ত, তবু নায়ক মিথ্যে কথায় তা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে। এ রকম নায়কও ধৃষ্ট নায়ক।
এর লক্ষণ—কৃতাগা অপি নিঃশঙ্কস্তর্জিতোঽপি ন লজ্জিতঃ। দৃষ্টদোষোঽপি মিথ্যাবাক্ কথিতো ধৃষ্টনায়কঃ॥ সাহিত্যদর্পণ।

২. 'স্মরণের বিষয় হয়ে গেছে—' অর্থাৎ দেখলে আর সহজে চেনা যায় না। আগের সেই সেই স্থানের সঙ্গে বর্তমানে কোনো মিল নেই।

৩. এ প্রসঙ্গে উত্তররাম চরিতে (১ম অঙ্ক / ৫) আছে—'যথা স্ত্রীণাং তথা বাচাং সাধুত্বে দুর্জনো জনঃ।' অর্থাৎ মানুষ স্ত্রীলোকের ন্যায় বাক্যের সাধুতায় দুর্জন হয়ে থাকে। এখানে বিশেষতঃ বিদূষক অতি দুর্জন—এটাই বক্তব্য।

৪. বৎসরাজকে বসুনেমি-নামে সর্প পাতালে নিয়ে যায়। সেখানে থাকার সময় তিনি বিষ-মন্ত্র শিখেছিলেন বলা যায়। দ্বিতীয় অঙ্কের ৪ নম্বর টীকাও দ্রষ্টব্য।

প্রিয়দর্শিকা

প্রথমোঽঙ্কঃ

ধূমব্যাকুলদৃষ্টিরিন্দুকিরণৈরাহ্লাদিতাক্ষী পুনঃ
পশ্যন্তী বরমুৎসুকানতমুখী ভূয়ো হ্রিয়া ব্রহ্মণঃ।
সেৰ্ষ্যা পাদনখেন্দুদর্শনগতে গঙ্গাং দধানে হরে
স্পর্শাদুৎপুলকা করগ্রহবিধৌ গৌরী শিবায়াস্তু বঃ ॥ ১ ॥

অপি চ

কৈলাসাদ্রাবুদস্তে পরিচলতি গণেষূল্লসৎকৌতুকেষু
ক্রোড়ং মাতুঃ কুমারে বিশতি বিষমুচি প্রেক্ষমাণে সরোষম্।
পাদাবষ্টম্ভসীদদ্বপুষি দশমুখে যাতি পাতালমূলং
ক্রুদ্ধোঽপ্যাশ্লিষ্টমূর্তির্ভয়ঘনমুময়া পাতু তুষ্টঃ শিবো নঃ ॥ ২ ॥

(নান্দ্যন্তে)

সূত্রধারঃ—(পরিক্রম্য) অদ্যাহং বসন্তোৎসবে সবহুমানমাহূয় নানাদিগ্দেশাদাগতেন রাজ্ঞঃ শ্রীহর্ষদেবস্য পাদপদ্মোপজীবিনা রাজসমূহেনোক্তঃ। তথাস্মৎস্বামিনা শ্রীহর্ষদেবেনাপূর্ববস্তুরচনালংকৃতা প্রিয়দর্শিকা নাম নাটিকা কৃতেত্যস্মাভিঃ শ্রোত্রপরম্পরয়া শ্রুতম্। ন তু প্রয়োগতো দৃষ্টা। তত্তস্যৈব রাজ্ঞঃ সর্বজন-হৃদয়াহ্লাদিনো বহুমানাদস্মাসু চানুগ্রহবুদ্ধ্যা যথাবৎপ্রয়োগেণ ত্বয়া নাটয়িতব্যেতি। তদ্যাবন্নেপথ্যরচনাং কৃত্বা যথাভিলষিতং সম্পাদয়ামি। (পারিতোঽবলোক্য) আবর্জিতানি সামাজিকমনাংসীতি মে নিশ্চয়ঃ। কুতঃ—

শ্রীহর্ষো নিপুণঃ কবিঃ পরিষদপ্যেষা গুণগ্রাহিণী
লোকে হারি চ বৎসরাজচরিতং নাট্যে চ দক্ষা বয়ম্।
বস্ত্বেকৈকমপীহ বাঞ্ছিতফলপ্রাপ্তেঃ পদং কিং পুন-
র্মদ্ভাগ্যোপচয়াদয়ং সমুদিতঃ সর্বো গুণানাং গণঃ ॥ ৩ ॥

(নেপথ্যাভিমুখমবলোক্য) অয়ে। কথং প্রস্তাবনাভূদ্যতে ময়ি বিদিতাস্মদভি-প্রায়োঽঙ্গাধিপতের্দৃঢবর্মণঃ কঞ্চুকিনো ভূমিকাং কৃত্বাস্মদ্ভ্রাতৈব এবাভিবর্ততে। তদ যাবদহমপ্যনন্তরভূমিকাং সম্পাদয়ামি। (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ)

॥ ইতি প্রস্তাবনা ॥

(ততঃ প্রবিশতি কঞ্চুকী)

কঞ্চুকী—(সশোকশ্রমং নাটয়ন্। নিঃশ্বস্য।) কষ্টং ভোঃ কষ্টম্।

রাজ্ঞো বিপদ্বন্ধুবিয়োগদুঃখং দেশচ্যুতির্দুর্গমমার্গখেদঃ।
আস্বাদ্যতেঽস্যাঃ কটুনিষ্ফলায়াঃ ফলং মযৈতচ্চিরজীবিতায়াঃ ॥ ৪ ॥

(সশোকং সবিস্ময়ং চ) তাদৃশস্যাপি নামাপ্রতিহতশক্তিত্রয়স্য রঘুদিলীপনল-তুল্যস্য দেবস্য দৃঢবর্মণো মৎপ্রার্থ্যমানাপ্যনেন স্বদুহিতা বৎসরাজায় দত্তেতি বদ্ধানুশয়েন বৎসরাজো বন্ধনান্ন নিবর্তত ইতি চ লব্ধরন্ধ্রেণ সহসাগত্য কালিঙ্গহতকেন বিপর্যস্তরীদৃশী ক্রিয়ত ইতি বৎসত্বামুপগম্যাপি ন শ্রদ্দধে।

কথমেকাকিনিষ্ঠুরমীদৃশং চ দৈবমস্মাসু। যেন সাপি রাজপুত্রী যথাকথংচিদেনাং বৎসরাজায়োপনীয় স্বামিনমনৃণং কারয়িষ্যামীতি মত্বা ময়া তাদৃশাদপি প্রলয়কাল-দারুণাদবস্কন্দসংভ্রমাদপবাহ্য দেবস্য দৃঢ়বর্মণো মিত্রভাবান্বিতস্যৈবার্টাবিকস্য নৃপতের্বিন্ধ্যকেতোগৃহে স্থাপিতা সতী স্নানায় নাতিদূরমিত্যগস্ত্যতীর্থং গতে ময়ি ক্ষণাৎ কৈরপি নিপত্য হতে বিন্ধ্যকেতৌ রক্ষোভিরিব নির্মানুষীকৃতে দগ্ধে স্থানে ন জ্ঞায়তে কস্যামবস্থায়াং বর্তত ইতি। নিপুণং চ বিচিতমেতন্ময়া সর্বং স্থানম্। ন চ জ্ঞাতং কিং তৈরেব দস্যুভির্নীতাথবা দগ্ধেতি। তৎ কিং করোমি মন্দভাগ্যঃ। (বিচিন্ত্য) অয়ে। শ্রুতং ময়া বন্ধনাৎপরিভ্রষ্টঃ প্রদ্যোততনয়াম-পহৃত্য বৎসরাজঃ কৌশাম্বীমাগত ইতি। কিং তত্রৈব গচ্ছামি। (নিঃশ্বস্যাত্মনোঽবস্থাং পশ্যন্) কিমিব হি রাজপুত্র্যা বিনা তত্র গত্বা কথয়িষ্যামি। অয়ে। কথিতং চাদ্য মম বিন্ধ্যকেতুনা—'মা ভৈষীঃ। জীবতি তত্রভবান্মহারাজো দৃঢ়বর্মা গাঢ়প্রহারজর্জরীকৃতো বন্ধস্তিষ্ঠতি।' ইতি। তদধুনা স্বামিনমেব গত্বা পাদপরিচর্যয়া জীবিতশেষমাত্মনঃ সফলয়িষ্যামি! (পরিক্রম্যোর্ধ্বমবলোক্য) অহে অতিদারুণতা শরদাতপস্য। যদেবমনেকদুঃখসংতাপিতেনাপি ময়া তীক্ষ্ণোঽনুভবগম্যতে।

ঘনবন্ধনমুক্তোঽয়ং কন্যাগ্রহণাৎ পরাং তুলাং প্রাপ্য।
রবিরধিগতস্বধামা প্রতপতি খলু বৎসরাজ ইব॥ ৫॥

(ইতি নিষ্ক্রান্তঃ)

ইতি বিষ্কম্ভকঃ

(ততঃ প্রবিশতি রাজা বিদূষকশ্চ)

রাজা— ভৃত্যানামবিকারিতা পরিগতা দৃষ্টা মতির্মন্ত্রিণাং
মিত্রাণ্যপ্যুপলক্ষিতানি বিদিতঃ পৌরানুরাগোঽধিকম্।
নির্ব্যূঢ়া রণসাহসব্যসনিতা স্ত্রীরত্নমাসাদিতং
নির্ব্যাজাদিব ধর্মতঃ কিমিব ন প্রাপ্তং ময়া বন্ধনাৎ॥ ৬॥

বিদূষকঃ—(সরোষম্) ভো বয়স্য। কথং তমেব দাস্যাঃ পুত্রং বন্ধনহতকং প্রশংসসি। তদিদানীং বিস্মৃতম্। যত্তথা নবগ্রহ ইব গজপতিঃ খলখলায়মানলোহশৃঙ্খলা-বন্ধপ্রতিস্খলচ্চরণঃ শূন্যমুখপুষ্করাপিশুনিতহৃদয়সন্তাপো রোষবশোত্তম্ভিত-দৃষ্টির্গুরুককরস্ফোটিতধরণিমার্গো রজনীষ্বপ্যানিদ্রাসুখমনুভূতোঽসি। (ভো বঅস্স। কহং তং এব্ব দাসীএ উত্তং বন্ধণহদঅং পসংসেসি। তং দাণিং বিসুমরিদং। জং তহ ণবগ্গহো বিঅ গঅবঈ খলখলাঅমাণলোহসিংখলাবন্ধপডি-ক্খলন্তচলণো সুণ্ণমুহপুক্খরাপিসুণিদহিঅঅসংদাবো রোসবসুত্তম্ভিদদিঠ্ঠী গুরুঅকরফোডিঅধরণিমগ্গো রঅণীসু বি অণিদ্দাসুহং অণুহূদোসি)।

রাজা—বসন্তকঃ দুর্জনঃ খল্বসি। পশ্য।

দৃষ্টং চারকমন্ধকারগহনং নো তন্মুখেন্দুদ্যুতিঃ।
পীড়া তে নিগলস্বনেন মধুরাস্তস্যা গিরো ন শ্রুতাঃ।
ক্রূরা বন্ধনরক্ষিণোঽদ্য মনসি স্নিগ্ধাঃ কটাক্ষা ন তে
দোষান্ পশ্যসি বন্ধনস্য ন পুনঃ প্রদ্যোতপুত্র্যা গুণান্॥ ৭॥

বিদূষকঃ—(সগর্বম্) ভোঃ। যদি তাবদ্বন্ধনং সুখনিবন্ধনং ভবতি তৎ কস্মাত্ত্বং দৃঢ়বর্মা

বন্ধ ইতি কলিঙ্গরাজস্যোপরি রোষং বধ্নাসি। (ভো। জই দাব বন্ধণং সুহণিবন্ধণং হোই তা কীস তুমং দিঢ়বন্ধা বন্ধোত্তি কলিঙ্গরণ্ণো উবরি রোসং বন্ধেসি)।

রাজা—(বিহস্য) ধিঙ্মূর্খ; ন খলু সর্বো বৎসরাজো য এবং বাসবদত্তামবাপ্য বন্ধনান্নির্যাস্যতি। তদাস্তাং তাবদিয়ং কথা। বিন্ধ্যকেতোরুপরি বহূন্যহানি বিজয়সেনস্য প্রেষিতস্য ন চাদ্যাপি তৎসকাশাৎকশ্চিদাগতঃ। তদাহূয়তাং তাবদমাত্যো রুমণ্বান্। তেন সহ কিংচিদালাপতুমিচ্ছামি।

(প্রবিশ্য)

প্রতিহারী—জয়তু জয়তু দেবঃ। এষ খলু বিজয়সেনোঽমাত্যো রুমণ্বানপি প্রতিহারভূমিমুপস্থিতৌ। (জেদু জেদু দেব্বো। এসো ক্খু বিজঅসেণো অমচ্চো রুমণ্ণো বি পডিহারভূমিং উবট্ঠিও)।

রাজা—ত্বরিতং প্রবেশয় তৌ।

প্রতিহারী—যদ্দেব আজ্ঞাপয়তি। (জং দেবো আণবেদি)। (ইতি নিষ্ক্রান্তা)

(ততঃ প্রবিশতি রুমণ্বান্ বিজয়সেনশ্চ)

রুমণ্বান্—(বিচিন্ত্য)

তৎক্ষণমপি নিষ্ক্রান্তাঃ কৃতদোষা ইব বিনাপি দোষেণ।
প্রবিশন্তি শঙ্কমানা রাজকুলং প্রায়শো ভৃত্যাঃ ॥ ৮ ॥

উপসৃত্য। জয়তু দেবঃ।

রাজা—(আসনং নির্দিশ্য) রুমণ্বন্। ইত আস্যতাম্।

রুমণ্বান্—(সস্মিতমুপবিশ্য) এষ খলু জিতবিন্ধ্যকেতুর্বিজয়সেনঃ প্রণমতি।

(বিজয়সেনস্তথা করোতি)

রাজা—(সাদরং পরিষ্বজ্য) অপি কুশলী ভবান্।

বিজয়সেনঃ—অদ্য স্বামিনঃ প্রসাদাৎ।

রাজা—বিজয়সেন উপবিশ্যতাম্।

(বিজয়সেন উপবিশতি)

রাজ—বিজয়সেন কথয় বিন্ধ্যকেতোর্বৃত্তান্তম্।

বিজয়সেনঃ—দেব কিমপরং কথয়ামি। যাদৃশঃ স্বামিনি কুপিতে।

রাজা—তথাপি বিস্তরতঃ শ্রোতুমিচ্ছামি।

বিজয়সেনঃ—দেব শ্রূয়তাম্। ইতো বয়ং দেবপাদাদেশাদ্ যথাদিষ্টেন করিতুরগপদাতিসৈন্যেন মহান্তমপ্যধ্বানং দিবসত্রয়েণোল্লঙ্ঘ্য প্রভাতবেলায়ামতর্কিতা এব বিন্ধ্যকেতোরুপরি নিপতিতাঃ স্মঃ।

রাজা—ততস্ততঃ।

বিজয়সেনঃ—ততঃ সোঽপ্যস্মদ্বলতুমুলকলকলাকর্ণনেন প্রতিবুদ্ধঃ কেসরীব বিন্ধ্যকন্দরান্নির্গত্য বিন্ধ্যকেতুরনপেক্ষিতবলবাহনো যথাসন্নিহিতকতিপয়সহায়ঃ সহসা স্বনামোদ্ঘোষয়ন্নস্মানভিযোদ্ধুং প্রবৃত্তঃ।

রাজা—(রুমণ্বন্তমবলোক্য সস্মিতম্।) শোভিতং বিন্ধ্যকেতুনা। ততস্ততঃ।

বিজয়সেনঃ—ততোঽস্মাভিরয়মসাবিতি দ্বিগুণতরবদ্ধমৎসরোৎসাহৈর্মহতা বিমর্দেন

নিঃশেষিতসহায় এক এব বিমর্দিতাধিকবসক্রোধবেগো দারুণতরং সংপ্রহারম-করোত্ ।

রাজা—সাধু বিন্ধ্যকেতো। সাধু সাধু ।

বিজয়সেনঃ—কিং বা বর্ণ্যতে দেব। সংক্ষেপতো বিজ্ঞাপয়ামি।

পাদাতং পত্তিরের প্রথমতরমুরঃ পেষমাত্রেণ পিষ্ট্বা
দূরান্নীতা শরৌঘৈহ্যরণকুলমিব ত্রস্তমশ্বীয়মাশাঃ।
সর্বত্রোৎসৃষ্টসর্বপ্রহরণনিবহস্তূর্ণমুৎখায় খড়্গং
পশ্চাৎ কর্তুং প্রবৃত্তঃ কারকরকদলীকাননচ্ছেদলীলাম্ ॥ ৯ ॥

এবং বলান্নিতয়মাকুলমেক এব
কুর্বন্ কৃপাণাকরণচ্ছুরিতাংসকূটঃ।
শস্ত্রপ্রহারশতজর্জরিতোরুবক্ষাঃ
শ্রান্তশ্চিরান্নিহতো যুধি বিন্ধ্যকেতুঃ ॥ ১০ ॥

রাজা—রুমণ্বন্। সংপুরুষোচিতং মার্গমনুগচ্ছতো যৎসত্যং ব্রীড়িতা এব বয়ং বিন্ধ্যকেতোর্মরণেন।

রুমণ্বান্—দেব। ত্বদ্বিধানামেবং গুণৈকপক্ষপাতিনাং যত্রাস্য পরিতোষস্য ফলং দর্শয়ামি।

বিজয়সেনঃ- দেব ইদমপি বিজ্ঞাপয়ামি। এবং সবন্ধুপরিবারে হতে বিন্ধ্যকেতৌ তমনুসৃতাসু সহধর্মচারিণীষু বিন্ধ্যশিখরাশ্রিতেষু জনপদেষু শূন্যীভূতে 'হা তাত হা মাতঃ' ইতি কৃতকৃপণপ্রলাপা বিন্ধ্যকেতোরেবমন্যাভিজাত্যানুরূপা কন্যকা তস্মাদ্গৃহতেত্যস্মাভিরানীতা দ্বারি তিষ্ঠতি। তাং প্রতি দেবঃ প্রমাণম্।

রাজা—যশোধরে গচ্ছ। ত্বমেব বাসবদত্তায়াঃ সমর্পয়। বক্তব্যা চ দেবী। ভগিনীবুদ্ধ্যা ত্বয়ৈব সর্বদা দ্রষ্টব্যা। গীতনৃত্যবাদ্যাদিষু বিশিষ্টকন্যকোচিতং সর্বং শিক্ষয়িতব্যা। যদা বরযোগ্যা ভবিষ্যতি তদা মাং স্মারয়েতি।

প্রতীহারী—যদ্দেব আজ্ঞাপয়তি। (জং দেবো আণবেদি।) (ইতি নিষ্ক্রান্তা।)

(নেপথ্যে বৈতালিকঃ।)

লীলামজ্জনমঙ্গলোপকরণস্নানীয়সম্পাদিনঃ
সর্বাস্তঃপুরবারবিভ্রমবতীলোকস্য তে সম্প্রতি।
আয়াসস্খলদংশুকাব্যবহিতচ্ছায়াবদাতৈঃ স্তনৈ-
রুৎক্ষিপ্তাপরশাতকুম্ভকলশেবালংকৃতা স্নানভূঃ ॥ ১১ ॥

রাজা—(উর্ধ্বমবলোক্য।) অয়ে কথং নভোমধ্যমধ্যাস্তে ভগবান্ সহস্রদীধিতিঃ। সম্প্রতি হি

আভাত্যর্কাংশুতাপক্বথদিব শফরোদ্বর্তনৈর্দীর্ঘিকাম্ভ-
শ্ছত্রাভং নৃত্যলীলাশিথিলমপি শিখী বর্হভারং তনোতি।
ছায়াচক্রং তরূণাং হারিণশিশুরুপৈত লবালাম্বুলুব্ধঃ
সদ্যস্ত্যক্ত্বা কপোলং বিশতি মধুকরঃ কর্ণপালীং গজস্য ॥ ১২ ॥

রুমণ্বন্। উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ। প্রবিশ্যাভ্যন্তরমেব কৃতযথোচিতক্রিয়াঃ সংকৃতা বিজয়সেনং কলিঙ্গোচ্ছিত্তয়ে প্রেষয়ামঃ।)

(ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে।)

॥ ইতি প্রথমোঽঙ্কঃ ॥

(ততঃ প্রবিশতি বিদূষকঃ ।)

বিদূষকঃ—ননু ভণিতোঽস্মীন্দীবরিকয়া যথা আর্য উপবাসনিয়মস্থিতা দেবী বাসবদত্তা স্বস্তিবাচননিমিত্তং শব্দাপয়তীতি। তদ্ যাবদ্ধারাগৃহোদ্যানদীর্ঘিকায়াং স্নাত্বা দেবীপার্শ্বং গত্বা কুক্কুটবাদং করিষ্যামি। অন্যথা কথমস্মাভিঃ সদৃশা ব্রাহ্মণা রাজকুলে প্রতিগ্রহং কুর্বন্তু। (নেপথ্যাভিমুখমবলোক্য) কথমেষ প্রিয়বয়স্যোঽপ্যদ্য দেব্যা বিরহোৎকণ্ঠাবিনোদননিমিত্তং ধারাগৃহোদ্যানমেব প্রস্থিতঃ। তদ্ যাবদ্বয়স্যেন সহৈব গত্বা যথোদিতমনুষ্ঠাস্যামি। (নং ভণিদোম্হি ইন্দীবরিআএ জহ অজ্জ উববাসণিঅমট্ঠিআ দেবী বাসবদত্তা সোত্থিবাঅণণিমিত্তং সদ্দাবেত্তি। তা জাব ধারাঘরুজ্জাণদীহিআএ হাহঅ দেবীপাসং গদুঅ কুক্কুটবাদং করিস্সং। অণ্ণহা কহং অম্হাণং সরিসা বহ্মণা রাঅকুলে পডিগ্গহং করেন্তু। কহং এসো পিঅবঅস্সো অজ্জ দেবীএ বিরহুক্কণ্ঠবিণোদণণিমিত্তং ধারাঘরুজ্জাণং এব্ব গদুঅ জহোদিদং অণুচিট্ঠিস্সং।)

(ততঃ প্রবিশতি সোৎকণ্ঠো রাজা।)

রাজা—

স্নাতাং মঙ্গলমাত্রমণ্ডণভৃতং মন্দোদ্যমালাপিনী-
মাপাণ্ডুচ্ছবিনা মুখেন বিজিতপ্রাতস্তনেন্দুদ্যুতিম্।
সোৎকণ্ঠাং নিয়মোপবাসবিধিনা চেতো মমোৎকণ্ঠতে
তাং দ্রষ্টুং প্রথমানুরাগজনিতাবস্থামিবাদ্য প্রিয়াম্ ॥ ১॥

বিদূষকঃ—(উপসৃত্য।) স্বস্তি ভবতে। বর্ধতাং ভবান্। (সোত্থি হোদে। বড্ডদু ভবং।)

রাজা—(বিলোক্য।) বসন্তক। কস্মাৎ প্রহৃষ্ট ইব লক্ষ্যসে।

বিদূষকঃ—অর্চিত খলু দেবী ব্রাহ্মণম্। (অচ্চিদ ক্খু দেবী বহ্মাণং)।

রাজা—যদ্যেবং ততঃ কিম্।

বিদূষকঃ—(সগর্বম্।) ভোঃ। ঈদৃশঃ খলু ব্রাহ্মণঃ। যশ্চতুর্বেদপঞ্চবেদষড়্বেদ-ব্রাহ্মণসহস্রপর্যাকুলে রাজকুলে প্রথমমহমেব দেবীসকাশাৎ স্বস্তিবাচনং লভে। (ভো, ঈরিসো ক্খু বহ্মণো। জো চউব্বেদপঞ্চবেদছট্ঠবেদবহ্মণসহস্স-পজ্জাউলে রাঅউলে পঢমং অহং এব্ব দেবীসআসাদো সোত্থিবাঅণং লহেমি।)

রাজা—(বিহস্য।) বেদসংখ্যয়েবাবেদিতং ব্রাহ্মণ্যম্। তদাগচ্ছ মহাব্রাহ্মণ। ধারাগৃহো-দ্যানমেব গচ্ছাবঃ।

বিদূষকঃ—যদ্দেব আজ্ঞাপয়তি। (জং দেবো আণবেদি)

রাজা—গচ্ছাগ্রতঃ।

বিদূষকঃ—ভো এহি গচ্ছাবঃ। (পরিক্রম্যাবলোক্য চ) ভো বয়স্য পশ্য পশ্য। অবিরতপর্তিবিধকুসুমসুকুমারশিলাতলোৎসঙ্গস্য পরিমলনিলীনমধুকরভরভগ্ন-বকুলমালতীলতাজালকস্য কমলগন্ধগ্রহণোদ্দামমারুতপর্ববদ্ধবন্ধুকবন্ধনস্যা-বিরলতমালতরুপিহিতাতপপ্রকাশস্যাস্য ধারাগৃহোদ্যানস্য সশ্রীকতাম্। (ভো এহি গচ্ছম্ম। ভো বঅস্স পেক্খ পেক্খ। অবিরদপডন্তবিবিহকুসুমসুউমাল-

সিলাঅল্‌চ্ছঅস্স পরিমলনিলীণমহ্‌অরভরভগ্গবউলমালদীলদাজালঅস্স কমল-গন্ধগহণ্‌ন্দামমার্‌দপজ্জবব্‌দ্ধবন্ধ্‌অবন্ধণস্স অবিরলতমালতর্‌পিহিদাতপ্পস-আসস্স অস্স ধারাঘর্‌জ্জাণস্স সস্সরীঅং)।

রাজা—বয়স্য সাধ্বভিহিতম্‌। অত্র হি।

ব্‌ন্তৈঃ ক্ষুদ্রপ্রবালস্থগিতমিব তলং ভাতি শেফালিকানাং
গন্ধঃ সপ্তচ্ছদানাং সপদি গজমদামোদমোহং করোতি ;
এতে চোন্নিদ্রপদ্মচ্যুতবহলরজঃপ্‌ঞ্জপিঙ্গাঙ্গরাগা
গায়ন্ত্যব্যক্তবাচঃ কিমপি মধ্‌লিহো বার্‌ণীপানমত্তাঃ ॥ ২ ॥

বিদ্‌ষকঃ—ভো বয়স্য এতদপি তাবৎপশ্য পশ্য। য এষোঽবিরলপতৎকুসুমনিকরোঽদ্যাপি পত্রান্তরগলদ্বর্ষাবসানসলিলবিন্দ্‌রিব লক্ষ্যতে সপ্তপর্ণপাদপঃ। (ভো বঅস্স। এদং পি দাব পেক্‌খ পেক্‌খ। জো এসো অবিরলপডন্তকুসুমণিঅরো অজ্জ বি পত্তন্তরগলন্তবরিসাবসাণসলিলবিন্দ্‌ বিঅ লক্‌খীঅদি সত্তবন্নপাঅবো।)

রাজা—বয়স্য সম্যগ্‌ৎপ্রেক্ষিতম্‌। বহ্বেব সদ্‌শং জলদসময়স্য। তথাহি।

বিভ্রাণা ম্‌দ্‌তাং শিরীষকুসুমশ্রীহারিভিঃ শাদ্বলৈঃ
সদ্যঃ কল্পিতব্‌ট্টিমা মরকতক্ষোদৈরিব ক্ষালিতৈঃ।
এষা সম্প্রতি বন্ধনাদ্বিগলিতৈর্বন্ধ্‌কপ্‌ষ্পোৎকরৈ-
রদ্যাপি ক্ষিতিরিন্দ্রগোপকশতৈশ্ছন্নেব সংলক্ষ্যতে ॥ ৩ ॥

(ততঃ প্রবিশতি চেটী।)

চেটী—আজ্ঞপ্তাস্মি দেব্যা বাসবদত্তয়া। হঞ্জে ইন্দীবরিকে অদ্য ময়াগস্ত্যমহর্ষেরর্ঘো দাতব্যঃ। তদ্গচ্ছ ত্বম্‌। শেফালিকাকুসুমমালাং লঘ্‌ গ্‌হীত্বাগচ্ছেতি। এষাপ্যারণ্যিকা ধারাগ্‌হোদ্যানদীর্ঘিকায়া যাবদেব বিকসিতা্‌ন কমলানি নাস্তাভিলাষিণা স্‌র্যেণ ম্‌কুলায্যন্তে তাবদেব লঘ্‌বচিত্যাগচ্ছেতি। এষা তপস্বিনী তাং দীর্ঘিকাং ন জানাতি। তদ্গ্‌হীত্বা তাং গমিষ্যামি ॥ (নেপথ্যাভিম্‌খমবলোক্য।) ইত ইত আরণ্যিকে এহি। (আণত্তম্হি দেবীএ বাসবদত্তাএ। হঞ্জে ইন্দীবরিএ। অজ্জ মএ অগত্থিমহেসিণো অগ্ঘো দাদব্বো। তা গচ্ছ তুমং। সেহালিয়াকুসুমমালং লহ্‌ গেণ্‌হিঅ আঅচ্ছেত্তি। এসাবি আরণ্ণিআ ধারাঘর্‌জ্জাণদীহিআএ জাব এব্ব বিঅসিআইং কমলাইং ন অথাহিলাসিণা সুজ্জেন মউলাবিজ্জন্তি তাব এব্ব লহ্‌অং অবচিণ্‌অ আঅচ্ছদ্‌ত্তি। এসা তবস্সিণী তং দীহিঅং ন জাণাদি। তা গেণ্হিঅ তং গমিস্সং। ইদো ইদো আরণ্ণিএ এহি।)

(ততঃ প্রবিশত্যারণ্যিকা)

আরণ্যিকা—(সবাষ্পোদ্বেগমাত্মগতম্‌) তথা নাম তাদ্‌শে বংশ উৎপন্নয়ান্যজনমাজ্ঞাপ্য স্থিতয়া সাম্প্রতং পরস্য ময়াজ্ঞপ্তিঃ কর্তব্যেতি নাস্তি খল্‌ দ্‌ষ্করং দৈবস্য। অথবা মমৈবৈষ দোষো যেন জানত্যাপি ন ব্যাপাদিত আত্মা। তৎ কিং সাম্প্রতং করিষ্যামি। অথবা দ্‌ষ্করমিদানীং ময়া চিন্তিতম্‌। বরমেবৈতদপি। ন প্‌নরাত্মনো মহার্ঘং বংশং প্রকাশয়ন্ত্যা ময়া লঘ্‌কৃত আত্মা। তৎ কা গতিঃ। যথাভণিতমন্‌ষ্ঠাস্যামি। (তহ ণাম তারিসে বংসে উপ্পন্নএ অন্নজণং আণ্ণাবিঅ

ঠ্‌ঠিদাএ সংপদং পরস্স মএ আণস্তী কাদব্বেত্তি গণ্ণি ক্‌খদ্‌ দ্‌ক্‌খরং দেব্বস্স। অহবা মহ এব্ব এসো দোসো জেণ আণস্তীএ বি ণ বাবাদও অপ্পা। তা কিং সংপদং করিস্সং। অহবা দ্‌ক্‌খরং দাণিং মএ চিন্তিদং। বরং এব্ব এদং বি। ণ উণ অপ্পণো মহব্বং বংসং পআসঅন্তীএ মএ লহ্‌কিদো অপ্পা। তা কা গঈ। জহভণিদং অণ্‌চিঠ্‌ঠস্সং।)

চেটী—ইত এহ্যারণ্যিকে। (ইদো এহি আরণ্ণিএ।)

আরণ্যিকা—ইয়মাগচ্ছামি। (ভ্রমং নাটয়ন্তী) হঞ্জে দ্‌রে কিমদ্যাপি দীর্ঘিকা। (ইঅং (ইঅং আঅচ্ছামি। হঞ্জে দ্‌রে কিং অজ্জবি দিগ্ঘিআ।)

চেটী—এষা শেফালিগ্‌ল্মান্তরিতা। তদেহি অবতরাবঃ। (অবতরণং নাটয়তঃ) এসা সেহালিআগ্‌ম্মন্তরিতা। তা এহি। ওদরহ্ম।)

রাজা—বয়স্য কিমন্যাদিব চিন্তয়সি। ননু ব্রবীমি বহ্বেব সদৃশং জলদসময়স্যেতি। (বিভ্রাণা মৃদ্‌তামিত্যাদ পুনঃ পঠতি।)

বিদূষকঃ—(সক্রোধম্‌) ভোঃ ত্বং তাবদেতদন্যচ্চ পশ্যন্ন্‌ৎকণ্ঠানির্ভরং বিনোদয়স্যাত্মানম্‌। মম পুনর্ব্রাহ্মণস্য স্বস্তিবাচনবেলাতিক্রামতি। তদ্‌ যাবদহং ত্বরিতং দীর্ঘিকায়াং স্নাত্বা দেব্যাঃ সকাশং গমিষ্যামি। (ভো তুমং দাব এদং অন্নং অ পেক্‌খন্তো উক্কণ্ঠাণিব্ভরং বিণোদেসি অপ্পাণং। মম উণ বহ্মণস্স সোত্থিবাঅণবেলা অদিক্কমদি। তা জাব অহং তুবরিঅং দীহিআএ ণ্হাহঅ দেবীএ সআসং গমিস্সং।)

রাজা—ননু মূর্খ পারং গতা এব বয়ং দীর্ঘিকায়াঃ। এবমনেকেন্দ্রিয়সুখাতিশয়মনুভবন্নপি নোপলক্ষয়সি। পশ্য।

শ্রোত্রং হংসস্বনোঽয়ং সুখয়তি দয়িতানূপুরহ্লাদকারী
দৃষ্টপ্রীতিং বিধত্তে তটতরুবিবরালক্ষিতা সৌধপালী।
গন্ধেনাম্ভোরুহাণাং পরিমলপটুনা জায়তে ঘ্রাণসৌখ্যং
গাত্রাণাং হ্লাদমেতে বিদধতি মরুতো বারিসম্পর্কশীতাঃ॥ ৪॥

তদেহি দীর্ঘিকাতটমুপসর্পাবঃ। (পরিক্রম্যাবলোক্য চ) বয়স্য পশ্য পশ্য।

উদ্যানদেবতায়াঃ স্ফুটপঙ্কজকান্তিহারিণী স্বচ্ছা।
দৃষ্টিরিব দীর্ঘিকেয়ং রময়তি মাং দর্শনেনেব॥ ৫॥

বিদূষকঃ—(সকৌতুকম্‌) ভো বয়স্য পশ্য পশ্য। ৈষা কুসুমপরিমলসুগন্ধবেণিমধুকরাবলির্বিদ্রুমলতারুণহস্তপল্লবা উজ্জ্বলস্তন কোমলবাহুলতা সত্যং প্রত্যক্ষচরীবোদ্যানদেবতা স্ত্রী দৃশ্যতে। (ভো বঅস্স পেক্‌খ পেক্‌খ। কা এসা কুসুমপরিমলসুঅন্ধবেণীমহুঅরাবলী বিদ্দুমলআরুণহত্থপল্লবা উজ্জলন্তণুকোমলবাহুলদা সচ্চং পচ্চক্‌খচরী বিঅ উজ্জাণদেবদা ইত্থিয়া দীসই।)

রাজা—(সকৌতুকং বিলোক্য) বয়স্য নিরতিশয়স্বরূপশোভাজনিতবহুবিকল্পেয়ম্‌। যৎসত্যমহমপি নাবগচ্ছামি। পশ্য।

পাতালাদ্ভুবনাবলোকনপরা কিং নাগকন্যোত্থিতা
মিথ্যা তৎখলু দৃষ্টমেব হি ময়া তস্মিন্‌ কুতোঽস্তীদৃশী।
মূর্তা স্যাদিহ কৌমুদী ন ঘটতে যস্যা দিবা দর্শনং
কেয়ং হস্ততলাস্থিতেন কমলেনালোক্যতে শ্রীরিব॥ ৬॥

বিদূষকঃ—(নিরূপ্য) এষা খলু দেব্যাঃ পরিচারিকেন্দীবরিকা। তদন্তরিতৌ ভূত্বা পশ্যাবঃ। (এসা ক্খু দেবীএ পরিআরিআ ইন্দীবরিআ তা গুম্মন্তরিআ ভবিঅ পেক্খম্হ।)

(উভৌ তথা কুরুতঃ)

চেটী—(কমলিনীপত্রগ্রহণং নাটয়ন্তী) আরণ্যিকে অবচিনু ত্বং পদ্মানি। অহমপ্যেতস্মিন্নলিনীপত্রে শেফালিকাকুসুমান্যবচিত্য দেবীসকাশং গমিষ্যামি। (আরণ্ণিএ অবইণু তুমং পদুমাইং। অহং বি এদস্সিং ণলিণীপত্তে সেহালিআকুসুমাইং অবইণ অ দেবীসআসং গমিস্সং।)

(চেটী গমনং নাটয়তি)

আরণ্যিকা—হলা ইন্দীবরিকে। ন শক্নোমি ত্বয়া বিনা মুহূর্তমপ্যত্রাসিতুম্। (হলা ইন্দীবরিএ ণ সক্কুণোমি তুএ বিণা মুহুত্তংবি এত্থ আসিদুং।)

চেটী—(বিহস্য) যাদৃশমদ্য ময়া দেব্যা মন্ত্রিতং শ্রুতং তাদৃশেন চিরমেব ময়া বিনা ত্বয়াসিতব্যম্। জাদিসং অজ্জ মএ দেবীএ মন্তিদং সুদং তারিসেণ চিরং এব্ব মএ বিণা তুএ আসিদব্বং।)

আরণ্যিকা—(সাবধানম্) কিং দেব্যা মন্ত্রিতম্। (কিং দেবীএ মন্তিদং)

চেটী—এতত্। তদেষাহং মহারাজেন ভণিতা যথা—যদেষা বিন্ধ্যকেতুদুহিতা বরযোগ্যা ভবিষ্যতি তদাহং স্মারয়িতব্য ইতি। তৎ সাম্প্রতং মহারাজং স্মারয়ামি যেনাস্যা বরচিন্তাপর্যাকুলো ভবিষ্যতি। (এদং। তদা অহং মহারাএ ভণিদা জহ এদো বিঞ্ঝকেদুদুহিদা বরজোগ্গা ভবিস্সদি তদা অহং সুমরাইদব্বোত্তি। তা সংপদং মহারাঅং সুমরাবেমি জেণ সে বরচিন্তাপজ্জউলো ভবিস্সদি।)

রাজা—(সহর্ষম্।) ইয়ং সা বিন্ধ্যকেতোর্দুহিতা। (সানুতাপম্।) চিরং মুষিতাঃ স্মো বয়ম্। বয়স্য নির্দোষদর্শনা কন্যকা খল্বিয়ম্। বিশ্রব্ধামিদানীং পশ্যামঃ।

আরণ্যিকা—(সরোষং কর্ণৌ পিধায়।) তদ্‌গচ্ছ ত্বম্। ন মম ত্বয়াসংবদ্ধপ্রলাপিন্যা প্রয়োজনম্। (তা গচ্ছ তুমং। ণ মহ তুএ অসংবদ্ধপ্পলাবিণীএ পওঅণং।)

(চেট্যপসৃত্য পুষ্পাবচয়ং নাটয়তি)

রাজা—অহো সুতরাং প্রকটীকৃতমাভিজাত্যং ধীরতয়া। বয়স্য ধন্যঃ খল্বসৌ য এতদঙ্গস্পর্শসুখভাজনং ভবিষ্যতি।

(আরণ্যিকা কমলাবচয়ং নাটয়তি)

বিদূষকঃ—ভো বয়স্য পশ্য পশ্য। আশ্চর্যমাশ্চর্যম্। এষা সলিলচলৎকরপল্লবপ্রভাবিস্তৃতেনাপহসিতশোভং করোতি কমলবনমবচিন্বতী। (ভো বঅস্স পেক্খ পেক্খ। অচ্চরিঅং অচ্চরিঅং। এসা সলিলচলন্তকরপল্লবপ্পহাবিত্থিদেণ ওহসিঅসোহং করেদি কমলবণং অবচিণন্তী)।

রাজা—বয়স্য সত্যমেবৈতৎ। পশ্য।

অচ্ছিন্নামৃতবিন্দুবৃষ্টিসদৃশীং প্রীতিং দদত্যা দৃশাং
যাতায়া বিগলৎপয়োধরপটাদ্দ্রষ্টব্যতাং কামপি।

অস্যাশ্চন্দ্রমসস্তনোরিব করস্পর্শাম্পদত্বং গতা
নৈতে যস্মাকুলীভবন্তি সহসা পদ্মান্তদেবাদ্ভুতম্ ॥ ৭ ॥

আরণ্যিকা—(ভ্রমরবাধাং নাটয়ন্তী) হা ধিক্, হা ধিক্। এতে খল্বপরে পরিত্যজ্য কমলিনীং নীলোৎপলবনানি সমাপতন্তো নিপুণতরং বাধমানা আয়াসয়ন্তি মাং দুষ্টমধুকরাঃ। (উত্তরীয়েণ মুখং পিধায় সভয়ম্) হলা ইন্দীবরিকে পরিত্রায়স্ব মাং পরিত্রায়স্ব মাম্। এতে খলু দুষ্টমধুকরাঃ পরিভবিষ্যন্তি। (হদ্ধি হদ্ধি। এদে ক্খু অবরে পরিচ্চইঅ কমলিণীং ণীলুপ্পলবণাইং সমাপডন্তা ণিউণঅরং বাধন্তা আআসঅন্তি মং দুট্ঠ মহুঅরা। হলা ইন্দীবরিএ পরিত্তাএহি মং পরিত্তাএহি মং। এদে ক্খু দুট্ঠমহুঅরা পরিভবিস্সন্তি)।

বিদূষকঃ—ভো বয়স্য পূর্ণাস্তে মনোরথাঃ। যাবদেব গর্ভদাস্যাঃ সুতা নাগচ্ছতি তাবদেব ত্বমপি তুষ্ণীকো ভূত্বোপসর্প। এষাপি সলিলশব্দসূচিতেন পদসংচারেণেন্দীবরিকাগচ্ছতীতি জ্ঞাত্বা ত্বামেবাবলম্বিষ্যতে। (ভো বঅস্স পুণ্ণা দে মণোরহা। জাব এব্ব গব্ভদাসীএ সুদা ণ আঅচ্ছদি দাব এব্ব তুমং বি তুহ্ণীকো ভবিঅ উবসপ্প। এসা বি সলিলসদ্দসূইদেণ পঅসংচারেণ ইন্দীবরিআ আঅচ্ছদিত্তি জাণিঅ তুমং এব্ব ওলম্বিস্সদি)।

রাজা—সাধু বয়স্য সাধু। কালানুরূপমুপদিষ্টম্। (ইত্যারণ্যিকাসমীপমুপসর্পতি)।

আরণ্যিকা—(পদশব্দাকর্ণনং নাটয়ন্তী) ইন্দীবরিকে লঘূপসর্প লঘূপসর্প। আকুলীকৃতাস্মি দুষ্টমধুকরৈঃ। (ইন্দীবরিএ। লহু উবসপ্প লহু উবসপ্প। আউলীকিদাম্হি দুট্ঠমহুঅরেহিং)। (রাজানমবলম্বতে)

(রাজা কণ্ঠে গৃহ্ণাতি। আরণ্যকোত্তরীয়ং মুখাদপনীয় রাজানমপশ্যন্তী ভ্রমরাবলোকনং নাটয়তি)

রাজা—(স্বোত্তরীয়েণ ভ্রমরান্নিবারয়ন্)

অয়ি বিসৃজ বিষাদং ভীরু ভৃঙ্গাস্তবৈতে
পরিমলরসলুব্ধা বক্ত্রপদ্মে পতন্তি।
বিকিরসি যদি ভূয়স্ত্রাসলোলায়তাক্ষী
কুবলয়বনলক্ষ্মীং তৎ কুতস্ত্বাং ত্যজন্তি ॥ ৮ ॥

আরণ্যিকা—(রাজানং দৃষ্ট্বা সাধ্বসং নাটয়ন্তী) কথং নৈষেন্দীবরিকা। (সভয়ং রাজানং তান্ত্বাপসরন্তী) ইন্দীবরিকে। লঘ্বাগচ্ছ লঘ্বাগচ্ছ। পরিত্রায়স্ব মাম্। (কহং ণ এসা ইন্দীবরিআ। ইন্দীবরিএ। লহু আঅচ্ছ। লহু আঅচ্ছ। পরিত্তাএহি মং)।

বিদূষকঃ—ভবতি সকলপৃথ্বীপরিত্রাণসমর্থেন বৎসরাজেন পরিত্রায়মাণা চেটীমিন্দীবরিকামাক্রন্দসি। (হোদি সঅলপুহবীপরিত্তাণসমত্থেণ বচ্ছরাএণ পরিত্তাঅন্তী চেডিং ইন্দীবরিঅং আক্কন্দসি)।

(রাজা 'অয়ি বিসৃজ—' ইত্যাদি পুনঃ পঠতি)

আরণ্যিকা—(রাজানমবলোক্য সস্পৃহং সলজ্জং চাত্মগতম্) অয়ং খলু স মহারাজো যস্যাহং তাতেন দত্তা। স্থানে খলু তাতস্য পক্ষপাতঃ। (আকুলতাং নাটয়তি)

(অঅং ক্খু সো মহারাও জস্স অহং তাদেণ দিণ্ণা ঠাণে ক্খু তাদস্স পক্খবাদো)।

চেটী—আয়াসিতা খল্বারণ্যিকা দুষ্টমধুকরৈঃ। তদ্ যাবদুপসর্প্য সমাশ্বাসয়ামি। আরণ্যিকে মা বিভীহি। এষোপগতাস্মি। (আআসিআ ক্খু আরণ্ণিআ দুট্ঠমহুঅরেহিং। তা জাব উবসপ্পিঅ সমস্সাসেমি। আরণ্ণিএ মা ভাআহি। এসা উবঅদম্হি)।

বিদূষকঃ—ভোঃ অপসরাপসর। এষা খল্বিন্দীবরিকাগতা। এতং বৃত্তান্তং প্রেক্ষ্য দেব্যৈ নিবেদয়িষ্যতি। (অঙ্গুল্যা নির্দিশ্য) তদিদমেব কদলীগৃহং প্রবিশ্য মুহূর্তং তিষ্ঠাবঃ। (ভো ওসর ওসর। এষা ক্খু ইন্দীবরিআ আঅদা। এদং উত্তন্তং পেক্খিঅ দেবীএ ণিবেদইস্সদি। তা ইমং এব্ব কদলীঘরং পবিসিঅ মুহুত্তং চিঠ্ঠহ্ম)।

(উভৌ তথা কুরুতঃ)

চেটী—(উপসৃত্য কপোলৌ স্পৃশন্তী) হঞ্জে আরণ্যিকে। কমলসদৃশস্য তব বদনস্যায়ং দোষো যন্মধুকরা এবমপরাধ্যন্তি। (হস্তে গৃহীত্বা) তদেহি গচ্ছাবঃ। পরিণতো দিবসঃ। (হঞ্জে আরণ্ণিএ কমলসরিসস্স তুহ বঅণস্স অঅং দোসো জং মহুঅরা এব্বং অবরজ্ঝংতি। তা এহি গচ্ছহ্ম। পরিণদো দিঅহো)।

(গমনং নাটয়তঃ)

আরণ্যিকা—(কদলীগৃহাভিমুখমবলোক্য) হঞ্জে ইন্দীবরিকে অতিশিশিরতয়া সলিলস্যোরুস্তম্ভ ইব সমুৎপন্নঃ। তচ্ছনৈঃ শনৈর্গচ্ছাবঃ। (হঞ্জে ইন্দীবরিএ অদিসিসিরদাএ সলিলস্স উরুত্থম্ভো বিঅ সমুপ্পণ্ণো। তা সণিঅং সণিঅং গচ্ছহ্ম)।

চেটী—তথা। (তহ)। (ইতি নিষ্ক্রান্তে)

বিদূষকঃ—ভোঃ এহি নিষ্ক্রামাবঃ। তাং গৃহীত্বৈষা দাস্যাঃ সুতেন্দীবরিকা গতা। (ভো এহি ণিক্কমহ্ম। তং গেণ্হিঅ এসা দাসীএ সুদা ইন্দীবরিআ গদা)।

(তথা কুরুতঃ)

রাজা—(নিঃশ্বস্য) কথং গতা। সখে বসন্তক। ন খল্ববিঘ্নমভিলষিতমধন্যৈঃ প্রাপ্যতে। (বিলোক্য) সখে পশ্য পশ্য।

আবদ্ধমুখমপীদং কণ্টকিতং কমলকাননং তস্যাঃ।
সুকুমারপাণিপল্লবসংস্পর্শসুখং কথয়তীব ॥ ৯ ॥

(নিঃশ্বস্য) সখে ক ইদানীমুপায়ঃ পুনস্তাং দ্রষ্টুম্।

বিদূষকঃ—ভোঃ ত্বমেব পুত্তলিকাং ভঙ্ক্ত্বেদানীং রোদিষি। ন মম খলু ব্রাহ্মণস্য বচনং করোষি। (ভো তুমে এব্ব পুত্তলিঅং ভঞ্জিঅ দাণিং রোদিসি। ন মহ ক্খু বহ্মণস্স বঅণং করেসি)।

রাজা—কিং ময়া ন কৃতম্।

বিদূষকঃ—তদিদানীং বিস্মৃতম্। যথা তুষ্ণীকো ভূত্বোপসর্পেতি ময়া ভণিতম্। অতিসংকটে যদ্ভবান্ প্রবিশ্যালীকপাণ্ডিত্যদুর্বিদগ্ধতয়া 'অয়ি বিসৃজ বিষাদম্' ইত্যেতৈরন্যৈশ্চ কটুবচনৈর্নির্ভর্ৎস্য সাম্প্রতং কিং রোদিষি। পুনরপ্যুপায়ং পৃচ্ছসি। (তং দাণিং বিসুমরিদং। জহ তুণ্হীকো ভবিঅ উবসপ্পেত্তি মএ ভণিদং। অদিসংকডে জং ভবং পবিসিঅ অলিঅপংডিচ্চদুব্বিদগ্ধদাএ অই

বিসিজ বিসাদেত্তি এদেহিং অম্নেহিং অ কডুঅবঅণেহিং ণিব্ভচ্চিঅ সংপদং কিং রোদিসি। পুণো বি উবাঅং পুচ্ছসি)।

রাজা কথং সমাশ্বাসনমপি নির্ভর্ৎসিতমিতি ভণিতং মূর্খেণ।

বিদূষকঃ—জ্ঞাতমেব কোঽত্র মূর্খ ইতি। তৎকিমেতেন। অস্তময়াভিলাষী ভগবান্সহস্ররশ্মিঃ। তদেহ্যভ্যন্তরমেব প্রবিশাবঃ। (জাণিদং এব্ব কো এত্থ মুক্‌খোত্তি। তা কিং এদেণ। অত্থমআহিলাসী ভঅবং সহস্সরস্সী। তা এহি অব্ভন্তরং এব্ব পবিসম্হ)।

রাজা—(বিলোক্য) অয়ে পরিণতপ্রায়ো দিবসঃ। অহহ সম্প্রতি হি—

হৃত্বা পদ্মবনদ্যুতিং প্রিয়তমেবেয়ং দিনশ্রীর্গতা
রাগোঽস্মিন্মম চেতসীব সবিতুর্বিম্বেঽধিকং লক্ষ্যতে।
চক্রাহ্বোঽহমিব স্থিতঃ সহচরীং ধ্যায়ন্নলিন্যাস্তটে
সঞ্জাতা সহসা মমেব ভুবনস্যাপ্যন্ধকারা দিশঃ ॥ ১০ ॥

(ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে)

॥ ইতি দ্বিতীয়োঽঙ্কঃ ॥

× × × × × × × × × × × × × তৃতীয়োঽঙ্কঃ × × × × × × × × × × × × ×

(ততঃ প্রবিশতি মনোরমা)

মনোরমা—আজ্ঞপ্তাস্মি দেব্যা বাসবদত্তয়া হঞ্জে মনোরমে যঃ স সাংকৃত্যায়ন্যার্যপুত্রস্য মম চ বৃত্তান্তো নাটকোপনিবন্ধস্তস্য নর্তিতব্যশেষমদ্য যুষ্মাভিঃ কৌমুদীমহোৎসবে নর্তিতব্যমিতি। হ্যঃ খল্বারণ্যিকয়া প্রিয়সখ্যা শূন্যহৃদয়য়ান্যথৈব নর্তিতম্। অদ্য পুনর্বাসবদত্তাভূমিকয়া তয়া যদি তথা ক্রিয়তে ততোঽবশ্যং দেবী কুপ্যতি। তৎকুত্র তাবত্তাং প্রেক্ষ্যোপালপ্স্যে। (বিলোক্য।) এষারণ্যিকাত্মনৈব কিমপি কিমপি মন্ত্রয়মানা দীর্ঘিকাতীরে কদলীগৃহং প্রবিশতি। তদ্গুল্মান্তরিতা ভূত্বা শ্রোষ্যামি তাবদস্যা বিশ্রব্ধজল্পিতানি। (আণত্তম্হি দেবীএ বাসবদত্তাএ মণোরমে জং তং সংকিচ্চায়ণীএ অজ্জউত্তস্স মম অ উত্তন্তং ণাডওবণিবন্ধং তস্স ণচ্চিদব্বসেসং অজ্জ তুম্হেহিং কোমুদীমহূসবে ণচ্চিদব্বংতি। হিও কখু আরণ্ণিআএ পিঅসহীএ সুণ্ণহিঅআএ অণ্ণহা এব্ব ণচ্চিদং। অজ্জ উণ বাসবদত্তাভূমিআএ তাএ জই তহ করীঅদি তদো অবস্সং দেবী কুপ্যদি। তা কহিং দাব তাং পেক্‌খিঅ উবালম্ভিস্সং। এসা আরণ্ণিআ অপ্পণা এব্ব কিং বি কিং বি মন্তঅন্তী দিগ্ঘিআতীলে কদলীঘরঅং পবিসদি। তা গুম্মন্তরিআ ভবিঅ সুণিস্সং দাব সে বিসম্ভজম্পিদাণিং।)

(ততঃ প্রবিশত্যাসনস্থা কামাবস্থাং নাটয়ন্ত্যারণ্যিকা।)

আরণ্যিকা (নিঃশ্বস্য।) হৃদয় দুর্লভজনং প্রার্থয়মানং ত্বং কস্মান্মাং দুঃখিতাং করোষি। (হিঅঅ দুল্লহজণং পত্থঅন্তো তুমং কীস মং দুক্‌খিদং করেসি।)

মনোরমা—তদেতদস্যাঃ শূন্যহৃদয়ত্বস্য কারণম্। কিং পুনরেষা প্রার্থয়তে। অবহিতা তাবচ্ছ্রোষ্যামি। (তং এদং এদস্স সুণ্ণহিঅঅত্তণস্স কারণং। কিং উণ এসা পত্থেদি। অবহিদা দাব সুণিস্সং।)

আরণ্যকা—(সাস্রম্ ।) কথং তথা নাম সৌম্যদর্শনো ভূত্বা মহারাজ এবং সন্তাপয়তি মাম্ । আশ্চর্যমাশ্চর্যম্ । (নিঃশ্বস্য ।) অথবা মমৈবৈষাঽভাগধেয়তা । ন পুনর্মহারাজস্য দোষঃ । (কহং তহ ণাম সোম্মদংসণো ভবিঅ মহারাও এব্বং সংদাবেদি মং । অচ্চরিঅং অচ্চরিঅং । অহবা মহ এব্ব এসা অভাঅহেঅদা । ণ উণ মহারাঅস্স দোসো ।)

মনোরমা—(সবাষ্পম্ ।) কথং মহারাজ এবাস্যাঃ প্রার্থনীয়ঃ । সাধু প্রিয়সখি সাধু । আভিজাত্যসদৃশস্তেঽভিলাষঃ । (কহং মহারাও এব্ব সে পত্থণিজ্জো । সাহু পিঅসহী সাহু । আভিজাচ্চসরিসো দে অহিলাসো ।)

আরণ্যকা—কস্মৈ তাবদেতং বৃত্তান্তং নিবেদ্য সহ্যবেদনমিব দুঃখং করিষ্যামি । (বিচিন্ত্য) অথবা অস্তি মে হৃদয়নির্বিশেষা প্রিয়সখী মনোরমা । তস্যা অপ্যেতল্লজ্জয়া ন পারয়ামি কথয়িতুম্ । সর্বথা মরণং বর্জয়িত্বা কুতো মে হৃদয়স্যান্যা নিবৃতিঃ । (কস্স দাব এদং উত্তন্তং ণিবেদিঅ সজ্ঝবেঅণং বিঅ দুক্খং কারইস্সং । অহবা অত্থি মে হিঅআণিব্বিসেসা পিঅসহী মনোরমা । তাএ বি এদং লজ্জাএ ণ পারেমি কহিদুং । সব্বহা মরণং বজ্জিঅ কুদো মে হিঅঅস্স অণ্ণা ণিব্বুদী ।)

মনোরমা—(সাস্রম্) হা ধিক্ হা ধিক্ । অতিভূমিং গতোঽস্যাস্তপস্বিন্যা অনুরাগঃ । তৎকার্মিদানীমত্র করিষ্যামি । (হদ্ধি হদ্ধি । অদিভূমিং গদো সে তবস্সিণীএ অণুরাও । তা কিং দাণিং এত্থ করিস্সং ।)

আরণ্যকা—(সাভিলাষম্ ।) অয়ং স উদ্দেশো যস্মিন্মধুকরৈরায়াস্যমানাবলম্ব্য মহারাজেন সমাশ্বাসিতাস্মি ভীরু মা বিভীহীতি । (অঅং সো উদ্দেসো জস্সিং মহুঅরেহিং আআসিজন্তী ওলম্বিঅ মহারাএণ সমস্সাসিদম্হি ভীরু মা ভাআহিত্তি) ।

মনোরমা—(সহর্ষম্ ।) কথমেষাপি দৃষ্টা মহারাজেন । সর্বথাস্ত্যস্যা জীবিতস্যোপায়ঃ । যাবদুপগত্য সমাশ্বাসয়াস্যেনাম্ । (সহসোপসৃত্য ।) যুক্তং নাম হৃদয়স্যাপি লজ্জিতুম্ । (কহং এসা বি দিঠঠা মহারাএণ । সব্বহা অত্থি সে জীবিদস্স উবাও । জাব উবসপ্পিঅ সমস্সাসেমি ণং । জুত্তং ণাম হিঅঅস্স বি লজ্জিদুং ।)

আরণ্যকা— সলজ্জমাত্মগতম্ ।) হা ধিক্ হা ধিক্ । সর্বং শ্রুতমেতয়া তদত্র যুক্তমেব প্রকাশয়িতুম্ । (প্রকাশং হস্তে গৃহীত্বা ।) প্রিয়সখি মা কুপ্য মা কুপ্য । লজ্জৈবাত্রাপরাধ্যতি । (হদ্ধি হদ্ধি । সব্বং সুদং এদাএ । তা এত্থ জুত্তং এব্ব পআসইদুং । পিঅসহি মা কুপ্য মা কুপ্য । লজ্জা এব্ব এত্থ অবরজ্ঝদি ।)

মনোরমা (সহর্ষম্ ।) সখি অলং শঙ্কয়া । এতন্ম আচক্ষ্ব । সত্যমেব ত্বং মহারাজেন দৃষ্টা ন বেতি । (সহি অলং সংকাএ । এদং মে আঅক্খ । সচ্চং এব্ব তুমং মহারাএণ দিঠ্ঠা ণ বেত্তি ।)

আরণ্যকা—(সলজ্জমধোমুখী ।) শ্রুতমেব প্রিয়সখ্যা সর্বম্ । (সুদং এব্ব পিঅসহীএ সব্বং ।)

মনোরমা – যদি দৃষ্টা মহারাজেন ত্বং তদলং সন্তাপিতেন । স এবেদানীং দর্শনোপায়-

পর্যাকুলো ভবিষ্যতি। (জই দিঠ্ঠা মহারাএণ তুমং তা অলং সংতপ্পিদেণ। সো এব্ব দাণিং দংসণোবাঅপজ্জাউলো ভবিস্সদি।)

আরণ্যিকা—অয়ং সখীজনঃ পক্ষপাতেন মন্ত্রয়তে। অয়ি সখীপক্ষপাতিনি। দেবীগুণ-নিগড়নিবন্ধে খলু তস্মিঞ্জনে কৃত এতত্। (অঅং সহীঅণো পক্খবাদেণ মন্তেদি অই সহিপক্খবাদিনি। দেবীগুণণিঅলনিবন্ধে ক্খু তস্সিং জণে কুদো এদং।)

মনোরমা—(বিহস্য।) হলা অপণ্ডিতে কমলিনীবন্ধানুরাগোঽপি মধুকরো মালতীং প্রেক্ষ্যাভিনবরসাস্বাদলম্পটঃ কৃতস্তামনাস্বাদ্য স্থিতিং করোতি। (হলা অপণ্ডিদে কমলিনীবন্ধানুরাও বি মহুঅরো মালদীং পেক্খিঅ অহিণবরসাস্সাদলম্পডো কুদো তং অণাসাদিঅ ঠিঠদিং করেদি।)

আরণ্যিকা—(কিমেতেনাসম্ভাবিতেন।) তদেহি। অধিকং খলু শরদাতপেন সন্তপ্তান্যদ্যাপি নমেঽঙ্গানি সন্তাপং মুঞ্চন্তি। (কিং এদিণা অসংভাবিদেণ। তা এহি। অহিঅং ক্খু সরদাদবেণ সংতপ্পাইং অজ্জ বি ণ মে অঙ্গাইং সংদাবং মুঞ্চন্দি।)

মনোরমা—অয়ি লজ্জালুকে ন যুক্তমেতদবস্থাং গতয়াপি ত্বয়াত্মা প্রচ্ছাদয়িতুম্। (অই লজ্জালুএ ণ জুত্তং এদাবত্থং গদাএ বি দে অপ্পা পচ্ছাদিদুং।)

(আরণ্যিকা মুখমবনময়তি।)

মনোরমা—অয়ি অবিশ্রম্ভশীলে কিমিদানীং প্রচ্ছাদয়সি। নিশ্বাসনিভবিনির্গতো দিবসং রাত্রিমপি তবানুরাগোঽবিরতপতৎকুসুমশরশরনিবহপ্রবৃত্তহুঙ্কারশব্দ ইব ন ভণতি। (আত্মগতম্।) অথবা ন খল্বয়ং কাল উপালম্ভস্য। তদ্ যাবন্নলিনীপত্রাণ্যস্যা হৃদয়ে দাস্যামি। (উত্থায় দীর্ঘিকায়া নলিনীপত্রাণি গৃহীত্বারণ্যিকায়া হৃদয়ে দদতী।) সমাশ্বসিতু সখী। (অই অবিসম্ভসীলে কিং দাণিং পচ্ছাদেসি। ণীসাসণিহবিণিগ্গও দিঅহং রত্তিং পি বি তুজ্ঝ অনুরাও অবিরদপডন্তকুসুমসরসরণিবহপউত্তহুংকারসদ্দো বিঅ ণ ভণই। অহবা ণ হু অঅং কালো উবালম্ভস্স। তা জাব ণলিণীপত্তাইং সে হিঅএ দাইস্সং। সমস্সসদু সহী সমস্সসদু সহী।)

(ততঃ প্রবিশতি বিদূষকঃ।)

বিদূষকঃ—অতিমহান্ খলু প্রিয়বয়স্যস্যারণ্যিকায়া উপর্যনুরাগঃ যেন পরিত্যক্তরাজকার্যস্তস্যা এব দর্শনোপায়ং চিন্তয়ন্নাত্মানং বিনোদয়তি। (বিচিন্ত্য।) কুত্রেদানীং তাং প্রেক্ষে। অথবা তত্রৈব তাবদ্ দীর্ঘিকায়ামন্বিষ্যামি। (পরিক্রামতি।) (আদিমহন্তো ক্খু পিঅবঅস্সস্স আরণ্ণিআএ উবরি অনুরাও। জেণ পরিচ্চত্তরাঅকজ্জো তাএ এব্ব দংসণোবাঅং চিন্তঅন্তো অপ্পাণং বিনোদেই। কহিং দাণিং তং পেক্খে। অহবা তহিং এব্ব দাব দিগ্ঘিআএ অন্নেসামি।)

মনোরমা—(আকর্ণ্য।) পদশব্দ ইব শ্রূয়তে। তৎকদলীগুল্মান্তরিতে ভূত্বা প্রেক্ষাবহে তাবৎ ক এষ ইতি। (পদসদ্দো বিঅ সুণীঅদি। তা কদলীগুম্মন্তরিদা ভবিঅ পেক্খম্ব দাব কো এসোত্তি।)

(উভে তথা কৃত্বা পশ্যতঃ।)

আরণ্যিকা—কথং স এব মহারাজস্য পার্শ্বপরিবর্তী ব্রাহ্মণঃ। (কহং সো এব্ব মহারাঅস্স পস্সপরিবট্টী বম্হণো।)

মনোরমা—কথং বসন্তক এব। (সহর্ষমাত্মগতম্।) অপি নাম তথা ভবেত্।
(কহং বসন্তও এব্ব। অবি নাম তহ হবে।)

বিদূষকঃ—(দিশোঽবলোক্য) কিমিদানীমারণ্যিকা সত্যমেব আরণ্যিকা সংবৃত্তা।
(কিং দাণিং আরণ্ণিআ সচ্চং এব্ব আরণ্ণিআ সংবুত্তা।)

মনোরমা—(সস্মিতম্।) সখি রাজবয়স্যঃ খলু ব্রাহ্মণস্ত্বামুদ্দিশ্য মন্ত্রয়তে। তত্তাবদবহিতে শৃণুবঃ। (সহি রাঅবঅস্সো ক্খু বহ্মণো তুমং উদ্দিসিঅ মন্তেদি। তা দাব অবহিদা সুণহ্ম।)

(আরণ্যিকা সস্পৃহং সলজ্জং চ শৃণোতি।)

বিদূষকঃ—(সোদ্বেগম্।) যদা তাবন্ময়া গুরুমদনসন্তাপনিঃসহশরীরস্য প্রিয়বয়স্যস্য বচনেন দেব্যোর্বাসবদত্তাপদ্মাবত্যোরন্যাসাং চ দেবীনাং ভবনান্যন্বিষ্যতা ন সা দৃষ্টা তদা যত্র দীর্ঘিকায়াং দৃষ্টেদমপি তাবৎপ্রেক্ষিষ্য ইত্যাগতোঽস্মি। তদ্ যাবদিহাপি নাস্তি। কিমিদানীং করিষ্যে। (জদা দাব মএ গুরুমঅণসংদাবণীসহসরীরস্স পিঅবঅস্সস্স বঅণেণ দেবীণং বাসবদত্তাপদুমাবদীণং অন্নানং অ দেবীণং ভবণাইং অন্নেসন্তেণ ণ সা দিট্‌টা তদা জহিং দিগ্ঘিআএ দিট্‌ঠা ইদং বি দাব পেক্খিস্সং তি আঅদোহ্মি। তা জাব ইহ বি ণত্থি। কিং দাণিং করিস্সং।)

মনোরমা শ্রুতং প্রিয়সখ্যা। (সুদং পিঅসহীএ।)

বিদূষকঃ—(বিচিন্ত্য) অথবা ভণিত এবাহং বয়স্যেন। যদি তামন্বিষ্যন্ন প্রেক্ষসে ততস্তোঽপি তাবদ্দীর্ঘিকাতস্তস্যাঃ করতলস্পর্শদ্বিগুণিতসুখশীতলানি নলিনীপত্রাণি গৃহীত্বাগচ্ছেতি তৎ কথমেতানি জ্ঞাতব্যানি। (অহবা ভণিদো এব্ব অহং বঅস্সেণ। জহ তং অন্নেসন্তো ণ পেক্খসি তা তদো বি দাব দিগ্ঘিআদো তাএ করঅলপ্ফরিসদিউণিঅসুহস্সীঅলাইং ণলিনীপত্তাইং গেণ্হিঅ আঅচ্ছত্তি। তা কহং এদাইং জাণিদব্বাইং।)

মনোরমা—অয়ং মমাবসরঃ। (উপসৃত্য বিদূষকং হস্তে গৃহীত্বা।) বসন্তক এহি। অহং তে জ্ঞাপয়ামি। (অঅং মে ওসরো। বসন্তঅ এহি। অহং দে জাণাবেমি।)

বিদূষকঃ—(সভয়ম্) কস্য ত্বং জ্ঞাপয়সি। কিং দেব্যাঃ। ন খলু ময়া কিমপি মন্ত্রিতম্। (কস্স তুমং জাণাবেসি। কিং দেবীএ। ণ হু মএ কিং বি মন্তিদং।)

মনোরমা—বসন্তক অলং শঙ্কয়া। যাদৃশ্যারণ্যিকায়াঃ কৃত আত্মনঃ প্রিয়বয়স্যস্যাবস্থা ত্বয়া বর্ণিতা ততো দ্বিগুণতরা ভর্তুরপি কৃতে মম প্রিয়সখ্যা অবস্থা। তৎ পশ্য পশ্য। (উপসৃত্যারণ্যিকাং দর্শয়তি।) (বসন্তঅ অলং সংকাএ। জাদিসী আরণ্ণিআএ কিদে অত্তণো পিঅবঅস্সস্স অবত্থা তুএ বণ্ণিদা তদো দিউণদরা ভট্টিণো বি কিদে মম পিঅসহীএ অবত্থা। তা পেক্খ পেক্খ।)

বিদূষকঃ—(দৃষ্ট্বা সহর্ষম্।) সফলো মে পরিশ্রমঃ। স্বস্তি ভবত্যৈ। (সফলো মে পরিস্সমো। সোত্থি হোদীএ।)

(আরণ্যিকা সলজ্জং কমলিনীপত্রাণ্যপনীয়োত্তিষ্ঠতি)

মনোরমা—আর্য বসন্তক। তব দর্শনেনৈবাপগতঃ প্রিয়সখ্যাঃ সন্তাপো, যেন স্বয়মেব

নলিনীপত্রাণ্যপনয়তি। তদনুগৃহ্যতামার্যে ইমানি। (অজ্জ বসন্তঅ তুহ দংসণেণ এব্ব অবগদো পিঅসহীএ সংদাবো জেণ সঅং এব্ব ণলিণীপত্তাইং অবণেই। তা অনুগেণ্হাদু অজ্জো ইমাইং।)

আরণ্যিকা—(সাবেগম্)অয়ি পরিহাসশীলে। কস্মান্মাং লজ্জয়সি। (কিংচিৎপরাঙ্মুখী তিষ্ঠতি।) (অই পরিহাসসীলে। কীস মং লজ্জাবেসি।)

বিদূষকঃ—(সবিষাদম্।) তিষ্ঠন্তু তাবন্নলিনীপত্রাণি। অতিলজ্জালুকা তে প্রিয়সখী। তৎকথমেতয়োঃ সমাগমো ভবিষ্যতি। (চিঠ্ঠদু দাব নলিনী-পত্তাইং। অদিলজ্জালুআ দে পিঅসহী। তা কহং এদাণং সমাঅমো ভবিস্সদি।)

মনোরমা—(ক্ষণং বিচিন্ত্য সহর্ষম্।) বসন্তক এবমিব। (কর্ণে কথয়তি। (বসন্তঅ এব্বং বিঅ।)

বিদূষকঃ—সাধু প্রিয়সখি সাধু। (অপবার্য।) যাবদেব যুবাং নেপথ্যগ্রহণং কুরুথ-স্তাবদেবাহমপি বয়স্যং গৃহীত্বাগচ্ছামি। (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ।) (সাহু পিঅসহি সাহু। জাব এব্ব তুম্হে ণেবচ্ছগ্গহণং করেথ দাব এব্ব অহং বি বঅস্সং গেণ্হিঅ আঅচ্ছামি।)

মনোরমা—অতিকোপনে উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ। নর্তিতব্যমস্মাভিস্তস্যৈব নাটকস্য নর্তিতব্য-শেষম্। তদেহি। প্রেক্ষাগৃহমেব গচ্ছাবঃ। (পরিক্রম্যাবলোক্য।) ইদং প্রেক্ষাগারম্। যাবদেহি প্রবিশাবঃ। (প্রবিশ্যকেনাবলোক্য।) সাধু সাধু সর্বং সজ্জীকৃতম্। দেব্যাগন্তব্যম্। (অদিকোবণে। উঠ্ঠেহি উঠ্ঠেহি। ণচ্চিদব্বং অম্হেহিং তস্স এব্ব ণাডঅস্স ণচ্চিদব্বসেসং। তা এহি। পেকখাঘরং এব্ব গচ্ছম্হ। ইদং পেকখাগারং। জাব এহি পবিসম্হ। সাহু সাহু। সব্বং সজ্জীকিদং। দেবীএ আঅন্তব্বং।)

(ততঃ প্রবিশতি দেবী সাংকৃত্যায়নী বিভবতশ্চ পরিবারঃ)

বাসবদত্তা ভগবতি অহো তে কবিত্বম্। যেনৈতদ্গূঢ়বৃত্তান্তং নাটকোপনিবদ্ধং সানুভবমপ্যস্মাকমার্যপুত্রচরিতমদৃষ্টপূর্বমিব দৃশ্যমানমধিকতরং কৌতূহলং বর্ধয়তি। (ভবঅদি অহো দে কবিত্তণং। জেণ এদং গূঢ়উত্তন্তং ণাডআব-ণিবদ্ধং সানুভবং বি অম্হাণং অজ্জউত্তচরিদং অদিট্ঠপুব্বং বিঅ দিসন্তং অহিঅ-অরং কোদূহলং বড্ঢঅদি।)

সাংকৃত্যায়নী—আয়ুষ্মতি। আশ্রয়গুণ এবায়মীদৃশো যদসারমপি কাব্যমবশ্যমেব শৃণ্বতাং শ্রবণসুখমুৎপাদয়তি। পশ্য।

> প্রায়ো যৎকিংচিদপি প্রাপ্নোত্যুৎকর্ষমাশ্রয়ান্মহতঃ।
> মত্তেভকুম্ভতটগতমেতি হি শৃঙ্গারতাং ভস্ম ॥ ১ ॥

বাসবদত্তা—(সস্মিতম্।) ভগবতি সর্বস্য বল্লভো জামাতা ভবতীতি জ্ঞায়ত এবেতৎ। তৎকিমেতেন কথানুবন্ধেন। বরং তদেব নর্তিতব্যং দ্রষ্টুম্। (ভঅবদি সব্বস্স বল্লহো জামাদা হোদিত্তি জাণিঅদি এব্ব এদং। তা কিং এদিণা কহাণু-বন্ধেণ। বরং তং এব্ব ণচ্চিদব্বং দঠ্ঠুং।)

সাংকৃত্যায়নী—এবম্। ইন্দীবরিকে প্রেক্ষাগৃহমাদেশয়।

চেটী—এতু এতু ভট্টিনী। (এদু এদু ভট্টিণী।) (সর্বাঃ পরিক্রামন্তি।)

সাংকৃত্যায়নী—(বিলোক্য।) অহো প্রেক্ষণীয়তা প্রেক্ষাগৃহস্য।

আভাতি রত্নশতশোভিতশাতকুম্ভ-
স্তম্ভাবসক্তপৃথুমৌক্তিকদামরম্যম্।
অধ্যাসিতং যুবতিভির্বিজিতাপ্সরোভিঃ
প্রেক্ষাগৃহং সুরবিমানসমানমেতত্॥ ২॥

মনোরমারণ্যিকে—(উপসৃত্য।) জয়তু জয়তু ভট্টিনী। (জদু জেদু ভট্টিণী॥

বাসবদত্তা—মনোরমে অতিক্রান্তা খলু সন্ধ্যা। তদ্ গচ্ছতম্। লঘু গৃহীতং নেপথ্যম্।
(মনোরমে অদিক্কন্দা ক্খু সংজ্ঝা তা গচ্ছধ। লহুং গেণ্হহ ণেবচ্ছং।)

উভে—যদ্দেব্যাজ্ঞাপয়তি। (ইতি প্রস্থিতে।) (জং দেবী আণবেদি।)

বাসবদত্তা—আরণ্যিকে এতৈরেব মদঙ্গাপনয়ৈরাভরণৈর্নেপথ্যভূমিং গত্বাত্মানং প্রসাধয়। (আভরণান্যঙ্গাদাবতার্যারণ্যিকায়াঃ সমর্পয়তি) মনোরমে ত্বমপি নলগিরিগ্রহণপরিতুষ্টেন তাতেনার্যপুত্রস্য দত্তান্যাভরণানীন্দীবরিকাসকাশাদ্ গৃহীত্বা নেপথ্যভূমিং গত্বাত্মানং মণ্ডয় যেন সুসদৃশী দৃশ্যসে মহারাজস্য। (আরণ্ণিএ এদেহিং এব্ব মদঙ্গাপণদ্ধেহিং আভরণেহিং ণেবচ্ছভূমিং গদুঅ অপ্পাণং পসাহেহি। মনোরমে তুমং বি ণলগিরিগহণপরিতুট্ঠেণ তাদেণ অজ্জউত্তস্স দিণ্ণাইং আভরণাইং ইন্দীবরিআসআসাদো গণ্হিঅ ণেবচ্ছভূমিঅং গদুঅ অপ্পাণং মণ্ডেহি জেন সুসদিসী দীসসি মহারাঅস্স।)
(মনোরমা ইন্দীবরিকাসকাশাদাভরণানি গৃহীত্বা সহারণ্যিকয়া নিষ্ক্রান্তা।)

ইন্দীবরিকা—ইদমাসনম্। উপবিশতু ভট্টিনী। (এদং আসণং। উববিসদু ভট্টিণী।)

বাসবদত্তা—(আসনং নির্দিশ্য।) উপবিশতু ভগবতী। (উববিসদু ভঅবদী।)
(উভে উপবিশতঃ।)
(ততঃ প্রবিশতি গৃহীতনেপথ্যঃ কঞ্চুকী।)

কঞ্চুকী—
অন্তঃপুরাণাং বিহিতব্যবস্থঃ
পদে পদেঽহং স্খলিতানি রক্ষন্।
জরাতুরঃ সংপ্রতি দণ্ডনীত্যা
সর্বং নৃপস্যানুকরোমি বৃত্তম্॥ ৩॥

ভোঃ আজ্ঞাপিতোঽস্মি বিমানিতাশেষশত্রুসেন্যেন যথার্থনাম্না মহাসেনেন সমাদিশ্যতামন্তঃপুরেষু যথা—শ্বো বয়মুদয়নাৎসবমনুভবামঃ। অতো যুষ্মাভিরুৎসবানুরূপবেষোজ্জ্বলেন পরিজনেন সহ মন্মথোদ্যানং গন্তব্যমিতি।

সাংকৃত্যায়নী—(কঞ্চুকিনং নির্দিশ্য) রাজপুত্রি প্রবৃত্তা প্রেক্ষা। দৃশ্যতাম্।

কঞ্চুকী—তদেতদাদেষ্টব্যং পরিজনেন সহ গন্তব্যমিতি। ন গৃহীতনেপথ্যেনেতি। কুতঃ—

পাদেনূপুরিভির্নিতম্বফলকৈঃ শিঞ্জানকাঞ্চীগুণৈ-
র্হারিপাদিতকান্তিভিঃ স্তনতটৈঃ কেয়ূরিভির্বাহুভিঃ।
কর্ণৈঃ কুণ্ডলিভিঃ করৈঃ সবলয়ৈঃ সত্বাস্তকৈমূর্ধজৈ-
র্দেবীনাং পরিচারিকাপরিজনোঽপ্যেতেষু সংদৃশ্যতে॥ ৪॥

ন খলু কিংচিদত্রাপূর্বমনুষ্ঠেয়ম্। কেবলং স্বাম্যাদেশ ইতি মত্বাহং সমাদিষ্টস্ত-

দাজ্ঞাশেষং রাজপুত্র্যৈ নিবেদয়ামি। (পরিক্রম্যাবলোক্য চ) ইয়ং সা বাসবদত্তা বীণাহস্তয়া কাঞ্চনমালয়ানুগম্যমানা গন্ধর্বশালাং প্রবিষ্টা। যাবদস্যাঃ কথয়ামি।

(পরিক্রামতি)

(ততঃ প্রবিশতি গৃহীতবাসবদত্তানেপথ্যাসনস্থারণ্যিকা বীণাহস্তা কাঞ্চনমালা চ)

আরণ্যিকা—হলা কাঞ্চনমালে কস্মাৎপুনশ্চিরয়ত্যদ্যাপি বীণাচার্যঃ। (হলা কাঞ্চনমালে কীস উণ চিরাঅদি অজ্জ বি বীণাআরিও)।

কাঞ্চনমালা—ভর্তৃদারিকে দৃষ্টস্তেনৈক উন্মত্তঃ। তস্য বচনং শ্রুত্বা চিরেণ ভাবিতোঽপহসংস্তিষ্ঠতি। (ভট্টিদারিএ দিঠ্ঠো দেণ এক্কো উম্মত্তো। তস্স বঅণং সুণিঅ চিত্তেণ ভাবিদো ওহসন্তো চিঠ্ঠই)।

আরণ্যিকা—(সহস্ততালং বিহস্য) হঞ্জে সুষ্ঠ্বৈতৎ পৃচ্ছতি। সদৃশাঃ সদৃশে রজ্যন্ত ইতি দ্বাবপ্যোন্মত্তৌ। (হঞ্জে সুঠ্ঠু এদং পুচ্ছদি। সরিসা সরিসে রজ্জন্তিত্তি দুবে এত্থ উম্মত্তা)।

সাংকৃত্যায়নী—রাজপুত্র্যাঃ সদৃশাকারং পশ্যাম্যস্যাস্তাদৃশেনাকারেণাবশ্যং ত্বদীয়াং ভূমিকাং সম্ভাবয়িষ্যতি।

কঞ্চুকী—(উপসৃত্য) রাজপুত্রি দেবস্ত্বামাজ্ঞাপয়তি। শ্বোঽবশ্যমস্মাভির্বীণাং বাদয়ন্তী শ্রোতব্যা। তত্ত্বয়া নবতন্ত্রীসজ্জয়া ঘোষবত্যা স্থেয়মিতি।

আরণ্যিকা—আর্য যদ্যেবং লঘু বীণাচার্যং বিসর্জয়। (অয্য জই এব্বং লহু বীণাআরিঅং বিসজ্জেহি)।

কঞ্চুকী—এষ বৎসরাজং প্রেষয়ামি। (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ)

আরণ্যিকা—কাঞ্চনমালে উপনয় মে ঘোষবতীং যাবদস্যাস্তন্ত্রীঃ পরীক্ষে। (কাঞ্চণমালে উবণেহি মে ঘোসবদীং জাব সে তংতীও পরিকখেম)।

(কাঞ্চনমালা বীণামর্পয়তি। আরণ্যিকোৎসঙ্গে বীণাং কৃত্বা সারয়তি)

(ততঃ প্রবিশতি গৃহীতবৎসরাজনেপথ্যা মনোরমা)

মনোরমা (স্বগতম্) চিরয়তি খলু মহারাজঃ। কিং ন কথিতং বসন্তকেন। অথবা দেব্যা বিভেতি। যদীদানীমাগচ্ছেত্ততো রমণীয়ং ভবেৎ। (চিরাঅদি কখু মহারাও কিং ণ কহিদং বসন্তএণ! অহবা দেবীএ ভাঅদি। জই দাণিং আঅচ্ছে তদো রমণিজ্জং হবে)।

(ততঃ প্রবিশতি রাজাবগুণ্ঠিতশরীরো বিদূষকশ্চ)

রাজা— সন্তাপং প্রথমং তথা ন কুরুতে শীতাংশুরদ্যৈব মে
নিশ্বাসা গ্লপয়ন্ত্যজস্রমধুনেবোষ্ণাস্তথা নাধরম্।
সম্প্রত্যেব মনো ন শূন্যমলসান্যঙ্গানি নো পূর্ব-
দুঃখং যাতি মনোরথেষু তনুতাং সংচিন্ত্যমানেষ্বপি ॥ ৫ ॥

বয়স্য সত্যমেবোক্তং মনোরময়া যথৈষা মম প্রিয়সখী মহারাজস্য দেব্যা দর্শনপথাদপি রক্ষ্যতে তদয়ং সমাগমোপায়ঃ। অদ্য রাত্রাবস্মাভিরুদয়নচরিতং নাম নাটকং দেব্যাঃ পুরতো নর্তিতব্যম্। তত্রারণ্যিকা বাসবদত্তা ভবিষ্যতি। অহমপি বৎসরাজঃ। তচ্চরিতেনৈব সর্বং শিক্ষিতব্যম্। তদাগত্য স্বয়মেব স্বাং ভূমিকাং কুর্বাণঃ সমাগমোৎসবমনুভবিষ্যতি।

বিদূষকঃ—যদি মাং ন প্রত্যায়য়স্যেষা মনোরমা তব বেষং ধারয়ন্তী তিষ্ঠতি। তদুপসৃত্য স্বয়মেব পৃচ্ছ। (জই মং ণ পত্তিআঅসি এসা মণোরমা তুহ বেসং ধারঅন্তী চিঠ্ঠই। তা উবসপ্পিঅ সঅং এব পুচ্ছ)।

রাজা—(মনোরমামুপসৃত্য) মনোরমে সত্যমিদং যদ্বসন্তকোঽভিধত্তে।

মনোরমা—ভর্তঃ সত্যমেব। মণ্ডয়ৈতেরাভরণৈরাত্মানম্। (ইত্যাভরণান্যঙ্গাদবতার্য, রাজ্ঞে সমর্পয়তি)। (ভট্টা সচ্চং এব্ব। মণ্ডঅ এদেহিং আভরণেহিং অপ্পাণং)। (রাজা পরিদধাতি)

বিদূষকঃ—এতে খলু রাজানো দাস্যাপি এবং নর্ত্যন্তে। অহো কার্যস্য গুরুতা। (এদে ক্খু রাআও দাসীএ বি এব্বং ণচ্চাবিঅন্তি। অহো কজ্জস্স গুরুঅদা)।

রাজা—(বিহস্য) মূর্খ নৈষ কালঃ পরিহাসস্য। নিভৃতেন চিত্রশালাং প্রবিশ্য মনোরময়া সহাস্মন্নৃত্তং পশ্যতা স্থীয়তাম্। (উভৌ তথা কুরুতঃ)

আরণ্যিকা—কাঞ্চনমালে তিষ্ঠতু বীণা। প্রক্ষ্যামি তাবৎ কিমপি। (কঞ্চণমালে চিঠ্ঠদু বীণা। পুচ্ছিস্সং দাব কিং বি)।

রাজা—শৃণোমি তাবৎকতমোঽয়মুদ্দেশো বর্ততে। (ইত্যবহিতঃ শৃণোতি)।

কাঞ্চনমালা—পৃচ্ছতু ভর্তৃদারিকা। (পুচ্ছদু ভট্টিদারিআ)।

আরণ্যিকা—সত্যমেব তাতো মন্ত্রয়তে এবং যথা—যদি বীণাং বাদয়ন্নপহরতি মাং বৎসরাজোঽবশ্যং বন্ধনান্মুঞ্চামীতি। (সচ্চং এব তাদো মন্তেদি এব্বং জহ জই বীণং বাদঅন্তো অবহরেদি মং বচ্ছরাও অবস্সং বন্ধণাদো মুঞ্চেমিত্তি)।

রাজা—(প্রবিশ্য পটাক্ষেপেণ সহর্ষং বস্ত্রান্তে প্রথিতং বধ্নাতি) এবমেতৎ। কঃ সংদেহঃ।

সপরিজনং প্রদ্যোতং বিস্ময়মুপনীয় বাদয়ন্ বীণাম্।
বাসবদত্তামপহরামি ন চিরাদেবৈতি পশ্যামি ॥ ৬ ॥

যতঃ সুসংবিহিতং সর্বং যৌগন্ধরায়ণেন।

বাসবদত্তা—(সহসোত্থায়) জয়তু জয়ত্বার্যপুত্রঃ। (জেদু জেদু অজ্জউত্তো)।

রাজা—(স্বগতম্) কথং প্রত্যভিজ্ঞাতোঽস্মি দেব্যা।

সাঙ্কৃত্যায়নী—(সস্মিতম্) রাজপুত্রি অলমলং সংভ্রমেণ। প্রেক্ষণীয়কমেতৎ।

রাজা—(আত্মগতং সহর্ষম্) ইদানীমুচ্ছ্বাসিতোঽস্মি।

বাসবদত্তা—(সবিলক্ষস্মিতমুপবিশ্য) কথং মনোরমৈষা। ময়া পুনর্জ্ঞাতমার্যপুত্র এষ ইতি। সাধু মনোরমে সাধু। শোভনং নর্তিতম্। (কহং মণোরমা এসা। মএ উণ জাণিদং অজ্জউত্তো এসোত্তি। সাহু মণোরমে সাহু। সোহণং ণচ্চিদং।)

সাঙ্কৃত্যায়নী—রাজপুত্রি স্থান এব কৃতা ভ্রান্তিস্তে মনোরমা। পশ্য।

রূপং তন্নয়নোৎসবাস্পদমিদং বেষঃ স এবোজ্জ্বলঃ
সা মত্তদ্বিরদোচিতা গতিরিয়ং তৈৎসত্ত্বমুত্যাজিতম্।
লীলা সৈব স এব সান্দ্রজলদধ্বানানুকারী স্বরঃ
সাক্ষাদ্দর্শিত এষ নঃ কুশলয়া বৎসেশ এবানয়া ॥ ৭ ॥

বাসবদত্তা—হঞ্জে ইন্দীবরিকে বন্ধেনার্যপুত্রেণাহং বীণাং শিক্ষিতা। তদস্য কুরু নীলোৎপলদামকেন নিগড়নম্। (শিরসোঽপনীয় নীলোৎপলদামার্পয়তি)

(হঞ্জে ইন্দীবরিএ। বন্ধেণ অজ্জউত্তেণ অহং বীণং সিক্‌খাবিদা। তা সে করেহি লুম্পলদামএণ ণিঅলণম্‌।)

(ইন্দীবরিকা তথা কৃত্বা পুনস্তত্রৈবোপবিশতি)

আরণ্যিকা—কাঞ্চনমালে কথয় কথয়। ননু সত্যমেব মন্ত্রযতে তাতো যদি বীণাং বাদয়ন্নপহরতি মাং বৎসরাজস্ততোঽবশ্যং বন্ধনান্মুঞ্চামীতি। (কংচণমালে কহেহি কহেহি। ণং সচ্চং এব্ব মন্তেদি তাদো জই বীণং বাদঅন্তো অবহরেদি মং বচ্ছরাও তদো অবস্সং বন্ধণাদো মুঞ্চেমিত্তি।)

কাঞ্চনমালা—ভর্তৃদারিকে সত্যম্‌। তথা কুরু যথা বৎসরাজস্যাবশ্যং বহুমতা ভবসি। (ভট্টিদারিএ সচ্চং। তহ করেহি জহ বচ্ছরাঅস্স অবস্সং বহুমদা হোসি।)

রাজা—নিষ্পাদিতমেব কাঞ্চনমালয়া যত্তদাস্মাভিরভিলষিতম্‌।

আরণ্যিকা—যদ্যেবং তদাদরেণ বাদয়িষ্যামি। (গায়ন্তী বাদয়তি) (জহ এব্বং তা আদরেণ বাদইস্সং।)

ঘনবন্ধনসংরুদ্ধং গগনং দৃষ্ট্বা মানসমেতুম্‌।
অভিলষতি রাজহংসো দয়িতাং গৃহীত্বাত্মনো বসতিম্‌॥ ৮॥
(ঘণবন্ধণসংরুদ্ধং গঅণং দঠ্‌ঠুণ মাণসং এদুং।
অহিলসই রাঅহংসো দইঅং ঘেউণ অপ্পণো বসইং॥)

(বিদূষকো নিদ্রাং নাটয়তি)

মনোরমা—(হস্তেন চালয়ন্তী) বসন্তক পশ্য পশ্য। প্রিয়সখী মে নৃত্যতি। (বসন্তঅ পেক্‌খ পেক্‌খ পিঅসহী মে ণচ্চই।)

বিদূষকঃ—(সরোষম্‌) দাস্যাঃ সুতে স্বপ্তুমপি ন দদাসি স্বপ্তুম্‌। যদাপ্রভৃতি প্রিয়বয়স্যেনারণ্যিকা দৃষ্টা তদাপ্রভৃতি তেন সহ ময়া রাত্রিন্দিবং নিদ্রা ন দৃষ্টা। তদন্যতো নিষ্ক্রম্য স্বপ্স্যামি। (নিষ্ক্রম্য শেতে) (দাসীএ সুদে তুমং বি ণ দেসি সুবিদুং। জদপ্পহুদি পিঅবঅস্সেণ আরণ্ণিআ দিঠ্‌ঠা তদপ্পহুদি তেণ সহ মএ রত্তংদিবং ণিদ্দা ণ দিঠ্‌ঠা। তা অণ্ণদো ণিক্কমিঅ সুবিস্সং।)

(আরণ্যিকা পুনর্গায়তি)

অভিনবরাগাক্ষিপ্তা মধুকরিকা বামকেন কামেন।
উত্তাম্যতি প্রার্থয়মানা দ্রষ্টুং প্রিয়দর্শনং দয়িতম্‌॥ ৯॥
(অহিণবরাঅক্‌খিত্তা মহুঅরিআ বামএণ কামেণ।
উত্তম্মই পত্থন্তী দঠ্‌ঠুং পিঅদংসণং দইঅং॥)

রাজা—(তৎক্ষণং শ্রুত্বা সহসোপসৃত্য) সাধু রাজপুত্রি সাধু। অহো গীতমহো বাদিত্রম্‌। তথাহি।

ব্যক্তির্ব্যঞ্জনধাতুনা দশবিধেনাপ্যত্র লব্ধাধুনা
বিস্পষ্টো দ্রুতমধ্যলম্বিতপরিচ্ছিন্নস্ত্রিধায়ং লয়ঃ।
গোপুচ্ছপ্রমুখাঃ ক্রমেণ যতয়স্তিস্রোঽপি সম্পাদিতা-
স্তত্ত্বৌঘানুগতাশ্চ বাদ্যবিধয়ঃ সম্যক্‌ ত্রয়ো দর্শিতাঃ॥ ১০॥

আরণ্যিকা—(বীণাং পরিত্যজ্যাসনাদুত্থায় রাজানং সাভিলাষং পশ্যন্তী।) উপাধ্যায় প্রণমামি। (উবজ্ঝাঅ পণমামি)

রাজা—(সস্মিতম্‌) যদহমিচ্ছামি তত্তে ভূয়াৎ।

কাঞ্চনমালা—(আরণ্যিকায়া আসনং নির্দিশ্য ইহৈবোপবিশতু উপাধ্যায়ঃ। (ইহ এব্ব উববিসদু উবজ্ঝাও।)

রাজা (উপবিশ্য) রাজপুত্রী কেদানীমুপবিশতু।

কাঞ্চনমালা—(সস্মিতম্) ইদানীমেব ভর্তৃদারিকা বিদ্যমানেন পরিতোষিতা যুষ্মাভিঃ। তদর্হত্যেবৈষোপাধ্যায়পীঠিকায়াঃ। (দাণিং এব্ব ভাট্টিদারিআ বিজ্জমাণেন পরিতোসিদা তুম্হেহিং। তা অরুহদি এব্ব এসা উবজ্ঝাঅপীঠিআএ।)

রাজা—উপবিশত্বর্হেয়মর্ধাসনস্য। রাজপুত্রি স্থীয়তাম্।

কাঞ্চনমালা (সস্মিতম্) ভর্তৃদারিকে উপবিশ। কোঽত্র দোষঃ। শিষ্যাবিশেষা খলু ত্বম্। (ভাট্টিদারিএ উপবিস। কো এত্থ দোসো। সিস্সাবিসেসা ক্খু তুমং।)

আরণ্যিকা সলজ্জমুপবিশতি)

বাসবদত্তা—(সলজ্জম্) ভগবত্যাধিকং কল্পিতং কাব্যম্। ন খল্বহং তস্মিন্কাল একাসনে আর্যপুত্রেণ সহোপবিষ্টা। (ভঅবদীয়ে অহিঅং কপ্পিদং কব্বং। ণ হু অহং তস্সিং কালে একাসণে অজ্জউত্তেণ সহ উপবিট্টা।)

রাজা—রাজপুত্রি পুনঃ শ্রোতুমিচ্ছামি। বাদয় বীণাম্।

আরণ্যিকা—(সস্মিতম্) কাঞ্চনমালে চিরং খলু মম বাদয়ন্ত্যাঃ পরিশ্রমো জাতঃ। ইদানীং নিঃসহান্যঙ্গানি। তন্ন শক্নোমি বাদয়িতুম্। (কঞ্চণমালে চিরং ক্খু মম বাদঅন্তীএ পরিস্সমো জাদো। দাণিং ণিস্সহাইং অঙ্গাইং। তা ণ সক্কুণোমি বাদইদুং।)

কাঞ্চনমালা—উপাধ্যায় সুষ্ঠু পরিশ্রান্তা ভর্তৃদারিকা। কপোলতলবদ্ধস্বেদলবায়াঃ পশ্যাস্যা বেপেতে অগ্রহস্তৌ। তৎ সমাশ্বস্তা ভবতু মুহূর্তম্। উবজ্ঝাঅ সুঠ্ঠু পরি-স্সন্তা ভাট্টিদারিআ। কবোলতলবন্ধসেঅলবাএ পেক্খ সে বেপন্তি অগ্গহত্থা। তা সমস্সত্তা হোতু মুহুত্তঅং।)

রাজা—কাঞ্চনমালে যুক্তমভিহিতম্। (হস্তেন গ্রহীতুমিচ্ছতি)

(আরণ্যিকা হস্তমপসারয়তি)

বাসবদত্তা—(সাসূয়ম্) ভগবতি অধিকমেতদপি ত্বয়া কৃতম্। ন খল্বহং কাঞ্চনমালা কাব্যেন বর্ণয়িতব্যা। (ভঅবদি অহিঅং এদং বি তুএ কিদং। ণ হু অহং কঞ্চণমালা কব্বেণ বণ্ণইদব্বা।)

সাংকৃত্যায়নী—(বিহস্য) আয়ুষ্মতি ঈদৃশমেব কাব্যং ভবিষ্যতি।

আরণ্যিকা—(সরোষমিব) অপেহি কাঞ্চনমালে অপেহি। ন মে বহুমতাসি। (অবেহি কঞ্চণমালে অবেহি। ণ মে বহুমদাসি।)

কাঞ্চনমালা—(সস্মিতম্) যদ্যহং তিষ্ঠন্তী ন বহুমতা তদেষা গচ্ছামি। (ইতি নিষ্ক্রান্তা) (জই অহং চিঠ্ঠন্তী ণ বহুমদা তা এসা গচ্ছাম্হি।)

আরণ্যিকা—(সসংভ্রমম্।) কাঞ্চনমালে তিষ্ঠ তিষ্ঠ। অয়মস্যাগ্রহস্তঃ সমর্পিতঃ। (কঞ্চণমালে চিঠ্ঠ চিঠ্ঠ। অহং সে অগ্গহত্থো সমপ্পিদো।)

রাজা—(আরণ্যিকায়া হস্তং গৃহীত্বা।)

সদ্যোঽবশ্যায়বিন্দুব্যতিকরশিশিরঃ কিং ভবেৎ পদ্মকোশে

হ্লাদিত্বং নাস্য মন্যে সদৃশমমৃতস্যেব বীতাতপস্য।

মুগ্ধস্তোতে হিমৌঘং নখরজনিকরাঃ পশু কিং সোঽপি দাহী
জ্ঞাতং স্বেদাপদেশাদবিরতমমৃতং স্যন্দতে ব্যক্তমেতত্ ॥ ১১ ॥

অপি চ।

এতেন বালবিদ্রুমপল্লবশোভাপহারদক্ষেণ।
হৃদয়ে মম ত্বয়ায়ং ন্যস্তো রাগঃ স্বহস্তেন ॥ ১২ ॥

আরণ্যিকা—(স্পর্শবিশেষং নাটয়ন্তী।) হা ধিক্ হা ধিক্। এতাং মনোরমাং স্পৃশন্ত্যা অনর্থমেব মেঽঙ্গানি কুর্বন্তি (হদ্ধি হদ্ধি। এদং মণোরমং ফরিসন্তীএ অণত্থং এব্ব মে অংগাইং করেন্তি।)

বাসবদত্তা—(সহসোত্থায়।) ভগবতি পশ্য ত্বম্। অহং পুনরলীকং ন পারয়ামি প্রেক্ষিতুম্। ভঅবদি পেক্খ তুমং। অহং উণ অলিঅং ণ পারেমি পেক্খিদুং।)

সাংকৃত্যায়নী—রাজপুত্রি ধর্মশাস্ত্রবিহিত এব গান্ধর্বো বিবাহঃ কিমত্র লজ্জাস্থানম। প্রেক্ষণীয়কমিদম্। তন্ন যুক্তমস্থানে রসভঙ্গং কৃত্বা গন্তুম্।

(বাসবদত্তা পরিক্রামতি।)

ইন্দীবরিকা—(বিলোক্য।) ভর্ত্রি বসন্তকশ্চিত্রশালাদ্বারে প্রসুপ্তস্তিষ্ঠতি। (ভট্টিণি বসন্তও চিত্তসালাদুবারে পসুত্তো চিট্ঠই।)

বাসবদত্তা—(নিরূপ্য।) বসন্তক এবৈষঃ। (বিচিন্ত্য।) রাজ্ঞাপ্যত্র ভবিতব্যম্। তদ্বোধয়িত্বা প্রক্ষ্যামি তাবদেনম্। (প্রবোধযতি।) (ব সন্তও এব্ব এসো। রণ্ণা বি এত্থ হোদব্বং। তা বোধিঅ পুচ্ছিস্সং দাব ণং।)

বিদূষকঃ—(নিদ্রাজড়মুত্থায় সহসা বিলোক্য।) মনোরমে কিং নর্তিত্বাগতঃ প্রিয়বয়স্যঃ। অথবা নৃত্যত্যেব। (মণোরমে কিং ণচ্চিঅ আঅদো পিঅবঅস্সো। আদু ণচ্চদি এব্ব।)

বাসবদত্তা—(সবিষাদম্।) কথমার্যপুত্রো নৃত্যতি। মনোরমেদানীং কুত্র। (কহং অজ্জউত্তো ণচ্চদি। মণোরমা দাণিং কহিং।)

বিদূষকঃ—এষা চিত্রশালায়াং তিষ্ঠতি। (এসা চিত্তসালাএ চিঠ ঠই।)

মনোরমা—(সভয়মাত্মগতম্।) কথমন্যথৈব হৃদয়ে কৃত্বা দেব্যা মন্ত্রিতম্। এতেনাপি মূর্খবটুকেনান্যথৈব বুদ্ধ্বা সর্বমাকুলীকৃতম্। (কহং অণ্ণহা এব্ব হিঅএ করিঅ দেবীএ মন্তিদং। এদেণ বি মুক্খবডুএণ অণ্ণহা এব্ব বুদ্ধিঅ সব্বং আউলীকিদং।)

বাসবদত্তা (সরোষং হসন্তী) সাধু মনোরমে সাধু। শোভনং ত্বয়া নর্তিতম্। (সাহু মণোরমে সাহু। সোহণং তুএ ণচ্চিদং।)

মনোরমা—(সভয়ং কম্পমানা পাদয়োর্নিপত্য।) ভর্ত্রি ন খল্বহমত্রাপরাধ্যামি। এতেন খলু হুতাশেন বলাদলংকরণানি গৃহীত্বা দ্বারস্থিতেনেহ নিরুদ্ধা। ন পুনর্মাক্রন্দন্ত্যাঃ শব্দো মুরজনিঘোষান্তরিতঃ কেনাপি শ্রুতঃ। (ভট্টিণি ণ হু অহং এত্থ অবরজ্ঝামি। এদেণ ক্খু হদাসেণ বলাদো অলংকরণাইং গেণ্হিঅ দুবারট্ঠিদেণ ইহ ণিরুদ্ধা। ণ উণ মহ অক্কন্দন্তীএ সদ্দো মুরঅণিগ্ঘোসন্তরিও কেন বি সুদো।)

বাসবদত্তা—হঞ্জে উত্তিষ্ঠ। জ্ঞাতং সর্বম্। বসন্তকঃ খল্বারণ্যিকাবৃত্তান্তনাটকে সূত্রধারঃ। (হঞ্জে উঠ্ঠেহি। জাণিদং সব্বং। বসন্তও ক্খু আরণ্ণি-

আউত্তস্তণাডএ সুত্তধারো ।)

বিদূষকঃ—স্বয়মেব চিন্তয় । কুত্রারণ্যিকা কুত্র বসন্তক ইতি । (সঅং এব্ব চিন্তেহি । কহিং আরণ্ণিআ কহিং বসন্তওত্তি ।)

বাসবদত্তা—মনোরমে সুগৃহীতং কৃত্বৈনমাগচ্ছ তাবত্ । প্রেক্ষণীয়মস্য পশ্যামি । (মণোরমে সুগ্গহীদং করিঅ ণং আঅচ্ছ দাব পেক্খণীঅং সে পেক্খিস্সং ।

মনোরমা—(স্বগতম্) ইদানীং সমাশ্বসিতাস্মি (বিদূষকং করে বধ্নাতি । প্রকাশম্ ।) হতাশ ইদানীমনুভবাত্মনো দুর্নয়স্য ফলম্ । (দাণিং সমস্সাসিদম্হি । হদাস দাণিং অণুভব অপ্পণো দুণ্ণঅস্স ফলং ।)

বাসবদত্তা—(সসংভ্রমমুপসৃত্য) আর্যপুত্র প্রাতঃতমেতদমঙ্গলম্ । (ইতি পাদয়োর্নীলোৎপলদামাপনয়ন্তী সোৎপ্রাসম্) মর্ষয়ার্যপুত্রো যন্মনোরমেতি কৃত্বা নীলোৎপলদামকেন বাধিতোঽসি । (অজ্জউত্ত পডিহদং এদং অমঙ্গলং । মরিসদু অজ্জউত্তো জং মণোরমেত্তি করিঅ ণীলুপ্পলদামএণ বন্ধাবিদোসি ।)

(আরণ্যিকা সভয়মপসৃত্য তিষ্ঠতি ।)

রাজা— সহসোত্থায় বিদূষকং মনোরমাং চ দৃষ্ট্বাত্মগতম্ ।) কথং বিজ্ঞাতোঽস্মি দেব্যা । (বৈলক্ষ্যং নাটয়তি ।)

সাংকৃত্যায়নী—(সর্বানবলোক্য সস্মিতম্ ।) কথমন্যদেবেদং প্রেক্ষণীয়কং সংবৃত্তম্ অভূমিরিয়মস্মাদৃশানাম্ । (ইতি নিষ্ক্রান্তা)

রাজা—(স্বগতম্ ।) অপূর্বোঽয়ং কোপপ্রকারঃ । দুর্লভমত্রানুনয়ং পশ্যামি । (বিচিন্ত্য ।) এবং তাবৎ করিষ্যে । প্রকাশম্ । দেবি ত্যজ্যতাং কোপঃ ।

বাসবদত্তা—আর্যপুত্র কোঽত্র কুপিতঃ । (অজ্জউত্ত কো এত্থ কুবিদো)

রাজা—কথং ন কুপিতাসি ।

স্নিগ্ধং যদ্যপি বীক্ষিতং নয়নয়োস্তাম্রা তথাপি দ্যুতি-
মাধুর্যেঽপি সতি স্খলত্যনুপদং তে গদ্গদা বাগিয়ম্ ।
নিঃশ্বাসা নিয়তা অপি স্তনভরোৎকম্পেন সংলক্ষিতাঃ
কোপস্তে প্রকটপ্রযত্নবিধৃতোঽপ্যেষ স্ফুটং লক্ষ্যতে ॥ ১৩ ॥

(পাদয়োর্নিপত্য) প্রসীদ প্রিয়ে প্রসীদ ।

বাসবদত্তা—আরণ্যিকে ত্বং কুপিতেতি সম্ভাবয়ন্নার্যপুত্রঃ প্রিয়ে প্রসীদেতি প্রসাদয়তি । তদুপসর্প । (ইতি হস্তেনাকর্ষয়তি) (আরণ্ণিএ তুমং কুবিদত্তি সংভাবঅন্তো অজ্জউত্তো পিএ পসীদত্তি পসাদঅদি তা উবসপ্প) ।

আরণ্যিকা—(সভয়ম্) ভর্ত্রীন ন খল্বহং কিমপি জানামি । (ভট্টিণি ণ হু অহং কিং বি জাণামি) ।

বাসবদত্তা—আরণ্যিকে ত্বং কথং ন জানাসি । ইদানীং তে শিক্ষয়ামি । ইন্দীবরিকে গৃহাণৈনম্ । (আরণ্ণিএ তুমং কহং ণ আণাসি । দাণিং দে সিক্খাবেমি । ইন্দীবরিএ গেণ্হ এদং) ।

বিদূষকঃ—ভবতি অদ্য কৌমুদীমহোৎসবে তব চিত্তমপহর্তুং বয়স্যেন প্রেক্ষণীয়মনুষ্ঠিতম্ । (হোদি অজ্জ কোমুদীমহূসবে তুহ চিত্তং অবহারদুং বঅস্সেণ পেক্খণীঅং অণুচিট্ঠিদং) ।

বাসবদত্তা—এতং যুষ্মাকং দুর্নয়ং প্রেক্ষ্য হাসো মে জায়তে । (এদং তুম্হাণং দুণ্ণঅং

পেক্‌খিঅ হাসো মে জাঅদি)।

রাজা—দেবি অলমন্যথা বিকল্পিতেন। পশ্য—

ভ্রূভঙ্গৈঃ ক্রিয়তে ললাটশশিনঃ কস্মাৎ কলঙ্কো মুধা
বাতাকম্পিতবন্ধুজীবসমতাং নীতোঽধরঃ কিং স্ফুরন্।
মধ্যশ্চাধিককম্পিতস্তনভরেণায়ং পুনঃ খিদ্যতে
কোপং মুঞ্চ তবৈব চিত্তহরণায়ৈতন্ময়া ক্রীড়িতম্ ॥ ১৪ ॥

দেবি প্রসীদ প্রসীদ। (ইতি পাদয়োঃ পততি)।

বাসবদত্তা—হঞ্জে নিবৃত্তং প্রেক্ষণকম্। তদেহি। অভ্যন্তরমেব প্রবিশাবঃ। (ইতি নিষ্ক্রান্তা)। (হঞ্জে ণিবুত্তং পেক্‌খণঅং। তা এহি। অব্ভন্তরং এব্ব পবিসম্হ)।

॥ ইতি গর্ভনাটকম্ ॥

রাজা—(বিলোক্য) কথমকৃত্বৈব প্রসাদং গতা দেবী।

স্বেদাম্ভঃকণভিন্নভীষণতরভ্রূভঙ্গমেকং রুষা
ত্রাসেনাপরমুৎপ্লুতোৎপ্লুতমৃগব্যালোলনেত্রোৎপলম্।
উৎপশ্যন্নহমগ্রতো মুখমিদং দেব্যাঃ প্রিয়ায়াস্তথা
ভীতশ্চোৎসুকমানসশ্চ মহতি ক্ষিপ্তোঽস্ম্যহং সংকটে ॥ ১৫ ॥

তদ্ যাবদিদানীং শয়নীয়ং গত্বা দেব্যাঃ প্রসাদনোপায়ং চিন্তয়ামি।

(ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে)

॥ ইতি তৃতীয়োঽঙ্কঃ ॥

× × × × × × × × × × × × × চতুর্থোঽঙ্কঃ × × × × × × × × × × × × ×

(ততঃ প্রবিশতি মনোরমা)

মনোরমা—(সোদ্বেগম্) অহো দীর্ঘরোষতা দেব্যাঃ। এতাবন্তং কালং বন্ধনগতা অপি প্রিয়সখ্যা আরণ্যিকায়া উপর্যনুকম্পাং ন গৃহ্ণাতি। সা তপস্বিন্যাত্মনো বন্ধনস্য ক্লেশেন তথা ন সন্তপ্যতে যথা ভর্তৃদর্শননিরাশতয়া। ঈদৃশং চাস্যা দুঃখং যেনাদ্যৈবাত্মানং ব্যাপাদয়ন্তী ময়া কথমপি নিবারিতা। এতং বৃত্তান্তং ভর্ত্রে নিবেদয়েতি বসন্তকং ভণিত্বাগতাস্মি। (অহো দিগ্‌ঘরোসদা দেবীএ। এত্তিঅং কালং বন্ধণগদাএ পিঅসহীএ আরণ্ণিআএ উবরি অণুকম্পং ণ গেণ্হই। সা তবস্সিণী অত্তণো বন্ধণস্স কিলেসেণ তহ ণ সংতপ্পদি জহ ভট্টিণো দংসণণিরাসদাএ। ঈরিসং চ সে দুক্‌খং জেণ অজ্জ এব্ব অত্তাণং বাবাদঅন্তী মএ কহং বি ণিবারিদা। এদং উত্তন্তং ভট্টিণো ণিবেদেহি ত্তি বসন্তঅং ভণিঅ আঅদম্হি)।

(ততঃ প্রবিশতি কাঞ্চনমালা)

কাঞ্চনমালা—কথমন্বিষ্যন্ত্যাপি ময়া ভগবতী সাংকৃত্যায়নী ন দৃষ্টা। (বিলোক্য) তদেতামপি তাবন্মনোরমাং প্রক্ষ্যামি। (উপসৃত্য) মনোরমে অপি জানাসি কুত্র ভগবতী সাংকৃত্যায়নীতি। (কহং অণ্ণেসন্তীএ বি মএ ভঅবঈ সংকিচ্চাঅণী ণ দিঠ্‌ঠা। তা এদং বি দাব মণোরমং পুচ্ছিস্সং। মণোরমে অবি জাণাসি কহিং ভঅবঈ সংকিচ্চাঅণি ত্তি)।

মনোরমা—(বিলোক্যাশ্রূণি প্রসৃজ্য) হলা কাঞ্চনমালে দৃষ্টা, কিং পুনস্তয়া প্রয়োজনম্। (হলা কঞ্চণমালে দিট্‌ঠা। কিং উণ তাএ পওঅণং)।

কাঞ্চনমালা—মনোরমে অদ্য দেব্যাঙ্গারবত্যা লেখঃ প্রেষিতঃ তস্মিন্ বাচিতে বাষ্পপূর্ণ-নয়না দৃঢ়ং সন্তপ্তুমারব্ধা দেবী। তদ্বিনোদননিমিত্তং তস্যা ভগবতীমন্বিষ্যামি। (মণোরমে অজ্জ দেবীএ অঙ্গারবদীএ লেহো পেসিদো। তস্সিং বাচিদে বপ্ফপুণ্ণ-ণঅণা দিঢ়ং সংতপ্পিদুং আরদ্ধা দেবী। তা বিণোদণণিমিত্তং তাএ ভঅবদিং অণ্ণেসামি)।

মনোরমা—হলা কিং পুনস্তস্মিংল্লেখ আলিখিতম্। (হলা কিং উণ তস্সিং লেহে আলিহিদং)।

কাঞ্চনমালা যা মম ভগিনী সা তব জনন্যেব। তস্যা ভর্তা দৃঢ়বর্মা তাতস্তে। তত্তব কিমেতদাখ্যাতব্যম্। তস্য সমধিকং সংবৎসরং কলিঙ্গহতকেন বন্ধস্য। তন্ন যুক্তমেতং বৃত্তান্তমনিষ্টং শ্রুত্বা সমীপস্থিতস্য ভর্তুস্তে এবমুদাসীনত্বমবলম্বিতু-মিতি। (জা মহ ভইণী সা তব জণণী এব্ব। তাএ ভত্তা দিঢ়বম্মা তাদো দে। তা তব কিং এদং আচক্‌খিদব্বং। তস্স সমহিঅং সংবচ্ছরং কলিঙ্গহদএণ বদ্ধস্স। তা ণ জুত্তং এদং উক্তন্তং অণিট্ঠং সুণিঅ সমীবট্‌ঠিদস্স সমত্থস্স ভত্তুণো দে এব্বং উদাসীণত্তণং ওলম্বিদুং ত্তি)।

মনোরমা—হলা কাঞ্চনমালে। যদা তাদৃশং বৃত্তান্তো ভর্ত্রে ন কেনাপি বিজ্ঞাপিতব্য ইতি ভর্ত্রাজ্ঞপ্তং তৎ কেন পুনরিদানীং স লেখঃ শ্রাবিতঃ। (হলা কঞ্চণমালে জদা দাব অঅং বুত্তন্তো ভট্টিণীএ ণ কেণ বি বিণ্ণবিইদব্বো ত্তি ভট্টিণা আণত্তং তা কেণ উণ দাণিং সো লেহো সুণাবিদো)।

কাঞ্চনমালা—অনুবাচ্য তূষ্ণীংভূতয়া মম হস্তাদ্‌গৃহীত্বা স্বয়মেব ভর্ত্রা বাচিতঃ। (অণুবাইঅ তুণ্হীংভুদাএ মহ হত্থাদো গেণ্হিঅ সঅং এব্ব ভট্টিণীএ বাইদো)।

মনোরমা—তেন গচ্ছ ত্বম্। এষা খলু দেবী তয়ৈব সহ দন্তবলভ্যাং তিষ্ঠতি। (তেণ গচ্ছ তুমং। এসা ক্খু দেবী তাএ এব্ব সহ দন্তবলহীএ চিট্‌ঠই)।

কাঞ্চনমালা তেন হি ভর্ত্রীসকাশং গমিষ্যামি। (ইতি নিষ্ক্রান্তা) (তেণ হি ভট্টিণী-সআসং গমিস্সং)।

মনোরমা—চিরং খলু ম আরণ্যিকাসকাশাদাগতায়াঃ। দৃঢ়ং চ নির্বিণ্ণা সা তপস্বিন্যাত্মনো জীবিতেন। কদাচিদত্যাহিতং ভবেৎ। তত্ত্রৈব গচ্ছামি। (ইতি নিষ্ক্রান্তা) (চিরং ক্খু মে আরণ্ণিআসআসাদো আঅদাএ। দিঢ়ং চ ণিব্বিণ্ণা সা তবস্সিণী অত্তণো জীবিদেণ। কদাই অচ্চাহিদং ভবে। তা তহিং এব্ব গচ্ছম্হি)।

(ইতি প্রবেশকঃ)

(ততঃ প্রবিশতি সোদ্বেগাসনস্থা বাসবদত্তা সাংকৃত্যায়নী বিভবতশ্চ পরিবারঃ)

সাংকৃত্যায়নী—রাজপুত্রি অলমুদ্বেগেন। নেদৃশো বৎসরাজঃ। কথমিত্থংগতমপি ভবত্যা মাতৃস্বসৃপতিং বিজ্ঞায় বৎসরাজো নিশ্চিন্তং স্থাস্যতি।

বাসবদত্তা—(সাস্রম্) ভগবতি অতিঋজুকেদানীং ত্বম্। যস্য ময়া ন কার্যং তস্য মদীয়েন কিং কার্যম্। মাতুর্যুক্তং মমৈতদালিখিতুম্। সা পুনর্ন জানাত্য-দ্যাপি তাদৃশী ন বাসবদত্তেতি। তব পুনরেষ আরণ্যিকাবৃত্তান্তঃ প্রত্যক্ষঃ। তৎ কথমেতদ্ভণসি। (ভঅবদি অদিউজ্জুআ দাণিং তুমং। জস্স মএ ন

কজ্জং তস্স মমকেরএণ কিং কজ্জং। অজ্জুআএ জুত্তং মম এদং আলিহিদুং সা উণ ণ আণাদি অজ্জবি তারিসী ণ বাসবদত্তেত্তি। তুহ উণ এদং আরন্নিআএ উত্তন্তং পচ্চক্খং। তা কহং এদং ভণাসি।)

সাঙ্কৃত্যায়নী—যত এব মে প্রত্যক্ষং তত এব ব্রবীমি। তেন ননু কৌমুদীমহোৎসবে ত্বাং হাসয়িতুং তথা ক্রীড়িতম্।

বাসবদত্তা ভগবতি এতদত্র সত্যম্। তথা হাসিতাস্মি যেন ভগবত্যাঃ পুরতো লজ্জয়া কথমপি তিষ্ঠামি। তৎ কিং তদীয়য়া কথয়া। নন্বেতেনৈব পক্ষপাতেনৈতাবতীং ভূমিং নীতাস্মি। (ইতি রোদিতি) (ভঅবদি এদং এত্থ সচ্চং। তহ হাসিদম্হি জেণ ভঅবদীএ পুরদো লজ্জাএ কহং বি চিট্ঠামি। তা কিং তক্কেরকাএ কহাএ। ণং এদেণ এব্ব পক্খবাদেণ এত্তিঅং ভূমিং ণীদম্হি।)

সাঙ্কৃত্যায়নী অলং রাজপুত্রি রুদিতেন। নেদৃশো বৎসরাজঃ। (বিলোক্য) অথবা প্রাপ্ত এবায়ং যস্তে মন্যুপ্রমার্জনং করোতি।

বাসবদত্তা—মনোরথা ইদানীমেতে ভগবত্যাঃ। (মণোরহা দাণিং এদে ভঅবদীএ।)

(ততঃ প্রবিশতি রাজা বিদূষকশ্চ)

রাজা—বয়স্য ক ইদানীমভ্যুপায়ঃ প্রিয়াং মোচয়িতুম্।

বিদূষকঃ—ভো বয়স্য মুঞ্চ বিষাদম্। অহং ত উপায়ং কথয়িষ্যামি। (ভো বঅস্স মুঞ্চ বিসাদং। অহং দে উবাঅং কহইস্সং।)

বিদূষকঃ—ভো ত্বং তাবদনেকসমরসংঘট্টপ্রভাববাহুশালী। পুনরপ্যনেকগজতুরগপদাতি-দুর্বিষহবলসমুদিতঃ। তৎসর্ববলসংদোহেনান্তঃপুরং সুপীড়িতং কৃত্বেদানী-মেবারণ্যিকাং মোচয়। (ভো তুমং দাব অণেঅসমরসংঘট্ঠপ্পহাববাহুসালী। পুণো কিং অণেঅগঅতুরঅপআহদুব্বিসহবলসমুদিদো। তা সব্ববলসংদোহেণ অন্তেউরং সুপীডিঅং করিঅ দাণিং এব্ব আরন্নিঅং মুচ্চাবেহি।)

রাজা—বয়স্য অশক্যমুপদিষ্টম্।

বিদূষকঃ—কিমত্রাশক্যম্। যতস্তাবৎ কুব্জবামনবৃদ্ধকঞ্চুকিবর্জিতো মনুষ্যোঽপরো নাস্তি তত্র। (কিং এত্থ অসক্কং। জদো দাব কুজ্জবামণবুড্ঢকঞ্চুইবজ্জিদো মণুস্সো অবরো ণাত্থি তহিং।)

রাজা—(সাবজ্ঞম্) মূর্খ কিমসম্বদ্ধং প্রলপসি। দেব্যাঃ প্রসাদং মুক্ত্বা নান্যস্তস্যা মোক্ষণাভ্যুপায়ঃ। তৎ কথয় কথং দেবীং প্রসাদয়ামি।

বিদূষকঃ—ভোঃ মাসোপবাসং কৃত্বা জীবিতং ধারয়। এবং দেবী চণ্ডী প্রসৎস্যতি। (ভো মাসোববাসং করিঅ জীবিদং ধারেহি। এব্বং দেবী চণ্ডী পসীদিস্সদি।)

রাজা—(বিহস্য) অলং পরিহাসেন। কথয় কথং দেবীং প্রসাদয়ামি।

ধৃষ্টঃ কিং পুরতোঽবরুধ্য বিহসন্ গৃহ্নামি কণ্ঠে প্রিয়াং
কিং বা চাটুশতপ্রপঞ্চরচনাপ্রীতাং করিষ্যামি তাম্।
কিং তিষ্ঠামি কৃতাঞ্জলির্নিপতিতো দেব্যাঃ পুরঃ পাদয়োঃ
সত্যং সত্যমহো ন বেদ্ম্যনুনয়ো দেব্যাঃ কথং স্যাদিতি ॥ ১ ॥

তদেহি। দেবীসকাশমেব গচ্ছাবঃ।

বিদূষকঃ—ভোঃ গচ্ছ ত্বম্। অহং পুনরিদানীমেব বন্ধনাৎ কথমপি পরিভ্রশ্যাগতোঽস্মি। তন্ন গমিষ্যামি। (ভো গচ্ছ তুমং। অহং দাণিং এব্ব বন্ধণাদো কহং বি

পরিশ্বংসিঅ আঅদোম্হি। তা ণ গমিস্সং।)

রাজা (বিহস্য কণ্ঠে গৃহীত্বা বলান্নিবর্তয়তি) মূর্খে আগম্যতামাগম্যতাম্। (পরিক্রম্যাবলোক্য চ।) ইয়ং দেবী দন্তবলভীমধ্যমধ্যাস্তে। যাবদুপসর্পামি। (সলজ্জমুপসর্পতি।)

(বাসবদত্তা সখেদমাসনাদুত্তিষ্ঠতি)

রাজা— কিং মুক্তমাসনমলং ময়ি সম্ভ্রমেণ
নোত্থাতুমিত্থমুচিতং মম তাস্তমধ্যে।
দৃষ্টিপ্রসাদবিধিমাত্রহৃতো জনোঽয়-
মত্যাদরেণ কিমিতি ক্রিয়তে বিলক্ষঃ ॥ ২ ॥

বাসবদত্তা—(মুখং নিরূপ্য) আর্যপুত্র বিলক্ষ ইদানীং ত্বং ভবসি। (অজ্জউত্ত বিলক্খো দাণিং তুমং হোসি।)

রাজা—প্রিয়ে সত্যমহং বিলক্ষঃ। যৎপ্রত্যক্ষদৃষ্টাপরাধোঽপি ভবতীং প্রসাদয়িতুং ব্যবসিতোঽস্মি।

সাংকৃত্যায়নী (আসনং নির্দিশ্য) মহারাজ ক্রিয়তামাসনপরিগ্রহঃ।

রাজা—(আসনং নির্দিশ্য) ইত ইতো দেব্যুপবিশতু।

(বাসবদত্তা ভুমাবুপবিশতি)

রাজা—আঃ কথং ভূমাবুপবিষ্টা দেবী। অহমপ্যত্রৈবোপবিশামি। (ইতি ভূমাবুপবিশ্য কৃতাঞ্জলিঃ) প্রিয়ে প্রসীদ প্রসীদ। কিমেবং প্রণতেঽপি ময়ি গম্ভীরতরং কোপমুদ্বহসি।

ভ্রূভঙ্গং ন করোষি রোদিষি মুহুর্মুখেক্ষণে কেবলং
নাতিপ্রস্ফুরিতাধরানবরতং নিঃশ্বাসমেবোজ্ঝসি।
বাচং নাপি দদাসি তিষ্ঠসি পরং প্রধ্যানম্রাননা
কোপস্তে স্তিমিতো নিপীড়য়তি মাং গূঢ়প্রহারোপমঃ ॥ ৩ ॥

প্রিয়ে প্রসীদ প্রসীদ। (ইতি পাদয়োঃ পততি)

বাসবদত্তা—অতিসুখিতো নন্বসি। কিমিদানীং দুঃখিতং জনং বিকারয়সি। উত্তিষ্ঠ কোঽত্র কুপিতঃ। (অদিসুহিদো ণং সি। কিং দাণিং দুক্খিদং জণং বিআরেসি। উঠ্ঠেহি কো এত্থ কুবিদো।)

সাংকৃত্যায়নী—উত্তিষ্ঠ মহারাজ। কিমনেন। অন্যদেব তাবদুদ্বেগকারণমস্যাঃ।

রাজা (সসংভ্রমম্) ভগবতি কিমন্যৎ।

(সাংকৃত্যায়নী কর্ণে কথয়তি)

রাজা (বিহস্য) যদ্যেবমলমুদ্বেগেন। ময়াপি জ্ঞাতম্। সিদ্ধ এবাস্মিন্ প্রয়োজনে দেবীং তু দিষ্ট্যা বর্ধয়িষ্যামীতি নোক্তম্। অন্যথা কথমহং দৃঢ়বর্মবৃত্তান্তে বিশ্রব্ধস্তিষ্ঠামি। তৎ কতিপয়ান্যহানি তদ্বার্তায়া আগতায়াঃ। ইদং চ তত্র বর্ততে।

অস্মদ্বলৈর্বিজয়সেনপুরঃসরৈস্তে-
রাক্রান্তবাহ্যবিষয়ো বিহতপ্রতাপঃ।
দুর্গং কলিঙ্গহতকঃ সহসা প্রবিশ্য
প্রাকারমাত্রশরণোঽশরণঃ কৃতোঽসৌ ॥ ৪ ॥

তদবস্থং চ তং

নির্দিষ্টাক্রান্তমন্দং প্রতিদিনবিরমদ্বীরদাসেরবৃত্তং
মধ্বংসংশীর্ষমার্ণান্বপতুরগনরক্ষীণনিঃশেষসৈন্যম্।
অদ্য শ্বো বা বিভগ্নে ঝটিতি মম বলৈঃ সর্বতস্তত্র দুর্গে
বদ্ধং যুদ্ধে হতং বা ভগবতি ন চিরাচ্ছ্রোষ্যসি ত্বং কলিঙ্গম্॥ ৫॥

সাংকৃত্যায়নী—রাজপুত্রি প্রথমতরমেব ভবত্যাঃ কথিতং ময়া কথমপ্রীতিবিধায় বৎসরাজঃ স্থাস্যতীতি।

বাসবদত্তা—যদ্যেবং প্রিয়ং মে। (জই এব্বং পিঅং মে।)

(প্রবিশ্য)

প্রতীহারী—জয়তু জয়তু ভর্তা। এষ খলু বিজয়সেনো দৃঢ়বর্মকঞ্চুকিসহিতো হর্ষসমুৎফুল্ললোচনঃ প্রিয়ং নিবেদয়িতুকামো দ্বারি তিষ্ঠতি। (জেদু জেদু ভট্টা। এসো কখু বিঅঅসেণো দিঢ়বম্মকঞ্চুঈসহিদো। হরিসসমুপ্ফুল্ললোঅণো পিঅং ণিবেদিদুকামো দুবারে চিট্ঠই।)

বাসবদত্তা—(সস্মিতম্।) ভগবতি যথা তর্কয়ামি পরিতোষিতাস্ম্যার্যপুত্রেণেতি। (ভঅবদি জহ তক্কেমি পরিদোসিদম্হি অজ্জউত্তেণেত্তি।)

সাংকৃত্যায়নী—বৎসরাজপক্ষপাতিনী খল্বহং ন কিংচিদপি ব্রবীমি।

রাজা—শীঘ্রং প্রবেশয় তৌ।

প্রতীহারী তথা। (ইতি নিষ্ক্রান্তা) (তহ।)

(ততঃ প্রবিশতি বিজয়সেনঃ কঞ্চুকী চ)

বিজয়সেনঃ—ভোঃ কঞ্চুকিন্। অদ্য স্বামিপাদা দ্রষ্টব্যা ইতি যৎ সত্যমনুপমং কর্মাপি সুখাতিশয়মনুভবামি।

কঞ্চুকী—বিজয়সেন অবিতথমেতত্। পশ্য।

সুখনির্ভরোঽন্যথাপি স্বামিনমবলোক্য ভবতি কৃত্যজনঃ।
কিং পুনরারিবলবিঘটননির্ব্যূঢ়প্রভুনিয়োগভরঃ॥ ৬॥

উভৌ—(উপসৃত্য।) জয়তু জয়তু স্বামী।

(রাজা উভাবপি পরিষ্বজতে)

কঞ্চুকী—দেব দিষ্ট্যা বর্ধসে।

হত্বা কলিঙ্গহতকং হ্যস্মৎস্বামী নিবেশিতো রাজ্যে।
দেবস্য সমাদেশো নির্ব্যূঢ়ো বিজয়সেনেন॥ ৭॥

বাসবদত্তা—অয়ি ভগবতি অভিজানাস্যেতং কঞ্চুকিনম্। (অই ভঅবই অহিজানাসি এদং কঞ্চুইং।)

সাংকৃত্যায়নী—কথং নাভিজানামি। ননু স এষ যস্য হস্তে মাতৃষ্বসা তে পত্রিকামনুপ্রেষিতবতী।

রাজা—সাধু বিজয়সেনেন মহাব্যাপারোঽনুষ্ঠিতঃ।

(বিজয়সেনঃ পাদয়োঃ পততি)

রাজা—দেবি দিষ্ট্যা বর্ধসে। প্রতিষ্ঠিতো রাজ্যে দৃঢ়বর্মা।

বাসবদত্তা—(সহর্ষম্।) অনুগৃহীতাস্মি। (অণুগ্গহিদম্হি।)

বিদূষকঃ—ঈদৃশেঽভ্যুদয়েঽস্মিন্ রাজকুল এতৎ করণীয়ম্। (রাজানং নির্দিশ্য

বীণাবাদনং নাটয়ন্ ।) গুরুপূজা (আত্মনো যজ্ঞোপবীতং দর্শয়ন্) ব্রাহ্মণস্য সংকারঃ । (আরণ্যিকাং সূচয়ন্) সর্ববন্ধনমোক্ষ ইতি । (ঈরিসে অব্ভুদএ অম্সং রাঅউলে এদং করণিজ্জং । গুরুপূআ বম্হণস্স সক্কারো সব্ববন্ধণমোক্খোত্তি)

রাজা—(বাসবদত্তামপবার্য ছোটিকাং দদত্) সাধু বয়স্য সাধু ।

বিদূষকঃ—ভবতি কথং ত্বং ন কিমপ্যত্র সমাদিশসি । (হোদি কহং তুমং ণ কিং বি এত্থ সমাদিসসি ।)

বাসবদত্তা—(সাংকৃত্যায়নীমবলোক্য সম্মিতম্ ।) মোচিতা খলু হতাশেনারণ্যিকা । (মোইদা কখু হদাসেন আরণ্ণিআ ।)

সাংকৃত্যায়নী—কিং বা তপস্বিন নিয়া বন্ধয়া ।

বাসবদত্তা—যথা ভগবত্যৈ রোচতে । (জহ ভঅবদীএ রোঅদি)

সাংকৃত্যায়নী—যদ্যেবমহমেব গত্বা তাং মোচয়িষ্যামি । (ইতি নিষ্ক্রান্তা ।)

কঞ্চুকী—ইদমপরং সংদিষ্টং মহারাজেন দৃঢ়বর্মণা । ত্বৎপ্রসাদাৎ সর্বমেব যথাভিলষিতং সম্পন্নম্ । তদেতে প্রাণাস্তদীয়াঃ যথেষ্টমিমান্ বিয়োক্তুং ত্বমেব প্রমাণমিতি ।

(রাজা সলজ্জমধোমুখস্তিষ্ঠতি ।)

বিজয়সেনঃ—দেব ন শক্যমেব দেবং প্রতি প্রীতিবিশেষং দৃঢ়বর্মণঃ কথয়িতুম্ ।

কঞ্চুকী—যদ্যপি তুভ্যং প্রতিপাদিতায়াঃ প্রিয়দর্শিকায়া অস্মদ্দুহিতুঃ পরিভ্রংশান্ন মে সম্বন্ধো জাত ইতি দুঃখমাসীত্তথাপি বাসবদত্তায়াঃ পরিণেত্রাপি ত্বয়া তদপনীতমেব ।

বাসবদত্তা—(সাস্রম্) আর্য কঞ্চুকিন্ কথং মে ভগিনী পরিভ্রষ্টা । (অজ্জ কঞ্চুই কহং মে ভইণী পরিব্ভট্ঠা ।)

কঞ্চুকী—রাজপুত্রি তস্মিন্ কলিঙ্গহতকাবস্কন্দে বিদ্রুতেষ্বিতস্ততোঽন্তঃপুরজনেষু দিষ্ট্যা দৃষ্টামিদানীং ন যুক্তমত্র স্থাতুমিতি তামহং গৃহীত্বা বৎসরাজান্তিকং প্রস্থিতঃ । ততঃ সংচিন্ত্য তাং বিন্ধ্যকেতোর্হস্তে নিক্ষিপ্য নির্গতোঽস্মি । যাবৎ প্রতীপমাগচ্ছামি তাবৎ কৈরপি তৎস্থানং সহ বিন্ধ্যকেতুনা স্মর্তব্যতাং নীতম্ ।

রাজা—(সস্মিতম্ ।) বিজয়সেন কিং কথয়সি ।

কঞ্চুকী—তত্র চান্বিষ্যতা ময়া ন প্রাপ্তা । তদাপ্রভৃতি নাদ্যাপি বিজ্ঞায়তে ক্ব বর্তত ইতি ।

(প্রবিশ্য)

মনোরমা—ভর্ট্রিনি প্রাণসংশয়ে বর্ততে সা তপস্বিনী । (ভট্টিণি পাণসংসএ বট্টই সা তবস্সিনী ।)

বাসবদত্তা—(সাস্রম্ ।) কিং পুনস্ত্বং প্রিয়দর্শনাবৃত্তান্তং জানাসি । (কিং উন তুমং পিঅদংসনাউত্তন্তং জানাসি ।)

মনোরমা—ন খল্বহং প্রিয়দর্শনাবৃত্তান্তং জানামি । এষা খল্বারণ্যিকা কল্যব্যপদেশেনানীতং বিষং পীত্বা প্রাণসংশয়ে বর্তত ইত্যেবং ময়া নিবেদিতম্ । তৎ পরিত্রায়তাং ভর্ট্রিনী । (রুদতী পাদয়োঃ পততি ।) (ন হু অহং পিঅদংসনাউত্তন্তং জানামি । এসা কখু আরণ্ণিআ কল্লববদেসেণ আনীদং বিসং পাইঅ পাণসংসএ বট্টদিত্তি এব্বং মএ নিবেদিদাং । তা পরিত্তাঅদু ভট্টিনী ।)

বাসবদত্তা—(স্বগতম্ ।) হা ধিক্ হা ধিক্ । প্রিয়দর্শনাদুঃখমপি মেঽন্তরিতমারণ্যি-

কাব্‌ত্তান্তেন। অতিদ্‌র্জনঃ খল্‌ লোকঃ। কদাচিম্মামন্যথা সম্ভাবয়িষ্যতি। তদেতদত্র যক্তম্‌। (প্রকাশং সসংভ্রমম্‌।) মনোরমে লঘিবহৈবানয় তাম্‌। নাগলোকাদ্‌গৃহীতবিষবিদ্য আর্যপুত্রোঽত্র কুশলঃ। (হদ্ধি হদ্ধি। পিঅদংসনাকেখং বি মে অন্তরিদং আরণ্ণিআউত্তন্তেণ। অদিদুজ্জনো ক্‌খু লোও। কদাই মং অন্নহা সংভাবইস্সদি। তা এদং এত্থ জুত্তং। মণোরমে লহু ইহ এব্ব আণেহি তং। ণাঅলোআদো গহিদবিসবিজ্জো অজ্জউত্তো এত্থ কুসলো।)

(নিষ্ক্রান্তা মনোরমা। ততঃ প্রবিশতি মনোরময়া ধৃতা সবিষবেগমাত্মানং নাটয়ন্ত্যারণ্যিকা।)

আরণ্যিকা—হলা মনোরমে কস্মাদিদানীং মামন্ধকারং প্রবেশয়সি। (হলা মণোরমে কীস দাণিং মং অন্ধআরং পবেসেসি।)

মনোরমা—সবিষাদম্‌। হা ধিক্‌ হা ধিক্‌। দৃষ্টিরপ্যস্যাঃ সংক্রান্তা বিষেনৈব। (বাসবদত্তাং দৃষ্টবা।) ভর্ট্রনি লঘ্‌ পরিত্রায়স্ব লঘ্‌ পরিত্রায়স্ব। গুরুভূতমস্যা বিষম্‌। (হদ্ধি হদ্ধি। দিট্‌ঠি বি সে সংকন্তা বিসেনেব্ব। ভট্‌ঠিনি লহু পরিত্তাএহি লহু পরিত্তাএহি। গরুঈভূদং সে বিসং।)

বাসবদত্তা—(সসংভ্রমং রাজানং হস্তে গৃহীত্বা॥) আর্যপুত্র উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ। লঘু বিপদ্যতে খলেষা তপস্বিনী। (সর্বে পশ্যন্তি) (অজ্জউত্ত উট্‌ঠেহি উট্‌ঠেহি। লহু বিবজ্জই ক্‌খু এসা তবস্সিনী।)

কঞ্চুকী—(বিলোক্য।) সুসদৃশী খল্বিয়ং মম রাজপুত্র্যাঃ প্রিয়দর্শনায়াঃ। (বাসবদত্তাং নির্দিশ্য।) রাজপুত্রি কুত ইয়ং কন্যকা।

বাসবদত্তা—আর্য বিন্ধ্যকেতোর্দুহিতা। তং ব্যাপাদ্য বিজয়সেনেনানীতা। (অজ্জ বিঞ্ঝকেউনো দুহিদা। তং বাবাদিঅ বিজয়সেনেন আণীদা।)

কঞ্চুকী—কুতস্তস্য দুহিতা। সেবেয়ং মম রাজপুত্রী। হা হতোঽস্মি মন্দভাগ্যঃ। (ইতি নিপত্য ভূমাবুপবিশতি।) রাজপুত্রি ইয়ং সা প্রিয়দর্শিকা ভগিনী তে।

বাসবদত্তা—আর্যপুত্র পরিত্রায়স্ব পরিত্রায়স্ব। মম ভগিনী বিপদ্যতে। (অজ্জউত্ত পরিত্তাএহি পরিত্তাএহি। মম ভইণী বিবজ্জই।)

রাজা সমাশ্বসিহি সমাশ্বসিহি। পশ্যামস্তাবত্‌। (স্বগতম্‌) কষ্টং ভোঃ কষ্টম্‌।

সংজাতসান্দ্রমকরন্দরসাং ক্রমেণ
পাতুং গতশ্চ কলিকাং কমলস্য ভৃঙ্গঃ।
দগ্ধা নিপত্য সহসৈব হিমেন চাসৌ
বামে বিধৌ ন হি ফলন্ত্যভিবাঞ্ছিতানি॥ ৮॥

(প্রকাশম্‌) মনোরমে পৃচ্ছ্যতাং তাবৎ কিং তে বোধ ইতি।

মনোরমা—সখি কিং তে বোধঃ। (সাস্রং পুনশ্চালয়ন্তী।) সখি ননু ভণামি কিং তে বোধ ইতি। (সহি কিং দে বোধো। সহি ণং ভণামি কিং দে বোধোত্তি।)

প্রিয়দর্শিকা—(অবিস্পষ্টম্‌।) যদেত্তদবস্থয়াপি ময়া ন মহারাজো দৃষ্টঃ। (ইত্যর্ধোক্তে ভূমৌ পততি।) (জং এদং অবত্থাণং গদাএ বি মএ ন মহারাও দিট্ঠো।)

রাজা—(সাস্রম্‌)

এষা মীলয়তীদমীক্ষণযুগং জাতা মমান্ধা দিশঃ
কণ্ঠোঽস্যাঃ প্রতিরুধ্যতে মম গিরো নির্যান্তি কৃচ্ছ্রাদিমাঃ।

এতস্যাঃ শ্বসিতং হৃতং মম তনুর্নিশ্চেষ্টতামাগতা
মন্যেঽস্যা বিষবেগ এব হি পরং সর্বং তু দুঃখং মম ॥ ৯ ॥

বাসবদত্তা— সাস্রম্‌) প্রিয়দর্শনে উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ। পশ্যৈষ মহারাজস্তিষ্ঠতি। কথং বেদনাপ্যস্যা নষ্টা। কিমিদানীং ময়াপরাধমজানত্যা যেন কুপিতা নালপসি। তৎ প্রসীদ প্রসীদ। উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ। ন খলু পুনরপরাৎস্যামি। (উর্ধ্বমবলোক্য) হা দৈবহতক। কিমিদানীং ময়াপকৃতং যেনেতদবস্থাং গতা মে ভগিন্যাদর্শিতা। (প্রিয়দর্শিকায়া উপরি পতিতা) (পিঅদংসণে উঠ্‌ঠেহি উঠ্‌ঠেহি। পেক্‌খ এসো মহারাও চিঠ্‌ঠই। কহং বেঅণা বি সে ণঠ্‌ঠা। কিং দাণিং মএ অবরদ্ধং অআণন্তীএ জেণ কুবিদা ণালবসি। তা পসীদ পসীদ। উঠ্‌ঠেহি উঠ্‌ঠেহি। ণ হু পুণো অবরাজ্ঝিস্সং। হা দেব্বহদআ কিং দাণিং মএ অবাকিদং জেণ এদাবত্থং গদা মে ভইণী আদংসিদা)।

বিদূষকঃ—ভো বয়স্য কথং ত্বং মূঢ় ইব তিষ্ঠসি। নৈষ বিষাদস্য কালঃ। বিষমা খলু গতির্বিষস্য। তদ্দর্শয়াত্মনো বিদ্যাপ্রভাবম্‌। (ভো বঅস্স কহং তুমং মূঢ়ো বিঅ চিঠ্‌ঠসি। ণ এসো বিসাদস্স কালো। বিসমা ক্‌খু গঈ বিসস্স। তা দংসেহি অপ্পণো বিজ্জাপহাবং)।

রাজা—সত্যমেবেতৎ। (প্রিয়দর্শিকামালোক্য) মূঢ এবাহমেতাবতীং বেলাম্‌। তদহমেনাং জীবয়ামি। সলিলং সলিলম্‌।

বিদূষকঃ—(নিষ্ক্রম্য পুনঃ প্রবিশ্য) ভোঃ এতৎ সলিলম্‌। (ভো এদং সলিলম্‌।)

(রাজোপসৃত্য প্রিয়দর্শনায়া উপরি হস্তং নিধায় মন্ত্রস্মরণং নাটয়তি। প্রিয়দর্শিকা শনৈরুত্তিষ্ঠতি)

বাসবদত্তা—আর্যপুত্র দিষ্ট্যা প্রত্যুজ্জীবিতা মে ভগিনী। (অজ্জউত্ত দিঠ্‌ঠিআ পচ্চুজ্জীবিদা মে ভইণী)।

বিজয়সেনঃ—অহো দেবস্য বিদ্যাপ্রভাবঃ।

কঞ্চুকী—অহো সর্বত্রাপ্রতিহতা নরেন্দ্রতা দেবস্য।

প্রিয়দর্শিকা (শনৈরুত্থায়োপবিশ্য চ জৃম্ভিকাং নাটয়ন্তী সবিষাদমবিস্পষ্টম্‌) মনোরমে চিরং খলু সুপ্তাস্মি। (মণোরমে চিরং খু সুত্তম্হি)।

বিদূষকঃ—ভো বয়স্য নিবৃত্তং তে বৈদ্যত্বম্‌। (ভো বঅস্স ণিব্বুদং দে বেজ্জত্তণং)।

(প্রিয়দর্শিকা সাভিলাষং রাজানং নিরূপ্য সলজ্জং কিঞ্চিদধোমুখী তিষ্ঠতি)

বাসবদত্তা—(সহর্ষম্‌) আর্যপুত্র কিমিদানীমপ্যেষান্যথৈব করোতি। (অজ্জউত্ত কিং দাণিং বি এসা অন্নহেব্ব করেদি)।

রাজা—(সস্মিতম্‌)

স্বভাবস্থা দৃষ্টির্ন ভবতি গিরো নাতিবিশদা-
স্তনুঃ সীদত্যেষা প্রকটপুলকস্বেদকণিকা।
যথা চায়ং কম্পঃ স্তনভরপরিক্লেশজনন- • •
স্তথা নাদ্যাপ্যস্যা নিয়তমখিলং শাম্যতি বিষম্‌ ॥ ১০ ॥

কঞ্চুকী—(প্রিয়দর্শিকাং নির্দিশ্য।) রাজপুত্রি এষ তে পিতুরাজ্ঞাকরঃ। (ইতি পাদয়োঃ পততি।)

প্রিয়দর্শিকা—(বিলোক্য।) কথং কঞ্চুক্যার্যবিনয়বসুঃ। (সাস্রম্‌) হা তাত। হা

মাতঃ। (কহং কণ্ডুক্ট অজ্জবিন্তবস্। হা তাদ। হা অজ্জুএ।)

কঞ্চুকী—রাজপুত্রি অলং রুদিতেন। কুশলিনৌ তে পিতরৌ। বৎসরাজপ্রভাবাৎ পুনস্তদবস্থমেব রাজ্যম্।

বাসবদত্তা—(সাস্রম্।) এহ্যলীকশীলে। ইদানীমপি তাবদ্ ভগিনীস্নেহং দর্শয়। (কণ্ঠে গৃহীত্বা।) ইদানীং সমাশ্বাসিতাস্মি। (এহি অলিঅসীলে। দাণিং বি দাব ভইণিআসিণেহং দংসেহি। দাণিং সমস্সত্থিহ্মি।)

বিদূষকঃ—ভবতি ত্বং ভগিনীং গৃহীত্বা কণ্ঠ এবং পরিতুষ্টাসি। বেদ্যস্য পারিতোষিকং বিস্মৃতম্। (হোদি তুমং ভইণিং গেণ্হিঅ কণ্ঠে এব্বং পরিতুট্ঠাসি বেদিঅস্স পারিদোসিঅং বিসুমারিদং।)

বাসবদত্তা—বসন্তক ন বিস্মৃতম্। (বসন্তঅ ণ বিস্মারিদং।)

বিদূষকঃ—(রাজানং নির্দিশ্য সস্মিতম্) বৈদ্য প্রসারয় হস্তম্। ভগিন্যা অগ্রহস্তং তে পারিতোষিকং দাপয়িষ্যামি। (বোদিঅ পসারেহি হত্থং। ভইণীএ অগ্গহত্থং দে পারিদোসিঅং দাবিস্সং।)

(রাজা হস্তং প্রসারয়তি)

(বাসবদত্তা প্রিয়দর্শিকাহস্তমর্পয়তি)

রাজা—(হস্তমুপসংহৃত্য) কিমনয়া। সংপ্রত্যেব কথমপি প্রসাদিতাসি।

বাসবদত্তা কস্তমনুগৃহীতুম্। প্রথমমেব তাতেনেয়ং দত্তা। (কো তুমং অগণ্হিদুং। পঢ়মং এব্ব তাদেন ইঅং দিণ্ণা।)

বিদূষকঃ—ভো মাননীয়া খলু দেবী। মাস্যাঃ প্রতিকূলং কুরু। (ভো মাণণীআ ক্খু দেবী। মা সে পডিউলং করেহি।)

রাজা—(সস্মিতম্) দেবী প্রভবতি। কুতোঽস্মাকমন্যথা কর্তুং বিভবঃ।

বাসবদত্তা—আর্যপুত্র অতোঽপি পরং কিং তে প্রিয়ং ক্রিয়তাম। (অজ্জউত্ত অদো বি পরং কিং দে পিয়ং করীঅদু।)

রাজা—কিমতঃপরং প্রিয়ম্। পশ্য।

নিঃশেষং দৃঢ়বর্মণা পুনরপি স্বং বাজ্যমধ্যাসিতং
ত্বং কোপেন সুদূরমপ্যপহৃতা সদ্যঃ প্রসন্না মম।
জীবন্তী প্রিয়দর্শনা চ ভগিনী ভূয়স্ত্বয়া সঙ্গতা
কিং তৎ স্যাদপরং প্রিয়ং প্রিয়তমে যৎ সাম্প্রতং প্রার্থ্যতে ॥ ১১ ॥

তথাপীদমস্তু।

(ভরতবাক্যম্)

উর্বীমুদ্দামসস্যাং জনয়তু বিসৃজন্ বাসবো বৃষ্টিমিষ্টা-
মিষ্টৈস্ত্রৈবিষ্টপানাং বিদধতু বিধিবৎ প্রীণনং বিপ্রমুখ্যাঃ।
আকল্পান্তং চ ভূয়াৎ স্থিরসমুপচিতা সঙ্গতিঃ সজ্জনানাং
নিঃশেষং যান্তু শান্তিং পিশুনজনগিরো দুঃসহা বজ্রলেপাঃ ॥ ১২ ॥

(ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে)

॥ ইতি চতুর্থোঽঙ্কঃ ॥

॥ সমাপ্তেয়ং প্রিয়দর্শিকা নাম নাটিকা ॥